2/129

[redacted]/[redacted]

67

2/129

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং "ক্ষেত্রম্" ইতি অভিধীয়তে; যঃ এতদ্বেত্তি, তদ্বিদঃ তং "ক্ষেত্রজ্ঞ" ইতি প্রাহুঃ অর্থাৎ এই দেহকে "ক্ষেত্র" বলা যায়; যিনি ইহাকে জানেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন॥ ১

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে। অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মহো ধাবতি॥ প্রথমমধ্যমষট্‌কয়োস্তত্ত্বং পদার্থাবুক্তাবুত্তরস্তু ষট্‌কো বাক্যার্থনিষ্ঠঃ সম্যগ্‌ধীপ্রধানোঽধুনা আরভ্যতে।১ তত্র—"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাত্তবামী"তি প্রাগুক্তং। ন চাত্মাজ্ঞানলক্ষণান্মৃত্যোরাত্মজ্ঞানং বিনোদ্ধরণং সংভবতি। অতো যাদৃশেনাত্মজ্ঞানেন মৃত্যুসংসারনিবৃত্তির্যেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন

যোগিগণ পুনঃ পুনঃ ধ্যানের প্রভাবে নিজ নিজ মনকে বশীকৃত করিয়া তাদৃশ মনের দ্বারা সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় (গুণক্রিয়াদিশূন্য) কোন এক অনির্ব্বাচ্য (শব্দের দ্বারা যাহা নির্ব্বচন করা যায় না তাদৃশ) জ্যোতিঃর যদি সাক্ষাৎকার লাভ করেন ত তাঁহারা তাহাই করুন। আমাদের পক্ষে কিন্তু, যমুনাপুলিনোপরি সেই যে কি এক কৃষ্ণজ্যোতিঃ ইতস্ততঃ ধাবিত হন তিনিই যেন চিরকাল ধরিয়া নয়নরঞ্জন হইতে থাকেন। প্রথম দুইটি ষট্‌কে (দ্বাদশটি অধ্যায়ে) 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহার পরই উত্তর ষট্‌কে (শেষ ছয়টী অধ্যায়ে) যাহা বাক্যার্থনিষ্ঠ অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থপ্রতিপাদক সম্যগ্‌ধীপ্রধান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান যাহার প্রধান প্রতিপাদ্য তাহাই আরম্ভ করা হইতেছে।১ [অভিপ্রায় এই যে, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। "তত্ত্বমসি" ইহার মধ্যে 'তৎ', 'ত্বম্' এবং 'অসি' এই তিনটী যে পদ রহিয়াছে ইহাদের সমষ্টিই ঐ বাক্যটী। ইহার মধ্যে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের প্রত্যেকের অর্থ কি তাহা বারটী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ পদসমষ্টি রূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ কি তাহা শেষের ছয়টী অধ্যায়ে বলা হইবে। "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা

যুক্তা অদ্বেষ্টৃত্বাদিগুণশালিনঃ সন্ন্যাসিনঃ প্রাগ্ ব্যাখ্যাতাস্তদাত্মতত্ত্বজ্ঞানং বক্তব্যম্। তচ্চাদ্বিতীয়েন পরমাত্মনা সহ জীবস্যাভেদমেব বিষয়ীকরোতি, তদ্ভেদভ্রমহেতুকত্বাৎ সর্ব্বানর্থস্য।২ তত্র জীবানাং সংসারিণাং প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নানামসংসারিণৈকেন পরমাত্মনা কথমভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্কায়াং সংসারস্য ভিন্নত্বস্য চাবিদ্যাকল্পিতানাত্মধর্ম্মত্বান্ন জীবস্য সংসারিত্বং ভিন্নত্বং চেতি বচনীয়ম্। তদর্থং দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণেভ্যঃ ক্ষেত্রেভ্যো বিবেকেন ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষো জীবঃ প্রতিক্ষেত্রমেক এব নির্ব্বিকারঃ ইতি প্রতিপাদনায় ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকঃ ক্রিয়তেঽস্মিন্নধ্যায়ে।৩ তত্র যে দ্বে প্রকৃতী ভূম্যাদিক্ষেত্ররূপতয়া জীবরূপক্ষেত্রজ্ঞতয়া চাপরপরশব্দবাচ্যে সপ্তমাধ্যয়ে সূচিতে তদ্বিবেকেন তত্ত্বং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি।৪ ইদং ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণসহিতং ভোগায়তনং শরীরং, হে কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে শস্যস্যেবাস্মিন্নসকৃৎকর্ম্মণঃ ফলস্য নির্বৃত্তেঃ। এতদ্ যো বেত্তি অহং

ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যও ঐরূপ।১] তন্মধ্যে পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন যে ‘এই মৃত্যুযুক্ত সংসাররূপ সাগর হইতে আমি সেই মদাবেশিতচিত্ত ব্যক্তিগণের অচিরেই উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া থাকি’। আর, আত্মজ্ঞান বিনা আত্মবিষয়ক অজ্ঞানরূপ যে মৃত্যু তাহা হইতে উদ্ধারও হইতে পারে না। এই কারণে যাদৃশ আত্মজ্ঞান হইতে মৃত্যুযুক্ত সংসারের নিবৃত্তি হয় এবং পূর্ব্ববর্ণিত অদ্বেষ্টৃত্ব আদি গুণশালী সন্ন্যাসিগণ যে তত্ত্বজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া থাকেন তাহা বলা উচিত। আর সেই যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা পরমাত্মার সহিত জীবের যে অভেদ তাহাকেই বিষয়ীভূত করে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদ জ্ঞান তাহাই তত্ত্বজ্ঞান, কারণ সকল প্রকার অনর্থেরই হেতু হইতেছে সেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদবুদ্ধিরূপ ভ্রম।২ ইহাতে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, জীবগণ সংসারী অর্থাৎ সংসরণশীল (জন্মমরণশালী), এবং তাহারা প্রতিক্ষেত্রে (প্রত্যেক শরীরে) বিভিন্ন; সুতরাং অসংসারী এক পরমেশ্বরের সহিত কিরূপে তাহাদের অভেদ হইতে পারে? ইহার সমাধান করিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, সংসার (জন্ম ও মৃত্যু) এবং ভিন্নতা অর্থাৎ ভেদ বা দ্বৈত এই সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত যে অনাত্মা জড়বর্গ তাহারই ধর্ম্ম; অকল্পিত জড়বিলক্ষণ (জড় হইতে বিপরীত ভাবাপন্ন) চেতন যে জীব তাহার কিন্তু এগুলি ধর্ম্ম নহে। ইহারই জন্য অর্থাৎ এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ রূপ যে ক্ষেত্র তাহা হইতে বিবেকপূর্ব্বক (পার্থক্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যে জীব তাহা যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক অর্থাৎ একই জীব প্রত্যেক ক্ষেত্রে বহুধা প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাহা যে নির্ব্বিকার ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক (বিবেচনা বা পার্থক্য) নির্দ্দেশ করা হইবে।৩ তন্মধ্যে সপ্তম অধ্যায়ে ভূমি প্রভৃতি ক্ষেত্ররূপ এবং জীবনামক ক্ষেত্রজ্ঞরূপ অপরশব্দ ও পরশব্দবাচ্য অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি নামক যে দুইটী প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বিবিক্তভাবে (পৃথক্‌ভাবে, পার্থক্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক) তত্ত্ব নিরূপণ করিবেন বলিয়া শ্রীভগবান্ “ইদম্” ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন।৪ হে কুন্তীনন্দন! **ইদং শরীরং**=ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত এই যে ভোগায়তন শরীর **ক্ষেত্রম্ ইত্যভিধীয়তে**=ইহাই ‘ক্ষেত্র’ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ ক্ষেত্রে যেমন শস্যনিষ্পত্তি হয় সেইরূপ এই শরীররূপ ক্ষেত্রেও অসৎকর্ম্মের ফল সম্পাদিত হয় অর্থাৎ

মমেত্যভিমন্যতে তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ। তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকবিদঃ।৫ অত্র চাভিধীয়ত ইতি কর্ম্মণি প্রয়োগেণ ক্ষেত্রস্য জড়ত্বাৎ কর্ম্মত্বং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দে চ দ্বিতীয়াং বিনৈবেতিশব্দমাহরন্ স্বপ্রকাশত্বাৎ কর্ম্মত্বাভাবমভিপ্রৈতি। তত্রাপি ক্ষেত্রং যৈঃ কৈশ্চিদপ্যভিধীয়তে ন তত্র বক্তৃ(কর্ত্তৃ)গত-বিশেষাপেক্ষা। ক্ষেত্রজ্ঞং তু কর্ম্মত্বমন্তরেণৈব বিবেকিন এবাহুঃ স্থূলদৃশামগোচরত্বাদিতি কথয়িতুং বিলক্ষণবচনব্যক্ত্যৈকত্র কর্ত্তৃপদোপাদানেন চ নির্দ্দিশতি ভগবান্॥৬—১॥

ভোগযোগ্য রূপে পরিণত হইতে থাকে। **এতদ্ যো বেত্তি**=যিনি এই ক্ষেত্র জানেন অর্থাৎ 'আমি ইহা অথবা ইহা আমার' ইত্যাদি প্রকারে এই ক্ষেত্রকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন **তদ্বিদঃ**='তদ্বিদ্গণ' অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকবিদ্ ব্যক্তিগণ **তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি**=তাঁহাকেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; যেহেতু কৃষীবলের (কৃষকের) ন্যায় তিনিও সেই ফলের ভোক্তা অর্থাৎ কৃষক যেমন স্বাধিকৃত ক্ষেত্রে সঞ্জাত ফলের ভোক্তা সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞও স্বাভিমত ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন পাপপুণ্যসম্ভূত সুখদুঃখাদিফলের ভোক্তা বলিয়াই জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।৫ এস্থলে "অভিধীয়তে" এইরূপে কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে 'ক্ষেত্র' জড়স্বরূপ হওয়ায় কর্ম্মই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা দৃশ্য—দৃশির (জ্ঞানের) কর্ম্মস্বরূপ। আর 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই শব্দটি "প্রাহুঃ" এই ক্রিয়ার কর্ম্ম হওয়ায় কর্ত্তৃবাচ্যে তাহার উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না দিয়া 'ইতি' শব্দটীর প্রয়োগ করিয়া (নিপাতাভিহিতে প্রথমা হয় বলিয়া) উহাকে প্রথমান্ত করিয়া (কর্ম্মবিভক্তির বহির্ভূত করায়) এইরূপ অভিপ্রায় জানাইয়া দিতেছেন যে ক্ষেত্রজ্ঞ দৃশিস্বরূপ বলিয়া স্বপ্রকাশ ; কাজেই উহা কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না। আরও দ্রষ্টব্য—'এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়' এখানে কোন কর্ত্তৃপদের প্রয়োগ না থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তিই ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারে—ইহাকে ক্ষেত্র বলিতে হইলে বক্তার কোন বিশেষত্ব অর্থাৎ অসাধারণত্বের অপেক্ষা নাই, কারণ ইহা এইরূপেই সকলের নিকট পরিচিত। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রজ্ঞকে কর্ম্মত্ব বিনা নির্দ্দেশ করিতে অর্থাৎ কর্ম্মে অযোগ্য বলিয়া জানিতে এবং বলিতে বিবেকী—বিবেচক জ্ঞানী ব্যক্তিরাই পারেন, কেন না ইহা (এই তত্ত্ব) স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণের অগোচর। এই প্রকার অর্থ জানাইয়া দিবার নিমিত্তই ভগবান্ একই শ্লোকে বিলক্ষণ বচনব্যক্তি (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাক্যভঙ্গি) করিয়া কেবল একস্থলেই কর্ত্তৃপদ প্রয়োগ করিয়াছেন।৬—১॥

ভাবপ্রকাশ—এই অধ্যায় হইতে জ্ঞানষট্কের আরম্ভ হইতেছে। অজ্ঞান হইতে যে সংসারের উৎপত্তি, সেই সংসার হইতে জ্ঞান ব্যতিরেকে উদ্ধার হইতে পারে না ; তাই ভগবান্ সংসারতরণের সর্ব্বোত্তম এবং অন্তরতম যে উপায় সেই জ্ঞানের কথা সর্ব্বোপনিষৎসার গীতাশাস্ত্রের অন্তিম ষট্কে বলিতেছেন। "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং"—সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই। এই সাংখ্যজ্ঞান হইতেছে বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব এবং অতত্ত্বের, পরমার্থ সত্যের এবং কল্পিত মিথ্যার প্রভেদজ্ঞান। এই প্রভেদ দেখাইবার জন্যই জ্ঞানষট্কের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ করিয়া তাহাদের প্রভেদ দেখাইতেছেন। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভোগায়তন এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়, আর এই শরীরের যিনি জ্ঞাতা, যিনি শরীরকে দৃশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।১

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥২

হে ভারত ! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং, তৎ জ্ঞানং মম মতম্ অর্থাৎ হে ভারত ! সর্ব্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এতদুভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া জানিবে ॥ ২

এবং দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণম্ স্বপ্রকাশম্ ক্ষেত্রজ্ঞমভিধায় তস্য পারমার্থিকং তত্ত্বমসংসারিপরমাত্মনৈক্যমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি।১ সর্ব্বক্ষেত্রেষু য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপো নিত্যো বিভুশ্চ তমবিদ্যাধ্যারোপিতকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মমাবিদ্যকরূপপরিত্যাগেন মামীশ্বরমসংসারিণমদ্বিতীয়ব্রহ্মানন্দরূপং বিদ্ধি জানীহি হে ভারত !২ এবং চ ক্ষেত্রং মায়াকল্পিতং মিথ্যা, ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ পরমার্থসত্যস্তত্ত্ব,মাধিষ্ঠানমিতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যজ্‌জ্ঞানং তদেব মোক্ষসাধনত্বাজ্‌জ্ঞানম্ অবিদ্যাবিরোধিপ্রকাশরূপং মম.মতম্ অন্যত্ত্বজ্ঞানমেব তদবিরোধিত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ।৩ অত্র জীবেশ্বরয়োরাবিদ্যকো ভেদঃ পারমার্থিকস্ত্বভেদ ইত্যত্র যুক্তয়ো ভাষ্যকৃদ্ভির্ব্বর্ণিতাঃ। অস্মাভিস্তু গ্রন্থবিস্তরভয়াৎ প্রাগেব বহুধোক্তত্বাচ্চ নোপন্যস্তাঃ ॥ ;—২॥

অনুবাদ—এইরূপে দেহেন্দ্রিয়াদির বিলক্ষণ (বিপরীতভাবাপন্ন) স্বপ্রকাশ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিয়া তাঁহার যে পারমার্থিক স্বরূপ তাহা লইয়া তাহার যে পরমাত্মার সহিত ঐক্য (অভিন্নতা) আছে তাহাই "ক্ষেত্রজ্ঞম্ ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১। **সর্ব্বক্ষেত্রেষু**=সকল ক্ষেত্র মধ্যে **ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ অপি**=যে এক স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ নিত্য বিভু ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, যাঁহার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আদি সংসারধর্ম্ম অবিদ্যাবশে আরোপিত' (কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক বা বাস্তব নহে), হে ভরতকুলতিলক ! তাঁহার সেই আবিদ্যক (অবিদ্যাকল্পিত) কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আদি রূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে তুমি **মাং চ বিদ্ধি**=আমাকেই বুঝিবে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে অসংসারী অদ্বিতীয় চিদানন্দ রূপ ঈশ্বর (হইতে অভিন্ন) বলিয়া জানিও অর্থাৎ সেই যে ঔপাধিক সংসারবিশিষ্ট জীব এবং শুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর—তাঁহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন।২ এইরূপ হইলে পর **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানম্**=ক্ষেত্র হইতেছে মায়াপ্রভাবে কল্পিত এবং তাহা মিথ্যা ; আর ক্ষেত্রজ্ঞই হইতেছেন পরমার্থ সত্য এবং মায়াভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান, কারণ তাহা মোক্ষের সাধনস্বরূপ ; আর সেই যে জ্ঞান যাহা অবিদ্যার বিরোধী নহে এবং তাহা প্রকাশ স্বরূপ **তৎ মম মতম্**=তাহাই আমার সম্মত ; অন্য যাহা কিছু আছে তাহা অজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নহে, কেন না তাহা সেই অবিদ্যার বিরোধী নহে, ইহাই অভিপ্রায়।৩ এ স্থলে, জীব ও ঈশ্বরের যে ভেদ তাহা আবিদ্যক অর্থাৎ অবিদ্যা কল্পিত, অভেদই হইতেছে তাঁহাদের পারমার্থিক স্বরূপ—এসম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিজাল আছে তাহা ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থের বিস্তৃতির ভয়ে এবং পূর্ব্বে বহুপ্রকারে তাহা বলিয়া আসিয়াছি বলিয়া এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।৪—২॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥৩

তৎ ক্ষেত্রং যৎ, যাদৃক্‌চ যদ্বিকারি যতশ্চ যচ্চ স চ যঃ, যৎপ্রভাবঃ তৎ সমাসেন মে শৃণু অর্থাৎ সেই ক্ষেত্র যাহা, যাদৃশ, যদ্‌বিকারি যাহা হইতে জাত এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা এবং যেরূপ প্রভাবশালী, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর॥৩

সঙ্ক্ষেপেণোক্তমর্থং বিবরীতুমারভতে তদিতি। তদিদং শরীরমিতি প্রাগুক্তং জড়বর্গরূপং ক্ষেত্রং যচ্চ স্বরূপেণ জড়দৃশ্যপরিচ্ছিন্নাদিস্বভাবং যাদৃক্ চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তম্। যতশ্চ কারণাৎ যৎ কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি শেষঃ। অথবা যতঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি। যদিতি যৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ।১ অত্রানিয়মেন চকারপ্রয়োগাৎ সর্ব্বসমুচ্চয়ো দ্রষ্টব্যঃ।২ স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দস্বভাবঃ, যৎপ্রভাবশ্চ যে প্রভাবা উপাধিকৃতাঃ শক্তয়ো যস্য, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং সর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টং সমাসেন সঙ্ক্ষেপেণ মে মম বচনাচ্ছৃণু শ্রুত্বাঽবধারয়েত্যর্থঃ॥৩—৩॥

ভাবপ্রকাশ—যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রে বা দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন দ্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় তথাপি পরমার্থতঃ অর্থাৎ তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রে এক ভগবান্‌ই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপের যথার্থবোধ হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্র বা দৃশ্য (জড়) হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন পুরুষ যে কিরূপ বিভিন্ন এই উপলব্ধি হইলে তখন দেখা যায় যে ক্ষেত্রজ্ঞে ক্ষেত্রজ্ঞে ভেদ নাই। চেতন স্বরূপে ভেদের বীজ নাই। ক্ষেত্রই ভেদক অর্থাৎ যাহা কিছু ভেদের কারণ তাহা সকলই ক্ষেত্রের মধ্যে। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন সর্ব্বাবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই একরূপ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের এইরূপ বিবেকজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান।২

অনুবাদ—যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে তাহাই এক্ষণে "ক্ষেত্রম্" ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। **তৎ ক্ষেত্রম্**=এই যে শরীর—পূর্ব্বোল্লিখিত (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সংঘাতাত্মক) জড়বর্গরূপ এই যে ক্ষেত্র ইহা **যৎ চ**=স্বরূপতঃ যাহা অর্থাৎ ইহা স্বরূপতঃ যেরূপ জড়স্বভাব, দৃশ্যস্বভাব এবং পরিচ্ছিন্নাদিস্বভাব এবং ইহা **যাদৃক্ চ**=যেরূপ ইচ্ছাদিধর্ম্মক, ইহা **যদ্বিকারী**=ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সমস্ত বিকারযুক্ত, এবং ইহা **যতশ্চ**=যাহা হইতে অর্থাৎ যে কারণ হইতে কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয় ; অথবা "যতঃ"=যাহা হইতে—যে প্রকৃতিপুরুষসংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহা **যৎ**=যাহা অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম আদি যে সমস্ত ভেদে বিভিন্ন—।১ এস্থলে 'চ' শব্দগুলি অনিয়মে অর্থাৎ অনিয়মিতভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় উহারা উক্ত সকল বিষয়গুলিরই সমুচ্চয়বোধক অর্থাৎ সমুচ্চিতভাবে বা একজোটে সবগুলিই এখানে বলা হইবে, বুঝিতে হইবে।২ **স চ**=সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞ-তাহা **যঃ**=স্বরূপতঃ যাহা অর্থাৎ তাহার স্বরূপ যে স্বপ্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দস্বভাব এবং তাহা **যৎপ্রভাবশ্চ**=যৎপ্রভাব অর্থাৎ তাহার যে সমস্ত উপাধিকৃত (ঔপাধিক) শক্তি আছে **তৎ**=সে সমস্ত বিষয় অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সকল প্রকার বিশেষণ বিশিষ্ট যে যাথাত্ম্য (যথাযথ স্বরূপ) তুমি **সমাসেন**=সংক্ষেপতঃ **মে**=আমার বচন হইতে, আমার উক্তি হইতে **শৃণু**=শ্রবণ কর অর্থাৎ শুনিয়া তাহা অবধারণ কর।৩—৩॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪

ঋষিভিঃ বহুধা গীতং ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ; বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্ অর্থাৎ যাহা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ নানা প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন, এবং যুক্তিযুক্ত ও অসন্দিগ্ধ অর্থের প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মপদ দ্বারা তাঁহারা যাহা নানারূপে নির্ণয় করিয়াছেন, বেদবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৪

কৈর্বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়াং শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনার্থং স্তুবন্নাহ—। ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধারণাধ্যানবিষয়ত্বেন বহুধা গীতং নিরূপিতম্। এতেন যোগশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তম্।১ বিবিধৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈঃ ছন্দোভিঋর্গাদি-মন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ পৃথগ্বিবেকতো গীতম্। এতেন কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তম্।২ ব্রহ্মসূত্র-পদৈশ্চৈব—ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন প্রতিপাদ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তী"ত্যাদীনি (তৈঃ উঃ ৩।১) তটস্থলক্ষণপরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি।৩ তথা, পদ্যতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্যতে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"ত্যাদীনি (তৈঃ উঃ ২।১) ;

অনুবাদ—'কাহারা ঐ বিষয়টী বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন যাহার তুমি সংক্ষেপ বলিতেছ' এইরূপ প্রশ্ন হইলে তাহার উত্তরচ্ছলে শ্রোতৃগণের বুদ্ধিকে প্ররোচিত করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্তকে এ বিষয়ে আকৃষ্ট বা উন্মুখ করিবার নিমিত্ত ইহার প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—। **ঋষিভিঃ**=বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা যোগশাস্ত্র সকলের মধ্যে ইহা ধারণা (চিত্তকে হৃদয়পদ্মাদি দেশবিশেষে যে অবস্থাপিত করা তাহার নাম ধারণা) এবং ধ্যানের বিষয়রূপে **বহুধা**=বহুপ্রকার **গীতম্**=নিরূপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা, ইহা (বর্ণনীয় বিষয়টী) যে যোগ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহা বলা হইল।১ এবং ইহা **বিবিধৈঃ**=নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মাদি যাহার বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য তাদৃশ **ছন্দোভিঃ**= ঋক্-আদি যে সমস্ত মন্ত্র (সংহিতা) এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে সেই সমস্তের দ্বারা **পৃথক্**= পৃথক্‌ভাবে অর্থাৎ পরস্পরের—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক (পার্থক্য) নির্দ্দেশ সহকারে **গীতম্**= নিরূপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা, ইহা যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য তাহা বলা হইল।২ আর ইহা **বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব**=বিনিশ্চিত ও হেতুমৎ ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মপদ সকলের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। 'যাহাদের দ্বারা ব্রহ্ম সূত্রিত হয়—সূচিত হয় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধান সহকারে প্রতিপাদিত হয়' তাহাদিগকে ব্রহ্মসূত্র বলে। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র অর্থ—"এই ভূতবর্গ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন ভূতগণ যাঁহার জন্য অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে, এবং সেই ভূত সকল যাঁহাতে প্রয়াণ করে এবং যাঁহার মধ্যে লীন হইয়া যায় (তাহাই ব্রহ্ম)" ইত্যাদি তটস্থলক্ষণপর উপনিষৎ বাক্য সকলই অভিহিত হয়।৩ [**তাৎপর্য্য**—এই যে, যাহা বস্তুর স্বরূপ না বুঝাইয়া কেবল তাহাকে অন্য সকল হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া নির্দ্দেশ করে তাহাতে তটস্থলক্ষণ বা উপলক্ষণ বলে। যেমন দেবদত্তের বাড়ী কোন্‌টী, কেহ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অনেকগুলি বাড়ীর মধ্যে তাহাকে পৃথক্ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য বিজ্ঞাপয়িতা কোন অসাধারণ লক্ষণ অন্বেষণ করেন,

তৈর্ব্রহ্মসূত্রৈঃ পদৈশ্চ।৪ হেতুমদ্ভিঃ—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়"মিত্যুপক্রম্য (ছাঃ উঃ ৬।২।১) "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েতে"তি (ছাঃ উঃ ৬।২।১) নাস্তিকমতমুপন্যস্য "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ. সজ্জায়েতে"ত্যাদিযুক্তীঃ (ছাঃ উঃ ৬।২।২) প্রতিপাদয়দ্ভিঃ।৫ বিনিশ্চিতৈঃ উপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়া সন্দেহশূন্যার্থপ্রতিপাদকৈঃ, বহুধা গীতং চ।৬ এতেন জ্ঞানকাণ্ডপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তম্।৭ এবমেতৈরতিবিস্তরেণোক্তং

কিন্তু তাদৃশ কোন অসাধারণ লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া যখন তিনি দেখেন যে অন্য বাড়ীর ছাদে কাক নাই কিন্তু দেবদত্তের গৃহের ছাদে কতকগুলি কাক উড়িতেছে তখন তিনি বলেন "কাকৈর্দেবদত্তগৃহম্ জানীহি" = যে বাড়ীতে কাকগুলি উড়িতেছে উহাই দেবদত্তের ভবন জানিও ; তখন আগন্তুক ব্যক্তি তাহা অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। এখানে কাকগুলি কিন্তু দেবদত্তের গৃহের সহিত যে কোন বাস্তবিক সম্বন্ধযুক্ত তাহা নহে এবং তাহা যে দেবদত্তের গৃহের স্বরূপ বা বিশেষণ তাহাও নহে। অথচ উহা দেবদত্তের গৃহের পরিচায়ক। সেইরূপ 'যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয় তিনি ব্রহ্ম' এইরূপ বলিলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ বুঝা যায় না বটে (কারণ মায়া কল্পিত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব শুদ্ধ ব্রহ্মের সমসত্তাক কিংবা বিশেষণ হইতে পারে না বলিয়া তাহা নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মের স্বরূপবোধক লক্ষণ মধ্যে পড়িতে পারে না) কিন্তু উহা ব্রহ্মকে অন্য সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে। কারণ উহা ব্রহ্মছাড়া অন্য কাহাতে ও সম্ভব নহে। এই জন্য উহাকে উপ-লক্ষণ বা তটস্থলক্ষণ বলা হইয়াছে। আর উহা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে পারে না বলিয়াই টীকায় বলা হইয়াছে যে 'কিঞ্চিৎ ব্যবধান সহকারে' বুঝাইয়া থাকে। যে সমস্ত উপনিষৎ-বাক্য ব্রহ্মের ঐ প্রকার ব্যবহিত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে তাহাদিগকে ব্রহ্মসূত্র বলা হয়।৩] ঐরূপ —যাহাদের দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ স্বরূপতঃ প্রতিপাদিত হয়—তাহাদিগকে ব্রহ্মপদ বলা হয়। সুতরাং **ব্রহ্মপদ অর্থ**—"ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ" ইত্যাদি স্বরূপলক্ষণপর (প্রতিপাদক) উপনিষৎ-বাক্য সকল।৪ **হেতুমদ্ভিঃ** = ঐ সমস্ত যে ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ ঐগুলি হেতুমান্ অর্থাৎ হেতুযুক্ত ;—"হে সৌম্য ! ইহা পূর্ব্বে কেবল এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল"—এইরূপে উপক্রম (আরম্ভ) করিয়া "কেহ কেহ আবার এইরূপ বলে যে ইহা পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অসৎ স্বরূপই ছিল, আর সেই অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছে" এই প্রকারে নাস্তিকগণের মত উপন্যস্ত করতঃ, "হে সৌম্য ! ইহা কিন্তু কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ জন্মিতে পারে ? এইরূপ বলিলেন"—ইত্যাদি প্রকার যুক্তি যাহাতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে সেই সমস্ত উপনিষৎ বাক্যগুলি **হেতুমৎ ব্রহ্মসূত্রপদ**।৫ আর **বিনিশ্চিতৈঃ** = সেইগুলি বিনিশ্চিত অর্থাৎ যেগুলির উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে একবাক্যতা থাকায় সেগুলি সন্দেহশূন্য অর্থের প্রতিপাদক।৬ [**তাৎপর্য্য**—এই যে, যাহা বলিতে আরম্ভ করা হয় তাহাকে উপক্রম বলে, আর যাহা বলিয়া শেষ করা হয় তাহা হইতেছে উপসংহার। উপক্রমে যে কথা বলা হইয়াছে উপসংহারেও যদি সেই কথাই বলা হয়, সেই বিষয় উল্লেখ করিয়াই যদি উপসংহার করা হয়—এইরূপে উপক্রম ও উপসংহারের যদি একবাক্যতা থাকে, তাহা হইলে মধ্যে যত কথাই থাকুক না কেন, মধ্যে যত বিভিন্ন বিষয়ই আলোচিত হউক না কেন, কোন্ বিষয়ে যে প্রকরণটীর তাৎপর্য্য—প্রকরণটীর

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬

মহাভূতানি, অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তং এব, ইন্দ্রিয়াণি দশ, একং চ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ, ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং দুঃখং, সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ, শ্রোত্রাদির পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত ও ধৃতি—এই সকল বিকারের সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে কহিলাম ॥ ৫।৬

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং সংক্ষেপেণ তুভ্যং কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণ্বিত্যর্থঃ।৮ অথবা ব্রহ্মসূত্রাণি তানি পদানি চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। তত্র বিদ্যাসূত্রাণি "আত্মেত্যেবোপাসীতে"ত্যাদীনি (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৭) অবিদ্যাসূত্রাণি—"ন স বেদ যথা পশু" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।১০) রিত্যাদীনি। তৈর্গীতমিতি ॥৯– ৪॥

প্রতিপাদ্য অর্থ যে কি তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদাদির মধ্যে যে সমস্ত প্রকরণে ঐ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে তাহাদের উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা আছে বলিয়া তাহারা যে এই অর্থেরই প্রতিপাদক তাহা বিনিশ্চিত—বিশেষ রূপেই নিশ্চিত বলিতে হইবে।] তাদৃশ হেতু বিশিষ্ট বিনিশ্চিত তটস্থলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণপর ব্রহ্মসূত্রপদরূপ উপনিষৎ বাক্য আদির দ্বারা এই তত্ত্ব বহুধা গীত হইয়াছে।৬ ইহার দ্বারা, ইহা যে জ্ঞানকাণ্ডেরও প্রতিপাদ্য তাহা বলা হইল। অর্থাৎ এই তত্ত্ব বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয় ভাগেরই প্রতিপাদ্য, ইহাই "ছন্দোভি বিবিধৈঃ" এবং "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ" এই দুইটী অংশে বুঝান হইল।৭ এই প্রকারে ইঁহাদের দ্বারা যাহা অতিশয় বিস্তৃতি পূর্ব্বক কথিত হইয়াছে সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাথাত্ম্য অর্থাৎ যথাযথ স্বরূপ, আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিব তুমি শুন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৮ অথবা যেগুলি 'ব্রহ্মসূত্রও বটে আবার পদও বটে' সেইগুলি ব্রহ্মসূত্রপদ; এই প্রকারে কর্ম্মধারয় সমাস করা যায়। তন্মধ্যে "আত্মা এই রূপেই উপাসনা করিবে" ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত শ্রুতি বাক্য আছে সেইগুলি বিদ্যাসূত্র। অর্থাৎ ঐপ্রকার শ্রুতিবাক্য সকলে ব্রহ্মবিদ্যার কথা সূত্রিত (সংক্ষেপে উক্ত) হইয়াছে। আর, "সে ব্যক্তি তত্ত্ব জানে না অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ নহে, সে (দেবতাদিগের) পশুর ন্যায় অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবগণের ভোগ্য" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যগুলি অবিদ্যাসূত্র অর্থাৎ ঐপ্রকার শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যার প্রভাব এবং তাহার ফল সূত্রিত (সংক্ষেপে উক্ত) হইয়াছে। ইহাদের (এই সমস্ত ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মপদের) সাহায্যে ঐ তত্ত্ব সেই সমস্ত ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।৯—৪॥

ভাবপ্রকাশ—এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বই ঋষিগণ বহুছন্দে, বহু যুক্তিদ্বারা নানাস্থানে বিশ্লেষণ করিয়াছেন কারণ ইহাই পরমতত্ত্ব। এই গীতাশাস্ত্রে তাই (অর্থাৎ অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া) সংক্ষেপে ঐ তত্ত্ব বলা হইতেছে।৩-৪ //

এবং প্ররোচিতায়ার্জ্জুনায় ক্ষেত্রস্বরূপং তাবদাহ দ্বাভ্যাম্—। মহান্তি ভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতোঽভিমানলক্ষণঃ, বুদ্ধিরহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বমধ্যবসায়লক্ষণং, অব্যক্তং তৎকারণং সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকং প্রধানং সর্ব্বকারণং ন কস্যাপি কার্য্যং। এবকারঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ। এতাবত্যেবাষ্টধা প্রকৃতিঃ। চশব্দো ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ। তদেবং সাঙ্খ্যমতেন ব্যাখ্যাতম্।১ ঔপনিষদানাং তু অব্যক্তমব্যাকৃতমনির্ব্বচনীয়ং মায়াখ্যা পারমেশ্বরী শক্তি, মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তম্। বুদ্ধিঃ সর্গাদৌ তদ্বিষয়মীক্ষণং, অহঙ্কারঃ ঈক্ষণানন্তরমহং বহু স্যামিতি সঙ্কল্পঃ, তত আকাশাদিক্রমেণ পঞ্চভূতোৎপত্তিরিতি। ন হ্যব্যক্তমহদহঙ্কারাঃ সাঙ্খ্যসিদ্ধা ঔপনিষদৈরুপগম্যন্তে অশব্দত্বাদিহেতুভিরিতি স্থিতম্। “মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং। (শ্বেতাঃ উঃ ৪।৯) “তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়া”মিতি

অনুবাদ—অর্জ্জুন এই এইপ্রকারে প্ররোচিত (আকৃষ্ট, উন্মুখ) হইলে শ্রীভগবান্ “মহাভূতানি” ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া দুইটী শ্লোকে ততক্ষণ ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন। মহৎ এমন যে সকল ভূত—সেইগুলি মহাভূত; সুতরাং আকাশাদি পাঁচটীই মহাভূত হইতেছে। সেই মহাভূতসকলের যাহা কারণ এবং অভিমান অর্থাৎ ‘অহং’ভাবাবেশ করা যাহার লক্ষণ অর্থাৎ অহংভাবে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই অহঙ্কার; বুদ্ধি অর্থ অহঙ্কারের কারণীভূত মহৎ-তত্ত্ব; অধ্যবসায় অর্থ নিশ্চয়াত্মকতা তাহার লক্ষণ। সেই বুদ্ধিরও যাহা কারণ তাহার নাম অব্যক্ত; তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক, এবং তাহাই সকলের কারণ; তাহা কাহারও কার্য্য অর্থাৎ বিকার বা পরিণাম নহে। প্রকৃতির অবধারণ (নিশ্চয়) জানাইবার জন্যই ‘অব্যক্তমেব চ’ এস্থলে এবকার প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এই আটপ্রকারই প্রকৃতি, এইরূপ অবধারণ বা নিশ্চয় বুঝাইবার নিমিত্ত ‘এব’ এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘চ’ শব্দটী উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহার সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে সাংখ্য মতানুসারে ইহার ব্যাখ্যা করা হইল।১ ঔপনিষদ (বেদান্তিগণের) মতে কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ, যথা ;—অব্যক্ত অর্থ সৃষ্টির পূর্ব্বের অনির্ব্বচনীয় অব্যাকৃত অবস্থা; ইহাই পরমেশ্বরের মায়ানামে প্রসিদ্ধ শক্তি। পূর্ব্বে “মম মায়া দুরত্যয়া” ইত্যাদি সন্দর্ভে ইহার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে (প্রারম্ভে) যে তদ্ বিষয়ক (সৃষ্টিবিষয়ক) ঈক্ষণ তাহাই বুদ্ধি। অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে পরমেশ্বরের যে আলোচন অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বরের যে জ্ঞান তাহা ঈক্ষণ, ঈক্ষণের পরে ‘আমি বহু হই’ ইত্যাকারক পরমেশ্বরের যে সঙ্কল্প তাহারই নাম অহঙ্কার। তাহা হইতে আকাশাদিক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। অশব্দত্বপ্রভৃতিহেতু অর্থাৎ যেহেতু ঐগুলি অশব্দ—অশ্রৌত, এই কারণে ঔপনিষদগণ (বৈদান্তিকগণ) যে ঐ সমস্ত সাংখ্যসিদ্ধান্তসম্মত অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কারাদি তত্ত্ব স্বীকার করেন না, তাহা (বেদান্তদর্শনের পঞ্চম অধিকরণ প্রভৃতি স্থলে) অবধারিত হইয়াছে। “মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে (মায়াবী অর্থাৎ মায়ার যিনি আশ্রয় ও বিষয় তাঁহাকে) মহেশ্বর জানিবে”: “তাঁহারা ধ্যানযোগানুগত হইয়া দেবের অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশ

(শ্বেতাঃ উঃ ১।২) শ্রুতিপ্রতিপাদিতমব্যক্তম্। “তদৈক্ষতে”তীক্ষণরূপা বুদ্ধিঃ “বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি” (ছাঃ উঃ ৬।২) বহুভবনসঙ্কল্পরূপোঽহঙ্কারঃ। “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি” (তৈঃ উঃ ২।১) পঞ্চভূতানি শ্রৌতানি। অয়মেব পক্ষঃ সাধীয়ান্।২ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি তানি, একঞ্চ মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাদ্যাত্মকং, পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দ-স্পর্শরূপরসগন্ধাস্তে বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাপ্যত্বেন বিষয়াঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং তু কার্য্যত্বেন। তান্যেতানি সাঙ্খ্যাশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে।৩—৫॥

ইচ্ছা সুখে তৎসাধনে চেদং মে ভূয়াদিতি স্পৃহাত্মা চিত্তবৃত্তিঃ কাম ইতি রাগ ইতি চোচ্যতে।১ দ্বেষঃ দুঃখে তৎসাধনে চেদং মে মাভূদিতি স্পৃহাবিরোধিনী চিত্তবৃত্তিঃ ক্রোধ ইতীর্ষ্যেতি চোচ্যতে।২ সুখং নিরুপাধীচ্ছাবিষয়ীভূতা ধর্ম্মাসাধারণ-

দ্যোতনাত্মক পরমাত্মার যে আত্মশক্তি (যাহা অবিদ্যা, মায়া ইত্যাদি নামে অভিহত হয়) যাহা স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে নিগূঢ় অর্থাৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে তাহা দেখিয়াছিলেন—জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে অব্যক্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। “তিনি ঈক্ষণ করিলেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ঈক্ষণের কথা বলা হইয়াছে বুদ্ধি সেই ঈক্ষণস্বরূপ। “আমি যেন বহু হই—জন্মগ্রহণ করি” ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বরের যে বহু হইবার সঙ্কল্প কথিত হইয়াছে, অহঙ্কার সেই বহুভবনসঙ্কল্পস্বরূপ। “সেই এই আত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে পৃথিবী সম্ভূত হইয়াছে”—এই প্রকারে পঞ্চভূতও শ্রৌত অর্থাৎ শ্রুতিপাদিত। আর সাংখ্যপক্ষ অপেক্ষা শ্রুতিসিদ্ধ এই যে অব্যক্তাদির স্বরূপ বৈদান্তিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় এই পক্ষই সাধীয়ান্ অর্থাৎ অধিকতর বাঢ় (স্বীকার্য্য)।২ “ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ” অর্থাৎ দশটী ও একটী—একাদশটী ইন্দ্রিয়। যথা, শ্রোত্র (কর্ণ) ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ (নাসিকা)—এই পাঁচ নামের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচ নামের পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেইগুলি মিলিয়া দশ ইন্দ্রিয় আর সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক এক মন; মোট এই এগারটি ইন্দ্রিয়। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ ঐগুলি বুদ্ধীন্দ্রিয় সকলের (জ্ঞানেন্দ্রিয় নিচয়ের) জ্ঞাপ্যরূপে বিষয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের কার্য্যরূপে বিষয়। সেই এইগুলিকেই সাংখ্যেরা চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া থাকেন।৩—৫॥

অনুবাদ—যাহা সুখ ও সুখের সাধন অর্থাৎ উপায়স্বরূপ, তাহার উপরে ‘ইহা আমার যেন হয়’ এই প্রকারের স্পৃহাস্বরূপ যে চিত্তবৃত্তি বিশেষ তাহাকে ইচ্ছা বলা হয়; ইহাকে ‘কাম’ এবং ‘রাগ’ এই দুই নামেও অভিহত করা হয়।১ দুঃখ ও দুঃখের সাধনীভূত বিষয়ে ‘ইহা যেন আমার না হয়’ এই প্রকারের স্পৃহাবিরোধিনী যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহাকে দ্বেষ বলে। ইহা ‘ক্রোধ’ বা ‘ঈর্ষ্যা’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।২ যাহা নিরুপাধি (অন্যাপ্রযুক্ত—অন্যের দ্বারা অপ্রযুক্ত অর্থাৎ

কারণিকা চিত্তবৃত্তিঃ পরমাত্মসুখব্যঞ্জিকা । দুঃখং নিরুপাধিদ্বেষবিষয়ীভূতা চিত্তবৃত্তিরধর্ম্মাসাধারণকারিণকা ।৪ সংঘাতঃ পঞ্চমহাভূতপরিণামঃ সেন্দ্রিয়ং শরীরম্ । চেতনা স্বরূপজ্ঞানব্যঞ্জিকা প্রমাণাসাধারণকারণিকা চিত্তবৃত্তির্জ্ঞানাখ্যা ।৫ ধৃতিরবসন্নানাং দেহেন্দ্রিয়াণামবষ্টম্ভহেতুঃ প্রযত্নঃ ।৬ উপলক্ষণমেতদিচ্ছাদিগ্রহণং সর্ব্বান্তঃকরণধর্ম্মাণাম্ ।৭ তথাচ শ্রুতিঃ,—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্ব্বং মনঃ এবেতি" (বৃহদাঃ উঃ ১।৫।৩) মৃদ্‌ঘটবদুপাদানাভেদেন কার্য্যাণাং কামাদীনাং মনোধর্ম্মত্বমাহ ।৮ এতৎ পরিদৃশ্যমানং সর্ব্বং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং জড়ং ক্ষেত্রজ্ঞেন সাক্ষিণাবভাস্যমানত্বাত্তদনাত্মকং ক্ষেত্রং ভাস্যমচেতনং সমাসেনোদাহৃতমুক্তম্ ।৯ নন্বু শরীরেন্দ্রিয়সংঘাত এব চেতনঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি লোকায়তিকাঃ। চেতনা ক্ষণিকং জ্ঞানমেবাত্মেতি সৌগতাঃ। ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গমিতি নৈয়ায়িকাঃ। তৎ কথং ক্ষেত্রমেবৈতৎ সর্ব্বমিতি, তত্রাহ সবিকারমিতি ।১০

যাহা স্বাভাবিক) ইচ্ছার বিষয়ীভূত এবং ধর্ম্ম যাহার অসাধারণ কারণ পরমাত্মসুখব্যঞ্জিকা তাদৃশী যে চিত্তবৃত্তি তাহাই সুখ ।৩ যাহা নিরুপাধি (স্বাভাবিক) দ্বেষের বিষয়ীভূত এবং অধর্ম্ম যাহার অসাধারণ কারণ তাদৃশী চিত্তবৃত্তিই দুঃখ ।৪ সঙ্ঘাত বলিতে পঞ্চ মহাভূতের পরিণামস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট শরীরকে বুঝায়। যাহা স্বরূপ অর্থাৎ বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক, এবং প্রমাণ যাহার অসাধারণ কারণ তাদৃশ যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহারই নাম চেতনা ; ইহারই অপর নাম জ্ঞান ।৫ অবসন্ন দেহ ইন্দ্রিয়াদির অবষ্টম্ভের (বিধারণের) হেতুস্বরূপ যে প্রযত্ন তাহার নাম ধৃতি ।৬ এই যে ইচ্ছা প্রভৃতির গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থাৎ নাম ধরিয়া প্রত্যেকটির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা সকলপ্রকার অন্তঃকরণধর্ম্মের উপলক্ষণ অর্থাৎ অন্তঃকরণের অন্যান্য ধর্ম্মগুলি নামতঃ উল্লিখিত না হইলেও ইচ্ছাদির নির্দ্দেশ করায় সেইগুলিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে ।৭ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, যথা,—"কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী অর্থাৎ লজ্জা, ধী অর্থাৎ জ্ঞান, এবং ভী অর্থাৎ ভয়—এইগুলি সমস্তই মনেরই স্বরূপ ।" মৃৎ (মৃত্তিকা) এবং ঘট, ইহারা যেমন অভিন্ন অর্থাৎ কার্য্যঘট যেমন স্বকারণ মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন সেইরূপ কার্য্যস্বরূপ কামাদিও যে উপাদান মন হইতে অভিন্ন তাহা লক্ষ্য করিয়া উহারা যে মনের ধর্ম্ম তাহাই 'এতৎ' ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিতেছেন ।৮ মহাভূতাদি—ধৃতি পর্য্যন্ত এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই জড়, কারণ, উহারা ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষীর দ্বারা অবভাসিত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। সেই যে সাক্ষিভাস্য অচেতন অনাত্মা ক্ষেত্র, এইরূপে ইহার কথা "সমাসতঃ" সংক্ষেপতঃ কথিত হইল ।৯ আচ্ছা, লৌকায়তিক চার্ব্বাকগণ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতকেই চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। চেতনা-স্বরূপ ক্ষণিক যে জ্ঞান তাহাই আত্মা,—ইহা সুগত বৌদ্ধগণের মত। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান এইগুলি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা লক্ষণ, অর্থাৎ এই ধর্ম্মগুলি যাহার আছে তিনিই আত্মা ; ইহা হইল নৈয়ায়িকগণের অভিমত। সুতরাং 'এইগুলি সমস্তই ক্ষেত্র হইতেছে' এইরূপ যে বলা হইল তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? অর্থাৎ

বিকারোজন্মাদির্নাশান্তঃ পরিণামো নৈরুক্তৈঃ পঠিতঃ। তৎসহিতং সবিকারমিদং মহাভূতাদিধৃত্যন্তমতো ন বিকারসাক্ষি স্বোৎপত্তিবিনাশয়োঃ স্বেন দ্রষ্টুমশক্যত্বাৎ।১১ অন্যেষামপি স্বধর্ম্মাণাং স্বদর্শনানুপপত্তেঃ স্বেনৈব স্বদর্শনে চ কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধাৎ নির্ব্বিকার এব সর্ব্ববিকারসাক্ষী।১২ তদুক্তং, "নর্তে স্যাদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কাঽবিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়াসহস্রাণাং সাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ"॥ ইতি। তেন বিকারিত্বমেব ক্ষেত্রচিহ্নং নতু পরিগণনমিত্যর্থঃ ॥১৩—৬॥

বিভিন্ন বিভিন্ন বাদিগণের মতে ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত সবগুলিই যখন আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত হয় তখন উহাদিগকে ক্ষেত্রস্বরূপ বলা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **সবিকারম্** ইত্যাদি।১০ বিকার অর্থ জন্মাদি বিনাশান্ত পরিণাম যাহা নৈরুক্তগণ কর্ত্তৃক (নিরুক্তকার যাস্কের মতে) ষড়্ভাববিকার বলিয়া পঠিত (উল্লিখিত) হইয়াছে। মহাভূতাদি ধৃতিপর্য্যন্ত এইগুলি সমস্তই সেই বিকারের সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ উহারা সকলেই বিকারী। এই কারণে ঐগুলি বিকারসাক্ষী হইতে পারে না, যেহেতু নিজের উৎপত্তি এবং নিজের বিনাশ কখনও স্বয়ং দেখিতে পাওয়া যায় না। (অর্থাৎ ঐগুলি বিকার স্বরূপ বলিয়া জন্মাদি বিনাশান্ত ছয় প্রকার পরিণামযুক্ত; আর নিজের আদিম ও অন্তিম পরিণাম অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু নিজে দেখা যায় না বলিয়া উহারা সাক্ষী নহে)। আর সাক্ষী নহে বলিয়াই উহারা সাক্ষী আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না।১১ অপরাপর যে সমস্ত ধর্ম্ম (বিকার) আছে তাহাদেরও স্বদর্শন বিনা অর্থাৎ নিজের দ্বারা নিজেকে দেখা ছাড়া দর্শন অর্থাৎ সাক্ষিতা হইতে পারে না। আর যদি নিজের দ্বারাই নিজের দর্শন স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধনামক দোষ হয়। এই সমস্ত কারণে ইহা স্বীকার করা হয় যে যিনি সাক্ষী তিনি নির্ব্বিকার;—তিনি বিকার সহিত নহেন কিন্তু বিকার রহিত।১২ ইহা কথিতও আছে যথা,—"বিক্রিয়া ব্যতীত দুঃখী হইতে পারে না; যাহা বিকারী তাহার আবার সাক্ষিতা কি? বিকারী পদার্থের সাক্ষিতা থাকিতে পারে না,—তাহা সাক্ষী হইতে পারে না। আমি সহস্র সহস্র ধী-বিক্রিয়ার (অন্তঃকরণ পরিণামের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) হইতেছি; এই কারণে আমি অবিক্রিয়—বিক্রিয়াবিহীন।" কাজেই বলিতে হয় যে, বিকারিত্বই ক্ষেত্রের চিহ্ন অর্থাৎ যাহা যাহা সবিকার তৎসমুদয়ই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত; পক্ষান্তরে কোন সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক কতকগুলি বিশেষ ভাগমধ্যে যে পরিগণনা তাহাই ক্ষেত্র নহে।১৩—৬॥

ভাবপ্রকাশ—সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি—এখানে সকলকেই ক্ষেত্র বলা হইতেছে। ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ, মনোবৃত্তি, ধৃতি প্রভৃতি সব দৃশ্য বলিয়া ক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত। বৈশেষিক মতে উহারা আত্মার গুণ হইলেও এ মতে উহারা সকলেই ক্ষেত্রধর্ম্ম, ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম নহে—ইহাই বুঝাইবার জন্য বিশেষ করিয়া ইহাদের উল্লেখ করা হইল।৪-৬

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১১

অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবম্ আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যং আত্মবিনিগ্রহঃ; ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কার এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ পুত্রদার-গৃহাদিষু অসক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গশ্চ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বং; ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং জনসংসদি অরতিঃ; অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্; যৎ অতঃ অন্যথা, তৎ অজ্ঞানম্ অর্থাৎ আত্মশ্লাঘাহীনতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, সর্ব্ববিধ শৌচ, সৎকার্য্যে দৃঢ়তা এবং আত্মনিগ্রহ; বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা; পুত্র, স্ত্রী, গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা, এবং ইষ্টানিষ্ট লাভে সর্ব্বদা সমচিত্ততা; আমাতে অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি, চিত্তপ্রসাদকর নির্জ্জন স্থানে বাস ও সাধারণ লোকের সহবাসে অপ্রীতি; অধ্যাত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা—এই অমানিত্বাদি কুড়িটি বিষয়ের সমষ্টি জ্ঞানরূপে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যাহা এইগুলির বিপরীত, তাহা অজ্ঞান বলিয়া গণনীয় ॥ ৭—১১

এবং ক্ষেত্রং প্রতিপাদ্য তৎসাক্ষিণং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রাদ্বিবেকেন বিস্তরাৎ প্রতিপাদয়িতুং তজ্‌জ্ঞানযোগ্যত্বায়ামানিত্বাদিসাধনান্যাহ জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যতঃ প্রাক্তনৈঃ পঞ্চভিঃ।১—বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈর্ব্বা গুণৈরাত্মনঃ শ্লাঘনং মানিত্বং লাভপূজাখ্যাত্যর্থং স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বং, কায়বাঙ্মনোভিঃ প্রাণিনাং পীড়নং হিংসা,

অনুবাদ—এইপ্রকারে ক্ষেত্রের স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া সেই ক্ষেত্রের সাক্ষিস্বরূপ যে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিবেন; এইজন্য তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের যোগ্যতাসম্পাদন করিবার নিমিত্ত "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্লোকে অমানিত্ব প্রভৃতি সাধনের বিষয় বলিতেছেন।১ বিদ্যমান অথবা অবিদ্যমান গুণের জন্য (কোন গুণ নিজের আছে বলিয়া তজ্জন্য কিংবা কোন গুণ না থাকিলেও তাহা আছে বলিয়া ধরিয়া নিয়া তজ্জন্য) নিজের যে শ্লাঘা করা তাহার নাম **মানিত্ব**। লাভ, পূজা বা খ্যাতির নিমিত্ত যে নিজের ধর্ম্ম প্রচার করা অর্থাৎ নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করা তাহার নাম **দম্ভিত্ব**। শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা কিংবা বাক্যের দ্বারা যে প্রাণিপীড়ন করা তাহাই

তেষাং বর্জ্জনমমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসেত্যুক্তম্।২ পরাপরাধে চিত্তবিকারহেতৌ প্রাপ্তেঽপি নির্ব্বিকারচিত্ততয়া তদপরাধসহনং ক্ষান্তিঃ।৩ আর্জ্জবমকৌটিল্যং যথাহৃদয়ং ব্যবহরণং পরপ্রতারণারাহিত্যমিতি যাবৎ।৪ আচার্য্যো মোক্ষসাধনস্যোপদেষ্টাঽত্র বিবক্ষিতো ন তু মনূক্ত উপনীয়াধ্যাপকঃ। তস্য শুশ্রূষা নমস্কারাদিপ্রয়োগেণ সেবনমাচার্য্যোপাসনম্।৫ শৌচং বাহ্যকায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং ক্ষালনমাভ্যন্তরঞ্চ মনোমলাদীনাং বিষয়দোষদর্শনরূপ-প্রতিপক্ষভাবনয়াঽপনয়নম্।৬ স্থৈর্য্যং মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তস্যানেকবিধবিঘ্নপ্রাপ্তাবপি তদপরিত্যাগেন পুনঃ পুনর্যত্নাধিক্যম্।৭ আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য স্বভাবপ্রাপ্তাং মোক্ষপ্রতিকূলে প্রবৃত্তিং নিরুধ্য মোক্ষসাধন এব ব্যবস্থাপনম্॥৮—৭॥

কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টেষ্বানুশ্রবিকেষু বা ভোগেষু রাগবিরোধিন্যস্পৃহাত্মিকা চিত্তবৃত্তির্বৈরাগ্যম্।১ আত্মশ্লাঘনাভাবেঽপি মনসি প্রাদুর্ভূতোঽহং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতি গর্ব্বোঽহঙ্কারস্তদভাবোঽনহঙ্কারঃ।২ অযোগব্যবচ্ছেদার্থ এবকারঃ, সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। তেষামমানিত্বাদীনাং বিংশতিসংখ্যকানাং সমুচ্চিতো যোগ এব জ্ঞানমিতি প্রোক্তং ন হিংসা। ঐগুলির যে বর্জ্জন তাহাকেই যথাক্রমে অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব ও অহিংসা বলা হইয়াছে।২ নিজের নিকটে পরে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তজ্জন্য চিত্তের বিকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও নির্ব্বিকারচিত্ত হইয়া তাহার সেই অপরাধ যে সহ্য করা তাহাই **ক্ষান্তি** বা ক্ষমা।৩ **আর্জ্জব** অর্থ অকৌটিল্য, কুটিলতাহীনতা ;—যথাহৃদয়ে (অকপটভাবে) ব্যবহার করা অর্থাৎ পরপ্রতারণা-রাহিত্য বা অপরকে প্রতারিত না করা।৪ **আচার্য্য** অর্থ এখানে যিনি মোক্ষসাধনের (মোক্ষোপায়ের) উপদেষ্টা তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মনুসংহিতায় 'যিনি' উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিয়া বেদ অধ্যাপনা করেন তিনি আচার্য্য' এইরূপ যে আচার্য্য বর্ণিত হইয়াছে তাদৃশ আচার্য্য এখানে বিবক্ষিত নহে। সেইরূপ আচার্য্যের নমস্কারাদি করিয়া যে সেবা করা তাহাই আচার্য্যোপাসনা। মৃত্তিকা এবং জলাদির দ্বারা যে শরীরের মলাদি প্রক্ষালন করা তাহা **বাহ্য শৌচ**। আর বিষয়ে দোষদর্শনরূপ যে প্রতিপক্ষভাবনা তাহার দ্বারা অনুরাগ প্রভৃতি মানসমলের যে অপনয়ন (দূরীকরণ) তাহা **আভ্যন্তর শৌচ**।৬ মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক রকমের বিঘ্ন পাইয়াও সেই মোক্ষোপায় মার্গ পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে যে যত্নের আধিক্য নিবেশ করা তাহাই **স্থৈর্য্য**। আত্মার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের মোক্ষমার্গের প্রতিকূলে যে স্বভাবপ্রাপ্ত প্রবৃত্তি তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া মোক্ষমার্গে ব্যবস্থাপিত করার নাম **আত্মবিনিগ্রহ**।৮—৭॥

অনুবাদ—আরও, ইন্দ্রিয়ার্থ সকলে অর্থাৎ শব্দাদি দৃষ্ট (ঐহিক) ভোগ সকলে এবং আনুশ্রবিক (বেদোদিত পারলৌকিক) ভোগরাশিতে যে অনুরাগ বা স্পৃহা সেই অনুরাগের বিপরীত যে অস্পৃহাত্মিকা চিত্তবৃত্তি তাহার নাম **বৈরাগ্য**।১ আত্মশ্লাঘা না থাকিলেও মনে মনে 'আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট' এইপ্রকার যে গর্ব্ব হয় তাহাই অহঙ্কার ; তাহার বিরোধী **অনহঙ্কার**।২ 'এব'কারটী এখানে অযোগব্যবচ্ছেদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (অযোগব্যবচ্ছেদ অর্থ অপ্রাপ্তির অভাব)। 'চ' শব্দটীর অর্থ সমুচ্চয় অর্থাৎ যোগ বা মিলন। তাহা হইলে ফলিতার্থ হয় এই যে, অমানিত্ব আদি

ত্বেকস্যাপ্যভাব ইত্যর্থঃ।৩ জন্মনো গর্ভবাসযোনিদ্বারনিঃসরণরূপস্য মৃত্যোঃ সর্ব্বমর্ম্মচ্ছেদনরূপস্য জরায়াঃ প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধপরপরিভবাদিরূপায়াঃ ব্যাধীনাং জ্বরাতিসারাদিরূপাণাং দুঃখানামিষ্টবিয়োগানিষ্টসংযোগজানামধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তানাং দোষস্য বাতপিত্তশ্লেষ্মমলমূত্রাদিপরিপূর্ণত্বেন কায়জুগুপ্সিতত্বস্য চানুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনম্।৪ জন্মাদিদুঃখান্তেষু দোষস্যানুদর্শনং জন্মাদিব্যাধ্যন্তেষু দুঃখরূপদোষস্যানুদর্শনমিতি বা।৫ ইদং চ বিষয়বৈরাগ্যহেতুত্বেনাত্মদর্শনস্যোপকরোতি॥৬—৮

কিঞ্চ, সক্তির্মমেদমিত্যেতাবন্মাত্রেণ প্রীতিঃ; অভিষ্বঙ্গস্ত্বহমেবায়মিত্যনন্যত্বভাবনয়া প্রীত্যতিশয়ঃ অন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি বাহমেব সুখী দুঃখী চেতি। তদ্রাহিত্যম সক্তিরনভিষ্বঙ্গ ইতি চোক্তম্।১ কুত্র সক্ত্যভিষ্বঙ্গৌ বর্জনীয়াবত আহ—পুত্রদারগৃহাদিষু; পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু। আদিগ্রহণাদন্যেষ্বপি ভৃত্যাদিষু সর্ব্বেষু স্নেহবিষয়েষ্বিত্যর্থঃ।২

বিংশতিসংখ্যক যে ধর্ম্মগুলি উল্লিখিত হইল উহাদের যে সমুচ্চিত যোগ অর্থাৎ মিলিত একীভাব তাহাই **জ্ঞান** এই নামে অভিহিত হয়, কিন্তু উহাদের যদি একটীরও অভাব হয় তাহা হইলে অপর উনিশটী মিলিত হইলেও তাহা আর জ্ঞান নামে অভিহিত হইবে না। (এস্থলে এইপ্রকার অযোগব্যবচ্ছেদই 'এব' শব্দটীর দ্বারা দ্যোতিত হইতেছে)।৩ **জন্ম** বলিতে গর্ভবাসপূর্ব্বক তদনন্তর যোনিপথ দিয়া নিঃসরণ; **মৃত্যু** বলিতে সমস্ত মর্ম্ম (হৃদয়গ্রন্থি) ছিন্ন হওয়া; **জরা** পদের অর্থ প্রজ্ঞা, শক্তি এবং তেজের নিরোধ (ক্ষয়) হওয়া এবং পরপরিভব প্রাপ্ত হওয়া (অন্যের নিকট পরাভূত হওয়া) ইত্যাদি অবস্থা; **ব্যাধি** অর্থ জ্বর, অতিসার ইত্যাদি; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিভৌতিক নিমিত্তবশতঃ যে ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগ হয় তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই **দুঃখ**; এইগুলির মধ্যে দোষ অনুদর্শন করা; অর্থাৎ শরীর বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা (কফে) পরিপূর্ণ বলিয়া জুগুপ্সিত (ঘৃণার বিষয়)—এইপ্রকারে অনুদর্শন করা বা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা।৫ (এস্থলে শ্লোকের উত্তরার্দ্ধটীর দুই রকম অর্থ হইতে পারে যথা,—) জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দুঃখ পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয়গুলিতে দোষের অনুদর্শনই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিদুঃখ-দোষানুদর্শন; অথবা জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধিপর্য্যন্ত বিষয় সকলে দুঃখরূপ দোষ অনুদর্শন করা।৬ ইহাও অর্থাৎ শরীরাদিতে যে দোষানুদর্শন তাহাও বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের হেতু হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহার ফলে বিষয়বৈরাগ্য আসে; একারণে ইহা আত্মদর্শনের উপকার করিয়া থাকে।৬—৮॥

অনুবাদ—আরও, **সক্তি** অর্থ 'ইহা আমার' মাত্র এইটুকু জ্ঞান হইলেই যে প্রীতি হয় তাহা। 'আমিই ইহা' এইপ্রকারে অনন্যত্বভাবনায় (অভিন্নত্ববোধে) যে প্রীতির আধিক্য হয় তাহাই **অভিষ্বঙ্গ**। অথবা অন্য ব্যক্তি সুখী বা দুঃখী হইলে নিজেকেও যে 'আমি সুখী বা দুঃখী' এইরূপ মনে করা তাহাই অভিষ্বঙ্গ। এই দুইটীর যে রাহিত্য (অভাব) তাহাই যথাক্রমে আসক্তি ও অনভিষ্বঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে।১ কোন্ বিষয়ে আসক্তি ও অভিষ্বঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "পুত্রদারগৃহাদিষু";—পুত্র, কলত্র এবং গৃহাদির উপর—(আসক্তি ও অভিষ্বঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত); 'আদি' এই পদটী থাকায় ইহাও বুঝাইতেছে যে স্নেহের

নিত্যং চ সর্ব্বদা চ সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদশূন্যমনস্ত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। উপপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ। ইষ্টোপপত্তিষু হর্ষাভাবোঽনিষ্টোপপত্তিষু বিষাদাভাব ইত্যর্থঃ! চঃ সমুচ্চয়ে ॥৩—৯॥

কিঞ্চ, ময়ি চ ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বজ্ঞানপূর্ব্বিকা প্রীতিঃ। অনন্যযোগেন নান্যোভগবতো বাসুদেবাৎ পরোঽস্ত্যতঃ স এব নো গতিরিত্যেবংনিশ্চয়েনাব্যভিচারিণী কেনাপি প্রতিকূলেন হেতুনা নিবারয়িতুমশক্যা। সাঽপি জ্ঞানহেতুঃ "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবদি"ত্যুক্তেঃ।১ বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা শুদ্ধোঽশুচিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতঃ সুরধুনী-পুলিনাদিঃ চিত্তপ্রসাদকরো দেশস্তৎসেবনশীলনত্বং বিবিক্তদেশসেবিত্বম্।২ তথা চ শ্রুতিঃ,—"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে ন যোজয়েদিতি" (শ্বেতাঃ উঃ ২।১০)।৩ জনানামাত্মজ্ঞানবিমুখানাং বিষয়ভোগলম্পটতোপদেশকানাং সংসদি সমবায়ে তত্ত্বজ্ঞান-

বিষয়ীভূত ভৃত্যাদি অন্যান্য সকলের উপরেও যে সক্তি ও অভিষ্বঙ্গ তাহাও বর্জ্জনীয়।২ আর **নিত্যং চ**=সর্ব্বদা **সমচিত্তত্বং**=মনে মনেও হর্ষ বিষাদবিহীনতা অর্থাৎ মনে মনেও হর্ষ এবং বিষাদ ধারণ না করা। **ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু**=উপপত্তি বলিতে প্রাপ্তি; সুতরাং ইষ্টোপপত্তিতে অর্থাৎ অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তিতে হর্ষাভাব—হর্ষ না হওয়া বা হৃষ্ট না হওয়া এবং অনিষ্ট, অনভিপ্রেত বিষয়ের প্রাপ্তিতেও বিষাদের অভাব, বিষণ্ণ না হওয়াই হইতেছে ইষ্টানিষ্টোপপত্তিতে নিত্য সমচিত্ততা; 'চ' শব্দটীর অর্থ এখানে সমুচ্চয়।৩—৯॥

অনুবাদ—আরও, **ময়ি**=আমার উপরে—ভগবান্ বাসুদেব পরমেশ্বরের উপরে **ভক্তিঃ**=সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বজ্ঞানপূর্ব্বিকা প্রীতি অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব পরমেশ্বরই সর্ব্বোত্তম এইরূপ জানিয়া তাঁহার উপর যে প্রীতি তাহাই ভক্তি শব্দের অর্থ। আর তাহা **অনন্যযোগেন**=ভগবান্ বাসুদেব অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, কাজেই তিনিই আমাদের গতি এইরূপ নিশ্চয় সহকারে যাহা (যে ভক্তি) **অব্যভিচারিণী**=কোন প্রতিকূল হেতুই যাহাকে নিবারিত করিতে পারে না; তাদৃশী যে ভক্তি তাহাও জ্ঞানের হেতু। কারণ এ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে,—"বাসুদেব যে আমি সেই আমার উপর যতক্ষণ না প্রীতি (ভক্তি) জন্মে ততক্ষণ জীব দেহ সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইবে না"।১ বিবিক্ত অর্থ যাহা স্বভাবতঃ অথবা মার্জ্জন প্রক্ষালনাদি সংস্কারতঃ শুদ্ধ এবং যাহা অশুচি সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি রহিত; তাদৃশ গঙ্গাতীরাদি যে চিত্তপ্রসাদকর স্থান তাহাই বিবিক্তদেশ; সেই বিবিক্তদেশ সেবা করা অর্থাৎ আশ্রয় করা যাঁহার স্বভাব তিনি বিবিক্তদেশসেবী; তাঁহার ভাব **বিবিক্তদেশসেবিত্ব**।২ শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন, যথা,—"সম, শুচি, শর্করা (কঙ্কর), বহ্নি এবং বালুকারহিত, শব্দ (কোলাহল) বিবর্জ্জিত এবং জলাশ্রয়বিহীন অর্থাৎ অতিশীতলত্বাদি রহিত যে স্থান, এবং যাহা মনের অনুকূল, আর যাহা চক্ষুর পীড়াজনক নহে অর্থাৎ দুর্দ্দর্শ বা কুৎসিত নহে তাদৃশ গুহা (পর্ব্বত গহ্বর) কিংবা নিবাত (বায়ুর আধিক্যবিহীন) যে স্থান তথায় প্রকৃষ্টভাবে যোগাভ্যাস করা উচিত"।৩ **জনসংসদি**=জনগণের অর্থাৎ যে সকল লোক আত্মজ্ঞানবিমুখ এবং যাহারা বিষয় ভোগ লম্পটতার (বিষয় ভোগাসক্ততার)

প্রতিকূলায়ামরতিররমণং সাধূনাং তু সংসদি তত্ত্বজ্ঞানানুকূলায়াং রতিরুচিতৈব। তথা চোক্তং,—"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে। স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ
স্থ ভেষজমিতি" ॥৪—১০॥

কিঞ্চ অধ্যাত্মং আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তমাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং তত্রৈব নিষ্ঠাবত্ত্বম্। বিবেকনিষ্ঠো হি বাক্যার্থজ্ঞানসমর্থো ভবতি।১ তত্ত্বজ্ঞানস্যাহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারস্য বেদান্তবাক্যকরণকস্য অমানিত্বাদিসর্ব্বসাধনপরিপাকফলস্যার্থঃ প্রয়োজনং অবিদ্যাতৎকার্য্যাত্মকনিখিলদুঃখনিবৃত্তিরূপঃ পরমানন্দাত্মাবাপ্তিরূপশ্চ মোক্ষস্তস্য দর্শনমালোচনম্। তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ।২ এতদমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং বিংশতিসঙ্খ্যকং জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানার্থত্বাৎ।৩

উপদেশক তাহাদের সংসদে অর্থাৎ সমবায়ে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল গোষ্ঠীতে **অরতিঃ**=অরমণ অর্থাৎ অতৃপ্তি—। পক্ষান্তরে সাধুগণের যে সংসৎ যাহা তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল তাহাতে যে রতি বা তৃপ্তি তাহা উচিত (উপযুক্তই) বটে। এইজন্য ঐরূপ কথিতও আছে, যথা—"সঙ্গ সকলপ্রকারেই পরিত্যাজ্য; তবে যদি তাহা ত্যাগ করিতে পারা না যায় তাহা হইলে সাধুগণের সহিতই সংসর্গ করা উচিত, যেহেতু সাধুগণ সঙ্গের (আসক্তির) ঔষধ স্বরূপ" ।৪—১০॥

অনুবাদ—আরও, **অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্**=আত্মাকে অধিকৃত করিয়া অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধে আলোচনা লইয়া যাহা প্রবৃত্ত তাহা অধ্যাত্ম; তাদৃশ যে জ্ঞান তাহা হইতেছে অধ্যাত্মজ্ঞান; সুতরাং অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞান,—পার্থক্যবোধ; তাহাতে নিত্যত্ব অর্থাৎ তাহাতেই যে নিষ্ঠাবত্ত্ব বা তৎপরায়ণতা, তাহার নাম অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিই বেদান্তবাক্যের অর্থজ্ঞানে সমর্থ হয় অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির চিত্তেই বেদান্তবাক্যার্থের জ্ঞান প্রতিভাত হয়।১ **তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্**=তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তবাক্যকরণক—(বেদান্তবাক্য যাহার করণ, জনক অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য শ্রবণের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় তাদৃশ) বেদান্তবাক্যজন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—'আমিই ব্রহ্ম হইতেছি' ইত্যাকার যে সাক্ষাৎকার, তাহা অমানিত্ব আদি সকল প্রকার সাধনের পরিপক্কতার ফলস্বরূপ—। [ফলিতার্থ এই যে অমানিত্ব আদি সাধন নিচয়ের পরিপক্কতা হইতে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, আর সেই যে আত্মসাক্ষাৎকার তাহা তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণ হইতেই জন্মিয়া থাকে বলিয়া বেদান্তবাক্যই তাহার করণ; সেই আত্মসাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান;] তাহার যে অর্থ (প্রয়োজন) অর্থাৎ সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ অখিল দুঃখরাশির নিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানার্থের যে দর্শন অর্থাৎ আলোচনা তাহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। (অভিপ্রায় এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের ফলস্বরূপ যে মোক্ষ তাহার আলোচনা করিতে থাকিলে সেই মোক্ষের যাহা সাধন বা উপায় তাহাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে (মোক্ষের লোভে মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে)।২ **এতৎ**=ইহা অর্থাৎ 'অমানিত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন' পর্য্যন্ত এই যে বিংশতিসংখ্যক পদার্থ কথিত হইল ইহাই **জ্ঞানম্**

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥১২

যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি · যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে ; তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ; ন সৎ, ন অসৎ উচ্যতে অর্থাৎ এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের যাহা জ্ঞেয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে অমৃতত্বলাভ করা যায় তাহা উৎপত্তিবিহীন, পরব্রহ্ম, তাহা সৎও নহে—অসৎও নহে ॥ ১২

অতোঽন্যথাস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। তস্মাদজ্ঞানপরিত্যাগেন জ্ঞানমেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥৪—১১॥

এভিঃ সাধনৈর্জ্ঞানশব্দিতৈঃ কিং জ্ঞেয়মিত্যপেক্ষায়ামাহ জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি ষড়্‌ভিঃ। যৎ জ্ঞেয়ং মুমুক্ষুণা তৎ প্রবক্ষ্যমি প্রকর্ষেণ স্পষ্টতয়া বক্ষ্যামি। শ্রোতুরভিমুখীকরণায় ফলেন স্তুবন্নাহ—যৎ বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে সংসারান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ।১ কিং তৎ ? অনাদিমৎ = আদিমৎন ভবতীত্যনাদিমৎ। পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম সর্ব্বতোঽনবচ্ছিন্নং

ইতি প্রোক্তম্=জ্ঞান এই নামে অভিহিত হয়, কারণ জ্ঞানই ইহার প্রয়োজন অর্থাৎ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ঐগুলির একান্ত আবশ্যকতা আছে।৩ **অতোঽন্যথা যৎ** ইহার যাহা অন্যথা অর্থাৎ বর্ণিত এই ধর্ম্মগুলির বিপরীত যে মানিত্ব আদি ধর্ম্ম, সেইগুলি **অজ্ঞানম্**=অজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, কেন না সেগুলি জ্ঞানের বিরোধী। অতএব অজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানই গ্রহণীয়, ইহাই ভাবার্থ।৪—১১॥

ভাবপ্রকাশ—তত্ত্বপ্রাপ্তির উপায় বা সাধনগুলিকে অর্থাৎ জ্ঞেয় যে তত্ত্ব তাহাকে পাইবার উপায় বলিয়া এইগুলিকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই সাধনসম্পদ্ না হইলে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের যোগ্যতালাভ হয় না, তাই ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ বলিবার পূর্ব্বে তৎপ্রাপ্তির যোগ্যতা রূপ সাধনের নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার প্রত্যেকটী সাধন সাধকের জপমালা হওয়া উচিত। এই বিংশতিপ্রকার সাধনের সমুচ্চয় প্রয়োজন, ইহার একটীরও অভাব হইলে চলিবে না। কি করিতে হইবে না এবং কি করিতে হইবে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা, অহঙ্কার করিতে হইবে না ; চাই ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, শৌচ, সেবা, স্থৈর্য্য, সংযম ও বৈরাগ্য। চাই সমতা, চাই অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি। ত্যাগ করিতে হইবে গ্রাম্যকথা, প্রাকৃতবিষয়ভোগলম্পটের সঙ্গ, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল যাহা কিছু সব। সঙ্গ করিতে হইবে সৎ এবং শুদ্ধের, সাধু বস্তু সকলের ; ডুবিয়া থাকিতে হইবে অধ্যাত্ম আলোচনায়, তত্ত্বের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। ইহা হইলেই জ্ঞানলাভ হয়, ইহার অন্যথায় অজ্ঞান কিছুতেই কাটে না অর্থাৎ এই সাধননিচয় জ্ঞানের নিত্যসহচর। আমার গ্রাম্যকথা ভাল লাগে, প্রাকৃতজনের সঙ্গ আমি ভালবাসি অথচ আমি জ্ঞানের প্রয়াসী—ইহা আকাশকুসুম মাত্র।৭-১১ //

অনুবাদ—এই যে সাধন (মোক্ষের উপায়) গুলির কথা বলা হইল যেগুলিকে জ্ঞান নামে অভিহিত করা হয় সেগুলি দ্বারা যাহা জানিতে হইবে সেই জ্ঞেয় পদার্থটী কি ? এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় বলিয়া "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ" ইত্যাদি ছয়টী শ্লোকে তাহাই বলিয়া দিতেছেন। **যৎ জ্ঞেয়ম্**=মুমুক্ষু ব্যক্তির যাহা জ্ঞেয় **তৎ প্রবক্ষ্যামি**=তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বলিব। শ্রোতাকে

পরমাত্মবস্তু।২ অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণার্থলাভেঽপ্যতিশায়নে নিত্যযোগে বা মতুপঃ প্রয়োগঃ। অনাদীতি চ মৎপরমিতি চ পদং কেচিদিচ্ছন্তি। মৎ সগুণাৎ ব্রহ্মণঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।৩ অহং বাসুদেবাখ্যা পরা শক্তির্যস্যেতিত্বপব্যাখ্যানং, নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যত্বেন তত্র শক্তিমত্ত্বস্যাবক্তব্যত্বাৎ।৪ নির্ব্বিশেষত্বমাহ—ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে, নিষেধমুখেন প্রমাণস্য বিষয়স্ত্বসচ্ছব্দেন। ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণং নির্ব্বিশেষত্বাৎ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপত্বাচ্চ, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহে" ত্যাদিশ্রুতেঃ।৫ যস্মাত্তৎ ব্রহ্ম ন সদ্‌ভাবত্বাশ্রয়ঃ নাসদ্‌ভাবত্বাশ্রয়ঃ অতো নোচ্যতে কেনাপি শব্দেন মুখ্যয়া বৃত্ত্যা. শব্দপ্রবৃত্তিহেতূনাং তত্রাসম্ভবাৎ।৬ তদ্যথা গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ,

তদ্‌বিষয়ে অভিমুখ (একাগ্র বা আকৃষ্ট) করিবার উদ্দেশ্যে উহারই ফল নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ;—**যৎ**=যাহা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ যে জ্ঞেয় পদার্থকে **জ্ঞাত্বা**=জানিয়া **অমৃতম্ অশ্নুতে**=অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।১ সেই বিষয়টী কি? (উত্তর—) তাহা **অনাদিমৎ**=আদিমৎ নহে, এইজন্য অনাদিমৎ ; এমন **পরম্**=পরম বা নিরতিশয় **ব্রহ্ম**=সর্ব্বতঃ অনবচ্ছিন্ন—কোনও রূপে যাহা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) নহে এতাদৃশ পরমাত্মবস্তু হইতেছে।২ এস্থলে (নাই আদি যাহার তাহা অনাদি—এই প্রকারে) বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'অনাদি' এই পদ হইতেই যদিও বিবক্ষিত অর্থ পাওয়া যায় তথাপি 'অতিশায়ন' (আধিক্য) অথবা 'নিত্যযোগ' অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত উহার উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। কেহ কেহ (শ্রীধরস্বামী) এস্থলে 'অনাদি' এবং 'মৎপরং' এইরূপ দুইটী স্বতন্ত্র পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাহা হইলে সেপক্ষে 'মৎপর' শব্দে, যাহা অনাদি এবং যাহা 'মৎ'=আমা হইতে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতে 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়।৩ আর কেহ কেহ 'মৎপরং' এই দুইটীকে সমাসবদ্ধ ধরিয়া 'আমি অর্থাৎ বাসুদেব যাঁহার পরা শক্তি তিনি মৎপর' এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ; ইহা কিন্তু অপব্যাখ্যা। কারণ, এখানে যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য তখন তাঁহার শক্তিমত্ত্ব অবক্তব্য অর্থাৎ তাঁহাকে শক্তিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, যেহেতু তাহা হইলে তাহা নির্ব্বিশেষ না হইয়া সবিশেষ হইয়া পড়ে।৪ তাঁহার নির্ব্বিশেষতা কি তাহাই বলিতেছেন **ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে**—। যাহা বিধিমুখে (অন্বয়মুখে) অর্থাৎ 'অস্তি' এই ভাবে প্রমাণের বিষয় হয় তাহাই 'সৎ' এই শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকে ; আর যাহা নিষেধমুখে (ব্যতিরেকমুখে)—'নাস্তি' এই প্রকারে প্রমাণের বিষয় হয় তাহা 'অ-সৎ' এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। এই যে জ্ঞেয় পদার্থ ইহা কিন্তু সেই 'সৎ' ও 'অ-সৎ' এই উভয় প্রকার শব্দের নির্দ্দেশের বিলক্ষণ (বহির্ভূত) ; কারণ তাহা নির্ব্বিশেষ এবং স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"মনের সহিত বাক্য সকল অর্থাৎ সর্ব্বগ্রাহক অন্তঃকরণ মন এবং সর্ব্বপ্রকাশক বাক্ও যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহার দিক্ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে"।৫ সুতরাং, যে হেতু সেই ব্রহ্ম সদ্‌ভাবত্বের আশ্রয় নহেন এবং অসদ্‌ভাবত্বেরও আশ্রয় নহেন একারণে তিনি **ন উচ্যতে**=উক্ত হন না—কোনও শব্দ তাঁহাকে মুখ্যবৃত্তিতে (অভিধা শক্তিতে) নির্দ্দেশ করিতে

পচতি পঠতীতি বা ক্রিয়াতঃ,শুক্ল কৃষ্ণ ইতি বা গুণতঃ, ধনী গোমানিতি বা সম্বন্ধতোঽর্থং প্রত্যায়য়তি শব্দঃ।৭ অত্র ক্রিয়াগুণসম্বন্ধেভ্যো বিলক্ষণঃ সর্ব্বোঽপি ধর্ম্মো জাতিরূপ উপাধিরূপো বা জাতিপদেন সংগৃহীতঃ।৮ যদৃচ্ছাশব্দোঽপি ডিত্থডপিত্থাদির্যং কঞ্চিদ্ধর্ম্ম স্বাত্মানং বা প্রবৃত্তিং নিমিত্তীকৃত্য প্রবর্ত্তত ইতি সোঽপি জাতিশব্দঃ।৯ এবমাকাশ শব্দোঽপি তার্কিকাণাং শব্দাশ্রয়ত্বাদিরূপং যং কঞ্চিদ্ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য প্রবর্ত্ততে। স্বমতে তু পৃথিব্যাদিবদাকাশব্যক্তীনাং জন্যানামনেকত্বাদাকাশত্বমপি জাতিরেবেতি সোঽপি

পারে না ; কারণ অর্থ বিশেষে শব্দের প্রবৃত্তির অর্থাৎ বাচকতার যে সমস্ত হেতু আছে অর্থাৎ যে যে কারণে শব্দ অর্থবিশেষে প্রবৃত্ত হয়—অর্থবিশেষের বাচক হয়, সেইগুলি তাঁহাতে থাকা অসম্ভব অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সেই শব্দপ্রবৃত্তির নিমিত্তগুলি থাকিতেই পারে না।৬ ইহার উদাহরণ যেমন,—গো, অশ্ব ইত্যাদি স্থলে জাতিনিমিত্তই শব্দের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ গোত্বাদিরূপ জাতিই তথায় বাচ্যবাচকতাভাবের নিয়ামক। 'পচতি', 'পঠতি' ইত্যাদি স্থলে (পাকাদি) ক্রিয়াই শব্দের প্রবৃত্তির অর্থাৎ বোধকতার নিমিত্ত। 'শুক্ল,' 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি স্থলে (শুক্লাদি) গুণই শব্দের প্রবৃত্তির নিয়ামক ; এবং 'ধনী' 'গোমান্' ইত্যাদি স্থলে (ধনসম্বন্ধবত্ত্ব, গোসম্বন্ধবত্ত্ব ইত্যাদিরূপে) সম্বন্ধই শব্দের প্রবৃত্তির নিমিত্ত। অর্থাৎ তত্তৎস্থলে অভিধেয় অর্থে জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত আছে বলিয়াই সেই সেই শব্দগুলি সেই সেই অর্থ প্রত্যায়নে সমর্থ হইয়া অর্থবোধ জন্মাইয়া থাকে।৭ এস্থলে জাতিপদের দ্বারা ক্রিয়া ও গুণরূপ সম্বন্ধ সকল ছাড়া অন্য যত জাতিরূপ বা উপাধিরূপ ধর্ম্ম (সম্বন্ধ) আছে সেই সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৮ এমন কি 'ডিত্থ', 'ডপিত্থ' ইত্যাদি যে সমস্ত যদৃচ্ছাশব্দ (অব্যুৎপন্ন অর্থহীন শব্দ) আছে সেগুলিও যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম অথবা নিজস্বরূপকে নিমিত্ত করিয়াই প্রবৃত্ত হয় বা অর্থবোধ জন্মায় বলিয়া তাহাও জাতিনিমিত্তক শব্দ বুঝিতে হইবে।৯ এইরূপ, 'আকাশ' শব্দটীও তার্কিকগণের মতে (এক, অখণ্ড ও অজন্য হইলেও) শব্দাশ্রয়ত্ব আদি কোনও ধর্ম্মকে নিমিত্ত করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। [তাৎপর্য্য এই যে, নৈয়ায়িকগণের মতে আকাশ গুণ বা ক্রিয়া কিংবা সম্বন্ধস্বরূপ নহে বলিয়া গুণ, ক্রিয়া বা সম্বন্ধ 'আকাশ' শব্দের প্রবৃত্তির নিমিত্ত বা নিয়ামক হইতে পারে না। আবার তাহা 'এক' বলিয়া জাতিও নহে, যেহেতু অনেক সমবেতত্বই জাতির লক্ষণ। কল্পভেদে আকাশ ভিন্ন হওয়ায় তাহার অনেকত্ব হইবে এবং তাদৃশ অনেকত্ব লইয়া আকাশের জাতিত্ব সিদ্ধ হইবে, ইহাও বলা যায় না; কারণ নৈয়ায়িকমতে আকাশ অজন্য, জন্মরহিত। কাজেই যাহার জন্ম নাই কল্পভেদেও তাহার ভিন্নতা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং জাতিরূপ নিমিত্ত বশতঃ 'আকাশ' এই শব্দটী যে অর্থবোধ জন্মাইবে তাহাও হইতে পারে না। অতএব জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধকে শব্দপ্রবৃত্তির নিমিত্ত বলিলে আকাশপদের অর্থপ্রত্যায়কতা হইতে পারে না বলিয়া তথায় উহার ব্যভিচার হয়, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য বলিতেছেন, জাতি, গুণ, ও ক্রিয়া আকাশ শব্দের প্রবৃত্তির নিয়ামক না হইলেও শব্দাশ্রয়ত্বরূপ সম্বন্ধই এস্থলে নিয়ামক হইবে ; কারণ নৈয়ায়িকগণ শব্দাশ্রয়ত্বরূপে আকাশের সিদ্ধি করিয়া থাকেন অর্থাৎ আকাশকে শব্দগুণের আশ্রয় বলিয়া তদ্রূপ আকাশ নামক দ্রব্যের সিদ্ধি করিয়া থাকেন।] (অনুবাদ—) পক্ষান্তরে স্বমতে অর্থাৎ

জাতিশব্দঃ।১০ আকাশাতিরিক্তা চ দিঙ্‌নাস্ত্যেব। কালশ্চ নেশ্বরাদতিরিচ্যতে। অতিরেকে : বা দিক্কালশব্দাবপ্যুপাধিবিশেষপ্রবৃত্তিনিমিত্তকাবিতি জাতিশব্দাবেব। তস্মাৎ প্রবৃত্তিনিমিত্তচাতুর্ব্বিধ্যাচ্চতুর্ব্বিধ এব শব্দঃ।১১ তত্র ন সত্তন্নাসদিতি জাতিনিষেধঃ ক্রিয়াগুণসম্বন্ধানামপি নিষেধোপলক্ষণার্থঃ।১২ একমেবাদ্বিতীয়মিতি জাতিনিষেধস্তস্যা অনেকব্যক্তিবৃত্তেরেকস্মিন্নসম্ভবাৎ।১৩ নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি গুণক্রিয়াসম্বন্ধানাং ক্রমেণ নিষেধঃ। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি চ।১৪ অথাত আদেশো নেতি নেতীতি চ সর্ব্বনিষেধঃ।১৫ তস্মাৎ ব্রহ্ম ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তম্।১৬ তর্হি কথং

সিদ্ধান্তীর (বৈদান্তিক) মতে পৃথিবী আদির ন্যায় আকাশব্যক্তি (কল্পভেদে) অনেক, কারণ তাহা জন্য; সুতরাং আকাশত্বকেও জাতিই বলা হয়। অর্থাৎ বৈদান্তিক মতে আকাশেরও উৎপত্তি স্বীকৃত হয় বলিয়া কল্পভেদে আকাশ ব্যক্তি অনেক; কাজেই তাহা জাতি স্বরূপ হইতে পারে বলিয়া জাতিকেই নিমিত্ত করিয়া আকাশ শব্দের প্রবৃত্তি হইবে।১০ আর আকাশ হইতে অতিরিক্ত 'দিক্' নামক কোন পদার্থই নাই অর্থাৎ দিক্ আকাশ হইতে বিভিন্ন নহে, কিন্তু তাহা আকাশেরই স্বরূপ। এবং কাল ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে অর্থাৎ কাল ঈশ্বরস্বরূপ (সুতরাং আকাশের ন্যায় 'দিক' ও 'কাল' শব্দেরও প্রবৃত্তির নিমিত্ত না থাকায় বাচ্যতা হইতে পারে না, এই প্রকার যে শঙ্কা তাহাও আকাশ শব্দের প্রবৃত্তির ন্যায় সমাধেয়, ইহাই অভিপ্রায়)। আর যদিই বা ঐ দুইটীকে (আকাশ এবং ঈশ্বর হইতে) অতিরিক্ত পদার্থ বলা হয় তাহা হইলেও উপাধিবিশেষই উহাদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। কাজেই উহারাও জাতিশব্দই বটে। অতএব শব্দের অর্থবোধকতারূপ প্রবৃত্তির যে নিমিত্ত তাহা চতুর্ব্বিধই হইতেছে বলিয়া শব্দকেও চতুর্ব্বিধই বলিতে হয়, তদতিরিক্ত নহে।১১ তন্মধ্যে 'ন সৎ তৎ নাসৎ'='তাহা সৎও নহে এবং অসৎও নহে'—ইহার দ্বারা জাতির নিষেধ করা হইল। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোন জাতি নাই, ব্রহ্মপদে জাতির প্রবৃত্তিনিমিত্ততা নাই, ইহা বলা হইল। এইরূপে যে জাতির নিষেধ করা হইয়াছে ইহা ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধেরও উপলক্ষণ অর্থাৎ উহার দ্বারাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ক্রিয়া, গুণ এবং সম্বন্ধেরও প্রবৃত্তিনিমিত্ততা নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।১২ শ্রুতিমধ্যে যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"="ব্রহ্ম অদ্বিতীয় একই" এইরূপ বচন আছে তাহার দ্বারা তাঁহার জাতি নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ জাতি অনেকব্যক্তিবৃত্তি—একাধিক ব্যক্তির মধ্যে অনুগত হইয়া থাকে বলিয়া তাহা একব্যক্তি ব্রহ্মেতে থাকা সম্ভব নহে।১৩ "নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"='তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ক্রমশঃ গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধের নিষেধ করা হইয়াছে। "এই পুরুষ অসঙ্গ" এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও গুণ, ক্রিয়া এবং সম্বন্ধের নিষেধ করা হইয়াছে।১৪ এইজন্য অনন্তর "নেতি নেতি (ইহা নহে ইহা নহে) এই উপদেশ হইতেছে" অর্থাৎ সকল নিষেধ হইয়া গিয়া যাহা সেই নিষেধের সাক্ষী তাহাই ব্রহ্ম, তাহা অন্বয়মুখে নির্দ্দেশ করা যায় না এইজন্য 'নেতি নেতি' এইরূপ নিষেধমুখে বলা হইল"—এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহার উপর সম্ভাবিত সর্ব্ব প্রকার উপাধিরই (যত প্রকার উপাধি সম্ভব হইতে পারে তৎসমুদয়েরই) নিষেধ করা হইল।১৫ অতএব 'ব্রহ্ম কোনও শব্দের দ্বারা অভিধেয় হইতে পারেন না' এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্তই হইল।১৬

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমঁল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩

তৎ সর্ব্বতঃপাণিপাদং, সর্ব্বতঃঅক্ষিশিরোমুখং, সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি অর্থাৎ সেই বস্তুটি সর্ব্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র নেত্র মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট এবং ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন ॥ ১৩

প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং কথং বা শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি সূত্রম্ । যথাকথঞ্চিল্লক্ষণয়া শব্দেন প্রতিপাদনাদিতি গৃহাণ । প্রতিপাদনপ্রকারশ্চাশ্চর্য্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেনমিত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ। বিস্তরস্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৭—১৩ ॥

এবং নিরুপাধিকস্য ব্রহ্মণঃ সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসত্ত্বাশঙ্কায়াং নাসদিত্যনেনাপাস্তায়ামপি বিস্তরেণ তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিদ্বারেণ চেতনক্ষেত্রজ্ঞরূপতয়া তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—।১ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষু দেহেষু পাণয়ঃ পাদাশ্চাচেতনাঃ স্বস্বব্যাপারেষু প্রবর্ত্তনীয়া যস্য চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম।২ সর্ব্বাচেতনপ্রবৃত্তীনাং চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্বাত্তস্মিন্ ক্ষেত্রজ্ঞে চেতনে ব্রহ্মণি জ্ঞেয়ে সর্ব্বাচেতনবর্গপ্রবৃত্তিহেতৌ নাস্তি নাস্তিতাশঙ্কেত্যর্থঃ।৩ এবং

ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল যে, কোনও শব্দ ব্রহ্মের বাচক নহে তাহা হইলে "জ্ঞেয় যে তত্ত্ব তাহাও আমি তোমায় বলিব" এইপ্রকার যে উক্তি যাহা পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়া আসিয়াছেন তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? এবং "যেহেতু শাস্ত্র সেই ব্রহ্মের যোনি অর্থাৎ জ্ঞাপক" বেদান্তদর্শনের এই সূত্রটাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দ যথাকথঞ্চিৎ লক্ষণা বলেই তাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, ইহাই গ্রহণ কর অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিতে কোনও শব্দ ব্রহ্মের বাচক নহে, কিন্তু লক্ষণা বলে আবিদ্ধক সম্বন্ধপূর্ব্বক তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কি প্রকারে যে শব্দ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষণা বলে প্রতিপাদন করে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্" এই ঊনত্রিংশত্তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্য মধ্যেই দ্রষ্টব্য।১৭—১২॥ //

অনুবাদ—এইরূপে নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তাহা 'সৎ' এই শব্দজনিত প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) বিষয় নহে বলিয়া অর্থাৎ তাহা যখন বিধিমুখে 'ইদম্ ঈদৃক্' ভাবে নির্দ্দেশ্য হইতে পারে না তখন তাহা অসৎই হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইতে পারে। আর যদিও, "নাসৎ" = 'তাহা অসৎও নহে' এই বচনের দ্বারা সেই সংশয় অপাস্ত (নিরস্ত) করা হইয়াছে তথাপি সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিবরণ দিয়া সেই শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ তাহা যে অসৎও নহে এই তত্ত্ব বিবৃত করিবার নিমিত্ত, নিখিল প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়রূপ যে উপাধি সেই উপাধির দ্বারা (তাহার পরিচালক) চেতন ক্ষেত্রজ্ঞরূপে তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন "সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি।১ [তাৎপর্য্য এই যে, জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার অধিষ্ঠাতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে, যিনি অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া জীবের ইন্দ্রিয় সকল কার্য্যকারী হইতেছে তাদৃশ একজন জড়বিলক্ষণ পদার্থ অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেই পদার্থের যাহা আত্মভূত বা স্বরূপভূত তাহাই সেই জ্ঞেয় তত্ত্ব; উহা সৎ অর্থাৎ বিধিমুখে নির্দ্দেশ্য না হইলেও

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং, অসক্তং সর্ব্বভৃৎ নির্গুণং চ, গুণভোক্তৃ চ অর্থাৎ তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিতে রূপাদি আকারে প্রকাশমান অথচ স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত ; নিঃসঙ্গ অথচ সর্ব্বপদার্থের আধারস্বরূপ ; স্বয়ং নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদিগুণের পালক ॥ ১৪

সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য প্রবর্ত্তনীয়ানি তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।৪ এবং সর্ব্বতঃ শ্রুতয়ঃ সন্তি শ্রবণেন্দ্রিয়াণি যস্য প্রবর্ত্তনীয়ত্বেন সন্তি তৎ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎলোকে সর্ব্বপ্রাণিনিকায়ে ।৫ একমেব নিত্যং বিভু চ সর্ব্বমচেতনবর্গম্ আবৃত্য স্বসত্তয়া স্ফুর্ত্ত্যা চাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন ব্যাপ্য তিষ্ঠতি নির্ব্বিকারমেব স্থিতিং লভতে, ন তু স্বাধ্যস্তস্য জড়প্রপঞ্চস্য দোষেণ গুণেন বাঽণুমাত্রেণাপি সংবধ্যত ইত্যর্থঃ ।৬ যথা চ সর্ব্বেষু দেহেষ্বেকমেব চেতনং নিত্যং চ ন প্রতিদেহং ভিন্নং তথা প্রপঞ্চিতং প্রাক্ ॥ ৭—১৪ ॥

অসৎ নহে, যেহেতু উহাই সকলপ্রকার অনুভূতির আত্মা হইতেছে। এইরূপে এই শ্লোকে সেই তত্ত্বের বিবরণ বলিতেছেন।] সর্ব্বতঃ অর্থাৎ সকল দেহে, অচেতন পাণি (হস্ত) এবং পদ, যে চেতন ক্ষেত্রজ্ঞের প্রবর্ত্তনীয় অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বে উহারা স্ব স্ব ব্যাপারে (কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হইতেছে তিনিই **সর্ব্বতঃপাণিপাদ** অর্থাৎ সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মই সর্ব্বতঃপাণিপাদ ।২ সমস্ত অচেতন পদার্থেরই যে প্রবৃত্তি (ক্রিয়ায় উন্মুখতা) তাহা চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বক ; অর্থাৎ কোন চেতন পদার্থ অধিষ্ঠান থাকিলে তবেই অচেতন পদার্থের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অন্যথা নহে, এইরূপ নিয়ম থাকায় ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ সেই যে জ্ঞেয় চেতন ব্রহ্ম যিনি সকল অচেতন জড়বর্গের প্রবৃত্তির হেতু তাঁহার নাস্তিত্বের আশঙ্কাই থাকিতে পারে না, ইহাই ভাবার্থ ।৩ এইরূপ, **সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং**=সকল প্রাণীর অক্ষি (চক্ষু), শিরঃ (মস্তক) এবং মুখ যাঁহার প্রবর্ত্তনীয় অর্থাৎ যাঁহার সত্তায় সকল জীবদেহে চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবিষ্ট হয় তিনি সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ ।৪ এইরূপ, **সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ**=সর্ব্বত্র শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় সকল যাঁহার প্রবর্ত্তনীয় তিনি সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ। 'লোকে'=সর্ব্বপ্রাণি নিকায়ে, সকল জীবের দেহমধ্যে ।৫ এক নিত্য, বিভু পদার্থই সমস্ত অচেতনবর্গকে আবৃত করিয়া অর্থাৎ আধ্যাসিক সম্বন্ধপূর্ব্বক নিজ সত্তা এবং নিজস্ফুর্ত্তি অর্থাৎ স্ফুরণ বা প্রকাশের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ; তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার থাকিয়াই স্থিতিলাভ করিতেছেন। সেই যে জড়বিলক্ষণ পদার্থটী তাহা কিন্তু স্বাধ্যস্ত (নিজের উপর যাহা কল্পিত সেই) জড় প্রপঞ্চের অর্থাৎ বিপর্য্যয়াত্মক জগতের অণুমাত্রও দোষে বা গুণে সম্বদ্ধ (সংস্পৃষ্ট) হয় না, ইহাই ভাবার্থ ।৬ আর সকল দেহেই একই চেতন, নিত্য, বিভু পদার্থই যে বিরাজমান, তাহা যে প্রত্যেক দেহে বিভিন্ন নহে, ইহা যেরূপে সম্ভব হয় তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রপঞ্চিত হইয়াছে (বিস্তৃতভাবে বর্ণিত) হইয়াছে ।৭—১৩॥

“অধ্যারোপাপাবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে” ইতি ন্যায়মনুসৃত্য সর্ব্বপ্রপঞ্চাধ্যারোপেণানাদিমৎ পরং ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যাতমধুনা তদপবাদেন ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি ব্যাখ্যাতুমারভতে নিরুপাধিস্বরূপজ্ঞানায়—।১ পরমার্থতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং তন্মায়য়া সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেষাং বহিঃকরণানাং শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণয়োশ্চ বুদ্ধিমনসোর্গুণৈরধ্যবসায়সঙ্কল্পশ্রবণবচনাদিভিস্তত্তদ্বিষয়রূপতয়াঽবভাসতইব সর্ব্বেন্দ্রিয়-

অনুবাদ—“অধ্যারোপ ও অপবাদ (নিষেধের) দ্বারা নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রপঞ্চের জগদ্বিভ্রমের অভাব প্রপঞ্চিত (বিস্তারিত) হইতেছে” এই ন্যায় অনুসরণ করিয়া নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যারোপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মই যে অনাদিমৎ ও পরমতত্ত্ব তাহা ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে সেই জ্ঞেয় তত্ত্বের নিরুপাধি (শুদ্ধ) স্বরূপের অবগতির নিমিত্ত সেই প্রপঞ্চের অপবাদ (নিষেধ বা অসত্তাপাদন) করতঃ “সর্ব্বেন্দ্রিয়” ইত্যাদি শ্লোকে “সেই জ্ঞেয় তত্ত্ব সৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হয় না অথবা অসৎ শব্দের দ্বারাও অভিহিত হয় না” এই অংশটীর ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন।১ [**তাৎপর্য্য**—‘অধ্যারোপাপবাদ’ ন্যায় লইয়াই বেদান্তে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ‘অধ্যারোপাপবাদ’ ইহাতে দুইটী কথা আছে, অধ্যারোপ এবং অপবাদ। অধ্যারোপ বলিতে যাহা যাহার স্বরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে অবগত হওয়া ; সহজ কথায় অধ্যারোপ অর্থ কল্পিত বা ভ্রম। আর অপবাদ বলিতে তাহার নিষেধ বা অসত্তা প্রতিপাদন করা। একটী নিয়ম আছে “নান্যত্র কারণাৎ কার্য্যং ন চেৎ তত্র ক্ব তদ্ ভবেৎ” অর্থাৎ “কার্য্য যাহা, তাহা তদীয় কারণ ছাড়া অন্য কোথাও থাকিতে পারে না। যদি তাহা স্বীয় কারণেও না থাকে তাহা হইলে আর কুত্রাপি তাহার অবস্থিতি সম্ভব নহে”। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এক অদ্বিতীয়—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে হইলে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে, দেখাইতে হইবে যে জগৎ সত্য নহে এবং পরমার্থতঃ জগৎ স্বরূপতই নাই। রজ্জুতে আরোপিত সর্প যেমন রজ্জুতেই থাকে, রজ্জুই সেই ভ্রমবিশেষে ভাসমান সর্পের কারণ। তাহা যদি রজ্জুতেই না থাকে তাহা হইলে তাহার সত্তা আর কোথাও সম্ভবে না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় সেই ভ্রমে ভাসমান সেই সর্প রজ্জুতে পূর্ব্বেও ছিল না, এবং পরেও থাকে না বলিয়া মধ্যাবস্থায়ও তাহার যে প্রতীয়মানতা তাহাকে অবিদ্যার বিজৃম্ভণ ছাড়া আর কি বলা যায় ? কাজেই যুক্তিপক্ষ অবলম্বন করিলে দেখা যায় যে আরোপিত বস্তুর যখন প্রাতীতিক সত্তা ছাড়া আর সত্তা নাই তখন প্রতীতি কালেও তাহা যে আছে তাহা নহে, অথচ তাহা আছে বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ প্রকার প্রতীতিই অবিদ্যা। সেইরূপ, এই যে জগৎ ইহা সৎ নহে, কারণ ইহা প্রতিক্ষণেই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে ; আবার ইহা যে অসৎ তাহাও নহে, যেহেতু ইহা প্রতীয়মান হইতেছে ; কিন্তু ইহা সৎ ও অসৎ কোটির বহির্ভূত অনির্ব্বচনীয়। এখানে ইহাও জ্ঞাতব্য যে মিথ্যা ও অসৎ এক নহে। অসতের লক্ষণ হইতেছে “ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বম্”—কোনও উপাধিতে সৎরূপে প্রতীত হইবার যোগ্যতা যাহার নাই তাহাই অসৎ। আর মিথ্যার লক্ষণ হইতেছে,—যাহা যথায় নাই অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই মিথ্যা ; আর যাহার প্রতীতিই সম্ভব হয় না তাহাই অসৎ। যেমন

ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি," শ্রুতেঃ।২ অত্র ধ্যানং বুদ্ধীন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণম্। লেলায়নং চলনং কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণার্থম্।৩ তথা পরমার্থতোঽসক্তং সর্ব্বসম্বন্ধশূন্যমেব, মায়য়া সর্ব্বভৃচ্চ সদাত্মনা সর্ব্বং কল্পিতং ধারয়তি পোষয়তীতি চ সর্ব্বভৃৎ, নিরধিষ্ঠানভ্রমাযোগাৎ।৪ তথা পরমার্থতো নির্গুণং

রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত, স্বাপ্নদৃশ্য ইত্যাদিগুলি **'মিথ্যা'**। আর, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম প্রভৃতিগুলি **'অসৎ'**। তবে কখন কখন মিথ্যা অর্থে 'অ-সৎ' এই শব্দেরও প্রযোগ হইয়া থাকে। এই যে জগৎ ইহা মিথ্যা—তাহা দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব, চিদ্‌ভিন্নত্ব প্রভৃতি হেতু দ্বারা সাধিত হয়। আর ইহা যখন মিথ্যা তখন ইহা ইহার কারণে বা উপাধিতে প্রতীয়মান হইতে থাকিলেও বাস্তবিক তাহা পূর্ব্বে, পরে বা তৎকালে নাই। ইহা যদি প্রতিপাদিত হইল তাহা হইলে নির্ব্বিশেষ অদ্বয়বাদের সিদ্ধান্ত অব্যাহত হইয়া থাকে। এইরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের বিষয়ই টীকাকার 'অধ্যারোপাপবাদন্যায়ে' এই কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অধ্যারোপটী পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; জগৎ যে রজ্জুসর্পাদির ন্যায় ব্রহ্মে কল্পিত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে অপবাদটী দেখাইবার নিমিত্ত ব্রহ্ম যে নিষ্প্রপঞ্চ—প্রপঞ্চাতীত, প্রপঞ্চের সহিত তাঁহার যে পারমার্থিক সম্বন্ধ নাই, প্রপঞ্চ না থাকিলেও যে ব্রহ্ম নির্ব্বাধে থাকিয়া যান তাহা "সর্ব্বেন্দ্রিয়" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন।] সেই ব্রহ্ম পরমার্থতঃ **সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং**, তথাপি মায়াপ্রভাবে তিনি **সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্**=শ্রোত্র আদি সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়গুলির এবং মন ও বুদ্ধি এই দুইটী অন্তরিন্দ্রিয়ের অধ্যবসায়, সঙ্কল্প, শ্রবণ, বচন ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ আছে সেইগুলির দ্বারা যেন তিনি সেই সেইগুলির বিষয়রূপে অবভাসিত হয়েন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারে (কর্ম্মে) যেন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মও ব্যাপৃত বলিয়া মনে হয়। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, "যেন তিনি ধ্যান করিতেছেন, যেন তিনি লেলায়ন অর্থাৎ চলন ক্রিয়া করিতেছেন" ইত্যাদি।২ এখানে 'ধ্যায়তীব' এই অংশে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারের উপলক্ষণ; অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির দর্শন করা প্রভৃতি ব্যাপারে যেন তিনিও দর্শনক্রিয়া আদি করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়, এইরূপ অর্থ এখানে বিবক্ষিত। "লেলায়তি" ইহা দ্বারা যে 'লেলায়ন' কথিত হইয়াছে তাহার অর্থ চলন; উহা কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারের উপলক্ষণ। অর্থাৎ তিনি 'লেলায়ন' (চলন) করিতেছেন, এই কথা বলায়, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়ায়ও তিনি তত্তৎ ক্রিয়াবৎরূপে প্রতীয়মান হন, বুঝাইতেছে।৩ আর তিনি পরমার্থতঃ **অসক্তম্**=সকলপ্রকার সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত, তথাপি তিনি মায়াবশতঃ **সর্ব্বভৃৎ**=সকল কল্পিত বস্তুকে তিনি নিজ সৎস্বরূপে ধারণ করেন, এবং পোষণ করেন; এই কারণে সর্ব্বভৃৎ; ইহার কারণ এই যে নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না।৪ [**তাৎপর্য্য**—ভ্রম হইতে গেলে তাহার কোনও অধিষ্ঠান বা আলম্বন থাকা আবশ্যক, বিনা আলম্বনে ভ্রম হইতে পারে না। কারণ এক বস্তুকে যে আর এক বস্তুরূপে অনুভব করা, তাহাই ভ্রম। যেমন রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় রজ্জুই তাহার অধিষ্ঠান বা আলম্বন, মরুভূমিতে যে মরীচিকা জল প্রতীত হয় প্রখর সূর্য্যকর-নিকরই তাহার আলম্বন। এস্থলে রজ্জু বা প্রখর সূর্য্যকিরণাদিরূপ আলম্বন না থাকিলে ঐ সর্প বা মরীচিকারূপে ভ্রম হইতে পারে না। এজন্য ভ্রমের অধিষ্ঠান আবশ্যক—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫

তৎ ভূতানাং বহিশ্চ অন্তশ্চ অচরং চরঞ্চ এব ; সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং, দূরস্থং অন্তিকে চ অর্থাৎ সেই জ্ঞেয় বস্তুটি সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত আছেন, স্থাবর ও জঙ্গমও তিনি ; অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়, দূর হইতেও দূরে এবং অতি নিকট হইতেও নিকটে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৫

সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিতমেব, গুণভোক্তৃ চ সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারা সুখদুঃখমোহাকারেণ পরিণতানাং ভোক্তৃ উপলব্ধৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ৫—১৪ ॥

ভূতানাং ভবনধর্ম্মণাং সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং কল্পিতানামকল্পিতমধিষ্ঠানমেকমেব বহিরন্তশ্চ রজ্জুরিব স্বকল্পিতানাং সর্ব্বাত্মনা ব্যাপকমিত্যর্থঃ।১ অতএব অচরং স্থাবরং চ জঙ্গমং ভূতজাতং তদেব অধিষ্ঠানাত্মকত্বাৎ। কল্পিতানাং ন ততঃ কিঞ্চিদ্ব্যতিরিচ্যতে

নিরধিষ্ঠান ভ্রম হয় না। কারণ তাহা হইলে শূন্যবাদে পর্য্যবসান হয়। এইরূপ এই জগৎও যখন একটী মহাভ্রম—তখন ইহারও কোন অধিষ্ঠান অবশ্যই আছে ; ব্রহ্মই সেই অধিষ্ঠান হইতেছেন। অধিষ্ঠানের সত্তা এবং প্রকাশই আরোপ্যমাণ ভ্রমের সত্তা ও প্রকাশ, যেমন রজ্জুর সত্তা ও প্রকাশকে বাদ দিলে আরোপ্যমাণ সর্পের কোনও সত্তা বা প্রকাশই থাকে না। সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডভ্রমের অধিষ্ঠানীভূত যে পরমতত্ত্ব তাঁহারই সত্তায়, তাঁহারই স্ফুরণে বা প্রকাশেই এই জগতের সত্তা ও প্রকাশ হইতেছে, তাঁহারই সত্তায় এই জগৎ পুষ্ট হইতেছে, এই কারণে তিনি অসঙ্গ হইলেও জগতের বিধারক। আর আরোপিতের সম্বন্ধে যখন অধিষ্ঠানের কোনও ইতরবিশেষ হয় না তখন আরোপিত জগতের সহিত তাঁহার যে ধার্য্যধারকতা সম্বন্ধ তাহাও আরোপিত ; কাজেই তাহাতে তাঁহার পারমার্থিক অসঙ্গতার কোনও ব্যাঘাত হয়না। রজ্জুতে সর্প আরোপিত হয় বটে এবং রজ্জুর সহিত সর্পের আলম্ব্য আলম্বক সম্বন্ধও আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি আরোপিত সর্পের তাৎকালিক ভয়জনকতায় রজ্জুও ভয়জনক হয় ? কখনই তাহা হয় না।]৪ (অনুবাদ—) এবং তিনি পরমার্থতঃ **নির্গুণং**=সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিরহিত, তথাপি তিনি **গুণভোক্তৃ চ**=শব্দ স্পর্শ আদিকে দ্বার করিয়া সুখ, দুঃখ ও মোহাকারে পরিণত যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তাহার ভোক্তা এবং উপলব্ধা। সেই জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম এইরূপই হইতেছেন ।৫—১৪॥

অনুবাদ—তিনি **ভূতানাং**=ভবনধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তিশীল কল্পিত সমস্ত কার্য্যেরই অকল্পিত এক অধিষ্ঠান স্বরূপ হওয়ায় **বহিঃ অন্তঃ চ**=বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছেন ; রজ্জু যেমন নিজোপরি কল্পিত সর্প, ধারা (জল ধারা) ইত্যাদি ভ্রমের অন্তরে ও বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বাত্মভাবে তাহার ব্যাপক হয় সেইরূপ তিনিও এই কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাত্মক কার্য্যের সর্ব্বাত্মভাবে,—ওতপ্রোতভাবে ব্যাপক হইয়া উহাকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১ এই কারণে তিনি **অচরম্**=স্থাবর এবং **চরম্ এব চ**=যে ভূতবর্গ অচর অর্থাৎ জঙ্গম তৎসমুদয়ই তিনি ; কারণ তিনি সেগুলির অধিষ্ঠান। আর কল্পিত পদার্থ অধিষ্ঠান স্বরূপই হইয়া থাকে, কাজেই তাহার তদতিরিক্ত

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৬

ভূতেষু চ অবিভক্তং বিভক্তঞ্চ ইব স্থিতম্ ; ভূতভর্ত্তৃ, গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বভূতে (কারণরূপে) অভিন্ন এবং (কার্য্যরূপে) ভিন্নভাবে প্রতীয়মান ; তিনি (সৃষ্টিকালে) ভূত-সকলের উৎপাদক, (স্থিতিকালে) পালক ও (প্রলয়কালে) সংহারক ॥ ১৬

ইত্যর্থঃ ।২ এবং সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি সূক্ষ্মত্বাদ্রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং ইদমেবমিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি ।৩ অতএবাত্মজ্ঞানসাধনশূন্যানাং বর্ষসহস্রকোট্যাপ্যপ্রাপ্যত্বাৎ দূরস্থং চ যোজনলক্ষকোট্যন্তরিতমিব তৎ ।৪ জ্ঞানসাধনসম্পন্নানান্তু অন্তিকে চ তৎ অত্যন্তব্যবহিতমেব আত্মত্বাৎ। "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়া"মিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥৫—১৫ ॥

যদুক্তমেকমেব সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি তদ্বিবৃণোতি প্রতিদেহমাত্মভেদবাদিনাং নিরাসায় ।১ ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু অবিভক্তমভিন্নমেকমেব তৎ, ন তু প্রতিদেহং ভিন্নং ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ ।২ তথাপি দেহতাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বাৎ প্রতিদেহং বিভক্তমিব

স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং কোন কিছুই সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহাই ফলিতার্থ ।২ আবার তিনি এইরূপে সর্ব্বাত্মক সর্ব্বস্বরূপ হইলেও **তৎ অবিজ্ঞেয়ম্**=তিনি বিজ্ঞেয় নহেন অর্থাৎ 'ইদম্ এবম্'=ইহা এইরূপ, এইপ্রকার স্পষ্ট নির্দ্দেশের অর্থাৎ শব্দে জ্ঞানের বিষয় হন না ; **সূক্ষ্মত্বাৎ**=কারণ তিনি অতি সূক্ষ্ম এবং রূপাদিবিহীন ।৩ আর এই কারণে যাহারা আত্মজ্ঞানসাধনশূন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের যে সমস্ত সাধন বা উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে তাহা যাহাদের নাই তাহাদের নিকটে তিনি **দূরস্থ** ; কারণ, লক্ষ কোটি যোজন অন্তরিত অর্থাৎ তাবৎ পরিমাণে দূরে অবস্থিত বস্তুর ন্যায় তিনিও তাহাদিগের পক্ষে সহস্রকোটি বৎসরেও অপ্রাপ্য ;—অভিপ্রায় এই যে সাধনবিহীন হইলে অনন্ত কালেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না ।৪ পক্ষান্তরে যাঁহারা জ্ঞানসাধনসম্পন্ন তাঁহাদিগের পক্ষে তিনি **অন্তিকে চ**=অতি অব্যবহিতই হইয়া থাকেন, যেহেতু তিনি তাঁহাদের আত্মস্বরূপ হইতেছেন। "তিনি দূর হইতেও সুদূরে আবার তিনি অন্তিকে (নিকটেই) রহিয়াছেন ; যাঁহারা তাহাকে দর্শন করেন তাঁহাকে এইখানেই—হৃদয় গহ্বরেই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি সকল হইতে এই উক্তি সমর্থিত হয় ।৫—১৫॥

অনুবাদ—আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন, এই প্রকার মতাবলম্বী বাদিগণের মত নিরাসের জন্য, পূর্ব্বে "একমেব সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"='একই পদার্থ সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন'—এইরূপ যাহা বলিয়াছিলেন এক্ষণে "অবিভক্তম্" ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই বিবরণ বলিতেছেন ।১ **ভুতেষু**=ভূতগণের মধ্যে অর্থাৎ সকল প্রাণিগণের মধ্যে তাহা "অবিভক্তম্"=অভিন্ন ; বস্তুতঃ তাহা প্রতিদেহে ভিন্ন নহে, কারণ তাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ।২ তথাপি দেহতাদাত্ম্যে,—দেহের সহিত অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয়া **বিভক্তম্ ইব স্থিতম্**=মনে হয় যেন প্রত্যেক দেহেতেই

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭

তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ, তমসঃ পরম্ উচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যঞ্চ সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতং চ অর্থাৎ তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত ; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৭

চ স্থিতম্ ঔপাধিকত্বেনাপারমার্থিকো ব্যোম্নীব তত্র ভেদাবভাস ইত্যর্থঃ।৩ নন্থ ভবতু ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বব্যাপক একঃ, ব্রহ্ম তু জগৎকারণং ততো ভিন্নমেবেতি নেত্যাহ ভূতভর্ত্তৃ চ ভূতানি সর্ব্বাণি স্থিতিকালে বিভর্ত্তীতি তথা প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলং সর্ব্বস্য। যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্ম্মায়াকল্পিতস্য।৪ তস্মাদ্-যদ্ জগতঃ স্থিতিলয়োৎপত্তিকারণং ব্রহ্ম তদেব ক্ষেত্রজ্ঞং প্রতিদেহমেকং জ্ঞেয়ং ন ততোঽন্যদিত্যর্থঃ ॥৫—১৬ ॥

বিভক্ত হইয়া (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) অবস্থিত, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাঁহাতে সেই যে ভেদাবভাস (ভেদপ্রতীতি) তাহা উপাধিভেদে আকাশের ভেদজ্ঞানের ন্যায় ঔপাধিক বলিয়া অপারমার্থিক। ফলিতার্থ এই যে তিনি স্বতঃ অভিন্ন এক হইলেও উপাধিভেদে ভিন্ন এবং অনেক বলিয়া প্রতীত হন।৩ ভাল, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব না হয় সর্ব্বব্যাপক এবং একই হইল, কিন্তু জগৎকারণ যে ব্রহ্ম তিনি সেই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবেন ? না, এরূপ শঙ্কা ঠিক নহে ; কারণ তিনি **ভূতভর্ত্তৃ**= রজ্জু প্রভৃতি যেমন মায়া কল্পিত সর্পাদির উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ সেইরূপ—তিনি ভূতভর্ত্তৃ—জগতের স্থিতিকালে সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন, আবার তিনি প্রলয়কালে **গ্রসিষ্ণু**= গ্রসনশীল অর্থাৎ জগৎ সংহারক এবং তিনি উৎপত্তিকালে সকলের **প্রভবিষ্ণু**=প্রভবনশীল অর্থাৎ উৎপাদক।৪ অতএব জগতের স্থিতি, লয় ও উৎপত্তির কারণ যে ব্রহ্ম তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং তিনি প্রত্যেক দেহে একই ; তিনিই জ্ঞেয়,—তাঁহা ছাড়া অন্য কিছুই জ্ঞেয় নহে।৫—১৬॥

ভাবপ্রকাশ—যে পরমতত্ত্বকে জানিলে অমৃতত্বলাভ হয় সেই পরমের স্বরূপ বলিতেছেন। যাঁহাকে বলা যায় না, যিনি বাক্যের অতীত, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, তাঁহাকে, “জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি” বলিয়া ভগবান্ বলিতেছেন। নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুর প্রপঞ্চ, বাক্যের অতীত বস্তুকে বাক্যগম্য করা এক ভগবানের পক্ষেই সম্ভব। তাই অপৌরুষেয় উপনিষদের ভাবে এবং ভাষায় ভগবান্ সেই পরতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহাকে “অস্তি নাস্তি” ভাবে বুদ্ধির বিষয় করা যায় না—তিনি থাকিয়াও লৌকিক বুদ্ধির মাপকাঠিতে নাই, আবার এইভাবে না থাকিয়াও আছেন। লৌকিক বুদ্ধির থাকা না থাকা তাঁহার পক্ষে সমান—তিনি এই থাকা না থাকার উর্দ্ধে। তিনি সকলের আশ্রয়, অথচ আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধের দ্বারা তিনি লিপ্ত নহেন। আশ্রয়ভাবও কল্পিত। ইহা এক সর্ব্ববিলক্ষণ অবস্থা—ভেদ অভেদ, বিভক্ত অবিভক্ত—কোনও লক্ষণের মধ্যে তাঁহাকে আনা যায় না।৮-১৬

ননু সর্ব্বত্র বিদ্যমানমপি তন্নোপলভ্যতে চেত্তর্হি জড়মেব স্যাৎ, ন স্যাৎ স্বয়ংজ্যোতিষোঽপি তস্য রূপাদিহীনত্বেনেন্দ্রিয়াদ্যগ্রাহ্যত্বোপপত্তেরিত্যাহ জ্যোতিষামিতি।১ তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম জ্যোতিষামবভাসকানামাদিত্যাদীনাং বুদ্ধ্যাদীনাঞ্চ বাহ্যানামান্তরাণামপি জ্যোতিরবভাসকং চৈতন্যজ্যোতিষো জড়জ্যোতিরবভাসকত্বোপপত্তেঃ। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী" ত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। বক্ষ্যতি চ "যদাদিত্যগতং তেজ" ইত্যাদি।২ স্বয়ং জড়ত্বাভাবেঽপি জড়সংসৃষ্টং স্যাদিতি নেত্যাহ– তমসো জড়বর্গাৎ পরং অবিদ্যাতৎকার্য্যাভ্যামপারমার্থিকাভ্যামসংস্পৃষ্টং পারমার্থিকং তদ্‌ব্রহ্ম, সদসতোঃ সম্বন্ধাযোগাৎ।৩ উচ্যতে—"অক্ষরাৎ পরতঃ পর" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ ব্রহ্মবাদিভিশ্চ।৪ তদুক্তং—"নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কূটস্থস্য বিকারিণা। আত্মনোঽনাত্মনা যোগো-

অনুবাদ—আচ্ছা, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও যদি উপলব্ধ না হন, (তাঁহাকে যদি উপলব্ধি করিতে পারা না যায়) তাহা হইলে ত:তিনি জড়স্বরূপই হইয়া যাইবেন? (উত্তর—), না তাহা হইতে পারে না, যেহেতু তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) হইলেও রূপাদিহীন, বলিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি কোন ধর্ম্ম তাঁহার না থাকায় তাঁহার যে ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্ব (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যে না পারা তাহা) যুক্তিযুক্তই হয়। তাহাই "জ্যোতিষামপি" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **তৎ**=সেই যে জ্ঞেয় ব্রহ্ম তিনি **জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ**=জোতির্গণেরও অর্থাৎ আদিত্যাদি বাহ্য অবভাসক (প্রকাশক) জোতির্গণের এবং বুদ্ধি আদি আন্তর অবভাসক জ্যোতিঃ সমূহেরও "জ্যোতিঃ"=অবভাসক বা প্রকাশক; কারণ চৈতন্যরূপ যে জ্যোতিঃ তাহার যে জড়রূপ জ্যোতিঃর অবভাসকতা তাহা উপপন্ন (যুক্তিসিদ্ধই) হয় অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিঃই জড়াত্মক জ্যোতিঃর অবভাসক বা প্রকাশক; কারণ তাহা না হইলে জড় নিঃসাক্ষিক হইয়া অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। "যে তেজের প্রভাবে সূর্য্য তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া উত্তাপ দিতেছেন", "তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত প্রকাশিত হইতেছে" ইত্যাদি শ্রুতি সকল হইতে হইা প্রতিপন্ন হয়। ভগবান্ স্বয়ংই "আদিত্যগত যে তেজঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে অগ্রে ইহা বলিবেন।২ আচ্ছা, তাঁহার নিজের জড়ত্বাভাব থাকিলেও অর্থাৎ তিনি নিজে জড় না হইলেও জড়ের সহিত সংসৃষ্টও ত হইতে পারেন? না, তাহা হইবেন না; তাহাই বলিতেছেন—**তমসঃ পরম্**=তিনি তমের অর্থাৎ জড়বর্গের পরবর্ত্তী অর্থাৎ পারমার্থিক সেই ব্রহ্ম অপারমার্থিক অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যের সহিত অসংস্পৃষ্ট; যে হেতু সৎ ও অসতের সম্বন্ধ তাত্ত্বিক হইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ আর এই আবিদ্যক জগৎ অসৎ বা মিথ্যা; কাজেই মিথ্যাভূত জগতের সহিত সৎস্বরূপ ব্রহ্মের তাত্ত্বিক (পারমার্থিক) সংস্পর্শ বা সংসর্গ (সম্বন্ধ) হইতে পারে না; কিন্তু সেই সম্বন্ধ মিথ্যাই হইয়া থাকে।৩ **উচ্যতে**=ইহা কথিত হয়, অর্থাৎ "যিনি পর· (পরম ব্রহ্ম) তিনি অক্ষর কূটস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ অপেক্ষাও পর (শ্রেষ্ঠ)" ইত্যাদি শ্রুতি সমূহের দ্বারা এবং ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক ইহা কথিত হয়।৪ এইরূপ কথিতও আছে, যথা—"সসঙ্গ, বিকারী অনাত্মার সহিত নিঃসঙ্গ কূটস্থ আত্মার বাস্তবযোগ (পারমার্থিক সম্বন্ধ) উপপন্ন

বাস্তবো নোপপদ্যতে ॥” “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি” শ্রুতেশ্চ। আদিত্যবর্ণমিতি স্বভানে প্রকাশান্তরানপেক্ষং সর্ব্বস্য প্রকাশকমিত্যর্থঃ।৫ যস্মাত্তৎ স্বয়ংজ্যোতির্জ্জড়াসংস্পৃষ্টং অতএব তজ্ জ্ঞানং প্রমাণজন্যচেতোবৃত্ত্যভিব্যক্তসংবিদ্রূপম্। অতএব তদেব জ্ঞেয়ং জ্ঞাতুমর্হমজ্ঞাতত্বাৎ,জড়স্যাজ্ঞাতত্বাভাবেন জ্ঞাতুমনর্হত্বাৎ।৬ কথং তর্হি সর্ব্বৈঃ ন জ্ঞায়তে, তত্রাহ — জ্ঞানগম্যং পূর্ব্বোক্তেনামানিত্বাদিনা তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তেন সাধনকলাপেন জ্ঞানশব্দিতেন গম্যং প্রাপ্যং ন তু তদ্‌বিনেত্যর্থঃ।৭ ননু সাধনেন গম্যং চেত্তৎ কিং দেশান্তরব্যবহিতং, নেত্যাহ—হৃদি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি বুদ্ধৌ বিষ্ঠিতং সর্ব্বত্র সামান্যেন স্থিতমপি বিশেষরূপেণ তত্র স্থিতমভিব্যক্তং জীবরূপেনান্তর্যামিরূপেণ চ, সৌরং তেজ ইবাদর্শসূর্য্যকান্তাদৌ।৮ অব্যবহিতমেব বস্তুতো ভ্রান্ত্যা ব্যবহিতমিব সর্ব্বভ্রমকারণাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১৭ ॥

(যুক্তিযুক্ত) হয় না। আর শ্রুতিও বলিতেছেন—“তিনি আদিত্যবর্ণ এবং তমের পরবর্ত্তী” ইত্যাদি। এই শ্রুতিবাক্যটীর “আদিত্যবর্ণম্” ইহার অর্থ আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য যেমন নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না সেইরূপ তিনিও নিজ প্রকাশের নিমিত্ত অন্য কোনও প্রকাশের অপেক্ষা রাখেন না। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকাশক।৫ যে হেতু তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ অর্থাৎ জড়বর্গের সহিত অসংস্পৃষ্ট এই কারণে তিনি **জ্ঞানম্**=জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ প্রনাণজন্য যে চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ বেদান্তশ্রবণাদিরূপ শব্দপ্রমাণ হইতে যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ উদ্‌ভূত হয় তাহাতে (অবিদ্যা কালুষ্যরহিত সেই চিত্তবৃত্তিতে) যে সংবিৎ অভিব্যক্ত হয়, তিনি সেই সংবিৎরূপ। আর এই কারণেই তিনিই **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যোগ্য, যেহেতু তিনিই অজ্ঞাত। আর জড়বস্তুর অজ্ঞাততা থাকিতে পারে না বলিয়া তাহা জ্ঞেয় (জানিবার যোগ্য) হইতে পারেনা। (অভিপ্রায় এই যে জড়ের আবরণ স্বীকার করা হয়না, যেহেতু জড়ের আবরণ স্বীকার করিবার পক্ষে কোন প্রনাণও নাই এবং কোন প্রয়োজনও নাই। আর যাহার আবরণ নাই তাহা অজ্ঞাতও হইতে পারেনা, যেহেতু জ্ঞান বলিতে আবরণভঙ্গই বুঝাইয়া থাকে, আর তাদৃশ আবরণ জড়ে নাই। কাজেই জড় জ্ঞেয় হইতে পারেনা)।৬ যদি তিনি জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের যোগ্যই হইলেন তাহা হইলে সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—**জ্ঞানগম্যম্**=জ্ঞানগম্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনানিত্ব আদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত যে সাধনকলাপ জ্ঞানের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে, জ্ঞানশব্দবাচ্য সেই সাধনকলাপের দ্বারাই তিনি গম্য (প্রাপ্য); তাহা বিনা কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় না।৭ যদি তিনি সাধনের দ্বারাই গম্য (প্রাপ্য) হইলেন তাহা হইলে কি দেশান্তর ব্যবধানেই (অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে) তাঁহাকে পাইতে হইবে? (উত্তর—) না, তাহা নহে। তাহাই “যদি” বলিতেছেন **হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্**;—তিনি সকলের হৃদয়ে, অর্থাৎ সকল প্রাণিবর্গের বুদ্ধিরূপ হৃদয়কন্দরে ‘বিষ্ঠিত’; সৌর তেজ (সূর্য্যের জ্যোতিঃ) যেমন সর্ব্বত্র সামান্যভাবে বিদ্যমান থাকিলেও (দর্পণে) কিংবা সূর্য্যকান্ত নণিআদিতে বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয় সেইরূপ তিনিও সর্ব্বত্র সামান্যরূপে (সাধারণভাবে) অবস্থিত থাকিলেও সেইখানে অর্থাৎ সেই হৃদয়কন্দররূপ বুদ্ধিগুহায় বিশেষরূপে স্থিত

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৮

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং, জ্ঞেয়ঞ্চ সমাসতঃ উক্তম্। মদ্‌ভক্তঃ এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায় উপপদ্যতে অর্থাৎ এইরূপে তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই তিনটির বিষয় সংক্ষেপে কহিলাম ; আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ১৮

উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিণং ফলং চ বদন্নুপসংহরতি।—ইতি অনেন পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানং অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ং চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম বিষ্ঠিতমিত্যন্তং, শ্রুতিভ্যঃ স্মৃতিভ্যশ্চাকৃষ্য ত্রয়মপি মন্দবুদ্ধ্যনুগ্রহায় ময়া সঙ্ক্ষেপেণোক্তম্ এতাবানেব হি সর্ব্বোবেদার্থো গীতার্থশ্চ।১ অস্মিংশ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্ত এবাধিকারীত্যাহ,—মদ্ভক্তঃ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমগুরৌ সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবো মদেকশরণঃ স এতদ্‌যথোক্তং ক্ষেত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বিজ্ঞায় বিবেকেন বিদিত্বা মদ্ভাবায় সর্ব্বানর্থশূন্যপরমানন্দভাবায় মোক্ষায়োপপদ্যতে

হন অর্থাৎ জীবভাবে এবং অন্তর্য্যামিরূপে অভিব্যক্ত হন।৮ তিনি বস্তুতঃ অব্যবহিত ; তথাপি ভ্রান্তি (অবিদ্যা) বশতঃ ব্যবহিত বলিয়া বোধ হয় এবং সকল প্রকার ভ্রমের কারণীভূত যে অজ্ঞান তাহার নিবৃত্তি হইলে যেন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ৯—১৭ ॥

ভাবপ্রকাশ—এই পরমতত্ত্ব প্রকাশস্বরূপ—ইঁহার দ্বারাই আদিত্যাদি সকলের জ্যোতিঃ প্রকাশিত। অজ্ঞানান্ধকারের পারে এই জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ তত্ত্ব অবস্থিত। জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মরূপে জ্ঞেয় না হইলেও ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ। ইনি জ্ঞানগম্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অমানিত্যাদি সাধনের দ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায় বলিয়া ইহাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে।১৭ //

অনুবাদ—ঐ যে ক্ষেত্র প্রভৃতি, তাহাদের অধিকারী এবং ফল এই সমস্ত বিষয়গুলি বলা হইল এক্ষণে সেইগুলিরই উল্লেখ করিয়া ইহার উপসংহার করিতেছেন "ইতি ক্ষেত্রম্" ইত্যাদি।১ ইতি এইরূপে উক্ত প্রকারে **ক্ষেত্রং**=মহাভূত হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতিপর্য্যন্ত যে ক্ষেত্র, **তথা জ্ঞানম্**=এবং অমানিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন' পর্য্যন্ত যে জ্ঞান, **জ্ঞেয়ং চ**=এবং 'অনাদিমৎ পর ব্রহ্ম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিষ্ঠিত' পর্য্যন্ত যে জ্ঞেয় পদার্থ—এই তিনটী বিষয় শ্রুতি ও স্মৃতিনিচয় হইতে সংগ্রহ করিয়া মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য **উক্তম্**=আমি সংক্ষেপতঃ বলিয়াছি। ইহাই সমস্ত বেদের এবং সমগ্র গীতার প্রতিপাদ্য অর্থ।১ আর এ বিষয়ের অধিকারী হইতেছে মদ্‌ভক্ত অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি, যাঁহার লক্ষণ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য বলিতেছেন **মদ্‌ভক্তঃ**=যিনি আমার উপর অর্থাৎ বাসুদেবরূপ পরম গুরুর উপর নিজের সমস্ত আত্মভাব সমর্পণ করিয়াছেন, এবং এইরূপে যিনি মদেকশরণ হইয়াছেন অর্থাৎ একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি **এতৎ**=এই যথাবর্ণিত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়গুলি **বিজ্ঞায়**=বিজ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ বিবেকতঃ,—পরস্পরের পার্থক্যজ্ঞানপূর্ব্বক বিদিত হইয়া, **মদ্‌ভাবায়**=আমার

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ, উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি ; বিকারাংশ্চ গুণান্ চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে। বিকার-সমূহ ও গুণপরিণাম—এগুলিকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥ ১৯

মোক্ষং প্রাপ্তুং যোগ্যো ভবতি। “যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন” ইতি শ্রুতেঃ।২ তস্মাৎ সর্ব্বদা মদেকশরণঃ সন্নাত্মজ্ঞানসাধনান্যেব পরমপুরুষার্থলিপ্সুরনুবর্ত্তেত তুচ্ছবিষয়ভোগস্পৃহাং হিত্বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩—১৮ ॥

তদনেন গ্রন্থেন তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতদ্ব্যাখ্যাতং, ইদানীং “যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চে”ত্যেতাবদ্ব্যাখ্যাতব্যম্।১ তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন যদ্বিকারি যতশ্চ যদিতি প্রকৃতিমিত্যাদি দ্বাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেতি তু পুরুষ ইত্যাদিদ্বাভ্যামিতি বিবেকঃ।২ তত্র সপ্তমে ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী পরাপরে

ভাব লাভ করিতে অর্থাৎ সকলপ্রকার অনর্থসম্পর্কসম্ভাবনাশূন্য যে পরমানন্দস্বরূপতা সেই পরমানন্দভাবলাভ করিতে **উপপদ্যতে**=উপপন্ন হন অর্থাৎ তিনি মোক্ষলাভ করিবার যোগ্য হন। যেহেতু শ্রুতিই এইরূপ বলিতেছেন, “দেবের উপর (পরমাত্মার উপর) যাঁহার পরাভক্তি আছে এবং দেবের উপর যেমন ভক্তি গুরুর উপরও যাঁহার সেইরূপ ভক্তি আছে, এই কথিত বিষয়সকল সেই মহাত্মা—মহাপুরুষের নিকটেই প্রকাশিত হয় (প্রতিভাত) হয়।”২ অতএব পরমপুরুষার্থলিপ্সু ব্যক্তির (যিনি পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছুক—তাদৃশ ব্যক্তির) সর্ব্বদা ভগবদেকশরণ হইয়া—একমাত্র ভগবান্‌কেই আশ্রয় করিয়া তুচ্ছবিষয়ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ করতঃ আত্মজ্ঞানসাধনসকলের অর্থাৎ যে সকল সাধন বা উপায় হইতে আত্মজ্ঞান লাভ হয় সেই সকলেরই অনুবর্ত্তন করা উচিত, ইহাই অভিপ্রায়।৩—১৮ ॥

ভাবপ্রকাশ—ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব এবং জ্ঞেয়ের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় অমানিত্বাদি সাধন সবই সংক্ষেপে বলা হইল। এই তিনটী বিশেষরূপে জানিলে পরমাত্মলাভের যোগ্য হওয়া যায়।১৮

অনুবাদ—এইরূপে এ পর্য্যন্ত (এতখানি) প্রবন্ধে “সেই ক্ষেত্র যাহা এবং যাদৃশ” এই অংশটী ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে “তাহা যদ্বিকারী, এবং যে কারণ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা ও যৎপ্রভাব” এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে হইবে।১ তন্মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংসারহেতুত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষই এই সংসারের হেতু ইহা বলিয়া “প্রকৃতিম্” ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে ‘তাহা যদ্‌বিকারী, যে কারণ হইতে, এবং যে কার্য্যাত্মক’ এই অংশটীর প্রপঞ্চ (বিস্তৃতি) করিতেছেন। আর “পুরুষঃ” ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে ‘সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা ও যৎপ্রভাব’ এই অংশটীর বিবৃতি দিতেছেন ; ইহাই হইল এস্থলে বিবেক অর্থাৎ ব্যাখ্যাতব্য বিষয়গুলির পার্থক্য।২ তন্মধ্যে সপ্তম

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে উপন্যস্য এতদ্যোনীনি ভূতানীত্যুক্তং। তত্রাপরা প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা, পরা তু জীবলক্ষণেতি তয়োরনাদিত্বমুক্ত্বা তদুভয়যোনিত্বং ভূতানামুচ্যতে।৩ প্রকৃতির্ম্মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা যা প্রাগপরা প্রকৃতিরিত্যুক্তা। যা তু পরা প্রকৃতির্জ্জীবাখ্যা প্রাগুক্তা স ইহ পুরুষ ইত্যুক্ত ইতি ন পুর্ব্বাপরবিরোধঃ।৪ প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভাবপি অনাদী এব বিদ্ধি, ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যয়োস্তৌ। তথা প্রকৃতেরনাদিত্বং সর্ব্বজগৎকারণত্বাৎ। তস্যা অপি কারণসাপেক্ষত্বেঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ।৫ পুরুষস্যানাদিত্বং তদ্ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রযুক্তত্বাৎ কৃৎস্নস্য জগতঃ হর্ষশোকভয়সং-

অধ্যায়ে পরমেশ্বরের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞনামক অপরা ও পরা এই দ্বিবিধ প্রকৃতির বিষয় উপন্যস্ত (বর্ণনা) করিয়া "এতদ্‌যোনীনি"=সমস্ত ভূতবর্গ এতদ্‌যোনি অর্থাৎ ইহারাই সমস্ত ভূতবর্গের যোনি বা কারণ' ইহা বলা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আবার অপরা প্রকৃতি হইতেছে ক্ষেত্রনামক অর্থাৎ অপরা প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলা হয়; আর পরা প্রকৃতি হইতেছে জীবলক্ষণা অর্থাৎ পরা প্রকৃতিকে জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এই কারণে প্রথমে তাহাদের অনাদিত্ব বলিয়া এক্ষণে তাহারা উভয়েই যে ভূতগণের যোনি (কারণ) তাহাই বলিতেছেন 'প্রকৃতিম্‌' ইত্যাদি।৩ প্রকৃতি অর্থ মায়ানামে প্রসিদ্ধা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তি; ইহারই অপর নাম ক্ষেত্র, এবং ইহাকেই পূর্ব্বে 'অপরা প্রকৃতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর 'জীব' এই নামে প্রসিদ্ধ যে পরা প্রকৃতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাকে এখানে 'পুরুষ' বলা হইয়াছে; কাজেই আর পূর্ব্বাপর বিরোধ হইলনা অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায়ে যে অপরা ও পরা প্রকৃতির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার সহিত এখানে যে সেই অর্থেই প্রকৃতি ও পুরুষ এই নামের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কোন বিরোধ নাই।৪ প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়কেই অনাদি বলিয়াই জানিবে। যাহাদের আদি অর্থাৎ কারণ নাই তাহা অনাদি। প্রকৃতি অনাদি যেহেতু তাহা সমস্ত জগতের কারণ হইতেছে। (যাহা সমস্ত জগতের কারণ) তাহাও যদি কারণসাপেক্ষ হয় অর্থাৎ তাহারও যদি কারণ থাকার দরকার করে তাহা হইলে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হইবে। (অর্থাৎ তাহার কারণ আছে, তাহারও কারণ আছে, এইরূপে অনন্ত কারণ কল্পনা করিতে হয় বলিয়া কারণ ধারার আর কোথাও অবস্থিতি বা বিশ্রান্তি অর্থাৎ শেষ হইবেনা,—ইহা কিন্তু যুক্তি বিরুদ্ধ। এই জন্য যাহা জগৎকারণ তাহার আর কোন কারণ নাই; তাহা অকারণক অনাদি অজ। আবার পুরুষকেও অনাদি বলিতে হয়, যেহেতু কৃৎস্ন জগৎ পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রযুক্ত। আর নবজাত (সবে মাত্র উৎপন্ন) শিশুর হর্ষ, শোক, ও ভয় আদির সম্প্রতিপত্তি (উপলব্ধির) জন্যও ইহা স্বীকার করিতে হয়; তাহা না হইলে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম নামক দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। [তাৎপর্য্য—সংসারের মধ্যে প্রতিনিয়ত এই যে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখা যাইতেছে ইহার অবশ্যই কোনও কারণ আছে। জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্য্য, কাজেই গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু জগতেরও এইরূপ বৈষম্য হইয়াছে, এরূপ সমাধান সম্ভব হইলেও ইহাতে সকল প্রশ্নের উত্তর হয়না; কারণ গুণত্রয়ের এই যে বিষম পরিণাম ইহারই বা প্রয়োজক কে? আরও জড়জগতের পক্ষে উহা বলা সম্ভব হইলেও চেতন জগতের কৃমিকীট হইতে আরম্ভ করিয়া চরম জীব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে এই যে বৈষম্য রহিয়াছে

কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে, পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে অর্থাৎ কার্য্য (দেহ) ও কারণ (ইন্দ্রিয়গণ); ইহাদের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতিই হেতু; আর পুরুষ সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধে হেতু বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২০

প্রতিপত্তেঃ। অন্যথা কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ।৬ যতঃ প্রকৃতিরনাদিঃ অতস্তস্যা ভূতযোনিত্বমুক্তং প্রাগুপপদ্যত ইত্যাহ—বিকারাংশ্চ ষোড়শ পঞ্চমহাভুতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি চ গুণাংশ্চ সত্ত্বরজস্তমোরূপান্ সুখদুঃখমোহান্ প্রকৃতিসম্ভবানেব প্রকৃতিকারণকানেব বিদ্ধি জানীহি ॥ ৭—১৯ ॥

ইহার কারণ কি? অধিক কি একই স্থানে একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও দুইজন ব্যক্তির যে বিভিন্ন ভোগ হয়—কেহ অতুল সুখসম্পৎ ভোগ করে, কেহবা অসহনীয় দুঃখদারিদ্র্য ভার বহন করে ইহারই বা হেতু কি? শাস্ত্রকারগণ বলেন পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মই ইহার একমাত্র নিমিত্ত। পূর্ব্বসঞ্চিত স্ব স্ব ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্যেই এইরূপ সুখদুঃখভোগের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রযুক্তই প্রকৃতির পরিণাম হইয়া থাকে। তাহা যদি হইল তাহা হইলে সৃষ্টি যখন অনাদি তখন পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মও অনাদি। আবার পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম যখন অনাদি তখন পুরুষও অনাদি। ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রযুক্তই যে সুখদুঃখের ভোগ এবং তাহার তারতম্য হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সদ্যোজাত শিশু যে হর্ষ, শোক, ভয় আদি প্রকাশ করে তাহা তাহার প্রাগ্‌ভবীয় অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মীয় ধর্ম্মাধর্ম্মেরই অনুমাপক। ইহা যদি না স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম করিতে করিতে হয় যাহা সিদ্ধ আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ অনুভূয়মান, যুক্তি দেখাইতে না পারিয়া তাহার পরিত্যাগ করার নাম 'কৃতহানি' আর যাহা সিদ্ধ নাই তাদৃশ কোন বস্তুর কল্পনা করার নাম অকৃতাভ্যাগম। এই কৃতহানি বা কৃতনাশ এবং অকৃতাভ্যাগম বা অকৃতস্বীকার দুইটীই দোষ। প্রকৃতস্থলে সুখদুঃখভোগের তারতম্য প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; যদি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কোন অলৌকিক অদৃষ্ট কারণ না স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ইহার কোন কারণ নাই বলিয়া এবং ইহা যুক্তিবিহীন বলিয়া ইহাকে অস্বীকার করিতে হয়। আর ইহাকে অস্বীকার করিলেই অকৃতাভ্যাগম আসিয়া পড়ে—যাহা ছিলনা তাহার কল্পনা করিতে হয়। সদ্যোজাতশিশু যে ভয়জনিত অঙ্গসঙ্কোচন বা ক্রন্দনাদি করে তাহার ত কোন উপপত্তিই হয়না; কেননা পূর্ব্বে দুঃখের অনুভূতি না থাকিলে কি আর দুঃখজনিত ক্রন্দনাদি হইতে পারে? অথচ এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্প্রতিপন্ন অর্থাৎ সর্ব্ববাদি সিদ্ধ। এই কারণে ইহার সম্প্রতিপন্নতার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মনাম কিছু স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা স্বীকার করিলে তাহাকে অনাদিও বলিতে হয়। তাহাই যদি হয় তবে সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহার আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা যে তাহাকেও অনাদি বলিতে হয়। সুতরাং এইরূপে পুরুষেরও অনাদিত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে।] ৬ যেহেতু প্রকৃতি অনাদি এই কারণেই পূর্ব্বে (সপ্তম অধ্যায়ে) তাহাকে যে ভূতযোনি,—ভূতবর্গের কারণ বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয়। এইজন্য বলিতেছেন "বিকারান্" ইত্যাদি।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥

হি পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে ; অস্য চ সদসদ্‌যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ কারণম্ অর্থাৎ যেহেতু পুরুষ প্রকৃতি-কার্য্য এই দেহে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থিত, এজন্য প্রকৃতিজাত গুণ সুখদুঃখাদি ভোগ করেন ; পরন্তু পুরুষের সৎ অসৎ যোনিতে যে জন্ম হয়, তদ্‌বিষয়ে গুণসঙ্গই কারণ ॥ ২১

বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং বিবেচয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরং করণানীন্দ্রিয়াণি তৎস্থানি ত্রয়োদশ, দেহারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চেহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। গুণাশ্চ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ করণাশ্রয়ত্বাৎ করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। তেষাং কার্য্যকরণানাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে হেতুঃ কারণং প্রকৃতিরুচ্যতে মহর্ষিভিঃ। কার্য্যকারণেতি দীর্ঘপাঠেঽপি স এবার্থঃ।১ এবং প্রকৃতেঃ সংসারকারণত্বং ব্যাখ্যায় পুরুষস্যাপি যাদৃশং তত্তদাহ—পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরা প্রকৃতিরিতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতঃ স সুখদুঃখমোহানাং ভোগ্যানাং সর্ব্বেষামপি ভোক্তৃত্বে বৃত্ত্যুপরক্তোপলম্ভে হেতুরুচ্যতে ॥ ২—২০ ॥

বিকারান্=ষোলটি বিকারকে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এইগুলিকে "গুণাংশ্চ"=এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ সুখদুঃখমোহাত্মক গুণগুলিকে প্রকৃতিসম্ভবান্=প্রকৃতিকারণক বলিয়াই "বিদ্ধি"=জানিবে অর্থাৎ প্রকৃতিই যে তাহাদের কারণ তাহা জানিও। ৭—১৯ ॥

অনুবাদ—বিকার সকলের প্রকৃতিসম্ভবতা বিবেচিত করিয়া অর্থাৎ বিকার সকল প্রকৃতি হইতেই সম্ভূত এইরূপে এক্ষণে ইহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া পুরুষও যে সংসারের হেতু তাহা দেখাইতেছেন **কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে**;—কার্য্য অর্থ শরীর ; করণ অর্থ সেই দেহস্থিত ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়। কার্য্যপদের অর্থে এখানে দেহারম্ভক ভূতগণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। আর করণপদের অর্থ হইতে সুখদুঃখমোহাত্মক যে গুণত্রয় আছে সেগুলিও গৃহীত হইবে, কারণ সেই গুণত্রয় করণ সকলের (ইন্দ্রিয়গণের) আশ্রয় হইতেছে। অর্থাৎ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ী থাকিতে পারেনা বলিয়া এখানে করণ পদে করণ এবং করণের আশ্রয়স্বরূপ গুণগুলিও বুঝাইবে। সেই কার্য্যকরণগণের কর্ত্তৃত্ববিষয়ে অর্থাৎ সেইরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইবার সম্বন্ধে মহর্ষিগণ প্রকৃতিকেই হেতু বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রকৃতিই কার্য্য এবং করণরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "কার্য্যকারণ" এইরূপ দীর্ঘপাঠ যদি থাকে অর্থাৎ 'করণ না বলিয়া 'কারণ' এইরূপ পাঠ যদি থাকে তাহা হইলেও ঐ অর্থই হইবে।১ এই প্রকারে প্রকৃতির সংসারকারণতা ব্যাখ্যা করিয়া পুরুষেরও সংসারকারণত্ব কিরূপ তাহা বলিতেছেন—"পুরুষ" ইত্যাদি। পুরুষ অর্থে যে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ পরা প্রকৃতি অভিহিত হয় তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই পুরুষ **সুখদুঃখানাং**=সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক সমস্ত ভোগ্য বিষয়েরই **ভোক্তৃত্বে**=বৃত্তি-উপরক্ত উপলম্ভ বা অনুভব বিষয়ের **হেতুঃ উচ্যতে**=হেতু বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিতে যে সুখদুঃখমোহাত্মক বিষয় সংস্পর্শ তাহাই পুরুষের ভোগ—এইরূপই তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন। ২—২০ ॥

যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য কিম্ নিমিত্তমিত্যুচ্যতে। প্রকৃতির্ম্মায়া তাং মিথ্যৈব তাদাত্ম্যেনোপগতঃ প্রকৃতিস্থঃ হি এব পুরুষঃ ভুঙ্‌ক্তে উপলভতে প্রকৃতিজান্ গুণান্।১ অতঃ প্রকৃতিজগুণোপলম্ভহেতুষু সদসদ্যোনিজন্মসু—সদ্যোনয়ো-দেবাদ্যাস্তেষু হি সাত্ত্বিকমিষ্টং ফলং ভুজ্যতে, অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদ্যাস্তেষু হি তামসমনিষ্টং ফলং ভুজ্যতে, সদসদ্যোনয়ো ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রত্বাৎ ব্রাহ্মণাদ্যা মনুষ্যাস্তেষু হি রাজসং মিশ্রং ফলং ভুজ্যতে।২—অতস্তত্রাস্য পুরুষস্য গুণসঙ্গঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকপ্রকৃতিতাদাত্ম্যাভিমান এব কারণং, ন ত্বসঙ্গস্য তস্য স্বতঃ সংসার ইত্যর্থঃ।৩ অথবা গুণসঙ্গঃ গুণেষু শব্দাদিষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সঙ্গোঽভিলাষঃ কাম ইতি যাবৎ। স এবাস্য সদসদ্যোনিজন্মসু কারণং "স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যত" ইতি (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।৫) শ্রুতেঃ।৪ অস্মিন্নপি পক্ষে মূলকারণত্বেন প্রকৃতিতাদাত্ম্যাভিমানো দ্রষ্টব্যঃ॥ ৫—২১॥

অনুবাদ—পুরুষের যে সুখদুঃখভোক্তৃত্ব এবং সংসারিত্ব বলা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত (হেতু) কি তাহাই "পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে। প্রকৃতি অর্থ মায়া; সেই মায়ানামক প্রকৃতিকে মিথ্যাভাবেই তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ অযথার্থ তদাকারতাপন্ন হইয়া পুরুষ **প্রকৃতিস্থঃ**=প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকে; আর সেই অবস্থাতেই পুরুষ **প্রকৃতিজান্ গুণান্**=প্রকৃতিধর্ম্ম গুণসকল **ভুঙ্‌ক্তে**=ভোগ করিতে থাকে অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে থাকে।১ এই কারণে **সদসদ্‌যোনিজন্মসু**=প্রকৃতিধর্ম্ম গুণ সকলের উপলব্ধির হেতু স্বরূপ যে সৎ ও অসৎ যোনিতে,—সদ্‌যোনি দেবাদিশরীর, তাহাতে সাত্ত্বিক ইষ্ট (অভিলষিত) ফল ভোগ করিয়া থাকে; অসৎ যোনি পশু আদি জন্ম, তাহাতে অনিষ্ট (অনভিলষিত) তামস ফল ভোগ করিতে থাকে; আর সদ্‌সদ্‌যোনি হইতেছে ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য জন্ম; কারণ ইহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এতদুভয়ের সংমিশ্রণের ফল; ইহাতে রাজস সুখদুঃখরূপ মিশ্র ফল ভোগ করিয়া থাকে। এইহেতু এ বিষয়ে অর্থাৎ সৎ, অসৎ ও সদসৎ যোনিতে জন্মলাভপূর্ব্বক সাত্ত্বিক, তামসিক ও মিশ্র রাজসিক ফল ভোগ করার বিষয়ে **অস্য**=এই পুরুষের যে **গুণসঙ্গঃ**=সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যাভিমান তাহাই **কারণম্**=কারণ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সেই অসঙ্গ পুরুষের স্বতঃ (স্বভাবতঃ) সংসার (জননমরণরূপ যাতায়াত) নাই, ইহাই অর্থ।৩ অথবা শ্লোকটীর উত্তরার্দ্ধের ব্যাখ্যা এইরূপ,—"গুণসঙ্গ" অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মক শব্দাদি গুণ সকলে যে সঙ্গ অর্থাৎ অভিলাষ বা কামনা তাহাই এই সৎ, অসৎ ও সদসৎ যোনিতে জন্মাইবার কারণ। যেহেতু এসম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "সেই পুরুষ (সারা জীবন) যথাকাম অর্থাৎ যেরূপ কামনাবিশিষ্ট হয় এবং যৎক্রতু হয় অর্থাৎ যেরূপ সংকল্প বা চিন্তাযুক্ত হয়, (মরণ কালেও) সে সেইরূপ সংকল্প যুক্তই হইয়া থাকে অর্থাৎ সারা জীবনের সংকল্প সকল মরণকালে তাহার চিত্তমধ্যে পিণ্ডিতভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে আর সে যেমন কর্ম্ম করে, সেইরূপ যোনিতে জন্মায় অর্থাৎ তাহার সারাজীবনের কর্ম্মকলাপের সংস্কার এবং চিন্তাচক্র সমস্তই কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত থাকিয়া মরণকালে তাহার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তদুপযুক্ত দেব, মনুষ্য, অথবা তির্য্যক্ আদি

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরঃ উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ, ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ এই দেহে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ; কারণ, তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা. ভর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত ॥ ২২

তদেবং প্রকৃতিমিথ্যাতাদাত্ম্যাৎপুরুষস্য সংসারো ন স্বরূপেণেত্যুক্তং; কীদৃশং পুনস্তস্য স্বরূপং যত্র ন সম্ভবতি সংসার ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তস্য স্বরূপং সাক্ষান্নির্দ্দিশন্নাহ উপদ্রষ্টেতি।১ অস্মিন্ প্রকৃতিপরিণামে দেহে জীবরূপেণ বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরঃ প্রকৃতিগুণাসংস্পৃষ্টঃ পরমার্থতোঽসংসারী স্বেন রূপেণেত্যর্থঃ।২ যতঃ উপদ্রষ্টা যথা ঋত্বিগ্-যজমানেষু যজ্ঞকর্ম্মব্যাপৃতেষু তৎসমীপস্থোঽন্যঃ স্বয়মব্যাপৃতো যজ্ঞবিদ্যাকুশলত্বাদৃত্বিগ্-যজমানব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা তদ্বৎ কার্য্যকরণব্যাপারেষু স্বয়মব্যাপৃতো বিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকরণানাং স্বব্যাপারাণাং সমীপস্থো দ্রষ্টা ন তু কর্ত্তা পুরুষঃ "স যত্তত্র কিঞ্চিৎ জাতি মধ্যে লইয়া যায়"।৪ এই পক্ষের ব্যাখ্যাতেও প্রকৃতিই মূলকারণ হওয়ায় তাহার সহিত পুরুষের তাদাত্ম্যাভিমান অবশ্যই রহিয়াছে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যাভিমান না থাকিয়া পুরুষের কর্ম্ম করা বা সংকল্প আদি কিছুই নাই ; কাজেই গুণসঙ্গই যে পুরুষের সদসদ্‌যোনিতে জন্মের কারণ তাহা নিঃসংশয়।৫—২১ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে ইহা বলা হইল যে প্রকৃতির সহিত মিথ্যা (অযথার্থ বা কল্পিত) তাদাত্ম্য বশতই পুরুষের সংসার বা জন্ম মরণ, কিন্তু তাহা স্বরূপতঃ (স্বাভাবিক) নহে। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে সেই পুরুষের স্বরূপটী তবে কিরূপ, যাহাতে তাহার সংসার হয় না ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে সাক্ষাৎভাবে সেই পুরুষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—।১ "দেহেঽস্মিন্" = প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ এই যে দেহ, পুরুষ ইহার মধ্যে জীবরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি **পরঃ** = প্রকৃতির গুণের সহিত অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ প্রকৃতির গুণের সহিত তিনি সংস্পৃষ্ট বা বিজড়িত হন না, কিন্তু তিনি পরমার্থতঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ অসংসারী।২ ইহার কারণ এই যে তিনি **উপদ্রষ্টা** হইতেছেন। যেমন ঋত্বিক্ ও যজমান ইঁহারা যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে অন্য এক জন ব্যক্তি যদি যজ্ঞবিদ্যাকুশল হন তাহা হইলে তিনি তাহাদের সমীপে থাকিয়া নিজে কিছু না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম দেখিতে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহাতে তাহাদের কোন ত্রুটি হইতেছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন সেইরূপ এই পুরুষও কার্য্য ও করণের ব্যাপারে দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির ক্রিয়ায় নিজে ব্যাপৃত না হইয়া তদ্বিলক্ষণ (তদ্বিপরীত) অসঙ্গকূটস্থস্বভাব হইয়া সেই সমস্ত ব্যাপারবিশিষ্ট কার্য্যের (দেহের) এবং করণের (ইন্দ্রিয়গণের) সমীপে থাকিয়া কেবল দ্রষ্টাই হইয়া থাকেন কিন্তু তিনি কর্ত্তা হন না। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন, "সেই পুরুষ তাহার মধ্যে অর্থাৎ জাগ্রৎ, ও স্বপ্নকালীন স্থূল

পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ” ইতি (বৃহদাঃ উঃ ৪।৩।১৫) শ্রুতেঃ ।৫ অথবা দেহচক্ষুর্ম্মনোবুদ্ধ্যাত্মস্থ দ্রষ্টৃষু মধ্যে বাহ্যান্ দেহাদীনপেক্ষ্যাত্যব্যবহিতো দ্রষ্টাত্মা পুরুষ উপদ্রষ্টা, উপশব্দস্য সামীপ্যার্থত্বাত্তস্য চাব্যবধানরূপস্য প্রত্যগাত্মন্যেব পর্য্যবসানাৎ ।৪ অনুমন্তা চ কার্য্যকরণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব সন্নিধিমাত্রেণ তদনুকূলত্বাদনুমন্তা ।৫ অথবা স্বব্যাপারেষু প্রবৃত্তান্দেহেন্দ্রিয়াদীন্ন নিবারয়তি কদাচিদপি তৎসাক্ষিভূতঃ পুরুষ ইত্যনুমন্তা, “সাক্ষী চেতাঃ”ইতি শ্রুতেঃ। (শ্বেতাঃ উঃ ৬।১১) ৬

ও সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে যাহা কিছু দেখেন তাহাতে তিনি অন্বাগত (সংস্পৃষ্ট) হয়েন না, যে হেতু এই পুরুষ অসঙ্গ” ।৩ অথবা পুরুষ **উপদ্রষ্টা** অর্থাৎ দেহ, চক্ষু, মন, ও বুদ্ধিরূপ দৃশ্য পদার্থ সকলের মধ্যে বাহ্য দেহাদি অপেক্ষা **অতি অব্যবহিত দ্রষ্টা** স্বরূপ হইতেছেন। (অর্থাৎ দেহ অত্যন্ত বাহ্য বলিয়া সকল বিষয়ের দ্রষ্টা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি তদপেক্ষা আন্তর হইলেও অন্তঃকরণ অপেক্ষা বাহ্য বলিয়া তাহারাও দ্রষ্টা নহে। আবার অন্তঃকরণ পুরুষ অপেক্ষা বাহ্য বলিয়া তাহাও দ্রষ্টা নহে। পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরতম এবং অতি অব্যবহিত ; সুতরাং তিনিই অব্যবহিত দ্রষ্টা।) উপদ্রষ্টা এই শব্দটী হইতে ঐ প্রকার অর্থ পাওয়া যায় ; কারণ ‘উপ’ এই শব্দটী সামীপ্যার্থক ; আর অব্যবধানরূপ যে সামীপ্য তাহা প্রত্যগাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়। (অর্থাৎ সামীপ্য বলিতে অব্যবহিত সামীপ্য লাভ হইলে আর ব্যবহিত সামীপ্য রূপ অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে। এই জন্য দেহেন্দ্রিয়াদিও সামীপ্যে আছে বটে তথাপি তাহারা ব্যবহিত সামীপ্যে আছে ; আর প্রত্যগাত্মা যিনি তিনি কিন্তু অব্যবহিত সামীপ্যেই রহিয়াছেন। এই কারণে “উপদ্রষ্টা” প্রত্যগাত্মা ছাড়া আর কেহ নহে।৪) এবং তিনি **অনুমন্তা চ**=কার্য্য শরীর এবং করণ ইন্দ্রিয় সকলের প্রবৃত্তিতে (ক্রিয়া সমুহে) স্বয়ং প্রবৃত্ত না হইয়া কেবলমাত্র সন্নিধি (সামীপ্য) বশতঃই তাহাদের অনুকূল হইয়া থাকেন বলিয়া তিনি অনুমন্তা, অনুমোদন কর্ত্তা।৫ [**তাৎপর্য্য**—প্রকৃত্যাদি বর্গ জড় বলিয়া স্বয়ং পরিণত (কার্য্যে প্রবৃত্ত) হইতে পারে না, তাহাদিগের পরিণাম-ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি (উন্মুখতা) জন্মাইবার নিমিত্ত একজন চেতন কর্ত্তার আবশ্যক। আবার পুরুষ চেতন বটে কিন্তু অসঙ্গ—উদাসীন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ; কাজেই ইচ্ছাদি না থাকায় তিনি যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইবেন তাহাও হইতে পারে না। এই রূপই যদি হয় তাহা হইলে জড়ের প্রবৃত্তি হয় কিরূপে ? জগতের সৃষ্টিই বা হয় কিরূপে ? এই জন্য আচার্য্যগণ বলেন “নিরিচ্ছত্বাৎ অকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ”—পুরুষ ইচ্ছাদি বিহীন, কাজেই কর্ত্তা হইতে পারেন না ; কিন্তু প্রকৃতির সন্নিধানে থাকাই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বা প্রয়োজকতা। যেমন লৌহ জড়, একস্থানে নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে। আর একটী অয়স্কান্ত মণিকে (চুম্বককে) যদি সেই লৌহের নিকটে রাখা যায় তাহা হইলে সেই চুম্বকটী নিজে কোন ক্রিয়া না করিয়াও যেমন কেবল সান্নিধ্যবশতঃ লৌহের মধ্যে ক্রিয়াশক্তির (গতির) প্রবৃত্তি জন্মায় বলিয়া সেই চুম্বকটীর সান্নিধ্যই লৌহের ক্রিয়ার প্রয়োজক হয় সেইরূপ পুরুষ (সাক্ষিচৈতন্য) কিছু না করিলেও তিনি সন্নিধানে থাকেন

ভর্ত্তা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাভাসবিশিষ্টানাং স্বসত্তয়া স্ফুরণেন চ ধারয়িতা পোষয়িতা চ।৭ ভোক্তা বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকান্ প্রত্যয়ান্ স্বরূপ-চৈতন্যেন প্রকাশয়তীতি নির্ব্বিকার এবোপলব্ধা।৮ মহেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহানীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ।৯ পরমাত্মা দেহাদিবুদ্ধ্যন্তানামবিদ্যয়াত্মত্বেন কল্পিতানাং পরমঃ প্রকৃষ্ট উপদ্রষ্টৃত্বাদিপূর্ব্বোক্তবিশেষণবিশিষ্ট আত্মা পরমাত্মা, ইতি অনেন শব্দেনাপি উক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ।১০ চকারারাদুপদ্রষ্টেত্যাদি শব্দৈরপি স এব পুরুষঃ পরঃ। "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত" ইত্যগ্রেঽপি বক্ষ্যতে॥ ১১—২২॥

বলিয়াই প্রকৃতির বা প্রকৃতির কার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের অনুকূলতা করেন বলিয়াই পুরুষকে কর্ত্তা অথবা তাহাদের কার্য্যের অনুমন্তা বা অনুমোদন কর্ত্তা বলা হয়।৫] অথবা পুরুষ অনুমন্তা; কারণ, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরা স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেও পুরুষ তাহাদিগকে কখনও নিবারিত করেন না, তিনি কেবল সাক্ষিস্বরূপে সমস্ত দেখিতে থাকেন—অনুমোদনই করিয়া যান। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন "তিনি সাক্ষী এবং চেতা অর্থাৎ অনুমন্তা" ইত্যাদি।৬ তিনি **ভর্ত্তা**=ভর্ত্তা অর্থাৎ চৈতন্যাধ্যাসবিশিষ্ট সংহত (সংঘাত প্রাপ্ত) দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিজে সত্তা এবং নিজ স্ফুরণ (প্রকাশের) দ্বারা ধারণ করেন এবং পোষণও করেন। অর্থাৎ চিৎ ও জড়ের পরস্পরাধ্যাস হয় বলিয়া জড়বর্গ চিতের সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া এবং চিতের প্রকাশেই প্রকাশবান্ হইয়া স্থিতিলাভ করিয়া থাকে, তাহা না হইলে তাহারা কুত্রাপি কদাপি উপলব্ধির যোগ্য হইত না। কাজেই চিৎপদার্থই তাহাদের ভর্ত্তা—সত্তা ও স্ফুরণ দানরূপ ভরণপোষণকর্ত্তা।৭ তিনি **ভোক্তা**=অর্থাৎ বুদ্ধির যে সমস্ত সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক প্রত্যয় (অনুভব বা জন্য জ্ঞান) হয় তাহাদিগকে নিজ স্বরূপচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন, এই কারণে তিনি নির্ব্বিকার থাকিয়াই সেইগুলির উপলব্ধিকর্ত্তা হইয়া থাকেন।৮ তিনি মহেশ্বরঃ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মা (সকলের আত্ম-স্বরূপ) এবং স্বতন্ত্র বলিয়া মহান্ ও ঈশ্বর, এই জন্য তিনি মহেশ্বর।৯ আর তিনিই **পরমাত্মা**=পরমাত্মা অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত যে দেহাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত তত্ত্ব এতৎসমুদয়েরই পরম অর্থাৎ প্রকৃষ্ট—উপদ্রষ্টৃত্ব আদি পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ বিশিষ্ট আত্মা হইতেছেন বলিয়া **ইতি অপি চ**=তিনি 'পরমাত্মা' এই শব্দেও **উক্তঃ**=শ্রুতিমধ্যে কথিত হইয়াছেন।১০ এখানে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে সেই পরম পুরুষই উপদ্রষ্টা ইত্যাদি শব্দেও অভিহিত হন। অগ্রেও ভগবান্ "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে ইহা বলিবেন।১১—২২॥

ভাবপ্রকাশ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব বলিতেছেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি সমস্ত বিকার ও সুখ দুঃখ মোহাকারে পরিণত গুণসকল প্রকৃতি হইতে জাত। প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী —পুরুষ কেবল সুখ দুঃখের ভোক্তা। পুরুষ বাস্তবিকপক্ষে ভোক্তা নহেন। প্রকৃতির সহিত

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

যঃ এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিঞ্চ বেত্তি, সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে অর্থাৎ যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না ॥ ২৩

তদেবং স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেতি ব্যাখ্যাতমিদানীং যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তমুপসংহরতি—।১ য এবমুক্তেন প্রকারেণ বেত্তি পুরুষমহময়মস্মীতি সাক্ষাৎকরোতি প্রকৃতিঞ্চাবিদ্যাং গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ মিথ্যাভূতামাত্মবিদ্যয়া বাধিতাং বেত্তি নিবৃত্তে মমাজ্ঞানতৎকার্য্যে ইতি—।২ স সর্ব্বথা প্রারব্ধকর্ম্মবশাদিন্দ্রবদ্বিধিমতিক্রম্য বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ো ন জায়তে পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে পুনর্দ্দেহগ্রহণং ন করোতি।৩ অবিদ্যায়াং বিদ্যয়া নাশিতায়াং তৎকার্য্যাসম্ভবস্য বহুধোক্তত্বাৎ “তদধিগম উত্তর

মিথ্যাতাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া গুণসঙ্গ জন্য পুরুষের ভোগ হয়। স্বরূপতঃ পুরুষ মহেশ্বর,—এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই ঈশ্বর—একথা “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” দ্বারা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন। এই পুরুষই পরমাত্মা, ইনিই পরম পুরুষ। পুরুষ স্বরূপতঃ পরম, মায়াবশে সংসারী।১৯—২২

অনুবাদ—এই প্রকারে, “স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ” এই অংশের ব্যাখ্যা করা হইল, এক্ষণে “যদ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে”—“যাহা জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়” এই অংশটীর উপসংহার করিবার জন্য :বলিতেছেন—।১ **যঃ**=যে ব্যক্তি **এবম্**=এইরূপে উক্ত প্রকারে **বেত্তি পুরুষম্**=পুরুষকে জানিতে পারেন—‘আমি এইরূপ হইতেছি’ এই প্রকারে স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন **প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ**=এবং যিনি গুণগণের সহিত অর্থাৎ সবিকার সকলের সহিত প্রকৃতিকেও জানিতে পারেন অর্থাৎ অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্য সকল মিথ্যা স্বরূপ ; কাজেই আত্মজ্ঞান বলে তাহা বাধিত হইবে ; তখন তিনি আমার অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে ইহা জানিতে পারেন। তিনি **সঃ**=তাদৃশ ব্যক্তি **সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি**=প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে ইন্দ্রের ন্যায় বিধি অতিক্রম করিয়া থাকিলে ও অর্থাৎ বিধির অধিকারের বহির্ভূত হইলেও “ভূয়ঃ”=পুনর্ব্বার আর “ন অভিজায়তে”=জন্মগ্রহণ করেন না। অর্থাৎ এই বিদ্বৎশরীর পতিত হইলে তিনি পুনরায় দেহগ্রহণ করেন না।৩ কারণ বিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যার নাশ হইলে আর যে তাহার কার্য্য হওয়া সম্ভব হয় না, ইহা বহুবার বহুপ্রকারে বলা হইয়াছে। তদধিগম (বিদ্যাধিগম বা জ্ঞানলাভ) হইলে তৎপরবর্ত্তী এবং সেই শরীরান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাবধর্ম্মাত্মক পাপের যথাক্রমে অশ্লেষ (অসংস্পর্শ) এবং বিনাশ হইয়া থাকে, যে হেতু শ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ (উক্তি) আছে” বেদান্তদর্শনের :এই সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম হইতেও ইহা সিদ্ধ

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি আত্মনা আত্মানং পশ্যন্তি ; অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন ; অপরে চ কর্ম্মযোগেন অর্থাৎ কেহ ধ্যানযোগে এই বুদ্ধিতে মনদ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন, কেহ বা সাংখ্য যোগ (জ্ঞান) দ্বারা আর কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ॥ ২৪

পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি” ন্যায়াৎ।৪ অপিশব্দাদ্বিধিমনতিক্রম্য বর্ত্তমানঃ স্ববৃত্তস্থো ভূয়ো ন জায়ত ইতি কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫—২৩ ॥

অত্রাত্মদর্শনে সাধনবিকল্পা ইমে কথ্যন্তে—। ইহ হি চতুর্ব্বিধা জনাঃ কেচিদুত্তমাঃ কেচিন্মধ্যমাঃ কেচিন্মন্দাঃ কেচিন্মন্দতরা ইতি। তত্রোত্তমানামাত্মজ্ঞানসাধনমাহ ধ্যানেনেতি। ধ্যানেন বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ শ্রবণমননফলভূতেনাত্মচিন্তনেন নিদিধ্যাসনশব্দোদিতেন আত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি আত্মানং প্রত্যক্‌চেতনমাত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেনান্তঃকরণেন কেচিদুত্তমাঃ যোগিনঃ।১ মধ্যমানামাত্মজ্ঞানসাধনমাহ—অন্যে মধ্যমাঃ সাংখ্যেন যোগেন নিদিধ্যাসনপূর্ব্বভাবিনা শ্রবণমননরূপেণ নিত্যানিত্যবিবেকাদিপূর্ব্বকেণ, ইমে গুণত্রয়পরিণামা অনাত্মানঃ সর্ব্বে মিথ্যাভূতাস্তৎ-

হয়।৪ এখানে ‘বর্ত্তমানোঽপি’ এই স্থলে ‘অপি’ শব্দটী থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে, যিনি বিধি অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রের নিয়ম, বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না করিয়া স্ববৃত্তস্থ (কর্ত্তব্য নিরত) হইয়া রহিয়াছেন তিনি যে আর জন্মাইবেন না তাহা কি আর বলিতে হইবে? অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির যে জন্মমরণপ্রবন্ধ উচ্ছিন্ন হয় ইহা স্বতঃপ্রাপ্ত সুতরাং উহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।৫—২৩ ॥

ভাবপ্রকাশ—পুরুষ যে স্বরূপতঃ পরম, অবিকারী ও অসঙ্গ, পুরুষের সংসার যে কেবল প্রকৃতির সঙ্গ জন্য, যাহা কিছু হইতেছে সবই যে প্রকৃতির গুণের কার্য্যমাত্র—ইহা ঠিক ঠিক জানিলে আর জন্ম হয় না। এই প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়।২৩

অনুবাদ—এক্ষণে আত্মদর্শনের সাধনের বিকল্প সকল বলিতেছেন। “ধ্যানেন” ইত্যাদি।১ মোক্ষমার্গের লোক চারিজাতীয়; কতকগুলি উত্তম, কতকগুলি মধ্যম, কতকগুলি মন্দ এবং কতকগুলি মন্দতর হইতেছে।২ তন্মধ্যে উত্তম অধিকারিগণের জ্ঞানের যাহা সাধন তাহা বলিতেছেন;—**কেচিৎ**=কোন কোন উত্তম যোগিগণ—**ধ্যানেন**=ধ্যানের দ্বারা; যাহা শ্রবণ বা মননের ফলস্বরূপ বিজাতীয় (বিভিন্ন প্রকার) প্রত্যয়প্রবাহের (জ্ঞানধারার) দ্বারা অনন্তরিত (অব্যবহিত) যে সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহরূপ আত্মচিন্তন, যাহাকে অপর কথায় নিদিধ্যাসন বলা হয় তাহার দ্বারা **আত্মনি**=বুদ্ধিমধ্যে **আত্মনা**=ধ্যানের প্রভাবে সংস্কৃত যে অন্তঃকরণ তাহার দ্বারা **আত্মানং**=প্রত্যক্‌চৈতন্যকে **পশ্যন্তি**=সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্যে তু এবং অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে, তেঽপি শ্রুতিপরায়ণাঃ মৃত্যুন্ অতিতরন্তি এব অর্থাৎ কেহ কেহ বা এইরূপে না জানায়, অন্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন; তাঁহারাও শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু অতিক্রম করেন ॥ ২৫

সাক্ষিভূতো নিত্যো বিভুর্নির্ব্বিকারঃ সত্যঃ সমস্তজড়সংবন্ধশূন্য আত্মাহমিত্যেবং বেদান্তবাক্যবিচারজন্যেন চিন্তনেন, পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনীতি বর্ত্ততে ধ্যানোৎপত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ।২ মন্দানাং জ্ঞানসাধনমাহ—কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন তত্তদ্বর্ণাশ্রমোচিতেন বেদবিহিতেন কর্ম্মকলাপেন চাপরে মন্দাঃ, পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনীতি বর্ত্ততে। সত্ত্বশুদ্ধ্যা শ্রবণমননধ্যানোৎপত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ৩—২৪ ॥

মধ্যম অধিকারিগণের আত্মজ্ঞানের যাহা সাধন তাহা বলিতেছেন—**অন্যে** = অন্য কেহ কেহ অর্থাৎ মধ্যম অধিকারিগণ **সাংখ্যেন যোগেন** = সাংখ্য যোগের দ্বারা অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পূর্ব্বভাবী নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি পূর্ব্বক যে শ্রবণ ও মনন—এই যে সমস্ত ত্রিগুণ পরিণাম ইহারা সব অনাত্মা ও স্বরূপতঃ মিথ্যা আমি কিন্তু ইহাদের সাক্ষিস্বরূপ নিত্য, বিভু, নির্ব্বিকার, সত্য সমস্ত জড়বর্গের সহিত সম্বন্ধশূন্য যে আত্মা তৎস্বরূপ হইতেছি—এইপ্রকার যে বেদান্ত বাক্য বিচার সমুত্থিত চিন্তা—তাহাই **সাংখ্যযোগ**, তাহার দ্বারা ধ্যানোৎপত্তিকে দ্বার করিয়া আত্মমধ্যে (বুদ্ধিমধ্যে) আত্মসাক্ষাৎকার করেন। এস্থলে “পশ্যন্ত্যাত্মনমাত্মনি” = ‘আত্মমধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার করেন’ এই অংশটীর অনুবৃত্তি হইবে।২ মন্দ অধিকারিগণের জ্ঞানসাধন কি তাহাই বলিতেছেন “কর্ম্মযোগেন” ইত্যাদি। “অপরে” = অন্য কেহ কেহ অর্থাৎ মন্দ অধিকারিগণ **কর্ম্মযোগেন** = কর্ম্মযোগের দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ক্রিয়মাণ ফলাভিসন্ধিরহিত তত্তৎবর্ণাশ্রমের উপযুক্ত বেদবিহিত যে সমস্ত কর্ম্মকলাপ আছে তাহা দ্বারা, আত্মমধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার করেন। অর্থাৎ যে যে বর্ণের পক্ষে যে যে আশ্রমে যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্র মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে সেইগুলি যদি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া,—তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পিত হউক এইপ্রকার বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) জন্মিয়া থাকে। এইপ্রকারে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে তাহা হইতে যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হয় তাহাকে দ্বার করিয়াই এই মন্দাধিকারী ব্যক্তিগণ আত্মসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন, সহসা নহে। [অভিপ্রায় এই যে মন্দাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মের—বর্ণধর্ম্মের, আশ্রমধর্ম্মের, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এবং আচারধর্ম্মের যে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যতামাত্রবোধে অনুষ্ঠান তাহাই একমাত্র জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়। তাহা হইতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হইতে বেদান্ত বাক্য শ্রবণ ও মনন এবং তদনন্তর তাহার নিদিধ্যাসন ও নিদিধ্যাসন হইতে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে]।৩—২৪॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সংজায়তে তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ বিদ্ধি অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ! জগতে যে কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে জানিবে। ॥২৬

মন্দতরাণাং জ্ঞানসাধনমাহ অন্যে্বিতি। অন্যে তু মন্দতরাঃ, তুশব্দপূর্ব্বঃশ্লোকোক্ত-ত্রিবিধাধিকারিবৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ। এষূপায়েষ্বন্যতমেনাপ্যেবং যথোক্তমাত্মানমজানন্তোঽন্যেভ্যঃ কারুণিকেভ্যঃ আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বেদমেবং চিন্তয়তেত্যুক্তা উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তি।১ তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং সংসারং শ্রুতিপরায়ণাঃ স্বয়ং বিচারাসমর্থা অপি শ্রদ্দধানতয়া গুরূপদেশশ্রবণমাত্রপরায়ণাঃ।২ তেঽপীত্যপিশব্দাদ্ যে স্বয়ং বিচার-সমর্থাস্তে মৃত্যুমতিতরন্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩—২৫ ॥

সংসারস্যাবিদ্যকত্বাদ্বিদ্যয়া মোক্ষ উপপদ্যত ইত্যেতস্যার্থস্যাবধারণায় সংসারতন্নিবর্ত্তক-জ্ঞানয়োঃ প্রপঞ্চঃ ক্রিয়তে যাবদধ্যায়সমাপ্তি।১ তত্র কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনি-

অনুবাদ—এক্ষণে "অন্যে তু" ইত্যাদি শ্লোকে মন্দতর ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা জ্ঞানের সাধন তাহা বলিতেছেন—। **অন্যে তু**=অপরে কিন্তু অর্থাৎ মন্দতর অধিকারীরা—। পূর্ব্বশ্লোকে যে ত্রিবিধ অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদিগর অপেক্ষা ইহাদের বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত এখানে 'তু' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত পূর্ব্বোক্ত উপায় সকলের একটীর দ্বারাও যাঁহারা **এবম্**=যথাবর্ণিত আত্মতত্ত্ব **অজানন্তঃ**=জানিতে অসমর্থ তাঁহারা **অন্যেভ্যঃ**=অন্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থাৎ পরমকারুণিক আচার্য্যগণের শ্রীমুখে এই আত্মতত্ত্ব **শ্রুত্বা**=শ্রবণ করতঃ,—'তোমরা এই ভাবে চিন্তা কর' এইপ্রকারে তাঁহাদিগর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া **উপাসতে**=উপাসনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রদ্ধালু হইয়া চিন্তা করিয়া থাকেন।১ তাঁহারাও **শ্রুতিপরায়ণাঃ**=নিজেরা বিচার করিতে অসমর্থ হইলেও শ্রদ্ধালুতাহেতু কেবলমাত্র গুরূপদেশ শ্রবণপরায়ণ হইয়া **মৃত্যুম্**=মৃত্যুকে অর্থাৎ সংসারকে **অতিতরন্তি এব**=অবশ্যই অতিক্রম করিয়া থাকেন।২ "তেঽপি" এস্থলে 'অপি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝাইতেছে যে, যাঁহারা স্বয়ং বিচার সমর্থ তাঁহারা যে মৃত্যু অতিক্রম করিবেন ইহা কি আর বলিতে হইবে।৩—২৫॥

ভাবপ্রকাশ—এই অসঙ্গ পুরুষের জ্ঞান না হইলে কিছুতেই মুক্তি হয় না। যে উপায়েই হউক এই পরমতত্ত্বের অনুভব প্রয়োজন। কেহ ধ্যানযোগ, কেহ সাংখ্যযোগ, কেহ কর্ম্মযোগ অবলম্বন দ্বারা এই পরমাত্মার অনুভব লাভ করেন। কেহ বা কেবল অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া অর্থাৎ নিজে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়া অপরের উপদেশে উপাসনা করেন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তিলাভ করেন। ফলকথা, যেভাবেই হউক পরমতত্ত্বের অর্থাৎ বিকাররহিত অসঙ্গ পুরুষের উপলব্ধি না হইলে কিছুতেই মুক্তি হয় না।২৪—২৫

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং বিনাশধর্ম্মশীল পদার্থ-সমূহে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রষ্টা ॥২৭

জন্মস্বিত্যেতৎপ্রাগুক্তং বিবৃণোতি—।২ যাবং কিমপি সত্ত্বং বস্তু সংজায়তে স্থাবরং জঙ্গমং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ অবিদ্যাতৎকার্য্যাত্মকং জড়মনির্ব্বচনীয়ং সদসত্ত্বং দৃশ্যজাতং ক্ষেত্রম্।৩ তদ্বিলক্ষণং তদ্ভাসকং স্বপ্রকাশপরমার্থসচ্চৈতন্যমসঙ্গোদাসীনং নির্ধর্ম্মকমদ্বিতীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞম্।৪ তয়োঃ সংযোগো মায়াবশাদিতরেতরাবিবেকনিমিত্তো মিথ্যাতাদাত্ম্যাধ্যাসঃ সত্যানৃতমিথুনীকরণাত্মকঃ।৫ তস্মাদেব সংজায়তে তৎ সর্ব্বং কার্য্যজাতমিতি বিদ্ধি হে ভরতর্ষভ।৬ অতঃ স্বরূপাজ্ঞাননিবন্ধনঃ সংসারঃ স্বরূপজ্ঞানাদ্বিনংষ্টুমর্হতি স্বপ্নাদিবদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭—২৬ ॥

অনুবাদ—এই সংসার অবিদ্যাত্মক; এ কারণে বিদ্যা বলেই ইহা হইতে মোক্ষ হওয়া যুক্তিসঙ্গত (কারণ বিদ্যাই অবিদ্যার বিরোধী)—এই অর্থটীর অবধারণের নিমিত্ত অর্থাৎ উহাকে দৃঢ় করিবার জন্য এইবারে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি-পর্য্যন্ত সংসার এবং সংসারের নিবর্ত্তক যে জ্ঞান তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতেছেন।১ তজ্জন্য "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" = "এই পুরুষের সৎ, অসৎ ও সদসৎ যোনিতে যে জন্মপারম্পর্য্য হইয়া থাকে গুণসঙ্গই তাহার কারণ" এই সন্দর্ভে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে "যাবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বিবৃত করিয়া দিতেছেন।২ **যাবৎ কিঞ্চিৎ সত্ত্বং**=যত কিছু সত্ত্ব অর্থাৎ বস্তু **স্থাবরজঙ্গমং**=তাহা স্থাবরই হউক আর জঙ্গমই হউক **সঞ্জায়তে**=উৎপন্ন হয় **তৎ**=সমুদয়ই **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ**=ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই জন্মিয়া থাকে। অবিদ্যা ও তৎকার্য্যাত্মক যে জড় অনির্ব্বচনীয় সদসৎরূপ বিদ্যমানাবস্থাতেই অসৎ বা মিথ্যা স্বরূপ দৃশ্যজাত (দৃশ্যরাশি) তাহাই হইতেছে **ক্ষেত্র**।৩ আর তাহার বিপরীত তাহাদের ভাসক,প্রকাশক যে স্বপ্রকাশ পরামর্থ সৎ চৈতন্যস্বরূপ অসঙ্গ উদাসীন নির্দ্ধর্ম্মক অদ্বিতীয় পদার্থ তাহাই **ক্ষেত্রজ্ঞ**।৪ তাহাদের সংযোগ বলিতে মায়াপ্রভাবে পরস্পরের অবিবেক (পার্থক্যবোধহীনতা) প্রযুক্ত সত্য ও অনৃতের, (সত্যস্বরূপ) চৈতন্য এবং অনৃত (মিথ্যা) স্বরূপ অবিদ্যার মিথুনীকরণ অর্থাৎ পরস্পর মিলনরূপ যে তাদাত্ম্যাধ্যাস তাহাই বুঝায়।৫ হে ভরতকুলধুরন্ধর! সমস্ত কার্য্যপদার্থ তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় বুঝিবে।৬ সুতরাং এই সংসার আত্মার স্বরূপের অজ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আত্মার স্বরূপজ্ঞান হইতেই ইহা স্বপ্নাদির ন্যায় বিনষ্ট হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।৭—২৬॥

ভাবপ্রকাশ—অবিবেকবশতঃ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ এবং এই সংযোগ হইতেই সংসার। তাই অবিবেক বা অজ্ঞান কাটিলেই সংসার ক্ষয় হয়। এই অজ্ঞান একমাত্র জ্ঞানই নাশ করিতে পারে।২৬

এবং সংসারমবিদ্যাত্মকমুক্ত্বা তন্নিবর্ত্তকবিদ্যাকথনায় য এবং বেত্তি পুরুষমিতি প্রাগুক্তং বিবৃণোতি সমমিতি।১ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভবনধর্ম্মকেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু প্রাণিষু অনেকবিধজন্মাদিপরিণামশীলতয়া গুণপ্রধানভাবাপত্ত্যা চ বিষমেষু অতএব চঞ্চলেষু প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি ভাবা নাপরিণম্য ক্ষণমপি স্থাতুমীশতে।২ অতএব পরস্পরবাধ্যবাধকভাবাপন্নেষু এবমপি বিনশ্যৎস্বু দৃষ্টনষ্টস্বভাবেষু মায়াগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রায়েষু—।৩ সমং সর্ব্বত্রৈকরূপং প্রতিদেহমেকং জন্মাদিপরিণামশূন্যতয়া চ তিষ্ঠন্তমপরিণমমানং পরমেশ্বরং সর্ব্বজড়বর্গসত্তাস্ফুর্ত্তিপ্রদত্বেন বাধ্যবাধকভাবশূন্যং সর্ব্বদোষানাস্কন্দিতং অবিনশ্যন্তং দৃষ্টনষ্টপ্রায়সর্ব্বদ্বৈতবাধেঽপ্যবাধিতম্।৪ এবং সর্ব্বপ্রকারেণ জড়প্রপঞ্চবিলক্ষণমাত্মানং বিবেকেন যঃ শাস্ত্রচক্ষুষা পশ্যতি স এব পশ্যত্যাত্মানং জাগ্রদ্বোধেন স্বপ্নভ্রমং বাধমান ইব।৫ অজ্ঞস্তু

অনুবাদ—এইপ্রকারে, সংসার যে অবিদ্যাত্মক তাহা বলিয়া সেই অবিদ্যার নিবর্ত্তক বিদ্যার বিষয় বলিবার জন্য "য এবং বেত্তি পুরুষম্"='যিনি পুরুষকে এইভাবে অবগত হয়েন' ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে "সমং সর্ব্বেষু" ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—।১ "সর্ব্বেষু ভূতেষু"=সমস্ত ভূতের মধ্যে অর্থাৎ ভবনধর্ম্মক (উৎপত্তিশীল) স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে সমস্ত প্রাণিবর্গ আছে যাহারা স্বভাবতঃ অনেকবিধ জন্মাদি পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং যাহাদের মধ্যে গুণপ্রধানভাব অর্থাৎ কেহ উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রধানীভূত আবার কেহ নিকৃষ্ট বলিয়া গুণীভূত এইরূপ অবস্থা আছে বলিয়া যাহারা "বিষমেষু"=পরস্পর (বিসদৃশ); আর এই কারণেই তাহারা চঞ্চল অর্থাৎ সেগুলি গুণত্রয়ের পরিণাম স্বরূপ বলিয়া তাহারা চঞ্চল,—এক অবস্থায় থাকে না। যে হেতু ভাব (জড়) পদার্থ সকল প্রতিক্ষণ পরিণামী, প্রত্যেক ক্ষণেই (কালের যে সূক্ষ্মতম বিভাগ তাহাতেই) তাহাদের পরিণান (পূর্ব্বাবস্থার নাশ ও অবস্থান্তরের উৎপত্তি) হইতেছে, পরিণামপ্রাপ্ত না হইয়া তাহারা একক্ষণও থাকিতে সমর্থ নহে।২ আর এই হেতুই তাহারা পরস্পর বাধ্যবাধকভাবাপন্ন অর্থাৎ একটী অপরটীকে বাধা দেয়—যে বাধা দেয় সে বাধক আর যে বাধা পায় সে বাধ্য—এই অবস্থা তাহাদের প্রত্যেকেরই রহিয়াছে। আর এই কারণে **বিনশ্যৎস্বু**=তাহারা বিনাশশীলও বটে অর্থাৎ তাহারা প্রায় মায়া, গন্ধর্ব্বনগরাদির সমান দৃষ্টনষ্টস্বভাব,—যখনই তাহারা দৃষ্ট হয় তখনই তাহারা নষ্ট হইয়া যায়; ইহাই তাহাদের স্বভাব।৩ এবম্ভূত এই ভূতভৌতিক পদার্থের মধ্যে যিনি "সমম্"=সর্ব্বত্র সকলস্থলে এবং সকল অবস্থায় একরূপ, যিনি প্রতিদেহে জীবের এই অনন্তপ্রকারে বিভিন্ন অনন্তপ্রকার দেহে এক, **তিষ্ঠন্তং**=জন্মাদি পরিণাম শূন্য হওয়ায় যিনি অপরিণত অবস্থায়ই (পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়াই) অবস্থান করিতেছেন, যিনি **পরমেশ্বরং**=সকল জড়বর্গের সত্তা ও স্ফুর্ত্তি অর্থাৎ প্রকাশযোগ্যতা প্রদান করেন বলিয়া বাধ্য-বাধকভাবশূন্য অর্থাৎ যিনি কাহারও বাধ্যও নহেন এবং বাধকও নহেন, আর এই কারণে যিনি সকল প্রকার দোষে-অনাস্কন্দিত (অসংস্পৃষ্ট)—কোনও প্রকার দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যিনি **অবিনশ্যন্তং**=প্রায় দৃষ্ট নষ্ট স্বভাব এই সমগ্র দ্বৈত প্রপঞ্চ বাধিত হইলেও যিনি অবাধিত থাকেন—।৪ এইরূপে

স্বপ্নদর্শীব ভ্রান্ত্যা বিপরীতং পশ্যন্ন পশ্যত্যেব, অদর্শনাত্মকত্বাদ্‌ভ্রমস্য। ন হি রজ্জুং সর্পতয়া পশ্যন্‌ পশ্যতীতি ব্যপদিশ্যতে, রজ্জ্বদর্শনাত্মকত্বাৎ সর্পদর্শনস্য।৬ এবংভূতান্যানুপরক্তশুদ্ধাত্ম-দর্শনাত্তদদর্শনাত্মিকায়া অবিদ্যায়া নিবৃত্তিস্ততস্তৎকার্য্যসংসারনিবৃত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ।৭ অত্রাত্মানমিতি বিশেষ্যলাভো বিশেষণমর্য্যাদয়া। পরমেশ্বরমিত্যেব বা বিশেষ্যপদম্‌।৮ বিষমত্বচঞ্চলত্ববাধ্যবাধকরূপত্বলক্ষণং জড়গতং বৈধর্ম্ম্যং সমত্বতিষ্ঠত্ত্বপরমেশ্বরত্বরূপাত্ম-বিশেষণবশাদর্থাৎপ্রাপ্তম্‌, অন্যৎকণ্ঠোক্তমিতি বিবেকঃ॥ ৯—২৭॥

সর্ব্বপ্রকার জড়প্রপঞ্চের বিপরীত স্বভাব যে আত্মা সেই আত্মাকে যঃ=যে ব্যক্তি পশ্যতি=শাস্ত্র দৃষ্টিতে বিবেকপূর্ব্বক অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে পৃথক্‌ অসঙ্গভাবে দেখেন “স পশ্যতি”=তিনিই যথার্থতঃ আত্মাকে দেখেন। (ইহার উদাহরণ) যেমন লৌকিক দৃষ্টিতে জাগ্রৎকালীন বোধের দ্বারা যিনি স্বপ্নকালীন ভ্রমদর্শনকে বাধিত করেন তিনিই যথার্থদর্শী।৫ [অর্থাৎ স্বপ্নদশায় অনেক কিছু সম্ভব অসম্ভব দেখা যায় বটে, প্রান্তর মধ্যে বিটপিমূলে ছিন্নকটে একাকী নিঃসহায় নিঃসম্বলভাবে সুপ্ত থাকিয়াও নিজেকে উত্তুঙ্গ সৌধমধ্যগত বহুমূল্য দ্রব্য সুসজ্জিত কারুকার্য্যপূর্ণ হিরণ্ময় কক্ষমধ্যে মণিমাণিক্যখচিত কুসুমপেলব কোমলপর্য্যঙ্কোপরি আজ্ঞাপেক্ষী চামরান্দোলনকারী পরিজনগণপরিবৃতভাবে যে দেখা তাহা বাস্তবিক দেখা নহে কিন্তু জাগ্রৎকালে যথার্থ জ্ঞানের প্রভাবে সেই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত স্বাপ্নহর্ম্ম্যাদি যখন লীন হইয়া যায় তখন যে নিজেকে যথাপূর্ব্ব নিঃসহায় নিঃসম্বল তরুমূলাস্তৃত ছিন্নকটশায়ী দেখা তাহাই যথার্থ দেখা। সেইরূপ মায়াকল্পিত এই দ্বৈতেন্দ্রজাল মধ্যে দৃষ্টনষ্টস্বভাব সুখ-দুঃখমোহাত্মক পরস্পর অত্যন্তবিষম ভাব সকলের মধ্যে আত্মাকে যে ঐ অবস্থাসমাকুল দেখা তাহাও দেখা নহে কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে এই মায়িক ঐন্দ্রজালিক প্রপঞ্চের বিলয়সাধন পূর্ব্বক যে অনাদি অনন্ত অদ্বৈত অক্ষর স্বপ্রকাশ চৈতন্য আনন্দস্বরূপ দেখা তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেখা। যিনি এইভাবে আত্মাকে দেখেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে দেখেন—তিনিই যথার্থদর্শী]।৫ পক্ষান্তরে, অজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্তিবশত বিপরীত ভাবে দেখে বলিয়া সে দেখেই না,—তাহার যে দর্শন তাহা দর্শনই নহে। কারণ যাহা ভ্রম তাহা অদর্শনাত্মকই হইয়া থাকে,—স্বরূপদর্শন, যথাযথ দর্শন হইলে ভ্রম হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্পরূপে দেখে তাহা (রজ্জু) সে যে দেখিতেছে একথা বলা চলে না, যে হেতু তাহার সেই যে সর্পদর্শন তাহা রজ্জুর অদর্শনাত্মক—রজ্জু না দেখার ফলেই তাহার সেইস্থলে সর্প দর্শন হয়।৬ এবম্ভূত অন্যানুপরক্ত যে শুদ্ধ আত্মা অর্থাৎ অন্যের সহিত অসংস্পৃষ্ট অসঙ্গ উদাসীন যে শুদ্ধ আত্মা সেই আত্মদর্শন হইতেই তথাভূত আত্মার অদর্শনাত্মিকা যে অবিদ্যা তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে সেই অবিদ্যার কার্য্য যে সংসার তাহারও নিবৃত্তি হয়, ইহাই অভিপ্রায়।৭ এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে শ্লোকে যদিও ‘আত্মানম্‌’ (আত্মাকে দেখে) এই পদটী উল্লিখিত নাই তথাপি ‘সমং, তিষ্ঠন্তং, পরমেশ্বরং, ও অবিনশ্যন্তং’ এই বিশেষণগুলির মর্য্যাদায় (বোধকতায়) উহাকে বিশেষ্যরূপে লাভ করা যায় বলিয়া ‘আত্মানং’ এই পদটীকে বিশেষ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। অথবা ‘পরমেশ্বরম্‌’ এইটাই এস্থলে বিশেষ্য।৮ আর ‘সমত্ব, তিষ্ঠত্ত্ব

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং পশ্যন্ আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি, ততঃ পরাং গতিং যাতি অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করেন না ; এজন্য তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

তদেতদাত্মদর্শনং ফলেন স্তৌতি রুচ্যুৎপত্তয়ে—। সমবস্থিতং জন্মাদিবিনাশান্তভাববিকারশূন্যতয়া সম্যক্তয়াবস্থিতমিত্যবিনাশিত্বলাভঃ। অন্যৎ প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্ ।১ এবং পূর্ব্বোক্তবিশেষণমাত্মানং পশ্যন্ অয়মস্মীতি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সাক্ষাৎকুর্ব্বন্ ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানম্ ।২ সর্ব্বো হ্যজ্ঞঃ পরমার্থসন্তমেকমকর্ত্রভোক্তৃপরমানন্দরূপমাত্মানমবিদ্যয়া সতি ভাত্যপি বস্তুনি নাস্তি ন ভাতীতি প্রতীতিজননসমর্থয়া স্বয়মেব তিরস্কুর্ব্বন্নসন্তমিব করোতীতি হিনস্ত্যেব তম্ ।৪ তথাঽবিদ্যয়াত্মত্বেন পরিগৃহীতং দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্মনং পুরাতনং হত্বা নবমাদত্তে

ও পরমেশ্বরত্ব' এই কয়টী পদ আত্মার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় 'বিষমত্ব, চঞ্চলত্ব ও বাধ্যবাধকরূপত্ব' এই কয়টী জড় গত বৈধর্ম্ম্য—চেতন হইতে জড়ের ঐ কয়টী বিপরীত ভাব পাওয়া যায়। (অভিপ্রায় এই যে 'আত্মানং' এবং 'বিষমেষু, চঞ্চলেষু, পরস্পরবাধ্যবাধকভাবাপন্নেষু" এইকয়টী কথা মূলে না থাকিলেও আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া টীকামধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে ; এবং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা কি প্রকার তাহাও এক্ষণে বিবৃত করা হইল)। অন্যান্য বিষয়গুলি শ্লোকমধ্যে কণ্ঠতঃই (স্পষ্টই নামতঃ) উক্ত হইয়াছে ।৯—২৭॥

অনুবাদ—এই যে আত্মদর্শনের বিষয় বলা হইল ইহাতে যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে তজ্জন্য ইহার ফল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "সমম্", ইত্যাদি শ্লোকে ইহার প্রশংসা করিতেছেন। "সমবস্থিতম্" = জন্মাদি বিনাশান্ত যে ছয়টী ভাববিকার (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধিত্ব, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ এই যে ছয় প্রকার ভাববিকার অর্থাৎ ভাবপদার্থের বিকার বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি) এইগুলি বিহীন হওয়ায় যিনি সম্যক্‌রূপে অবস্থিত—। এইরূপ বলায় ইহা হইতে 'অবিনাশিত্ব' রূপ অর্থ পাওয়া যাইল। বিশেষণগুলির ব্যাখ্যা পূর্ব্বশ্লোকেই করা হইয়াছে।১ এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলি যাঁহার বিশেষণ তাদৃশ আত্মাকে "পশ্যন্" = অর্থাৎ 'আমি এইরূপ হইতেছি' এই প্রকারে শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে সাক্ষাৎকার করিলে "ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানম্" = লোকে আর নিজে আত্মহিংসা করে না।২ যেহেতু, বস্তু সৎ (বিদ্যমান) এবং প্রকাশমান থাকিলেও, অবিদ্যা 'ইহা নাই, ইহা প্রকাশ পাইতেছে না' এই প্রকার প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে ; সেই অবিদ্যার প্রভাবে সকল অজ্ঞ ব্যক্তিই পরমার্থসৎ, এক, (অদ্বিতীয়) অকর্ত্তা, অভোক্তা, পরমানন্দরূপ আত্মাকে স্বয়ং তিরস্কৃত করিয়া (তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছাদিত করিয়া) যেন অসতের ন্যায় করিয়া ফেলে অর্থাৎ তাহাদের নিকটে স্বীয় দোষে, পরমাত্মা পরমার্থসৎস্বরূপ হইলেও যেন নাই বলিয়াই মনে হয় ; কাজেই তাহারা ত এইরূপে আত্মহিংসাই করিয়া থাকে।৩ আর তাহারা অবিদ্যার বশে যাহাকে (যে দেহেন্দ্রিয়াদি

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

যশ্চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি, তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারং পশ্যতি সঃ পশ্যতি অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং আত্মা অকর্ত্তা ; যিনি এই তত্ত্ব আলোচনা করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী ॥ ২৯

কর্ম্মবশাদিতি হিনস্ত্যেব তম্ ।৪ অত উভয়থাপ্যাত্মহৈব সর্ব্বোঽপ্যজ্ঞঃ যমধিকৃত্যেয়ং শকুন্তলাবচনরূপা স্মৃতিঃ,—"কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা। যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যত ইতি।"৫ শ্রুতিশ্চ,—"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" (ঈঃ উঃ ৩) ইতি ।৬ অসুর্য্যাঃ অসুরস্য স্বভূতাঃ আসুর্য্যা সংপদা ভোগ্যা ইত্যর্থঃ। আত্মহন ইত্যনাত্মন্যাত্মাভিমানিন ইত্যর্থঃ ।৭ অতো য আত্মজ্ঞঃ সোঽনাত্মন্যাত্মাভিমানং শুদ্ধাত্মদর্শনেন বাধতে ।৮ অতঃ স্বরূপলাভান্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্। তত আত্মহননাভাবাদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তিলক্ষণাং মুক্তিমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৯—২৮ ॥

সমষ্টিকে) আত্মা বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছিল সেই দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতরূপ পুরাতন আত্মাকে হনন করিয়া অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া,—যেহেতু পরিত্যাগ করাই তাহাকে হনন করা, কর্ম্মাধীন হইয়া নূতন দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতরূপ আত্মাকে গ্রহণ করে। এইরূপে তাহারা সেই আত্মার হিংসাই করিয়া থাকে। এই কারণে সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তি উভয়থাই অর্থাৎ জন্মে ও মরণে উভয় প্রকারেই আত্মহা (আত্মঘাতী) হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তিকে অধিকৃত করিয়া (উদ্দেশ করিয়াই) শকুন্তলার উক্তিরূপ এই স্মৃতিবচন (মহাভারতের শ্লোক) আছে অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তির প্রতীকরূপে দুষ্মন্তকে লক্ষ্য করিয়া শকুন্তলা এইরূপ বলিতেছে, যথা 'যে ব্যক্তি অন্যরূপে অবস্থিত আত্মাকে অন্যরূপে দেখে বা বুঝে আত্মাপহারী সেই চোরের দ্বারা কি পাপই না অনুষ্ঠিত হয়!" শ্রুতিও বলিতেছেন—"অন্ধ-তমস সংবৃত (অজ্ঞানান্ধকার সমাবৃত) অসুর্য্য (অসুরগণের স্বভূত) কতকগুলি লোক (স্থান) আছে ; যে সমস্ত ব্যক্তি আত্মঘাতী তাহারা 'প্রেত্য' (মরণের পর) সেই সমস্ত লোকে প্রয়াণ করে।"৬ (এই শ্রুতিবচনে যে) 'অসুর্য্য' শব্দটী রহিয়াছে তাহার অর্থ অসুর (অজ্ঞানী, ভোগাসক্ত) ব্যক্তিগণের স্বভূত অর্থাৎ যাহা আসুরী সম্পদের দ্বারা ভোগ করা হয়। আর ঐখানেই যে "আত্মহনঃ" ঐই পদে 'আত্মহন্' শব্দটী রহিয়াছে তাহার অর্থ যে ব্যক্তি অনাত্মায় আত্মাভিমান করে।৭ এই কারণে যিনি আত্মবিৎ তিনি শুদ্ধ আত্মদর্শনের দ্বারা, অনাত্মার উপর যে আত্মাভিমান হয় তাহা বাধিত করিয়া থাকেন।৮ এইরূপে তিনি স্বরূপ (নিজ যথার্থ স্বরূপ) লাভ করেন বলিয়া তিনি আর "ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানং"=স্বয়ং আত্মহিংসা করেন না। আর ততঃ=সেই হেতু অর্থাৎ আত্মহননাভাবহেতু (তিনি আত্মহিংসা করেন না বলিয়া) পরাং গতিং= পরমা গতি যাতি=প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যের নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা প্রাপ্ত হন।৯—২৮॥

নন্থ শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তারঃ প্রতিদেহং ভিন্নাঃ আত্মানো বিষমাশ্চ তত্তদ্বিচিত্রফলভোক্তৃত্বেনেতি কথং সর্ব্বভূতস্থমেকমাত্মানং সমং পশ্যন্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানমিত্যুক্তমতআহ—।১ কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাকারপরিণতয়া সর্ব্ববিকারকারণভূতয়া ত্রিগুণাত্মিকয়া ভগবন্মায়য়ৈব ক্রিয়মাণানি ন তু পুরুষেণ সর্ব্ববিকারশূন্যেন, . যো বিবেকী পশ্যতি।২ এবং ক্ষেত্রেণ ক্রিয়মাণেষ্বপি কর্ম্মসু আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতমসঙ্গমেকং সর্ব্বত্র সমং যঃ পশ্যতি।৩ তথাশব্দঃ পশ্যতীতি ক্রিয়াকর্ষণার্থঃ।—স পশ্যতি স পরমার্থদর্শীতি পূর্ব্ববৎ।৪ সবিকারস্য ক্ষেত্রস্য তত্তদ্বিচিত্রকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন প্রতিদেহং ভেদেহপি বৈষম্যেহপি চ নির্ব্বিশেষস্যাকর্ত্তুরাকাশস্যেব ন ভেদে প্রমাণং কিঞ্চিদাত্মন ইত্যুপপাদিতং প্রাক্॥ ৫—২৯॥

অনুবাদ—আচ্ছা, নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ত্তা আত্মা ত (এক নহে কিন্তু) বহু এবং তাহারা প্রত্যেক দেহে ভিন্নই ত হইয়া থাকে আর তাহারা (স্ব স্ব কর্ম্মের অনুরূপ) সেই সেই বিচিত্র ফলও ভোগ করে বলিয়া বিষম অর্থাৎ পরস্পর বিসদৃশও বটে। তাহা যদি হইল তাহা হইলে "সকল ভূতবর্গের মধ্যে অবস্থিত এক অদ্বিতীয় আত্মাকে সম (সর্ব্বত্র একরূপ বা প্রত্যেক দেহেই এক) দেখিলে সে ব্যক্তি আর আত্মহিংসা করে না" এই প্রকার যে বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—।১ **কর্ম্মাণি**=বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং শরীরেরদ্বারা যেগুলি আরব্ধ হয় সেই সমস্ত কর্ম্মগুলি **প্রকৃত্যা এব চ**=প্রকৃতির দ্বারাই অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতাকারে পরিণতা সমস্ত বিকাররূপ কার্য্যের কারণস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা যে ভগবন্মায়া তাহারই দ্বারা **সর্ব্বশঃ**=সর্ব্বপ্রকারে **ক্রিয়মাণানি**=ক্রিয়মাণ হইতেছে, কিন্তু সকলপ্রকার বিকারবিরহিত যে পুরুষ তাঁহার দ্বারা এগুলি কৃত হইতেছে না। **যঃ পশ্যতি**=যে বিবেকী ব্যক্তি এই প্রকার দেখেন অর্থাৎ ইহা অনুভব করেন।২ এইরূপে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষেত্রের দ্বারা (প্রকৃতির দ্বারা) ক্রিয়মাণ হইতে থাকিলেও **আত্মানং**=ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা, সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত, অসঙ্গ, এক এবং সর্ব্বত্র সম (সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য) বলিয়া **তথা**=সেইরূপ দেখেন **স পশ্যতি**=তিনিই যথার্থ দেখেন অর্থাৎ তিনিই পরমার্থদর্শী।৩ এখানে 'তথা' শব্দটী পূর্ব্ববাক্য হইতে 'পশ্যতি' এই ক্রিয়া পদটীকে অনুকর্ষণ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ কর্ম্মসকল প্রকৃতি কর্ত্তৃক কৃত হইতেছে ইহা যিনি দেখেন এবং ঐরূপ হইলেও পুরুষকে যিনি অকর্ত্তা দেখেন—এইরূপে দ্বিতীয় 'দেখেন' এই অর্থটী 'তথা' এই শব্দের প্রভাবে 'পশ্যতি' এই ক্রিয়াটীকে পুনর্গ্রহণ করিয়া পাওয়া যায়।)৪ ক্ষেত্র (প্রকৃতি) স্বীয় কার্যজাতের সহিত সেই সেই বিচিত্র কর্ম্মের কর্ত্তা হয় বলিয়া যদিও প্রত্যেক দেহে তাহার (প্রকৃত্যাদির) ভেদ এবং বৈষম্য (বৈসাদৃশ্য) রহিয়াছে তথাপি উপাধির ভেদ থাকিলেও আকাশের যেমন ভেদসাধক প্রমাণ নাই সেইরূপ নির্ব্বিশেষে অকর্ত্তা আত্মারও ভেদ সিদ্ধ করিবার পক্ষে যে কোনও প্রমাণ নাই তাহা পূর্ব্বে উপপাদন করা হইয়াছে অর্থাৎ যুক্তি দেখাইয়া স্থাপন করা হইয়াছে।৫—২৯॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি তত এব বিস্তারং তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে অর্থাৎ যখন ভূতগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাব একত্র অবস্থিত এবং তাহা হইতেই ভূত সকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৩০

তদেবমাপাততঃ ক্ষেত্রভেদদর্শনমভ্যনুজ্ঞায় ক্ষেত্রজ্ঞভেদদর্শনমপাকৃতং, ইদানীং তু ক্ষেত্রভেদদর্শনমপি মায়িকত্বেনাপাকরোতি—।১ যদা যস্মিন্ কালে ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং সর্ব্বেষামপি জড়বর্গানাং পৃথগ্‌ভাবং পৃথক্ত্বং পরস্পরভিন্নত্বং একস্মিন্নেবাত্মনি সদ্রূপে স্থিতং কল্পিতং কল্পিতস্যাধিষ্ঠানাদনতিরেকাৎ সদ্রূপাত্মস্বরূপাদনতিরিক্তং অনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনু স্বয়মালোচয়তি আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি—।২ এবমপি মায়াবশাত্ততঃ একস্মাদাত্মনএব বিস্তারং ভূতানাং পৃথগ্‌ভাবং চ স্বপ্নমায়াবদনুপশ্যতি, ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা সজাতীয়বিজাতীয়ভেদদর্শনাভাবাৎ ব্রহ্মৈব সর্ব্বানর্থশূন্যং ভবতি তস্মিন্ কালে।৩ "যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (ঈঃ উঃ ৭) ইতি শ্রুতেঃ।৪ প্রকৃত্যৈব চেত্যত্রাত্মভেদো নিরাকৃতঃ, যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমিত্যত্র ত্বনাত্মভেদোঽপীতি বিশেষঃ ॥ ৫—৩০ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে, আপাততঃ ক্ষেত্রের (প্রকৃতির) ভেদ দর্শন অনুমোদন করিয়া (স্বীকার করিয়া লইয়া) ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার ভেদদর্শন নিরাস করা হইল, (আত্মার যে পারমার্থিক ভেদ নাই তাহা দেখান হইল)। এক্ষণে আবার ক্ষেত্রের সেই যে ভেদদর্শন তাহাও মায়িক (মায়া কল্পিত), এই বলিয়া সেই ক্ষেত্রভেদ দর্শনও নিরাস করিতেছেন—। যদা=যে সময় **ভূতপৃথগ্ভাবম্**=ভূতগণের অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জড়বর্গের যে পৃথক্‌ভাব (পৃথকত্ব বা পরস্পর ভিন্নত্ব) তাহাকে **একস্থম্**=সৎস্বরূপ এক আত্মার উপরেই স্থিত (কল্পিত); কারণ কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত নহে অর্থাৎ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এই জন্য উহাদিগকে সৎস্বরূপ যে আত্মা সেই আত্মার স্বরূপ হইতে অনতিরিক্তরূপে **অনুপশ্যতি**=অনুদর্শন করিতে থাকিলে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে নিজে 'এই সমস্ত প্রপঞ্চ আত্মা ছাড়া আর কিছুই নহে' এই প্রকার আলোচনা করিতে থাকেন, **বিস্তারং**=এই ভূতগণের যে বিস্তার অর্থাৎ পৃথক্‌ভাব তাহা **ততএব চ**=তাঁহা হইতেই অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় আত্মা হইতেই মায়া বশে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিনি ইহা স্বপ্ন বা মায়া অর্থাৎ, ইন্দ্রজালের ন্যায় দেখেন। **তদা**=তখন সেই ব্যক্তি **ব্রহ্ম সম্পদ্যতে**=ব্রহ্মসম্পন্ন হন অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদদর্শন না থাকায় তিনি সর্ব্বপ্রকার অনর্থ পরিহীন ব্রহ্মই হইয়া যান।৩ যে হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"যে সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে সমস্ত ভূতবর্গ আত্মস্বরূপই হইয়া যায় তখন সেই একত্বদর্শনকারী জ্ঞানী ব্যক্তির আর মোহই বা কি এবং শোকই বা কি ?"৪ "প্রকৃত্যৈব চ" ইত্যাদি শ্লোকে আত্মার ভেদ নিরাস করা হইয়াছে ; আর "যদা ভূত পৃথগ্‌ভাবম্" ইত্যাদি শ্লোকে অনাত্মা জড়বর্গেরও যে ভেদ তাহাও নিরাকৃত হইল, ইহাই দুইটী শ্লোকের মধ্যে বিশেষত্ব বা পার্থক্য।৫—৩০॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥

হে কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ং পরমাত্মা অব্যয়ঃ; শরীরস্থঃ অপি ন করোতি, ন লিপ্যতে অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অব্যয়; ইনি দেহস্থ হইয়াও কিছুই করেন না; সুতরাং কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১

আত্মনঃ স্বতোঽকর্ত্তৃত্বেঽপি শরীরসম্বন্ধোপাধিকং কর্ত্তৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্কামপনুদন্ যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতীত্যেতদ্বিবৃণোতি—।১ অয়মপরোক্ষঃ পরমাত্মা পরমেশ্বরাভিন্নঃ প্রত্যাগাত্মা অব্যয়ঃ ন ব্যেতীত্যব্যয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্য ইত্যর্থঃ।২ তত্র ব্যয়ো দ্বেধা ধর্ম্মিস্বরূপস্যৈবোৎপত্তিমত্তয়া বা ধর্ম্মিস্বরূপস্যানুৎপাদ্যত্বেঽপি ধর্ম্মাণামেবোৎপত্ত্যাদিমত্তয়া বা।৩ তত্রাদ্যমপাকরোতি অনাদিত্বাদিতি। আদিঃ প্রাগসত্ত্বাবস্থা; সা চ নাস্তি সর্ব্বদা সত আত্মনঃ। অতস্তস্য কারণাভাবাজ্জন্মাভাবঃ। ন হ্যনাদের্জ্জন্ম সম্ভবতি।

ভাবপ্রকাশ—অজ্ঞাননাশক জ্ঞান শুধু শাস্ত্রজ্ঞান নহে, এই জ্ঞান বিচারাত্মিকা বৃত্তিও নহে। এই জ্ঞানলাভ হইলে সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয়। সকল ভূতে সমভাবে অবস্থিত যে পরমতত্ত্ব তাঁহার দর্শন না হইলে সমদর্শন কেবল একটা কথা মাত্র। এই পরমতত্ত্বের অনুভব হইলে সকল বিনাশশীল বস্তুর মধ্যে এক অবিনাশী স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মপর ভেদ চলিয়া যায়, হিংসা আসিতেই পারে না; কারণ যেখানে আত্ম ভিন্ন পর কেহ নাই সেখানে হিংসা হইবে কি করিয়া? তখন প্রকৃতির সর্ব্বকর্ত্রীত্ব ও আত্মার অকর্ত্তৃত্বের অনুভব হয়। এক হইতেই যে সকল বিস্তার এবং সকল বিস্তারের মূলে যে ঐ এক তত্ত্ব ইহার অনুভব হয়। এই অবস্থা লাভ হইলে বুঝা যায় যে অজ্ঞান কাটিয়াছে। এই অবস্থা লাভই জ্ঞান।২৭—৩০

অনুবাদ—আত্মা স্বভাবতঃ অকর্ত্তা হইলেও শরীরসম্বন্ধবশতঃ তাঁহার ঔপাধিক কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে, এই প্রকার শঙ্কা দূর করিবার জন্য "যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ স পশ্যতি" পূর্ব্বোক্ত এই অংশটী বিবৃত করিয়া বলিতেছেন "অনাদিত্বাৎ" ইত্যাদি। **অয়ম্**=এই অপরোক্ষ **পরমাত্মা**=পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মা **অব্যয়ঃ**=অব্যয় হইতেছেন। যাহা বিগত হয় না অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না তাহাই অব্যয়। সুতরাং 'অব্যয়' অর্থ সকল প্রকার বিকারশূন্য।২ ব্যয় দুই প্রকার; ধর্ম্মীর স্বরূপের উৎপত্তিমত্তা হেতু একপ্রকার ব্যয় হয়; আর এই যে ধর্ম্মীর স্বরূপ ইহা অনুৎপাদ্য হইলেও অর্থাৎ ধর্ম্মীর স্বরূপ উৎপন্ন না হইলেও তাহার ধর্ম্ম সকলের উৎপত্তিমত্তা হেতু তাহারও ব্যয় হয়, ইহা অপর প্রকার ব্যয়।৩ [অভিপ্রায় এই এক স্থলে মৃৎপিণ্ডাদি হইতে ঘটাদি ধর্ম্মী উৎপন্ন হওয়ায় সেই মৃৎপিণ্ডরূপ ধর্ম্মীর ব্যয় হয়। আর অন্য এক স্থলে ধর্ম্মীর ব্যয় হয় না বটে কিন্তু তাহার ধর্ম্মের অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে, যেমন গ্রীষ্ম সময়ে অধিকক্ষণ থাকিলে দুগ্ধ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অথবা, যেমন ঘটাদি ধর্ম্মী অবিকৃত থাকিলেও তাহার নূতনত্ব কঠিনত্ব আদি ধর্ম্মের অবস্থান্তর ঘটিয়া পুরাতনত্ব, ভঙ্গুরত্ব আদি অবস্থার আবির্ভাব হয়]৩ তন্মধ্যে **অনাদিত্বাৎ** এই অংশে প্রথম প্রকার ব্যয়ের নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ আত্মার যে প্রথম প্রকার ব্যয় নাই তাহা দেখাইতেছেন। আদি অর্থ

তদভাবে চ তদুত্তরভাবিনো ভাববিকারা ন সম্ভবন্ত্যেব। অতো ন স্বরূপেণ ব্যেতীত্যর্থঃ।৪ দ্বিতীয়ং নিরাকরোতি নির্গুণত্বাদিতি; নির্ধর্ম্মকত্বাদিত্যর্থঃ। ন হি ধর্ম্মিণমবিকৃত্য কশ্চিদ্ধর্ম্ম উপৈত্যপৈতি বা ধর্ম্মধর্ম্মিণোস্তাদাত্ম্যাদয়ন্তু নির্ধর্ম্মকোঽতো ন ধর্ম্মদ্বারাপি ব্যেতীত্যর্থঃ। "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মেতি" (বৃহদাঃ উঃ৪।৫।১৪) শ্রুতেঃ।৫ যস্মাদেষঃ 'জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতী'ত্যেবং ষড়্ভাববিকারশূন্যঃ আধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন শরীরস্থোঽপি তস্মিন্ কুর্ব্বত্যয়মাত্মা ন করোতি, যথাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন জলস্থঃ সবিতা তস্মিংশ্চলত্যপি ন চলত্যেব তদ্বৎ।৬ যতো ন করোতি কিঞ্চিদপি কর্ম্ম অতঃ কেনাপি কর্ম্মফলেন ন লিপ্যতে। যো হি যৎ কর্ম্ম করোতি স তৎফলেন লিপ্যতে, ন ত্বয়মকর্ত্তৃত্বাদিত্যর্থঃ।৭ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বকথনাৎ, প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানীতি মায়াকার্য্যত্বব্যপদেশাচ্চ।

পূর্ব্বে অসত্ত্বাবস্থা অর্থাৎ পূর্ব্বে না থাকা। আত্মা সর্ব্বদা সৎ, এ কারণে তাঁহার সেই পূর্ব্বাবস্থারূপ আদি নাই। আর এই হেতু তাঁহার কোন কারণ না থাকায় তাঁহার জন্মও নাই। যেহেতু যাহা অনাদি (যাহার আদি বা কারণ নাই) তাহার জন্ম হইতে পারে না। আর সেই জন্ম না থাকিলে জন্মের উত্তর-ভাবী (পরবর্ত্তী) 'অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে' ইত্যাদি যে সমস্ত ভাববিকার সেগুলিও সম্ভব হইতেই পারে না। এই কারণে তিনি স্বরূপতঃ ব্যয়যুক্ত হন না।৪ দ্বিতীয় প্রকার ব্যয়ের নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন **নির্গুণত্বাৎ**=যে হেতু আত্মা নির্গুণ অর্থাৎ নির্ধর্ম্মক—। ধর্ম্মী পদার্থকে বিকৃত না করিয়া কোনও ধর্ম্ম আসিতে পারে না কিংবা যাইতেও পারে না; কারণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীরও তাদাত্ম্য (অভিন্নতা) রহিয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে ধর্ম্মীর কোনও একটী ধর্ম্ম অপগত হইলে তাহাতে সেই ধর্ম্মীর কিছু না কিছু অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে; আবার তাহাতে কিছু যোগ হইলেও তাহার কিছু না কিছু অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়াও যা আর বিকৃত হওয়াও তা।] এই আত্মা কিন্তু নির্ধর্ম্মক,—ইঁহার কোন ধর্ম্ম (গুণ বা অবস্থা) নাই। এ কারণে ধর্ম্মের দ্বারাও ইঁহার যে ব্যয় হইবে তাহাও হইতে পারে না। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"অরে (ওগো!) এই আত্মা অবিনাশী অনুচ্ছিত্তিস্বভাব"।৫ যেহেতু এই আত্মা—'জায়তে' (জন্ম) 'অস্তি' (বর্ত্তমানকালাবচ্ছিন্নতা), 'বর্দ্ধতে' (বৃদ্ধি), 'বিপরিণমতে' (বিপরিণাম), 'অপক্ষীয়তে' (অপক্ষয়) এবং 'নশ্যতি' (নাশ) এই ছয় প্রকার ভাববিকার বিহীন সেই হেতু **শরীরস্থঃ অপি**=আধ্যাসিক (অধ্যাসজ বা আরোপিত) সম্বন্ধ সহকারে ইনি শরীর মধ্যস্থিত হইলেও এবং সেই শরীর ক্রিয়া করিতে থাকিলেও হে কুন্তীনন্দন! **ন করোতি**=ইনি ক্রিয়া করেন না; যেমন জল চলিতে (কাঁপিতে) থাকিলেও সেই জলমধ্যে আধ্যাসিক সম্বন্ধে অবস্থিত সবিতা মোটেই কম্পিত হন না, ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে॥৬ যেহেতু তিনি কিঞ্চিৎ কর্ম্মও করেন না সেই হেতু তিনি ন **লিপ্যতে**=কোন কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। কারণ যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে সে তাহার ফলে লিপ্ত হইয়া থাকে; এই আত্মা কিন্তু সেরূপ নহেন অর্থাৎ লিপ্ত হন না, যেহেতু ইনি কর্ত্তা নহেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৭ আরও, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২॥

যথা সর্ব্বগতং আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে, তথা সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে অর্থাৎ যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ স্বয়ং অতি সূক্ষ্ম বলিয়া কোন বস্তুরই সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সর্ব্ববিধ দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত॥ ৩২

অতএব পরমার্থদর্শিনাং সর্ব্বকর্ম্মাধিকারনিবৃত্তিরিতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্।৮ এতেনাত্মনো নির্ধর্ম্মকত্বকথনাৎ স্বগতভেদোঽপি নিরস্তঃ।৯ প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণীত্যত্র সজাতীয়ভেদো নিবারিতঃ, যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমিত্যত্র বিজাতীয়ভেদঃ, অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাদিত্যত্র স্বগতো ভেদ ইত্যদ্বিতীয়ং ব্রহ্মৈবাত্মেতি সিদ্ধম্॥ ১০—৩১॥

শরীরস্থোঽপি তৎকর্ম্মণা ন লিপ্যতে স্বয়মসঙ্গত্বাদিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গস্বভাবত্বাৎ আকাশং সর্ব্বগতমপি নোপলিপ্যতে পঙ্কাদিভির্যথেতি দৃষ্টান্তার্থঃ। স্পষ্টমিতরৎ॥ ৩২॥

প্রভৃতিগুলিকে ক্ষেত্রের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করায় এবং কর্ম্মসকল সকলপ্রকারে প্রকৃতি কর্ত্তৃকই কৃত হইতেছে, এই প্রকারে কর্ম্মকলাপ যে মায়ারই কার্য্য তাহা বলায়ও ইহা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পুরুষের নির্লেপতা সিদ্ধ হয়। আর এই কারণেই অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মপরম্পরা মায়ারই কার্য্য বলিয়া যাঁহারা পরমার্থদর্শী তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অধিকার রহিত হইয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৮ এইরূপে আত্মার নির্ধর্ম্মকত্ব নির্দ্দেশ করায়—আত্মার কোনরূপ ধর্ম্ম নাই, ইহা বলায় তাঁহার স্বগতভেদও নিরস্ত হইল (যে হেতু ধর্ম্মধর্ম্মিভাব না থাকিলে স্বগতভেদ হয় না)।৯ "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্লোকে আত্মার সজাতীয় ভেদ নিরাকৃত হইয়াছে; "যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে আত্মার বিজাতীয় ভেদ নিবারিত হইয়াছে; আর "অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থে স্বগতভেদ নিরস্ত হইল। এই প্রকারে অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে আত্মা তাহা সিদ্ধ হয়। [তাৎপর্য্য এই যে, ভেদ তিন প্রকার,—বিজাতীয় ভেদ, সজাতীয় ভেদ ও স্বগত ভেদ। পাষাণ প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। দুইটী বৃক্ষের মধ্যে যে ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ, আর স্বীয় শাখাপত্রপল্লব আদির মধ্যে বৃক্ষের যে ভেদ তাহা তাহার স্বগত ভেদ। আত্মা এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য। আত্মাতিরিক্ত কোনও পারমার্থিক সৎ জড়পদার্থ নাই বলিয়া আত্মা বিজাতীয় ভেদরহিত। প্রতিদেহে জীবভেদে যে প্রতীয়মান আত্মভেদ তাহা শ্রুতিযুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া আত্মা সজাতীয়ভেদ শূন্য। আর আত্মা নির্ধর্ম্মক নিরবয়ব হওয়ায় স্বগতভেদ বিহীন। ফলে এক অদ্বিতীয় আত্মাই পরমার্থ সৎ এবং তাহাই ব্রহ্ম এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়]। ১০—৩১॥

অনুবাদ—আত্মা শরীরস্থ হইলেও কর্ম্মসংস্পর্শে লিপ্ত হন না, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাই এক্ষণে "যথা" ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিশদ করিয়া দিতেছেন। আকাশ সর্ব্বগত হইলেও যেমন সূক্ষ্মতাহেতু অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাবতা হেতু পঙ্কাদি দ্বারা লিপ্ত হয় না, তাহাই ইহার দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। শ্লোকের অন্যান্য অংশগুলির অর্থাদি স্পষ্টই আছে।৩২॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি অর্থাৎ হে ভারত! যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

ন কেবলমসঙ্গস্বভাবত্বাদাত্মা নোপলিপ্যতে প্রকাশকত্বাদপি প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন লিপ্যত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা রবিরেকএব কৃৎস্নং সর্ব্বমিমং লোকং দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতং রূপবদ্বস্তুমাত্রমিতি যাবৎ প্রকাশয়তি, ন চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্লিপ্যতে, ন বা প্রকাশ্য-ভেদাদ্ভিদ্যতে, তথা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ঞ একএব কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি হে ভারত।১ অতএব ন প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্লিপ্যতে ন বা প্রকাশ্যভেদাদ্ভিদ্যত ইত্যর্থঃ।২ সূর্য্যো যথা সর্ব্ব-লোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ॥ (কঠ উঃ ২।৫।১১) ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩—৩৩ ॥

অনুবাদ—কেবল অসঙ্গস্বভাবতা হেতুই যে আত্মা লিপ্ত হন না তাহা নহে কিন্তু তিনি প্রকাশক বলিয়াও প্রকাশ্য পদার্থের ধর্ম্মে লিপ্ত হন না; ইহাই "যথা" ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন। যেমন সূর্য্য একাই এই সমগ্র লোক অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতকে অথবা সমস্ত রূপবৎ বস্তুকেই প্রকাশিত করিয়া থাকেন, অথচ তিনি প্রকাশ্য পদার্থগুলির ধর্ম্মে লিপ্ত হন না, কিংবা তিনি প্রকাশ্য বস্তুর ভেদ নিবন্ধন ভেদ প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ হে ভরতকুলতিলক! ক্ষেত্রী অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা স্বয়ং এক হইয়াই সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করিতেছেন।১ আর এই কারণেই অর্থাৎ তিনি অবভাসক বা প্রকাশক বলিয়াই তাঁহার অবভাস্য (প্রকাশ্য) পদার্থের ধর্ম্মে তিনি লিপ্ত হন না, অথবা প্রকাশ্য বস্তুর ভেদ-নিবন্ধন তিনিও ভেদ প্রাপ্ত হয়েন না।২ যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"যেমন সূর্য্য সমস্ত লোকের চক্ষুঃস্বরূপ (প্রকাশ) হইয়াও লোকের চাক্ষুষ বাহ্য দোষে লিপ্ত হন না সেইরূপ সমস্ত ভূতগণের অন্তরাত্মা এক হইয়াও তিনি লোকগণের দুঃখে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি বাহ্য অর্থাৎ এই সমস্ত জড়বর্গের বহির্ভূত (অতীত) হইতেছেন।"৩—৩৩॥

ভাবপ্রকাশ—আত্মা স্বরূপতঃ অনাদি ও নির্গুণ, তাই দেহ সম্বন্ধে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই অর্থাৎ কোনও কর্ম্মেই তাঁহার লেপ নাই। সর্ব্ব-ব্যাপক আকাশ যেমন সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূল কর্দ্দমাদির মলিনতার দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরম মহান্ আত্মারও লেপ নাই। এক সূর্য্য যেমন সকলের প্রকাশক, তেমনি একই আত্মা সকল ক্ষেত্রের প্রকাশক। অর্থাৎ ক্ষেত্রীর ভেদ নাই, যাহা কিছু ভেদ সবই ক্ষেত্রে।৩১—৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ॥
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ, তে পরং যান্তি অর্থাৎ যাঁহারা এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং ভূতগণের প্রকৃতি ও তাহা হইতে মোক্ষের উপায় জ্ঞানচক্ষুদ্বারা জানেন, তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

ইদানীমধ্যায়ার্থং সফলমুপসংহরতি—। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ প্রাগ্ব্যাখ্যাতয়োরেবমুক্তেন প্রকারেণান্তরং পরস্পরবৈলক্ষণ্যং জাড্যচৈতন্যবিকারিত্বনির্ব্বিকারত্বাদিরূপং জ্ঞানচক্ষুষা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতাত্মজ্ঞানরূপেণ চক্ষুষা যে বিদুর্ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রকৃতিরবিদ্যা মায়াখ্যা তস্যাঃ পরমার্থাত্মবিদ্যয়া মোক্ষমভাবগমনঞ্চ যে বিদুর্জ্জানন্তি, যান্তি তে পরং পরমার্থাত্মবস্তুস্বরূপং কৈবল্যং, ন পুনর্দ্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ। তদেবমমানিত্বাদিসাধননিষ্ঠস্য ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকবিজ্ঞানবতঃ সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরমপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমন্মধুসূদন
সরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ দীপিকায়াং ভক্তিযোগ
নামকঃ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ—এক্ষণে "ক্ষেত্র" ইত্যাদি শ্লোকে সমগ্র এই অধ্যায়ের যাহা প্রতিপাদ্য তাহার ফল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন—। **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**=পূর্ব্বে যাহাদের বিষয় ব্যাখা করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের **এবম্**=এইপ্রকার উক্তরূপ যে **অন্তরং**=পার্থক্য অর্থাৎ জড়ত্ব, চেতনত্ব, বিকারিত্ব, নির্ব্বিকারত্ব আদি পরস্পর বৈলক্ষণ্য তাহা **যে**=যাঁহারা **জ্ঞানচক্ষুষা**=শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা **বিদুঃ**=বিদিত হন এবং সমস্ত **ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ**=ভূতগণের মায়ানামে প্রসিদ্ধ যে প্রকৃতি (অবিদ্যা), পরমার্থ আত্ম-বিদ্যার প্রভাবে তাহার যে মোক্ষ অর্থাৎ অভাব জ্ঞান তাহা যাঁহারা জানেন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবলে যাঁহারা অবিদ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অবগত হন **তে**=তাঁহারা **পরং**=পরমার্থ আত্মবস্তুর স্বরূপ যে কৈবল্য তাহা **যান্তি**=প্রাপ্ত হন, আর তাঁহারা দেহ গ্রহণ করেন না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অতএব এই প্রকারে অমানিত্ব-আদি সাধনপরায়ণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকবিজ্ঞানবান্ ব্যক্তির সকল প্রকার অনর্থের নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয়, ইহা সিদ্ধ হইল ।৩৪॥

ভাবপ্রকাশ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের, প্রকৃতি ও পুরুষের, বিকারী ও নির্ব্বিকারের ভেদদর্শন এবং ঐ উভয়ের সংযোগের হেতুভূতা যে মায়া সেই মায়াতরণের উপায় অমানিত্বাদি অর্থাৎ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞানোপায় অমানিত্বাদি তত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারা পরম তত্ত্ব লাভ করেন ।৩৪

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন
সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায়
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ—জ্ঞানানাং উত্তমং শ্রেষ্ঠং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ; যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন—জ্ঞানসমূহের মধ্যে যাহা উত্তম, তাহা পুনরায় তোমাকে বলিতেছি ; যাহা জানিলে মুনিগণ ইহা হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ১

পূর্ব্বাধ্যায়ে “যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধী” ত্যুক্তম্, তত্র নিরীশ্বরসাংখ্যনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্যেশ্বরাধীনত্বং বক্তব্যম্ ।১ এবং “কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বি”ত্যুক্তং, তত্র কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ কে বা গুণাঃ কথং বা তে বধ্নন্তীতি বক্তব্যম্ ।২ তথা ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরমিত্যুক্তং, তত্র ভূতপ্রকৃতিশব্দিতেভ্যো গুণেভ্যঃ কথং মোক্ষণং স্যান্মুক্তস্য চ কিং লক্ষণমিতি বক্তব্যং, তদেতৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ বক্তুং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ আরভ্যতে ।৩ তত্র বক্ষ্যমাণমর্থং দ্বাভ্যাং স্তুবন্ শ্রোতৄণাং রুচ্যুৎপত্তয়ে শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি ।

অনুবাদ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে “স্থাবরজঙ্গমাত্মক যত কিছু সত্ত্ব উৎপন্ন হয় ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই তাহা হইয়া থাকে জানিও” । সাংখ্যমতাবলম্বীরা নিরীশ্বর ; (তাঁহারা তাহাতে বলেন যে ঈশ্বর বিনাই কেবলমাত্র ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ্যতালক্ষণ সংযোগই সৃষ্টিকার্য্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ।) ইঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া (ইঁহাদের মত নিরাস করিয়া), ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ তাহাও যে ঈশ্বরেরই অধীন তাহা এইবারে বলা হইবে ।১ এইরূপ “পুরুষের সৎ, অসৎ বা সদসৎযোনিতে যে জন্ম গুণসঙ্গই তাহার কারণ বা নিমিত্ত” ইহাও বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ গুণের সহিত কিরূপে সঙ্গ হয় এবং কোন্‌গুলিই বা গুণ আর কিপ্রকারেই বা তাহারা বদ্ধ করে, এই সমস্ত বিষয়গুলিও বিস্তৃত করিয়া বলা হইবে ।২ আরও, “যাঁহারা ভূতগণের প্রকৃতিস্বরূপ যে অবিদ্যা তাহার মোক্ষ (অভাব) জানিয়াছেন তাঁহারা পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন” ইহাও বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভূতপ্রকৃতি শব্দের দ্বারা উল্লিখিত যে গুণগণ অর্থাৎ গুণত্রয়াত্মিকা অবিদ্যা তাহা হইতে কিরূপে মোক্ষ হইবে এবং যিনি মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারই বা লক্ষণ কি, ইহাও বর্ণিত হইবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে বলিবার নিমিত্ত এই চতুর্দ্দশ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন ।৩ এস্থলে প্রথমতঃ শ্রোতৃগণের রুচি

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ সর্গেঽপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি চ অর্থাৎ এই জ্ঞান সাধনে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিকালে তাঁহারা উৎপন্ন হন না, প্রলয়কালেও দুঃখ বোধ করেন না ॥ ২

জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানসাধনং পরং শ্রেষ্ঠং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ।৪ কীদৃশং তৎ, জ্ঞানানাং জ্ঞানসাধনানাং বহিরঙ্গানাং যজ্ঞাদীনাং মধ্যে উত্তমম্ উত্তমফলত্বাৎ, নত্বমানিত্বাদীনাং, তেষামন্তরঙ্গত্বেনোত্তমফলত্বাৎ।৫ পরমিত্যনেনোৎকৃষ্টবিষয়ত্বমুক্তং, উত্তমমিত্যনেনতূৎকৃষ্টফলত্বমিতি ভেদঃ।৬ ঈদৃশং জ্ঞানমহং প্রবক্ষ্যামি ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষ্বসকৃদুক্তমপি।৭ যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বাঽনুষ্ঠায় মুনয়ঃ মননশীলাঃ সংন্যাসিনঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং ইতো দেহবন্ধনাদ্গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ৮—১ ॥

জন্মাইবার জন্য, দুইটী শ্লোকে, বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—। 'যাহা দ্বারা জানা যায় তাহার নাম জ্ঞান' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে **জ্ঞান** অর্থ পরমাত্মজ্ঞানের সাধন (উপায়)। "পর" অর্থ শ্রেষ্ঠ ; তাহা (সেই জ্ঞান) **পরং**=শ্রেষ্ঠ, কারণ পরমাত্মরূপ পরমবস্তু তাহার বিষয় অর্থাৎ সেই জ্ঞানসাধনটী পরমাত্মবিষয়ক হওয়ায় তাহা শ্রেষ্ঠ।৪ তাহা কীদৃশ? (উত্তর—) তাহা **জ্ঞানানাং**= জ্ঞান সকলের মধ্যে অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন যজ্ঞাদির মধ্যে **উত্তমম্**=উৎকৃষ্ট, যেহেতু তাহার ফল উত্তম। তবে তাহা অমানিত্ব আদি যে সমস্ত সাধন আছে তদপেক্ষা উত্তম নহে, কেন না, সেগুলি আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া তাহাদের ফলও উত্তম।৫ [**তাৎপর্য্য** এই যে, আত্মজ্ঞানের সাধন বা উপায় দুইপ্রকার বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন। তন্মধ্যে যে সমস্ত সাধন হইতে চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক বিবিদিষা (আত্মজিজ্ঞাসা) উদিত হয় সেগুলি **বহিরঙ্গ সাধন**। নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ বর্জ্জন, দান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ম্মগুলি বিবিদিষার সাধন। উহাদের ফলে আত্মজিজ্ঞাসা উদিত হয় বলিয়া উহারা তাহারই উপযোগী, কিন্তু ঐগুলি বেদনের (আত্মজ্ঞানের) সাধন নহে। এই কারণে পরম্পরা সম্বন্ধে বিবিদিষা দ্বারা আত্মজ্ঞানের উপযোগী বলিয়া উহাদের বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়। আর অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব ইত্যাদি যে কুড়িটী জ্ঞানের উপায় কথিত হইয়াছে সেই গুলিই জ্ঞানের **অন্তরঙ্গ সাধন**, কারণ তাহা হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে।]৫ এস্থলে 'পরম্' ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে, ইহার (এই জ্ঞানসাধনের) বিষয়টী উৎকৃষ্ট ; আর 'উত্তমম্' ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে ইহার ফলও উৎকৃষ্ট, ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ (এইপ্রকার ভেদ থাকায় আর ইহাদের পুনরুক্তি হয় নাই।)৬ ঈদৃশ যে জ্ঞান (জ্ঞানসাধন) তাহা আমি **ভূয়ঃ**=পুনরায় **প্রবক্ষ্যামি**=তোমায় বলিব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে ইহা বর্ণিত হইলেও আমি তাহা তোমায় আবার বলিব।৭ **যৎ**=যে জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানসাধন **জ্ঞাত্বা**=জানিয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিয়া **মুনয়ঃ সর্ব্বে**=মননশীল সমস্ত সন্ন্যাসিগণ **ইতঃ**=ইহা হইতে অর্থাৎ দেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া **পরাং সিদ্ধিং**=মোক্ষনামক পরমা সিদ্ধি **গতাঃ**=প্রাপ্ত হইয়াছেন।৮—১॥

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

হে ভারত! মহদ্‌ব্রহ্ম মম যোনিঃ অহং তস্মিন্ গর্ভং দধামি ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি অর্থাৎ হে ভারত! মহদ্‌ব্রহ্ম আমার গর্ভাধানের স্থান। আমি তাহাতে জগদ্‌বিস্তারের হেতুভুত গর্ভের আধান করি। তাহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

তস্যাঃ সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি। ইদং যথোক্তং জ্ঞানং জ্ঞানসাধনমুপাশ্রিত্যানুষ্ঠায় মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপতামত্যন্তাভেদেনাগতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি হিরণ্যগর্ভাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোপজায়ন্তে। প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ন ব্যথন্তে ন চ লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ন তু সাঙ্খ্যসিদ্ধান্তবৎ স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থমাহ দ্বাভ্যাং—।১ সর্ব্বকার্য্যাপেক্ষয়াঽধিকত্বাৎ কারণং মহৎ, সর্ব্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুরূপাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম, অব্যাকৃতং প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া মহৎ ব্রহ্ম।২ তচ্চ মমেশ্বরস্য

অনুবাদ—এক্ষণে "ইদম্" ইত্যাদি শ্লোকে ঐ সিদ্ধির ঐকান্তিকতা (ফলবিষয়ে অব্যভিচারিতা) দেখাইতেছেন। **ইদং জ্ঞানম্**=এই জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ণিত এই জ্ঞানসাধন **উপাশ্রিত্য**=অবলম্বন করিয়া—ইহার অনুষ্ঠান করিয়া **মম**=আমার (পরমেশ্বরের) সহিত **সাধর্ম্ম্যং**=আত্যন্তিক অভেদরূপ সাধর্ম্ম্য **আগতাঃ**=প্রাপ্ত হইলে **সর্গে অপি**=সৃষ্টিক্রমে হিরণ্যগর্ভাদি জীবগণ উৎপন্ন হইলেও **ন উপজায়ন্তে**=তাঁহারা উৎপন্ন হন না। এবং **প্রলয়ে**=যখন ব্রহ্মারও বিনাশ হইবে তখনও তাঁহারা **ন ব্যথন্তি**=ব্যথিত হন না অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন না।২॥

অনুবাদ—এইপ্রকার প্রশংসা পূর্ব্বক শ্রোতাকে অভিমুখ (আকৃষ্ট) করিয়া, অখিল ভূতবর্গের উৎপত্তির প্রতি প্রকৃতি ও পুরুষের যে হেতুতা তাহা পরমেশ্বরের অধীনভাবে থাকিয়াই হইয়া থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধীনে থাকিয়াই এবং তৎকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াই প্রকৃতি ও পুরুষ নিখিল সৃষ্টির হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু সাংখ্যসিদ্ধান্তে যে স্বতন্ত্র (অপরাধীন) প্রকৃতিপুরুষের সৃষ্টিহেতুতা কথিত হইয়াছে সেরূপভাবে প্রকৃতিপুরুষ সৃষ্টির হেতু নহে,—এই বিবক্ষিত বিষয়টীকে "মম যোনিঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন।১ কারণ কার্য্য অপেক্ষা (স্বরূপতঃ এবং পরিমাণতঃ) অধিক হইয়া থাকে বলিয়া * তাহা মহৎ। আর তাহা সমস্ত কার্য্য পদার্থের বৃদ্ধির হেতুস্বরূপ বৃংহণত্বযুক্ত হয় বলিয়া 'ব্রহ্ম' এই নামে অভিহিত হয়। সুতরাং **মহৎ ব্রহ্ম** শব্দের অর্থ এখানে 'অব্যাকৃত'

---

* কারণ কার্য্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ মত; ন্যায় ও বৈশেষিকের ইহাই সিদ্ধান্ত। তন্মতে পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদিক্রমে কার্য্য উৎপন্ন হয়। যাহা মহৎ তাহা তদপেক্ষা মহতের আরম্ভক বা কারণ হইয়া থাকে। এ কারণে পরমমহৎ কাহারও আরম্ভক অর্থাৎ কারণ হইতে পারে না। কিন্তু পরিণামবাদী সাংখ্য এবং বিবর্ত্তবাদী বেদান্তিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পরমমহৎই কারণ—আদি কারণ। সাধারণ কার্য্যের যাহা কারণ তাহাও তদপেক্ষা মহৎই হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Śri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

যোনির্গর্ভাধানস্থানম্, তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং সর্ব্বভূতজন্মকারণম্ অহং "বহু স্যাং প্রজায়েয়ে"তীক্ষণরূপং সঙ্কল্পং দধামি ধারয়ামি তৎসঙ্কল্পবিষয়ীকরোমীত্যর্থঃ।৩ যথা হি কশ্চিৎ পিতা পুত্রমনুশয়িনং বাহ্যাদ্যাহাররূপেণ স্বস্মিন্ লীনং শরীরেণ যোজয়িতুং যোনৌ রেতঃসেকপূর্ব্বকং গর্ভমাধত্তে, তস্মাচ্চ গর্ভাধানাৎ স পুত্রঃ শরীরেণ যুজ্যতে, তদর্থং চ মধ্যে কললাদ্যবস্থা ভবতি, তথা প্রলয়ে ময়ি লীনমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ কার্য্যকারণসংঘাতেন যোজয়িতুং চিদাভাসাখ্যরেতঃসেকপূর্ব্বকং মায়াবৃত্তিরূপং গর্ভমহমাদধামি। তদর্থং চ মধ্যে আকাশবায়ুতেজোজল-

(কার্যরূপে অনভিব্যক্ত পরমসূক্ষ্ম জগৎকারণ), যাহা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ানামিকা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হয়।২ তাহাই অর্থাৎ সেই অব্যাকৃতনামক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মম=আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের যোনিঃ=গর্ভাধান স্থান। তস্মিন্=সেই মহৎব্রহ্মরূপ যে যোনি তাহাতে অহং গর্ভং দধামি=আমি সকল ভূতের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ যে গর্ভ তাহা আধান করি, তাহা ধারণ করাই। অর্থাৎ—"আমি যেন বহু হই এবং প্রজা (জীব) আকারে পরিণত হই" এইপ্রকার ঈক্ষণরূপ সঙ্কল্প ধারণ করি, তাদৃশ সংকল্পের বিষয়ীভূত করি, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ [তাৎপর্য্য এই যে, নির্ব্বিশেষ নির্ধর্ম্মক তুরীয় ব্রহ্মের সংকল্প বা সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে; আবার অচেতন জড় মায়ারও তাহা সম্ভবে না। এই কারণে মায়াপ্রতিবিম্ব যে ঈশ্বর তাঁহারই সৃজ্যমান প্রাণিগণের অদৃষ্ট বশতঃ বহুভবনবিষয়ক সৃষ্টিসঙ্কল্প হইয়া থাকে। ইহাই ভগবানের সিসৃক্ষা। ইহাকেই শ্রুতি "তৎ ঐক্ষত"=তিনি ঈক্ষণ করিলেন—এইরূপে 'ঈক্ষণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "সঃ অকাময়ত বহু স্যাম্", "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই সিসৃক্ষাকেই ব্রহ্মের 'কাম', 'তপ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ঈক্ষণ বা পরমেশ্বরের বহুভবনসঙ্কল্প—অনেক হইবার ইচ্ছাই জগতের বীজ স্বরূপ; ইহাই অব্যাকৃত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিপ্রসবশক্তি আহিত করে। এইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিলেন "তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্"।]৩ যেমন কোনও পিতা অনুশয়ী (পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যাগত অথবা কর্ম্মবশে উৎপত্তির জন্য ব্রীহি আদি পদার্থ আশ্রিত) পুত্রকে অর্থাৎ ভাবী পুত্রের সূক্ষ্ম শরীরকে ব্রীহি আদি আহারের সহিত নিজ দেহমধ্যে লীন করিয়া তাহাকে অন্য স্থূল শরীরের সহিত যোজিত করিবার নিমিত্ত (তাহার স্থূল শরীর দিবার জন্য) স্ত্রীর প্রজননেন্দ্রিয়ে রেতঃসেক পূর্ব্বক গর্ভাধান করিয়া থাকেন আর সেই গর্ভ হইতে সেই পুত্র স্থূল শরীর সংযুক্ত হয় এবং সেই স্থূল শরীরের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য যেমন রেতঃসেকের পর সেই পিতৃবীর্য্য এবং মাতৃশোণিত মিশ্রিত, একীভূত হইয়া মধ্যে কলল—বুদ্বুদ আদি অবস্থাপন্ন হয় সেইরূপ প্রলয়কালে পরমেশ্বরের মধ্যে যাহা অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মরূপ অনুশয় অর্থাৎ বাসনা বা সংস্কারের সহিত লীন থাকে সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে আমি সৃষ্টিকালে কার্য্যকারণসংঘাতরূপ ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত চিদাভাস নামক রেতঃসেক করি; তাহাতেই মায়াবৃত্তিরূপ গর্ভ আধান করা হয়। অর্থাৎ মায়াখ্যা প্রকৃতি চৈতন্যসন্নিধানে যে চৈতন্যপ্রতিবিম্ব গ্রহণ করে তাহাই চিদাভাস, সেই চিদাভাসই ঈক্ষণ বা বহুভবন সঙ্কল্পের হেতু, ইহাই জগতের ক্ষেত্রজ্ঞরূপ

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি মহদ্‌ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ অহং বীজপ্রদঃ পিতা অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! মনুষ্যাদি যোনিতে স্থাবরজঙ্গমমাত্মক যে শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই তৎসমুদায়ের মাতৃস্থানীয়া এবং আমি তাহাদের গর্ভাধান-কর্ত্তা পিতা ॥ ৪

পৃথিব্যাদ্যুৎপত্ত্যবস্থাঃ।৪ ততো গর্ভাধানাৎ সংভব উৎপত্তিঃ হিরণ্যগর্ভাদীনাং ভবতি হে ভারত! নত্বীশ্বরকৃতগর্ভাধানং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ননু কথং সর্ব্বভূতানাং ততঃ সম্ভবো দেবাদিদেহবিশেষাণাং কারণান্তরসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি।১ দেবপিতৃমনুষ্যপশুমৃগাদিসর্ব্বযোনিষু যা মূর্ত্তয়ঃ জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাদিভেদেন বিলক্ষণবিবিধসংস্থানাস্তনবঃ সম্ভবন্তি হে কৌন্তেয়! তাসাং মূর্ত্তীনাং তত্তৎকারণভাবাপন্নং মহৎ ব্রহ্মৈব যোনির্মাতৃস্থানীয়া। অহং পরমেশ্বরো বীজপ্রদঃ গর্ভাধানস্য কর্ত্তা পিতা।২ তেন মহতো ব্রহ্মণ এবাবস্থাবিশেষঃ কারণান্তরাণীতি যুক্তমুক্তং সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতীতি ॥ ৩—৪ ॥

বীজ। আর সেই কার্য্যকারণাত্মক সংঘাতের উৎপত্তির নিমিত্তই মধ্যে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী আদির উৎপত্তিরূপ কতকগুলি অবস্থা হইয়া থাকে।৪ হে ভারত! **ততঃ**=সেই গর্ভাধান হইতে **সর্ব্বভূতানাং**=হিরণ্যগর্ভাদি সমস্ত ভূতবর্গের—জীবনিকায়ের **সম্ভবঃ ভবতি**=উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরকৃত উক্ত গর্ভাধান বিনাই যে ভূতভৌতিক সৃষ্টি হয় তাহা নহে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৫—৩॥

অনুবাদ—আচ্ছা, উহা হইতে যে সর্ব্বভূতের সম্ভব (উৎপত্তি) হইবে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, কারণ দেবাদিগণের ত উৎপত্তির অন্য কারণ থাকিতে পারে? এইরূপ শঙ্কা করিয়া ইহার উত্তরে বলিতেছেন "সর্ব্বযোনিষু" ইত্যাদি। **সর্ব্বযোনিষু**=দেব, পিতৃগণ, মনুষ্য, পশু, মৃগ প্রভৃতি সকল যোনির (জাতির) মধ্যে **যাঃ মূর্ত্তয়ঃ**=জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ আদি ভেদে যে সমস্ত পরস্পরবিলক্ষণ (বিসদৃশ) বিবিধ প্রকার সংস্থান বিশিষ্ট (পরস্পর হইতে বিভিন্ন প্রকারের নানারকম অবয়বসন্নিবেশ যুক্ত) শরীর নিচয় **সম্ভবন্তি**=সম্ভূত হয়, হে কুন্তীনন্দন! **মহৎ ব্রহ্ম**=মায়াখ্যা অব্যক্ত প্রকৃতিই **তাসাং যোনিঃ**=তাহাদের কারণ স্বরূপ হইয়া সেই সমস্ত শরীরনিবহের যোনি অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া।২ আর **অহং**=আমি—পরমেশ্বর তাহাদের **বীজপ্রদঃ পিতা**=গর্ভাধানের বীজপ্রদ পিতা। এই হেতু, অন্যান্য যত সমস্ত কারণ আছে তৎসমুদয় মহৎ ব্রহ্মেরই অবস্থা বিশেষ। কাজেই "তাহা হইতে সমস্ত ভূতগণের সম্ভব হয়" এই প্রকার যাহা বলা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্তই হইতেছে।৩—৪ ॥

ভাবপ্রকাশ—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে জ্ঞানের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, চতুর্দ্দশ অধ্যায়েও সেই জ্ঞানের কথাই আবার বলিতেছেন। যে জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, সেই জ্ঞানের কথা

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

: হে মহাবাহো ! সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ দেহে অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি অর্থাৎ হে মহাবাহো ! প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ নির্ব্বিকার দেহীকে দেহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ৫

তদেবং নিরীশ্বরসাঙ্খ্যনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্যেশ্বরাধীনত্বমুক্তম্, ইদানীং কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ কে বা গুণাঃ কথং বা তে বধ্নন্তীত্যুচ্যতে সত্ত্বমিত্যাদিনানান্যমিত্যতঃ প্রাক্ চতুর্দ্দশভিঃ—।১ সত্ত্বংরজস্তম ইত্যেবংনামানো গুণা নিত্যপরতন্ত্রাঃ পুরুষং গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতং গুণত্রয়াত্মকত্বাৎপ্রকৃতেঃ।২ তর্হি কথং প্রকৃতিসংভবা ইতি? উচ্যতে—, ত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতির্মায়া ভগবতঃ তস্যাঃ সকাশাৎ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবেন

বলিতেছেন বলিয়া প্রথমেই "জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমং—যাহা জ্ঞান সাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাহাই তোমাকে আবার বলিতেছি" বলিয়া আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের মূলে যে ঈশ্বরের সংকল্প, ঈশ্বরই যে সৃষ্টির মূলে—ইহা উপলব্ধি করাই পরম জ্ঞান। আবার সবই গুণ হইতে হইতেছে—গুণের পরে যে অবিকারী পরমতত্ত্ব ইহার অনুভবই মোক্ষপ্রাপ্তির অব্যবহিত কারণ। তাই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণের স্বরূপ ও ক্রিয়া এবং গুণাতীতের লক্ষণ বলিতেছেন এবং এই গুণবিভাগ যোগকেই জ্ঞান সাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন।১—৪

অনুবাদ—এই প্রকারে নিরীশ্বর সাংখ্যগণের মত নিরস্ত করিয়া ইহা বলা হইল যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ তাহা ঈশ্বরের অধীন। এক্ষণে "সত্ত্বম্" ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়া "নান্যম্" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চৌদ্দটী শ্লোকে কোন্ গুণে কিরূপে সঙ্গ হয়, কোন্ গুলিই বা গুণ এবং কি প্রকারেই বা তাহারা বন্ধন ঘটায়, এই সমস্ত বিষয় বলিতেছেন।১ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই নামেতেই গুণগুলি প্রসিদ্ধ; পুরুষের প্রতি তাহারা নিত্য (সকল সময়েই) পরতন্ত্র, কারণ সমস্ত অচেতনই চেতনের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে। [তাৎপর্য্য—গুণ সকল অচেতন জড়; জড়ের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, চেতনেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। চেতনের সেই প্রয়োজন বা পুরুষার্থ আবার দুই প্রকার, তাহা হয় ভোগ, না হয় অপবর্গ বা মোক্ষ। অচেতন গুণত্রয় পুরুষের অদৃষ্টবশবর্ত্তী হইয়া সততই তাহার ভোগ অথবা অপবর্গ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ গুণই এখানে বিবক্ষিত]। পক্ষান্তরে বৈশেষিকগণ, রূপাদিবিশিষ্ট যে দ্রব্য সেই দ্রব্যাশ্রয়ী অগুণবান্ গুণের যে পরিভাষা করিয়াছেন, তাহা এস্থলে বিবক্ষিত নহে। আর গুণ এবং গুণীর অন্যত্ব অর্থাৎ অত্যন্ত ভেদও এখানে বিবক্ষিত নহে; কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, গুণত্রয়ের সমষ্টিস্বরূপ। অর্থাৎ বৈশেষিকগণ দ্রব্য ও গুণ এই দুইটীকে পরস্পর বিলক্ষণ দুইটী বিভিন্ন প্রকার পদার্থ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে দ্রব্য—গুণী, তাহা গুণ হইতে একেবারে পৃথক্। ইহা কিন্তু এস্থলের বক্তব্য নহে। এ স্থলে যে গুণত্রয়ের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা গুণী—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ নহে—তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ—যেহেতু প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা।২

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬

হে অনঘ! তত্র নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ং সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি অর্থাৎ হে অনঘ! এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, এজন্য উহা প্রকাশক ও উপদ্রবশূন্য; উহা জীবকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া রাখে॥ ৬

প্রতি সর্ব্বেষামচেতনানাং চেতনার্থত্বাৎ, নতু বৈশেষিকাণাং রূপাদিবদ্‌দ্রব্যাশ্রিতাঃ। নচ বৈষম্যেণ পরিণতাঃ প্রকৃতিসংভবা ইত্যুচ্যন্তে।৩ যে চ দেহে প্রকৃতিকার্য্যে শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে দেহিনং দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসসমাপন্নং জীবং পরমার্থতঃ সর্ব্ববিকারশূন্যত্বেনাব্যয়ং নিবধ্নন্তি নির্ব্বিকারমেব সন্তং স্ববিকারবত্তয়োপদর্শয়ন্তীব ভ্রান্ত্যা জলপাত্রাণীব দিবি স্থিতমাদিত্যং প্রতিবিম্বাধ্যাসেন স্বকম্পাদিমত্তয়া।৪ যথা চ পারমার্থিকো বন্ধো নাস্তি তথা ব্যাখ্যাতং প্রাক্ "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে" ইতি॥ ৫—৫॥

তত্র কো গুণঃ কেন সঙ্গেন বধ্নাতীত্যুচ্যতে তত্রেতি। তত্র তেষু গুণেষু মধ্যে সত্ত্বং প্রকাশকং চৈতন্যস্য তমোগুণকৃতাবরণতিরোধায়কং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ চিদ্বিম্বগ্রহণ-

আচ্ছা, গুণত্রয় যদি প্রকৃতির স্বরূপই হইল তাহা হইলে "গুণসকল প্রকৃতি সম্ভূত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন"—এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়, কেন না, যাহা যাহার স্বরূপ তাহা হইতে আবার তাহা উদ্ভূত হইবে কিরূপে, নিজের সহিত কি নিজের ভেদ থাকে? (উত্তর—) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যে সাম্যাবস্থা—কোনটীও অধিক বা ন্যূনভাবে স্থিত নহে এই প্রকার যে অবস্থা তাহাই প্রকৃতি; তাহাই ভগবানের মায়া। সেই সাম্যাবস্থোপলক্ষিত মায়া নামক প্রকৃতির নিকট হইতে গুণ সকল যখন বৈষম্য প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাদিগকে প্রকৃতি সম্ভূত বলা হয়। অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ হইয়া সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুত গুণত্রয়কে লক্ষ্য করিয়াই 'প্রকৃতিসম্ভব' এই কথা বলা হইয়াছে। তাহা না হইলে সাম্যাবস্থায় তাহারা প্রকৃতিস্বরূপ।৩ আর সেগুলি, প্রকৃতির কার্য্যস্বরূপ শরীরেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতরূপ দেহে যিনি দেহী অর্থাৎ দেহের সহিত তাদাত্ম্য-অধ্যাস-প্রাপ্ত যে জীব যিনি পরমার্থতঃ সকল প্রকার বিকার রহিত হওয়ায় অব্যয়, সেই দেহীকে নিবদ্ধ করে অর্থাৎ তিনি বাস্তবিক নির্ব্বিকারভাবেই অবস্থিত, তথাপি জলপূর্ণ জলপাত্র যেমন দ্যুলোকস্থিত সূর্য্যকে প্রতিবিম্বাধ্যাসসহকারে নিজ কম্পনাদিতে কম্পনাদি বিশিষ্ট করিয়া দেখায়, সেইরূপ গুণসকলও ভ্রান্তিনিবন্ধন সেই পুরুষকে নিজ বিকারসংযুক্ত বলিয়া দেখাইয়া থাকে। অর্থাৎ পুরুষ নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত হইলেও গুণসন্নিহিত হওয়ায় গুণের বিকারবত্তায় তাঁহাকেও বিকারবান্ বলিয়া মনে হয়।৪ পুরুষের যে পারমার্থিক বন্ধ নাই, অর্থাৎ বন্ধও যে কল্পিত, ইহা যেরূপে যুক্তিযুক্ত হয় তাহা পূর্ব্বে "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" এই স্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৫—৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

হে কৌন্তেয় ! রজঃ রাগাত্মকং তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং বিদ্ধি ; তৎ দেহিনং কর্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি অর্থাৎ হে কৌন্তেয় ! তৃষ্ণা ও আসঙ্গ হইতে জাত রজোগুণ অনুরঞ্জনাত্মক জানিবে ; উহা জীবকে কর্ম্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৭

যোগ্যত্বাদিতি যাবৎ ।১ ন কেবলং চৈতন্যাভিব্যঞ্জকং কিন্তু অনাময়ম্ আময়ো দুঃখং তদ্বিরোধি সুখস্যাপি ব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ ।২ তৎ বধ্নাতি সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ দেহিনং হে অনঘ অব্যসন ! সর্ব্বত্র সংবোধনানামভিপ্রায়ঃ প্রাগুক্তঃ স্মর্ত্তব্যঃ ।৩ অত্র সুখজ্ঞান-শব্দাভ্যামন্তঃকরণপরিণামৌ তদ্ব্যঞ্জকাবুচ্যেতে। ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিরিতি সুখচেতনয়োরপীচ্ছাদিবৎ ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেন পাঠাৎ ।৪ তত্রান্তঃকরণধর্ম্মস্য সুখস্য জ্ঞানস্য চাত্মন্যধ্যাসঃ সঙ্গঃ অহং সুখী অহং জান ইতি চ। ন হি বিষয়ধর্ম্মো বিষয়িণো ভবতি। তস্মাদবিদ্যামাত্রমেতদিতি শতশ উক্তং প্রাক্ ॥ ৫—৬ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে কোন্ গুণ কোন্ সঙ্গে বদ্ধ করে তাহাই "তত্র" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **তত্র**=সেই সমস্ত গুণের মধ্যে **সত্ত্বং**=সত্ত্বগুণ **প্রকাশকং**=প্রকাশক, তাহা চৈতন্যের তমোগুণকৃত আবরণের তিরোধায়ক অর্থাৎ তমোগুণ যে আবরণ জন্মায়, যাহার ফলে চৈতন্যের প্রকাশ হয় না, সত্ত্বগুণ তাহাকে দূর করিয়া দেয়, **নির্ম্মলত্বাৎ**=যেহেতু তাহা নির্ম্মল অর্থাৎ স্বচ্ছ বলিয়া চিদ্‌বিম্ব গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ তাহা চিতিচ্ছায়াপন্ন হইবার যোগ্য—তাহাতে চৈতন্য প্রতিফলিত হয়।১ তাহা যে কেবল চৈতন্যের অভিব্যক্তি করে, এরূপ নহে কিন্তু তাহা **অনাময়ং**=অনাময়ও বটে। আময় অর্থ দুঃখ ; তাহা সেই আময়ের বিরোধী অনাময়। সুতরাং তাহা সুখেরও ব্যঞ্জক, ইহাই ভাবার্থ।২ **হে অনঘ**=ব্যসনবিহীন অর্জ্জুন! তাহা অর্থাৎ সেই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসঙ্গে এবং জ্ঞানসঙ্গে আবদ্ধ করিয়া থাকে। অনঘ ইত্যাদি সেই সেই পদে সম্বোধন করিবার যাহা অভিপ্রায় পূর্ব্বে (বিবৃত করিয়া) বলা হইয়াছে তাহা সকল স্থলেই স্মরণ করিতে হইবে অর্থাৎ এই সমস্ত স্থলেও সেই অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে হইবে।৩ এস্থলে সুখ ও জ্ঞান এই দুইটী শব্দের দ্বারা তাহাদের (সুখ ও জ্ঞানের) অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণের যে পরিণাম বিশেষ তাহাই কথিত হইতেছে। কারণ "ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ধৃতি" ইত্যাদি সন্দর্ভে ইচ্ছাদির ন্যায় সুখ এবং চেতনা অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্ষেত্রের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।৪ তন্মধ্যে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম যে সুখ ও জ্ঞান আত্মায় তাহাদের যে অধ্যাস (আরোপ) তাহাই সঙ্গ ; তাহা হইতে অসঙ্গ আত্মায় 'আমি সুখী, 'আমি জানিতেছি' এই প্রকার অধ্যাস হইয়া থাকে। ইহাকে অধ্যাস বলিবার কারণ এই যে ইহারা বিষয়ের ধর্ম্ম ; যাহা বিষয়ের ধর্ম্ম তাহা কখনও বিষয়ীর (প্রমাতার) স্বরূপ হইতে পারে না। এই হেতু এই সমস্তই কেবল মাত্র অবিদ্যারই স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বে বহু বার বলা হইয়াছে।৫—৬ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

হে ভারত! তনস্তু অজ্ঞানজং সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি; তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি অর্থাৎ হে ভারত। তমোগুণ অজ্ঞানজাত; এজন্য উহা সর্ব্বজীবের ভ্রান্তিজনক জানিবে, উহা জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৮

রজ্যতে বিষয়েষু পুরুষোঽনেনেতি রাগঃ কামো গর্দ্ধঃ স এবাত্মা স্বরূপং যস্য, ধর্ম্মধর্ম্মিণোস্তাদাত্ম্যাৎ, তদ্রাগাত্মকং রজো বিদ্ধি।১ অতএব অপ্রাপ্তাভিলাষস্তৃষ্ণা, প্রাপ্তস্যোপস্থিতেঽপি বিনাশে সংরক্ষণাভিলাষঃ আসঙ্গস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সম্ভবো যস্মাৎ তদ্রজো নিবধ্নাতি হে কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন কর্ম্মসু দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু অহমিদং করোম্যেতৎ ফলং ভোক্ষ্য ইত্যভিনিবেশবিশেষেণ দেহিনং বস্তুতোঽকর্ত্তারমেব কর্ত্তৃত্বাভিমানিনং রজসঃ প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ ॥ ২—৭ ॥

তুশব্দঃ সত্ত্বরজোঽপেক্ষয়া বিশেষদ্যোতনার্থঃ। অজ্ঞানাদাবরণশক্তিরূপাত্তদুদ্ভূতমজ্ঞানজং তমো বিদ্ধি। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং অবিবেকরূপত্বেন ভ্রান্তিজনকম্।১ প্রমা-

অনুবাদ—যাহার জন্য পুরুষ বিষয় সকলে অনুরক্ত হয় তাহার নাম রাগ; সুতরাং রাগ অর্থ কাম (কামনা) বা গর্দ্ধ (তৃষ্ণা) বুঝায়। সেই রাগ হইতেছে আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যাহার তাহা রাগাত্মক, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর তাদাত্ম্য বা অভেদহেতু রাগ ধর্ম্মস্বরূপ এবং রজঃ ধর্ম্ম স্বরূপ হইলেও উহারা অভিন্ন। সুতরাং রজঃ **রাগাত্মকং বিদ্ধি**=রজোগুণকে তৃষ্ণাজনক বলিয়া জানিও।১ এই হেতুই, অপ্রাপ্ত বিষয়ে যে অভিলাষ তাহা তৃষ্ণা আর প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশ উপস্থিত হইলেও তাহা সংরক্ষণ করিবার যে অভিলাষ তাহায় নাম আসঙ্গ। যাহা হইতে সেই তৃষ্ণা এবং আসঙ্গের সমুদ্ভব (উৎপত্তি) হয় তাহা তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবঃ; রজোগুণই ঐপ্রকার হইতেছে। হে কৌন্তেয়! **তৎ**=ঐরূপ রজোগুণ **দেহিনং**=দেহীকে "কর্ম্মসঙ্গেন"=দৃষ্টার্থ (ঐহিকফলক) এবং অদৃষ্টার্থ (পারলৌকিকফলক) কর্ম্মসকলেতে—'আমি ইহা করিতেছি, ইহার পর উপভোগ করিব' ইত্যাকার অভিনিবেশে "বধ্নাতি"=বদ্ধ করে অর্থাৎ বস্তুগত্যা সে অকর্ত্তা অভোক্তা হইলেও তাহাকে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানযুক্ত করিয়া থাকে। কারণ রজোগুণ প্রবৃত্তির (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার) হেতু বা কারণ।২—৭

অনুবাদ—সত্ত্ব এবং রজোগুণ অপেক্ষা তমোগুণের বৈশিষ্ট্য (বিশেষত্ব বা পার্থক্য) দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে 'তু' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। **তমঃ তু**=তমোগুণ কিন্তু **অজ্ঞানজং**=অজ্ঞান জনিত যে তমঃ তাহা আবরণ শক্তি রূপ অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত **বিদ্ধি**—জানিবে। এ কারণে তাহা **সর্ব্বদেহিনাং**=সমস্ত প্রাণীরই **মোহনং**=মোহজনক অর্থাৎ অবিবেক রূপে ভ্রান্তি জনক।১ আর হে ভারত! **তৎ**=সেই তমঃ দেহীকে **প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ**=প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার সহিত **নিবধ্নাতি**=বদ্ধ করিয়া থাকে।১ এস্থলে "দেহিনম্" এই অংশটীর অনুষঙ্গ

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

হে ভারত! সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি; রজঃ কর্ম্মণি, তমস্তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, উত অর্থাৎ হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করিয়া রাখে; আর আলস্য প্রভৃতিতেও সংযুক্ত করে ॥ ৯

দেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো নিবধ্নাতি, দেহিনমিত্যনুষজ্যতে, হে ভারত!২ প্রমাদো বস্তুবিবেকাসামর্থ্যং সত্ত্বকার্য্যপ্রকাশবিরোধী, আলস্যং প্রবৃত্ত্যসামর্থ্যং রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি, উভয়বিরোধিনী তমোগুণালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রেতি বিবেকঃ ॥ ৩—৮ ॥

উক্তানাং মধ্যে কস্মিন্ কার্য্যে কস্য গুণস্যোৎকর্ষ ইতি তত্রাহ—। সত্ত্বমুৎকৃষ্টং সৎ সুখে সঞ্জয়তি দুঃখকারণমভিভূয় সুখে সংশ্লেষয়তি। সর্ব্বত্র দেহিনমিত্যনুষজ্যতে।১ এবং রজ উৎকৃষ্টং সৎ সুখকারণমভিভূয় কর্ম্মণি, সঞ্জয়তীত্যনুষজ্যতে।২ তমস্তু প্রমাদবলেনোৎপদ্যমানমপি সত্ত্বকার্য্যজ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে প্রাপ্তজ্ঞায়মানতাকস্যাপ্যজ্ঞানে সঞ্জয়তি। উত অপি, প্রাপ্তকর্ত্তব্যতাকস্যাপ্যকরণে আলস্যে তামস্যাঞ্চ নিদ্রায়াং সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩—৯ ॥

অর্থাৎ পুনরুল্লেখ করিতে হইবে।২ **প্রমাদ** অর্থ বস্তুর বিবেক নিশ্চয় করিবার অসামর্থ্য; ইহা সত্ত্বগুণের কার্য্য যে প্রকাশ তাহার বিরোধী। **আলস্য**=অর্থ প্রবৃত্তির অর্থাৎ কার্য্য কারিতার অসামর্থ্য; ইহা রজোগুণের কার্য্য স্বরূপ যে প্রবৃত্তি তাহার বিরোধী। আর **নিদ্রা** অর্থ তমোগুণালম্বনা বৃত্তি,—তমোগুণ ইহার অবলম্বন; এবং ইহা প্রকাশ ও প্রবৃত্তি এই উভয়েরই বিরোধী। ইহাই ইহাদের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য বুঝিতে হইবে।৩—৮॥

অনুবাদ—উক্ত গুণগুলির মধ্যে কোন্ কার্য্যে কোন্ গুণের উৎকর্ষ তাহাই "সত্ত্বম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **সত্ত্বং**=সত্ত্ব গুণ উৎকৃষ্ট হইয়া অর্থাৎ উৎকর্ষ (আধিক্য) প্রাপ্ত হইয়া **সুখে সঞ্জয়তি**=সুখে সংসক্ত করিয়া দেয় অর্থাৎ দুঃখের কারণকে অভিভূত করিয়া প্রাণীকে সুখে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। এস্থলে সব জায়গায় 'দেহিনম্' এই অংশটীর অনুষঙ্গ হইবে।১ এইরূপ **রজঃ**=রজোগুণ উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইলে সুখের কারণকে অভিভূত করিয়া জীবকে **কর্ম্মণি**=কর্ম্মে সংসক্ত করিয়া দেয়। এস্থলে "সঞ্জয়তি"='সংসক্ত করিয়া দেয়' এই অংশটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে।২ আর **তমঃ**=তমোগুণ প্রমাদবশতঃ উৎপন্ন হইলেও **জ্ঞানম্ আবৃত্য**=সত্ত্বের কার্য্য যে জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিয়া,—আচ্ছাদিত করিয়া **প্রমাদে সঞ্জয়তি**=প্রমাদে সংসক্ত করিয়া দেয় অর্থাৎ যাহার নিকট বস্তুর জ্ঞায়মানতা প্রাপ্ত রহিয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যেও অজ্ঞান উপস্থিত করিয়া দেয়। 'উত' ইহার অর্থ 'অপি'; ("অপি" অর্থে "উত" শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে) যাহার কর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত (উপস্থিত) হইয়াছে তমোগুণ তাহার মধ্যেও অকরণ (কাজ না করা,) আলস্য এবং তামসী নিদ্রার সঙ্গ (সমাবেশ) ঘটাইয়া দেয়।৩—৯॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১

হে ভারত রজস্তমশ্চ অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি, সত্ত্বং তমশ্চৈব রজঃ; তথা সত্ত্বং, রজশ্চ তমঃ অর্থাৎ হে ভারত! কখন রজোগুণ ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয়; কখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া রজোগুণ প্রকাশিত হয় আর কখনও বা সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রকাশ লাভ করে॥ ১০

যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে, তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ অর্থাৎ যখন এই দেহের শ্রোত্রাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানময় প্রকাশ আবির্ভূত হয়, তখন জানিবে, যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ১১

উক্তং কার্য্যং কদা কুর্ব্বন্তি গুণা ইত্যুচ্যতে রজশ্চেতি। রজস্তমশ্চ যুগপদুভাবপি গুণাবভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা তদা স্বকার্য্যং প্রাগুক্তমসাধারণ্যেন করোতীতি শেষঃ।১ এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি যদা তদা প্রাগুক্তং স্বকার্য্যং করোতি।২ তথা তদ্বদেব তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চেত্যুভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি যদা তদা স্বকার্য্যং প্রাগুক্তং করোতীত্যর্থঃ॥ ৩—১০॥

ইদানীমুদ্ভূতানাং তেষাং লিঙ্গান্যাহ ত্রিভিঃ—। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু উপলব্ধিসাধনেষু শ্রোত্রাদিকরণেষু যদা প্রকাশঃ বুদ্ধিপরিণাম-বিশেষো বিষয়াকারঃ স্ববিষয়াবরণবিরোধী দীপবৎ,তদেব জ্ঞানং শব্দাদিবিষয় উপজায়তে, তদাঽনেন শব্দাদিবিষয়জ্ঞানাখ্যপ্রকাশেন লিঙ্গেন প্রকাশাত্মকং সত্ত্বং বিবৃদ্ধমুদ্ভূতমিতি বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। উত অপি সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১১॥

অনুবাদ—গুণসকল পূর্ব্বোক্ত কার্য্য কখন সম্পাদন করে তাহাই "রজঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে।—সত্ত্বগুণ যখন যুগপৎ (এক কালে অর্থাৎ একই সময়ে) রজঃ ও তমঃ এই দুইটী গুণকেই অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখনই তাহা পূর্ব্বকথিত প্রকাশরূপ নিজ কার্য্য অসাধারণভাবে সম্পাদন করিতে পারে।১ এইরূপ, রজোগুণও যখন যুগপৎ সত্ত্ব ও তমঃ এই দুইটী গুণকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয় তখনই উহা পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিরূপ নিজ কার্য্য জন্মাইতে থাকে।২ আর তমোগুণও ঠিক ঐ প্রকারেই যখন যুগপৎ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভুত করিয়া উৎপন্ন হয় তখন উহা পূর্ব্ববর্ণিত প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা আদি স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।৩—১০॥

অনুবাদ—এক্ষণে, ঐ সমস্ত গুণ উদ্ভূত হইলে তাহাদের কি লিঙ্গ থাকে অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞাপক কি চিহ্ন প্রকাশ পায় তাহাই "সর্ব্বদ্বারেষু" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। আত্মার ভোগায়তন (ভোগের আধার) এই যে দেহ ইহার **সর্ব্বদ্বারেষু**=সমস্ত দ্বারমধ্যেই অর্থাৎ উপলব্ধির সাধনস্বরূপ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে **যদা**=যখন **প্রকাশঃ**=প্রকাশ অর্থাৎ দীপের ন্যায় নিজ বিষয়ের আবরণের বিরোধী বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ **উপজায়তে**=উৎপন্ন হয়, ইহাকেই (এই পরিণাম

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

হে ভরতর্ষভ ! লোভঃ প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ অশমঃ, স্পৃহা এতানি রজসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ ! লোভ, সর্ব্বদা কার্য্যে প্রবৃত্তি, কার্য্যোত্তম, অশান্তি এবং দৃষ্টবস্তু মাত্রেই গ্রহণেচ্ছা—এই চিহ্নগুলি দ্বারা জানিবে যে রজোগুণ প্রবল হইয়াছে ॥ ১২

হে কুরুনন্দন ! অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদঃ মোহঃ এব চ এতানি (লিঙ্গানি) তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে অর্থাৎ হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, বিবেকভ্রংশ, উত্তমহীনতা, কর্ত্তব্যকার্য্যে অনুসন্ধান-রাহিত্য ও মোহ এইগুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩

মহতি ধনাগমে জায়মানেঽপ্যনুক্ষণং বর্দ্ধমানস্তদভিলাষো লোভঃ স্ববিষয়প্রাপ্ত্যনিবর্ত্ত্য ইচ্ছাবিশেষ ইতি যাবৎ ।১ প্রবৃত্তির্নিরন্তরং প্রযতমানতা । আরম্ভঃ কর্ম্মণাং বহুবিত্তব্যয়ায়াসকরাণাং কাম্যনিষিদ্ধলৌকিকমহীগৃহাদিবিষয়াণাং ব্যাপারাণামুত্তমঃ ।২ অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীতি সঙ্কল্পপ্রবাহানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু পরধনেষু যেন কেনাপ্যুপায়েনোপাদিৎসা ।৩ রজসি রাগাত্মকে বিবৃদ্ধে এতানি রাগাত্মকানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ ! এতৈর্লিঙ্গৈর্ব্বিবৃদ্ধং রজো জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪—:২ ॥

অপ্রকাশঃ সত্যপ্যুপদেশাদৌ বোধকারণে সর্ব্বথা বোধাযোগ্যত্বম্ অপ্রবৃত্তিশ্চ সত্যপ্যগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যাদৌ প্রবৃত্তিকারণে জনিতবোধেঽপি শাস্ত্রে সর্ব্বথা তৎ-

বিশেষকেই) অপর কথায় জ্ঞান বলা হয়, **তদা**=তখন শব্দাদি বিষয়ক যে জ্ঞান সেই জ্ঞাননামক এই প্রকাশরূপ লিঙ্গের দ্বারা (চিহ্নের দ্বারা) বুঝিতে হইবে যে প্রকাশাত্মক সত্ত্বগণ **বিবৃদ্ধম্**=উদ্ভূত হইয়াছে । ‘উত’ ইহার অর্থ ‘অপি’ । (“অপি” অর্থে ‘উত’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে) সুখাদিরূপ চিহ্নের দ্বারাও ইহা জানিতে হইবে যে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ।১১॥

অনুবাদ—প্রচুর ধন সমাগম হইলেও প্রতিক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে তদ্‌বিষয়ে অভিলাষ তাহার নাম **লোভ**। অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়ীভূত বস্তুর প্রাপ্তিতেও যাহার নিবৃত্তি হয় না তাদৃশ যে ইচ্ছাবিশেষ তাহাই লোভ ।১ **প্রবৃত্তি** অর্থ নিরন্তর প্রযতমানতা (কর্ম্মচেষ্টাযুক্ততা) । **কর্ম্মণাং**=কর্ম্ম সকলের **আরম্ভ** অর্থ বহু বিত্তব্যয়সাধ্য এবং আয়াসকর ‘কাম্য, নিষিদ্ধ ও লৌকিক বিশাল গৃহাদি বিষয়ের জন্য ক্রিয়া করিবার উত্তম ।২ **অশম** অর্থ ‘ইহা করিয়া ইহা করিব’ এই প্রকারে সংকল্প ধারার অনুপরম (নিবৃত্তি না হওয়া) । উচ্চাবচ (উঁচু নীচু), কমই হউক বা বেশীই হউক পরের ধন দেখিলেই যে কোন উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার যে ইচ্ছা তাহাই **স্পৃহা** ।৩ হে ভরতকুলধুরন্ধর ! রাগাত্মক রজোগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রাগাত্মক এই সমস্ত লিঙ্গ (চিহ্ন) প্রকাশ পায় । এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা জানিবে যে রজোগুণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ ।৪—১২॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪

যদা তু সত্ত্বে বিবৃদ্ধে দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি, তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে অর্থাৎ যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন যদি জীব মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি উত্তম উপাসকগণের উপভোগ্য প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হন॥ ১৪

প্রবৃত্ত্যযোগ্যত্বম্।১ প্রমাদস্তৎকালকর্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্তস্যার্থস্যানুসন্ধানাভাবঃ।২ মোহ এব চ মোহো নিদ্রা বিপর্য্যয়ো বা। চৌ সমুচ্চয়ে। এবকারো ব্যভিচারবারণার্থঃ।৩ তমস্যেব বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে কুরুনন্দন! অত এতৈর্লিঙ্গৈরব্যভিচারিভির্বিবৃদ্ধং তমো জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ৪—১৩॥

ইদানীং মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা প্রলয়ং মৃত্যুং যাতি প্রাপ্নোতি দেহভৃৎ দেহাভিমানী জীবঃ তদোত্তমা যে হিরণ্যগর্ভাদয়স্তদ্বিদাং তদুপাসকানাং লোকান্ দেবসুখোপভোগস্থানবিশেষানমলান্ রজস্তমোমলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি॥ ১৪॥

অনুবাদ—বোধের (জ্ঞানলাভের) কারণীভূত উপদেশ আদি থাকিলেও অর্থাৎ উপদেশ আদি পাইতে থাকিলেও সকল রকমে বোধের যে অযোগ্যতা অর্থাৎ কোন প্রকারেই যে জ্ঞানলাভ করিতে না পারা তাহাই **অপ্রকাশ**। প্রবৃত্তির কারণীভূত "অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রজনিত বোধরূপে অর্থাৎ বোধকরূপে থাকিলেও অর্থাৎ কর্ম্মবিধায়ক ঐ প্রকার শাস্ত্র এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও সকল রকমে তাহাতে (সেই সেই কর্ম্মে) যে প্রবৃত্তির অযোগ্যতা তাহাই **অপ্রবৃত্তি**।১ তৎকালকর্ত্তব্যরূপে অর্থাৎ যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয় সেই সময়ে সেই বিষয়ের যে অনুসন্ধানাভাব অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠান না করা তাহার নাম **প্রমাদ**।২ মোহ অর্থ নিদ্রা অথবা বিপর্য্যয়। 'বা' এবং 'চ' এই দুইটী শব্দ এখানে সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর 'এব' শব্দটী ব্যভিচার নিবারণের নিমিত্ত অর্থাৎ উক্ত বিষয়ের অনৈকান্তিকতা বা অন্তরূপ হওয়ার শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ঐ চিহ্নগুলি প্রকাশ পাইবেই, ইহাই 'এব' শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে)। সুতরাং উহার অর্থ, হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি হইলেই এইগুলি অবশ্যই জন্মিয়া থাকে। অতএব এই সমস্ত অব্যভিচারী (ঐকান্তিক বা অনন্যথাভাবী) লক্ষণের সাহায্যে বুঝিবে যে তমোগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।৪—১৩॥

অনুবাদ—সত্ত্বাদি গুণগুলি যদি মরণকালে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের কি বিশেষ ফল হয় তাহাই এক্ষণে "যদা" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে**=সত্ত্বগুণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সেই অবস্থায় **যদা**=যদি **দেহভৃৎ**=দেহাভিমানী জীব **প্রলয়ং যান্তি**=দেহত্যাগ করে **তদা**=তখন **উত্তমবিদাং**=হিরণ্যগর্ভাদি যে সমস্ত উত্তম সত্ত্ব আছেন, যাঁহারা তদ্বিৎ (তদুপাসক) অর্থাৎ সেই হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক তাঁহাদের **লোকান্**=যে সমস্ত

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে ; তথা তমসি প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে অর্থাৎ রজোগুণের বৃদ্ধিকালে জীবের মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্ম হয় ; আর তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, পশ্বাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয়॥ ১৫

সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং ফলম্ আহুঃ ; রজসঃ তু দুঃখং ফলম্ ; তমসঃ অজ্ঞানং ফলম্ অর্থাৎ মহর্ষিগণ নির্দ্দেশ করেন, সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ ; রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান॥ ১৬

রজসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলয়ং মৃত্যুং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু শ্রুতিস্মৃতিবিহিত-প্রতিষিদ্ধকর্ম্মফলাদিকারিষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তদ্বদেব তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে॥ ১৫॥

ইদানীং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারা সত্ত্বাদীনাং বিচিত্রফলতাং সঙ্ক্ষিপ্যাহ—। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণো ধর্ম্মস্য সাত্ত্বিকং সত্ত্বেন নির্ব্বৃত্তং নির্ম্মলং রজস্তমোমলামিশ্রিতং সুখং ফলমাহুঃ পরমর্ষয়ঃ।১ রজসো রাজসস্য তু কর্ম্মণঃ পাপমিশ্রস্য পুণ্যস্য ফলং রাজসং দুঃখং দুঃখবহুলমল্পসুখং কারণানুরূপ্যাৎ কার্য্যস্য অজ্ঞানমবিবেকপ্রায়ং দুঃখং, তামসং

লোক অর্থাৎ দেবগণোপভোগ্য দিব্য সুখ ভোগ করিবার বিশিষ্ট স্থান আছে তাঁহারা সেই সমস্ত **অমলান্**=রজঃ এবং তমোরূপ মলবিরহিত লোক **প্রতিপদ্যতে**=প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১৪॥

অনুবাদ—রজসি=রজোগুণ প্রকৃষ্টভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সেই অবস্থায় **প্রলয়ং গত্বা**=মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া জীব **কর্ম্মসঙ্গিষু**=শ্রুতি ও স্মৃতি মধ্যে যে সমস্ত বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলের অধিকারী যে সমস্ত মনুষ্য তাহাদের মধ্যে **জায়তে**=জন্মলাভ করে। **তথা**=আর ঠিক ঐভাবেই **তমসি**=তমোগুণ প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সেই অবস্থায় **প্রলীনঃ**=প্রলয় প্রাপ্ত—(মৃত) হইয়া জীব **মূঢ়যোনিষু**=পশু আদি মূঢ় মোহাভিভূত যোনিতে **জায়তে**=জন্মগ্রহণ করে।১৫॥

অনুবাদ—সত্ত্ব প্রভৃতি গুণসকল স্ব স্ব অনুরূপ কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকার বিচিত্র (নানাবিধ) ফল প্রদান করে তাহাই এক্ষণে "কর্ম্মণঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন। **সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ**=সাত্ত্বিক কর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মের **ফলং**=ফল **সাত্ত্বিকং**=সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্ব নিষ্পন্ন এবং তাহা **নির্ম্মলং**=নির্ম্মল অর্থাৎ রজঃ ও তমোরূপ মলের দ্বারা অমিশ্রিত **আহুঃ**=মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন। **রজসঃ তু**=আর রজোগুণের অর্থাৎ রাজসিক—পাপমিশ্রিত পুণ্যকর্ম্মের যে ফল তাহা **দুঃখং**=দুঃখবহুল অর্থাৎ দুঃখপ্রধান অল্প সুখ, (পরমর্ষিগণ) এইরূপ বলিয়া থাকেন, যেহেতু কার্য্য কারণেরই অনুরূপ হইয়া থাকে।২ **তমসঃ**=তমোগুণের অর্থাৎ তামসিক কর্ম্মরূপ অধর্ম্মের

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজ্ঞায়তে, রজসশ্চ লোভ এব ; তমসঃ প্রমাদমোহৌ ভবতঃ অজ্ঞানমেব চ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, আর রজোগুণ হইতে লোভ, তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৭

তমসস্তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য ফলং, আহুরিত্যনুষজ্যতে।৩ সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাঽষ্টাদশে বক্ষ্যতি।৪ অত্র রজস্তমঃশব্দৌ তৎকার্য্যে কর্ম্মণি প্রযুক্তৌ কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। গোভিঃ শ্রীণীতমৎসরমিত্যত্র যথা গোশব্দস্তৎ প্রভবে পয়সি যথা বা ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিত্যত্র ধান্যশব্দস্তৎপ্রভবে তণ্ডুলে। তত্র পয়স্তণ্ডুলয়োরিবাত্রাপি কর্ম্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ॥ ৫—১৬॥

এতাদৃশফলবৈচিত্র্যে পূর্ব্বোক্তমেব হেতুমাহ সত্ত্বাদিতি। সর্ব্বকরণদ্বারকং প্রকাশরূপং জ্ঞানং সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে, অতস্তদনুরূপং সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি।১ রজসো লোভো বিষয়কোটিপ্রাপ্ত্যাঽপি নিবর্ত্তয়িতুমশক্যোঽভিলাষবিশেষো জায়তে। তস্য চ নিরন্তরমুপচীয়মানস্য পূরয়িতুমশক্যস্য সর্ব্বদা দুঃখ-

যে ফল তাহা **অজ্ঞানং**=অবিবেকপ্রায় এবং দুঃখময়, (পরমর্ষিগণ) এইরূপ বলিয়া থাকেন। এস্থলে "আহুঃ" এই পদটীর অনুষঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।৩ সাত্ত্বিক আদি কর্ম্মের লক্ষণ কি তাহা অগ্রে অষ্টাদশ অধ্যায়ে "নিয়তং সঙ্গরহিতম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলা হইবে।৪ এস্থলে 'রজঃ' ও 'তমঃ' এই দুইটী শব্দ 'রজঃ' এবং তমের কার্য্য যে কর্ম্ম তদর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; (যেহেতু উহারা তাহার কারণ হইতেছে।) আর কার্য্য এবং কারণের অভেদ-উপচার (অভেদ ব্যবহার) হইয়া থাকে, এই নিয়ম অনুসারেই উহা হইয়াছে। যেমন "গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্"—এই স্থলে 'গো' শব্দটী গোসম্ভূত গব্যদুগ্ধরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং "ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্" এই স্থলে 'ধান্য' শব্দটী ধান্য সমুৎপন্ন তণ্ডুল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ইহা মীমাংসা দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ত্রয়োদশ অধিকরণে ৩৮।৩৯ সূত্রে বিচারিত হইয়াছে)। ঐ দুইটী স্থলে ("গোভিঃ শ্রীণীত" এবং "ধান্যমসি" ইত্যাদি দুইটী স্থলে) ঐরূপ অর্থ করিবার কারণ এই যে তথায় দুগ্ধ এবং তণ্ডুলই প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য। সেইরূপ এখানেও কর্ম্মই প্রকৃত (প্রতিপাদ্য) অর্থাৎ "কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকস্য" এই বলিয়া কর্ম্মেরই বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া 'রজসঃ' এবং 'তমসঃ' এই দুইটী স্থলে উহাদের কার্য্যস্বরূপ কর্ম্মই বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে।৫—১৬॥

অনুবাদ—এতাদৃশ যে ফলবৈচিত্র্য অর্থাৎ ফলের এই প্রকার যে বিচিত্রতা, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই যে তাহার হেতু তাহাই "সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **জ্ঞানং**=সর্ব্বকরণদ্বারক প্রকাশ রূপ যে জ্ঞান অর্থাৎ সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ দ্বারসহকারে প্রকাশরূপ যে জ্ঞান বা উপলব্ধি তাহা **সত্ত্বাৎ**=সত্ত্বগুণ হইতেই **সঞ্জায়তে**=উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই কারণে সাত্ত্বিক কর্ম্মের তদনুরূপ প্রকাশ বহুল (প্রকাশ প্রধান) সুখরূপ ফল জন্মিয়া থাকে।১ **রজসঃ**=রজোগুণ হইতে **লোভঃ**=কোটি কোটি বিষয় পাইলেও যাহা নিবৃত্ত করা যায় না তাদৃশ অভিলাষ বিশেষরূপ লোভ জন্মিয়া

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

সত্ত্বস্থাঃ উর্দ্ধং গচ্ছন্তি ; রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি ; জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধলোকে গমন করেন ; রজঃপ্রধান জনগণ মনুষ্যলোকে অবস্থান করেন এবং জঘন্যগুণের বৃত্তিতে অবস্থিত তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয় ॥ ১৮

হেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য রাজসস্য কর্ম্মণোদুঃখং ফলং ভবতি।২ এবং প্রমাদমোহৌ তমসঃ সকাশাদ্ভবতো জায়েতে। অজ্ঞানমেব চ ভবতি। এবকারঃ প্রবৃত্তিব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অতস্তামসস্য কর্ম্মণস্তামসমজ্ঞানাদিপ্রায়মেব ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ।৩ অত্র চাজ্ঞানমপ্রকাশঃ, প্রমাদো মোহশ্চাপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চেত্যত্র ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৪—১৭ ॥

ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তস্থানাং প্রাগুক্তমেব ফলমূর্দ্ধমধ্যাধোভাবেনাহ ঊর্দ্ধমিতি। অত্র তৃতীয়ে গুণে বৃত্তশব্দপ্রয়োগাদাদ্যয়োরপি বৃত্তমের বিবক্ষিতম্।১ তেন সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞানে কর্ম্মণি চ নিরতা ঊর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তং গচ্ছন্তি ; তে দেবেষূৎপদ্যন্তে জ্ঞানকর্ম্মতারতম্যেন।২ তেষাং মধ্যে মনুষ্যলোকে পুণ্যপাপমিশ্রে তিষ্ঠন্তি নতূর্দ্ধং গচ্ছন্ত্যধো বা মনুষ্যেষূৎপদ্যন্তে রাজসা রজোগুণবৃত্তে লোভাদিপূর্ব্বকে রাজসে কর্ম্মণি

থাকে। কারণ সেই যে অভিলাষ বিশেষ তাহা নিরন্তর উপচীয়মান হইতে থাকে বলিয়া তাহাকে পূর্ণ করা অসাধু ; এ কারণে তাহা সর্ব্বদা দুঃখের হেতু স্বরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু না পাইলে তাহার জন্য দুঃখ উৎপন্ন হয়। সমুদয় রাজসিক কর্ম্ম তাদৃশ অভিলাষপূর্ব্বক বলিয়া অর্থাৎ যত রাজসিক কর্ম্ম আছে তাহাদের মূলে ঐ প্রকার অভিলাষ থাকে বলিয়া রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখই হইয়া থাকে।২ এইরূপ **তমসঃ**=তামসিক কর্ম্ম হইতে প্রমাদ এবং মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে আর অজ্ঞানও হইয়া থাকে। ‘এব’ কারটী প্রকাশ ও প্রবৃত্তির ব্যাবৃত্তি করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তামস কর্ম্ম হইতে কস্মিন্‌কালেও প্রকাশ বা জ্ঞান এবং প্রবৃত্তি জন্মে না। অতএব তামস কর্ম্মের ফল তামস অজ্ঞানাদিবহুলই হইয়া থাকে, এই রূপ যে বলা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।৩ এখানে ‘অজ্ঞান’ শব্দের অর্থ অপ্রকাশ। প্রমাদ এবং মোহ বলিতে কি বুঝায় “অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ” ইত্যাদি শ্লোকে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৪—১৭॥

অনুবাদ—সত্ত্বাদি বৃত্তে (সত্ত্বিকাদি কর্ম্মে) অবস্থিত ব্যক্তিগণের যে ফল পূর্ব্বে কথিত হইল তাহাই এক্ষণে উর্দ্ধ, মধ্য ও অধোরূপে বর্ণনা করিতেছেন, এস্থলে তৃতীয় গুণের নির্দ্দেশ স্থলে অর্থাৎ **জঘন্যগুণবৃত্তস্থাঃ** এই স্থলে বৃত্ত এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় প্রথম দুইটী স্থলেও ‘বৃত্ত’ এই পদটী বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে।১ এরূপ হইলে পর **“সত্ত্বস্থাঃ”** অর্থ সত্ত্ববৃত্তিস্থ, যাঁহারা সাত্ত্বিক বৃত্তিতে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় জ্ঞানে এবং কর্ম্মে অবস্থিত (নিরত) তাঁহারা **উর্দ্ধম্**=সত্যলোক পর্য্যন্ত দেবলোকে **গচ্ছন্তি**=গমন করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে দেবগণের মধ্যে উৎপত্তি লাভ করেন।২ **রাজসাঃ**=যাহারা রাজস অর্থাৎ রজোগুণের বৃত্তি যে লোভাদিমূলক কর্ম্ম তাহাতে নিরত তাহারা **মধ্যে**=পাপ ও পুণ্যমিশ্রিত মনুষ্যলোকে **তিষ্ঠন্তি**=থাকে। তাহারা উর্দ্ধে বা অধোযোনিতে

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি অর্থাৎ যখন দ্রষ্টা জীব গুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া না দেখেন এবং গুণ সকলের অতীত বস্তুকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

নিরতাঃ ।৩ জঘন্য গুণবৃত্তস্থাঃজঘন্যস্য গুণদ্বয়াপেক্ষয়া পশ্চাদ্ভাবিনো নিকৃষ্টস্য তমসো গুণস্য বৃত্তে নিদ্রালস্যাদৌ স্থিতাঃ অধোগচ্ছন্তি পশ্বাদিষূৎপদ্যন্তে ।৪ কদাচিজ্জঘন্যগুণবৃত্তস্থাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চ ভবন্ত্যত আহ তামসাঃ সর্ব্বদা তমঃপ্রধানা ইতরেষাং কদাচিত্তদ্বৃত্তস্থত্বেঽপি ন তৎ প্রধানতেতি ভাবঃ ॥৫—১৮॥

অস্মিন্নধ্যায়ে বক্তব্যত্বেন প্রস্তুতমর্থত্রয়ম্ ।১ তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্যেশ্বরাধীনত্বং কে বা গুণাঃ কথং বা তে বধ্নন্তীত্যর্থদ্বয়মুক্তম্ ।২ অধুনা তু গুণেভ্যঃ কথং মোক্ষণং মুক্তস্য চ

যায় না কিন্তু মনুষ্যযোনিতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ।৩ আর যাহারা জঘন্য **গুণবৃত্তস্থাঃ**=জঘন্যগুণের (জঘন অর্থাৎ পশ্চাতে যাহা হয় তাহা জঘন্য; তাদৃশ গুণের) অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ গুণের পশ্চাৎবর্ত্তী নিকৃষ্ট যে তমোগুণ তাহার বৃত্তিতে অর্থাৎ নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি সেই তমোগুণের কার্য্যে থাকে তাহারা **অধোগচ্ছন্তি**=অধোগতি লাভ করে অর্থাৎ পশু আদি যোনিতে উৎপন্ন হয় ।৪ সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিরাও কখন কখন জঘন্যগুণবৃত্তস্থ হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদেরও হয় ত ঐরূপ গতি হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন **তামসাঃ**=যাহারা তামস অর্থাৎ সর্ব্বদা তমঃপ্রধান তাহারাই ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য ব্যক্তিরা অর্থাৎ ।সাত্ত্বিক ও রাজসিক লোকেরা কখন কদাচিৎ জঘন্য গুণবৃত্তস্থ হইলেও তাঁহারা তৎপ্রধান নহেন অর্থাৎ তাহাই (তমোগুণই) তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ভাবে থাকে না, ইহাই ভাবার্থ ।৫—১৮॥

ভাবপ্রকাশ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের এই চৌদ্দটী শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের স্বরূপ, তাহাদের মধ্যে কে কিরূপে বন্ধন ঘটায়, কোন্ গুণের কোন্ কার্য্যে উৎকর্ষ, এক গুণ কি করিয়া অপর দুইটীকে অভিভূত করিয়া বলশালী হয়, কোন্ গুণের বৃদ্ধির সময়ে কিরূপ লক্ষণ হয় এবং কোন্ গুণের বৃদ্ধির সময়ে দেহান্ত হইলে কিরূপ গতি লাভ হয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব—ইহাদের কার্য্য দ্বারাই ইহাদিগকে চিনিতে ও ধরিতে হয়, স্বরূপতঃ ইহাদের অনুভব অতি কঠিন; তাই ইহারা কার্য্যগম্য বলিয়া পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ বিশেষ করিয়া নানাদিক দিয়া ইহাদের প্রত্যেকটীর কার্য্য দেখাইয়া দিতেছেন। নিরুপদ্রব নির্বাধ প্রকাশ এবং নির্ম্মল সুখ হইলেই সত্ত্বগুণের কার্য্য বুঝিতে হয়। দেহের লঘুতা, স্বাচ্ছন্দ্য, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির নির্বাধ প্রকাশ দেখিলেই বুঝিতে হইবে সত্ত্বের বৃদ্ধি হইতেছে। আবার কর্ম্মে খুব উৎসাহ, লোভ, তৃষ্ণা ইত্যাদি দেখিলেই রজঃগুণের ক্রিয়া বুঝিতে হইবে; আবার নিদ্রালুতা, আলস্য, প্রমাদ, অজ্ঞান, জড়ভাব প্রভৃতি তমোবৃদ্ধির সূচক বলিয়া বুঝিতে হয় ।৫—১৮

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

দেহসমুদ্ভবান্ এতান ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য দেহী জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে অর্থাৎ দেহোৎপত্তির বীজ-স্বরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ২০

কিং লক্ষণমিতি বক্তব্যমবশিষ্যতে।৩ তত্র মিথ্যাজ্ঞানাত্মকত্বাদ্ গুণানাং সম্যক্‌জ্ঞানাত্তেভ্যোমোক্ষণমিত্যাহ নান্যমিতি। ৪ গুণেভ্যঃ কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টা বিচারকুশলঃ সন্নানুপশ্যতি বিচারমনু ন পশ্যতি গুণা এবান্তঃকরণবহিঃকরণশরীরবিষয়ভাবাপন্নাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তার ইতি পশ্যতি।৫ গুণেভ্যশ্চ তত্তদবস্থাবিশেষেণপরিণতেভ্যঃ পরং গুণতৎকার্য্যাসংস্পৃষ্টং তদ্ভাসকমাদিত্যমিব জলতৎকম্পাদ্যসংস্পৃষ্টং নির্ব্বিকারং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বত্র সমং ক্ষেত্রজ্ঞমেকং বেত্তি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং স দ্রষ্টাঽধিগচ্ছতি ॥৬—১৯॥

কথমধিগচ্ছতীত্যুচ্যতে গুণানিতি। গুণানেতান্মায়াত্মকাংস্ত্রীন্ সত্ত্বরজস্তমোনাম্নঃ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ অতীত্য জীবন্নেব তত্ত্বজ্ঞানেন বাধিতত্বাজ্জন্মমৃত্যু-

অনুবাদ—এই অধ্যায়ে তিনটী বিষয় বক্তব্য বলিয়া প্রস্তুত (আরম্ভ) হইয়াছে।১ তন্মধ্যে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ তাহার ঈশ্বরাধীনতা, অর্থাৎ তাহারা যে ঈশ্বরের অধীন তাহা ; এবং কোন্‌গুলি গুণ ও কিরূপেই বা তাহারা বদ্ধ করে, এই দুইটী অর্থ বলা হইয়াছে।২ আর এক্ষণে গুণ সকল হইতে কি প্রকারেই বা মোক্ষ হয় এবং মুক্ত ব্যক্তিরই বা লক্ষণ কি ইহা অবশিষ্ট থাকিতেছে।৩ তন্মধ্যে গুণ সকল মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ, কাজেই সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারাই তাহাদিগর হইতে মোক্ষণ (মুক্তি লাভ) হয়, ইহাই "নান্যম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।৪ যখন মুমুক্ষু ব্যক্তি **দ্রষ্টা**=বিচার কুশল হইয়া **গুণেভ্যঃ** যে গুণ সকল কার্য্যকারণাত্মক বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা **অন্যং কর্ত্তারং**=আর অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া **অনুপশ্যতি**=অনুদর্শন করিতে পারেন না—বিচার করতঃ দেখিতে পান না অর্থাৎ বিচার করিতে থাকিয়া তিনি দেখেন যে গুণ সকলই অন্তঃকরণ, বহিঃকরণ—বহিরিন্দ্রিয়, শরীর এবং বিষয় এই সমস্ত ভাবে পরিণত হইয়া সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা হইতেছে—।৫ **গুণেভ্যশ্চ**=এবং তিনি যখন সেই সেই অবস্থা বিশেষে পরিণত সেই গুণ সকল হইতে যিনি **পরং**=পরম বা শ্রেষ্ঠ—স্থলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য জলের সহিত এবং জলগত কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও যেমন জলে বা জলগত কম্পে সংশ্লিষ্ট নহেন সেইরূপ যিনি সেই গুণত্রয় এবং তাহাদের কার্য্যের দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন, পরন্তু যিনি তাহাদের সকলের ভাসক অর্থাৎ প্রকাশক, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বত্র সম এবং এক সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে **বেত্তি**=তত্ত্বতঃ অবগত হন তখন **সঃ**=সেই দ্রষ্টা **মদ্‌ভাবম্**=মৎস্বরূপতা—অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা **অধিগচ্ছতি**=প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৬—১৯॥

অনুবাদ—কি প্রকারে তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন তাহাই "গুণান্" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে। **দেহসমুদ্ভবান্**=দেহের উৎপত্তির বীজ স্বরূপ **এতান্ ত্রীন্ গুণান্**=এই তিনগুণকে

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১

অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? কিমাচারঃ কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে? অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো! কিরূপ চিহ্নদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, দেহী এই তিন গুণের অতীত? তাঁহার আচরণ কিরূপ? এবং কিরূপেই বা তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন? ২১

জরাদুঃখৈর্জ্জন্মনা মৃত্যুনা জরয়া দুঃখৈশ্চাধ্যাত্মিকাদিভির্মায়াময়ৈর্ব্বিমুক্তো জীবন্নেব তৎসম্বন্ধশূন্যঃ সন্ বিদ্বানমৃতং মোক্ষং মদ্ভাবমন্তে প্রাপ্নোতি ॥২০॥

গুণানেতানতীত্য জীবন্নেবামৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং চাচারং চ গুণাতীতত্বোপায়ং চ সম্যগ্বুভুৎসমানঃ অর্জ্জুন উবাচ।১ এতান্ গুণানতীতো যঃ স কৈ র্লিঙ্গৈর্ব্বিশিষ্টোভবতি যৈর্লিঙ্গৈঃ স জ্ঞাতুং শক্যস্তানি মে ব্রূহীত্যেকঃ প্রশ্নঃ।২ প্রভুত্বাদ্ভৃত্যদুঃখং ভগবতৈব নিবারণীয়মিতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি প্রভো।৩ ইতি ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ। কিং যথেষ্টচেষ্টঃ, কিং বা নিয়ন্ত্রিত ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।৪ কথং চ কেন চ প্রকারেণ এতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততেঽতিক্রামতীতি গুণাতীতত্বোপায়ঃ ক ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥২১॥

অর্থাৎ মায়াত্মক—মায়াস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমোনামক এই গুণত্রয়কে **অতীত্য**=অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ জীবিতকালে তত্ত্বজ্ঞানবলে তাহাদিগকে বাধিত করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি **জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ**= জন্মের দ্বারা, মৃত্যুর দ্বারা, জরার দ্বারা এবং আধ্যাত্মিকাদি মায়া স্বরূপ দুঃখের দ্বারা **বিমুক্তঃ**= জীবদ্দশাতেই তাহাদের সহিত সম্বন্ধ শূন্য—সম্পর্ক বিহীন হইয়া সেই বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অন্তে অর্থাৎ দেহপাতের পর **অমৃতং** অর্থাৎ মোক্ষ বা ব্রহ্মভাব **অশ্নুতে**=প্রাপ্ত হন।২০॥

অনুবাদ—"বিদ্বান্ ব্যক্তি এই গুণ সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত কালেই অমৃতপ্রাপ্ত হন" এই কথা শুনিয়া গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ ও আচার এবং গুণাতীতত্বলাভের উপায় সম্যক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন—।১ **এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ**=যিনি এই ত্রিবিধ গুণের অতীত হইয়াছেন তিনি **কৈঃ লিঙ্গৈঃ**=কি কি লক্ষণ যুক্ত হইয়া থাকেন? যে সমস্ত লক্ষণের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায় তুমি সেইগুলি আমায় বল;—ইহা হইল একটী প্রশ্ন (প্রথম প্রশ্ন)।২ যে হেতু ভগবান্ প্রভু অতএব তিনিই (ভগবান্‌ই) ভৃত্যের দুঃখ নিবারণ করিবেন, এইরূপ অর্থ সূচিত করিবার নিমিত্ত হে **প্রভো** এই প্রকার সম্বোধন করিতেছেন।৩ আর তিনি **কিমাচারঃ**=তাঁহার আচার কি? তিনি কি যথেষ্টচেষ্ট অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী অথবা তিনি নিয়ন্ত্রিত (শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারী)? ইহা হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন।৪ **কথং চ**=আর কি প্রকারেই বা তিনি এই ত্রিবিধ গুণকে অতিক্রম করিয়া থাকেন অর্থাৎ গুণাতীতত্বের, গুণাতীত হইবার উপায় কি?—ইহা হইল (অর্জ্জুনের) তৃতীয় প্রশ্ন।৫—২১॥

শ্রীভগবানুবাচ
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পাণ্ডব! প্রকাশং প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ সংপ্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ ন কাঙ্ক্ষতি, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ—এইগুলি স্বয়ং উদিত হইলে, যিনি দ্বেষ করেন না এবং তন্নিবৃত্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই গুণাতীত ॥ ২২

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেত্যাদিনা পৃষ্টমপি প্রজহাতি যদা কামানিত্যাদিনা দত্তোত্তরমপি পুনঃ প্রকারান্তরেণ বুভুৎসমানঃ পৃচ্ছতীত্যবধায় প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ, শ্রীভগবানুবাচ।১ যস্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতীতি প্রশ্নস্যোত্তরং শৃণু—। প্রকাশং চ সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং মোহং চ তমঃকার্য্যম্ উপলক্ষণমেতৎ।২ সর্ব্বাণ্যপি গুণকার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বসামগ্রীবশাদুদ্ভূতানি সন্তি দুঃখরূপাণ্যপি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি।৩ তথা বিনাশসামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি তানি সুখরূপাণ্যপি সন্তি সুখবুদ্ধ্যা ন কাঙ্ক্ষতি ন কাময়তে স্বপ্নবন্মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ—এতাদৃশদ্বেষরাগশূন্যো যঃ স গুণাতীত

ভাবপ্রকাশ—গুণাতীতকে ধরাইয়া দিবার জন্যই গুণের কথা এত বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন। গুণই যে সব করিতেছে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই যে জগৎকর্ত্রী, গুণের পারে যে সেই পরম অবিকারী তত্ত্ব অর্থাৎ গুণের তত্ত্ব বুঝিয়া গুণের পারে যে পরমতত্ত্ব তাঁহার সন্ধান পাইলে জীব গুণাতীত হইয়া অমৃতত্বলাভ করে।১৯—২১

অনুবাদ—এই সমস্ত প্রশ্নই দ্বিতীয় অধ্যায়ে "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদি সন্দর্ভে একবার জিজ্ঞাসিত হইলেও এবং সেইখানেই "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদি সন্দর্ভে ভগবান্ ইহার উত্তর দিলেও অর্জ্জুন পুনরায় ইহা প্রকারান্তরে (অন্য প্রকারে) বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা অবধারণ করিয়া (বুঝিতে পারিয়া) ভগবান্ পাঁচটী শ্লোকে প্রকারান্তরে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণাদি বলিলেন—।১ **পাণ্ডব!**=ওহে অর্জ্জুন! গুণাতীত ব্যক্তি কোন্ কোন্ লক্ষণাক্রান্ত হন, এই যে তোমার প্রশ্ন ইহার উত্তর শুন,—প্রকাশ সত্ত্বগুণের কার্য্য, প্রবৃত্তি রজোগুণের এবং মোহ তমোগুণের কার্য্য।২ এইগুলি অন্যান্য ধর্ম্মেরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক); সমস্ত প্রকার গুণকার্য্য সকল যথাযথভাবে **সম্প্রবৃত্তানি**=নিজ নিজ সামগ্রী বা কারণসমষ্টির সমাধানে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হইয়া দুঃখস্বরূপ হইলেও যিনি তাহাদিগকে **ন দ্বেষ্টি**=দুঃখবুদ্ধিতে অর্থাৎ দুঃখজ্ঞানে—(দুঃখ মনে করিয়া দ্বেষ করেন না—।৩ আর **নিবৃত্তানি**=বিনাশসামগ্রী বশতঃ (যে সমস্ত কারণ হইতে তাহাদের বিনাশ হয় সেইগুলির নিবৃত্তি হওয়ায়) সেই দুঃখস্বরূপ গুণকার্য্য সকল নিবৃত্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে তখন সেইগুলি সুখস্বরূপ হইলেও যিনি **ন কাঙ্ক্ষতি**=সুখবোধে সেইগুলির আকাঙ্ক্ষা করেন না—কামনা করেন না, কেননা স্বপ্নসৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সেইগুলির তিনি মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন—। যিনি এতাদৃশ দ্বেষ ও রাগাদিরহিত, তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হয়েন, এইরূপে চতুর্থ শ্লোকের এই অংশটীর

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে, গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইত্যেবম্ অবতিষ্ঠতি, ন ইঙ্গতে অর্থাৎ যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত; যিনি সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা বিচলিত নহেন, পরন্তু গুণগুলি স্ব স্ব কার্য্যেই বিদ্যমান আছে—এইরূপ বোধে যিনি বিচলিত হয়েন না, তিনিই গুণাতীত॥ ২৩

উচ্যত ইতি চতুর্থশ্লোকগতেনান্বয়ঃ। ইদং চ স্বাত্মপ্রত্যক্ষং লক্ষণং স্বার্থমেব ন পরার্থং। ন হি স্বাশ্রিতৌ দ্বেষতদভাবৌ রাগতদভাবৌ চ পরঃ প্রত্যেতুমর্হতি॥২২॥

এবং লক্ষণমুক্ত্বা গুণাতীতঃ কিমাচারঃ ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ ত্রিভিঃ।১ যথোদাসীনো দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োঃ কস্যচিৎ পক্ষমভজমানো ন রজ্যতি ন বা দ্বেষ্টি তথায়মাত্মবিদ্রাগদ্বেষশূন্যতয়া স্বস্বরূপ এবাসীনো গুণৈঃ সুখদুঃখাদ্যাকারপরিণতৈর্যো ন বিচাল্যতে ন প্রচ্যাব্যতে স্বরূপাবস্থানাৎ।২ কিন্তু গুণা এবৈতে দেহেন্দ্রিয়বিষয়াকারপরিণতাঃ পরস্পরস্মিন্ বর্ত্তন্তে মমত্বাদিত্যস্যৈবৈতৎসর্ব্বভাসকস্য ন কেনাপি ভাস্যধর্ম্মেণ সম্বন্ধঃ। স্বপ্নবন্মায়ামাত্রশ্চায়ং ভাস্য প্রপঞ্চো জড়ঃ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবস্ত্বহং পরমার্থসত্যো নির্ব্বিকারো দ্বৈতশূন্যশ্চেত্যেবং নিশ্চিত্য যঃ স্বরূপেঽবতিষ্ঠত্যবতিষ্ঠতে।৩ যোনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠস্তত্র সহিত ইহার অন্বয় হইবে।৪ গুণাতীত ব্যক্তির এই যে লক্ষণটি বলা হইল ইহা স্বার্থ; পরার্থ নহে। কারণ ইহা নিজেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ নিজের মধ্যে যে দ্বেষ ও তাহার অভাব এবং রাগ ও তাহার অভাব আছে তাহা অপরে বুঝিতে পারেনা। অর্থাৎ রাগদ্বেষহীনতারূপ এই যে লক্ষণটী বলা হইল ইহার দ্বারা অপরে স্থিতপ্রজ্ঞ কিনা তাহা বুঝা যায়না। তবে নিজে স্থিতপ্রজ্ঞতার উপযুক্ত হইয়াছি কিনা তাহা মাত্র বুঝা যায়। এই অভিপ্রায়েই এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কারণেই এই লক্ষণটী স্বার্থ অর্থাৎ নিজ অনুভবের নিমিত্ত, কিন্তু ইহা পরার্থ, পরের অনুভবের জন্য নহে। ৫—২২॥

অনুবাদ—গুণাতীত ব্যক্তির এই প্রকার লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে "উদাসীন" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে তিনি 'কিমাচার' অর্থাৎ তাঁহার (গুণাতীত ব্যক্তির) আচার (আচরণ) কিরূপ, এই দ্বিতীয় প্রশ্নটীর প্রতিবচন (উত্তর) বলিতেছেন।১ **উদাসীনবৎ**=উদাসীন ব্যক্তি যেমন বিবদমান (বিবাদকারী) দুইটী পক্ষের মধ্যে কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন না এবং তিনি কাহারও প্রতি অনুরক্তও হন কিংবা বিদ্বেষও দেখান না, সেইরূপ এই আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি রাগ দ্বেষবিহীন হওয়ায় **আসীনঃ**=তিনি নিজ স্বরূপেই অবস্থিত থাকিয়া **গুণৈঃ**=সুখদুঃখাদিরূপে পরিণত গুণ সকলের দ্বারা **ন বিচাল্যতে**=বিচালিত হন না অর্থাৎ নিজ স্বরূপাবস্থিতি হইতে প্রচ্যাবিত হন না।২ কিন্তু **গুণাঃ এব**=এই গুণগুলিই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়াকারে পরিণত হইয়া **বর্ত্তন্তে**=পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে আমি হইতেছি সূর্য্যের ন্যায় এই সমস্ত বস্তুরই ভাসক অর্থাৎ প্রকাশক; এই সমস্ত ভাস্য পদার্থের কোনও ধর্ম্মের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, এই জড় প্রকাশ্য (চিৎ-ভাস্য) প্রপঞ্চ স্বপ্ন মায়াস্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি স্বয়ং কিন্তু স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব, পরমার্থসত্য, নির্ব্বিকার এবং দ্বৈতশূন্য **ইত্যেবং**=এই প্রকার নিশ্চয়

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

সমদুঃখসুখঃ, স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ, ধীরঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ যাঁহার সমান, যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত, এবং-লোষ্ট্রে, প্রস্তরে ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য জ্ঞান, যিনি ধীর, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান এবং যিনি স্বকীয় স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান করেন, তিনি গুণাতীত ॥ ২৪

নুঃ পৃথক্কার্য্যঃ।৪ নেঙ্গতে নতু ব্যাপ্রিয়তে কুত্রচিৎ, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি তৃতীয়গতেনান্বয়ঃ ॥৫—২৩॥

সমে দুঃখসুখে দ্বেষরাগশূন্যতয়ানাত্মধর্ম্মতয়াঽনৃততয়া চ যস্য স সমদুঃখসুখঃ।১ কস্মাদেবং যস্মাৎ স্বস্থঃ স্বস্মিন্নাত্মন্যেব স্থিতো দ্বৈতদর্শনশূন্যত্বাৎ।২ অতএব সমানি হেয়োপাদেয়ভাবরহিতানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য স তথা লোষ্ট্রঃ। পাংসুপিণ্ডঃ।৩ অতএব তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখসাধনে যস্য হিতসাধনত্বাহিতসাধনত্ববুদ্ধিবিষয়ত্বাভাবেনোপেক্ষণীয়ত্বাৎ।৪ ধীরঃ ধীমান্ ধৃতিমান্ বা। অতএব তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী দোষকীর্ত্তনগুণকীর্ত্তনে যস্য স গুণাতীত উচ্যত ইতি দ্বিতীয়গতেনান্বয়ঃ।৫—২৪ ॥

করিয়া যঃ **অবতিষ্ঠতি**=তিনি স্বরূপে অবস্থিত হয়েন। "অবতিষ্ঠতি" ইহা "অবতিষ্ঠতে" হইবে।৩ (এই শ্লোকটীর শেষাংশে) "যোঽবতিষ্ঠতি" ইহার স্থানে "যোনু তিষ্ঠতি" এইপ্রকার পাঠও আছে। এরূপ পাঠ ধরিলে "নু" এই শব্দটীকে ('তিষ্ঠতি' হইতে) পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে।৪ তিনি **ন ইঙ্গতে**=ইঙ্গনযুক্ত হন না অর্থাৎ কোথাও ব্যাপৃত হন না। 'তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন'—তৃতীয় শ্লোকের এই অংশের সহিত ইহার অন্বয় হইবে।৫—২৩॥

অনুবাদ—তিনি **সমদুঃখসুখঃ**=যিনি রাগদ্বেষশূন্য হইয়াছেন বলিয়া এবং সুখদুঃখাদি অনাত্মার ধর্ম্ম এবং অনৃত বলিয়াও যাঁহার নিকটে সুখ ও দুঃখ সমান তিনি "সমদুঃখসুখঃ"।১ এইরূপ হইবার কারণ কি? (উত্তর) ইহার কারণ এই যে তিনি **স্বস্থঃ**=নিজ মধ্যে—আত্মভাবেই অবস্থিত, যেহেতু তিনি দ্বৈতদর্শনবিহীন হইতেছেন।২ আর এই কারণে তিনি **সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ**=লোষ্ট, অশ্ম (পাষান বা প্রস্তর খণ্ড) এবং কাঞ্চন—এইগুলি যাঁহার নিকট সম (সমান) অর্থাৎ হেয়োপাদেয়ভাবরহিত অর্থাৎ তাঁহার নিকটে অশ্ম কিংবা লোষ্ট যে হেয় এবং কাঞ্চন যে উপাদেয় তাহা নহে; সবই তাঁহার কাছে সমান। লোষ্ট অর্থ ধূলিপিণ্ড অর্থাৎ ঢেলা প্রভৃতি।৩ আর তিনি **তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ঃ**=প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখসাধনরূপ প্রিয় এবং দুঃখসাধনরূপ অপ্রিয় বস্তু তাঁহার নিকটে তুল্য; ইহা আমার হিতের সাধন—ইহা হইতে আমার ভাল হইবে এবং ইহা আমার অহিতসাধন—ইহা হইতে আমার মন্দ হইবে—এইপ্রকার জ্ঞান না থাকায় উভয়ই তাঁহার নিকট উপেক্ষার বিষয়।৪ আর তিনি **ধীরঃ**=ধীমান্ অথবা ধৃতিমান্। আর এই কারণে তিনি **তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ**=দোষকীর্ত্তনরূপ নিন্দা এবং গুণকীর্ত্তনরূপ আত্মসংস্তুতি (নিজ প্রশংসা) এ দুইটীই তাঁহার নিকট সমান। এতাদৃশ যে ব্যক্তি 'তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন'—দ্বিতীয় শ্লোকের এই অংশের সহিত ইহার অন্বয় বুঝিতে হইবে।৫—২৪॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী. সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে অর্থাৎ যাঁহার মান ও অপমানে সমান বোধ, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে সমান জ্ঞান এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী, তিনিই গুণাতীত ॥ ২৫

মানঃ সৎকারঃ আদরাপরপর্য্যায়ঃ, অপমানস্তিরস্কারোঽনাদরাপরপর্য্যায়ঃ তয়োস্তুল্যঃ হর্ষবিষাদশূন্যঃ। নিন্দাস্তুতী শব্দরূপে মানাপমানৌ তু শব্দমন্তরেণাপি কায়মনোব্যাপারবিশেষাবিতি ভেদঃ।১ অত্র পকারবকারয়োঃ পাঠবিকল্পেঽপ্যর্থঃ স এব।২ তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ মিত্রপক্ষস্যেবারিপক্ষস্যাপি দ্বেষাবিষয়ঃ স্বয়ং তয়োরনুগ্রহনিগ্রহশূন্য ইতি বা।৩ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ কর্ম্মাণি তান্ সর্ব্বান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স তথা দেহযাত্রামাত্রব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ।৪ উদাসীনবদাসীন ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারাচারো গুণাতীতঃ স উচ্যতে।৫ যদুক্তমুপেক্ষকত্বাদি তদ্বিদ্যোদয়াৎ

অনুবাদ—'মান' অর্থ সৎকার, যাহার অপর নাম আদর; অপমান তিরস্কার, যাহার অপর নাম অনাদর। এই মান এবং অপমানে তিনি তুল্য অর্থাৎ তিনি সম্মানে হর্ষশূন্য এবং অপমানেও বিষাদশূন্য।১ নিন্দা এবং স্তুতি (প্রশংসা), ইহা শব্দাত্মক অর্থাৎ লঘুতাসূচক কথা বলিয়া যে অনাদর করা তাহা নিন্দা এবং গুণবত্ত্বজ্ঞাপক কথা বলিয়া যে আদর করা তাহাই স্তুতি বা প্রশংসা। আর মান ও অপমান হইতেছে কথা না বলিয়াও অর্থাৎ শব্দ প্রকাশ না করিয়াও কায়িক ও মানসিক ব্যাপারের দ্বারা অর্থাৎ আকার প্রকারে নিঃশব্দ আচরণের দ্বারা আদর ও অনাদর করা; ইহাই স্তুতিনিন্দা এবং মানাপমানের মধ্যে পার্থক্য।২ ('অপমান' এস্থলে যদিও 'অবমান' এই প্রকারে) 'প'কারস্থলে 'ব'কারেরও বিকল্পে পাঠ আছে তথাপি উহাও অর্থ ঐ একই। তিনি মিত্র পক্ষে এবং অরি পক্ষেও তুল্য;—তিনি যেমন মিত্র পক্ষের প্রতি যে স্বীয় বিদ্বেষ তাহার বিষয় হন না সেইরূপ শত্রুপক্ষের প্রতিও যে স্বীয় বিদ্বেষ তাহার বিষয় হন না অর্থাৎ তিনি মিত্র পক্ষের প্রতি যেমন বিদ্বেষ করেন না শত্রু পক্ষের প্রতিও সেইরূপ বিদ্বেষ পোষণ করেন না। অথবা তিনি তাহাদের উপর অনুগ্রহ এবং নিগ্রহশূন্য অর্থাৎ তিনি মিত্রপক্ষের উপর যে অনুগ্রহ করেন তাহা নহে এবং শত্রুপক্ষের উপর যে বিদ্বেষমূলক নিগ্রহ করেন তাহাও নহে।৩ আর তিনি **সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী**; যাহা আরব্ধ হয় তাহাই আরম্ভ এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'আরম্ভ' অর্থ কর্ম্মকে বুঝায়। সেই সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মকলাপকে পরিত্যাগ করা যাঁহার শীল (স্বভাব) তিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। যাহা হইতে কেবলমাত্র দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা ছাড়া তিনি অপর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।৪ "উদাসীনবদাসীন"=যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকেন ইত্যাদি সন্দর্ভে যে প্রকার আচারের কথা বলা হইয়াছে তাদৃশ আচার সম্পন্ন যে ব্যক্তি "গুণাতীতঃ স উচ্যতে"=তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।৫ উপেক্ষকত্ব প্রভৃতি যে বিষয়গুলি অভিহিত হইয়াছে, বিদ্যার উদয় হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে গুলি যত্নসাধ্য (যত্নসহকারে সম্পাদন করিতে

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে !
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

যশ্চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য. ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে অর্থাৎ যিনি আমাকে অনন্যভক্তি-যোগ-সহকারে সেবা করেন, তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভে যোগ্য হন ॥ ২৬

পূর্ব্বং যত্নসাধ্যং বিদ্যাধিকারিণা সাধনত্বেনানুষ্ঠেয়মুৎপন্নায়াং তু বিদ্যায়াং জীবন্মুক্তস্য গুণাতীতস্যোক্তং ধর্ম্মজাতমযত্নসিদ্ধং লক্ষণত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥৬—২৫॥

অধুনা কথমেতান্ গুণানতিবর্ত্ততে ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ—চস্ত্বর্থঃ। মামেবেশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিণং মায়য়া ক্ষেত্রজ্ঞতামাগতং পরমানন্দঘনং ভগবন্তং বাসুদেবমব্যভিচারেণ পরমপ্রেমলক্ষণেন ভক্তিযোগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ হয়) বলিয়া বিদ্যালাভের অধিকারী যে ব্যক্তি তাহার (পক্ষে) তাহা বিদ্যালাভের সাধন রূপে (উপায় স্বরূপে) অনুষ্ঠেয়; [অভিপ্রায় এই যে আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে উপেক্ষকত্ব আদি যে সমস্ত বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যত্নসহকারে সেইগুলির আচরণ করিতে হইবে, কারণ সেইগুলি বিদ্যালাভের সাধন বা উপায় স্বরূপ।] আর যখন বিদ্যা উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে তখন সেইগুলি অযত্নসিদ্ধ (স্বভাবসিদ্ধ বা স্বাভাবিক) হইয়া পড়ে বলিয়া সেগুলি তৎকালে যত্নসাপেক্ষ হয় না, কিন্তু আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়; কাজেই ঐগুলি তাদৃশ উৎপন্নবিদ্য জীবন্মুক্ত গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ বা চিহ্ন হইয়া থাকে [কারণ স্বভাবসিদ্ধ (স্বাভাবিক) ধর্ম্মকেই লক্ষণ বলা হয়। অর্থাৎ উপেক্ষকত্ব আদি বিষয়গুলি যাঁহার অযত্নসিদ্ধ—যাঁহার মধ্যে স্বভাবতঃ প্রকাশমান, তিনি গুণাতীত জীবন্মুক্ত পুরুষ] ।৬—২৫॥

ভাবপ্রকাশ—এই চারিটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ গুণাতীতের লক্ষণ বলিতেছেন। ইহা গুণের অতিক্রমণের ভূমি। স্থিতপ্রজ্ঞ ভূমিতে সত্ত্বের সংযমাবস্থার প্রাধান্য; ভক্তের ভূমিতে সত্ত্বের আরও উচ্চতর ভূমি অর্থাৎ মূলের ঐক্যদর্শন জন্য সমতার অনুভূতি। স্থিতপ্রজ্ঞ ভূমিতে ত্বং পদার্থের শোধন—subject এর শুদ্ধি। ভক্তভূমিতে তৎ পদার্থের শোধন অর্থাৎ object-এর শুদ্ধি। গুণাতীত ভূমিতে গুণের অতিক্রমণ অর্থাৎ transcendence; এস্থানের সমতা গুণসাম্য অর্থাৎ harmony নহে—ইহা transcendence-এর identity অর্থাৎ গুণাতীতের সমতা; এখানে উদাসীনবদাসীনঃ—গুণের দ্বারা চলন নাই। ইহা সত্ত্বে অবস্থিতি নহে—ইহা সত্ত্বের পারের ভূমি—এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-র ভেদ নাই। ইহা সকল ভেদের পারে, অভেদের বা ভেদাতীতের ভূমি ।২২—২৫

অনুবাদ—এই গুণগুলিকে কি প্রকারে অতিক্রম করা যায়, এইরূপ যে তৃতীয় প্রশ্ন, এইবারে "মাং চ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই উত্তর দিতেছেন—। এখানে 'চ' শব্দটী 'তু' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ 'চ' কারের অর্থ এখানে 'কিন্তু'। **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ যিনি মায়াবশতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল ভূতের অন্তর্য্যামী পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেব ঈশ্বর নারায়ণকে **অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন**=অব্যভিচরিত পরমপ্রেমরূপ যে ভক্তিযোগ—দ্বাদশ

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

হি অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা, অব্যয়স্য অমৃতস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ অর্থাৎ যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম এবং নিত্যমুক্ত বলিয়া নিত্য অমৃত-স্বরূপ মোক্ষেরও প্রতিষ্ঠা ; শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বলিয়া তৎকারণভূত সনাতন ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা ; আর আমিই পরমানন্দস্বরূপ এজন্য ঐকান্তিকসুখের প্রতিষ্ঠা ॥ ২৭

সেবতে সদা চিন্তয়তি স মদ্ভক্ত এতান্ প্রাগুক্তান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য দ্বৈতদর্শনেন বাধিত্বা ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি। সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তনমেব গুণাতীতত্বোপায় ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

অত্র হেতুমাহ—। ব্রহ্মণস্তৎপদবাচ্যস্য সোপাধিকস্য জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতোঃ প্রতিষ্ঠা পারমার্থিকং নির্ব্বিকল্পকং সচ্চিদানন্দাত্মকং নিরুপাধিকং তৎপদলক্ষ্যমহং নির্ব্বিকল্পকো বাসুদেবঃ প্রতিতিষ্ঠত্যত্রেতি প্রতিষ্ঠা কল্পিতরূপরহিতমকল্পিতং রূপম্ অতো যো মামনুপাধিকং ব্রহ্ম সেবতে স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি যুক্তমেব।১ কীদৃশস্য ব্রহ্মণঃ

অধ্যায়ে যাহা কথিত হইয়াছে, সেই ভক্তিযোগের দ্বারা যঃ **সেবতে**=যিনি সেবা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্তা করেন **সঃ**=সেই মদীয় ভক্ত ব্যক্তি **এতান্**=পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত **গুণান্**=গুণকে **সমতীত্য**=সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অদ্বৈতদর্শনের দ্বারা বাধিত করিয়া **ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে**=ব্রহ্মত্ব বা মোক্ষের যোগ্য হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তাই গুণাতীতত্ব লাভের উপায়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২৬॥

ভাবপ্রকাশ—সাক্ষাৎ জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমং বলিয়া এই শ্লোকে বলিতেছেন যে অব্যভচারিণী, অনন্য ভক্তির দ্বারাও এই গুণের হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। ভক্তি এবং জ্ঞান যেন দুই alternative (বৈকল্পিক) সাধন। জ্ঞানের দ্বারাও যে ভূমি লাভ করা যায়, ভক্তির দ্বারাও পরম্পরারূপে ভগ্‌বৎকৃপাতেও সেই ভূমি লাভ হয়। "মাঞ্চ" এই 'চ' দ্বারা এই বিকল্পই সূচিত হইয়াছে।২৬

অনুবাদ—উক্ত বিষয়টীর হেতু বলিতেছেন "ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তার দ্বারাই যে গুণাতীতত্বলাভ করা যায় তাহার কারণ কি তাহাই "ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, **অহং**=আমিই অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক (নির্ব্বিশেষ স্বরূপ) বাসুদেবই **ব্রহ্মণঃ**=ব্রহ্মের অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" বাক্যের 'তৎ' পদের বাচ্য অর্থ যে সোপাধিক (মায়োপাধিক বা মায়াশবলিত) ব্রহ্ম, যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু তাঁহার **প্রতিষ্ঠা**=পারমার্থিক নির্ব্বিকল্পক সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিরুপাধিক বস্তু যাহা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' পদের লক্ষ্য অর্থ তাহাই হইতেছি। 'যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই প্রতিষ্ঠা' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠা অর্থ কল্পিতরূপবিহীন যে অকল্পিত রূপ। এই কারণে, 'যে ব্যক্তি নিরুপাধিক ব্রহ্ম আমার সেবা করেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপতার যোগ্য হন, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।১

প্রতিষ্ঠাহমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং বিশেষণানি—অমৃতস্য বিনাশরহিতস্য অব্যয়স্য বিপরিণামরহিতস্য চ শাশ্বতস্যাপক্ষয়রহিতস্য চ ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণধর্ম্মপ্রাপ্যস্য সুখস্য পরমানন্দরূপস্য।২ সুখস্য বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজত্বং বারয়তি ঐকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ বিদ্যমানস্য ঐকান্তিকসুখরূপস্যেত্যর্থঃ।৩ এতাদৃশস্য ব্রহ্মণো যস্মাদহং বাস্তবং স্বরূপং তস্মান্মদ্ভক্তঃ সংসারান্মুচ্যত ইতি ভাবঃ।৪ তথাচোক্তং ব্রহ্মণা ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি,—"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোহক্ষরোহজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোহদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ।" ইতি। সর্ব্বোপাধিশূন্য আত্মা ব্রহ্ম ত্বমিত্যর্থঃ।৫ শুকেনাপি স্তুতিমন্তরেণৈবোক্তং,—"সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্" ইতি।৬ সর্ব্বেষামেব কার্য্যবস্তূনাং ভাবার্থঃ পরমার্থো ভবতি কার্য্যাকারেণ জায়মানে সোপাধিকে ব্রহ্মণি স্থিতঃ কারণসত্ত্বাতিরিক্তায়াঃ কার্য্যসত্তায়া অনভ্যুপগমাৎ।৭ তস্যাপি ভবতঃ কারণস্য সোপাধিকস্য ব্রহ্মণো ভাবার্থঃ সত্তারূপোহর্থো-

আমি কীদৃশ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপে "অমৃতস্য" ইত্যাদি বিশেষণগুলি বলা হইয়াছে। যে ব্রহ্ম **অমৃতস্য**=বিনাশশূন্য; যিনি **অব্যয়স্য** বিপরিণাম (বিকার) রহিত; যিনি **শাশ্বতস্য**=অপক্ষয় রহিত, যিনি **ধর্ম্মস্য**—জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ যে ধর্ম্ম তদ্দ্বারা প্রাপ্য এবং যিনি **সুখস্য**=পরমানন্দ স্বরূপ।২ সেই যে সুখ তাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন নহে; তাহার বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যত্ব বারণ করিবার জন্য বলিতেছেন **ঐকান্তিকস্য**; ঐকান্তিক সুখ অর্থ অব্যভিচারী, সকলদেশে সকল সময়ে যাহা বিদ্যমান; যিনি তাদৃশ ঐকান্তিক সুখস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ যে হেতু আমিই এতাদৃশ ব্রহ্মের বাস্তব স্বরূপ সেই কারণে যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন, ইহাই ভাবার্থ।৪ ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপই বলিয়াছিলেন যথা, "পুরাণ (সনাতন পুরুষ), সত্য, স্বয়ংজ্যোতিঃ, অনন্ত আদ্য (অনাদি), নিত্য, অক্ষর (অবিকারী), অজস্র সুখ (অপরিচ্ছিন্ন সুখ), নিরঞ্জন (অসঙ্গ), পূর্ণ, অদ্বিতীয়, উপাধিবিনির্ম্মুক্ত, অমৃত পুরুষ তুমিই একমাত্র আত্মা হইতেছে।" শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, তুমিই সকলপ্রকার উপাধি বিরহিত আত্মা ব্রহ্ম হইতেছ।৫ শুকদেবও স্তুতিবাদ না করিয়াই (সোজাসুজিভাবেই) এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—সমস্ত বস্তুরই যে ভাবার্থ বা সত্তা তাহা সোপাধিক ব্রহ্মে স্থিত (অবস্থিত) রহিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবার তাহারও (সেই সোপাধিক ব্রহ্মেরও) স্থিতি (আধার)। কাজেই কোন্ বস্তু অতৎ (তাঁহার বাহিরে) তাহা ঠিক কর ত অর্থাৎ কোনও বস্তুই তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে।৬ ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ,—সমস্ত কার্য্য পদার্থেরই যে ভাবার্থ অর্থাৎ সত্তারূপ পরমার্থ তাহা ("ভবতি"=) কার্য্যরূপে অভিব্যজ্যমান সোপাধিক ব্রহ্মেতেই ("স্থিতঃ"=) অবস্থিত হইতেছে (অর্থাৎ সোপাধিক ব্রহ্মই সমস্ত কার্য্যপদার্থের সত্তারূপ পরমার্থের আধার—অবলম্বন বা অধিষ্ঠান; যেহেতু কার্য্যপদার্থের কারণের সত্তা হইতে অতিরিক্ত কোনও সত্তা আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় না।" ভাবার্থ=

ভগবান্ কৃষ্ণঃ, সোপাধিকস্য নিরূপাধিকে কল্পিতত্বাৎ কল্পিতস্য চাধিষ্ঠানানতিরেকাৎ, ভগবতঃ কৃষ্ণস্য চ সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বেন পরমার্থসত্যনিরূপাধিব্রহ্মরূপত্বাৎ। অতঃ কিমতদ্বস্তু তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণাদন্যদ্বস্তু পারমার্থিকং কিং নিরূপ্যতাং তদেবৈকং পারমার্থিকং নান্যৎ কিমপীত্যর্থঃ। তদেতদিহাপ্যুক্তং ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি।৮ অথবা ত্বদ্ভক্তস্তদ্ভাবমাপ্নোতু নাম কথং নু ব্রহ্মভাবায় কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশাত্তবান্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণোহীতি। ব্রহ্মণঃ সত্তারূপ অর্থ হইতেছেন; যেহেতু সোপাধিক ব্রহ্ম নিরুপাধিক ব্রহ্মেই কল্পিত; আর কল্পিত (ভ্রমে ভাসমান) পদার্থ স্বীয় অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত নহে; আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকল কল্পনার (ভ্রমের) অধিষ্ঠান বলিয়া তিনিই পরমার্থসৎ নিরুপাধিক ব্রহ্ম। [**তাৎপর্য্য** এই যে, বিবর্ত্তবাদমতে সমস্ত কার্য্য পদার্থই কারণ পদার্থের উপর কল্পিত। আর কল্পিত পদার্থ তাহার কারণীভূত যে অধিষ্ঠান তাহারই সত্তায় এবং প্রকাশে সৎ বলিয়া এবং প্রকাশবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক কিন্তু কল্পিত কার্য্য পদার্থের অধিষ্ঠান অতিরিক্ত সত্তা যুক্তিতে সিদ্ধ হয় না। যদি কল্পিত পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলা যায় তাহা হইলে অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে যে ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় তাহা আর হইতে পারে না। কারণ শুক্তিতে ভাসমান রজতের যদি স্বতন্ত্র সত্তা থাকে তাহা হইলে শুক্তির সত্তার ন্যায় তাহারও সত্তা তথায় সত্যই রহিয়াছে বলিতে হয়। আর যাহা সত্য আছে তাহার কি আর বাধ হইতে পারে? যেহেতু যাহার বাধ হয় তাহা সত্য নহে, আর যাহা সত্য তাহার বাধও হয় না। অথচ শুক্তিকে যখন রজতরূপে দেখি, রজ্জুকে যখন সর্পরূপে দেখি, তাহার পরেই যখন বিশেষদর্শন হয় অর্থাৎ শুক্তিরূপে শুক্তিকে এবং রজ্জুরূপে রজ্জুকে দেখা হয় তখন তথায় প্রতীয়মান সেই রজত অথবা সর্প কোনটীই থাকে না—তখন আর তাহার সত্তা নাই। তখন তাহার সত্তা শুক্তি বা রজ্জুর সত্তাতেই লীন হইয়া যায়। এই কারণে বলিতে হয় যে কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্ত সত্তা নাই। অধিষ্ঠানের সত্তাতেই কল্পিত বস্তুর সত্তা এবং অধিষ্ঠানের স্ফুরণেই কল্পিত বস্তুর স্ফুরণ বা প্রকাশ হইয়া থাকে। কাজেই কল্পিত বস্তু তাহার অধিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত, লব্ধাস্পদ হইয়া থাকে। এই জগৎও একটী কল্পিত পদার্থ; আর স্বয়ম্প্রকাশ সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ইহার অধিষ্ঠান। সুতরাং এই সমস্ত কার্য্য-কারণাত্মক জগৎ ব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত।] জগৎকারণ সেই যে "ভবৎ"=উৎপদ্যমান (কার্য্যরূপে অভিব্যজ্যমান) সোপাধিক ব্রহ্ম (তিনিও যখন উৎপন্ন হন তখন) তাহারও যে 'ভাবার্থ' অর্থাৎ সত্তারূপ অর্থ তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তিনিই সোপাধিক ব্রহ্মের ভাবার্থ বা সত্তাস্বরূপ। ইহার হেতু এই যে, যাহা সোপাধিক তাহা নিরুপাধিকেই কল্পিত হইয়া থাকে (কাজেই সেই সোপাধিক ব্রহ্ম নিরুপাধিক ব্রহ্মেই কল্পিত); কেননা যাহা কল্পিত তাহা স্বীয় অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত নহে। আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কল্পনার (সকল কল্পিত পদার্থের) অধিষ্ঠান স্বরূপ, কারণ তিনিই পরমার্থসত্য নিরুপাধিক ব্রহ্ম। অতএব 'অতদ্বস্তু' কি আছে—এমন কি বস্তু আছে যাহা সেই শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া পারমার্থিক তাহা নিরূপণ কর ত! তিনিই একমাত্র পারমার্থিক বস্তু, অন্য কিছুই তাদৃশ নহে, ইহাই ফলিতার্থ। এই বিষয়টী এই গীতার

পরমাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা পর্য্যাপ্তিরহমেব নতু মদ্ভিন্নং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।৯ তথাঽমৃতস্যামৃতত্বস্য মোক্ষস্য চাব্যয়স্য সর্ব্বথানুচ্ছেদ্যস্য চ প্রতিষ্ঠাহমেব মষ্যেব। মোক্ষঃ পর্য্যবসিতো মৎপ্রাপ্তিরেব মোক্ষ ইত্যর্থঃ।১০ তথা শাশ্বতস্য নিত্যমোক্ষফলস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য চ পর্য্যাপ্তিরহমেব জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণো ধর্ম্মো মষ্যেব পর্য্যবসিতো ন তেন মদ্ভিন্নং কিঞ্চিৎপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ।১১ তথা ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ পর্য্যাপ্তিরহমেব পরমানন্দরূপত্বান্ন মদ্ভিন্নং কিঞ্চিৎ সুখং প্রাপ্যমস্তীত্যর্থঃ। তস্মাদ্‌যুক্তমেবোক্তং মদ্ভক্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি॥ ১২—২৭॥

পরাকৃতনমদ্‌বন্ধং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদ শিষ্য শ্রীমধুসূদন
সরস্বতী বিরচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ দীপিকায়াং
গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ।

মধ্যে এইখানেই "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে কথিত হইয়াছে! অথবা, এই শ্লোকটীর অবতারণার মূলে এই প্রকার শঙ্কা ছিল,—যাঁহারা তোমার ভক্ত তাঁহারা না হয় তোমাকেই পাইল, কিন্তু তাঁহারা কি প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপতালাভের যোগ্য হইতে পারে? কারণ তুমি ত ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি। "অহং হি" = আমিই "ব্রহ্মণঃ" = ব্রহ্মের অর্থাৎ যিনি পরমাত্মা তাঁহার প্রতিষ্ঠা পর্য্যাপ্তি বা পরিপূর্ণতা; ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন নহেন, ইহাই ভাবার্থ। আর যে অব্যয় (অনুচ্ছেদ্য)—কোন প্রকারেই—যাহার উচ্ছেদ বা শেষ নাই তাদৃশ যে অমৃত = অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ, আমিই তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মৎস্বরূপতাই অমৃতত্ব বা মোক্ষ। মোক্ষ আমাতেই পর্য্যবসিত অর্থাৎ মৎপ্রাপ্তি (শ্রীকৃষ্ণরূপ) মোক্ষ, ইহাই ফলিতার্থ।১ আর যে শাশ্বতধর্ম্ম = নিত্য (অনুচ্ছেদ্য) মোক্ষ যাহার ফল তাদৃশ যে ধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা, আমিই তাহার প্রতিষ্ঠা = পর্য্যাপ্তি বা স্বরূপ হইতেছি। জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ যে ধর্ম্ম তাহা আমাতেই (ভগবৎ স্বরূপতাতেই) পর্য্যবসিত হয়; এ কারণে আমার ভক্ত সেই যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে আমি ছাড়া (ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু যে প্রাপ্য থাকে তাহা নহে, ইহাই ভাবার্থ।১১ আর ঐকান্তিক যে সুখ তাহারও আমিই পর্য্যাপ্তি অর্থাৎ পরিপূর্ণতাস্বরূপ হইতেছি, কারণ আমিই পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া আমা ছাড়া অন্য কোন সুখ প্রাপ্তব্য নাই, কিন্তু মৎস্বরূপতা লাভই সুখপ্রাপ্তির চরম। অতএব "আমার ভক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়" এই প্রকার যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।১২—২৭।

যিনি প্রণতগণের বন্ধন মোচন করেন, সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্ব নররূপী ব্রহ্ম সেই যে নন্দনন্দনরূপ মহঃ (জ্যোতিঃ) তাহাকে আমি অভিবাদন (প্রণাম) করি।

ভাবপ্রকাশ—এই শ্লোকটী পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সূত্রস্থানীয়। পরমতত্ত্ব ও শ্রীভগবান্ একই বস্তু; তাই শ্রীভগবানের অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সগুণ রূপে যাঁহারা আকৃষ্ট হন তাঁহারাও সেই পরমতত্ত্বকেই প্রাপ্ত হন।২৭

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদের শিষ্য মধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক
বিরচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার গূঢ়ার্থদীপিকানামক টীকায় গুণত্রয়বিভাগ
যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ঊর্দ্ধমূলং অধঃশাখম্ অশ্বত্থং অব্যয়ম্ প্রাহুঃ ; ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি তং যঃ বেদ সঃ বেদবিৎ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন—ঊর্দ্ধ যাহার মূল এবং অধঃ যাহার শাখা—এতাদৃশ সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ অব্যয় সনাতন, কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্রস্বরূপ। যিনি এই সংসাররূপ অশ্বত্থকে অবগত আছেন, তিনি বেদবেত্তা ॥ ১

পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবতা সংসারবন্ধহেতূন্ গুণান্ ব্যাখ্যায় তেষামত্যয়েন ব্রহ্মভাবো মোক্ষো মদ্ভজনেন লভ্যত ইত্যুক্তং—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত" ইতি।১ তত্র মনুষ্যস্য তব ভক্তিযোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং স্বস্য ব্রহ্মরূপতাজ্ঞাপনায় সূত্রভূতোঽয়ং শ্লোকো ভগবতোক্তঃ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ" ইতি।২ অস্য সূত্রস্য বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং পঞ্চদশোঽধ্যায় আরভ্যতে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তৎপ্রেমভজনেন গুণাতীতঃ সন্ ব্রহ্মভাবং কথমাপ্নুয়াল্লোক ইতি।৩ তত্র ব্রহ্মণো হি

অনুবাদ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্, সংসাররূপ বন্ধনের হেতুস্বরূপ যে গুণত্রয় সেগুলির ব্যাখ্যা (বর্ণনা) করিয়া সর্ব্বশেষে "যে ব্যক্তি অব্যভিচরিত ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা (উপাসনা) করে সেই ব্যক্তি এই সমস্ত গুণকে সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভের উপযুক্ত হয়" এই সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে আমার ভজনার (ঈশ্বরের উপাসনার) প্রভাবে সেই গুণসকলকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।১ ইহাতে হয়ত সন্দেহ হইতে পারিত যে,—'তুমি একজন মানুষ ; তোমার উপর ভক্তিযোগ থাকিলেও ব্রহ্মভাবলাভ হইতে পারে কিরূপে?' এই জন্য নিজের ব্রহ্মরূপতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত অর্থাৎ তিনিই যে ব্রহ্ম তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য সেই অধ্যায়েরই অন্তে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ"—এই শ্লোকটী সূত্রস্বরূপে বলিয়াছেন।২ আর এই পঞ্চদশ অধ্যায়টী, সূত্রস্বরূপ পূর্ব্বাধ্যায়ের ঐ অন্তিম শ্লোকটীরই বৃত্তিরূপে (ব্যাখ্যাস্বরূপে) বলিতে আরম্ভ করিতেছেন, যাহাতে লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব (স্বরূপ) জানিয়া তাঁহার উপর প্রেম সহকারে তাঁহাকে ভজনা করতঃ গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারে।৩ সে স্থলে, "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি ভগবদ্‌বাণী শুনিয়া অর্জ্জুনের

প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদিভগবদ্বচনমাকর্ণ্য মম তুল্যো মনুষ্যোঽয়ং কথমেবং বদতীতি বিস্ময়াবিষ্টমপ্রতিভয়া লজ্জয়া চ কিঞ্চিদপি প্রষ্টুমশক্নুবন্তমর্জ্জুনমালক্ষ্য কৃপয়া স্বস্বরূপং বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ—।৪ তত্র বিরক্তস্যৈব সংসারাদ্ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারো নান্যথেতি পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং পরমেশ্বরাধীনপ্রকৃতিপুরুষসংযোগকার্য্যং সংসারং বৃক্ষরূপকল্পনয়া বর্ণয়তি বৈরাগ্যায় প্রস্তুতগুণাতীতত্বোপায়ত্বাত্তস্য—।৫ ঊর্দ্ধমুৎকৃষ্টং মূলং কারণং স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপত্বেন নিত্যত্বেন চ ব্রহ্ম।৬ অথবা ঊর্দ্ধং সর্ব্বসংসারবাধেঽপ্যবাধিতং সর্ব্বসংসারভ্রমাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম, তদেব মায়য়া মূলমস্যেত্যূর্দ্ধমূলম্।৭ অধ ইত্যর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদ্যা গৃহ্যন্তে। তে নানাদিক্প্রসৃতত্বাচ্ছাখা ইব শাখা অস্যেত্যধঃশাখম্।৮ আশুবিনাশিত্বেন ন শ্বোঽপি স্থাতেতি বিশ্বাসানর্হমশ্বত্থং মায়াময়ং সংসারবৃক্ষমব্যয়মনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়মাত্মজ্ঞানমন্তরেণানুচ্ছেদ্যমনন্তমব্যয়মাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ।৯ শ্রুতয়স্তাবৎ—“ঊর্দ্ধমূলোঽর্ব্বাক্শাখ

বিস্ময় হইল যে, ইনি ত আমারই মত একজন মানুষ; তবে ইনি একথা বলেন কিরূপে? আবার তিনি অপ্রতিভা এবং লজ্জাবশত কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছেন না। অর্জ্জুনকে তদবস্থ দেখিয়া শ্রীভগবান্ কৃপাসহকারে নিজ স্বরূপ বলিতে অভিলাষী হইয়া বক্ষ্যমাণ বিষয় বলিয়াছিলেন।৪ তন্মধ্যে,—যিনি সংসার হইতে বিরক্ত (বৈরাগ্যপ্রাপ্ত) হইয়াছেন তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার, তাহা না হইলে তাহাতে অধিকার নাই, এই প্রকার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ঈশ্বরাধীন প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ সম্ভূত সংসারের কথা বলিয়াছেন এক্ষণে সেই সংসারে যাহাতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তজ্জন্য সেই সংসাররূপ কার্য্যকে বৃক্ষ কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিতেছেন “ঊর্দ্ধমূলম্” ইত্যাদি; কারণ এতাদৃশ সংসারে যে বৈরাগ্য তাহাই প্রস্তুত (বর্ণনীয়) গুণাতীতত্বলাভের উপায় হইতেছে।৫ **ঊর্দ্ধমুলম্**=ঊর্দ্ধ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মূল অর্থাৎ কারণ; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ এবং নিত্য (শাশ্বত) বলিয়া তিনিই সেই ঊর্দ্ধ (উৎকৃষ্ট) মূল (কারণ)।৬ অথবা ঊর্দ্ধ অর্থ—নিখিল সংসার বাধিত (নষ্ট) হইয়া গেলেও যাহা অবাধিত থাকে; অখিল সংসাররূপ ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ সেই যে ব্রহ্ম তিনিই মায়াপ্রযুক্ত মূল (কারণ) যাহার তাহাই ঊর্দ্ধমূল।৭ **অধঃশাখম্**=অধঃ বলিতে এখানে অর্ব্বাচীন (পরকালবর্ত্তী বা ন্যূনসত্তাক) কার্য্যোপাধি হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। সেই অর্ব্বাচীন কার্য্যোপাধি হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি জীবগণ বৃক্ষশাখার ন্যায় নানাদিকে বিস্তৃত (ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত) হওয়ায় যাহার শাখাস্বরূপ হইতেছেন, তাহাই অধঃশাখ।৮ **অশ্বত্থম্**=যাহা আশুবিনাশী অর্থাৎ শীঘ্র বিনশ্বর বলিয়া শ্বঃও (আগামী কল্যও) থাকিবে না তাহাই অশ্বত্থ।* একারণে যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য; এতাদৃশ যে মায়াময় সংসার বৃক্ষ তাহাকে **অব্যয়ম্**=অব্যয় অর্থাৎ ইহা অনাদি অনন্ত দেহাদি সন্তানের (শরীরেন্দ্রিয়াদি প্রবাহের) আশ্রয় হওয়ায় আত্মজ্ঞান বিনা ইহাকে ছেদন করা যায় না; এই জন্য

---

* [শ্বঃ=আগামী দিবস পর্য্যন্ত “তিষ্ঠতি”=থাকে যাহা তাহা ‘শ্বত্থ’; “ন শ্বত্থঃ”=যাহা শ্বত্থ নহে তাহা অশ্বত্থ। পৃষোদরাদিগণীয় বলিয়া ‘শ্বঃ’ এই অব্যয়ের সকারলোপাদি হইয়া ‘শ্বত্থ’ শব্দটী নিষ্পন্ন; তাহার পর নঞ্‌তৎপুরুষ সমাসে ‘অশ্বত্থ’ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই টীকায় যে অর্থ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।]

এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন” ইত্যাদ্যাঃ কঠবল্লীষু পঠিতাঃ। অর্ব্বাঞ্চো নিকৃষ্টাঃ কার্য্যোপাধয়ো মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ো বা শাখা অস্যেত্যর্ব্বাক্‌শাখ ইত্যধঃশাখপদসমানার্থম্। সনাতন ইত্যব্যয়পদসমানার্থম্ ১০ স্মৃতয়শ্চ—“অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ। মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ। আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্ ব্রহ্মবনঞ্চাস্য ব্রহ্মাচরতি সাক্ষিবৎ। এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্মগতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুন”রিত্যাদয়ঃ।১১ অব্যক্তমব্যাকৃতং মায়োপাধিকং ব্রহ্ম, তদেব মূলং কারণং, তস্মাৎ প্রভবো যস্য স তথা। তস্যৈব মূলস্যাব্যক্তস্যানুগ্রহাদতিদৃঢ়ত্বাদুত্থিতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ। বৃক্ষস্য হি শাখাঃ স্কন্ধাদুদ্ভবন্তি। সংসারস্য চ বুদ্ধেঃ সকাশান্নানাবিধাঃ পরিণামা ভবন্তি। তেন সাধর্ম্ম্যেণ বুদ্ধিরেব স্কন্ধস্তন্ময়স্তৎপ্রচুরোঽয়ম্। ইন্দ্রিয়াণামন্তরাণি ছিদ্রাণ্যেব

ইহাকে অব্যয়ং প্রাহুঃ=শ্রুতি স্মৃতিগণ বলিয়া থাকেন।৯ এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যনিচয় যথা,—“ঊর্দ্ধমূল অর্বাক্‌শাখ এই অশ্বত্থ সনাতন হইতেছে” ইত্যাদি; এই বাক্য সকল কঠবল্লীতে (কঠোপনিষদের ষষ্ঠ বল্লীতে) পঠিত হইয়াছে। (ঐ শ্রুতিবাক্যের অর্থ—) অর্ব্বাক্ অর্থাৎ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট (ন্যূনসত্তাক) কার্য্যোপাধি জীবগণ অথবা মহৎ, অহঙ্কার তন্মাত্র প্রভৃতিগুলি যাহার শাখা তাহা অর্ব্বাক্‌শাখ। এইরূপে শ্রুতির এই পদটী এ স্থলের “অধঃশাখম্” এই পদের সমানার্থক অর্থাৎ শ্রুতির ‘অর্ব্বাক্‌শাখ’ এবং এস্থলের ‘অধঃশাখ’ এই দুইটী শব্দ পৃথক্ হইলেও ইহাদের অর্থ অভিন্ন। আর শ্রুতিপঠিত “সনাতন” এই শব্দটী এখানকার “অব্যয়” এই পদের সমানার্থক।১০ এ সম্বন্ধে স্মৃতি বচনসকল যথা, “এই যে ব্রহ্মবৃক্ষ ইহা অব্যক্তমূলপ্রভব; ইহা সেই অব্যক্তরূপ মূল কারণেরই অনুগ্রহে উত্থিত; ইহা বুদ্ধিস্কন্ধময়; ইন্দ্রিয়রূপ অন্তর (ছিদ্র) সকল ইহার কোটর; মহাভূত সকল ইহার বিশাখা (বিবিধ শাখা); ইহা বিষয়রূপ পত্ররাশিতে পত্রবান্; ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার সুপুষ্প; সুখ দুঃখরূপ যে ফল ইহাতে তাহারই উদয় অর্থাৎ জন্ম বা প্রকাশ হয়। এই সনাতন ব্রহ্মবৃক্ষটী সকল ভূতের (জীবের) আজীব্য (অবলম্বন)। ইহাই ব্রহ্মবন; ব্রহ্ম ইহার মধ্যে সাক্ষীর ন্যায় আচরণ করেন অর্থাৎ দ্রষ্টা হইয়া উদাসীন থাকেন। জ্ঞানরূপ পরম অসির দ্বারা ইহাকে ছেদন করিয়া এবং ভেদ করিয়া তদনন্তর আত্মগতি লাভ করিলে তাহা হইতে আর পুনরায় ফিরিতে হয় না” ইত্যাদি।১১ “অব্যক্তমূলপ্রভবঃ” ইহার অর্থ এইরূপ,—অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যাকৃত মায়োপাধিক ব্রহ্ম; তাহাই মূল অর্থাৎ কারণ; সেই অব্যক্তরূপ মূল হইতে যাহার প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি হয় তাহাই অব্যক্তমূলপ্রভব। “তস্যৈব”=তাঁহারই অর্থাৎ সেই অব্যক্তরূপ মূলেরই অনুগ্রহে অর্থাৎ সেই মূল বা কারণটী অতিশয় দৃঢ় হওয়ায় তাহা হইতে যাহা উত্থিত=সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। বৃক্ষের স্কন্ধ (গুঁড়ি) থেকেই তাহার শাখা সকল উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি হইতেই এই সংসারেরও নানারকম পরিণাম হইয়া থাকে। এই সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) অনুসারেই বুদ্ধিকেই স্কন্ধ বলা হইয়াছে। ইহা সেই বুদ্ধিরূপ যে স্কন্ধ, তন্ময় অর্থাৎ তৎপ্রচুর—বুদ্ধিস্কন্ধপ্রচুর, অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ স্কন্ধই ইহার প্রধান অংশ হইতেছে। আর ইন্দ্রিয়গণের যে অন্তর অর্থাৎ ছিদ্রসকল আছে সেইগুলিই যাহার কোটরস্বরূপ তাহা “ইন্দ্রিয়ান্তর

কোটরাণি যস্য স তথা। মহান্তি ভূতান্যাকাশাদীনি পৃথিব্যন্তানি বিবিধাঃ শাখা যস্য, বিশাখঃ স্তম্ভো যস্যেতি বা। আজীব্য উপজীব্যঃ। ব্রহ্মণা পরমাত্মনাঽধিষ্ঠিতো বৃক্ষো ব্রহ্মবৃক্ষঃ। আত্মজ্ঞানং বিনা ছেত্তুমশক্যতয়া সনাতনঃ। এতৎ ব্রহ্মবনং অস্য ব্রহ্মণো জীবরূপস্য ভোগ্যং বননীয়ং সম্ভজনীয়মিতি বনং ; ব্রহ্ম সাক্ষিবদাচরতি, ন ত্বেতৎকৃতেন লিপ্যত ইত্যর্থঃ। এতৎ ব্রহ্মবনং সংসারবৃক্ষাত্মকং ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ অহং ব্রহ্মাস্মীত্যতিদৃঢ়জ্ঞানখড়্গেন সমূলং নিকৃত্যেত্যর্থঃ। আত্মরূপাং গতিং প্রাপ্য তস্মাদাত্মরূপান্মোক্ষান্নাবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমিতরৎ।১২ অত্র চ গঙ্গাতরঙ্গ তুদ্যমানোত্তুঙ্গতত্তীর তির্য্যঙ্‌নিপতিতমর্দ্ধোন্মূলিতং মারুতেন মহান্তমশ্বত্থমুপমানীকৃত্য জীবন্তমিয়ং রূপককল্পনেতি দ্রষ্টব্যম্। তেন নোর্দ্ধমূলত্বাধঃশাখত্বাদ্যনুপপত্তিঃ।১৩ যস্য মায়াময়স্যাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি ছাদনাত্তত্ত্ববস্তুপ্রাবরণাৎ সংসারবৃক্ষরক্ষণাদ্বা কর্ম্মকাণ্ডানি ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণানি পর্ণানীব পর্ণানি। যথা বৃক্ষস্য

কোটর।” মহৎ ভূতসকল অর্থাৎ আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত ভূতসকল হইয়াছে বিশাখা অর্থাৎ বিবিধ প্রকার শাখা যাহার তাহা “মহাভূতবিশাখ”। অথবা বিশাখা অর্থ স্তম্ভ। ইহাই ‘আজীব্য, অর্থাৎ উপজীব্য বা অবলম্বনীয়। ইহা “ব্রহ্মবৃক্ষ”=ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অর্থাৎ পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বৃক্ষ। আত্মজ্ঞান ব্যতীত ইহাকে ছেদন করা অসম্ভব ; এই কারণে ইহা সনাতন, অর্থাৎ ইহা বরাবরই বর্ত্তমান আছে। ইহা “ব্রহ্মবন”—ইহা জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ্য বনস্থানীয় অর্থাৎ কাহারও যেমন উপভোগ্য বন বা উপবন থাকে এই সংসারটীও সেইরূপ জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ্য বনস্বরূপ। অথবা ইহা “বননীয়” অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের ভজনীয় বা আশ্রয়ণীয়—ভোগ্য বলিয়া ‘বন’ এই নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম ইহাতে সাক্ষীর ন্যায় আচরণ করেন, অর্থাৎ তিনি কিন্তু এতৎকৃত কর্ম্মাদিতে লিপ্ত হন না। সংসারবৃক্ষাত্মক এই ব্রহ্মবনকে “ছিত্ত্বা”=ছেদন করিয়া এবং ইহাকে “ভিত্ত্বা”=ভেদ করিয়া অর্থাৎ “অহং ব্রহ্মাস্মি”=‘আমি ব্রহ্ম হইতেছি’ এই প্রকার অতিদৃঢ় জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা তাহাকে সমূলে কাটিয়া, আত্মস্বরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া সেই আত্মস্বরূপভুত মোক্ষ হইতে আর ফিরিয়া আসেন না, ইহাই ফলিতার্থ। অন্যান্য স্থলগুলির অর্থ স্পষ্টই আছে।১২ এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে,—গঙ্গার উত্তুঙ্গ (অত্যুন্নত) তীরভূমিতে গঙ্গাতরঙ্গে তুদ্যমান হওয়ায় (অর্থাৎ তাড়িত বা প্রতিনিয়ত আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় যাহার মূলস্থ মৃত্তিকা ধৌত হওয়ায় যাহা শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া) প্রবল প্রভঞ্জনে অর্দ্ধোন্মূলিত হওয়ায় যাহা (তথায় তীরভূমি হইতে জলের দিকে) তির্য্যক্‌ভাবে নিপতিত হইয়াছে অথচ যাহা জীবন্ত রহিয়াছে (শুকাইয়া যায় নাই) তাদৃশ অশ্বত্থ বৃক্ষকে উপমান (দৃষ্টান্ত) করিয়া এই প্রকার রূপক কল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই মূলে যে উর্দ্ধমূলত্ব ও অধঃশাখত্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষকে উর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অনুপপন্ন (অসঙ্গত বা অসম্ভব) হয় না।১৩ ছন্দাংসি=ছাদন করে বলিয়া অর্থাৎ তত্ত্ব বস্তুকে প্রাবৃত করে বলিয়া অথবা সংসাররূপ বৃক্ষকে রক্ষা করে বলিয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক তিন বেদের কর্ম্মকাণ্ড সকলকে ছন্দঃ বলা হয়। ঐই ছন্দসকল “যস্য”=যে মায়াময় অশ্বত্থ বৃক্ষের “পর্ণানি”=পত্ররাশির সদৃশ। কারণ বৃক্ষের পাতাগুলি যেমন তাহাকে

পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি ভবন্তি তথা সংসারবৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি কর্ম্মকাণ্ডানি ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাত্তেষাম্।১৪ যস্তং যথাব্যাখ্যাতং সমূলং সংসারবৃক্ষং মায়াময়মশ্বত্থং বেদ জানাতি স বেদবিৎ কর্ম্মব্রহ্মাখ্যবেদার্থবিৎ স এবেত্যর্থঃ।১৫ সংসারবৃক্ষস্য হি মূলং ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভাদয়শ্চ জীবাঃ শাখাস্থানীয়াঃ। স চ সংসারবৃক্ষঃ স্বরূপেণ বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ চানন্তঃ। স চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সিচ্যতে ব্রহ্মজ্ঞানেন চ ছিদ্যত ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ।১৬ যশ্চ বেদার্থবিৎ স এব সর্ব্ববিদিতি সমূলবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি স বেদবিদিতি॥১৭—১॥

পরিরক্ষণ করিবার নিমিত্তই হইয়া থাকে সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড সকলও এই সংসাররূপ বৃক্ষের পরিরক্ষণের জন্যই রহিয়াছে ; কেননা সেই কর্ম্মকাণ্ড সকল ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলের প্রকাশ করিয়া থাকে।১৪ [**তাৎপর্য্য** এই যে, জীব (মানুষ) কর্ম্ম করিতে থাকিলে সেই কর্ম্মের ফলে ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, তির্য্যক্ত্ব আদি জন্মলাভ করিয়া থাকে। আবার সেই শরীরারম্ভক কর্ম্মের ভোগ হইলে সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী দেহ পরিগ্রহ করে। এই প্রকারে এই জন্মমরণচক্র ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অনবরতই চলিতেছে, উহার আর বিশ্রাম নাই। আর মানুষ যে কর্ম্ম করে তাহা বেদবিহিত অথবা বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মই করিয়া থাকে—বেদানুমোদিত এবং বেদানুমোদিত কর্ম্ম ছাড়া আর কর্ম্ম নাই। সেই কর্ম্মপ্রতিপাদক যে বেদ—অর্থাৎ বেদের যে কর্ম্মকাণ্ড তাহা ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রিবিধ মন্ত্রাত্মক হওয়ায় তিনভাগে বিভক্ত। ঐ যে ভাগত্রয়াত্মক বেদ উহার অপর নাম ছন্দঃ। সেই ছন্দঃ নামক ভাগত্রয়াত্মক বেদকে এখানে ভগবান্ এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের পর্ণ অর্থাৎ পত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার হেতু এই যে, গাছের পাতাগুলি যেমন তাহাকে শীতাতপ বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে এবং চন্দ্ররশ্মি বায়ু আদি আহার সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সজীব রাখে সেইরূপ কর্ম্মপ্রতিপাদক এই ভাগত্রয়াত্মক কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদও বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনা দিয়া ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। বেদোদিত কর্ম্ম না করাও বেদের প্রতিষেধের বিষয় হওয়ায়—তাহাও নিষেধের অন্তর্গত। আর সেই নিষিদ্ধ আচরণ করায় জীব যে অধোগতি লাভ করে তাহাও সংসার বৃক্ষের পরিস্থিতিরই পরিপোষক।]১৪ **যঃ**=যে ব্যক্তি **তং**=ঐ যথাবর্ণিত মায়াময় অশ্বত্থনামক সংসারবৃক্ষকে **বেদ**=সমূল (কারণের সহিত) অবগত আছেন **স বেদবিৎ**=তিনিই কর্ম্মকাণ্ডাত্মক এবং ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদের অর্থ অবগত আছেন, ইহাই ভাবার্থ।১৫ ব্রহ্মই হইতেছেন এই সংসারবৃক্ষের মূল বা কারণ। আর হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি জীবগণ সেই ব্রহ্মের শাখাস্থানীয়। এই যে সংসারবৃক্ষ ইহা স্বরূপতঃ বিনশ্বর বটে কিন্তু ইহা প্রবাহরূপে অনাদি। আর বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের দ্বারা সেই সংসারবৃক্ষ সিক্ত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মজ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা তাহা ছিন্ন হইয়া থাকে। ইহাই হইতেছে বেদার্থ (বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়)।১৬ আর যিনি বেদার্থবিৎ তিনিই সর্ব্ববিৎ হইয়া থাকেন। এইরূপ অভিপ্রায়ে "স বেদবিৎ" এই সন্দর্ভে এই সমূল সংসারবৃক্ষবিষয়ক জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন। ১৭—১॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ অধঃ উর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাঃ ; মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অধশ্চ অনুসন্ততানি অর্থাৎ ইহার শাখাগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; উহা বিষয়রূপ তরুণ-পল্লব-বিশিষ্ট ; শাখাগুলি অধঃ এবং উর্দ্ধ বিস্তৃত আছে ; আর মনুষ্যলোকে ইহার কর্ম্মানুবন্ধি মূল সকল নিম্নে বিস্তৃত আছে ॥ ২

তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যাবয়বসম্বন্ধিন্যপরা কল্পনোচ্যতে—। পূর্ব্বং হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাঃ, ইদানীং তু তদ্গতো বিশেষ উচ্যতে। ১ তেষু যে কপূয়চরণা দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ বিস্তারং গতাঃ।২ যে তু রমণীয়চরণাঃ সুকৃতিনস্তে উর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ। অতোঽধশ্চ মনুষ্যত্বাদারভ্য-বিরিঞ্চিপর্য্যন্ত মূর্দ্ধং চ তস্মাদেবারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ।৩ কীদৃশ্যস্তা গুণৈঃ সত্বরজস্তমোভির্দ্দেহেন্দ্রিয়বিষয়াকারপরিণতৈর্জ্জলসেচনৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীভূতাঃ।৪ কিঞ্চ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবা ইব যাসাং সংসারবৃক্ষশাখানাং তাস্তথা ; শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সম্বন্ধাদ্রাগাধিষ্ঠানত্বাচ্চ।৫ কিঞ্চ অধশ্চ, চশব্দাদূর্দ্ধঞ্চ

অনুবাদ—সেই সংসারবৃক্ষেরই অবয়ব সম্বন্ধে অন্যপ্রকার কল্পনা বলিতেছেন—"অধশ্চ" ইত্যাদি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি কার্য্যোপাধি জীবগণ এই সংসারবৃক্ষের শাখা স্থানীয়। এক্ষণে আবার তাহারই বিশেষত্ব বলা হইতেছে অর্থাৎ সেই জীবাত্মক শাখারই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইতেছে।১ সেই সমস্ত কার্য্যোপাধি (অবিদ্যোপাধি) জীবগণের মধ্যে যাহারা 'কপূয়চরণ' (কদাচারী) সেই সমস্ত দুস্কৃতিগণ ইহার **অধঃ**=অধোভাগে (নিম্নদিকে) অর্থাৎ পশ্বাদিযোনিতে **প্রসৃতাঃ**=বিস্তারপ্রাপ্ত বিস্তৃত (শাখাস্থানীয়)। অর্থাৎ যাহারা দুস্কৃতকারী ব্যক্তি শাখাস্থানীয় তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া, পশু আদি যোনিতে জন্মায় বলিয়া তাহারা এই সংসারবৃক্ষের অধঃপ্রসৃত (অধোভাগে বিস্তৃত) শাখাস্বরূপ।২ আর যাঁহারা 'রমণীয়চরণ' (সদাচারী) সুকৃতী তাঁহারা **উর্দ্ধং**=উর্দ্ধে প্রসৃত শাখা অর্থাৎ তাঁহারা উর্দ্ধে দেবাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সেই সংসার বৃক্ষের উর্দ্ধপ্রসৃত (উর্দ্ধে বিস্তৃত) শাখাস্বরূপ। এই প্রকারে সেই **অধঃ চ**=মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত **উর্দ্ধং**=সেই বিরিঞ্চি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধে **প্রসৃতাঃ**=প্রসৃত হইয়াছে **তস্য**=সেই সংসারবৃক্ষের **শাখাঃ**=শাখাসকল।৩ সেই শাখাগুলি কীদৃশ ? (উত্তর—) তাহারা **গুণপ্রবৃদ্ধাঃ**=গুণ সকলের দ্বারা অর্থাৎ সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই যে গুণত্রয় দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়াছে ইহারাই তাহার জলসেচনস্বরূপ ; ইহাদেরই দ্বারা উহারা প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ স্থুল হইয়াছে।৪ আর **বিষয়প্রবালাঃ**=বিষয় সকল অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকল হইয়াছে প্রবাল অর্থাৎ পল্লবের ন্যায় যাহাদের,- যে সংসারবৃক্ষের শাখাসকলের, সেইগুলি বিষয়প্রবাল। এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল হইতেছে শাখাগ্রস্থানীয়। তাহাদেরই সহিত বিষয় সকলের সম্বন্ধ হয় এবং তাহারাই রাগের (অনুরাগের এবং রক্তিমার) অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইয়া থাকে।৫ [অভিপ্রায় এই যে, গাছের

মূলান্যবান্তরাণি তত্তদ্ভোগজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনালক্ষণানি মূলানীব ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারকাণি তস্য সংসারবৃক্ষস্যানুসন্ততানি অনুস্যূতানি। মুখ্যং তু মূলং ব্রহ্মৈবেতি ন দোষঃ।৬· কীদৃশান্যবান্তরমূলানি ? কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমনুবন্ধুং পশ্চাজ্জনয়িতুং শীলং যেষাং তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি।৭ কুত্র ? মনুষ্যলোকে ; মনুষ্যশ্চাসৌ লোকশ্চেত্যধিকৃতো ব্রাহ্মণ্যাদিবিশিষ্টো দেহো মনুষ্যলোকস্তস্মিন্ বাহুল্যেন কর্ম্মানুবন্ধীনি। মনুষ্যাণাং হি কর্ম্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥৮—২॥

বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগেই প্রবাল (নবপল্লব) সকল জন্মিয়া থাকে এবং সেই নবপল্লবগুলিই পাটলরাগরঞ্জিত হওয়ায় তাদৃশ রাগের (রক্তিম বর্ণের) আশ্রয় হয়। আবার সেই শাখাগ্রগুলিই সূর্য্য চন্দ্র বায়ু হইতে আহার্য্যরূপ ভোগ সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল হইতেছে শাখাগ্রস্বরূপ ; আর শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল পল্লব স্থানীয় ; কারণ সেই বিষয় সকলই তদ্‌বিষয়ক অনুরাগের অধিষ্ঠান বা অবলম্বন, এবং সেইগুলি ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ করিয়া ভোগ জন্মায়।]৫ আরও **মূলানি** = ইহার (এই সংসার বৃক্ষের অবান্তর মূলসকল অর্থাৎ তত্তৎভোগজনিত রাগদ্বেষাদি রূপ যে সমস্ত বাসনা আছে সেগুলি বৃক্ষের অবান্তর মূলের ন্যায় এই সংসারবৃক্ষের অবান্তর মূলস্বরূপ ; কেননা উহারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ। আর এই যে সকল মূল উহারা অধঃ = অধোভাগে—‘অধঃ’ শব্দটী থাকায় উর্দ্ধভাগকেও বুঝাইতেছে ; সুতরাং উর্দ্ধভাগেও, মূল **অনুসন্ত তানি** = অনুস্যূত (অনুগত) যে (প্রধান শিকড়) কিন্তু ব্রহ্মই মুখ্য মূল (প্রধান শিকড়) হইতেছেন। (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরূপ যে সমস্ত বাসনা ঐগুলি হইতেছে সংসারবৃক্ষের অবান্তরমূল, ছোট ছোট শিকড়। আর ব্রহ্মই হইতেছেন প্রধান মূল, মূল শিকড় ; কাজেই পূর্ব্বে যে “উর্দ্ধমূলং” বলা হইয়াছে তাহার সহিত এই অংশটীর বিরোধ হইতেছে না বলিয়া আর কোন দোষ হইতে পারিল না।৬ সেই অবান্তর মূলগুলি কীদৃশ ? (উত্তর—) সে গুলি **কর্ম্মানুবন্ধীনি** = ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক যে কর্ম্ম, তাহাকে অনুবদ্ধ করা অর্থাৎ তাহার পশ্চাৎ ধাবন করা যাহাদের শীল (স্বভাব) তাহারা কর্ম্মানুবন্ধী।৭ অভিপ্রায় এই যে, সেই সেই ভোগ এবং তজ্জনিত রাগদ্বেষাদি বাসনারূপ যে অবান্তরমূল তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ গুলি কর্ম্মানুবন্ধী—কর্ম্মের পশ্চাদ্‌গামী। কোথায় সেইগুলি কর্ম্মানুবন্ধী হয় ? (উত্তর—) **মনুষ্যলোকে** ; মনুষ্যরূপ যে লোক তাহাই মনুষ্যলোক ; এই প্রকার বিগ্রহ করিয়া মনুষ্যলোক বলিতে অধিকৃত (শাস্ত্রীয় কর্ম্মাধিকারী) ব্রাহ্মণত্ব আদি বিশিষ্ট যে দেহ তাহাই বুঝায়। উহারা (ঐ অবান্তরমূলগুলি) এই মনুষ্যলোকেই বহুলভাবে কর্ম্মানুবন্ধী হইয়া থাকে, যেহেতু বর্ণাশ্রমী মনুষ্যগণেরই ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকার, ইহা শাস্ত্রাদিমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে।৮ [**তাৎপর্য্য** এই যে, মনুষ্যদেহই কর্ম্মের—বিধিনিষেধলক্ষণ বৈদিক কর্ম্মের আশ্রয় স্থল। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি আবার অধিকারীর বিশেষণ। যে যে জাতির পক্ষে যে যে আশ্রমে যে যে কর্ম্ম বিহিত আছে তাহার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য—তাহার অনুষ্ঠানেই ধর্ম হইয়া থাকে, অন্যের পক্ষে যেগুলি বিহিত হইয়াছে সেগুলি তাহার কর্ত্তব্য নহে—তাহা করা তাহার পক্ষে অধর্ম্ম ও প্রত্যবায়ফলক। মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদে অধিকারিনিরূপণ স্থলে বিচারিত হইয়াছে যে বর্ণাশ্রমী মনুষ্যই শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অধিকারী। কাজেই যাহারা কর্ম্মবশে লোকান্তরপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের কর্ম্ম ক্ষয় হইলে যদি পুনরায় ধর্ম্মাধর্মাত্মক কর্ম্ম করিতে হয় তাহা হইলে মনুষ্যলোকেই আসিতে হইবে, যেহেতু এই

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

ইহ অস্য রূপং ন উপলভ্যতে ; তথা ন অন্তঃ ন আদিঃ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা ততঃ তৎ পদং পরিমার্গিতব্যম্ যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা, তমেব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে অর্থাৎ এই সংসার-বাসী প্রাণিগণ এই সংসাররূপ বৃক্ষের রূপ উপলব্ধি করিতে পারে না ; ইহার আদি অন্ত ও মধ্যও নির্ণয় করিতে পারে না ; অনাসক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা এই সুদৃঢ়মূল সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করিয়া, তৎপরে যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সংসারের মূলভূত সেই বস্তুর অন্বেষণ করিতে হইবে ; যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষেরই শরণ লইলাম (-এইভাবে অন্বেষণ করিতে হয়) ॥ ৩-৪

যস্ত্বয়ং সংসারবৃক্ষো বর্ণিতঃ—ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য যথা বর্ণিতমূর্দ্ধমূলত্বাদি তথা তেন প্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্ব্বনগরবন্মৃষাত্বেন দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ তস্য।১ অতএব তস্যান্তোঽবসানং নোপলভ্যতে এতাবতা কালেন সমাপ্তিং গমিষ্যতীতি অপর্য্যন্তত্বাৎ।২ ন চাস্যাদিরূপলভ্যতে ইত আরভ্য প্রবৃত্ত ইতি, অনাদিত্বাৎ।৩ ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতির্ম্মধ্যমস্যোপলভ্যতে আদ্যন্তপ্রতিযোগিকত্বাত্তস্য।৪ যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরুচ্ছেদঃ সর্ব্বানর্থকরশ্চ, তস্মাৎ অনাদ্যজ্ঞানেন সুবিরূঢ়-মনুষ্যলোকেই জাতি বর্ণ-আশ্রম সহকারেই তাহারা ধর্ম্মফলক-শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকৃত হইয়া থাকে। এই জন্য যে সমস্ত কারণে তাহারা এই মনুষ্যলোকে আসে—সেইগুলিকে কর্ম্মানুবন্ধী বলা হইয়াছে ; কারণ তাহাদের ফলে বা প্রেরণায় কর্ম্মোপযোগী মনুষ্যশরীর লাভ হয়]।৮—২ ॥

অনুবাদ—এই যে সংসারবৃক্ষ বর্ণিত হইল—**ইহ**=এই সংসারে যে সমস্ত প্রাণী অবস্থিত তাহারা **অস্য**=ইহার অর্থাৎ এই সংসার বৃক্ষের **রূপং**=স্বরূপ **তথা**=সেই প্রকারে অর্থাৎ ঐ যথবর্ণিত মূল স্বরূপতঃ যে প্রকার তাহাকে সেই প্রকারে **ন উপলভ্যতে**=উপলব্ধি করিতে পারে না ; যে হেতু এই সংসার বৃক্ষের স্বরূপ স্বপ্ন, মরীচিকাজল, মায়া ও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মৃষা (মিথ্যা) ; এবং ইহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ অর্থাৎ দর্শন কালেই—দৃশ্যমান অবস্থাতেই নষ্ট (রূপান্তরিত) হইয়া যায়।১ আর এই কারণেই **নান্তঃ**=তাহার অন্ত অর্থাৎ অবসান বা শেষও উপলব্ধ হয় না ; কারণ এতটা সময়ে ইহা সমাপ্ত হইবে, ইহার এই প্রকার পর্য্যন্ত বা অবধি নাই।২ **ন চাদিঃ**=আর ইহার আদিও উপলব্ধ হয় না, অর্থাৎ 'এইখান থেকে আরম্ভ হইয়াছে' এরূপ জানা যায় না যেহেতু ইহা অনাদি।৩ **ন চ সম্প্রতিষ্ঠা**=আর ইহার সম্প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা মধ্যও জানা যায় না, কারণ কোনও কিছুর মধ্যদেশের জ্ঞান আদ্যন্তপ্রতিযোগিক অর্থাৎ আদি ও অন্ত সাপেক্ষ। [অভিপ্রায় এই যে আদি এবং অন্ত না জানিতে পারিলে মধ্যস্থলকেও জানা যায় না। এই সংসারের আদি নাই এবং অন্ত কবে হইবে তাহাও অজ্ঞাত ; এই হেতু ইহার মধ্যস্থল কোনটী তাহাও সকলের অবিদিত—কেহই তাহা জানিতে সমর্থ নহেন।৪] যেহেতু এই সংসারবৃক্ষ এবম্ভূত—এই প্রকারের এবং ইহা দুরুচ্ছেদ—

মূলমত্যন্তবদ্ধমূলং প্রাগুক্তমশ্বত্থমেনং—। অসঙ্গশস্ত্রেণ—সঙ্গঃ স্পৃহা, অসঙ্গঃ সঙ্গবিরোধি বৈরাগ্যং পুত্রবিত্তলোকৈষণাত্যাগরূপং, তদেবং শস্ত্রং রাগদ্বেষময়সংসারবিরোধিত্বাৎ, তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মজ্ঞানৌৎসুক্যদৃঢ়ীকৃতেন পুনঃ পুনর্ব্বিবেকাভ্যাসনিশিতেন ছিত্ত্বা সমূলমুদ্ধৃত্য বৈরাগ্যশমদমাদিসম্পত্ত্যা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বেত্যেতৎ। ৫—৩॥

ততো গুরুমুপসৃত্য ততোঽশ্বত্থাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতং তদ্বৈষ্ণবং পদং বেদান্তবাক্যবিচারেণ পরিমার্গিতব্যং মার্গয়িতব্যমন্বেষ্টব্যং "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ উঃ ৮।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ। তৎ পদং শ্রবণাদিনা জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ।১ কিং তৎপদং? যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা জ্ঞানেন ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়।২ কথং তৎ পরিমার্গিতব্যমিত্যাহ—যঃ পদশব্দেনোক্তস্তমেব চাদ্যমাদৌ ভবং পুরুষং যেনেদং সর্ব্বং পূর্ণং তং পুরীষু পূর্ষু বা শয়ানং প্রপদ্যে শরণং গতোঽস্মীত্যেবং তদেকশরণতয়া তদন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ।৩ তং কং পুরুষং? যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ প্রবৃত্তিঃ মায়াময়সংসারবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ পুরাণী চিরন্তন্যনাদিরেষা প্রসৃতা নিঃসৃতৈন্দ্রজালিকাদিব মায়াহস্ত্যাদি তং পুরুষং প্রপদ্য ইত্যন্বয়ঃ ॥৪—৪॥

(ইহার উচ্ছেদ করাও দুঃসাধ্য) অথচ ইহা সকলপ্রকার অনর্থের আকর, সেই হেতু অনাদি অজ্ঞান বশতঃ **সুবিরূঢ়মূলম্**=যাহার মূল অত্যন্ত বিরূঢ় (দৃঢ়বদ্ধ) হইয়া রহিয়াছে **এনম্ অশ্বত্থম্**=বর্ণিত সেই এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে **অসঙ্গশস্ত্রেণ**=সঙ্গ অর্থ স্পৃহা; অসঙ্গ অর্থ সঙ্গের বিরোধী পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণাত্যাগরূপ বৈরাগ্য; ইহাই (এই বৈরাগ্যরূপ অসঙ্গই) হইতেছে শস্ত্র, কারণ ইহা রাগদ্বেষময় সংসারের বিরোধী; সেই অসঙ্গরূপ যে শস্ত্র; **দৃঢ়েন**=যাহা দৃঢ় অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানের প্রতি ঔৎসুক্য (উৎসুকতা বা আগ্রহ) বশত দৃঢ়ীকৃত এবং যাহা পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস করায় নিশিত—(অতি তীক্ষ্ণ বা ধারাল), তাহা দ্বারা **ছিত্ত্বা**=ছেদন করিয়া অর্থাৎ মূলের সহিত তাহাকে উৎপাটিত করিয়া, অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং শমদমাদি সাধন সম্পত্তির দ্বারা কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া (তদনন্তর সেই পরমপদ অন্বেষণ করিতে হইবে) ৫—৩॥

অনুবাদ—তদনন্তর গুরুর নিকট উপসন্ন হইয়া **ততঃ**=সেই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের ঊর্দ্ধে (উপরে) অবস্থিত **তৎ পদং**=সেই যে বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বিষ্ণুত্ব যাহা জীবের স্বরূপ তাহা **পরিমার্গিতব্যম্**=বেদান্ত বাক্য বিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"তাহাই অন্বেষ্টব্য (অন্বেষণীয়) এবং তাহাই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য"; ফলিতার্থ এই যে, সেই পদই শ্রবণ মননাদি পূর্ব্বক জানিতে হইবে।১ সেই পদটী কি? (উত্তর—) **যস্মিন্ গতাঃ**=যে পদে যাইলে অর্থাৎ জ্ঞান প্রভাবে যাহাতে প্রবিষ্ট হইলে **ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ**=পুনরায় আর সংসারে ফিরিতে হয় না।২ কিরূপে সেই পদের অন্বেষণ করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—। 'পদ' এই শব্দটীর দ্বারা যাহা কথিত হইল **তমেব চ**=সেই যে **আদ্যম্**=আদিভূত **পুরুষম্**=পুরুষ, যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে অথবা যিনি পুরীসকল মধ্যে বা 'পুর্' সকল মধ্যে (সকলের হৃদয় মধ্যে যে দহর পুণ্ডরীক পুরী—গৃহ রহিয়াছে তন্মধ্যে) শয়ান অর্থাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

নির্ম্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ, সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি অর্থাৎ যাঁহাদের অহঙ্কার ও মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহাদের আসক্তি দোষ নিরাকৃত হইয়াছে ও যাঁহারা পরমাত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাশীল, ও কামনাশূন্য এবং যাঁহারা সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিনির্মুক্ত—ঈদৃশ অবিদ্যাবিহীন সাধুগণ সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫

পরিমার্গণপূর্ব্বকং বৈষ্ণবং পদং গচ্ছতামঙ্গান্তরাণ্যাহ—। মানোঽহঙ্কারোগর্ব্বঃ, মোহস্ত্ববিবেকো বিপর্য্যয়ো বা, তাভ্যাং নিষ্ক্রান্তা নির্ম্মানমোহাঃ, তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে বা তথা, অহঙ্কারাবিবেকাভ্যাং রহিতা ইতি যাবৎ ।১ জিতসঙ্গদোষাঃ প্রিয়াপ্রিয়সন্নিধাবপি রাগদ্বেষবর্জ্জিতা ইতি যাবৎ ।২ অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনতৎপরাঃ, তাঁহাকেই **প্রপদ্যে**=আমি প্রপন্ন হইতেছি,—আমি তাঁহারই শরণাগত হইতেছি, এই প্রকারে তদেকশরণ হইয়া অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই শরণ লইয়া সেই পদের অন্বেষণ করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ সেই যে পুরুষ তিনি কি? (উত্তর—) **যতঃ**=যাহা হইতে,—যে পুরুষ হইতে **পুরাণী**=চিরন্তনী বা অনাদি **প্রবৃত্তিঃ**=এই মায়াময় সংসার বৃক্ষের প্রবৃত্তি **প্রসৃতা**=নিঃসৃত হইয়াছে; ঐন্দ্রজালিকের নিকট হইতে যেমন মায়াময় হস্তী আদি পদার্থ নির্গত হয় সেইরূপ যাঁহা হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে আমি সেই পুরুষের প্রপন্ন, শরণাগত হইতেছি ।৪—৪॥

ভাবপ্রকাশ—পঞ্চদশ অধ্যায় এক হিসাবে গীতাশাস্ত্রের মুকুটমণি। সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমতত্ত্ব এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির অব্যবহিত উপায় সেই তত্ত্বজ্ঞানের নিত্যসহচর এবং অন্তরঙ্গ সাধন বৈরাগ্যের কথা বলিয়াই শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাশাস্ত্রমুকুটের মধ্যমণিস্থানীয় এই পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হইলেই সংসার যে অসার, অনিত্য, "অশ্বত্থ", ইহা বুঝা যায়; তাই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এবং পুরুষ হইতে প্রকৃতির ভেদ দেখাইয়া পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বৈরাগ্যের দৃঢ় সাধন উপদেশ পূর্ব্বক তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রথমে বুঝিতে হয় যে এই সংসার অনিত্য এবং ইহার মূল উর্দ্ধে—অর্থাৎ সৎস্বরূপ পরমতত্ত্ব ব্রহ্মই যে এই কল্পিত অনিত্য সংসারের অধিষ্ঠান তাহাই প্রথমে বুঝিতে হয়। সংসার অনিত্য ইহা বুঝিলে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং ইহার মূলে যে সেই সদধিষ্ঠান রহিয়াছেন ইহা বুঝিলেই সেই তত্ত্বকে পাইবার জন্য চেষ্টা দেখা দেয় ।১-৪

অনুবাদ—যাঁহারা পরিমার্গণ পূর্ব্ব অর্থাৎ যথোক্তরূপে অন্বেষণ পূর্ব্বক সেই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন তাঁহাদের অপরাপর অঙ্গ সকল অর্থাৎ (অবলম্বনীয় ভাব সকল) বলিতেছেন অর্থাৎ তাঁহাদের অপরাপর কি ভাব থাকে বা থাকা আবশ্যক তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—।**নির্ম্মানমোহাঃ**=মান অর্থ অহঙ্কার বা গর্ব্ব, আর মোহ অর্থ অবিবেক বা বিপর্য্যয়। সেই মান ও মোহ হইতে যাঁহারা নিষ্ক্রান্ত (নির্গত বা বিযুক্ত) হইয়াছেন, অথবা সেই দুইটী অর্থাৎ সেই মান ও মোহ যাঁহাদের নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারা নির্ম্মানমোহ। সুতরাং নির্ম্মানমোহ অর্থ অহঙ্কার ও অবিবেক বিরহিত। আর যাঁহারা **জিতসঙ্গদোষাঃ**=প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সমীপেও রাগদ্বেষ বর্জ্জিত—।২

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো না পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তৎ সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে ন শশাঙ্কঃ, ন চ পাবকঃ তৎ মম পরমং ধাম অর্থাৎ যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না, সে পদকে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না ; তাহাই আমার পরমোৎকৃষ্ট পদ ॥ ৬

বিনিবৃত্তকামাঃ বিশেষতো নিরবশেষেণ নিবৃত্তাঃ কামা বিষয়ভোগা যেষাং তে বিবেক-বৈরাগ্যদ্বারা ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণ ইত্যর্থঃ।৩ দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখনামকৈঃ—। সুখদুঃখসঙ্গৈরিতি পাঠান্তরে সুখদুঃখাভ্যাং সঙ্গঃ সম্বন্ধো যেষান্তৈঃ সুখদুঃখসঙ্গৈঃ দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ পরিত্যক্তাঃ, অমূঢ়াঃ বেদান্তপ্রমাণসঞ্জাত-সম্যগ্‌জ্ঞাননিবারিতাত্মাজ্ঞানাঃ অব্যয়ং যথোক্তম্ পদম্ গচ্ছন্তি ॥৪—৫॥

তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি ন তদিতি। যদ্বৈষ্ণবং পদং গত্বা যোগিনো ন নিবর্ত্তন্তে, তৎ পদং সর্ব্বাবভাসনশক্তিমানপি সূর্য্যো ন ভাসয়তে।১ সূর্য্যাস্তময়েঽপি

যাঁহারা **অধ্যাত্মনিত্যাঃ**=পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনা করিতে তৎপর অর্থাৎ নিরত। যাঁহারা **বিনিবৃত্তকামাঃ**=বিনিবৃত্তকাম ; যাঁহাদের কাম অর্থাৎ কামনা বা বিষয়ভোগ সকল বি অর্থাৎ বিশেষ-ভাবে,— নিরবশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে তাঁহারা বিনিবৃত্তকাম। সুতরাং বিনিবৃত্তকাম অর্থ যাঁহারা বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।৩ **দ্বন্দ্বৈঃ**=শীত উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি রূপ যে সমস্ত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যুগ্মক বা যুগল আছে **সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ**=যে গুলি সুখ ও দুঃখের হেতুস্বরূপ বলিয়া সুখদুঃখসংজ্ঞক—সুখ, দুঃখ নামে পরিচিত ; যাঁহারা তাহা হইতে **বিমুক্তাঃ**= বিমুক্ত অর্থাৎ তাহা বিহীন। "সুখদুঃখসঙ্গৈঃ" এই রূপ পাঠান্তরও আছে। তাহা হইলে তাহার অর্থ হইবে,—সুখ দুঃখের সহিত যাহাদের সঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ যাহাদের জন্য সুখ দুঃখ হইয়া থাকে তাহারা সুখদুঃখসঙ্গ ; সেই সমস্ত সুখদুঃখসঙ্গ দ্বন্দ্ব সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ সেইগুলি দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া (কারণ সেইগুলিই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেগুলি পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদের আর যত্ন করিতে হয় না)। এই প্রকারে যাঁহারা **অমূঢ়াঃ**= বেদান্ত শ্রবণাদিরূপ প্রমাণ হইতে সমুৎপন্ন সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়াছে সেইরূপ হইয়া তাঁহারা **তৎ**=সেই যথাবর্ণিত **অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি**=অব্যয় পদে গমন করেন অর্থাৎ তৎস্বরূপতা লাভ করেন।৪—৫॥

ভাবপ্রকাশ—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞানের সাধনগুলি এখানে সঙ্ক্ষেপে বলিতেছেন। একদিকে অসঙ্গশস্ত্র আর একদিকে অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব, একদিকে সুখদুঃখাত্মক দ্বন্দ্বের পরিহার আর একদিকে সেই অব্যয়পদ প্রাপ্তির জন্য শরণাগতি। "ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং" বৈরাগ্যের পরে সেই অব্যয়পদকে খুঁজিতে হয়—বৈরাগ্য না দেখা দিলে জ্ঞান শুধু মুখের কথা মাত্র। আর খুঁজিবার উপায় হইতেছে শরণাগতি—"তমেব প্রপদ্যে"।৫

অনুবাদ—সেই যে গন্তব্য পদ তাহারই বিশেষ বর্ণনা করিতেছেন "ন তৎ" ইত্যাদি। **যৎ**= যে বৈষ্ণব পদে **গত্বা**=গমন করিয়া যোগিগণ **ন নিবর্ত্তন্তে**= আর ফিরিয়া আসেন না **তৎ** = তাহাকে

চন্দ্রো ভাসকো দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন শশাঙ্কঃ।২ সূর্য্যাচন্দ্রমসোরুভয়োরপ্যস্তময়েঽগ্নিঃ প্রকাশকো দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন পাবকঃ। ভাসয়ত ইত্যুভয়ত্রাপ্যনুষজ্যতে।৩ কুতঃ সূর্য্যাদীনাং তত্র প্রকাশাসামর্থ্যমিত্যত আহ—তদ্ধাম জ্যোতিঃ স্বয়ংপ্রকাশমাদিত্যাদি-সকলজড়জ্যোতিরভাসকং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ স্বরূপাত্মকং পদম্। ন হি যো যদ্ভাস্যঃ স স্বভাসকং তং ভাসয়িতুমীষ্টে।৪ তথা চ শ্রুতিঃ,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (মুণ্ডঃ উঃ ২।২।১০) ইতি।৫ এতেন—তৎ পদং বেদ্যং না বা, আদ্যে বেদ্যভিন্নবেদিতৃসাপেক্ষত্বেন দ্বৈতাপত্তির্দ্বিতীয়ে ত্বপুরুষার্থত্বাপত্তি—রিত্যপাস্তম্। অবেদ্যত্বে সত্যপি স্বয়মপরোক্ষত্বাৎ।৬ তত্রাবেদ্যত্বং সূর্য্যাদ্যভাস্যত্বেনাত্রোক্তং, সর্ব্বভাসকত্বেন তু স্বয়মপরোক্ষত্বং যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যত্র বক্ষ্যতি। এবমুভাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং শ্রুতের্দ্দলদ্বয়ং ব্যাখ্যাতমিতি দ্রষ্টব্যম্॥৭—৮॥

সূর্য্যঃ=সূর্য্য সর্ব্বাবভাসনশক্তিমান্ হইলেও—অর্থাৎ সকলপদার্থকে অবভাসিত বা প্রকাশিত করিবার শক্তি সূর্য্যের থাকিলেও সূর্য্য তাহাকে **ন ভাসয়তে**=অবভাসিত করিতে পারে না।১ সূর্য্যের অস্তময় (অস্ত) হইলেও চন্দ্রকে অবভাসকরূপে দেখা যায় অর্থাৎ যে সময়ে সূর্য্য অস্তগমন করে বলিয়া প্রকাশিত করে না তখন চন্দ্র প্রকাশ করে বলিয়া চন্দ্র হয়ত সেই পদকে অবভাসিত করিতে পারে, এইরূপ শঙ্কা যদি উত্থিত হয় তদুত্তরে বলিতেছেন—। **ন শশাঙ্কঃ**=চন্দ্রও তাহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না।২ সূর্য্য এবং চন্দ্রমা উভয়েরই অস্তগমন হইলে অগ্নিকে যখন প্রকাশকরূপে,—প্রকাশ করিতে দেখা যায় তখন অগ্নিই না হয় তাহাকে অবভাসিত করিবে এই প্রকার শঙ্কা হইলে ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**ন পাবকঃ**; পাবকও (অগ্নিও) তাহাকে অবভাসিত করিতে পারে না। "ন শশাঙ্কঃ" এবং "ন পাবকঃ" এই উভয় স্থলেই "ভাসয়তে" এই পদটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে; অর্থাৎ চন্দ্রও তাহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না এবং অগ্নিও তাহা অবভাসিত করিতে সমর্থ নহে, এইরূপে অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে।৩ সূর্য্য প্রভৃতির যে তাহাকে প্রকাশ করিতে সামর্থ্য নাই তাহার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **তৎ ধাম পরমং মম**;—সে যে ধাম (জ্যোতিঃ) যাহা স্বয়স্প্রকাশ এবং যাহা আদিত্যাদি সমস্ত জড় জ্যোতিঃ পদার্থের অবভাসক তাহাই পরম অর্থাৎ প্রকৃষ্ট এবং তাহা **মম**=আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর স্বরূপাত্মক পদ হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, যাহা যাহার ভাস্য অর্থাৎ প্রকাশ্য হয় তাহা স্বভাসককে—যাহা তাহাকে প্রকাশিত করে তাহাকে, প্রকাশিত করিতে পারে না।৪ শ্রুতিও ঐরূপ বলিতেছেন, যথা,—"তথায় সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাগণও তথায় প্রকাশবিহীন, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ যুক্ত থাকে না (অর্থাৎ ইহারা তাঁহার জ্যোতিতে নিষ্প্রভ হইয়া যায়), সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থাদিই তাঁহারই যে প্রকাশমানতা তাহারই অনুগ্রহে দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারই প্রকাশে এই সমগ্র (জগৎ) বিভাত হইতেছে অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে ইত্যাদি।৫ এইরূপ বলায়,—সেই পদ বেদ্য (জ্ঞেয়) কি না? আদ্য পক্ষে অর্থাৎ যদি—তাহা জ্ঞেয় হয় তাহা হইলে, যে বেদিতা (জ্ঞাতা)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

মম এব অংশঃ অয়ং জীবভূতঃ সনাতনঃ প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে কর্ষতি অর্থাৎ সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ, অবিদ্যাসম্ভুত এই সনাতন জীব আমারই অংশ; এই জীব প্রলয়কালে অবিদ্যারূপ প্রকৃতিতে লীন মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসারে (সুখদুঃখ ভোগার্থ) আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭

নন্থ যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যযুক্তং, যদি গচ্ছন্তি তর্হ্যাবর্ত্তন্তএব স্বর্গবৎ। অথ নাবর্ত্তন্তে তর্হি ন গচ্ছন্তি। তেন গত্বেতি ন নিবর্ত্তন্ত ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্। “সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতং ॥” ইতি হি শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধম্। অনাত্মপ্রাপ্তিঃ পুনরাবৃত্তিপর্য্যবসানা ন ত্বাত্মপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, সুষুপ্তৌ “সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি” ইতি (ছাঃ উঃ ৬।৮।১) শ্রুতিপ্রতিপাদিতায়া অপ্যাত্মপ্রাপ্তেঃ পুনরাবৃত্তিপর্য্যন্তত্বদর্শনাৎ। অন্যথা সুষুপ্তস্য মুক্তত্বেন পুনরুত্থানং ন স্যাৎ। তস্মাদাত্মপ্রাপ্তৌ গত্বেতি নোপপদ্যতে। তস্যৌপচারিকত্বেঽপ্যনিবৃত্তির্নোপপদ্যত ইত্যেবং

হইবে তাহাকে বেদ্য (জ্ঞেয়) হইতে ভিন্ন হইতে হয় বলিয়া বেদ্য পদার্থ স্বভিন্ন বেদিতার সাপেক্ষ হওয়ায় দ্বৈতাপত্তি হয় অর্থাৎ বেদ্য ও বেদিতারূপ দ্বৈতের অস্তিত্ব প্রসঙ্গ হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকৃত হইলে অর্থাৎ সেই পদ যদি বেদ্য না হয় তাহা হইলে অপুরুষার্থত্বের প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহাতে পুরুষের কোনও অর্থ বা প্রয়োজন সাধিত না হওয়ায় তাহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে—এইপ্রকার আপত্তি পরিহৃত হইল। যে হেতু তাহা অবেদ্য হইলেও অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম না হইলেও স্বয়ং (স্বভাবতই) অপরোক্ষ (কেন না তাহা সংবিৎ বা অনুভূতি স্বরূপ হইতেছে)।৬ তন্মধ্যে উহা সূর্য্যাদিরও অভাস্য (অপ্রকাশ্য) হওয়ায় ইহা দ্বারা উহার অবেদ্যত্ব বলা হইয়াছে। আর উহা সকলেরই ভাসক বলিয়া উহা যে স্বয়ং অপরোক্ষ তাহা “যদাদিত্যগতং তেজঃ” ইত্যাদি শ্লোকে অগ্রে বলা হইবে। এই প্রকারে এই দুইটী শ্লোকে “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি” ইত্যাদি শ্রুতির দুইটী দল অর্থাৎ দুইটী চরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৭—৬॥

ভাবপ্রকাশ—স্বয়ম্প্রকাশের জ্যোতিঃতেই সব প্রকাশিত। প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানের জ্যোতিঃ না হইলে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি সব জ্যোতিষ্ক পদার্থই অপ্রকাশিত থাকিয়া যান।৬

অনুবাদ—আচ্ছা, “যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে” ইহা ত বলা হইল। কিন্তু সেই পদে যদি কেহ গমন করে তাহা হইলে তাহাকে ত অবশ্যই ফিরিতে হইবে, যেমন স্বর্গই ইহার উদাহরণ, অর্থাৎ পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিলে যেমন তথা হইতে অবশ্যই ফিরিতে হয়, এখানেও ত সেইরূপই হওয়া উচিত? আর যদি তাহা হইতে না ফেরে, সেখানে গিয়া ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে “গত্বা” এবং “ন নিবর্ত্তন্তে” এই দুইটী কথা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; কারণ শাস্ত্রে এবং লোকে (ব্যবহার ক্ষেত্রে) এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যথা,—“সমস্ত নিচয়ের (উপচয়ের) অন্তে ক্ষয় রহিয়াছে, সমুচ্ছ্রয়ের (উন্নতির বা উর্দ্ধে উত্থানের)

প্রাপ্তে ক্রমঃ—।১ গন্তুর্জীবস্য গন্তব্যব্রহ্মাভিন্নত্বাদগত্বেত্যৌপচারিকম্, অজ্ঞানমাত্রব্যবহিতস্য তস্য জ্ঞানমাত্রেণৈব প্রাপ্তিব্যপদেশাৎ।২ যদি ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো জীবস্তদা যথা জলপ্রতিবিম্বিতসূর্য্যস্য জলাপায়ে বিম্বভূতসূর্য্যগমনং ততোঽনাবৃত্তিশ্চ, যদি বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নো ব্রহ্মভাগো জীবস্তদা যথা ঘটাকাশস্য ঘটাপায়ে মহাকাশং প্রতি গমনং ততোঽনাবৃত্তিশ্চ, তথা জীবস্যাপ্যুপাধ্যপায়ে নিরুপাধিস্বরূপগমনং, ততোঽনাবৃত্তিশ্চেত্যুপচারাদুচ্যতে, একস্বরূপত্বাদ্ভেদ-

অন্তে পতন, সংযোগের অন্তে বিপ্রযোগ (বিয়োগ) এবং জীবিতের (জীবনের) অন্তে মরণ রহিয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে, সঞ্চয় হইলে যে অপচয় হয়, উঠিলে বা বাড়িলে যে পতন হয়, সংযোগ হইলেই যে বিয়োগ হয় এবং জন্মিলেই যে মরণ হয় ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ এবং বৃদ্ধ ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তাহা যদি হইল তবে গমন রূপ সংযোগ হইবে অথচ আবর্ত্তন রূপ বিয়োগ হইবে না, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, কাজেই "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" এই প্রকার উক্তিটী অসঙ্গত।] আর যদি বলা হয় যে, অন্যান্য স্থলে সেই প্রাপ্যগুলি অনাত্মা বা জড়; কাজেই তাহাদের প্রাপ্তির পর্য্যাবসানে (শেষে) পুনরাবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে বলিব, ইহাও ঠিক নহে; কেন না—"হে সৌম্য! সেই (সুষুপ্তি) সময়ে জীব সৎসম্পন্ন হয়, পরমাত্মপ্রাপ্ত হয়" এইরূপে সুষুপ্তি কালে শ্রুতিতে জীবের যে আত্মপ্রাপ্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারও ত পর্য্যন্তে (শেষে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে) পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কারণ, তাহা যদি না হইত অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া জাগ্রৎ অবস্থায় যদি না তাহা হইতে বিযুক্ত হইত তাহা হইলে সুষুপ্ত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং জীব মুক্ত হইয়া যাইত, তাহার পুনরুত্থান হইত না, কিন্তু তাহার নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হইত। অতএব আত্মপ্রাপ্তিস্থানে "গত্বা"—অর্থাৎ 'যাইয়া' এরূপ বলা চলে না। এমন কি ইহাকে ঔপচারিক (গৌণ প্রয়োগ) বলিলেও অনিবৃত্তি (ফিরিয়া না আসা) উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হয় না। এই প্রকার শঙ্কা উত্থিত হইলে হহার উত্তরে বক্তব্য--।১ গন্তা জীব গন্তব্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কাজেই 'গত্বা' এইরূপ প্রযোগটীকে ঔপচারিকই বলিতে হইবে; যেহেতু সেই জীব অজ্ঞানের দ্বারা ব্যবহিত অর্থাৎ কেবলমাত্র অজ্ঞানই জীবের যাহা প্রকৃত স্বরূপ সেই ব্রহ্মরূপতার ব্যবধান হইতেছে, একমাত্র জ্ঞানের উদয় হইলেই অজ্ঞান নাশ হওয়ায় সেই জীব স্বীয় অজ্ঞানব্যবহিত স্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ইহাকেই শাস্ত্রে প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলিয়া ব্যপদেশ করা হয় অর্থাৎ বস্তুগত্যা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি না হইলেও ইহাকে গৌণভাবে প্রাপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।২ জীব যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয় তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব এই মতে পাত্রস্থ জলমধ্যে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই পাত্রস্থ জলের অপগম (নাশ) হইলে যেমন তৎপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বটী বিম্বস্বরূপে সূর্য্যে গিয়া থাকে অর্থাৎ সূর্য্যের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তাহা যেমন আর ফিরিয়া আসে না, জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষেও ঐরূপই নিয়ম বুঝিতে হইবে। আর জীব যদি বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাগ হয় তাহা হইলে অর্থাৎ যে মতে বুদ্ধি-অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাগই জীব সেই অবচ্ছেদবাদীর মতে, যেমন ঘটনাশ হইলে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ মহাকাশে চলিয়া যায়

ভ্রমস্য চোপাধিনিবৃত্ত্যা নিবৃত্তেঃ।৩ সুষুপ্তৌ তু অজ্ঞানে স্বকারণে ভাবনাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞা-সহিতস্যান্তঃকরণস্য জীবোপাধেঃ সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানাত্ততঃ এণাজ্ঞানাৎ পুনরুদ্ভবঃ সম্ভবতি। জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু কারণাভাবাৎ কুতঃ কার্য্যোদয়ঃ স্যাদজ্ঞানপ্রভবত্বাদন্তঃকরণাদ্যুপাধীনাম্।৪ তস্মাজ্জীবস্যাহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজন্যসাক্ষাৎকারাদহং ন অর্থাৎ মহাকাশের সহিত একীভূত হইয়া যায় আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ জীবের বুদ্ধিরূপ যে উপাধি আছে তাহার অপায় (নাশ) হইলে তাহার যাহা নিরুপাধি (উপাধিবিহীন) স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা তাহাতেই গমন হইয়া থাকে, আর তাহা হইতে আবৃত্তি হয় না। এই কারণে 'গত্বা' বা 'প্রাপ্তি' এই প্রকার যে প্রয়োগ করা হয় তাহা উপচার পূর্ব্বকই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা গৌণার্থে ঔপচারিক প্রয়োগ। কারণ জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই, কেবল উপাধির নিবৃত্তি হইলে সেই ভেদভ্রমেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে মাত্র।৩ পক্ষান্তরে সুষুপ্তি কালে, জীবের উপাধি স্বরূপ যে অন্তঃকরণ তাহা—ভাবনা, কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞার (জাগ্রৎ-কালীন প্রজ্ঞার) সহিত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া সেই অজ্ঞানহেতুই সুষুপ্তি হইতে জীবের পুনর্ব্বার উদ্‌ভব অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতে পুনরায় আবির্ভাব বা জাগরণ হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে কারণের অভাব নিবন্ধন কি প্রকারে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে? যেহেতু অন্তঃকরণাদি উপাধি সকল অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।৪ [তাৎপর্য্য—মুক্তি কালে অজ্ঞান না থাকায় অন্তঃকরণাদি থাকিতে পারে না। আর তাহা না থাকিলে জীবের জীবত্বও থাকে না বলিয়া সে আর ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না বা পৃথক্ হইতে পারে না। জীব সুষুপ্তি ও মোক্ষ উভয়দশাতেই ব্রহ্মে লীন—অভিন্ন হইয়া যাইলেও এবং উভয় স্থলেই শরীরেন্দ্রিয়াদির লয় হইলেও মোক্ষ কালেই তাহাদের আত্যন্তিক লয় হয়। আর সুষুপ্তি অবস্থায় লয় হয় বটে কিন্তু তাহা আত্যন্তিক নহে। সুষুপ্তি কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবনা, কর্ম্ম ও সংস্কার এবং জাগ্রৎকালীন বাসনা এই সমস্ত গুলিকে লইয়া অন্তঃকরণ সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়। আর অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের কার্য্য সবাসন অন্তঃকরণাদি থাকে বলিয়া অদৃষ্টক্রমে ভোগার্থে জীব পুনরায় জাগ্রৎভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুক্তি অবস্থায় জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য সমুদয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলিয়া জীবের আর জীবত্বপ্রযোজক—সংসারিত্বসাধক কিছুই থাকে না। কাজেই মহাসমুদ্রে যেমন জলবিন্দু একীভূত হইয়া যায় সেইরূপ সেই মহাসামান্য মহাসত্তায় জীবও একীভূত হইয়া যায়, তাহার আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। পক্ষান্তরে শিশিতে জল ভরিয়া তাহাতে ছিপি আঁটিয়া দিয়া তাহাকে যদি জল রাশির মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহা যেমন জলরাশির মধ্যে লীন হইলেও আবরণপিহিত থাকায় নিজ স্বাতন্ত্র্য বা স্বতন্ত্র সত্তা হারায় না—পুনরায় তাহাকে বাহির করা যায় সেইরূপ জীবও সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মে লীন হইলেও অজ্ঞানাবরণে আবৃত থাকায় নিজ স্বাতন্ত্র্য হারায় না কিন্তু অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়া পুনরায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে।৪] অতএব "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার বেদান্ত বাক্য হইতে সমুৎপন্ন আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে—জীবের 'আমি ব্রহ্ম নহি' এইরূপ যে অজ্ঞান আছে তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আর

ব্রহ্মেত্যজ্ঞাননিবৃত্তির্গত্বেত্যুচ্যতে। নিবৃত্তস্য চানাদ্যজ্ঞানস্য পুনরুত্থানাভাবেন তৎকার্য্যসংসারাভাবো ন নিবর্ত্তত ইত্যুচ্যত ইতি ন কোঽপি বিরোধঃ। জীবস্য তু পারমার্থিকং স্বরূপং ব্রহ্মৈবেত্যসকৃদাবেদিতম্।৫ তদেতৎ সর্ব্বং প্রতিপাদ্যত উত্তরেণ গ্রন্থেন। তত্র জীবস্য ব্রহ্মরূপত্বাদজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপং প্রাপ্তস্য ততো ন প্রচ্যুতিরিতি প্রতিপাদ্যতে মমৈবাংশ ইতি শ্লোকার্দ্ধেন।৬ সুষুপ্তৌ তু সর্ব্বকার্য্যসংস্কারসহিতাজ্ঞানসত্ত্বাত্ততঃ পুনঃ সংসারো জীবস্যেতি মনঃষষ্ঠানীতি শ্লোকার্দ্ধেন প্রতিপাদ্যতে।৭ ততস্তস্য বস্তুতোঽসংসারিণোঽপি মায়য়া সংসারং প্রাপ্তস্য মন্দমতিভির্দ্দেহতাদাত্ম্যং প্রাপিতস্য দেহাদ্ব্যতিরেকঃ প্রতিপাদ্যতে শরীরমিত্যদিনা শ্লোকার্দ্ধেন।৮ শ্রোত্রং চক্ষুরিত্যাদিনা তু যথাযথং স্ববিষয়েষ্বিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকস্য তস্য তেভ্যো ব্যতিরেকঃ প্রতিপাদ্যতে।৯ এবং দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণমুৎক্রান্ত্যাদিসময়ে স্বাত্মরূপত্বাৎ কিমিতি সর্ব্বে ন পশ্যন্তীত্যাশঙ্কায়াং

এতাদৃশী যে অজ্ঞাননিবৃত্তি তাহাকেই “গত্বা” এইরূপ বলা হয় বা হইয়াছে। আর সেই অনাদি অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহার পুনরায় উত্থান হয় না ; কাজেই সংসার থাকে না বলিয়াই “ন নিবর্ত্তন্তে”=তাঁহারা আর ফিরিয়া আসেন না’ এইরূপ বলা হইয়াছে ; অতএব “গত্বা” এবং “ন নিবর্ত্তন্তে” এই দুইটী উক্তির মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ হইতে পারিল না। ব্রহ্মই যে জীবের পারমার্থিক স্বরূপ তাহা অসকৃৎ (অনেকবার) জানান হইয়াছে।৫ এই সমস্ত বিষয়ই উত্তরগ্রন্থে (পরবর্ত্তী সন্দর্ভে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে “মমৈবাংশঃ” ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে, জীব যখন ব্রহ্মস্বরূপ তখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সে যখন তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় তখন আর তাহার সেই স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি হয় না অর্থাৎ সে ব্রহ্মস্বরূপেই থাকিয়া যায়।৬ কিন্তু সুষুপ্তি কালে অজ্ঞান স্বীয় কার্য্যসমষ্টির সংস্কারের সহিত বিদ্যমান থাকে বলিয়া (সুষুপ্তির পর জাগ্রদ্দশায়) জীবের পুনরায় সংসার অর্থাৎ জাগতিক ব্যবহার চলিতে থাকে ; ইহা “মনঃষষ্ঠানি” ইত্যাদি অর্দ্ধ শ্লোকে বলা হইয়াছে।৭ তাহার পর “শরীরম্” ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যদিও জীব বস্তুতঃ অসংসারী তথাপি তাহাকে দেহের সহিত তাদাত্ম্য পাওয়াইলেও অর্থাৎ অভিন্নভাবে ব্যবহার করিলেও সে দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত (স্বতন্ত্র বা পৃথক্)। এই প্রকারে “শরীরম্” ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে দেহ হইতে জীবের ব্যতিরেক (পৃথক্ত্ব) দেখান হইয়াছে।৮ “শ্রোত্রং চক্ষুঃ” ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যদিও তিনিই ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ের যথাযথ প্রবর্ত্তক অর্থাৎ তাঁহারই অধিষ্ঠানে যদিও ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হয় তথাপি তিনি ইন্দ্রিয় সকল হইতে ব্যতিরিক্ত।৯ তিনি যদি এইপ্রকারে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ (বিপরীতস্বভাব স্বতন্ত্রই) হইলেন তাহা হইলে উৎক্রান্তি সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে জীব দেহ হইতে উৎক্রান্ত বা নির্গত হয় সেই সময়ে উৎক্রমণকারীরা সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না কেন ? (সেই সময়ে উৎক্রমণকারী সমস্ত জীবেরই ত তাঁহাকে দেখিতে পাইবার কথা), কারণ তিনি জীবের নিজ আত্মস্বরূপ হইতেছেন, এইপ্রকার শঙ্কা হইলে তদুত্তরে “উৎক্রামন্তম্” ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তিনি দর্শনের যোগ্য হইলেও উৎক্রমণকারীরা বিষয়বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় বলিয়া অর্থাৎ

বিষয়বিক্ষিপ্তচিত্তা দর্শনযোগ্যমপি তং ন পশ্যন্তীত্যুত্তরমুচ্যতে উৎক্রামন্তমিত্যাদিনা শ্লোকেন।১০ তং জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তীতি বিবৃতং যতন্তো যোগিন ইতি শ্লোকার্দ্ধেন।১১ বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তীত্যেতদ্বিবৃতং যতন্তোঽপীতি শ্লোকার্দ্ধেনেতি পঞ্চানাং শ্লোকানাং সংগতিঃ।১২ ইদানীমক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যামঃ—। মমৈব পরমাত্মনোঽংশঃ নিরংশস্যাপি মায়য়া কল্পিতঃ সূর্য্যস্যেব জলে নভস ইব চ ঘটে মৃষাভেদবানংশ ইবাংশো জীবলোকে সংসারে স চ প্রাণধারণোপাধিনা জীবভূতঃ কর্ত্তা ভোক্তা সংসারীতি মৃষৈব প্রসিদ্ধিমুপগতঃ সনাতনো নিত্যঃ, উপধিপরিচ্ছেদেঽপি বস্তুতঃ পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ। অতো জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্ত্যা স্বস্বরূপং ব্রহ্ম প্রাপ্য ততো ন নিবর্ত্তত ইতি যুক্তম্।১৩ এবম্ভূতোঽপি সুষুপ্তাৎ কথমাবর্ত্তত ইত্যাহ—মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রস্যাত্মনো বিষয়োপলব্ধিকরণতয়া লিঙ্গানি জাগ্রৎস্বপ্নভোগজনককর্ম্মক্ষয়ে প্রকৃতিস্থানি

আজন্ম অনুষ্ঠিত সদসৎ কর্ম্মের সংস্কারজাল তাহাদিগকে বিষয়ভাবনারূপ ভাবনাময় শরীরের চিন্তায় তন্ময় করিয়া রাখে বলিয়া তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না।১০ "যতন্তো যোগিনঃ" ইত্যাদি অর্দ্ধ শ্লোকে বিবৃত করা হইয়াছে যে, জ্ঞানচক্ষুর্বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন।১১ যাহারা বিমূঢ় (বিশেষরূপে মোহগ্রস্ত বা বিষয়াসক্ত) তাহারা যে তাঁহাকে দেখিতে পায় না ইহা "যতন্তোঽপি" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই হইল "মমৈবাংশঃ" ইত্যাদি পাঁচটী শ্লোকের পরস্পর সঙ্গতি অর্থাৎ পরস্পরের সহিত পর পর সম্বন্ধ।১২ এক্ষণে "মমৈবাংশঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অক্ষরের ব্যাখ্যা (আক্ষরিক অর্থ) বলা যাইতেছে—। **মমৈব**=আমারই অর্থাৎ পরমাত্মারই **অংশঃ**=অংশ—। যদিও পরমাত্মা নিরংশ অর্থাৎ অংশ-অংশিভাববিহীন, তথাপি জলে যেমন সূর্য্যের অংশ কল্পিত হয়, কিংবা ঘটাদিতে যেমন আকাশের অংশ ব্যপদিষ্ট হয় সেইরূপ তাঁহারও (অংশহীন পরমাত্মারও) অংশ, মায়াপ্রযুক্ত মিথ্যাভেদবিশিষ্ট অংশ কল্পিত হয়, (কাজেই তিনি এই অংশাশিরূপ মিথ্যা অযথার্থ ভেদবিশিষ্ট হইতেছেন) ; সুতরাং ইহা বাস্তবিক অংশ নহে কিন্তু অংশের সদৃশ। ইহাও **জীবলোকে**=সংসারে (অংশ বলিয়া ব্যাপদিষ্ট হয়)। আর আমার সেই যে মায়াকল্পিত অংশ তাহা **জীবভুতঃ**=প্রাণধারণরূপ উপাধিহেতু জীবভূত অর্থাৎ জীবস্বরূপ হইয়া 'আমি কর্ত্তা, ভোক্তা ও সংসারী' এইপ্রকার মিথ্যা প্রসিদ্ধিকেই আশ্রয় করে। আর তাহা **সনাতনঃ**=নিত্য হইতেছে,—কারণ (অবিদ্যা বা অন্তঃকরণাদিরূপ) উপাধি বশতঃ তাঁহার কাল্পনিক পরিচ্ছেদ (ভেদ) হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি পরমাত্মস্বরূপই হইতেছেন। কাজেই জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে নিজ যথার্থ স্বরূপ যে ব্রহ্মরূপতা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না—এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।১৩ ভাল, জীব না হয় স্বরূপতঃ এই প্রকারই হইল ; তথাপি সে সুষুপ্তি হইতে আবার কেন জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরিয়া আসে ? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন **"মনঃষষ্ঠানি"** ইত্যাদি। মনঃ হইয়াছে ষষ্ঠ যাহাদের তাহারা মনঃষষ্ঠ ; **ইন্দ্রিয়াণি**=শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসা নামে প্রসিদ্ধ এই পাঁচটী, ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) হইতেছে। ইহারা ইন্দ্রের অর্থাৎ আত্মার বিষয়োপলব্ধির করণস্বরূপ ; এ কারণে ইহারা তাঁহার লিঙ্গ (জ্ঞাপক) ;

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরঃ যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি, যৎ চাপি উৎক্রামতি, এতানি গৃহীত্বা সংযাতি, আশয়াৎ গন্ধান্ বায়ুঃ ইব অর্থাৎ যেমন বায়ু পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া যায়, সেইরূপ জীব একটি দেহ হইতে দেহান্তরে উৎক্রমণ-কালে পূর্ব্বদেহ হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয় ॥ ৮

প্রকৃতাবজ্ঞানে সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতানি পুনর্জাগ্রদ্ভোগজনককর্ম্মোদয়ে ভোগার্থং কর্ষতি কূর্ম্মোঽঙ্গানীব প্রকৃতেরজ্ঞানাদাকর্ষতি বিষয়গ্রহণযোগ্যতয়াবির্ভাবয়তীত্যর্থঃ। অতো জ্ঞানাদনাবৃত্তাবপ্যজ্ঞানাদাবৃত্তির্নানুপপন্নেতি ভাবঃ ॥১৪—৭॥

কস্মিন্ কালে কর্ষতীত্যুচ্যতে—। যৎ যদা উৎক্রামতি বহির্নির্গচ্ছতি ঈশ্বরো দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতস্য স্বামী জীবঃ তদা যতো দেহাদুৎক্রামতি ততো মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি কর্ষতীতি এই জন্যই ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নদশায় যে ভোগ হয় তজ্জনক কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের পরবর্ত্তী সুষুপ্তিকালে **প্রকৃতিস্থানি**=(ষষ্ঠ মনের সহিত এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়) অজ্ঞানরূপ প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া পুনরায় যখন জাগ্রৎকালীন ভোগের জনক কর্ম্মের উদয় হয় তখন সেই ভোগের জন্য **কর্ষতি**=কূর্ম্ম যেমন নিজ মধ্যে উপসংহৃত (গুটান) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলকে বাহির করে সেইরূপ এই জীবও প্রকৃতি হইতে (অজ্ঞানরূপ কারণ হইতে) তাহাদিগকে (অজ্ঞানরূপ কারণে লীন এই ইন্দ্রিয় পঞ্চককে) আকর্ষণ করে অর্থাৎ যাহাতে তাহারা বিষয় গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় সেইভাবে তাহাদিগকে আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। এইজন্য, জ্ঞানের ফলে অনাবৃত্তি হইলেও অজ্ঞানের প্রভাবে যে আবৃত্তি (সংসারে পুনরায় প্রবেশ) হইবে তাহা মোটেই অসঙ্গত নহে।১৪ [**তাৎপর্য্য** এই যে, নিদ্রা বা জাগরণ সমস্তই অদৃষ্টক্রমে হইয়া থাকে। অদৃষ্ট বলিতে প্রাক্কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক কর্ম্ম নিচয়ের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি; ইহাই সংস্কার। ভোগ জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয় দশাতেই হয়। তন্মধ্যে জাগ্রৎকালে মনঃসহচরিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ হয়; আর স্বপ্নাবস্থায় কেবলমাত্র মনের দ্বারাই ভোগ হইয়া থাকে। জাগ্রৎ কালীন ভোগের জনক অদৃষ্ট যতক্ষণ প্রবল থাকে ততক্ষণই জীব জাগিয়া থাকিয়া সজাগ ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় সংস্পৃষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা ভোগ সম্পাদন করে। স্বপ্নাবস্থায় মন সক্রিয় থাকিয়া ভোগ জন্মায়। আর যখন সেই ভোগজনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টের ক্ষয় হয় তখনই নিদ্রা উপস্থিত হয়। এইজন্য ভোগ না থাকায় জাগ্রৎকালীন ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গুলি এবং স্বপ্নকালীন ভোগসাধন মনটীও নির্ব্ব্যাপার হইয়া স্বীয় কারণে লীন হইয়া সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করে। আবার যখন ভোগজনক অদৃষ্ট প্রবল হয় তখন তাহারা ভোগ জন্মাইবার জন্য স্বীয় কারণ প্রকৃতি বা অজ্ঞান হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; যেহেতু তাহারাই ভোগের সাধন বা করণ হইতেছে; তাহারাই বিষয় সংস্পৃষ্ট হইয়া সেই সংস্পৃষ্ট বিষয়গুলিকে জীবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়, তবেই জীব ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্যই বলিয়াছেন "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি" ইত্যাদি।]১৪—৭॥

অনুবাদ—কোন্ সময়ে তিনি তাহাদিগকে আকর্ষণ করেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "শরীরম্" ইত্যাদি। **ঈশ্বরঃ**=দেহেন্দ্রিয়রূপ সঙ্ঘাতের অধীশ্বর বা স্বামী যে জীব **যৎ**=যখন

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

অয়ং শ্রোত্রং চক্ষুঃ, স্পর্শনং চ, রসনং ঘ্রাণম্ এব চ মনঃ চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে অর্থাৎ জীব কর্ণ নেত্র, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয় আর মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯

দ্বিতীয়পদস্য প্রথমমন্বয়ঃ উৎক্রমণোত্তরভাবিত্বাদ্গমনস্য।১ ন কেবলং কর্ষত্যেব কিন্তু যৎ যদা চ পূর্ব্বস্মাচ্ছরীরান্তরমবাপ্নোতি তদৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি গৃহীত্বা সংযাত্যপি সম্যক্ পুনরাগমনরাহিত্যেন গচ্ছত্যপি।২ শরীরে সত্যেবেন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ—আশয়াৎ কুসুমাদেঃ স্থানাৎ গন্ধাত্মকান্ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা যথা বায়ুর্যাতি তদ্বৎ ॥৩—৮॥

তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহঃ—। শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ—। চকারাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণঞ্চ মনশ্চ ষষ্ঠমধিষ্ঠায়ৈব আশ্রিত্যৈব বিষয়ান্ শব্দাদীনয়ম্ জীব উপসেবতে ভুঙ্ক্তে ॥৯॥

উৎক্রামতি=উৎক্রমণ করে অর্থাৎ দেহ ছাড়িয়া বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয় তখন যে দেহ হইতে তাহার উৎক্রমণ হয় তাহা হইতে যে ষষ্ঠ মনের সহিত অন্যান্য পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে—। এইরূপে এই শ্লোকের "যচ্চাপি" ইত্যাদি দ্বিতীয় পাদের প্রথমে অন্বয় করিতে হইবে, কারণ এক দেহ হইতে উৎক্রমণ (নিষ্ক্রমণ বা বহিরাগমন) না হইলে গমন করা যায় না, যেহেতু গমন উৎক্রমণের পরভাবীই হইতেছে।১ জীব উৎক্রমণকালে এই ইন্দ্রিয় সকলকে কেবল যে আকর্ষণ করে তাহা নহে কিন্তু **যৎ**=যখন **শরীরম্ আপ্নোতি**=সে পূর্ব্ব শরীর হইতে বহির্গত হইয়া অন্য একটী শরীর প্রাপ্ত হয় তখন **এতানি**= ষষ্ঠ মনের সহিত এই ইন্দ্রিয় সকলকেও **গৃহীত্বা**=গ্রহণ করিয়া **সংযাতি**=সম্যক্‌রূপে প্রয়াণ করে, যাহাতে তদ্দেহে তাহার পুনরাগমন রহিত হইয়া যায়।২ স্থূল শরীরটী মৃত হইয়া পড়িয়া থাকিলেও ইন্দ্রিয়গুলিকে কিরূপে গ্রহণ করা হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—**বায়ুঃ গন্ধান্ ইবাশয়াৎ**=বায়ু যেমন আশয় হইতে (পুষ্পাদি স্থান হইতে) গন্ধাত্মক সূক্ষ্ম অংশ সকলকে লইয়া গমন করে এস্থানেও ঠিক সেইরূপ বুঝিতে হইবে।৩ [অভিপ্রায় এই যে, ফুলটী ম্লান হইয়া পড়িয়া রহিল বটে কিন্তু তাহার উপর দিয়া যে বাতাস বহিয়া গেল তাহা সেই ফুলটী হইতে তাহার গন্ধাত্মক সূক্ষ্ম অংশগুলিকে লইয়া গন্ধময় হইয়া চলিয়া গেল, ইহা যেমন হয় সেইরূপ জীবও যখন এই দেহ হইতে চলিয়া যায় তখন সে এই দেহরূপ পুষ্পের গন্ধস্থানীয় সূক্ষ্ম অংশগুলিকে অর্থাৎ বহিঃকরণ, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে চিত্তাশ্রিত বাসনাজাল বা সংস্কাররাশির সহিত লইয়া চলিয়া যায়। তাহারই ফলে তাহার দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং তদ্দেহাবচ্ছেদে পুনরায় ভোগ নিষ্পাদিত হইতে থাকে।]৩—৮॥

অনুবাদ—জীব যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় সেইগুলির নামোল্লেখ পূর্ব্বক দেখাইয়া, যে উদ্দেশ্যে সেই জীব এক দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া দেহান্তরে গমন করে তাহাই "শ্রোত্রম্" ইত্যাদি শ্লোকে দেখাইতেছেন—। শ্রোত্র, চক্ষুঃ, স্পর্শন (ত্বক্), রসনা এবং ঘ্রাণ

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০॥

উৎক্রামন্তং বা স্থিতম্ অপি, ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি; জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি অর্থাৎ একদেহ হইতে দেহান্তরগামী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত কিংবা বিষয়-ভোগরত, বা গুণত্রয়যুক্ত জীবকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না, কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষুঃ জ্ঞানীরা দেখিতে পান॥ ১০

এবং দেহগতং দর্শনযোগ্যমপি দেহাৎ উৎক্রামন্তং দেহান্তরং গচ্ছন্তং পূর্ব্বস্মাৎ স্থিতং বাপি তস্মিন্নেব দেহে ভুঞ্জানং বা শব্দাদীন্ বিষয়ান্ গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাত্মকৈ র্গুণৈরন্বিতং এবং সর্ব্বাস্ববস্থাসু দর্শনযোগ্যমপ্যেনং বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবাসনাকৃষ্টচেতস্তয়াত্মানাত্মবিবেকাযোগ্যা নানুপশ্যন্তি অহো কষ্টং বর্ত্তত ইত্যজ্ঞাননুক্রোশতি ভগবান্। যে তু প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষো বিবেকিনস্ত এব পশ্যন্তি॥১০॥

(নাসিকা)—। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের শেষে 'চ' শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনঃ এই সকলের উপর **অধিষ্ঠায়**=অধিষ্ঠিত হইয়াই অর্থাৎ এই সকলের কর্ত্তা বা নিয়ন্তা হইয়াই—ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই **অয়ং**=এই জীব **বিষয়ান্**=শব্দাদি বিষয় সকল **উপসেবতে**=উপভোগ করিয়া থাকে।৩—৯॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ই পরমতত্ত্ব—তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের গতাগতির নিবৃত্তি হয়। জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে—তাই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইলে আর জীবের প্রচ্যুতি হয় না। যতদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন স্বরূপে স্থিতি হয় না—তাই সুষুপ্তিতে জীব সৎসম্পন্ন হইলেও অজ্ঞানবশে আবার তাহাকে সংসারী হইতে হয়। জীব উৎক্রামণকালে এবং শরীরগ্রহণকালে মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে সঙ্গে লইয়া যায়।৭-৯

অনুবাদ—এইরূপে দেহ মধ্যবর্ত্তী আত্মা দর্শনযোগ্য হইলেও, **উৎক্রামন্তং**=পূর্ব্ব দেহ হইতে যখন জীব দেহান্তরে গমন করে তৎকালে, **স্থিতং বাপি**=কিংবা সেই শরীরের মধ্যেই যখন অবস্থান করে সেই সময়ে **ভুঞ্জানং বা**=অথবা শব্দাদি বিষয় সকল যখন উপভোগ করে তখন, **গুণান্বিতং**=কিংবা যখন জীব গুণান্বিত হয়, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক গুণ সকলের দ্বারা অন্বিত হয় তৎকালে—এইরূপে এই সমস্ত অবস্থাতেই আত্মা দর্শনযোগ্য হইলেও **বিমূঢ়াঃ**=বিমূঢ় ব্যক্তিগণ অর্থাৎ দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট—ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক বিষয়বাসনায় চিত্ত আকৃষ্ট থাকায় যাহারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানের অযোগ্য সেই সমস্ত ব্যক্তিরা **ন অনুপশ্যন্তি**=তাঁহাকে যে দেখিতে পায় না, হায়! ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্ট হইতে পারে? এই বলিয়া ভগবান্ অজ্ঞব্যক্তিগণের জন্য অনুক্রোশ (দুঃখ) প্রকাশ করিতেছেন। [অভিপ্রায় এই যে আত্মাকে বাদ দিয়া জীবের কোন কিছুই চলিতে পারে না; জীবের সকল অবস্থাতেই আত্মা অনুগত রহিয়াছে; অথচ জীব তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে?] পক্ষান্তরে "জ্ঞানচক্ষুষঃ"=যাঁহারা বিবেকী, প্রমাণ জনিত জ্ঞানরূপ চক্ষু যাঁহাদের আছে কেবলমাত্র তাঁহারাই "পশ্যন্তি"=আত্মাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন।১০॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

যতন্তঃ যোগিনঃ এনম্ আত্মনি অবস্থিতং পশ্যন্তি ; যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ এনং ন পশ্যান্তি অর্থাৎ প্রযত্নশীল যোগিগণ এই আত্মা'কে দেহে অবস্থিত দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা যত্ন করিলেও মলিন-চিত্ত অবিবেকীরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥ ১১

আদিত্যগতং যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি চ যৎ, অগ্নৌ চ যৎ অখিলং জগৎ ভাসয়তে, তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, সে তেজ আমারই জানিবে ॥ ১২

পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষ ইত্যেতদ্বিবৃণোতি—। আত্মনি স্ববুদ্ধৌ অবস্থিতং প্রতিফলিতমেনমাত্মানং যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিন এব পশ্যন্তি।১ চোঽবধারণে। যতমানা অপ্যকৃতাত্মানো যজ্ঞাদিভিরশোধিতান্তঃকরণাঃ অতএবাচেতসো বিবেকশূন্যা নৈনং পশ্যন্তীতি মূঢ়া নানুপশ্যন্তীত্যেতদ্বিবরণম্ ॥২—১১॥

ইদানীং যৎ পদং সর্ব্বাবভাসনক্ষমা অপ্যাদিত্যাদয়ো ভাসয়িতুং ন ক্ষমন্তে যৎ প্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ ন পুনঃ সংসারায় প্রবর্ত্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্য কল্পিতাংশা মৃষৈব সংসারমনুভবন্তি, তস্য পদস্য সর্ব্বাত্মত্ব-

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোকে "জ্ঞানরূপ চক্ষু যাঁহাদের আছে তাঁহারাই দেখিতে পান" এইরূপ যাহা বলিয়াছেন এক্ষণে তাহারই বিবৃতি বলিতেছেন "যতন্তঃ" ইত্যাদি। **যতন্তঃ**=যতমান অর্থাৎ ধ্যানাদি সহকারে প্রযতমান **যোগিনঃ**=যোগিগণই কেবল **আত্মনি**=আত্মাতে অর্থাৎ নিজ বুদ্ধিতে **অবস্থিতং**=প্রতিফলিত **এনং**=এই আত্মাকে **পশ্যন্তি**=দেখিতে পাইয়া থাকেন। [সরলার্থ এই যে ধ্যানপ্রভাবে চিত্তদর্পণ মলবিহীন হইলে তাহাতে আত্মা প্রতিফলিত হয় এবং সেই অবস্থায় যোগিগণ আত্মনাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।] ১ 'চ' শব্দটী এখানে অবধারণ বা নিশ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার **যতন্তঃ অপি**=যতমান হইলেও যাহারা **অকৃতাত্মনঃ**=যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় যাহাদের অন্তঃকরণ শোধিত হয় নাই সেই সমস্ত **অচেতসঃ**=বিবেকশূন্য ব্যক্তিরা **ন এনং পশ্যন্তি**=এই আত্মাকে দেখিতে পায় না ;—ইহা "বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি" এই সন্দর্ভের বিবৃতি।২-১১ ॥

ভাবপ্রকাশ—অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আত্মাকে দেখিতে পায় না। শুদ্ধান্তঃকরণ যোগীগণ ধ্যানাদির দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ যত্ন করিলেও আত্মাকে দেখিতে পারে না। চিত্তশুদ্ধিই আত্মসাক্ষাৎকারের অব্যভিচারী হেতু।১০-১১

অনুবাদ—আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কেরা সমস্ত বস্তুকেই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও যে পদকে অবভাসিত করিতে পারে না, যে পদ প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি পুনরায় আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না, এবং ঘটাকাশ আদি যেমন মহাকাশেরই মায়া-(অজ্ঞান)-কল্পিত অংশ সেইরূপ সমস্ত জীবগণও যে পদের উপাধিভেদানুযায়ী মায়াকল্পিত ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায় হইয়া মিথ্যাই (অযথার্থভাবেই) সংসার

সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বপ্রদর্শনেন ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি প্রাগুক্তং বিবরীতুং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈরাত্মনো বিভূতিসঙ্ক্ষেপমাহ ভগবান্। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" (মুঃ উঃ ২।২।১০) ইতি শ্রুত্যর্দ্ধং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুত্যর্দ্ধমনেন ব্যাখ্যায়তে।২ যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিশ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ স্থিতং তেজো জগদখিলমবভাসয়তে, তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি।৩ যদ্যপি স্থাবরজঙ্গমেষু সমং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিস্তথাপি সত্ত্বোৎকর্ষেণাদিত্যাদীনামুৎকর্ষাত্তত্রৈবাবিস্তরাং চৈতন্যজ্যোতিরিতি তৈর্ব্বিশিষ্যতে যদাদিত্যগতমিত্যাদি।৪ যথা তুল্যেঽপি মুখসন্নিধানে কাষ্ঠকুড্যাদৌ ন মুখমাবির্ভবতি, আদর্শাদৌ চ স্বচ্ছে স্বচ্ছেতরে চ তারতম্যেনাবির্ভবতি তদ্বৎ।৫ যদাদিত্য-

অনুভব করিয়া থাকে এক্ষণে সেই পদেরই সর্ব্বাত্মত্ব ও সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্ব প্রদর্শন করিবেন আর এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহারই বিবরণ বলিবার নিমিত্ত ভগবান্ "যদাদিত্যগতম্" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে নিজের বিভূতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।১ "সূর্য্য সেখানে প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও তারকাগণও তদ্রূপ ; এই বিদ্যুৎসকলও তথায় নিস্প্রভ, সুতরাং এই অগ্নির কি আর তথায় প্রভা থাকিতে পারে ?" এই শ্রুত্যর্দ্ধটী পূর্ব্বে "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে "যদাদিত্যগতং তেজঃ" ইত্যাদি এই শ্লোকটীতে উক্ত শ্রুতির "তাঁহারই প্রকাশমানতা অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া সমস্ত পদার্থ অনুপ্রকাশিত হইতেছে, তাঁহারই প্রকাশে এই সমস্ত নিখিল বিশ্ব বিভাত হইয়া থাকে" এই অপর অর্দ্ধাংশের ব্যাখ্যা বলা হইতেছে।২ **যৎ তেজঃ**=তেজঃ যে অর্থাৎ চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃ **আদিত্যগতং**=সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিত **যৎ চন্দ্রমসি**=চন্দ্রমা মধ্যে যাহা বিরাজমান **যৎ চ অগ্নৌ**=এবং অগ্নির মধ্যে যাহা জাজ্বল্যমান থাকিয়া **অখিলং জগৎ**=নিখিল জগৎকে **ভাসয়তে**=অবভাসিত করিতেছে **তৎ তেজঃ**=সেই তেজঃ **মামকং**=মদীয় বা আমারই **বিদ্ধি**=জানিও।৩ যদিও চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃপদার্থ স্থাবরজঙ্গমাদি সকল পদার্থেই সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন তথাপি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ (আধিক্য) হেতু আদিত্যাদি পদার্থেরও আধিক্য (উৎকৃষ্টতা) হইয়া থাকে ; কাজেই চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃপদার্থও সেই সেই স্থলে প্রতিফলিত হইয়া অধিকভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণেই সেই সমস্ত পদার্থের উল্লেখ করিয়া সেই চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃপদার্থের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন "যদাদিত্যগতম্" ইত্যাদি।৪ ইহার দৃষ্টান্ত যেমন কাষ্ঠ, কুড্য, (গৃহের ভিত্তি) এবং আদর্শ (দর্পণ) আদি পদার্থে মুখের সন্নিধি (সমীপবর্ত্তিতা) সমান হইলেও কাষ্ঠ, কুড্য প্রভৃতিতে মুখ আবির্ভূত (প্রতিবিম্বিত) হয় না কিন্তু দর্পণাদিতেই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আবার দর্পণাদির মধ্যে স্বচ্ছ; এবং স্বচ্ছতর বা স্বচ্ছতম দর্পণেও তাহা তারতম্য অনুসারেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মলিন দর্পণে যেভাবে প্রতিফলিত হয় মলরহিত স্বচ্ছদর্পণে তাহা অপেক্ষা ভালভাবে, স্বচ্ছতর দর্পণে আরও স্পষ্টভাবে এবং স্বচ্ছতম দর্পণে স্পষ্টতমভাবে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ কাষ্ঠ, লোষ্ট, মৃৎ, পাষাণাদিতে এবং বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থে চৈতন্যের প্রকাশের অভিব্যক্তি নাই, অগ্নিতে তাহা অভিব্যক্ত হয়, চন্দ্রমায় অধিকভাবে, সূর্য্যে

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

অহং চ ওজসা গাম্ আবিশ্য ভূতানি ধারয়ামি ; রসাত্মকঃ সোমশ্চ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি অর্থাৎ আমি নিজ সামর্থ্য-প্রভাবে পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি এবং আমিই রসময় সোমরূপে ওষধি সমূহ পরিপুষ্ট করিতেছি ॥ ১৩

গতং তেজ ইত্যুক্ত্বা পুনস্তত্তেজো বিদ্ধি মামকমিতি তেজোগ্রহণাৎ যদাদিত্যাদিগতং তেজঃ প্রকাশঃ পরপ্রকাশসমর্থং সিতভাস্বরং রূপং জগদখিলং রূপবদ্বস্তু অবভাসয়তে, এবং যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ জগদবভাসকং তেজস্তন্মামকং বিদ্ধীতিবিভূতিকথনায় দ্বিতীয়োঽপ্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ। অন্যথা তন্মামকং বিদ্ধীত্যেতাবৎ ব্রূয়াৎ তেজোগ্রহণমন্তরেণৈবেতি ভাবঃ ॥৬—১২॥

কিঞ্চ,—গাং পৃথিবীং পৃথিবীদেবতারূপেণাবিশ্য ওজসা নিজেন বলেন পৃথিবীং ধুলিমুষ্টিতুল্যাং দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি পৃথিব্যাধেয়ানি বস্তূন্যহমেব ধারয়ামি অন্যথা পৃথিবী সিকতামুষ্টিবদ্বিশীর্য্যেতাধোনিমজ্জেদ্বা, “যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। “সদাধারপৃথিবীম্” ইতি চ হিরণ্যগর্ভভাবাপন্নং ভগবন্তমেবাহ।১ কিং চ রসাত্মকঃ সর্ব্বরসস্বভাবঃ সোমো ভূত্বা ওষধীঃ সর্ব্বা ব্রীহিযবাদ্যাঃ পৃথিব্যাং জাতাঃ অহমেব পুষ্ণামি পুষ্টিমতী রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি ॥২—১৩॥

অধিকতরভাবে প্রকাশমানতার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।৫ “যদাদিত্যগতং তেজঃ” এই স্থলে একবার “তেজঃ” এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া পুনরায় “তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্” এই স্থলে “তেজঃ” এই শব্দটী গ্রহণ (প্রয়োগ) করিয়া ইহাই জানাইয়া দিতেছেন হে আদিত্যগত যে তেজঃ (প্রকাশ) যাহা সিতভাস্বররূপ (শুক্ল ও উজ্জ্বলরূপ), যাহা পরপ্রকাশে সমর্থ (অন্যান্য প্রকাশহীন পদার্থকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ) এবং যাহা অখিল জগৎ অর্থাৎ রূপবৎ বস্তুসকলকে প্রকাশিত করিয়া থাকে এবং চন্দ্রমাঃ ও অগ্নির মধ্যে যে জগদবভাসক (বিশ্বপ্রকাশক) তেজঃ রহিয়াছে সেই তেজঃ আমার অর্থাৎ আমারই বিভূতি, এইরূপে নিজ বিভূতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই প্রকার দ্বিতীয় অর্থটীও গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা না হইলে অর্থাৎ এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত না হইলে “তেজঃ” শব্দটী গ্রহণ না করিয়াই “তৎ মামকং বিদ্ধি” কেবলমাত্র এইটুকুই বলিতেন অর্থাৎ ‘তেজঃ’ শব্দটীর আর দ্বিতীয়বার গ্রহণ (উল্লেখ) করিতেন না, ইহাই ভাবার্থ।৬—১২॥

অনুবাদ—আরও, **গাং**=পৃথিবী মধ্যে **আবিশ্য**=প্রবেশ করিয়া **ওজসা**=নিজ শক্তিতে ধূলিমুষ্টি তুল্যা এই পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়া **ভুতানি**=পৃথিবীর আধেয় (পৃথিবীর উপর অবস্থিত) বস্তু সকলকে **অহং**=আমি **ধারয়ামি**=ধারণ করিতেছি, কারণ তাহা না হইলে (আমি যদি ইহাকে তদ্রূপে বিধৃত না করিতাম তাহা হইলে) এই পৃথিবী সিকতা মুষ্টির ন্যায় (বালুকামুষ্টির মত) বিশীর্ণ হইয়া যাইত, অথবা নিম্নে নিমগ্ন হইত। “যাঁহার জন্য দ্যুলোক উগ্র এবং পৃথিবী দৃঢ়া হইয়া রহিয়াছে”

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অহং বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি অর্থাৎ আমি জঠরাগ্নি-রূপে সর্ব্বপ্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণাপাণ বায়ু-সংযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪

কিঞ্চ,—অহমীশ্বর এব বৈশ্বানরো জাঠরোঽগ্নির্ভূত্বা "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতঃসন্ প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমাশ্রিতঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সংযুক্তঃ সংধুক্ষিতঃ সন্ পচামি পক্তিং নয়ামি প্রাণিভির্ভুক্তং অন্নং চতুর্ব্বিধং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি।১ তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্য বিখণ্ড্য ভক্ষ্যতেঽপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যমিতি চোচ্যতে; যত্তু কেবলং জিহ্বয়াবলোড্য নিগীর্য্যতে সূপৌদনাদি তদ্ভোজ্যং; যত্তু জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন নিগীর্য্যতে কিঞ্চিদ্ দ্রবীভূতগুড়রসালশিখরিণ্যাদি তল্লেহ্যং, যত্তু দন্তৈর্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে যথেক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যম্, ইতি ভেদঃ।২ ভোক্তা যঃ সোঽগ্নির্ব্বৈশ্বা-

এইরূপ মন্ত্রবর্ণ হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। আর "তিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন" এই মন্ত্রবর্ণনাটীও হিরণ্যগর্ভভাবাপন্ন ভগবানেরই কথা বলিতেছেন অর্থাৎ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভরূপে এই পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন, ইহাই উক্ত মন্ত্রবর্ণে প্রতিপাদিত হইতেছে ১ আরও আমি **রসাত্মকঃ**=সর্ব্বরসস্বভাব (সকলপ্রকার রসের স্বরূপভূত) **সোমঃ ভূত্বা**=সোম হইয়া **সর্ব্বা ওষধীঃ**=পৃথিবীসঞ্জাত ব্রীহি, যব প্রভৃতি শস্যসকল **পুষ্ণামি**=পোষণ করিতেছি অর্থাৎ পুষ্টিযুক্ত এবং রসও স্বাদুবিশিষ্ট (সরস ও সুমিষ্ট) করিতেছি।২—১৩॥

অনুবাদ—আরও **অহং**=আমি ঈশ্বরই **বৈশ্বানরঃ ভূত্বা**=জঠরাগ্নি হইয়া—যিনি অন্তরে জীবের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জঠরানলরূপে রহিয়াছেন, যাঁহার প্রভাবে এই ভুক্ত অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইতেছে সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর হইতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে যে জঠরানলকে বৈশ্বানর নামে প্রতিপাদন করা হইয়াছে আমিই সেই বৈশ্বানর হইয়া **প্রাণিনাং**=সমস্ত জীবগণের **দেহম্ আশ্রিতঃ**=দেহ আশ্রয় করিয়া, অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া **প্রাণাপাণসমাযুক্তঃ**=যাহা সেই জঠরানলের উদ্দীপক তাহা যাহাতে উদ্দীপিত বা প্রজ্জ্বলিত হয় তাদৃশ প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয়ের সহিত সমাযুক্ত অর্থাৎ সংধুক্ষিত বা ইন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া **চতুর্ব্বিধম্ অন্নং**=প্রাণি কর্ত্তৃক ভুক্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য এই চতুর্ব্বিধ অন্ন **পচামি**=পাক করি অর্থাৎ ঐ চতুর্ব্বিধ অন্নের পরিপাক সাধন করিয়া থাকি।১ প্রাণিগণ কর্ত্তৃক যে অন্ন ভুক্ত হয় তাহা চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য। তন্মধ্যে অপূপ (পিষ্টক) প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য দন্তের সাহায্যে খণ্ডিত অবখণ্ডিত করিয়া—টুকরা টুকরা করিয়া খাওয়া হয় তাহা ভক্ষ্য; তাহাকে চর্ব্ব্যও বলা হয়। আর সূপৌদন (ডাল, ভাত) প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ কেবলমাত্র জিহ্বার দ্বারা বিলোড়িত করিয়া ভক্ষণ করা হয় তাহাকে ভোজ্য বলা হয়। যাহাতে জিহ্বায় রসাস্বাদন পূর্ব্বক গলাধঃকরণ করা হয় তাদৃশ বস্তু এবং দ্রবীভূত গুড়, রসাল, শিখরিণী (দ্রাক্ষা বিশেষ) প্রভৃতি বস্তুও লেহ্য নামে অভিহিত হয়। আর ইক্ষু আদি যে সমস্ত দ্রব্যকে দন্তের দ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার রসাংশটাকে

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

অহং সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ মত্তঃ স্মৃতিঃ, জ্ঞানং, অপোহনঞ্চ ; সর্ব্বৈঃ বেদৈশ্চ অহমেব বেদ্যঃ বেদান্তকৃৎ, বেদবিৎ চ অহমেব অর্থাৎ সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত আছি ; আমা হইতেই পূর্ব্বানুভবজাত স্মৃতি ও জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ হইয়া থাকে ; সমুদয় বেদ দ্বারা আমিই জ্ঞেয় ; আমিই বেদান্তার্থের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক. জ্ঞানদাতা গুরু এবং আমিই প্রকৃত বেদার্থবেত্তা ॥ ১৫

নরো, যদ্ভোজ্যমন্নং স সোমস্তদেতদুভয়মগ্নীষোমৌ সর্ব্বমিতি ধ্যায়তোঽন্নদোষলেপো ন ভবতীত্যপি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩—১৪॥

কিঞ্চ,—সর্ব্বস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সংনিবিষ্টঃ "স এষ ইহ প্রবিষ্ট" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৬) ইতি শ্রুতেঃ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ উঃ ৬।৩।২) ইতি চ।১ অতো মত্ত আত্মন এব হেতোঃ প্রাণিজাতস্য যথানুরূপং স্মৃতিঃএতজ্জন্মনি পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া বৃত্তির্যোগিনাং চ জন্মান্তরানুভূতার্থবিষয়োঽপি।২ তথা মত্ত এব জ্ঞানং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্তবতি, যোগিনাং চ দেশকালবিপ্রকৃষ্টবিষয়মপি।৩ এবং কামক্রোধশোকাদিব্যাকুলচেতসাং অপোহনং চ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপায়শ্চ মত্তএব ভবতি।৪ এবং স্বস্য

জিহ্বার সাহায্যে গ্রহণ করিয়া গিলিয়া ফেলা হয় এবং তাহার অবশিষ্ট (অস্থি বা ছিপড়া) পরিত্যাগ করা হয় তাহা চোষ্য ; ইহাই ইহাদের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য।২ এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে,—যিনি ভোক্তা তিনি বৈশ্বানর নামক অগ্নি হইতেছেন এবং যাহা ভোজ্য বা অদনীয় অন্ন তাহা সোম হইতেছে। এই ভোক্তা ও ভোজ্য উভয়ে মিলিত হইয়া অগ্নীষোম হইতেছেন ; ইনি সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সর্ব্ব স্বরূপ অন্ন, এই প্রকারে যিনি চিন্তা করেন তিনি অন্নদোষে লিপ্ত হন না অর্থাৎ তজ্জন্য যে পাতক হইয়া থাকে তাহা তাঁহার হয় না।৩—১৪॥

অনুবাদ—আরও, **সর্ব্বস্য**=সকলের অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্ত প্রাণিনিকায়ের **অহম্**=আমি **আত্মা**=আত্মা হইয়া তাহাদের **হৃদি**=হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে **সন্নিবিষ্টঃ**=সন্নিবিষ্ট রহিয়াছি। যেহেতু এসম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে,—"সেই এই আত্মা এই জীব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন" এবং "আমি এই জীবরূপী আত্মার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যাকৃত (অভিব্যক্ত বা ব্যবহারযোগ্য) করিব" ইত্যাদি।১ আর এই কারণে **মত্তঃ**=আমার জন্যই অর্থাৎ আত্মার জন্যই (আত্মা আছেন বলিয়াই) প্রাণিবর্গের যথানুরূপ **স্মৃতিঃ**=স্মৃতি অর্থাৎ (সাধারণ জীবের) এই জন্মের পূর্ব্বানুভূত বস্তুবিষয়ক মনোবৃত্তিবিশেষ হইয়া থাকে ; আর যোগিগণের যে জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি তাহাও আমারই জন্য হইয়া থাকে।২ এবং আমারই প্রভাবে **জ্ঞানং**=বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগসম্ভূত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর যোগিগণেরও বিপ্রকৃষ্ট (ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী) দেশ এবং বিপ্রকৃষ্ট কাল বিষয়ক যে জ্ঞান হয় তাহাও আমারই অনুগ্রহে।৩ **অপোহনংচ**=আর যে

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চ দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে। তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি, ক্ষরঃ কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ; সমুদয় ভূতগণ ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ তিনি অক্ষর বলিয়া কথিত হন॥ ১৬

জীবরূপতামুক্ত্বা ব্রহ্মরূপতামাহ—। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়াদিদেবতাপ্রকাশকৈরপি অহমেব বেদ্যঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। "এব উহ্যেব সর্ব্বে দেবা" ইতি চ শ্রুতেঃ।৫ বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসংপ্রদায়প্রবর্ত্তকো বেদব্যাসাদিরূপেণ। ন কেবলমেতাবদেব বেদদিদেব চাহং কর্ম্মকাণ্ডোপাসনাকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ডাত্মকমন্ত্রব্রাহ্মণরূপ সর্ব্ববেদার্থবিচ্চাহমেব। অতঃ সাধূক্তং ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি ॥৬—১৫॥

সমস্ত ব্যক্তির চিত্ত কাম ক্রোধ ও শোকাদিতে ব্যাকুল তাহাদের যে স্মৃতি এবং জ্ঞানের অপোহন অর্থাৎ অপায় বা নাশ তাহাও আমা হইতেই হইয়া থাকে।৪ এই প্রকারে নিজের জীবরূপতা বলিয়া এইবারে নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা বলিতেছেন –"বেদৈশ্চ" ইত্যদি। **বেদৈশ্চ সর্ব্বৈঃ**=সমস্ত বেদের দ্বারা, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রতিপাদক হইলেও সেই সমুদয়ের বেদ দ্বারা **অহমেব**=আমিই অর্থাৎ পরমেশ্বরই **বেদ্যঃ**=জ্ঞেয় (বা প্রতিপাদ্য) ; কারণ আমি সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বস্বরূপ)। যেহেতু এ সম্বন্ধে বেদমন্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে—যথা "তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলিয়া থাকেন। তিনিই দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান্ সেই এক সৎ পদার্থকেই বিপ্রগণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহু বহু সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন।" শ্রুতিও (ব্রাহ্মণ গ্রন্থও) তাই বলিতেছেন—"ইনিই সমস্ত দেবগণাত্মক"।৫ আমিই **বেদান্তকৃৎ**=বেদব্যাসাদি ব্রহ্মর্ষিরূপে বেদান্ত তত্ত্বের সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতেছি।৬ আমি যে কেবল এইটুকুই তাহা নহে কিন্তু **বেদবিদেব চাহম্**=আমিই বেৎবিৎ,—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডাত্মক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়সমষ্টিরূপ যে অখিল বেদ তাহার অর্থবিৎ (তত্ত্বজ্ঞ) হইতেছি। এই সমস্ত কারণে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যদি যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীনই হইয়াছে। ৬—১৫।

ভাবপ্রকাশ—এই চারিটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব দেখাইয়া সঙ্ক্ষেপে সমস্ত বিভূতির সার বলিতেছেন। তিনিই সমস্ত তেজোরূপ, তিনিই রসরূপ, তিনিই জঠরাগ্নি, তিনিই প্রাণাপাণ, তিনিই জ্ঞানরূপ, তিনিই স্মৃতিরূপ, আবার তিনিই জ্ঞানস্মৃতির বিলোপ সাধন করেন। সমস্ত বেদের বেদ্য তিনি, তিনিই বেদের তত্ত্ব জানেন, তাঁহা হইতেই বেদান্তাদি প্রকাশিত হইয়াছে। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" বলিয়া যাহা যাহা সূচিত করিয়াছেন—"বেদৈশ্চসর্ব্বৈ রহমেব বেদ্যঃ" বলিয়া এইখানে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।১২-১৫

এবং সোপাধিকমাত্মানমুক্ত্বা ক্ষরাক্ষরশব্দবাচ্যকার্য্যকারণোপাধিদ্বয়বিয়োগেন নিরুপাধিকং শুদ্ধমাত্মানং প্রতিপাদয়তি কৃপয়া ভগবানর্জ্জুনায় ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ—দ্বাবিমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষৌ পুরুষোপাধিত্বেন পুরুষশব্দব্যপদেশ্যৌ লোকে সংসারে।১ কৌ তাবিত্যাহ—ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ, ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী কার্য্যরাশিরেকঃ পুরুষঃ। ন ক্ষরতীত্যক্ষরোবিনাশরহিতঃ ক্ষরাখ্যস্যোৎপত্তিবীজং ভগবতো মায়াশক্তির্দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ।২ পুরুষৌ তৌ ব্যাচষ্টে স্বয়মেব ভগবান্ ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সমস্তং কার্য্যজাতমিত্যর্থঃ।৩ কূটস্থঃ কূটো যথার্থবস্ত্বাচ্ছাদনেনাযথার্থবস্তুপ্রকাশনম্ বঞ্চনং মায়েত্যনর্থান্তরং তেনাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়রূপেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ ভগবন্মায়াশক্তিরূপঃ কারণোপাধিঃ সংসারবীজত্বেনানন্ত্যাদক্ষর উচ্যতে।৪ কেচিত্তু ক্ষরশব্দেনাচেতনবর্গমুক্ত্বা-কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ইত্যনেন জীবমাহুঃ। তন্ন সম্যক্; ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈবেহ পুরুষোত্তমত্বেন প্রতিপাদ্যত্বাৎ। তস্মাৎ ক্ষরাক্ষরশব্দাভ্যাং কার্য্যকারণোপাধী উভাবপি জড়াবেবোচ্যেতে ইত্যেব যুক্তম্ ॥৫—১৬॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সোপাধিক আত্মার বিষয় বলিয়া এইবারে শ্রীভগবান্ কৃপাসহকারে তিনটী শ্লোকে অর্জ্জুনের নিকটে ক্ষর ও অক্ষর শব্দের বাচ্য যে কার্য্য ও কারণাত্মক দ্বিবিধ উপাধি তাহাকে বিযুক্ত করিয়া অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া নিরুপাধিক শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন—**লোকে**=এই সংসারে **দ্বাবিমৌ** (দ্বৌইমৌ)=এই দুইটী **পুরুষৌ**=পুরুষ হইতেছে অর্থাৎ দুই রাশিতে (দুই ভাগে) পৃথক্ করিয়া পুরুষের উপাধিস্বরূপ হওয়ায় এই দুইটী পদার্থ ‘পুরুষ’ এই শব্দের দ্বারা ব্যপদেশ্য (নির্দ্দেশ্য) হইতেছে।১ সেই দুইটী কি? (উত্তর—) তাহারা **ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ** ক্ষর এবং অক্ষর হইতেছে। যাহা ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বিচ্যুত বা বিকৃত হয় তাহা ক্ষর; সুতরাং ক্ষর বলিতে বিনাশী (বিনাশ শীল) কার্য্যরাশিকে বুঝায়। ইহাএক প্রকার রাশি পুরুষ হইল। আর যাহা ক্ষরিত হয়না তাহা অক্ষর। সুতরাং অক্ষর অর্থ বিনাশ রহিত। ইহা ক্ষরসংজ্ঞক কার্য্যরাশিস্বরূপ যে পুরুষ তাহার উৎপত্তির বীজস্বরূপ হইতেছে; ইহা ভগবানের মায়াশক্তি; ইহা এস্থলে দ্বিতীয় পুরুষ।২ ঐ দ্বিবিধ পুরুষ কি তাহা ভগবান্ স্বয়ং বিবৃত করিয়া বলিতেছেন “ক্ষরঃ” ইত্যাদি। **ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি**=সমস্ত ভূতবর্গ অর্থাৎ কার্য্যজাত তাহাই ক্ষর হইতেছে।৩ **কূটস্থঃ**=কূট বলিতে বস্তুর যথার্থ বস্তুস্বরূপ আচ্ছাদন (আবৃত) করিয়া যে অযথার্থ বস্তু প্রকাশ করা তাহাই বুঝায়। কূট, বঞ্চন, মায়া—এগুলি অর্থান্তর নহে অর্থাৎ ইহাদের অর্থ ভিন্ন নহে। সুতরাং যিনি আবরণ ও বিক্ষেপ এই দ্বিবিধ শক্তিরূপে অবস্থিত তিনি কূটস্থ; সুতরাং কূটস্থ বলিতে ভগবানের মায়াশক্তি যাহা কারণোপাধি তাহাকেই বুঝায়। তাহা সংসারের বীজ বলিয়া অনন্ত এবং এই অনন্ততা হেতুই তাহাকে অক্ষর বলা হয়।৫ কেহ কেহ কিন্তু ক্ষরশব্দের অর্থ অচেতনবর্গ ধরিয়া “কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে” এই অংশে জীবের বিষয় বলা হইয়াছে এইরূপ বলেন। ইহা কিন্তু সমীচীন নহে; যেহেতু এখানে ক্ষেত্রজ্ঞই পুরুষোত্তমরূপে প্রতিপাদ্য হইতেছেন অর্থাৎ পরশ্লোকেই বলিবেন যে ক্ষেত্রজ্ঞই পুরুষোত্তম। এ কারণে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী শব্দের দ্বারা কার্য্যোপাধি এবং কারণোপাধি উভয় প্রকার জড়বর্গই এখানে কথিত হইয়াছে। ৫—১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্যঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়শ্চ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর এতদুভয় হইতেই যিনি বিভিন্ন, সেই উত্তম পুরুষ পরমাত্মা নামে খ্যাত ; তিনি অব্যয় ঈশ্বর (নির্ব্বিকার অথচ নিয়ন্তা) রূপে লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন ॥ ১৭

আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ —। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ অন্য এব অত্যন্তবিলক্ষণঃ আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং জড়রাশিভ্যামুভয়ভাসকস্তৃতীয়শ্চেতনরাশিরিত্যর্থঃ।১ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়েভ্যঃ পঞ্চভ্যোঽবিদ্যাকল্পিতাত্মভ্যঃ পরমপ্রকৃষ্টোঽকল্পিতো “ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” (তৈঃ উঃ) ইত্যুক্ত আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্‌চেতন ইত্যতঃ পরমাত্মেত্যুক্তো বেদান্তেষু।২ যঃ পরমাত্মা লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং সর্ব্বং জগদিতি যাবৎ আবিশ্য স্বকীয়য়া মায়াশক্ত্যাঽধিষ্ঠায় বিভর্ত্তি সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদানেন ধারয়তি পোষয়তি চ।৩

ভাবপ্রকাশ—সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ দুই প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন—এক অপরা, আর এক পরা। এখানে দুই পুরুষের কথা বলিতেছেন—এক ক্ষর, আর এক অক্ষর। একদিক দিয়া দেখিলে যাহা প্রকৃতি আর একদিক দিয়া দেখিলে তাঁহাই পুরুষ। উপাধির মধ্যে যে পুরুষ বর্ত্তমান তাঁহাকে দেখিলে উপাধিকে পুরুষ বলা যায়। আবার শুধু উপাধির দিকে দৃষ্টি দিলে তাহাকে প্রকৃতি বলিতে হয়। ভগবানের এক ক্ষর উপাধি—একটী বিনাশশীল ;—সমস্ত বিকারী পদার্থ ইহার অন্তর্গত। আর একটী ভগবানের অক্ষর উপাধি—যাহা অবিনাশী, যাহা নিত্য।১৬

অনুবাদ - যিনি এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ (স্বতন্ত্রপ্রকার) যিনি ক্ষর ও অক্ষররূপে দুই প্রকার উপাধির দোষে অসংস্পৃষ্ট এবং যিনি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব তিনি কি তাহাই বলিতেছেন—। **উত্তমঃ**=উৎকৃষ্টতম **পুরুষঃ**=পুরুষ **অন্যঃ**=তিনি অন্যই হইতেছেন অর্থাৎ তিনি জড়রাশিদ্বয়াত্মক এই যে ক্ষর ও অক্ষর ইহাদিগর হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) ; তিনি এই উভয়ের (ক্ষর ও অক্ষর নামক জড়রাশিদ্বয়ের) অবভাসক তৃতীয় চেতন রাশি হইতেছেন, ইহাই ভাবার্থ।১ আর তিনি **পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ**=পরমাত্মা এই নামে 'উদাহৃত হন। অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই যে পঞ্চকোষ, অবিদ্যাপ্রভাবে যাহাতে আত্মত্ব কল্পিত হয় অর্থাৎ যেগুলিকে আত্মা বলিয়া অভিমান হয় তাহা হইতে পরম অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা অকল্পিত। ইনিই শ্রুতিমধ্যে “(এই আনন্দময়ের) পুচ্ছই অর্থাৎ আধারই ব্রহ্ম এবং প্রতিষ্ঠা” ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। আর ইনিই সমস্ত জীবগণের আত্মা অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্য হইতেছেন ; এই কারণে বেদান্ত মধ্যে (উপনিষৎ-মধ্যে) ইনি ‘পরমাত্মা’ এই নামে অভিহিত হইয়াছেন।২ **যঃ**=যিনি অর্থাৎ যে পরমাত্মা **লোকত্রয়ম্**=ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই নামে প্রসিদ্ধ সমগ্র জগতে **আবিশ্য**=আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ স্বকীয় মায়াশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে **বিভর্ত্তি**=ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি (স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশমানতা) দিয়া ধারণ ও পোষণ করিতেছেন।৩ তিনি কিরূপ ?

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ, অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ অস্মি অর্থাৎ আমি ক্ষর অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে অতীত এবং অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতে উৎকৃষ্ট, এই জন্য লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৮

কীদৃশঃ? অব্যয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্যঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বস্য নিয়ন্তা নারায়ণঃ স উত্তমঃ পুরুষ পরমাত্মেত্যুদাহৃত ইত্যন্বয়ঃ। "স উত্তমঃ পুরুষ" ইতি শ্রুতেঃ (ছাঃ উঃ) ॥৪—১৭॥

ইদানীং যথাব্যাখ্যাতেশ্বরস্য ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতৎ প্রসিদ্ধনামনির্ব্বচনেন ঈদৃশঃ পরমেশ্বরোঽহমেবেত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং তদ্ধাম পরমং মমেত্যাদিপ্রাগুক্তনিজমহিমনির্দ্ধারণায়, যস্মাৎ ক্ষরং কার্য্যত্বেন বিনাশি ং মায়াময়ং সংসারবৃক্ষমশ্বথাখ্যমতীতোঽতিক্রান্তোঽহং পরমেশ্বরঃ অক্ষরাদপি মায়াখ্যাদব্যাকৃতাদক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি পঞ্চম্যন্তাক্ষরপদেন শ্রুত্যা প্রতিপাদিতাৎ সর্ব্বকারণাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতমঃ অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পুরুষোপাধিভ্যামধ্যাসেন পুরুষপদব্যপদেশ্যাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইতি, "স উত্তমঃ পুরুষ" ইতি বেদ

(উত্তর—) তিনি **অব্যয়ঃ**=সকল প্রকার বিকারশূন্য এবং তিনি **ঈশ্বরঃ**=সকলের নিয়ন্তা নারায়ণ। সেই যে উত্তম পুরুষ তিনিই পরমাত্মা এই নামে উদাহৃত (অভিহিত) হন, ইহাই অন্বয় অর্থাৎ শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধের সহিত "সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ" এইপ্রকার অন্বয় হইবে। যেহেতু শ্রুতি মধ্যে উক্ত হইয়াছে "স উত্তমঃ পুরুষঃ"—"তিনিই উত্তম পুরুষ" ।৪—১৭॥

অনুবাদ—ঐভাবে যে ঈশ্বরের বিষয় বর্ণনা করা হইল, যিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণভাবাপন্ন (স্বতন্ত্র প্রকার) তাঁহার নাম পুরুষোত্তম; তাঁহার ঐ নির্ব্বচন (নিরুক্তি অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি বা বিভক্ত করিয়া অর্থ নিরূপণ) দেখাইয়া ভগবান্ "যস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, এবম্প্রকার যে পরমেশ্বর তাহা আমিই (ভগবান্ বাসুদেবই) অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবই সেই ঈশ্বর। ইহা দ্বারা, পূর্ব্বে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্", "তদ্ধাম পরমং মম" ইত্যাদি সন্দর্ভে ভগবান্ নিজের যে মহিমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারই অবধারণ (দৃঢ় ধারণা) করাইয়া দিবেন।১ **যস্মাৎ**=যেহেতু **অহম্**=আমি অর্থাৎ পরমেশ্বর **ক্ষরম্**=কার্য্যস্বরূপ হওয়ায় যাহা বিনাশী সেই অশ্বত্থনামক মায়াময় সংসার বৃক্ষের **অতীতঃ**=অতিক্রান্ত হইতেছি এবং যেহেতু আমি (পরমেশ্বর) **অক্ষরাদপি চ**= অক্ষর হইতেও অর্থাৎ "(পরমেশ্বরই) অক্ষরের পরতঃ (অতীত)" এই শ্রুতিমধ্যে "অক্ষরাৎ" এই পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত অক্ষরপদের দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই মায়ানামক অব্যাকৃত, সংসারের বীজভূত যে সর্ব্বকারণ আছে তাহা অপেক্ষাও, **উত্তমঃ**=উৎকৃষ্টতম হইতেছি।২ **অতঃ**=এই কারণে অর্থাৎ অধ্যাসবশতই যাহা 'পুরুষ' এই শব্দে ব্যপদিষ্ট (উল্লিখিত) হয় সেই যে ক্ষর এবং অক্ষর রূপ দুইটী উপাধি তাহাদিগর হইতে আমি উত্তম বলিয়া, **লোকে**=লোকমধ্যে **বেদে চ**=এবং

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুযোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

হে ভারত ! এবম্ অসংমূঢ় যঃ মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, সঃ সর্ব্বভাবেন মাং ভজতি ; সর্ব্ববিৎ ভবতি অর্থাৎ হে ভারত ! যিনি এইরূপে মোহ-বিমুক্ত-চিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনিই সর্ব্বতোভাবে আমারই সেবা করিয়া থাকেন ; অনন্তর সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন ॥ ১৯

উদাহৃত এব লোকে চ কবিকাব্যাদৌ "হরির্যথৈকঃ পুরুযোত্তমঃ স্মৃত" ইত্যাদি প্রসিদ্ধং । কারুণ্যতো নরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায় বোধিতবতো নিজমীশ্বরত্বং । সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুযোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা ন হি মানমেতি। কেচিন্নিগৃহ্য করণানি বিসৃজ্য ভোগমাস্থায় যোগমমলাত্মধিয়ো যতন্তে। নারায়ণস্য মহিমানমনন্তপারমাস্বাদয়ন্নমৃতসারমহং তু মুক্তঃ ॥১৮॥

এবং নামনির্ব্বচনজ্ঞানে ফলমাহ যো মামিতি। যো মামীশ্বরং এবং যথোক্তনামনির্ব্বচনেন অসম্মূঢ়ঃ মনুষ্য এবায়ং কশ্চিৎ কৃষ্ণ ইতি সংমোহবর্জ্জিতঃ জানাত্যয়মীশ্বর এবেতি পুরুযোত্তমং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং স মাং ভজতি সেবতে। সর্ব্ববিৎ ম্যাং সর্ব্বাত্মানং বেত্তীতি স এব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবেন প্রেমলক্ষণেন ভক্তিযোগেন হে ভারত ! অতোযত্তুক্তং

বেদমধ্যে **প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ**=পুরুষোত্তম এই নামে প্রথিত (প্রখ্যাত) হইতেছি।৩ বেদে যথা— "তিনিই উত্তম পুরুষ" এইরূপ উদাহৃতই আছে। আর লোকে অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যবহারে কবিকাব্যাদির মধ্যেও "একমাত্র হরিই যেমন পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ" ইত্যাদি স্থলেও ইহা প্রসিদ্ধই আছে।৪ যিনি কারুণ্যবশতঃ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিয়া পার্থকে পরমার্থ তত্ত্ব সকলের উপদেশ দিয়া নিজ ঈশ্বরত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন সেই সৎ, চিৎ ও সুখ (আনন্দ) স্বরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণের মহিমার পরিমাণ হয়না।৫ কোন কোন যোগিগণ করণ (ইন্দ্রিয়) সকলকে নিগৃহীত (নিরুদ্ধ) করতঃ ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক অমলধী (নির্ম্মল জ্ঞান) হইয়া মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন বটে, আমি কিন্তু অনন্তপার অমৃতসার ভগবন্মহিমা আস্বাদন করিয়াই মুক্ত হইয়াছি। অভিপ্রায় এই যে ভগবন্মহিমাশ্রবণ এবং তদাস্বাদনই মুক্তির পরম উপায়।৬—১৮ ॥

ভাবপ্রকাশ—পুরুষোত্তম এই দুই উপাধিকে অতিক্রম করিয়া আছেন। ক্ষর ও অক্ষর দুইই তাঁহার উপাধি মাত্র। পুরুষোত্তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। অক্ষরের যে অবিনাশিত্ব ও নিত্যত্ব তাহা আপেক্ষিক মাত্র। পুরুষোত্তমই একমাত্র পরম অক্ষর—তাঁহার নিত্যত্ব ও অবিনাশিত্ব পারমার্থিক। তিনিই উপাধিস্থ হইয়া ঈশ্বররূপে ত্রিভুবনকে পালন করেন।১৭-১৮

অনুবাদ—এই প্রকারে ভগবান্ যে নিজের 'পুরুষোত্তম' নামের নির্ব্বচন (নিরুক্তি) দেখাইলেন তাহা জানার ফল কি তাহাই বলিতেছেন "যো মাম্" ইত্যাদি। **যঃ**=যে ব্যক্তি **অসংমূঢ়ঃ**= অসংমূঢ় হইয়া অর্থাৎ 'এই কৃষ্ণও একজন সাধারণ মনুষ্য ছাড়া আর কিছুই নহে' এই প্রকার যে সম্মোহ তাহা বিবর্জ্জিত হইয়া **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে **এবং**=এই ভাবে অর্থাৎ যেরূপে 'পুরুষোত্তম'

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০॥

হে অনঘ! ভারত! ইতি গুহ্যতমম্ ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্, এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ অর্থাৎ হে অনঘ ভারত! তোমার নিকট এই যে অতীব গুহ্য, রহস্য শাস্ত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম যিনি ইহা বিদিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন॥ ২০

"মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত॥" ইতি তদুপপন্নং। যচ্চোক্তং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি তদপ্যুপপন্নতরং "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হারং জলধিপারং কৃতধিয়াং। বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহোমহোবারংবারং ভজত কুশলারম্ভাঃ হি" ॥১৯॥

ইদানীমধ্যায়ার্থং স্তুবন্নুপসংহরতি ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ গুহ্যতমং রহস্যতমং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব সঙ্ক্ষেপেণেদমস্মিন্নধ্যায়ে ময়োক্তং হে অনঘ! অব্যসন! এতদ্বুদ্ধাঽন্যোঽপি যঃ কশ্চিদ্বুদ্ধিমানাত্মজ্ঞানবান্ স্যাৎ কৃতং সর্ব্বং কৃত্যং যেন ন পুনঃ কৃত্যান্তরং যস্যাস্তি স কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ

এই নামের নির্ব্বাচন করা হইল সেই প্রকারে, **জানাতি**=পূর্ব্বে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, 'ইনিই ঈশ্বর হইতেছেন' ইহা অবগত আছেন, **সঃ**=সেই ব্যক্তিই **ভজতি মাম্**=আমার ভজনা করেন অর্থাৎ সেবা করেন আর তিনিই **সর্ব্ববিৎ**=তিনি আমাকে সর্ব্বাত্মা (সকলের অন্তর্ভূত বলিয়া) জানেন বলিয়া তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। হে ভারত! তিনিই আমাকে **সর্ব্বভাবেণ**=সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ প্রেমরূপ ভক্তিযোগসহকারে ভজনা (উপাসনা) করেন।১ সুতরাং "মাং চ যোঽব্যভিচারেণ" ইত্যাদি সন্দর্ভে "যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন তিনি এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতার যোগ্য হন" এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইতেছে। আর "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"="আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা পর্য্যাপ্তিস্বরূপ" ইত্যাদি সন্দর্ভেও যাহা বলা হইয়াছে তাহাও উপপন্ন (সঙ্গত) হইল।২ অয়ি কুশলকর্ম্মকুশল মহাশয়গণ! যিনি চিদানন্দস্বরূপ, যিনি জলধরকান্তি, যিনি শ্রুতিবাক্যসমূহের সারভূত, যিনি ব্রজসুন্দরীগণের হার (কণ্ঠভূষণ বা হৃদয়মণি), যিনি কৃতধী ব্যক্তিগণের সংসার সমুদ্রের পারস্বরূপ এবং যিনি ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহুঃ অবতার গ্রহণ করেন সেই যে পরম মহঃ (পরম জ্যোতিঃ) তাঁহাকে বারংবার ভজনা করুন।৩—১৯॥

অনুবাদ—এক্ষণে "ইতি" ইত্যাদি শ্লোকে এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—। হে **অনঘ**=ব্যসন বিরহিন্! **ইতি**=এই প্রকারে **গুহ্যতমং**=রহস্যপূর্ণ **শাস্ত্রং**=সম্পূর্ণ শাস্ত্রই সংক্ষেপতঃ এই অধ্যায়ে **ময়া উক্তং**=আমি বলিলাম।১ (ইহা আমি তোমায় বলিলাম বটে কিন্তু) অন্য যে কোনও ব্যক্তি **এতৎ বুদ্ধা**=ইহা বুঝিয়া **বুদ্ধিমান্ স্যাৎ**=আত্মজ্ঞানবান্

সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেৎ ন ত্বন্যথা কর্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ হে ভারত! ত্বং তু মহাকুলপ্রসূতঃ স্বয়ং চ ব্যসনরহিত ইতি কুলগুণেন স্বগুণেন চৈতৎ বুদ্ধা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসীতি কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২০॥

বংশীবিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥
সদা সদানন্দপদে নিমগ্নং মনোমনোভাবমপাকরোতি।
গতাগতায়াসমপাস্য সদ্যঃ পরাপরাতীতমুপৈতি তত্ত্বং॥
শৈবাঃ সৌরাশ্চ গণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তি পূজকাঃ।
ভবন্তি যন্ময়াঃ সর্ব্বে সোঽহমস্মি পরঃ শিবঃ॥
প্রমাণতো হি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমদ্ভুতং।
ন শক্নুবন্তি যে সোঢুং তে মূঢ়াঃ নিরয়ং গতাঃ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-
শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ
দীপিকায়াং পুরুষোত্তমযোগে নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হইতে পারে কৃতকৃত্যঃ চ=এবং কৃতকৃত্য হইতে পারে ;—। যৎকর্ত্তৃক সমস্ত কৃত্য (করণীয় কর্ম্ম) কৃত (সম্পাদিত) হইয়াছে, যাঁহার আর অপর কোনও কর্ত্তব্য থাকে না তিনি কৃতকৃত্য, তাদৃশ হইতে পারে।২ বিশিষ্টজন্মপ্রসূত অর্থাৎ উত্তমজাতি ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদয়ই ভগবৎতত্ত্ব বিদিত হইলে করা হইয়া থাকে; কাহারও আর অন্য প্রকার কর্ত্তব্য যে পরিশিষ্ট থাকে তাহা নহে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলে না জন্মাইলে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায় না সত্য কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মিয়াও এই প্রকারে সংসারমুল ভগবৎতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত না হইলেও এবং তৎকর্ত্তব্য কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান না করিলেও সেইগুলি তাঁহার কৃতবৎ, করারই সামিল হইয়া থাকে, ইহাই অভিপ্রায়।৩ হে ভারত=হে ভরতকুলতিলক! তুমি ত মহাকুলপ্রসূত এবং স্বয়ং ব্যসন বিরহিত হইতেছ, কাজেই বংশগুণে এবং নিজগুণে এই সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইয়া তুমি যে অবশ্যই কৃতকৃত্য হইবে তাহা কি আর বলিতে হইবে?—ইহাই অভিপ্রায়।৪ যাঁহার করকমল বংশীবিভূষিত, যাঁহার দেহকান্তি নবজলধরসদৃশ, যাঁহার বসন পীতবর্ণ, যাঁহার অধরোষ্ঠ বিম্বফলতুল্য অরুণরুচি, যাঁহার মুখারবিন্দ পূর্ণচন্দ্রবৎ মনোহর, যাঁহার নয়নদ্বয় অরবিন্দসদৃশ সেই যে কৃষ্ণ তাঁহা অপেক্ষা আর কিছু যে পরমতত্ত্ব আছে তাহা আমি জানি না অর্থাৎ তিনিই পরমতত্ত্ব।৫ মন যদি নিয়ত সদানন্দপদে নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহা গতাগতরূপ অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ আয়াস ছাড়িয়া সদ্যই মনোভাব দূর করিয়া থাকে অর্থাৎ মন অমনীভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহা পরাপরাতীত তত্ত্বলাভ করে অর্থাৎ মন অমনীভাব প্রাপ্ত হইলে আর দ্বৈতোপলব্ধি হয় না বলিয়া তাহা কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।৬ শৈব, সৌর, গাণপত্য,

বৈষ্ণব এবং শক্তির উপাসক শাক্তগণ সকলেই যৎস্বরূপ হইয়া থাকেন, যাঁহা হইতে অভিন্ন হইয়া থাকেন আমি সেই পরম শিবস্বরূপ হইতেছি।৭ কৃষ্ণের এই উত্তম মহিমা প্রমাণ সহকারে নির্ণীত হইলেও যাহারা ইহা সহ্য করিতে পারে না সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ নিরয়গামী হইয়া থাকে।৮—২০॥

ভাবপ্রকাশ—পুরুষোত্তমকে জানিতে হইলে অসংমূঢ় হইতে হয়। কিঞ্চিৎ মোহ বা অবিবেক থাকিতে সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তম তত্ত্বের স্ফুরণ হয় না। পুরুষোত্তম ও ব্রহ্ম একই তত্ত্ব। তাই পুরুষোত্তমকে জানিলেই সব জানা হয়—যিনি পুরুষোত্তমকে জানেন তিনি সর্ব্বাৎ, তাঁহাকে জানিলে "সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" সর্ব্বভাবে ভজন একমাত্র তত্ত্বজ্ঞেরই সম্ভব। তাই জ্ঞানীই একভক্তি, জ্ঞানীই নিত্যযুক্ত। ইহাই গুহ্যতম জ্ঞান। শ্রীভগবান্ ও ব্রহ্ম এক তত্ত্ব। এই পরম তত্ত্বের জ্ঞানই কৃতকৃত্যতা লাভের একমাত্র উপায়—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" তাঁহাকে না জানিলে আর কোনও উপায়েই পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না।১৯·২০

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী
পাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গীতা
গূঢ়ার্থ দীপিকায় **পুরুষোত্তমযোগ**
নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে ভারত ! অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ দানং, দমঃ চ যজ্ঞঃ চ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জ্জবম্, অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং, ভুতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং, মার্দ্দবং, হ্রীঃ, অচাপলং। তেজঃ ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা, দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি অর্থাৎ শ্রীভগবান কহিলেন,—হে ভারত, যিনি সাত্ত্বিকী সম্পদ্ ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নির্ভীকতা, চিত্তপ্রসাদ, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, যজ্ঞ, তপঃ স্বাধ্যায়, (ব্রহ্মযজ্ঞাদি) সরলতা ; অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভিতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অন্তর্ব্বহিঃশুদ্ধি, জিঘাংসারাহিত্য, অনভিমানিতা—এই বৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১-৩

অনন্তরাধ্যায়ে "অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোক" ইত্যত্র মনুষ্যদেহে প্রাগ্‌ভবীয়কর্ম্মানুসারেণ ব্যজ্যমানা বাসনাঃ সংসারস্যাবান্তরমূলত্বেনোক্তাস্তাশ্চ দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নবমেঽধ্যায়ে সূচিতাঃ।১ তত্র বেদবোধিত-কর্ম্মাত্মজ্ঞানোপায়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তিহেতুঃ সাত্ত্বিকী শুভবাসনা দৈবী প্রকৃতিরিত্যুচ্যতে।২ এবং বৈদিকনিষেধাতিক্রমেণ স্বভাবসিদ্ধরাগদ্বেষানুসারিসর্ব্বানর্থপ্রবৃত্তিহেতুভূতা রাজসী

অনুবাদ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে "অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে" এই সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে পূর্ব্বজন্মীয় কর্ম্মানুসারে মনুষ্যদেহে যে সমস্ত বাসনা অভিব্যজ্যমান হয় সেগুলি সংসারের অবান্তর মূল। সেই বাসনাগুলি আবার দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী এইরূপে ত্রিবিধ ; সুতরাং মনুষ্যের প্রকৃতিও এই প্রকারে তিন রকমের হইতেছে ; ইহাও পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে।১ তন্মধ্যে যাহা বেদবোধিত কর্ম্মের এবং আত্মজ্ঞানোপায়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার হেতু তাদৃশী সাত্ত্বিকী শুভবাসনা দৈবী প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়।২ এইরূপ, যে প্রবৃত্তির ফলে বৈদিক নিষেধকে অতিক্রম করিয়া লোকে স্বভাবসিদ্ধ রাগ, দ্বেষ আদির অনুসরণ করে এবং তাহার ফলে অশেষবিধ

তামসী চাশুভবাসনাস্থুরী রাক্ষসী চ প্রকৃতিরুচ্যতে।৩ তত্র চ বিষয়ভোগপ্রাধান্যেন রাগপ্রাবল্যাদাস্থুরীত্বং হিংসাপ্রাধান্যেন দ্বেষপ্রাবল্যাদ্রাক্ষসীত্বমিতি বিবেকঃ।৪ সংপ্রতি তু শাস্ত্রানুসারেণ তদ্বিহিতপ্রবৃত্তিহেতুভূতা সাত্ত্বিকী শুভবাসনা দৈবী সম্পৎ শাস্ত্রাতিক্রমেণ তন্নিষিদ্ধবিষয়প্রবৃত্তিহেতুভূতা রাজসী তামসী চাশুভবাসনা রাক্ষস্যাস্থুর্য্যোরেকী করণেনাস্থুরী সম্পদিতি দ্বৈরাশ্যেন শুভাশুভবাসনাভেদং “দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ” (বৃহদাঃ উঃ ১।৩।১) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং শুভানামাদানায়াশুভানাং হানায় চ প্রতিপাদয়িতুং ষোড়শোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্রাদৌ শ্লোকত্রয়েণাদেয়াং দৈবীং সম্পদং শ্রীভগবানুবাচ—।৫ শাস্ত্রোপদিষ্টেঽর্থে সন্দেহং বিনাঽনুষ্ঠাননিষ্ঠত্বম্ একাকী সর্ব্বপরিগ্রহশূন্যঃ কথং জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যং বাঽভয়ম্।৬ সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য শুদ্ধির্নিমলতা তস্যাঃ সম্যক্তা ভগবত্তত্ত্বস্ফূর্ত্তিযোগ্যতা। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ

অনর্থ প্রাপ্ত হয়, সকল অনর্থের হেতু স্বরূপ তাদৃশ যে প্রবৃত্তি, তাহার হেতুস্বরূপ যে রাজসী এবং তামসী অশুভ বাসনা, তাহাকে আস্থুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলা হয়।৩ তন্মধ্যে বিষয়ভোগের প্রাধান্যবশতঃ রাগের (আসক্তির) প্রাবল্য ঘটিলে সেই রাজসী ও তামসী অশুভ বাসনাকে আস্থুরী প্রকৃতি বলা হয়; আর তাহার ফলে হিংসার প্রাধান্য নিবন্ধন দ্বেষের প্রাবল্য হইলে তাহা রাক্ষসী প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়; ইহাই হইল আস্থুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির মধ্যে বিবেক বা পার্থক্য।৪ শাস্ত্রানুসারে তদ্‌বিহিত (শাস্ত্রবিহিত) কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি তাহার হেতুস্বরূপা যে সাত্ত্বিকী শুভ বাসনা তাহাই দৈবী সম্পৎ; এবং শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হয় তাহার হেতুস্বরূপ যে অশুভ বাসনা তাহা রাজসী এবং তামসী; ইহাই আস্থুরী সম্পৎ। এস্থলে শুভ ও অশুভ বাসনার ভেদটীকে দুই ভাগে দেখাইবার জন্য রাক্ষসী ও আস্থুরী প্রকৃতির একীকরণ পূর্ব্বক অর্থাৎ উভয়কে একজাতীয় ধরিয়া লইয়া আস্থুরী সম্পৎ বলা হইয়াছে। [অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শুভবাসনা দৈবী সম্পৎ। আর রাজসী ও তামসী অশুভ বাসনা আস্থুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির হেতুভূত; তাহাই আস্থুরী সম্পৎ। এই প্রকারে বাসনার শুভত্ব ও অশুভত্বভেদে দৈবী সম্পৎ ও আস্থুরী সম্পৎ এই দুই প্রকার ভাগ করা হইয়াছে। কাজেই তামসী রাক্ষসী প্রকৃতির জন্য স্বতন্ত্র একটী ভাগ বলা হয় নাই।] ইহা,—“প্রজাপতির দুই জাতীয় অপত্য দেব ও অস্থুরগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল” ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শুভবাসনাটী সকলের গ্রহণীয় আর অশুভ বাসনাটী সকলের প্রহাণীয় (পরিত্যাজ্য), ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য উক্ত শ্রুতিতে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই শুভ ও অশুভ বাসনার ভেদ দ্বৈরাশ্যে (দুই ভাগে) প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এক্ষণে এই ষোড়শ অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। এস্থলে শ্রীভগবান্ “অভয়ম্” ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে প্রথমতঃ উপাদেয় (গ্রহণীয়) দৈবী সম্পদের বিষয় বলিতেছেন।৫ **অভয়ম্**=যে বিষয়টী শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বিনা সন্দেহে তাহার অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়াই এখানে অভয় শব্দের অর্থ। অথবা ‘আমি সকলপ্রকার পরিগ্রহবিহীন হইয়া একাকী কিরূপে বাঁচিব’ এই প্রকার যে ভয় তাহা রহিত হওয়াই অভয়।৬ **সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ**=সত্ত্বের অর্থাৎ অন্তঃকরণের যে শুদ্ধি অর্থাৎ নির্ম্মলতা বা শুদ্ধতা তাহার

পরবঞ্চনমায়ানৃতাদিপরিবর্জ্জনং বা। পরস্য ব্যাজেন বশীকরণং পরবঞ্চনং; হৃদয়েঽন্যথাকৃত্বা বহিরন্যথা ব্যবহরণং মায়া; অযথাদৃষ্টকরণমনৃতমিত্যাদি।৭ জ্ঞানং শাস্ত্রাদাত্মতত্ত্বস্যাবগমঃ; চিত্তৈকাগ্রতয়া তস্য স্বানুভবারূঢ়ত্বং যোগঃ, তয়োর্ব্যবস্থিতিঃ সর্ব্বদা তন্নিষ্ঠতা জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।৮ যদা তু—অভয়ং সর্ব্বভূতাভয়দানসংকল্পপালনং, এতচ্চান্যেষামপি পরমহংসধর্ম্মাণামুপলক্ষণং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ শ্রবণাদিপরিপাকেণান্তঃকরণস্যাসম্ভাবনা বিপরীত-ভাবনাদিমলরাহিত্যং, জ্ঞানমাত্মসাক্ষাৎকারঃ, যোগো মনোনাশবাসনাক্ষয়ানুকূলঃ পুরুষ-প্রযত্নস্তাভ্যাং বিশিষ্টা সংসারিবিলক্ষণা যা অবস্থিতির্জীবন্মুক্তির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিরিত্যেবং ব্যাখ্যায়তে—তদা ফলভূতৈব দৈবী সম্পদিয়ং দ্রষ্টব্যা। ভগবদ্ভক্তিং বিনান্তঃকরণ-

নাম সত্ত্বশুদ্ধি। সত্ত্বের (অন্তঃকরণের) যে সম্যক্ শুদ্ধি তাহাই সত্ত্বসংশুদ্ধি। অন্তঃকরণে ভগবৎতত্ত্ব স্ফুরিত হইবার যে যোগ্যতা তাহাই তাহার সম্যক্তা। অথবা পরবঞ্চনা, মায়া এবং অনৃত প্রভৃতি পরিবর্জ্জন করাকে সত্ত্বসংশুদ্ধি বলা হয়। ব্যাজপূর্ব্বক (ছল আশ্রয় করিয়া) যে পরকে বশীভূত করা হয় তাহা পরবঞ্চন। হৃদয়ে একরকম (ভাব পোষণ) করিয়া বাহিরে অন্য রকম (ভাব প্রকাশ) করার নাম মায়া। আর অযথাদৃষ্ট কথনের নাম অনৃত অর্থাৎ যেমনটী দেখা হইতেছে সেইরূপ না বলিয়া অন্য রকম বলার নাম অনৃত।৭ "জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ"=শাস্ত্রানুসারে যে আত্মতত্ত্ববোধ তাহার নাম জ্ঞান। চিত্তের একাগ্রতাপূর্ব্বক সেই আত্মতত্ত্ববোধকে যে নিজ অনুভবারূঢ় করা অর্থাৎ নিজ অনুভূতির বিষয় করা তাহার নাম যোগ। তাদৃশ জ্ঞান এবং যোগের যে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ সর্ব্বদা তন্নিষ্ঠতা বা তৎপরায়ণতা তাহাই জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি।৮ ঐ 'অভয় সত্ত্বসংশুদ্ধি' প্রভৃতির অর্থ অন্যরূপও হয়, যথা;—অভয় অর্থ সকল জীবকে অভয় দিবার যে সংকল্প অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণকালে "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা" এই প্রকার যে সর্ব্বভূতে অভয়দানের সঙ্কল্প করা হইয়াছিল তাহার পরিপালন। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে এখানে "অভয়ম্" এই পদটী পরমহংস সন্ন্যাসি-গণের অপরাপর যে সমস্ত ধর্ম্ম (লক্ষণ বা ক্রিয়া) আছে তাহার উপলক্ষণ অর্থাৎ সেইগুলি কণ্ঠত উক্ত না হইলেও "অভয়ম্" এই পদটীর উল্লেখের দ্বারাই সূচিত হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব শ্রবণাদির পরিপক্কতা হেতু অন্তঃকরণের অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি যে সমস্ত মল (দোষ) আছে তাহার অভাব (তৎরহিত) হওয়াই 'সত্ত্বসংশুদ্ধি'; জ্ঞান অর্থ আত্মসাক্ষাৎকার; যোগ পদের অর্থ মনের নাশ এবং বাসনাক্ষয়ের অনুকূল পুরুষপ্রযত্ন; মুমুক্ষু পুরুষের যে প্রযত্ন দ্বারা মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় হয় তাহাই এখানে যোগ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এই যে জ্ঞান ও যোগ এতদুভয়ের দ্বারা বিশিষ্টা যে সংসার-বিলক্ষণা অবস্থিতি অর্থাৎ সংসারীর অবস্থিতি হইতে যাহা স্বতন্ত্রপ্রকার তাদৃশী যে অবস্থিতি তাহাই জীবন্মুক্তি; তাহাকেই এখানে 'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ" ইহাদের অর্থ যখন ঐরূপ বুঝাইবে তখন বুঝিতে হইবে যে এই দৈবী সম্পৎ ফলস্বরূপই হইয়াছে; কারণ জীবন্মুক্তিপূর্ব্বক বিদেহমুক্তির জন্যই ঐগুলির বিধান হইয়াছে। সেই জীবন্মুক্তিই যখন প্রকাশ পাইয়াছে তখন ঐগুলি ফলভূতই হইয়াছে বলিতে হইবে। আর ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যখন অন্তঃকরণশুদ্ধি হইতেই পারে না তখন সত্ত্বসংশুদ্ধির দ্বারা ভগবদ্ভক্তিও অভিহিত

সংশুদ্ধেরযোগাত্তয়া সাঽপি কথিতা।৯ “মহাত্মানস্ত মাং পার্থ। দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়” মিতি নবমে দৈব্যাং সংপদি ভগবদ্ভক্তেরুক্তত্বাচ্চ। ভগবদ্ভক্তেরতিশ্রেষ্ঠত্বাদভয়াদিভিঃ সহ পাঠো ন কৃত ইতি দ্রষ্টব্যম্।১০ মহাভাগ্যানাং পরমহংসানাং ফলভূতাং দৈবীং সম্পদমুক্ত্বা ততো ন্যূনানাং গৃহস্থাদীনাং সাধনভূতামাহ — দানং স্বত্বপরিত্যাগপূর্ব্বকং পরস্বত্বস্যাপাদনমন্নাদীনাং যথাশক্তি শাস্ত্রোক্তঃ সংবিভাগঃ।১১ দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, ঋতুকালাদ্যতিরিক্তকালে মৈথুনাদ্যভাবঃ। চকারোঽনুক্তানাং নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ।১২ যজ্ঞশ্চ শ্রৌতোঽগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিঃ স্মার্ত্তো দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞ ইতি চতুর্ব্বিধঃ। ব্রহ্মযজ্ঞস্য স্বাধ্যায়পদেন পৃথগুক্তেঃ। চকারোঽনুক্তানাং প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ। এতত্রয়ং গৃহস্থস্য।১৩ স্বাধ্যায়ো

হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৯ এস্থলে “অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ” ইত্যাদির সহিত ভগবদ্ভক্তির উল্লেখ না করিবার হেতু এই যে নবম অধ্যায়ে “মহাত্মানস্ত” ইত্যাদি শ্লোকে ‘হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতি সমাশ্রিত মহাত্মা ব্যক্তিরা কিন্তু আমাকে ভূতাদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্যমনা হইয়া আমার উপাসনা করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি সন্দর্ভে দৈবী সম্পৎ নির্দ্দেশ করিবার সময় ভগবদ্ভক্তির কথা বলিয়া আসিয়াছেন; আর এই ভগবদ্ভক্তি অতি শ্রেষ্ঠ; কাজেই “অভয়ম্” ইত্যাদির সহিত ইহার উল্লেখ করা উচিত হয় না। এই কারণেই ‘অভয়’ প্রভৃতির সহিত তাহার উল্লেখ করা হইল না।১০ মহাভাগ্য পরমহংসগণের ফলভূত যে দৈবী সম্পৎ তাহার বিষয় বলিয়া এক্ষণে যাঁহারা তদপেক্ষা ন্যূন সেই সন্ন্যাসিগণের তুলনায় নিকৃষ্ট সেই সমস্ত গৃহস্থাদি আশ্রমিগণের তত্ত্বজ্ঞানের সাধনস্বরূপ যে দৈবী সম্পৎ তাহাই বলিতেছেন “দানম্” ইত্যাদি। ‘দান’ অর্থ নিজ স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন বস্তুতে অপরের স্বত্ব উৎপাদন কয়া; শাস্ত্রে অন্নাদি বস্তুর যে যথাশক্তি তাদৃশ সংবিভাগ (সমর্পণ) কথিত হইয়াছে তাহাই দান।১১ দম বলিতে বহিরিন্দ্রিয় সকলের সংযম বুঝায় অর্থাৎ ঋতুকালাদি ছাড়া অন্য সময়ে মৈথুনাদি হইতে বিরত হওয়া, এই প্রকারে বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে যে সংযত করা তাহাই দম। এখানে অনুক্ত অপরাপর নিবৃত্তিলক্ষণ (নিবৃত্তিস্বরূপ) ধর্ম্ম সকলের সমুচ্চয় করিবার নিমিত্ত “দমশ্চ” এস্থলে ‘চ’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।১২ যজ্ঞ অর্থ শ্রৌত প্রত্যক্ষ (শ্রুতিবিহিত) অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি এবং স্মার্ত্ত (মন্বাদিস্মৃতি বিহিত) দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞ এই চতুর্ব্বিধ যজ্ঞ এখানে বিবক্ষিত। যদিও মন্বাদি স্মৃতিতে পূর্ব্বোক্ত দেবযজ্ঞাদি চারিটী যজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ এই পাঁচপ্রকার স্মার্ত্ত যজ্ঞের কথা বলা আছে তথাপি এখানে চারিপ্রকার স্মার্ত্ত যজ্ঞই বিবক্ষিত; কারণ ব্রহ্মযজ্ঞ হইতেছে বেদাধ্যয়ন। আর এখানে ‘স্বাধ্যায়’ এই পদের দ্বারা ঐ ব্রহ্মযজ্ঞটী পৃথক্ ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে; এ কারণে এখানে যজ্ঞ বলিতে চারি প্রকার স্মার্ত্ত যজ্ঞই বুঝিতে হইবে। প্রবৃত্তিলক্ষণ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি যাহার লক্ষণ (যাহাতে প্রবর্ত্তনা বিধান করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য) তাদৃশ অপরাপর যে সমস্ত ধর্ম্ম (অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম) আছে যেগুলি এখানে শব্দতঃ উল্লিখিত হয় নাই সেগুলির সমুচ্চয় (সংগ্রহ) করিবার জন্য “যজ্ঞশ্চ” এখানে ‘চ’ শব্দটী’ প্রযুক্ত হইয়াছে। (সুতরাং “যজ্ঞশ্চ” এস্থলে ‘চ’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় শাস্ত্র-

ব্রহ্মযজ্ঞঃ অদৃষ্টার্থমৃগ্বেদাদ্যধ্যয়নরূপঃ। যজ্ঞশব্দেন পঞ্চবিধমহাযজ্ঞোক্তিসম্ভবেঽপ্যসাধারণ্যেন ব্রহ্মচারিধর্ম্মত্বকথনার্থং পৃথগুক্তিঃ।১৪ তপস্ত্রিবিধং শারীরাদি সপ্তদশে বক্ষ্যমাণং বানপ্রস্থস্যাসাধারণো ধর্ম্মঃ।১৫ এবং চতুর্ণামাশ্রমাণামসাধারণান্ ধর্ম্মানুক্ত্বা চতুর্ণাং বর্ণানামসাধারণধর্ম্মানাহ—আর্জ্জবম্ অবক্রত্বং শ্রদ্দধানেষু শ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাসংগোপনম্।১৬—১॥

প্রাণিবৃত্তিচ্ছেদো হিংসা তদহেতুত্বমহিংসা।১ সত্যমনর্থানন্নুবন্ধি যথাভূতার্থবচনম্।২ পরৈরাক্রোশে তাড়নে বা কৃতে সতি প্রাপ্তে যঃ ক্রোধস্তস্য তৎকালমুপশমনমক্রোধঃ।৩ দানস্য প্রাগুক্তেঃ ত্যাগঃ সংন্যাসঃ।৪ দমস্য প্রাগুক্তেঃ শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ।৫ পরস্মৈ পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং পৈশুনং তদভাবোঽপৈশুনম্।৬ দয়া ভূতেষু দুঃখিতেষ্বনুকম্পা।৭ অলোলুপ্তম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বমু।৮ মার্দ্দবমক্রূরত্বং বৃথাপূর্ব্বপক্ষাদিকারিষ্বপি শিষ্যাদিষ্বপ্রিয়ভাষণাদিব্যতিরেকেণ বোধয়িতৃত্বম্।৯

বিহিত সকল প্রকার কর্ম্মই বোধিত হইতেছে) দান, দম ও যজ্ঞ এই তিনটী গৃহস্থের জন্য বিহিত হইয়াছে।১৩ **স্বাধ্যায়ঃ**=অদৃষ্টের জন্য (পুণ্যার্থে) যে ঋগ্‌বেদাদির অধ্যয়ন তাহাই স্বাধ্যায়; ইহাকেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়। একটীমাত্র 'যজ্ঞ'শব্দের দ্বারাই যখন পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহাতেই যখন ব্রহ্মযজ্ঞরূপ স্বাধ্যায়ও উক্ত হইয়া যায় তথাপি যে 'স্বাধ্যায়কে পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইল, ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবার জন্যই ঐ প্রকারে অসাধারণরূপে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ এই স্বাধ্যায়রূপ ব্রহ্মযজ্ঞটী হইতেছে ব্রহ্মচারীর অসাধারণ ধর্ম্ম। ১৪ শরীর প্রভৃতি ভেদে তপস্যা তিন প্রকার; ইহা সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হইবে। ইহা বানপ্রস্থাশ্রমীর অসাধারণ ধর্ম্ম।১৫ এইরূপে চারি আশ্রমের প্রত্যেকের যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম তাহা বলিয়া এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যেগুলি অসাধারণ ধর্ম্ম তাহাই বলিতেছেন—। **আর্জবম্**=আজব অর্থ অবক্রতা অর্থাৎ শ্রদ্ধালু শ্রোতৃগণের নিকটে নিজ জ্ঞাত বিষয় গোপন না করা। ১৬—১॥

অনুবাদ—যে কোন প্রাণীর যে বৃত্তিচ্ছেদ করা তাহাই হিংসা; তাহার হেতু না হওয়ার ভাব **অহিংসা**।১ অনর্থের অননুবন্ধী অর্থাৎ যাহার ফলে (কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তির) অনর্থ বা অনিষ্ট না হয় তাদৃশ ভাবে যথাভূত বিষয় বলার নাম **সত্য**।২ পরে যদি আক্রোশ কিংবা তাড়না করে তাহাতে যে ক্রোধ উপস্থিত হয় সেই সময়ে তাহাকে (সেই ক্রোধকে) যে উপশমিত করা তাহাই **অক্রোধ**।৩ **ত্যাগ** বলিতে এখানে সন্ন্যাস বুঝিতে হইবে, দান নহে; কারণ পূর্ব্বে দানের কথা বলা হইয়াছে।৪ **শান্তি** পদের অর্থ এখানে অন্তঃকরণের উপশম, দম নহে; কারণ দমের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।৫ পরোক্ষে (অসাক্ষাতে) পরের নিকট যে অপরের দোষ প্রকাশ করা তাহাই **পৈশুন**; এতাদৃশ পৈশুনের যে অভাব তাহাই অপৈশুন।৬ দুঃখিত জীবগণের উপর যে অনুকম্পা তাহার নাম দয়া।৭ বিষয়ের সন্নিধান ঘটিলেও ইন্দ্রিয়গণের যে অবিক্রিয়তা তাহাই **অলোলুপ্ত্ব**। অলোলুপ্‌ত্ব= অলোলুপত্ব।৮ **মার্দ্দব** অর্থ অ-ক্রূরতা অর্থাৎ শিষ্য প্রভৃতিরা বৃথা (অনর্থক অসার) পূর্ব্বপক্ষাদি করিলেও তাহাদিগকে অপ্রিয় কটু কথা না বলিয়া তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া।৯ অকার্য্য করিবার প্রবৃত্তি

হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্ত্যারম্ভে তৎপ্রতিবন্ধিকা লোকলজ্জা।১০ অচাপলং প্রয়োজনং বিনাপি বাক্‌পাণ্যাদিব্যাপারয়িতৃত্বং চাপলং তদভাবঃ।১১ আর্জ্জবাদয়োঽচাপলান্তা ব্রাহ্মণস্যাসাধারণা ধর্ম্মাঃ।১২—২।

তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং স্ত্রীবালকাদিভির্মূঢ়ৈরনভিভাব্যত্বম্‌।১ ক্ষমা সত্যপি সামর্থ্যে পরিভবহেতুং প্রতি ক্রোধস্যানুৎপত্তিঃ।২ ধৃতির্দ্দেহেন্দ্রিয়েষ্ববসাদং প্রাপ্তেষ্বপি তদুত্তম্ভকঃ প্রযত্নবিশেষঃ, যেনোত্তম্ভিতানি করণানি শরীরং চ নাবসীদন্তি।৩ এতত্রয়ং ক্ষত্রিয়স্যাসাধারণম্‌।৪ শৌচমাভ্যন্তরম্‌ অর্থপ্রয়োগাদৌ মায়ানৃতাদিরাহিত্যং ন তু মৃজ্জলাদিজনিতং বাহ্যমত্র গ্রাহ্যং, তস্য শরীরশুদ্ধিরূপতয়া বাহ্যত্বেনান্তঃকরণবাসনাশোধকত্বাভাবাৎ। তদ্বাসনানামেব সাত্ত্বিকাদিভেদভিন্নানাং দৈব্যাসুর্য্যাদিসম্পদ্রূপত্বেনাত্র প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ। স্বাধ্যায়াদিবৎ কেনচিদ্রূপেণ বাসনারূপত্বে তদপ্যাদেয়মেব।৫

জন্মিলে তাহার প্রতিবন্ধিকা যে লোকলজ্জা অর্থাৎ ‘লোকে কি বলিবে’ ইত্যাকার যে বৃত্তিবিশেষের ফলে অকার্য্যে প্রবৃত্তি প্রতিহত হয় তাহার নাম **হ্রী**।১০ বিনা প্রয়োজনেই বাক্‌, পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে যে ব্যাপারাবিষ্ট করা তাহাই চাপল্য ; এই চাপল্যের অভাবই **অচাপল**।১১ আর্জ্জব হইতে আরম্ভ করিয়া অচাপল পর্য্যন্ত যে সমস্ত বিষয়গুলি উল্লিখিত হইল এগুলি ব্রাহ্মণের অসাধারণ ধর্ম্ম।১২—২॥

অনুবাদ—তেজঃ অর্থ প্রাগল্‌ভ্য বা প্রগল্‌ভতা ; অর্থাৎ মূঢ় স্ত্রীলোক বা বালকাদিকর্তৃক অভিভূত না হওয়া।১ সামর্থ্য (শক্তি) থাকিলেও পরিভবের যে হেতু অর্থাৎ যাহা হইতে পরিভব হয় তাহাকে নিগৃহীত করিবার শক্তি থাকিলেও তাহার প্রতি যে ক্রোধের উদয় না হওয়া তাহার নাম **ক্ষমা**।২ ধৃতি বলিতে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিগুলি অবসাদগ্রস্ত হইলেও তাহাদিগকে উত্তব্ধ (উদ্দীপিত অর্থাৎ সতেজ বা সক্রিয়) করিবার জন্য যে প্রযত্ন বিশেষ তাহাই বুঝায় ; কারণ (ইন্দ্রিয়) সকল এবং শরীর ঐরূপে প্রযত্ন বিশেষে উদ্দীপিত হইলে সেগুলি আর অবসন্ন হয় না।৩ এই তিনটী অর্থাৎ তেজঃ, ক্ষমা, ও ধৃতি এই তিনটী ক্ষত্রিয়ের অসাধারণ ধর্ম্ম।৪ **শৌচ** অর্থে এখানে মায়া অর্থাৎ কপটতা এবং অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা এই সমস্ত বিহীনতারূপ আভ্যন্তর শৌচই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মৃত্তিকা এবং জলাদি দ্বারা নিষ্পাদ্য যে বাহ্য শৌচ তাহা এখানে বিবক্ষিত নহে। কারণ মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা যে শৌচ সম্পাদিত হয় তাহা শরীরশুদ্ধিস্বরূপ হওয়ায় তাহা বাহ্যশুদ্ধিই হইতেছে। এই হেতু ঐ প্রকার শৌচ অন্তঃকরণের বাসনাশোধক হইতে পারে না। অথচ সাত্ত্বিকাদি ভেদে বিভিন্ন প্রকার সেই যে অন্তঃকরণবাসনানিচয় সেইগুলিই এখানে দৈবীসম্পৎ এবং আসুরী সম্পৎ এই উভয় প্রকারে প্রতিপিপাদয়িষিত (তাহা প্রতিপাদন করাই এখানে অভিপ্রেত)। [তাৎপর্য্য এই যে সাত্ত্বিকাদি ভেদে ভিন্ন দৈবী ও আসুরী সম্পৎ দ্বিবিধ ; তাহাও আবার চিত্তের বাসনাস্বরূপ বা জীবের প্রকৃতি বা স্বভাবাত্মক হইতেছে। কাজেই অন্তঃকরণের প্রকৃতিবিশেষরূপ দৈবী ও আসুরী সম্পদের বিভেদ দেখানই যখন উদ্দেশ্য তখন এখানে যে সমস্ত ধর্ম্মগুলি কথিত হইতেছে সেইগুলি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম হওয়া উচিত। তাহা না বলিয়া অন্য বিষয় বলা অপ্রাকরণিক ও অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। এই কারণে, যদিও শৌচ বলিতে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতির দ্বারা শরীরের যে শৌচ সম্পাদিত হয় তাদৃশ বাহ্য শৌচও

দ্রোহঃ পরজিঘাংসয়া শস্ত্রগ্রহণাদি তদভাবোঽদ্রোহঃ। এতদ্দ্বয়ং বৈশ্যস্যাসাধারণম্।৬ অত্যর্থং মানিতাত্মনি পূজ্যত্বাতিশয়ভাবনাঽতিমানিতা, তদভাবো নাতিমানিতা পূজ্যেষু নম্রতা। অয়ং শূদ্রস্যাসাধারণো ধর্ম্মঃ।৭ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদিশ্রুত্যা (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) বিবিদিষৌপয়িকতয়া বিনিযুক্তাঃ অসাধারণাঃ সাধারণাশ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম্মা ইহোপলক্ষ্যন্তে।৮ এতে ধর্ম্মা ভবন্তি নিষ্পদ্যন্তে দৈবীং শুদ্ধসত্ত্বময়ীং সম্পদং বাসনাসন্ততিং শরীরারম্ভকালে পুণ্যকর্ম্মভিরভিব্যক্তামভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য, "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ "পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। (বৃহদাঃ উঃ ৪।৩।২,৫) হে ভারতেতি সম্বোধয়ন্ শুদ্ধবংশোদ্ভবত্বেন পূতত্বাত্ত্বমেতাদৃশধর্ম্মযোগ্যোঽসীতি সূচয়তি ॥ ১০-৩ ॥

বুঝাইতে পারে এবং ভাবশুদ্ধিরূপ আন্তরশৌচও বুঝাইতে পারে তথাপি বাহ্য শৌচ এখানে বিবক্ষিত নহে, কেননা তাহা অপ্রাকরণিক ; কিন্তু আভ্যন্তর শৌচই এখানে অভিপ্রেত।] স্বাধ্যায়ের ন্যায় তাহাও (ঐ মায়ানৃতাদিরাহিত্যরূপ শৌচও) যদি কোন প্রকারে বাসনাত্মক হয় তাহা হইলে সেইরূপ অর্থও অবশ্য উপাদেয় (গ্রহণীয় বা স্বীকার্য্য) হইবে।৫ পরজিঘাংসায় (অপরকে হত্যা করিবার ইচ্ছায়) যে অস্ত্রগ্রহণাদি তাহার নাম দ্রোহ ; তাহার অভাব **অদ্রোহ**। শৌচ ও অদ্রোহ এই দুইটী বৈশ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম।৬ অতিমাত্রায় যে মানিতা অর্থাৎ নিজের উপর অতিশয় পূজ্যত্ববোধ, নিজেকে যে অতিশয় পূজনীয় মনে করা, তাহাই অতিমানিতা। তাহার অভাব **নাতিমানিতা**। সুতরাং নাতিমানিতা পদের অর্থ পূজনীয় ব্যক্তিগণের নিকট নম্রতা। ইহা হইল শূদ্রের ধর্ম্ম।৭ "ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মবিৎগণ) বেদানুবচনের দ্বারা (বেদের অধ্যয়নের দ্বারা), যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা এবং অনাশক অর্থাৎ অনশনাত্মক চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার দ্বারা সেই এই আত্মাকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে বিবিদিষার (আত্মজ্ঞানেচ্ছার) ঔপয়িকরূপে সর্ব্ববর্ণের ও আশ্রমের সাধারণ এবং প্রত্যেক বর্ণের ও প্রত্যেক আশ্রমের যে সমস্ত অসাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইগুলিও এখানে উপলক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৮ এই ধর্ম্মগুলি **ভবন্তি**=নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ প্রকাশ পায় **দৈবীং সম্পদং**=দৈবী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময়ী যে সম্পৎ অর্থাৎ বাসনাসন্ততি যাহা শরীরারম্ভকালে পুণ্যকর্ম্ম নিচয়ের প্রভাবে অভিব্যক্ত হয় সেই দৈবী সম্পৎকে **অভিজাতস্য**="অভি" অর্থাৎ অভিলক্ষ্য করিয়া যে পুরুষ "জাত" অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহার মধ্যে (এই সমস্ত ধর্ম্মগুলি উদ্ভূত বা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে)। যে হেতু এ সম্বন্ধে "শরীরান্তর গ্রহণের জন্য উৎক্রমণকারী সেই জীবের সহিত তাহার পূর্ব্বজন্মীয় বিদ্যা এবং কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা বা বাসনা সম্যক্‌রূপে অন্বারব্ধ অর্থাৎ অনুবন্ধী হইয়া থাকে" ; "পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে পুণ্যযোনি হইয়া থাকে আর পাপকর্ম্মের বশে পাপ দেহই হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।৯ "হে **ভারত**=ভরতগোত্রজ !"—এইরূপে সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে তুমি ভরতের বংশে শুদ্ধ বংশে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তুমি পবিত্র ; সেই পবিত্রতাহেতু তুমি এতাদৃশ ধর্ম্মের যোগ্য হইতেছ।১০—৩॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

হে পার্থ! দম্ভঃ দর্পঃ ধন অভিমানঃ চ, ক্রোধঃ. পারুষ্যং চ অজ্ঞানং এব আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য যা অর্থাৎ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা ও অজ্ঞতা এই ছয়টি আসুরী সম্পদ হইয়া থাকে ॥ ৪

আদেয়ত্বেন দৈবীং সংপদমুক্তে,দানীং হেয়ত্বেনাসুরীং সম্পদমেকেন শ্লোকেন সঙ্ক্ষিপ্যাহ।১ দম্ভো ধার্ম্মিকতয়াত্মনঃ খ্যাপনং তদেব ধর্ম্মধ্বজিত্বম্।২ দর্পো ধনস্বজনাদিনিমিত্তো মহদবধীরণাহেতুর্গর্ব্ববিশেষঃ। অভিমান আত্মন্যত্যন্তপূজ্যত্বাতিশয়াধ্যারোপঃ; "দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চোভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে ততোঽসুরা অতিমানেনৈব কস্মিন্নু বয়ং জুহবামেতি স্বেষ্বেবাস্যেষু জুহ্বতশ্চেরুস্তেঽতিমানেনৈব পরাবভূবুস্তস্মান্নাতিমন্যেত পরাভবস্য হ্যেতন্মুখং যদতিমান" ইতি শতপথশ্রুত্যুক্তঃ।৪ ক্রোধঃ স্বপরাপকারপ্রবৃত্তিহেতুরভিজ্বলনাত্মকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ।৫ পারুষ্যং প্রত্যক্ষরূক্ষবদনশীলত্বং।৬ চকারোঽনুক্তানাং ভাবভূতানাং চাপলাদিদোষাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ।৭ অজ্ঞানং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যা-

অনুবাদ—দৈবী সম্পৎ আদেয় (গ্রহণীয়); এ কারণে প্রথমে তাহার কথা বলিয়া অনন্তর এক্ষণে 'দম্ভঃ" ইত্যাদি একটী শ্লোকে আসুরী সম্পদের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছেন, কারণ এই আসুরী সম্পৎ হেয় (পরিত্যাজ্য) বলিয়া ইহাও জানিয়া রাখা উচিত।১ **দম্ভ** অর্থ নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া ঘোষণা করা; ইহাকেই ধর্ম্মধ্বজিত্ব বলা হয়।২ ধন এবং আত্মীয়বর্গ স্বজনাদির নিমিত্ত যে গর্ব্ব বিশেষ যাহা নিজেকে মহান্ বলিয়া অবধারণ করিবার হেতু হয় অর্থাৎ যাহার জন্য লোকে নিজেকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া মনে করে তাহার নাম **দর্প**।৩ নিজের উপরে যে অত্যধিক পূজনীয়ত্ব আরোপ করা হয় অর্থাৎ নিজে মোটেই সম্মানের যোগ্য নহে তথাপি নিজেকে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মাননীয় ভাব' তাহাই **অতিমান**। শতপথ ব্রাহ্মণের—"দেবগণ এবং অসুরগণ উভয়েই প্রাজাপত্য (প্রজাপতির সন্তান); তাহারা উভয়েই স্পর্দ্ধা (পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনের জন্য স্পর্দ্ধা) করিয়াছিল। তদনন্তর অসুরগণের নিজেদের উপর অত্যধিক অভিমান ছিল বলিয়া তাহারা চিন্তা করিল—আমরা আর কাহাকে হোম করিব অর্থাৎ আমরাই যখন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম তখন আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এমন কেহই নাই যাহার উদ্দেশে যাহাতে হোম করিতে পারি। এই ভাবিয়া তাহারা নিজ আস্যমধ্যেই আহুতি দিতে থাকিয়া বিচরণ করিতেছিল। আর তাহারা এইপ্রকার অত্যধিক আত্মাভিমানবশতই দেবগণের নিকটে পরাভূত হইয়াছিল। এই কারণে নিজেকে অতি মাননীয় বলিয়া ভাবিবে না; কারণ এই যে অতিমান ইহাই পরাজয়ের (প্রথম অবস্থা) মুখস্বরূপ হইতেছে" —ইত্যাদি বচনে যে অতিমানের বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাই এখানে অভিমান শব্দের অর্থ।৪ যাহা নিজের এবং অন্যের অপকার প্রবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে তাদৃশ যে অভিজ্বলনাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি বিশেষ তাহার নাম ক্রোধ।৫ প্রত্যক্ষতঃ (পষ্টাপষ্টিভাবে) রুক্ষ (কর্কশ) কথা বলার যে স্বভাব তাহার নাম পারুষ্য।৬ ভাবরূপে যে সমস্ত চপলতাদিদোষ আছে অথচ যেগুলি এখানে অনুক্ত হইয়াছে সেগুলির সমুচ্চয়ের নিমিত্ত এখানে 'চ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।৭ কোন্‌টী

দৈবী সম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় আসুরী নিবন্ধায় মতা ; হে পাণ্ডব ! মা শুচঃ দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি অর্থাৎ দৈবী-সম্পদ্ মোক্ষের হেতু ও আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ জানিবে। হে পাণ্ডব ! তুমি দৈবী সম্পদ্ ভোগার্থ জন্মিয়াছ, অতএব শোক করিও না ॥ ৫

দিবিষয়বিবেকাভাবঃ।৮ চশব্দোঽনুক্তানামভাবভূতানামধৃত্যাদিদোষাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ।৯ আসুরীমসুররমণহেতুভূতাং রজস্তমোময়ীং সম্পদমশুভবাসনাসন্ততিং শরীরারম্ভকালে পাপকর্ম্মভিরভিব্যক্তামভিলক্ষ্য জাতস্য কুপুরুষস্য দম্ভাদ্যা অজ্ঞানান্তা দোষা এব ভবন্তি ন ত্বভয়াদ্যা গুণা ইত্যর্থঃ।১০ হে পার্থেতি সম্বোধয়ন্ বিশুদ্ধমাতৃকত্বেন তদযোগ্যত্বং সূচয়তি ॥ ১১—৪ ॥

অনয়োঃ সম্পদোঃ ফলবিভাগোঽভিধীয়তে—। যস্য বর্ণস্য যস্যাশ্রমস্য চ যা বিহিতা সাত্ত্বিকী ফলাভিসন্ধিরহিতা ক্রিয়া সা তস্য দৈবী সম্পৎ। সা সত্ত্বশুদ্ধিভগবদ্ভক্তিজ্ঞান-যোগব্যবস্থিতিপর্য্যন্তা সতী সংসারবন্ধনাদ্বিমোক্ষায় কৈবল্যায় ভবতি। অতঃ সৈবোপাদেয়া শ্রেয়োঽর্থিভিঃ।১ যা তু যস্য শাস্ত্রনিষিদ্ধা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বা সাহঙ্কারা চ রাজসী তামসী

কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টী অকর্ত্তব্য তদ্‌বিষয়ে যে বিবেকহীনতা তাহাই অজ্ঞান।৮ অধৃতি আদি অভাবরূপ অন্যান্য যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, যেগুলি এখানে উক্ত হয় নাই, সেইগুলির সমুচ্চয় (সংগ্রহ) করিবার নিমিত্ত ‘অজ্ঞানং চ’ এস্থলে ‘চ’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৯ আসুরী সম্পৎ অর্থাৎ অসুরগণের যাহা রতি বা তৃপ্তির কারণ তাদৃশী যে রজঃ ও তমোময়ী অশুভবাসনাসন্ততি আছে, পাপকর্ম্মের প্রভাবে সেইগুলি শরীরান্তর গ্রহণকালে অভিব্যক্ত হয় ; যে সমস্ত ব্যক্তি ঐরূপ আসুরী সম্পৎকে অভিলক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করে তাদৃশ কুপুরুষগণের চিত্তে দম্ভাদি অজ্ঞানান্ত ঐ দোষগুলিই প্রকটিত হয়, কিন্তু অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ সকল তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় না।১০ ‘হে পার্থ!’—এই প্রকারে সম্বোধন করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তোমার মাতা অতি বিশুদ্ধা ; কাজেই তুমি তাদৃশী আসুরী সম্পদের অযোগ্য অর্থাৎ তোমার মধ্যে ঐ আসুরী সম্পদের স্থান নাই।১১—৪॥

অনুবাদ—এক্ষণে “দৈবী” ইত্যাদি শ্লোকে এই দুই প্রকার সম্পদের ফল বিভাগ বলিতেছেন অর্থাৎ ইহাদের ফলগত কি পার্থক্য আছে তাহাই দেখাইতেছেন। যে বর্ণের এবং যে আশ্রমের জন্য যে ফলাভিসন্ধিবিরহিত সাত্ত্বিক কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহার পক্ষে তাহাই **দৈবী সম্পৎ**। তাদৃশী যে দৈবী সম্পৎ তাহার পর্য্যন্তে (চরমে, ফলস্বরূপে) যখন সত্ত্বশুদ্ধি, ভগবদ্‌ভক্তি এবং জ্ঞানযোগস্থিতি সমাগত হয় তখন তাহা **বিমোক্ষায়**=সংসার বন্ধনাদি হইতে মোক্ষরূপ যে কৈবল্য তাহার হেতু হইয়া থাকে ; অর্থাৎ তাহা হইতেই জীবের সংসারবন্ধাদির উচ্ছেদ মূলক মোক্ষ হয় ; তাহাই কৈবল্য। তাদৃশী দৈবী সম্পৎই শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিগণের উপাদেয় (গ্রহণীয়)।১ আর যাহার পক্ষে অর্থাৎ যে বর্ণের এবং যে আশ্রমের পক্ষে যে ক্রিয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ, সেই ক্রিয়া যদি

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬॥

হে পার্থ! অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ ; আসুরং মে শৃণু অর্থাৎ ইহলোকে দৈব ও আসুর এই—দ্বিবিধ ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! ইতিপূর্ব্বে দৈবসৃষ্টি সবিস্তার বলিয়াছি ; এক্ষণে আসুর সৃষ্টির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ৬

ক্রিয়া তস্য সা সর্ব্বাপ্যাসুরী সম্পৎ। অতো রাক্ষস্যপি তদন্তর্ভূতৈব।২ সা নিবন্ধায় নিয়তায় সংসারবন্ধায় মতা সংমতা শাস্ত্রাণাং তদনুসারিণাং চ। অতঃ সা হেয়ৈব শ্রেয়োঽর্থিভিরিত্যর্থঃ।৩ তত্রৈবং সত্যহং কয়া সম্পদা যুক্ত ইতি সন্দিহানমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি ভগবান্—মা শুচঃ অহমাসুর্য্যা সম্পদা যুক্ত ইতি শঙ্কয়া শোকমনুতাপং মা কার্ষীঃ, দৈবীং সম্পদমভিলক্ষ্য জাতোঽসি প্রাগর্জ্জিতকল্যাণো ভাবিকল্যাণশ্চ ত্বমসি হে পাণ্ডব!পাণ্ডুপুত্রেষ্বন্যেষ্বপি দৈবী সম্পৎ প্রসিদ্ধা কিং পুনস্ত্বয়ীতি ভাবঃ॥ ৪—৫॥

নন্থ ভবতু রাক্ষসী প্রকৃতিরাসুর্য্যামন্তর্ভূতা শাস্ত্রনিষিদ্ধক্রিয়োন্মুখত্বেন সামান্যাৎ কামোপভোগপ্রাধান্যপ্রাণিহিংসাপ্রাধান্যাভ্যাং ক্বচিদ্ভেদেন ব্যপদেশোপপত্তেঃ মানুষী তু প্রকৃতিস্তৃতীয়া পৃথগস্তি "ত্রযাঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দ্দেবা

তৎকর্ত্তৃক ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক এবং অহঙ্কার সহকারে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা রাজসী এবং তামসী হইয়া থাকে। আর তাদৃশী রাজসী ও তামসী সমুদয় ক্রিয়াই **আসুরী সম্পৎ** হইয়া থাকে। এ কারণে রাক্ষসী প্রকৃতিও ইহারই অন্তর্ভুক্ত।২ এতাদৃশী যে আসুরী সম্পৎ তাহা **নিবন্ধায়**=নিবন্ধের জন্য, নিবন্ধফলকই হইয়া থাকে ; অর্থাৎ তাহা হইতে নিয়ত (নিশ্চিত) সংসার বন্ধনই ঘটিয়া থাকে, **মতা**=ইহা শাস্ত্র সকলের এবং তদনুসারী—(সেই শাস্ত্রানুসারী) জ্ঞানিগণের অভিমত। এ কারণে তাহা শ্রেয়োর্থী ব্যক্তিগণের অবশ্য পরিত্যাজ্য, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৩ এ বিষয়ে ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে অর্জ্জুনের হয়ত এইপ্রকার সন্দেহ হইতে পারে যে, আমি ইহার মধ্যে কোন্ সম্পৎ যুক্ত? এইপ্রকার সন্দেহযুক্ত অর্জ্জুনকে ভগবান আশ্বাস দিয়া বহিতেছেন—। হে অর্জ্জুন! **মা শুচঃ**=তুমি শোক করিও না, 'আমি আসুরী সম্পৎযুক্ত হইতেছি' ইহা ভাবিয়া শোক অর্থাৎ অনুতাপ করিও না ; যেহেতু ওহে পাণ্ডুনন্দন! তুমি **সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতঃ অসি**=দৈবী সম্পৎকে অভিলক্ষ্য করিয়া জন্মিয়াছ ; তুমি পূর্ব্বেও কল্যাণ উপার্জ্জন করিয়াছ এবং পরেও কল্যাণলাভ করিবে। কারণ পাণ্ডুর অন্যান্য যে পুত্রগুলি রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও যখন দৈবী সম্পৎ প্রসিদ্ধ, সর্ব্বজনানুমোদিত রহিয়াছে তখন তোমাতে যে তাহা অবশ্যই আছে, তাহাতে আর সংশয় কি? এখানে 'পাণ্ডব' শব্দে সম্বোধন করিবার ইহাই অভিপ্রায়।৪—৫॥

অনুবাদ—আচ্ছা, রাক্ষসী প্রকৃতি না হয় আসুরী প্রকৃতির অন্তর্গত হইল, কারণ উভয়স্থলেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ ক্রিয়ার প্রতি উন্মুখতারূপ সামান্য (সাদৃশ্য) রহিয়াছে ; তবে একটীতে কামোপভোগের এবং অপরটীতে প্রাণিহিংসার প্রাধান্য থাকায় কোন কোন স্থলে উহাদের ভেদপূর্ব্বক (পৃথক্‌ভাবে)

মনুষ্যা অসুরা” ইতি শ্রুতেঃ (বৃহদাঃ উঃ ৫।২।১)। অতঃ সাপি হেয়কোটাবুপাদেয়কোটৌ বা বক্তব্যেত্যতআহ দ্বাবিতি।১ অস্মিল্লোঁকে সর্ব্বস্মিন্নপি সংসারমার্গে দ্বৌ দ্বিপ্রকারাবেব ভূতসর্গৌ মনুষ্যসর্গৌ ভবতঃ।২ কৌ তৌ দৈব আসুরশ্চ। ন তু রাক্ষসো মানুষো বাঽধিকঃ সর্গোঽস্তীত্যর্থঃ।৩ যো যদা মনুষ্যঃ শাস্ত্রসংস্কারপ্রাবল্যেন স্বভাবসিদ্ধৌ রাগদ্বেষাবভিভূয় ধর্ম্মপরায়ণো ভবতি স তদা দেবঃ, যদা তু স্বভাবসিদ্ধরাগদ্বেষপ্রাবল্যেন শাস্ত্রসংস্কারমভিভূয়াধর্ম্মপরায়ণো ভবতি স তদাঽসুর ইতি দ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ। ন হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং তৃতীয়া কোটিরস্তি।৪ তথা চ শ্রূয়তে,—“দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরা” ইতি। (বৃহদাঃ উঃ ১।৩।১)।৫ দমদানদয়াবিধিপরে তু বাক্যে ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যা ইত্যাদৌ দমদানদয়ারহিতা মনুষ্যা উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু মানুষী প্রকৃতি বলিয়া যে তৃতীয়া একটী প্রকৃতি আছে তাহাও ত স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু এ সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখা যায়,—“প্রাজাপত্য (প্রজাপতির অপত্য) দেব, অসুর ও মনুষ্য এই তিন জাতীয় ব্যক্তি পিতা প্রজাপতির সমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল” ইত্যাদি। কাজেই সেই তৃতীয়া যে মানুষী প্রকৃতি রহিয়াছে তাহাকেও হয় হেয় কোটিতে, না হয় উপাদেয় কোটিমধ্যে ফেলা উচিত অর্থাৎ তাহা কি হেয় (পরিত্যাজ্য) অথবা তাহা উপাদেয় (গ্রহণীয়) তাহাও ত নির্দ্দেশ করা উচিত? এই প্রকার সন্দেহ হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—।১ **অস্মিন্ লোকে**=এই লোকে অর্থাৎ সমগ্র সংসারমার্গে **দ্বৌ**=দুই অর্থাৎ দুইপ্রকারেরই **ভূতসর্গৌ**=ভূতসর্গ অর্থাৎ ভূতসৃষ্টি বা মনুষ্যসৃষ্টি হইতেছে।২ সেই দুইটী কি? (উত্তর—) তাহা **দৈবঃ আসুরঃ এব চ**=দৈব ও আসুর হইতেছে; কিন্তু রাক্ষস বা মানুষ বলিয়া অধিক কোন সর্গ (সৃষ্টি) নাই, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ কারণ, যে মনুষ্য যখন শাস্ত্রীয় সংস্কারের বলবত্তাহেতু নিজ স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ (আসক্তি) ও বিদ্বেষকে অভিভুত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ হয় সেই মনুষ্যই তখন দেব অর্থাৎ দেবজাতীয় হইয়া থাকে। আর যখন নিজ স্বভাবসঞ্জাত রাগদ্বেষাদির বলবত্তা নিবন্ধন শাস্ত্রীয় সংস্কারকে অভিভূত করিয়া মনুষ্য অধর্ম্মপরায়ণ হয় তখন সেই ব্যক্তি অসুর অর্থাৎ অসুরপ্রকৃতি বা অসুরজাতীয় হইয়া থাকে। এইপ্রকার দ্বৈবিধ্য (দ্বিবিধতা) হওয়াই উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হয়। মনুষ্যসর্গ যে দুইপ্রকার ইহা স্বীকার করিবার আরও হেতু এই যে, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ছাড়া আর কোন তৃতীয় কোটি বা পক্ষ নাই। (কাজেই ধর্ম্মকোটিতে পড়িলে মনুষ্য দেবতা হইয়া যায় আর অধর্ম্ম কোটিতে পড়িলে মানুষ অসুর অথবা রাক্ষস হয়)। শ্রুতিমধ্যেও ঐরূপই উক্ত হইতে দেখা যায়, যথা—” প্রাজাপত্য (প্রজাপতির সন্তান) দুই জাতীয়,—দেব ও অসুর। তাহাতে দেবগণ কানীয়স অর্থাৎ কনিষ্ঠ বা অল্পসংখ্যক আর অসুরগণ জ্যায়স অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বা সংখ্যায় অধিক” ইত্যাদি।৫ “ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ” ইত্যাদি দম, দান ও দয়া এই বিধিত্রয়পর যে বাক্য আছে (অর্থাৎ ঐ শ্রুতি বাক্যটীতে শেষের দিকে “তদেতৎত্রয়ং শিক্ষেৎ” দমং দানং দয়ামিতি” এই বাক্যে) দম, দান এবং দয়া এই তিনটী বিষয়ের বিধান করা হইয়াছে) তাহাতে কিন্তু মনুষ্যগণই দম, দান ও দয়ারহিত অথবা তৎসংযুক্ত হইলে দেবতাদির সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য অনুসারে

অসুরা এব সন্তঃ কেনচিৎ সাধর্ম্ম্যেণ দেবা মনুষ্যা অসুরা ইত্যুপচর্য্যন্ত ইতি নাধিক্যাবকাশঃ।৬ একেনৈব দ ইত্যক্ষরেণ প্রজাপতিনা দমরহিতান্মনুষ্যান্ প্রতি দমোপদেশঃ কৃতঃ, দানরহিতান্ প্রতি দানোপদেশঃ, দয়ারহিতান্ প্রতি দয়োপদেশঃ, নতু বিজাতীয়া এব দেবাসুরমনুষ্যা ইহ বিবক্ষিতাঃ মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য।৭ তথা চান্তে উপসংহরতি— "তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ্দদ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি" (বৃহদাঃ উঃ ৫।২।৩)।৮ তস্মাদ্রাক্ষসী মানুষী চ প্রকৃতিরাসুর্য্যামেবান্তর্ভবতীতি যুক্তমুক্তং দ্বৌ ভূতসর্গাবিতি।৯ তত্র দৈবো ভূতসর্গো ময়া ত্বাং

দেব, মনুষ্য বা অসুর এইরূপ নামে উপচরিত (গৌণভাবে উল্লিখিত) হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কাজেই আর মনুষ্যের জন্য দৈব ও আসুর ছাড়া অন্য কোন অধিক পক্ষ স্বীকার করিবার অবকাশ বা আবশ্যকতা নাই।৬ 'দ' এই একটীমাত্র অক্ষরের দ্বারাই প্রজাপতি দমবিরহিত মনুষ্যগণের প্রতি দমের উপদেশ, দানবিহীন নরগণের প্রতি দানের উপদেশ এবং দয়াশূন্য ব্যক্তিগণের প্রতি দয়ার উপদেশ দিয়াছিলেন। তাই বলিয়া যে (অত্র উল্লিখিত) দেব, অসুর এবং মনুষ্য ইহারা বিজাতীয় (ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়) দেব, অসুর এবং মনুষ্য বিবক্ষিত তাহা নহে। কারণ শাস্ত্র হইতেছে মনুষ্যাধিকার অর্থাৎ কেবলমাত্র মনুষ্যগণেরই শাস্ত্রে (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে) অধিকার আছে।৭ (কাজেই দেবতা বা অসুরের প্রতীক লইয়া মনুষ্যগণের প্রতিই ঐ শ্রুতিবাক্যে দয়াদির বিধান করা হইয়াছে বলিয়া এ স্থলের দেবাদি মুখ্য দেবাসুর নহে)। এই প্রকার বলিবার আরও কারণ এই যে উক্ত শ্রুতির শেষেও এই ভাবে উপসংহার করা হইয়াছে, যথা, "এই স্তনয়িত্নু (মেঘ)-রূপিনী দৈব বাক্ "দাম্যত" = ইন্দ্রিয়দমন কর, "দত্ত" = দান কর এবং 'দয়ধ্বম্' = দয়া কর এই উদ্দেশ্যে 'দ-দ-দ' এই প্রকার অনুবাদ (শব্দানুকরণ) করিয়া থাকে ; এই কারণে দম, দান ও দয়া এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করা উচিত।৮" (এইভাবে উপসংহারে দম, দয়া এবং দান এই তিনটীরই অনুষ্ঠেয়তা বিহিত হইয়াছে বলিয়া যাহাদের উদ্দেশ্যে এগুলির বিধান করা হইয়াছে তাহারা মনুষ্য ছাড়া আর কেহ নহে। কাজেই মনুষ্যের জন্য স্বতন্ত্র প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক)।৮ অতএব রাক্ষসী এবং মানুষী প্রকৃতি আসুরী প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া "দ্বৌ ভূতসর্গৌ" = 'দুই প্রকার ভূতসর্গ বা মনুষ্য সৃষ্টি'—এই প্রকার যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।৯ [তাৎপর্য্য—কেবলমাত্র দৈবী এবং আসুরী প্রকৃতির উল্লেখ করায় শঙ্কা করা হইয়াছিল যে, দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি অপেক্ষা ভিন্ন তৃতীয়া কোন মনুষ্য প্রকৃতি আছে। ইহার সপক্ষে "ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার সমাধানে বলা হইল যে মনুষ্যপ্রকৃতি বলিয়া স্বতন্ত্র কোন তৃতীয়া প্রকৃতি নাই। মনুষ্যগণও দুই জাতীয়—দেবপ্রকৃতিক বা অসুরপ্রকৃতিক। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে উক্তশ্রুতি বাক্যের প্রমাণ্য থাকে কই? কারণ, শ্রুতি দেব ও অসুরগণকেও উদ্দেশ্য করিতেছেন? ইহার উত্তরে বলা হইল যে, দেব, অসুর ও মনুষ্য ইত্যাকারে প্রকৃতির ত্রৈবিধ্য দেখান উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। কারণ উহাতে দম, দয়া ও দান এই তিনের বিধান করাই তাৎপর্য্য। আর যাহার বিধান আছে তাহা অবশ্যই সম্পাদনীয়। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, উহার অনুষ্ঠান করিবে কাহারা? মনুষ্যের ন্যায় দেবতারা এবং অসুররাও ত উহার অনুষ্ঠান

প্রতি বিস্তরশো বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে দ্বিতীয়ে, ভক্তিলক্ষণে দ্বাদশে, জ্ঞানলক্ষণে ত্রয়োদশে, গুণাতীতলক্ষণে চতুর্দ্দশে, ইহ চাভয়মিত্যাদিনা।১০ ইদানীমাসুরং ভূতসর্গং মে মদ্বচনৈর্ব্বিস্তরশঃ প্রতিপাদ্যমানং ত্বং শৃণু হানার্থমবধারয়, সম্যক্তয়া

করিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হয়, যে যাহার অধিকারী কেবল তাহারই পক্ষে তাহা অনুষ্ঠেয়, অন্যের নহে। মনুষ্য ছাড়া অপর কাহারও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার নাই; ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তাহা যদি হয় তাহা হইলে উক্ত বিধি বা কর্ম্মানুষ্ঠানও মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য বলিতে হইবে; সুতরাং দেবগণ কিংবা অসুরগণ উহার অধিকারী নহে। ইহাতে সংশয় হইতে পারে, তবে উক্ত শ্রুতি মধ্যে দেব ও অসুরগণের উল্লেখের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য, উহা অর্থবাদ অর্থাৎ উক্ত বিধিরই প্রশংসামাত্র; কেননা দম, দয়া ও দান এমনই উৎকৃষ্ট যে দেবতা এবং অসুরেরাও তাহা শিখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। অতএব দেবাসুরগণেরও যাহা শিক্ষণীয় মনুষ্যগণেরত তাহা অবশ্য পালনীয়। এই প্রকারে ঐ বিধেয় দম, দান, দয়ার প্রশংসা করা উক্ত আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, দেবতা কিংবা অসুর বলিয়া কিছুই নাই। কারণ মনুষ্যের ন্যায় দেবতা এবং অসুর নামেও জীব আছে। ইহা বেদের মন্ত্র, অর্থবাদ ও ইতিহাস অংশ হইতে অবগত হওয়া যায়। বর্ণাশ্রমী মনুষ্যগণই বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্রের বিধিনিষেধের অধিকারী বলিয়া শাস্ত্রে যে স্থলে কোন বিষয়ের বিধান করিবার উদ্দেশ্যে কোন আখ্যায়িকা অবলম্বন করা হইয়াছে তথায় সেই আখ্যায়িকা অংশটীকে সেই বিধীয়মান বিষয়টীর প্রশংসার্থক অর্থবাদ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই কারণেই বৃহদারণ্যক উপনিষদের গোড়ার দিকে যে দেবাসুর সংগ্রামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তথায় ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়গণের যে স্বাভাবিক অসৎ প্রবৃত্তি তাহাই আসুরী প্রকৃতি আর তাহাদের যে সৎপথে প্রবৃত্তি তাহাই দৈবী প্রকৃতি। এই দুই প্রকার প্রকৃতি ছাড়া আর তৃতীয় প্রকার প্রকৃতি নাই; কাজেই মনুষ্য প্রকৃতি বলিয়া স্বতন্ত্র কোন প্রকৃতি নাই। সুতরাং শাস্ত্রজনিত জ্ঞান এবং কর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়গণই দেবতা, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ জ্ঞানকর্ম্মে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ অসুর। সুতরাং ঐহিকসর্ব্বস্ব জীব অসুর। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে দেবাসুরসংগ্রাম অহর্নিশ চলিতেছে। যখন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হয় তখন সৎপ্রবৃত্তিরূপ দেবগণের পরাজয় হয় আবার যখন সৎ প্রবৃত্তিগুলি বলবতী হয় তখন অসুরগণের পরাভব হয়। তবে স্বভাবতঃ অসৎ প্রবৃত্তিরই আধিক্য দেখা যায় বলিয়া অসুরগণের সংখ্যা অধিক। আর সৎপ্রবৃত্তির অল্পতা দেখা যায় বলিয়া দেবগণ সংখ্যায় কম। অবশ্য সৎপ্রবৃত্তিই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যায় বলিয়া অনেক নির্য্যাতনের পরেও দেবণেরই জয়লাভ বর্ণনা করা হয়। ইহাও শ্রুতি মধ্যেই বর্ণিত আছে। টীকা মধ্যে উদ্ধৃত "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ দেবাশ্চাসুরাশ্চ, ততঃকানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই এ সম্বন্ধে প্রমাণ।]৯ তন্মধ্যে দৈবঃ=দৈব ভূতসর্গ কি তাহা বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ=আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিবার সময়, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিলক্ষণে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞান লক্ষণে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত লক্ষণে এবং এই ষোড়শ অধ্যায়ে "অভয়ম্" ইত্যাদি প্রবন্ধে তোমার নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।১০ এক্ষণে আসুরঃ=আসুর ভূতসর্গ কি তাহা আমি বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিতেছি, হে পার্থ! তুমি তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ন বিদুঃ তেষু ন শৌচং ন আচারঃ, ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে অর্থাৎ আসুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে ; এজন্য তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭

জ্ঞাতস্য হি পরিবর্জ্জনং শক্যতে কর্ত্তুমিতি। হে পার্থেতি সম্বন্ধসূচনেনানুপেক্ষণীয়তাং দর্শয়তি ॥ ১১—৬ ॥

বর্জ্জনীয়ামাসুরীং সম্পদং প্রাণিবিশেষণতয়া তানহমিত্যতঃ প্রাক্তনৈ র্দ্বাদশভিঃ শ্লোকৈর্ব্বিবৃণোতি—১। প্রবৃত্তিং প্রবৃত্তিবিষয়ং ধর্ম্মং, চকারাত্তৎপ্রতিপাদকং বিধিবাক্যং চ, এবং নিবৃত্তিবিষয়মধর্ম্মং চকারাত্তৎপ্রতিপাদকং নিষেধবাক্যং চ, অসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি ।২ অতস্তেষু ন শৌচং দ্বিবিধং নাপ্যাচারোমন্বাদিভিরুক্তঃ। ন

মে=আমার নিকট হইতে **শৃণু**=শুনিয়া অবধারণ কর। কারণ যাহা সম্যক্‌রূপে জানা যায় তাহাই পরিবর্জ্জন করা সম্ভব হয়। 'হে পার্থ!' এই প্রকার সম্বোধনে সম্বন্ধ সূচনা করিয়া অর্থাৎ তুমি পৃথার—আমার পিতৃস্বসায় পুত্র হইতেছ বলিয়া আমার আত্মীয়, এইরূপে আত্মীয়তার উল্লেখ করিয়া অনুপেক্ষণীয়তা দেখাইতেছেন—অর্থাৎ তোমায় উপেক্ষা করিয়া যে তত্ত্বোপদেশ দিব না তাহা নহে, এই প্রকার অভিপ্রায় জানাইবার নিমিত্তই ঐরূপ সম্বোধন করিয়াছেন ।১১—৬॥

অনুবাদ—এক্ষণে "প্রবৃত্তিংচ" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া "তানহম্" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারটী শ্লোকে, বর্জ্জনীয়া ঐ আসুরী সম্পৎ কিরূপ তাহাই প্রাণীর বিশেষণরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ বিশেষণ সম্পন্ন জীবগণ আসুরী সম্পৎ-বিশিষ্ট বলিয়া তাহাদের বিশেষণগুলিই আসুরী সম্পদের স্বরূপ, এইরূপে আসুরী সম্পদের নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন ।১ **আসুরাঃ জনাঃ**=আসুরস্বভাব ব্যক্তিরা **প্রবৃত্তিং চ**=প্রবৃত্তি কি অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত সেই ধর্ম্ম কি তাহা **ন বিদুঃ**=জানে না। "প্রবৃত্তিং চ" এস্থলে 'চ'শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে সেই ধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির প্রতিপাদক যে শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য তাহাও তাহারা জানে না। এইরূপ **নিবৃত্তিংচ**=নিবৃত্তি কি অর্থাৎ যাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত সেই অধর্ম্ম কি তাহাও তাগরা জানে না। "নিবৃত্তিং চ" এখানে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, সেই নিবৃত্তির প্রতিপাদক (জ্ঞাপক) যে শাস্ত্রীয় নিষেধ বাক্য কি তাহাও তাহারা জানে না ।২ [তাৎপর্য্য—এই যে, ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্ম কি তাহা জানিতে হইলে যাহাতে ধর্ম্মের কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাও জানিতে হয়। শাস্ত্রই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞাপক ; শাস্ত্রীয় বিধিই ধর্ম্মের জ্ঞাপক এবং শাস্ত্রীয় নিষেধই অধর্ম্মের নির্দ্দেশক। শাস্ত্রের বিধি বা নিষেধ সকলের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাঁহারা তাহা অবগত আছেন সেই শিষ্ট সমজের আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ এবং উপদেশ অনুসারেই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হয়। যে সমস্ত লোক আসুরী প্রকৃতি সম্পন্ন তাহারা ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্ম কি তাহাত জানেই না এবং যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে শাস্ত্রীয় সেই বিধি এবং নিষেধ

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিকন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

তে জগৎ অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম্ অনীশ্বরম্ অপরস্পরসম্ভূতম্ কিমন্যৎ কামহৈতুকং প্রাহুঃ অর্থাৎ তাহারা বলে,—এই জগৎ অসত্য, ঈশ্বরবিহীন, ইহা কেবল কামমিথুন হইতে জাত ; ইহার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল কামপ্রবাহ সম্ভূত ॥ ৮

সত্যং চ প্রিয়হিতযথার্থভাষণং বিদ্যতে।৩ সত্যশৌচয়োরাচারান্তর্ভাবেঽপি ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন পৃথগুপাদানম্। অশৌচাঃ অনাচারাঃ অনৃতবাদিনোঽসুরা মায়াবিনঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৪—৭ ॥

নন্ধু ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়য়োঃ প্রতিপাদকং বেদাখ্যং প্রমাণমস্তি নির্দ্দোষং ভগবদাজ্ঞারূপং সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধং, তদুপজীবীনি চ স্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীনি সন্তি, তৎ কথং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতৎপ্রমাণাদ্যজ্ঞানং জ্ঞানে বা আজ্ঞোল্লঙ্ঘিনাং শাসিতরি ভগবতি সতি কথং তদননুষ্ঠানেন শৌচাচারাদিরহিতত্বং দুষ্টানাং শাসিতুর্ভগবতোঽপি লোকবেদপ্রসিদ্ধ-

বাক্যও জানে না, আর যাঁহারা তাহা অবগত আছেন সেই শিষ্টজনের উপদেশের দিকেও তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয় না] অতঃ=এ কারণে **তেষু**=তাহাদের মধ্যে **শৌচং**=বাহ্য ও আভ্যন্তররূপ দ্বিবিধ শৌচ, **অপিচ আচারঃ**=মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগণ যে সমস্ত আচারের কথা বলিয়াছেন সেই আচার, **সত্যম্ অপি**=কিংবা সত্য অর্থাৎ প্রিয় হিতকর যথার্থ উক্তি **ন বিদ্যতে**=এ সমস্ত কিছুই বিদ্যমান থাকে না।৩ সত্য এবং শৌচ এই দুইটী আচারেরই অন্তর্গত হইলেও 'ব্রাহ্মণপরিব্রাজক' ন্যায়ে পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণই যখন পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী হইয়া থাকে, কারণ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে, তখন 'ব্রাহ্মণপরিব্রাজক' এস্থলে 'ব্রাহ্মণ' এই বিশেষণটী অধিক দিয়া ইহাই বুঝান হয় যে তিনি শ্রুতিস্মৃতিসদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ; সেইরূপ এস্থলেও শৌচ ও সত্যের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া উহাদেরও বৈশিষ্ট্য জানাইয়া দিতেছেন অর্থাৎ বিশিষ্ট শৌচাদি তাহারা জানেনা এইরূপ অর্থই এখানে বিবক্ষিত করিতেছেন। অসুরগণ যে অশৌচ (শৌচ বিহীন), অনাচার, এবং অনৃতবাদী ও মায়াবী অর্থাৎ কাপট্যপটু তাহা প্রসিদ্ধই আছে।৪—৭॥

অনুবাদ—আচ্ছা, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির বিষয়ে যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাহার প্রতিপাদক সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বেদরূপ প্রমাণ ত রহিয়াছে ; ঐ বেদ যে নির্দ্দোষ,—সকল প্রকার দোষাশঙ্কাবিহীন এবং উহা যে ভগবানের আজ্ঞাস্বরূপ তাহা সকল লোকেই বিদিত আছে। সেই বেদোপজীবী (বেদমূলক) স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র আছে সেগুলিও ত ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদক প্রমাণই হইতেছে। তাহা যদি হয় তবে আসুর প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং তদ্বিষয়ক প্রমাণ সম্বন্ধে যে অজ্ঞানের কথা বলা হইল অর্থাৎ তাহারা প্রবৃত্তি, কিম্বা নিবৃত্তি অথবা তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্ররূপ প্রমাণও জানে না এইপ্রকার যে বলা হইল তাহা কিরূপে সঙ্গত হয় ? আর যদি তাহাদের ঐ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহারা যে তাহার অনুষ্ঠান করিবে না তাহা নহে, কারণ যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ যে শাস্ত্র তাহা উল্লঙ্ঘন করে ভগবান্ তাহাদের শাসনকর্ত্তা রহিয়াছেন। আর ভগবান্ই যে দুষ্টগণের শাস্তা ইহা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধই আছে। কাজেই তাহাদের

ত্বাদত আহ—।১ সত্যমবাধিততাৎপর্য্যবিষয়ং তত্ত্বাবেদকং বেদাখ্যং প্রমাণং তদুপজীবি পুরাণাদি চ নাস্তি যত্র তদসত্যং; বেদস্বরূপস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেঽপি তৎপ্রামাণ্যানভ্যুপগমাদ্বিশিষ্টাভাবঃ।২ অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তদপ্রতিষ্ঠম্।৩ তথা নাস্তি শুভাশুভয়োঃ কর্ম্মণোঃ ফলদাতেশ্বরো নিয়ন্তা যস্য তদনীশ্বরং তে আসুরা জগদাহুঃ।৪ বলবৎপাপপ্রতিবন্ধাদ্বেদস্য প্রামাণ্যং তে ন মন্যন্তে। ততশ্চ তদ্বোধিতয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরীশ্বরস্য চানঙ্গীকারাদ্যথেষ্টাচরণেন তে পুরুষার্থভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ।৫ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যধর্ম্মসহায়েন প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রা পরমেশ্বরেণ রহিতং জগ দিষ্যতে চেৎ কারণাভাবাৎ কথং তদুৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপরস্পরসম্ভূতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যসংযোগাৎ সম্ভূতং জগৎকামহৈতুকং, কামহেতুকমেব কামহৈতূকং কামাতিরিক্তকারণশূন্যং।৬ ননু শৌচাচাররহিতত্ব কিরূপে সম্ভবে? অর্থাৎ তাহারা যে শৌচ ও আচার বিহীন হইবে তাহা ত হইতে পারে না, কারণ শৌচাচার শাস্ত্রবিহিত; শাস্ত্র হইতেছে ঈশ্বরের আজ্ঞা। আর যাহারা তাহা লঙ্ঘন করে ঈশ্বর তাহাদের শাস্তি দিয়া থাকেন। সুতরাং তাহারা উহা লঙ্ঘন করিবে কেন?—এইপ্রকার শঙ্কা হইলে ইহার উত্তরে বলিতেছেন **অসত্যম্** ইত্যাদি।১ **তে**=সেই আসুরস্বভাব ব্যক্তিরা **জগৎ**=জগৎকে **অসত্যম্**=সত্য অর্থাৎ যাহার তাৎপর্য্যের বিষয় অবাধিত, তাদৃশ যে তত্ত্বাবেদক (তত্ত্বজ্ঞাপক) বেদনামক প্রমাণ এবং সেই বেদোপজীবী (বেদমূলক) পুরাণাদিশাস্ত্র। যাহাতে তাদৃশ তত্ত্বাবেদক বেদরূপ সত্য নাই তাহা অসত্য। বেদের স্বরূপ প্রত্যক্ষতঃ সিদ্ধ হইলেও তাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না বলিয়া "অসত্যম্" এস্থলে প্রামাণ্যবিশিষ্ট বেদের বা সত্যের অভাব বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের মতে বেদ থাকে থাক্ কিন্তু তাহা প্রমাণ নহে; ফলে দাঁড়ায় এই যে অপ্রমাণ (অপ্রামাণ্যবিশিষ্ট) বেদ থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান।২ **অপ্রতিষ্ঠম্**=যাহাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ প্রতিষ্ঠা (ব্যবস্থার হেতু) নাই তাহা অপ্রতিষ্ঠ। [অভিপ্রায় এই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রযুক্তই জগতে এইরূপ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মই সুখদুঃখাদির নিয়ামক;—কেহ যে সুখী হয় আবার কেহ যে দুঃখী হয় ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই তাহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অনাচারী ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নহে, তাহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই মানে না।]৩ **অনীশ্বরম্**=যাহাতে শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলদাতা নিয়ন্তা অর্থাৎ নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক ঈশ্বর নাই তাহা অনীশ্বর। সেই আসুরস্বভাব ব্যক্তিরা জগৎকে এইপ্রকারে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ এবং অনীশ্বর **আহুঃ**=বলিয়া থাকে।৪ প্রবল পাপ রূপ প্রতিবন্ধক থাকায় তাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। আর সেই কারণে অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না বলিয়া সেই বেদবোধিত (সেই বেদে যাহা জ্ঞাপিত হইয়াছে তাদৃশ) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের সত্তা তাহারা অঙ্গীকার করে না। সুতরাং যথেষ্টাচরণ করিয়া তাহারা পুরুষার্থভ্রষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৫ আচ্ছা, একমাত্র শাস্ত্র হইতেই যাহার স্বরূপ জানা যায় তাদৃশ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে সহকারী করিয়া, যিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হন তাদৃশ কোন ঈশ্বর জগতে নাই, ইহাই যদি তাহাদের অভিমত হয়

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য অল্পবুদ্ধয়ঃ নষ্টাত্মানঃ উগ্রকর্ম্মাণঃ অহিতাঃ জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি অর্থাৎ এইরূপ বিবেচনা অবলম্বন করিয়া, সেই মলিনচিত্ত অল্পবুদ্ধি ক্রুরকর্ম্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশার্থ বৈরিরূপে প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৯

ধর্ম্মাদ্যপ্যস্তি কারণং নেত্যাহ—কিমন্যৎ ? অন্যং অদৃষ্টং কারণং কিমস্তি ? নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ? অদৃষ্টাঙ্গীকারেঽপি ক্বচিদ্গত্বা স্বভাবে পর্য্যবসানাৎ স্বাভাবিকমেব জগদ্বৈচিত্র্যমস্তু দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ। অতঃ কাম এব প্রাণিনাং কারণং নান্যদদৃষ্টেশ্বরাদীত্যাহুরিতি লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্ ॥ ৭—৮ ॥

ইয়ং দৃষ্টিঃ শাস্ত্রীয়দৃষ্টিবদিষ্টৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ এতামিতি। এতাং প্রাগুক্তাং লোকায়তিকদৃষ্টিমবষ্টভ্যাবলম্ব্য নষ্টাত্মানো ভ্রষ্টপরলোকসাধনাঃ অল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টমাত্রোদ্দেশ্যপ্রবৃত্তমতয়ঃ উগ্রকর্ম্মাণো হিংস্রাঃ অহিতাঃ শত্রবো জগতঃ প্রাণিজাতস্য ক্ষয়ায় ব্যাঘ্র-

তাহা হইলে, কারণ না থাকায় কিরূপে সেই জগতের উৎপত্তিরূপ কার্য্য হয় ? অর্থাৎ ঈশ্বরই জগৎস্রষ্টা বলিয়া জগতের নিমিত্ত কারণ ; আর ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই জগৎসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার সহকারী ; যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলে জগতের স্বাভাবিক বৈষম্যের কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। আর প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু নিমিত্ত কারণ না থাকিলে কেবলমাত্র উপাদান কারণ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর না থাকিলে সৃষ্টি হইবে কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—। তাহাদের মতে এই জগৎ **অপরস্পরসম্ভূতম্**=অপরস্পরসম্ভূত অর্থাৎ কামাভিভূত স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের সংযোগ হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই জগৎ **কামহৈতুকং**=কামহেতুক শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া 'কামহৈতুক' এই পদ হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে কামই এই জগতের কারণ, তদতিরিক্ত কারণ থাকিতেই পারে না।৬ আচ্ছা, ধর্ম্মাদিও ত কারণ আছে ? (উত্তর—) **কিমন্যৎ**=না, ইহার আর অন্য কোনও কারণ নাই, অন্য আবার অদৃষ্ট কারণ কি থাকিবে ? যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকে যদি ইহার কারণ বলা হয় তাহা হইলে কিছুদূর গিয়া স্বভাবেই (স্বভাববাদেই) যখন ইহা পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ শেষকালে সকল দার্শনিককেই স্বীকার করিতে হয় যে, এইরূপ হওয়াই ইহার স্বভাব, যেমন দগ্ধ করাই আগুনের স্বভাব, ইহার আর কোন কৈফিয়ত নাই, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি চলিবে না—শেষ পর্য্যন্ত ইহাই যদি হয়, অন্য কোন সদ্যুক্তি যখন দেওয়া যায় না তখন জগতের এই যে বৈচিত্র্য ইহা স্বাভাবিকই হউক না কেন, কারণ দৃষ্ট হেতু থাকিতে অদৃষ্ট হেতু স্বীকার করিবার কোনও অবকাশ নাই।৬ অতএব কেবলমাত্র কামই জীবগণের উৎপত্তির কারণ, তাহা ছাড়া, অদৃষ্ট বা ঈশ্বর প্রভৃতি অন্য কোনও কারণ নাই। এইরূপ কথা ঐ প্রকার ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে। ইহা হইল লোকায়তিক দৃষ্টি—চার্ব্বাকদর্শন।৭—৮॥ //

অনুবাদ—শাস্ত্রীয় দৃষ্টি যেমন ইষ্ট (অভিপ্রেত বা গ্রহণীয়) এই প্রকার দৃষ্টিও ত সেইরূপ ইষ্টই বটে ? এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"এতাম্" ইত্যাদি।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ মোহাৎ অসদ্গ্রাহান গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে অর্থাৎ তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন করিয়া দম্ভ-মান-গর্ব্বপরবশ হইয়া মোহবশে অসৎ আগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক অশুচিব্রত-পরায়ণ হইয়া থাকে ॥ ১০

সর্পাদিরূপেণ প্রভবন্তি উৎপদ্যন্তে। তস্মাদিয়ং দৃষ্টিরত্যন্তাধোগতিহেতুতয়া সর্ব্বাত্মনা শ্রেয়োঽর্থিভিরবহেয়েবেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তে যদা কেনচিৎ কর্ম্মণা মনুষ্যযোনিমাপদ্যন্তে তদাহ—। কামং তত্তদ্দৃষ্ট-বিষয়াভিলাষং দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং দম্ভেনাধার্ম্মিকত্বেঽপি ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনেন মানেন অপূজ্যত্বেঽপি পূজ্যত্বখ্যাপনেন মদেন উৎকর্ষরাহিত্যেঽপ্যুৎকর্ষবিশেষাধ্যারোপেণ মহদবধীরণাহেতুনাঽন্বিতাঃ অসৎগ্রাহান্ অশুভনিশ্চয়ান্ অনেন মন্ত্রেণেমাং দেবতামারাধ্য কামিনীনামাকর্ষণং করিষ্যামঃ, অনেন মন্ত্রেণেমাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদিদুরাগ্রহরূপান্ মোহাদবিবেকাৎ গৃহীত্বা, ন তু শাস্ত্রাৎ—। অশুচিব্রতাঃ অশুচীনি

এতাম্=পূর্ব্বকথিত এই লৌকায়তিক **দৃষ্টিম্**=দৃষ্টিকে চার্ব্বাকদর্শনকে **অবষ্টভ্য**=অবলম্বন করিয়া **নষ্টাত্মনঃ**=পরলোকের সাধনবিহীন **অল্পবুদ্ধয়ঃ**=যাহারা যাহা দেখে কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয় তাদৃশ **উগ্রকর্ম্মাণঃ**=হিংস্র প্রকৃতির **অহিতাঃ**=শত্রুগণ **জগতঃ**=জগতের প্রাণিবর্গের **ক্ষয়ায়**=ক্ষয়ের নিমিত্তই **প্রভববন্তি**=ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি আকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব শ্রেয়স্কামী ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকার দৃষ্টি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, কারণ ইহা অত্যন্ত অধোগতির হেতুস্বরূপ ।৯॥

অনুবাদ—আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা যখন কোনও কর্ম্মের ফলে মনুষ্যজন্মপ্রাপ্ত হয় তখন তাহারা **দুষ্পূরম্**=যাহা পূরণ করা যায় না তাদৃশ **কামম্**=সেই সেই দৃষ্টি বিষয়ের অভিলাষ **আশ্রিত্য**=আশ্রয় করিয়া **দম্ভমানমদান্বিতাঃ**=দম্ভের দ্বারা, নিজে অধার্ম্মিক হইলেও নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া যে প্রচার করা তাদৃশ দম্ভবশতঃ, মানের দ্বারা অর্থাৎ স্বয়ং অপূজ্য হইলেও আপনাকে পূজনীয় বলিয়া খ্যাপন করতঃ, এবং মদের দ্বারা অর্থাৎ যাহার জন্য নিজেকে মহৎ বলিয়া অবধারণ করা যায় তাদৃশ উৎকর্ষ বিশেষের অধ্যারোপ করিয়া অর্থাৎ নিজের উপর মিথ্যা মহত্ত্বের আরোপ করিয়া ঐ দম্ভ, মান ও মদ বিশিষ্ট হইয়া **অসদ্‌গ্রাহান্**=অসদ্ গ্রাহসকল অর্থাৎ অশুভ বুদ্ধি সকল—এই মন্ত্রে এই দেবতার আরাধনা করিয়া রমণীগণকে আকৃষ্ট করিব, এই মন্ত্রে এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধিগুলিকে সাধন করিব (পাইব), ইত্যাদি প্রকার দুরাগ্রহরূপ অসৎ সঙ্কল্প সকল **মোহাৎ গৃহীত্বা**=মোহবশতঃ অর্থাৎ অবিবেকনিবন্ধনই গ্রহণ করিয়া কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে নহে—কারণ শাস্ত্রমতে ঐগুলি পরিত্যাজ্য। **অশুচিব্রতাঃ**=যাহাদের ব্রত সকল অশুচি অর্থাৎ অপবিত্র শ্মশানাদিদেশ, উচ্ছিষ্ট আদি অবস্থা ইত্যাদি প্রকার অশুচিতা সাপেক্ষ বামাগমাদিতে—

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

প্রলয়ান্তাম্ অপরিমেয়াং চিন্তাং চ উপাশ্রিত্য কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে অর্থাৎ উহারা মরণ পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা-পরায়ণ হইয়া কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ জ্ঞানে উহাতেই কৃতনিশ্চয় হয় এবং শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও কামক্রোধ পরায়ণ হইয়া কামোপভোগসাধনার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১১-১২

শ্মশানাদিদেশোচ্ছিষ্টত্বাদ্যবস্থাদ্যশৌচসাপেক্ষাণি বামাগমাদ্যুপদিষ্টানি ব্রতানি যেষাং তেঽশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে যত্র কুত্রাপ্যবৈদিকে দৃষ্টফলে ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদাবিতি শেষঃ। এতাদৃশাঃ পতন্তি নরকেঽশুচাবিত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

তানেব পুনর্ব্বিশিনষ্টি চিন্তামিতি। চিন্তামাত্মীয়যোগক্ষেমোপায়ালোচনাত্মিকাং অপরিমেয়াং অপরিমেয়বিষয়ত্বাৎ পরিমাতুমশক্যাং প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তাং প্রলয়ান্তাং যাবজ্জীবমনুবর্ত্তমানামিতি যাবৎ।১ ন কেবলমশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে কিন্ত্বেতাদৃশীং চিন্তাং চোপাশ্রিতা ইতি সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ।২ সদানন্তচিন্তাপরা অপি ন কদাচিৎ পারলৌকিকচিন্তাযুতাঃ।৩ কিং তু কামোপভোগপরমাঃ কাম্যন্ত ইতি কামাঃ দৃষ্টাঃ

(বামাচারিগণের তামস শাস্ত্রে) উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা অশুচিব্রত। তাহারা ঐরূপে অশুচিব্রত হইয়া **প্রবর্ত্তন্তে**=প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যে কোন অবৈদিক (বেদবাহ্য) দৃষ্টফল ক্ষুদ্র দেবতারাধনাদি কার্য্যে লিপ্ত হয়। "এতাদৃশ ব্যক্তিরা অশুচি নরকে নিপতিত হয়"—অগ্রিমশ্লোকের এই অংশটীর সহিত ইহার অন্বয় হইবে।১০॥

অনুবাদ—সেই সমস্ত ব্যক্তিগণেরই পুনরায় বিশেষ বর্ণনা বলিতেছেন "চিন্তাম্" ইত্যাদি। তাহারা **চিন্তাম্**=যোগক্ষেমের অর্থাৎ অলব্ধবস্তুরলাভরূপ যোগ এবং লব্ধবস্তুররক্ষণরূপ যে ক্ষেম তদ্বিষয়ক আলোচনারূপ যে চিন্তা **অপরিমেয়াম্**=সেই চিন্তার বিষয় অপরিমেয় অনন্ত হওয়ায় চিন্তাও অপরিমেয়, তাহার পরিমাণ করা অসম্ভব। **প্রলয়ান্তাম্**=প্রলয় অর্থাৎ মরণই যাহার অন্ত অর্থাৎ অবসান অর্থাৎ তাহাদের সেই চিন্তা যাবজ্জীবন অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।১ তাহারা যে কেবল অশুচিব্রত হইয়াই তথাবিধ গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে কিন্তু এতাদৃশী অপরিমেয়া প্রলয়ান্তা চিন্তা "উপাশ্রিতাঃ"=অবলম্বন করিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয়;—এইপ্রকার সমুচ্চয় বুঝাইবার মিমিত্ত "চিন্তামপরিমেয়াং চ" এইস্থলে 'চ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।২ এইপ্রকারে তাহারা সর্ব্বদা অনন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেও তাহাদের চিত্ত কখনও পারলৌকিক চিন্তাযুক্ত হয় না; পরলোকের চিন্তা কখনও তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না।৩ কিন্তু তাহারা **কামোপভোগপরমাঃ**=যাহা কামনা করা হয় তাহাই কাম, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে কামপদের অর্থ দৃষ্ট (ইহলৌকিক) শব্দাদি বিষয় সকল। সেই শব্দাদি বিষয়রূপ কামের উপভোগই যাহাদের নিকট পরমপুরুষার্থ

শব্দাদয়ো বিষয়াস্তদুপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো ন ধর্ম্মাদির্যেষাং তে তথা ।৪ পারলৌকিকমুত্তমং সুখং কুতো ন কাময়ন্তে তত্রাহ—এতাবদ্দৃষ্টমেব সুখং নান্যদেতচ্ছরীরবিয়োগে ভোগ্যং সুখমস্তি এতৎকায়াতিরিক্তস্য ভোক্তুরভাবাদিতি নিশ্চিতাঃ এবং নিশ্চয়বন্তঃ ।৫ তথা চ বার্হস্পত্যং সূত্রং,—"চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ" ইতি চ। ৬—১১ ॥

ত ঈদৃশা অসুরাঃ অশক্যোপায়ার্থবিষয়া অনবগতোপায়ার্থবিষয়া বা প্রার্থনা আশাস্তা এব পাশা ইব বন্ধনহেতুত্বাৎ পাশাস্তেষাং শতৈঃ সমূহৈর্বদ্ধা ইব শ্রেয়সঃ প্রচ্যাব্যেতস্তত আকৃষ্য নীয়মানাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ে যেষাং তে কামক্রোধপরায়ণাঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষপরানিষ্টাভিলাষাভ্যাং সদা পরিগৃহীতা ইতি যাবৎ। ঈহন্তে কর্ত্তুং চেষ্টন্তে কামভোগার্থং অন্যায়েন পরস্বহরণাদিনা অর্থসঞ্চয়ান্ ধনারাশীন্। সঞ্চয়ানিতি বহুবচনেন ধনপ্রাপ্তাবপি তত্তৃষ্ণানুবৃত্তের্বিষয়প্রাপ্তিবর্দ্ধমানতৃষ্ণত্বরূপো লোভো দর্শিতঃ ॥ ১২ ॥

বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি যাহাদের নিকট পরমপুরুষার্থ নহে তাহারাই কামোপভোগপরম ।৪ তাহারা পারলৌকিক উত্তম সুখই বা কামনা করে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**এতাবৎ** ইহাই,—এই দৃষ্ট বা ইহলৌকিক সুখই সর্ব্বস্ব, এই শরীরের বিয়োগ হইলে ইহা ছাড়া আর অন্য কোন সুখ নাই যাহা ভোগ করিতে পারা যায়, কারণ এই দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া তদতিরিক্ত অন্য কোন ভোক্তা নাই **ইতি নিশ্চিতাঃ**=এইপ্রকার নিশ্চিত হইয়া অর্থাৎ নিশ্চয়যুক্ত হইয়া ।৫ এ সম্বন্ধে এইরূপ বার্হস্পত্য সূত্র অর্থাৎ চার্ব্বাক মত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতির দর্শনের সূত্র আছে যথা—"চৈতন্য বিশিষ্টকায় (শরীরই) পুরুষ বা আত্মা" এবং "কেবলমাত্র কামই হইতেছে পুরুষার্থ" ।৬—১১

অনুবাদ—ঈদৃশ ভাবাপন্ন সেই অসুরগণ **আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ**=যে বিষয়টী লাভ করিবার উপায় (পন্থা) অশক্য (অসাধ্য) অথবা যাহা লাভ করিবার উপায় অনবগত (অজ্ঞাত) তাদৃশ বস্তুর যে প্রার্থনা তাহার নাম আশা। সেই আশা সকলই হইতেছে পাশের মত; কারণ পাশ অর্থাৎ রজ্জু বা জাল যেমন বন্ধনের হেতু আশাও সেইরূপ বন্ধনের হেতু হইতেছে। সেই আশারূপ পাশের শত অর্থাৎ সমূহের দ্বারা যেন বদ্ধ হইয়া থাকে; কারণ তাহারা সেই আশা দ্বারা শ্রেয়োমার্গ হইতে প্রচ্যাবিত হইয়া আকর্ষণপূর্ব্বক ইতস্তত নীত হইতে থাকে। অভিপ্রায় এই যে আশাই তাহাদিগকে যেন বদ্ধ করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে এবং বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নানা অশান্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। আর তাহারা **কামক্রোধপরায়ণাঃ**=কাম এবং ক্রোধ যাহাদের পরম অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় তাহারা কামক্রোধপরায়ণ। ফলিতার্থ এই যে, তাহারা স্ত্রীসংসর্গাভিলাষে এবং পরের অনিষ্ট সাধনে সর্ব্বদা পরিগৃহীত অর্থাৎ আবিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ হইয়া তাহারা **অর্থসঞ্চয়ান্**=অর্থসঞ্চয় অর্থাৎ ধনরাশির সংগ্রহ করিতে **ঈহন্তে**=চেষ্টা করে। **কামভোগার্থং**=কামভোগের নিমিত্ত (পরস্ব হরণাদির দ্বারা ধনরাশি পাইতে ইচ্ছা করে) কিন্তু ধর্ম্মের জন্য তাহারা অর্থাভিলাষ করে না। "অর্থসঞ্চয়ান্" এ স্থলে বহু বচন দিয়া ইহাই দেখাইয়া দিতেছেন যে ধনলাভ হইলেও তাহাদের ধনতৃষ্ণা অনিবৃত্ত হইয়া চলিতেই থাকে এবং বিষয়প্রাপ্তির দ্বারা তৃষ্ণা বাড়িতে থাকিয়া লোভ উৎপন্ন হয়। ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্‌স্যে মনোরথম্‌ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্‌ সুখী ॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

অদ্য ময়া ইদং লব্ধম্‌, ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদম্‌ অস্তি পুনঃ মে ইদম্‌ অপি ধনং ভবিষ্যতি। অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ অপরান্‌ চ অপি হনিষ্যে, অহম্‌ ঈশ্বরঃ অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ বলবান্‌ সুখী চ। [অহং] আঢ্যঃ অভিজনবান্‌ অস্মি ; ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি, যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ ; অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ, মোহজালসমাবৃতাঃ, কামভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি অর্থাৎ অদ্য এই লাভ হইল, এই অভীষ্ট বস্তুও পরে পাইব, এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার হইবে ; আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব ; আমি সর্ব্বশক্তিশালী, আমিই ভোগী আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্‌, আমি সুখী ; আমি ধনবান্‌, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে ? আমি যাগ করিব, অর্থাৎ দান করিব, আমি আমোদ পাইব, এইরূপে অজ্ঞান মোহিত হইয়া, নানাবিধ বিষয় চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালে সমাবৃত এবং কামভোগে ব্যাসক্তচিত্ত হইয়া উহারা ক্লেশময় নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬

তেষামীদৃশীং ধনতৃষ্ণানুবৃত্তিং মনোরাজ্যকথনেন বিবৃণোতি ইদমিতি। ইদং ধনং অদ্য ইদানীমনেনোপায়েন ময়া লব্ধং, ইদং তদন্যৎ মনোরথং মনস্তুষ্টিকরং শীঘ্রমেব প্রাপ্স্যে ইদং পুরৈব সঞ্চিতং মম গৃহেঽস্তি ইদমপি বহুতরং ভবিষ্যত্যাগামিনি সংবৎসরে পুনর্ধনম্‌ এবং ধনতৃষ্ণাকুলাঃ পতন্তি নরকেঽশুচাবিত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ ॥১৩॥

এবং লোভং প্রপঞ্চ্য তদভিপ্রায়কথনেনৈব তেষাং ক্রোধং প্রপঞ্চয়তি অসাবিতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতঃ শত্রুরতিদুর্জ্জয়ঃ। অত ইদানীমনায়াসেনৈব হনিষ্যে চ

অনুবাদ—(পুনরায় “ইদম্‌” ইত্যাদি শ্লোক) মনোরাজ্য—মনের আধিপত্যবিস্তার বর্ণনা করিয়া তাহাদের ঐ প্রকার যে তৃষ্ণানুবৃত্তি তাহারই বিবৃতি দিতেছেন অর্থাৎ কিরূপে তাহারা মনে মনে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর কাল্পনিক আধিপত্য করিয়া থাকে তাহাই দেখাইতেছেন—। **ইদং** এই ধন **অদ্য ময়া লব্ধং**=এই ব্যক্তির নিকট হইতে এই উপায়ে আজ আমি লাভ করিয়াছি। **ইদং**= ইহা অর্থাৎ তাহা হইতে ভিন্নপ্রকার অন্যএকটী **মনোরথম্‌**=মনস্তুষ্টিকর বস্তু ; **প্রাপ্স্যে**=ইহা আমি পাইব। **ইদম্‌ অস্তি**=ইহা পূর্ব্ব হইতেই আমার গৃহে সঞ্চিত আছে ; **ইদম্‌ অপি ধনং**= এই ধনটীও **পুনঃ ভবিষ্যতি**=আগামী সম্বৎসরে পুনরায় বহুতর (অনেক বেশী) হইবে, এই প্রকারে ধনতৃষ্ণায় আকুল হইয়া তাহারা, “অশুচি নরকে পতিত হয়”—অগ্রিম শ্লোকের এই অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। ১৩॥

হনিষ্যামি অপরান্ সর্ব্বানপি শত্রূন্, ন কোঽপি মৎসকাশাজ্জীবিষ্যতীত্যপেরঽর্থঃ। চকারান্ন কেবলং হনিষ্যামি তান্ কিন্তু তেষাং দারধনাদিকমপি গ্রহীষ্যামীত্যভিপ্রায়ঃ।১ কুতস্তবৈতাদৃশং সামর্থ্যং ত্বত্তুল্যানাং ত্বদধিকানাং বা শত্রূণাং সম্ভবাদিত্যত আহ—। ঈশ্বরোঽহং ন কেবলং মানুষো যেন মত্তুল্যোঽধিকো বা কশ্চিৎ স্যাৎ। কিমেতে করিষ্যন্তি বরাকাঃ, সর্ব্বথা নাস্তি মত্তুল্যঃ কশ্চিদিত্যনেনাভিপ্রায়েণ ঈশ্বরত্বং বিবৃণোতি—। যস্মাদহং ভোগী সর্ব্বৈর্ভোগোপকরণৈরুপেতঃ সিদ্ধোঽহং পুত্রভৃত্যাদিভিঃ সহায়ৈঃ সম্পন্নঃ স্বতোঽপি বলবান্ তেজস্বী সুখী সর্ব্বথা নীরোগঃ ॥২—১৪॥

নন্থ ধনেন কুলেন বা কশ্চিত্ত্বত্তুল্যঃ স্যাদিত্যত আহ আঢ্যেতি। আঢ্যো ধনী অভিজনবান্ কুলীনোঽপ্যহমেবাস্মি। অতঃ কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ন কোঽপীত্যর্থঃ।১ যাগেন দানেন বা কশ্চিত্তুল্যঃ স্যাদিত্যত আহ—। যক্ষ্যে যজ্ঞেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি ; দাস্যামি ধনং স্তাবকেভ্যো নটাদিভ্যশ্চ। ততশ্চ মোদিষ্যে মোদং হর্ষং লপ্স্যে

অনুবাদ—এইরূপে লোভের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া সেই লোভের অভিপ্রায় কি তাহা বর্ণনা করিতেছেন, আর ইহা দ্বারাই তাহাদের ক্রোধের বিষয়ও বিবৃত হইয়া যাইবে। **অসৌ শত্রুঃ**=দেবদত্ত নামক অতি দুর্জ্জয় ঐ শত্রু **ময়া হতঃ**=আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই কারণে **অপরানপি**=অন্যান্য সমস্ত শত্রুগণকেও **হনিষ্যে**=অনায়াসেই আমি মারিয়া ফেলিব অর্থাৎ কেহই আমার কাছে জীবিত থাকিবে না—আমার হাতে অব্যাহতি পাইবে না। “চ” শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝাইতেছে যে, আমি যে তাহাদের কেবল মারিয়াই নিবৃত্ত হইব তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের স্ত্রী এবং অর্থ এ সমস্তও গ্রহণ করিব।১ তোমার সমান এবং তোমার চেয়ে অধিক পরাক্রমশালী শত্রুগণও যখন থাকিতে পারে তখন তোমার এত সামর্থ্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**ঈশ্বরোঽহম্**=আমি কি কেবল মানুষ যে আমার তুল্য বা অধিক পরাক্রমশালী লোক থাকিবে? তাহা নহে, কিন্তু আমি ঈশ্বর। সুতরাং এই সমস্ত বরাক (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা আমার কি করিবে? কারণ কোনও রকমেই আমার সমকক্ষ কেহই নাই—এইরূপ অভিপ্রায়ে তাহাদের ঈশ্বরত্ব কীদৃশ তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলিতেছেন—**অহং ভোগী**=যেহেতু আমি ভোগী অর্থাৎ সকলপ্রকার ভোগোপকরণযুক্ত,—ভোগের সকল প্রকার উপকরণই আমার আছে **সিদ্ধোঽহং**=আমি সিদ্ধ অর্থাৎ পুত্র ভৃত্য প্রভৃতি সহায়সম্পন্ন, এবং নিজেও **বলবান্**=অতি তেজস্বী এবং **সুখী**=সর্ব্বথা নীরোগ হইতেছি। ২—১৪॥

অনুবাদ—আচ্ছা, এমন কেহও ত থাকিতে পারে যে ধনে এবং কুলে হয়ত তোমারই সমান? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **আঢ্যঃ অভিজনবাম্ অস্মি**—! আঢ্য বলিতে ধনী ; অভিজনবান্ অর্থ কুলীন—উচ্চ কুলসম্ভুত। আমিই আঢ্য এবং অভিজনবান্ হইতেছি। কাজেই **কঃ অন্যঃ ময়া সদৃশঃ অস্তি**=অন্য কে আমার সমান আছে? অর্থাৎ কেহই আমার সমান নাই।১ আচ্ছা, ধনজন বংশগৌরবে কেহ না হয় তোমার তুল্য নাই থাকিল কিন্তু যাগদানাদিতে তোমার সমান অনেক ত লোক আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “যক্ষ্যে” ইত্যাদি। আমি **যক্ষ্যে**=যাগ করিব অর্থাৎ যাগের দ্বারা অপরকে

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ তে দম্ভেন নামযজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে অর্থাৎ স্বয়ং পূজ্য বলিয়া অভিমানকারী, সুতরাং অবিনয়ী এবং ধনজনিত মানবশে গর্ব্বিত আসুর ব্যক্তিগণ দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া থাকে ॥ ১৭

নর্ত্তক্যাদিভিঃ সহেত্যেবমজ্ঞানেনাবিবেকেন বিমোহিতাঃ বিবিধং মোহং ভ্রমপরম্পরাং প্রাপিতাঃ ॥২—১৫॥

উক্তপ্রকারৈরনেকৈশ্চিত্তৈস্তত্তদ্দুষ্টসংকল্পৈর্ব্বিবিধং ভ্রান্তাঃ যতো মোহজালসমাবৃতাঃ মোহো হিতাহিতবস্তুবিবেকাসামর্থ্যং তদেব জালমাবরণাত্মকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ, তেন সম্যগাবৃতাঃ সর্ব্বতো বেষ্টিতাঃ মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন পরবশীকৃতা ইত্যর্থঃ।১ অতএব স্বানিষ্টসাধনেষ্বপি কামভোগেষু প্রসক্তাঃ সর্ব্বথা তদেকপরাঃ প্রতিক্ষণমুপচীয়মানকল্মষাঃ পতন্তি নরকে বৈতরণ্যাদৌ বিন্মূত্রশ্লেষ্মাদিপূর্ণে ॥১—১৬॥

নন্বু তেষামপি কেষাঞ্চিদ্বৈদিকে কর্ম্মণি যাগদানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাদযুক্তং নরকে পতনমিতি নেত্যাহ আত্মেতি। সর্ব্বগুণবিশিষ্টা বয়মিত্যাত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং

পরাভূত করিব। **দাস্যামি**=আমি দান করিব,—স্তাবক অর্থাৎ যাহারা আমার গুণগান করে তাহাদিগকে এবং নটাদিকে আমি ধন দান করিব। আর তাহা হইতে **মোদিষ্যে**=মুদিত হইবে অর্থাৎ নর্ত্তকী প্রভৃতির সহিত প্রমোদ উপভোগ করিব। **ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ**=এই প্রকারে তাহারা অজ্ঞানবশতঃ—অবিবেচনার দ্বারা বিমোহিত হয় অর্থাৎ নানা প্রকার মোহ বা ভ্রমপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২—১৫ ॥ //

অনুবাদ—তাহারা **অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ**=উক্ত প্রকার অনেকবিধ চিত্তের দ্বারা অর্থাৎ চিত্তের সেই সেই দুষ্ট সঙ্কল্পের দ্বারা বিভ্রান্ত অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে ভ্রান্ত হইয়া থাকে। কারণ তাহারা **মোহজালসমাবৃতাঃ**=এই বস্তুটী হিতকর এবং ইহা অহিতকর, এই প্রকারে হিতাহিত বস্তু বিবেচনা করিবার যে অসামর্থ্য তাহার নাম মোহ; সেই মোহই হইতেছে জালের স্বরূপ, কারণ তাহা আবরণাত্মক বলিয়া বন্ধের হেতু হইয়া থাকে। সেই মোহরূপ জালের দ্বারা তাহারা সমাবৃত অর্থাৎ সম্যক্ আবৃত বা সর্ব্বতঃ বেষ্টিত; সূত্রময় জালের দ্বারা মৎস্যরা যেমন বেষ্টিত হইয়া পরাধীন হয় তাহারাও সেইরূপ এই মোহের দ্বারা পরবশ হইয়া থাকে।১ আর এই কারণে **কামভোগেষু প্রসক্তাঃ**=কাম ভোগ সকল তাহাদের অনিষ্টের সাধন হইলেও অর্থাৎ কামভোগ হইতে অনিষ্ট হইলেও তাহারা তাহাতেই প্রসক্ত হইয়া থাকে—তাহাতেই কেবল সর্ব্বপ্রকারে আসক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রতিক্ষণে তাহাদের কল্মষ (পাপ) উপচিত (বর্দ্ধিত) হইতে থাকায় তাহারা **অশুচৌ নরকে**=বিষ্ঠা মূত্র শ্লেষ্মা প্রভৃতির দ্বারা সমাকীর্ণ অশুচি বৈতরণী:আদিরূপ নরকে **পতন্তি**=পতিত হয়। ২—১৬ ॥

অনুবাদ—আচ্ছা, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও যখন কাহারও কাহারও যাগ, দানাদি বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহারা সকলেই নরকে পড়ে এরূপ বলা ত অসঙ্গত?

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

অহঙ্কারং বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ অর্থাৎ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া, স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া সাধুগণের গুণে দোষ দিয়া থাকে ॥ ১৮

প্রাপিতা ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। স্তব্ধা অনম্রাঃ। যতো ধনমানমদান্বিতাঃ—ধননিমিত্তো যো মানঃ আত্মনি পূজ্যত্বাতিশয়াধ্যাসঃ তন্নিমিত্তশ্চ যো মদঃ পরস্মিন্ গুর্ব্বাদাবপূজ্যত্বাভিমানস্তাভ্যামন্বিতাস্তে নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈর্ন সাত্ত্বিকৈর্দীক্ষিতাঃ সোমযাজীত্যাদি নামমাত্রসম্পাদকৈর্ব্বা যজ্ঞৈরবিধিপূর্ব্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতৈর্দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া ন তু শ্রদ্ধয়া যজন্তে অতস্তৎফলভাজো ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১৭॥

যক্ষ্যে দাস্যামীত্যাদিসঙ্কল্পেন দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধানেন প্রবৃত্তানামাসুরাণাং বহিরঙ্গসাধনমপি যাগদানাদিকং কর্ম্ম ন সিধ্যতি অন্তরঙ্গসাধনং তু জ্ঞানবৈরাগ্যভগবদ্ভজনাদি তেষাং দূরাপাস্তমেবেত্যাহ—।১ অহমভিমানরূপো যোঽহঙ্কারঃ স সর্ব্বসাধারণঃ

(উত্তর—) না, ইহা অসঙ্গত নহে; তাহাই বলিতেছেন—। **আত্মসম্ভাবিতাঃ**=‘আমরা সকল প্রকার গুণসম্পন্ন হইতেছি’—এইরূপে তাহারা নিজে নিজেই সম্ভাবিত অর্থাৎ আপনা কর্ত্তৃকই পূজ্যতাপ্রাপ্ত বা সম্মানিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সাধুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয় না। আর তাহারা **স্তব্ধাঃ**=স্তব্ধ অর্থাৎ অনম্র অর্থাৎ গর্ব্বিত বা উদ্ধত তাহারা যে অনম্র ইহার কারণ তাহারা **ধনমানমদান্বিতাঃ**=ধনের নিমিত্ত যে মান অর্থাৎ ধনদৌলত থাকার জন্য যে মান অর্থাৎ নিজের উপর পূজ্যত্বাতিশয়াধ্যাস, ভ্রমবশতঃ নিজেকে অতিশয় পূজনীয় বিবেচনা করা; আর সেই ধনমানের জন্য যে মদ অর্থাৎ গুরুজন আদি অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিগণের উপর অপূজ্যত্ব অভিমান—ইহাদের আবার পূজা বা সম্মান করিবে কি, এই প্রকার অভিমান। সেইরূপ ধন, মান ও মদের দ্বারা অন্বিত হইয়া থাকে। যেহেতু তাহারা আত্মসম্ভাবিত, স্তব্ধ অর্থাৎ অনম্র এবং ধনমানমদান্বিত হইয়া থাকে সেই কারণে তাহারা **নামযজ্ঞৈঃ**=নামে মাত্র যজ্ঞের দ্বারা, তাহারা যে যজ্ঞাদি করে তাহা নাম মাত্র, তাহা তাত্ত্বিক (যথার্থ) যজ্ঞ নহে, সে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া; অথবা যে যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার ফলে ‘এই ব্যক্তি সোমযাজী হইয়াছে’ কেবল মাত্র এইপ্রকার একটা নামই হইয়া থাকে, সেই সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা তাহারা **অবিধিপূর্ব্বকং**=অবিধিপূর্ব্বক, কারণ সেই সমস্ত যজ্ঞ বিহিত (বিধিবোধিত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট) অঙ্গাদিরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা (ক্রিয়াপরিপাটী) বিহীন হয় বলিয়া তাহারা কেবল “দম্ভেন=দম্ভবশতঃ ধর্ম্মধ্বজী হইয়াই **যজন্তে**=যাগ করে, কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিছু করে না, এই কারণে তাহার ফলভাগীও হয় না, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। ১৭ ॥

অনুবাদ—দম্ভ ও অহঙ্কারপূর্ণ সঙ্কল্পে আমি যাগ করিব দান করিব ইত্যাদি সঙ্কল্পবশে যাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত অসুরগণের, মুক্তির বহিরঙ্গ সাধন যে যাগদানাদি কর্ম্ম তাহাই সিদ্ধ না, মুক্তির অন্তরঙ্গ সাধন যে জ্ঞান, বৈরাগ্য ভগবদ্ভজন প্রভৃতি সেগুলি ত সুদূরপরাহত। ইহাই “অহঙ্কারম্” ইত্যাদিশ্লোকে বলিতেছেন—।১ **অহঙ্কারং**=‘অহম্’ ইত্যাকার অভিমানরূপ যে

এতৈরারোপিতৈর্গুণৈরাত্মনো মহত্ত্বাভিমানমহঙ্কারং তথা বলং পরপরিভবনিমিত্তং শরীরগতসামর্থ্যবিশেষং, দর্পং পরাবধীরণারূপং গুরুনৃপাদ্যতিক্রমকারণং চিত্তদোষবিশেষং, কামমিষ্টবিষয়াভিলাষং, ক্রোধমনিষ্টবিদ্বেষং চকারাৎ পরগুণাসহিষ্ণুত্বরূপং মাৎসর্য্যং এবমন্যাংশ্চ মহতো দোষান্ সংশ্রিতাঃ।২ এতাদৃশা অপি পতিতাস্তব ভক্ত্যা পূতাঃ সন্তো নরকে ন পতিষ্যন্তীতি চেন্নেত্যাহ—। মামীশ্বরং ভগবন্তং আত্মপরদেহেষু আত্মনাং তেষামাসুরাণাং পরেষাং চ তৎপুত্রভার্য্যাদীনাং দেহেষু প্রেমাস্পদেষু তত্তদ্বুদ্ধি-কর্ম্মসাক্ষিতয়া সন্তমতিপ্রেমাস্পদমপি দুর্দ্দৈবপরিপাকাৎ প্রদ্বিষন্তঃ ঈশ্বরস্য মম শাসনং শ্রুতিরূপং তদুক্তার্থানুষ্ঠানপরাঙ্মুখতয়া তদতিবর্ত্তনং মে প্রদ্বেষস্তং কুর্ব্বন্তঃ—। নৃপাদ্যা-জ্ঞালঙ্ঘনমেব হি তৎপ্রদ্বেষ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।৩ নন্বু গুর্ব্বাদয়ঃ কথং তান্নানুশাসতি তত্রাহ—অভ্যসূয়কাঃ গুর্ব্বাদীনাং বৈদিকমার্গস্থানাং কারুণ্যাদিগুণেষু প্রতারণাদিদোষা-

অহঙ্কার তাহা সর্ব্বসাধারণ। এই সমস্ত আরোপিত গুণের দ্বারা নিজেকে মহৎ বলিয়া জ্ঞান করা রূপ যে অহঙ্কার—। **বলম্**=অপরকে যাহার প্রভাবে পরাভূত করা যায় তাদৃশ শরীরগত সামর্থ্য বিশেষরূপ বল—। **দর্পং**=যাহার জন্য গুরুজনগণকে এবং নৃপ প্রভৃতিকে অতিক্রম বা লঙ্ঘন করা হয় পরাবধীরণরূপ অর্থাৎ অন্যকে অবজ্ঞা করা রূপ যে চিত্তবৃত্তি বিশেষ তাহাই দর্প—। **কামং**=অভিলষিত বিষয়ের অভিলাষরূপ কাম—। **ক্রোধংচ**=অনিষ্ট (অনভিলষিত) বিষয়ের বিদ্বেষরূপ ক্রোধ—। 'চ' শব্দটী থাকায় পরের গুণ সহিতে না পারা রূপ যে মাৎসর্য্য এবং এই প্রকার অন্যান্য সমস্ত দোষ আছে সেগুলিকেও ধরিতে হইবে—। তাহারা (সেই আসুর প্রকৃতি ব্যক্তিরা) এই সমস্তকে **সংশ্রিতাঃ** আশ্রয় করিয়া থাকে।২ তাহারা এই প্রকার হইলেও তোমার উপর ভক্তি স্থাপন করতঃ পবিত্র হইয়া গিয়া আর নরকে পড়িবে না, এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে ; কেন তাহাই বলিতেছেন—। **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বর ভগবান্‌কে **আত্মপরদেহেষু**=যিনি আত্মদেহে অর্থাৎ সেই সমস্ত অসুরগণের দেহে এবং পরদেহে অর্থাৎ তাহাদের প্রেমাস্পদ পুত্র, কলত্রাদির দেহে প্রত্যেকের বুদ্ধি এবং কর্ম্মের সাক্ষী, দ্রষ্টারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন তিনি সকলের পরম প্রেমাস্পদ হইলেও দৈবদুর্বিপাকবশত তাহারা সেই ঈশ্বরকে **প্রদ্বিষন্তঃ**=বিদ্বেষের চক্ষে দেখে অর্থাৎ ঈশ্বর আমার শ্রুতি স্মৃতিরূপ যে শাসন অর্থাৎ আজ্ঞা জগতে প্রচারিত আছে, তাহারা যে সেই শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া সেই শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অতিবর্ত্তন অর্থাৎ অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করে তাহাই তাহাদের আমার (ঈশ্বরের) উপর প্রদ্বেষ ; অর্থাৎ শাস্ত্রবিধান অতিক্রম করাই ঈশ্বর বিদ্বেষ। কারণ রাজাদির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাই যে রাজবিদ্বেষ ইহা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ আছে।৩ আচ্ছা, গুরুজনগণ তাহাদের অনুশাসন করে না কেন অর্থাৎ উপদেশ দেয় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**অভ্যসূয়কাঃ**=বৈদিকমার্গে অবস্থিত গুরুজনগণের যে কারুণ্য প্রভৃতি গুণ আছে অর্থাৎ তাঁহারা যে অযাচিত করুণাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারা তাহার অভ্যসূয়ক হইয়া থাকে—সেই গুণের উপর প্রতারণাদি দোষারোপ করিয়া থাকে অর্থাৎ 'ইহারা এই সমস্ত উপদেশ দিয়া আমাদের প্রতারণা করিতেছে' এইপ্রকারে

রোপকাঃ। অতস্তে সর্ব্বসাধনশূন্যা নরক এব পতন্তীত্যর্থঃ।৪ মামাত্মপরদেহেষ্বিত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা—স্বদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়াঃ অভাবাদ্দীক্ষাদিনাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসয়া চৈতন্যদ্রোহমাত্রমবশিষ্যত ইতি।৫ অপরা ব্যাখ্যা,—আত্মদেহে জীবানাবিষ্টে ভগবল্লীলাবিগ্রহে বাসুদেবাদিসমাখ্যে মনুষ্যত্বাদিভ্রমান্মাং প্রদ্বিষন্তঃ। তথা পরদেহেষু প্রহ্লাদাদিসমাখ্যেষু সর্ব্বদাঽবির্ভূতং মাং প্রদ্বিষন্ত ইতি যোজনা। উক্তং হি নবমে—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ"॥ ইতি। "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়" ইতি চান্যত্র। তথা চ ভজনীয়দ্বেষান্ন ভক্ত্যা পূততা তেষাং সম্ভবতীত্যর্থঃ॥৭—১৮॥

গুণের উপর দোষারোপরূপ অসূয়া প্রকাশ করিতে থাকিয়া। এই হেতু তাহারা সকলপ্রকার সাধনবিহীন হইয়া নরকেই পতিত হয়। ৪ "মামাত্মপরদেহেষু" ইত্যাদি সন্দর্ভের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা যথা,—তাহাদের স্বদেহে এবং অপরের দেহে যে আমি চিদংশে—চৈতন্যের অংশরূপে অবস্থিত রহিয়াছি সেই আমাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে থাকিয়া তাহারা যাগ করিতে থাকে। তাহারা আত্মদেহে অর্থাৎ তাহাদের নিজের দেহে অবস্থিত আমাকে যে বিদ্বেষ তাহার কারণ, তাহাদের দম্ভপূর্ণ যে যজ্ঞ তাহাতে শ্রদ্ধা থাকে না বলিয়া যজ্ঞে (কঠোর উপবাসমূলক) দীক্ষাদি ক্রিয়া কলাপের দ্বারা অনর্থক কেবল আত্মার পীড়াই হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, যজ্ঞ অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেই যজ্ঞে যে সমস্ত পশু বধ করা হয় তাহা অবৈধই হইয়া থাকে বলিয়া তাহাতে কেবল চৈতন্যদ্রোহ অর্থাৎ জীবহিংসাই অবশেষ হয় অর্থাৎ অনর্থক জীবহিংসাই সার হয়—তাহাতে কেবল পাপই হইয়া থাকে।৫ ইহার অন্য আর এক প্রকার ব্যাখ্যা যথা,—আমার আত্মদেহের অর্থাৎ যে দেহ জীবাবিষ্ট নহে বাসুদেবাদি নামে প্রসিদ্ধ ভগবানের সেই লীলা বিগ্রহে মনুষ্যত্বাদি ভ্রম করিয়া তাহারা আমার উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করে। আর আমার পর দেহে অর্থাৎ প্রহ্লাদ আদি নামে প্রসিদ্ধ আমার ভক্তগণের যে দেহ যাহাতে আমি সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকি তাহার উপরেও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া তাহারা আমারই উপর বিদ্বেষ করে। এই পক্ষের ব্যাখ্যায় এই প্রকারে পদগুলির অর্থযোজনা করিতে হইবে। ৬ যেহেতু ভগবান্ নবম অধ্যায়ে ইহা বলিয়াই আসিয়াছেন,—"মূঢ় অবিবেকী ব্যক্তিগণ মনুষ্যশরীরসমাশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কারণ তাহারা আমার যে পরম ভাব (পারমার্থিক তত্ত্ব) ভূতমহেশ্বর (সর্ব্বভূতেশ্বরত্ব) তাহা তাহারা জানে না। আর সেই সমস্ত বিচেতা (অবিবেকীরা) ব্যর্থাভিলাষ, বিফলকর্ম্মা, মোঘজ্ঞান হইয়া মোহিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া থাকে" ইত্যাদি। অন্য স্থলেও এইরূপ বলিয়াছেন যথা,—"অবুদ্ধি (অজ্ঞ) ব্যক্তিরা অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তিযুক্ত অর্থাৎ ভৌতিকদেহযুক্ত বলিয়া মনে করে" ইত্যাদি। অতএব ভজনীয় বস্তুর উপর বিদ্বেষ থাকায় ভক্তির দ্বারা তাহাদের যে পবিত্রতা হইবে তাহাও সম্ভব নহে। ৭-১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্র মশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

অহং দ্বিষতঃ, ক্রূরান্ নরাধমান্, অশুভান্ তান্ সংসারেষু, আসুরীষু যোনিষু এব অজস্রং ক্ষিপামি অর্থাৎ আমার বিদ্বেষী সেই ক্রূরস্বভাব নরাধম দিগকে সংসারে আসুরী যোনিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯

তেষাং ত্বৎকৃপয়া কদাচিন্নিস্তারঃ স্যাদিতি নেত্যাহ—। তান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ দ্বিষতঃ সাধূন্ মাং চ ক্রূরান্ হিংসাপরান্ অতো নরাধমান্ অতিনিন্দিতান্ অজস্রং সন্ততমশুভান্ অশুভকর্ম্মকারিণঃ অহং সর্ব্বকর্ম্মফলদাতেশ্বরঃ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু ক্ষিপামি পাতয়ামি। নরকগতাশ্চ আসুরীষ্বেব অতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু

ভাবপ্রকাশ—পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠতত্ত্বের আলোচনা করিয়া ষোড়শ অধ্যায়ে তত্ত্বপ্রাপ্তির উপায় বা সাধনের কথা বলিতেছেন। দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন না হইলে কিছুতেই শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। ভগবদ্ভজনের অধিকারী হইতে হইলে দৈবীসম্পদের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এই দৈবীসম্পদ্ কিরূপ—এবং ইহার বিপরীত আসুরী সম্পদের স্বরূপই বা কি প্রকার—ইহাই বিস্তৃতভাবে দেখাইবার জন্যই ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ দৈবাসুরসম্পদ্ বিভাগযোগ বলিয়াছেন। সমস্ত গীতাশাস্ত্রেই দৈবীসম্পদের কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে ;—কারণ গীতাশাস্ত্র মোক্ষশাস্ত্র এবং মোক্ষের সাধনই হইতেছে দৈবীসম্পদ্। তাই মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ শাস্ত্রের সকল স্থানেই দৈবীসম্পদের কথা বলা হইয়াছে। সেইজন্য এই অধ্যায়ে সঙ্ক্ষেপে দৈবীসম্পদ্‌গুলির উল্লেখ মাত্র করিয়া বিস্তৃতভাবে শ্রীভগবান্ আসুর সম্পদের বর্ণনা করিয়াছেন। আসুরসম্পদের হান বা পরিত্যাগ না হইলে এবং দৈবীসম্পদের উপাদান বা গ্রহণ না হইলে ভগবদ্ভজন হইতে পারে না এবং কোনও মতেই মোক্ষলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই আসুরসম্পদ্‌কে ভাল করিয়া চিনাইয়া দিবার জন্য অর্থাৎ যাহাতে কোনও ছলে কোনও ছদ্মবেশে আসুরসম্পদ্ আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে বশীভূত না করিতে পারে তাহার জন্যই আসুরসম্পদের বিস্তৃত আলোচনা পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে করিয়াছেন। দৈবী প্রকৃতি ও অসুরাপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ,—প্রথমটী মুক্তির উপায়, দ্বিতীয়টী বন্ধনের কারণ। একটী দুইটী সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিলেই মুক্তির অধিকারী হওয়া যায় না। প্রকৃতিটী সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক হওয়া দরকার। যতদিন রাজস তামসগুণের প্রাবল্য থাকে ততদিন আসুরী প্রকৃতি থাকে। সৃষ্টির মধ্যে এই দৈবাসুরপ্রকৃতিভেদ একটী বিশিষ্ট ভেদ—প্রত্যেক লোকই হয় দৈবীপ্রকৃতি না হয় আসুরীপ্রকৃতি লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। আসুরীপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকের আচার কেমন, ব্যবহার কেমন, চিন্তা কেমন সবই বিস্তৃতভাবে এই কয়টী শ্লোকে বলা হইয়াছে।১-১৮।

অনুবাদ—তাহারা এইরূপ হইলেও তোমার কৃপায় কখন কখনও ত তাহাদের মুক্তি হইতে পারে ? না, তাহা হইবে না। তাহাই শ্লোকে বলিতেছেন—। **দ্বিষতঃ**=সন্মার্গের প্রতিপক্ষভূত (পরিপন্থী) সাধুগণের এবং আমার (ভগবানের) বিদ্বেষকারী **ক্রূরান্**=ক্রূর হিংসাপরায়ণ **নরাধমান্**=অতিনিন্দিত **অজস্রম্**=সন্তত (অনবরত) **অশুভান্**=অশুভকর্ম্মকারী **তান্**=সেই

তত্তৎকর্ম্মবাসনানুসারেণ ক্ষিপামীত্যনুষজ্যতে।১ এতাদৃশেষু নাস্তি মমেশ্বরস্থ কৃপেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ,—“অথ (য ইহ) কপূয়চরণাঃ অভ্যাশোহ কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি”। কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকর্ম্মাণঃ (ছাঃ উঃ ৫।১০।৭) অভ্যাশোহ শীঘ্রমেব কপূয়াং কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যতে ইতি শ্রুতেরর্থঃ।২ অতএব পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুসারিত্বান্নেশ্বরস্থ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং বা। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তী”তি (বেঃ দঃ ২।১।৩৪)।৩ এবং চ পাপকর্ম্মাণ্যেব তেষাং কারয়তি ভগবান্ তেষু তদ্বীজসত্ত্বাৎ। কারুণিকত্বেঽপি তানি ন নাশয়তি তন্নাশকপুণ্যোপচয়াভাবাৎ, পুণ্যোপচয়ং ন কারয়তি, তেষামযোগ্যত্বাৎ। ন হীশ্বরঃ পাষাণেষু যবাঙ্কুরান্ করোতি। ঈশ্বরত্বাদ-

সমস্ত ব্যক্তিগণকে **অহং** আমি—সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর কেবল **সংসারেষু** সংসারেই অর্থাৎ নরকগমনের পথেই **ক্ষিপামি**=ফেলিয়া দিই। আর যাহারা নরকগত হইয়াছে তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মবাসনা অনুসারে তাহাদিগকে আমি কেবল **আসুরীষু**=**যোনিষু**=অতিক্রুর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে ফেলিয়া দিই। এস্থলে “ক্ষিপামি”=‘ফেলিয়া দিই’ এই ক্রিয়াটীর অনুষঙ্গ অর্থাৎ পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে। ফলিতার্থ এই যে এতাদৃশ দ্রোহপরায়ণ ব্যক্তিগণের উপর আমার কৃপা হয় না।১ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, “আর যাহারা কপূয়চরণ (কদাচারী) তাহারা শীঘ্রই শ্বযোনিই হউক অর্থাৎ কুক্কুরজাতিই হউক, ব্যাঘ্রজন্মই হউক, শূকরযোনিই হউক অথবা চণ্ডালজাতিই যে কোন কপূয়যোনি (কুৎসিত জন্ম) লাভ করে।” উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের “কপূয়চরণাঃ” এই অংশটীর অর্থ কুৎসিত কর্ম্ম; “অভ্যাশোহ” ইহার অর্থ শীঘ্রই; কপূয়যোনি অর্থ কুৎসিত জাতি বা জন্ম; তাহা প্রাপ্ত হয়।২ এই কারণে তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই জন্ম প্রাপ্তি হয় বলিয়া ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ (বিষমতা বা পক্ষপাতিতা) কিংবা (নৈর্ঘৃণ্য (নির্ঘৃণতা বা নিষ্করুণতা) এই দুই প্রকার দোষেরই প্রসঙ্গ হইতে পারে না। এসম্বন্ধে এইরূপ পারমর্ষ সূত্র (পরমর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত দর্শনের সূত্র) আছে যথা—“ঈশ্বর ফলদাতা হওয়ায় তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব কিংবা নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ করুণাহীনতার প্রসক্তি হইতে পারে না, যেহেতু শ্রুতি এইরূপ দেখাইতেছেন যে তিনি স্বতন্ত্রভাবে কিছু করেন না, কিন্তু জীবের কর্ম্ম অনুসারেই ফলদান করিয়া থাকেন।”৩ এইরূপ হইলে পর ভগবান্ তাহাদের পাপ কর্ম্মই করাইয়া থাকেন, কারণ তাহাদের মধ্যে সেই পাপ কর্ম্মেরই বীজ রহিয়াছে। আর তাঁহার কারুণিকতা থাকিলেও অর্থাৎ তিনি করুণাময় হইলেও তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন না; কারণ তাহাদের তন্নাশক পুণ্যসঞ্চয় নাই; আর তিনি তাহাদের সেই পুণ্যেরও সঞ্চয় করান না যেহেতু তাহারা তাহার অযোগ্য। অর্থাৎ ভগবান্ যে তাহাদের সংহার করিবেন তাহার জন্যও পুণ্য থাকা আবশ্যক। তাহাদের তাদৃশ পুণ্য নাই বলিয়া ভগবান্ তাহাদের অসৎকর্ম্মের নাশ করেন না। আর একথা বলা চলে না যে তিনি ইচ্ছা করিলেই যখন তাহাদেরও মধ্যে পুণ্য

যোগ্যস্থাপি যোগ্যতাং সম্পাদয়িতুং শক্নোতীতি চেৎ শক্নোত্যেব সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ, যদি সঙ্কল্পয়েৎ। ন তু সঙ্কল্পয়তি আজ্ঞালঙ্ঘিষু স্বভক্তদ্রোহিষু দুরাত্মস্বপ্রসন্নত্বাৎ।৪ অতএব শ্রূয়তে "এষ উহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমুন্নিনীষতে এষ উহ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষত" ইতি (কৌষিতকী উঃ ৩।২।৮)। যেষু প্রসাদকারণমস্ত্যাজ্ঞাপালনাদি তেষু প্রসীদতি। যেষু তু তদ্বৈপরীত্যং তেষু ন প্রসীদতি, সতি কারণে কার্য্যং কারণাভাবে কার্য্যাভাব ইতি কিমত্র বৈষম্যং। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেরিতি" ন্যায়াচ্চ (বেঃ দঃ ২।৩।৪)। অন্ততো গত্বা কিঞ্চিদ্বৈষম্যাপাদনে মহামায়ত্বাদদোষঃ ॥৫—১৯॥

সঞ্চয় করাইতে পারেন তখন তাহা করেন না কেন? কারণ তাহারা যদি তাহার যোগ্য হইত তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহা করাইতেন। কিন্তু তাহারা পুণ্যসঞ্চয়ের যোগ্যই নহে। আর তাহারা পুণ্য সঞ্চয়ের অযোগ্য হইলেও যে ভগবান তাহাদের মধ্যে পুণ্যোপচয় করিয়া দিবেন তাহা হয় না, যেহেতু, তিনি ঈশ্বর হইলেও নিজ ঈশ্বরত্ব হেতু পাষাণের উপর যবগাছ উৎপাদন করেন না, কারণ ইহা অযোগ্য। আর যদি বল যে অযোগ্যের মধ্যেও তিনি যোগ্যতা সম্পাদন করিতে ত অবশ্যই সমর্থ, যেহেতু তিনি ঈশ্বর হইতেছেন, তাহা হইলে বলিব তিনি যখন সত্যসঙ্কল্প তখন অবশ্যই ইহা করিতে সমর্থ, যদি তিনি এই প্রকার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি যে ঐ প্রকার সঙ্কল্পই করেন না, কারণ শাস্ত্ররূপ তাঁহার যে আজ্ঞা আছে যাহারা তাহা লঙ্ঘন করে সেই সমস্ত স্বভক্তদ্রোহী দুরাত্মাদের উপর তিনি অপ্রসন্নই হইয়া থাকেন।৪ এই কারণেই দেখা যায় যে শ্রুতি বলিতেছেন—"ইনিই তাহার দ্বারা সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে ইনি উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইনিই তাহাকে দিয়া অসৎকর্ম্ম করান যাহাকে ইনি অধঃপাতিত করিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি। ভগবানের প্রসন্ন হইবার কারণ হইতেছে শাস্ত্রানুবর্ত্তিতারূপে তাঁহার আজ্ঞা পালন; তাহা যাহাদের মধ্যে আছে অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া ভগবদাজ্ঞা পালন করে তাহাদের উপরেই তিনি প্রসন্ন হন, কেন না তথায় প্রসন্ন হইবার কারণ রহিয়াছে; আর কারণানুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহাদের মধ্যে তাহার বৈপরীত্য আছে অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন করে তাহাদের উপর তিনি প্রসন্ন হন না, প্রসন্ন হইবার কোন কারণ নাই; যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্য হইয়া থাকে আর কারণের অভাব হইলে কার্য্যেরও অভাব হয় অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্যও হয়না। সুতরাং ইহার মধ্যে আর ভগবানের বৈষম্য (পক্ষপাতিতা) কি আছে? "পরমেশ্বর হইতেই কর্ম্মফলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, যেহেতু শ্রুতিমধ্যে ঐরূপই উল্লেখ আছে" এই ন্যায় হইতেও অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের উক্ত সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারেও ইহা নির্ণীত হয়। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যদি ইহার উপরেও বৈষম্য আনয়ন কর অর্থাৎ কুতর্ক করিয়া যদি ভগবানের উপর পক্ষপাতিতা আরোপ কর তাহা হইলে বলিব তিনি যখন মহামায়—পরমমায়িক তখন তাঁহার পক্ষে ইহা দোষের নহে।৫—১৯॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

হে কৌন্তেয়! জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ মূঢ়াঃ জনাঃ মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাং গতিং যান্তি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! এইরূপে জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইলে, সেই মূঢ়গণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া, তদপেক্ষা আরও অধিকতর অধোগতি হইয়া থাকে ॥ ২০

নন্নু তেষামপি ক্রমেণ বহূনাং জন্মনামন্তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি নেত্যাহ আসুরীমিতি। যে কদাচিদাসুরীং যোনিমাপন্নাস্তে জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্মনি মূঢ়াস্তমোবহুলত্বেনাবিবেকিন স্ততস্তস্মাদপি যান্ত্যধমাং গতিম্ নিকৃষ্টতমাং গতিং মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদাশঙ্কাপ্যস্তি, অতো মদুপদিষ্টং বেদমার্গমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ। এবকারস্তির্য্যক্স্থাবরাদিষু বেদমার্গপ্রাপ্তিস্বরূপাযোগ্যতাং দর্শয়তি।১ তেনাত্যন্ততমোবহুলত্বেন বেদমার্গপ্রাপ্তিস্বরূপাযোগ্যাঃ ভূত্বা পূর্ব্বপূর্ব্বনিকৃষ্টযোনিতো নিকৃষ্টতমামধমাং যোনিমুত্তরোত্তরং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। হে কৌন্তেয়েতি নিজসংবন্ধকথনেন ত্বমিতো নিস্তীর্ণ ইতি সূচয়তি।২

অনুবাদ—আচ্ছা ঐ প্রকারের যে সমস্ত ব্যক্তি আছে তাহাদেরও না হয় বহু জন্মের পর শ্রেয়োলাভ হইবে? (উত্তর) না, তাহা হইবে না; তাহাই "আসুরীম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ**=যে সমস্ত ব্যক্তি আসুরী যোনি লাভ করিয়াছে তাহারা—**জন্মনি জন্মনি**=জন্মে জন্মে প্রতি জন্মেই **মূঢ়াঃ**=মূঢ় হইয়া থাকে; অর্থাৎ তমোবহুল হওয়ায়—তাহাদের মধ্যে তমোগুণের বাহুল্য বা অতি আধিক্য থাকে বলিয়া তাহারা অবিবেকী হইয়া থাকে। এইরূপে **ততঃ**=তাহা হইতেও অর্থাৎ তাহারা আমাকে না পাইয়া যে অধমযোনিতে রহিয়াছে তদপেক্ষাও **অধমাং**=নিকৃষ্টতমা **গতিং**=গতি **যান্তি**=প্রাপ্ত হয়। **মাম্ অপ্রাপ্য এব**=আমাকে না পাইয়াই অর্থাৎ তাহারা যে আমাকে পাইবে এরূপ সম্ভাবনাই নাই। কাজেই ইহার ফলিতার্থ এই যে তাহারা মদুপদিষ্ট বেদমার্গ প্রাপ্ত হয় না। অভিপ্রায় এই যে বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত। তাহারা ঐ প্রকারে তমোবহুল জন্মলাভ করে বলিয়া তাহাদের বেদমার্গপ্রাপ্তিই দুর্লভ, ঈশ্বরপ্রাপ্তির ত কথাই নাই। "মাম্ অপ্রাপ্য এব" এস্থলে 'এব'কারটী প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই বুঝাইতেছে যে তির্য্যক্ জন্ম এবং স্থাবর আদি জন্মে বেদমার্গ প্রাপ্তির স্বরূপ যোগ্যতাই নাই অর্থাৎ তাদৃশ জন্ম স্বরূপতই বেদমার্গ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক।১ সুতরাং ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাহারা সেই সেই জাতিতে জন্মিয়া অত্যন্ত তমোবহুল হয় বলিয়া বেদমার্গপ্রাপ্তি বিষয়ে স্বরূপতঃ অযোগ্য হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিকৃষ্ট যোনি হইতে উত্তরোত্তর তদপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মলাভ করে। 'হে কৌন্তেয়' এইরূপে নিজ সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ 'তুমি কুন্তীর—আমার পিতৃষ্বসার পুত্র' এই প্রকার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া সম্বোধন করায় ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, তুমি যখন আমার পিতৃষ্বসার পুত্র তখন তুমি এই অধমা গতি হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছ, অব্যাহতিলাভ করিয়াছ।২ সমুদয় শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে হেতু তাহারা একবার

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ, ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্ ; আত্মনঃ নাশনং ; তস্মাৎ এতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ—নরকের এই তিনটি দ্বার স্বরূপ, অতএব আত্মনাশের মূল (নীচযোনিপ্রাপক); এজন্য এই তিনটি অবশ্য পরিহার্য্য ॥ ২১

যস্মাদেকদা আসুরীং যোনিমাপন্নানামুত্তরোত্তরং নিকৃষ্টতরনিকৃষ্টতমযোনিলাভো ন তু তৎপ্রতীকারসামর্থ্যমত্যন্ততমোবহুলত্বাৎ, তস্মাদ্যাবন্মনুষ্যদেহলাভোঽস্তি তাবন্মহতাঽপি প্রযত্নেনাসুর্য্যাঃ সম্পদঃ পরমকষ্টতমায়াঃ পরিহারায় ত্বরয়ৈব যথাশক্তি দৈবী সংপদনুষ্ঠেয়া শ্রেয়োঽর্থিভিরন্যথা তির্য্যগাদিদেহপ্রাপ্তৌ সাধনানুষ্ঠানাযোগ্যত্বান্ন কদাপি নিস্তারোঽস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপদ্যেতেতি সমুদায়ার্থঃ। তদুক্তং, "ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ কিং করিষ্যতি" ইতি ॥৩—২০॥

আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই কারণে তাহারা উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতর এবং নিকৃষ্টতম যোনি লাভ করে, কিন্তু তাহাদের আর তাহার প্রতিকার করিবার সামর্থ্যলাভ ঘটে না কারণ তাহারা অত্যন্ত তমোবহুল। (অর্থাৎ তাদৃশ সামর্থ্যলাভ করিতে হইলে পুণ্য কর্ম্ম করিতে হইবে, আবার পুণ্যকর্ম্ম করিতে হইলে তদুপযোগী শরীরও আবশ্যক, অর্থাৎ যে শরীর বৈদিক মার্গের স্বরূপযোগ্য তাহাদের তাহা নাই, এই কারণে তাহার প্রতিকার করিবার সামর্থ্যও পাওয়া হয় না), সেই হেতু যতক্ষণ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ততক্ষণ মহান্ প্রযত্ন সহকারে পরম কষ্টকারী আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অতি ত্বরা সহকারেই যথাশক্তি দৈবী সম্পদের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা—(তাহা না হইলে) তির্য্যগাদিদেহলাভ করিলে সেই তির্য্যক্‌শরীর সাধনানুষ্ঠানের অযোগ্য অর্থাৎ সেই শরীরে, পুণ্যের সাধন যে বৈদিক কর্ম্ম আছে, তাহার অনুষ্ঠান করা যায় না; আর তাহা না হইলে কখনও নিস্তার হইবে না অর্থাৎ তাদৃশ অধমা গতি হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারা যাইবে না। আর এরূপ হইলে মহা সঙ্কট প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইহা কথিতও আছে, যথা—"যে ব্যক্তি এইখানেই—এই মনুষ্য জন্মেই নরকরূপ ব্যাধির চিকিৎসা না করে সে সরুজ (রোগযুক্ত) অবস্থায় নিরৌষধ স্থানে গিয়া অর্থাৎ যে অবস্থা বা জন্ম প্রাপ্ত হইলে সেই নরকভোগরোগের ঔষধ পাওয়া যায় না সেই স্থানে সে কি করিবে? অর্থাৎ তখন তাহার সেই অধোগতির প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব।" ইত্যাদি। ৩—২০॥

ভাবপ্রকাশ—অসুরপ্রকৃতি লোকের সর্ব্বপ্রধান অপরাধ হইতেছে ভগবদ্‌বিদ্বেষ। তাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া সন্মার্গের প্রতিপক্ষ হয় এবং সাধুদের বিদ্বেষ করে। তাহারা অতি ক্রূর, তাহারা নরাধম, তাহারা কখনও ভগবদ্‌কৃপার অধিকারী হয় না। তাহারা বারম্বার আসুরী যোনিই প্রাপ্ত হয় এবং জন্মের পর জন্ম অধমগতি লাভ করে। তাহারা কখনও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না।১৯-২০।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

কে কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈ এতৈঃ ত্রিভিঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি; ততঃ পরাং গতিং যাতি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! যিনি নরকের দ্বার-স্বরূপ এই কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত, তিনি আপনার শ্রেয়ঃসাধন তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া পরমা গতি লাভ করেন ॥ ২২

নন্বাসুরী সম্পদনন্তভেদবতী কথং পুরুষায়ুষেণাপি পরিহর্ত্তুং শক্যেতেত্যাশঙ্ক্য তাং সঙ্ক্ষিপ্যাহ ত্রিবিধমিতি।১ ইদং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তৌ দ্বারং সাধনং সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ সম্পদো মূলভূতং আত্মনো নাশনং সর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যতাসম্পাদনেনাত্যন্তাধমযোনিপ্রাপকম্।২ কিং তদিত্যত আহ—কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ ইতি। প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। যস্মাদেতত্ত্রয়মেব সর্ব্বানর্থমূলং তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ। এতত্ত্রয়ত্যাগেনৈব সর্ব্বাপ্যাসুরীসম্পত্ত্যক্তা ভবতি। এতত্ত্রয়ত্যাগশ্চ উৎপন্নস্য বিবেকেন কার্য্যপ্রতিবন্ধঃ ততঃ পরং চানুৎপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যং ॥৩—২১॥

অনুবাদ—আচ্ছা, আসুরী সম্পৎ ত অনন্ত প্রকার ভেদবিশিষ্ট; সুতরাং পুরুষের পূর্ণ আয়ুষ্কালেও অর্থাৎ কোন লোক পূর্ণ পরমায়ু লাভ করিয়া যদি সারা জীবন ধরিয়া আসুরী সম্পদের প্রতিষেধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে তথাপি সে সফলকাম হইতে পারিবে না, যে হেতু উহার ভেদ অনন্ত। এই প্রকার শঙ্কার সমাধান কল্পে আসুরী সম্পৎকে সংক্ষেপে করিয়া তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন "ত্রিবিধম্" ইত্যাদি।—১ **ইদং ত্রিবিধং**=এই ত্রিবিধ—ত্রিপ্রকার বস্তু হইতেছে **নরকস্য**=নরক প্রাপ্তির **দ্বারং**=দ্বার অর্থাৎ সাধন বা উপায়; ইহা সকল আসুরী সম্পদের মূল এবং ইহা **আত্মনঃ নাশনং**=আত্মার নাশন অর্থাৎ আত্মার সকল প্রকার পুরুষার্থ সাধনের অযোগ্যতা সম্পাদক ও অত্যন্ত অধোগতির প্রাপক। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ তিনটী বস্তুর জন্য জীব, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ লাভের অযোগ্য হয় এবং তাহা অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত করায়। তাহাই সমস্ত আসুরী সম্পদের মূল এবং নরক প্রাপ্তির সাধন—তাহারই ফলে নিরয় লাভ হয়। তাহা কি তাহাই বলিতেছেন—'**কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ**=কাম, ক্রোধ ও লোভ; ইহাদের অর্থ কি তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যে হেতু এই তিনটীই সমস্ত অনর্থের মূল **তস্মাৎ**=সেই কারণে **এতৎ ত্রয়ং**=এই তিনটীকে **ত্যজেৎ**=পরিত্যাগ করা উচিত। এই তিনটীকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকার আসুরী সম্পৎ পরিত্যক্ত হইবে। বিবেকের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাবে উৎপন্ন আসুরী সম্পদের কার্য্যের প্রতিরোধ করা এবং তাহার পর ইহার অনুৎপত্তি, ইহাই হইতেছে ইহাদের ত্যাগ। অর্থাৎ যে আসুরী সম্পৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা যাহাতে কার্য্যপ্রবৃত্ত না হয় তাহা করিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক; জ্ঞানের দ্বারা তাহা করিতে পারিলে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার শক্তি :কুণ্ঠিত হইবে; তাহা হইলে আর নূতন প্রকার জন্মিতে পারিবে না। ইহাই হইল আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করা।৩—২১॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে, সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি ন সুখং ন চ পরাং গতিম্ অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে, সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি, সুখ ও পরম গতি লাভ করিতে পারে না ॥ ২৩

এতত্ত্রয়ং ত্যজতঃ কিং স্যাদিতি তত্রাহ এতৈরিতি। এতৈঃ কামক্রোধলোভৈস্তমোদ্বারৈর্নরকসাধনৈর্ব্বিমুক্তো বিরহিতঃ পুরুষ আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ো যদ্ধিতং হে কৌন্তেয়! পূর্ব্বং হি কামাদিপ্রতিবদ্ধঃ শ্রেয়ো নাচরতি যেন পুরুষার্থঃ সিধ্যেৎ অশ্রেয়শ্চাচরতি যেন নিরয়পাতঃ স্যাৎ। অধুনা তৎপ্রতিবন্ধরহিতঃ সন্নশ্রেয়ো নাচরতি শ্রেয়শ্চাচরতি, ততশ্চ ঐহিকং সুখমনুভূয় সম্যগ্ধীদ্বারা যাতি পরাং গতিং মোক্ষং ॥২২॥

যস্মাদশ্রেয়োঽনাচরণস্য শ্রেয় আচরণস্য চ শাস্ত্রমেব নিমিত্তং তয়োঃ শাস্ত্রৈকগম্যত্বাৎ তস্মাৎ—।১ শিষ্যতেঽপূর্ব্বোঽর্থো বোধ্যতেঽনেনেতি শাস্ত্রং বেদঃ তদুপজীবিস্মৃতিপুরাণাদি চ, তৎসম্বন্ধী বিধির্লিঙাদিশব্দঃ কুর্য্যাদিত্যেবং প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনাত্মকঃ

অনুবাদ—যে ব্যক্তি (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত কাম, ক্রোধ ও লোভ) এই তিনটীকে ত্যাগ করে তাহার কি হয় তাহাই বলিতেছেন "এতৈঃ" ইত্যাদি। **তমোদ্বারৈঃ**=নরকের সাধন **এতৈঃ**=এই তিনটীর দ্বারা অর্থাৎ যাহার ফলে নিরয়গতি হয় সেই কাম, ক্রোধ ও লোভের দ্বারা যিনি **বিমুক্তঃ**=বিরহিত হে কৌন্তেয়! সেই ব্যক্তি **আত্মনঃ শ্রেয়ঃ**=আপনার শ্রেয়ঃ অর্থাৎ হিতকর, যাহা বেদ বোধিত তাদৃশ কর্ম্ম **আচরতি**=আচরণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি কামাদির দ্বারা প্রতিবদ্ধ (বাধা প্রাপ্ত) হওয়ায় শ্রেয়ঃ আচরণ করে না, যাহাতে তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, প্রত্যুত অশ্রেয়েরই অনুষ্ঠান করে যাহাতে নরকে পতন হয়। এক্ষণে সেই কামাদিরূপ প্রতিবন্ধক রহিত হওয়ায় সে অশ্রেয়ঃ আচরণ করে না কিন্তু শ্রেয়েরই অনুষ্ঠান করে। আর তাহার ফলে সেই ব্যক্তি ঐহিক সুখ অনুভব করিয়া- ইহকালে সুখ ভোগ করিয়া সম্যক্ জ্ঞানকে দ্বার করিয়া পরমাগতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহার ফলে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইতে সম্যক্ ধীরূপ তত্ত্বজ্ঞান এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মোক্ষ হইয়া থাকে।২২॥

ভাবপ্রকাশ—বিস্তৃতভাবে আসুরীসম্পদ্ বলিয়া সঙ্খেপে উহার সার বলিতেছেন। সমস্ত আসুরভাবের মূলে রহিয়াছে কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এই তিনটীই নরকের দ্বারস্বরূপ। এই তিনটীকেই বিশেষ করিয়া ত্যাগ করিবার দরকার। এই তিনটীকে ত্যাগ করিতে পারিলেই মানুষ শ্রেয়োপথে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় এবং শ্রেয়োপথ ধরিয়া অন্তিমে পরাগতি লাভ করিতে পারে।২১-২২।

অনুবাদ—যে হেতু—অশ্রেয়ঃ অনাচরণ অর্থাৎ অশ্রেয়ঃ আচরণ না করা এবং শ্রেয়ের যে অনুষ্ঠান করা, শাস্ত্রই হইতেছে ইহা জ্ঞাত হইবার একমাত্র নিমিত্ত কেন না একমাত্র শাস্ত্র হইতেই শ্রেয়ঃ ও অশ্রেয়ঃ অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ কোনটী শ্রেয়ঃ এবং কোনটী অশ্রেয়ঃ, শ্রেয়ের আচরণ না করিলে এবং অশ্রেয়ের আচরণ করিলে কি ফল হয়, আর শ্রেয়ের আচরণ করিলে এবং অশ্রেয়ের আচরণ না করিলেই

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ ; ইহ শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা, কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি অর্থাৎ অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ ; অতএব শাস্ত্র-বিধান অবগত হইয়া স্বীয় অধিকারানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহেতুর্বিধিনিষেধাখ্যস্তং শাস্ত্রবিধিং, বিধিনিষেধাতিরিক্তমপি ব্রহ্ম-প্রতিপাদকং শাস্ত্রমস্তীতি সূচয়িতুং বিধিশব্দঃ।২ উৎসৃজ্য অশ্রদ্ধয়া পরিত্যজ্য কামকারতঃ স্বেচ্ছামাত্রেণ বর্ত্ততে বিহিতমপি নাচরতি নিষিদ্ধমপ্যাচরতি যঃ স সিদ্ধিং পুরুষার্থপ্রাপ্তিযোগ্যতামন্তঃকরণশুদ্ধিং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি নাপ্নোতি, ন সুখমৈহিকং, নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা ॥২—২৩॥

বা কি ফল হয় এবং ধর্ম্ম কি আর অধর্ম্মই বা কি এ সমস্ত তথ্য কেবল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানলাভ বিষয়ে শাস্ত্রই নিমিত্ত বা কারণ হইতেছে। সেই কারণে—শাস্ত্রবিধিম্=যাহার দ্বারা শিষ্ট হয়—অনুশিষ্ট হয় অর্থাৎ অপূর্ব্ব অর্থ (যাহা অন্য প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না তাদৃশ অর্থ) বোধিত হয় তাহা শাস্ত্র ; সুতরাং শাস্ত্র বলিতে বেদ এবং তদুপজীবী (সেই বেদমূলক) স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিকে বুঝায়। এবং সেই শাস্ত্রসম্বন্ধীয় যে বিধি অর্থাৎ "কুর্য্যাৎ"=‘করা উচিত’ ও "ন কুর্য্যাৎ"= ‘করা উচিত নহে’ ইত্যাকার প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনাবোধক যে লিঙাদি শব্দ আছে, যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য জ্ঞানের হেতু এবং যাহা বিধি ও নিষেধ এই নামে প্রসিদ্ধ সেই শাস্ত্রবিধি—। বিধি ও নিষেধ ছাড়াও যে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র আছে তাহা সূচিত করিবার জন্য ‘শাস্ত্রবিধি’ এই পদে ‘বিধি’ এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

[তাৎপর্য্য—কেবলমাত্র বিধি বাক্যই শাস্ত্র নহে, কেননা বিধিবাক্য হইতেছে সাধ্যবস্তুস্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহার প্রতিপাদক। ধর্ম্ম যেমন পুরুষার্থ ব্রহ্মও অর্থাৎ ব্রহ্মভূয়তাও সেইরূপ পুরুষার্থ, শুধু পুরুষার্থ কেন ইহাই পরম পুরুষার্থ। যে সকল শাস্ত্র বাক্যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সেগুলি বিধি বাক্য নহে, কারণ ব্রহ্ম সিদ্ধস্বরূপ হইতেছেন, আর যাহা সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদক তাহা বিধি বাক্য হইতে পারে না ; যেহেতু বিধি ক্রিয়াদ্যোতক। কোথাও কোথাও যে বেদান্ত মধ্যে কতক কতক বিধিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি বিধিবাক্য নহে, বিধির ন্যায় প্রতীয়মান বলিয়া সেগুলিকে ‘বিধিবন্নিগদ’ বলা হয়। এই সমস্ত তথ্য বুঝাইবার জন্য এখানে ‘বিধি’ এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং সাধ্যস্বরূপ ধর্ম্মরূপ যে পুরুষার্থ, শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যই তাহার সম্বন্ধে প্রমাণ আর সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ যে পুরুষার্থ, বিভিন্ন সিদ্ধ বস্তুপর ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যই তাহার প্রমাণ।] ১ যে ব্যক্তি সেই শাস্ত্রের বিধিকে উৎসৃজ্য=অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কামকারতঃ=স্বেচ্ছামাত্রে বর্ত্ততে=প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ কোন কর্ম্মবিহিত হইলেও তাহার আচরণ করেনা এবং কোন কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইলেও তাদৃশ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় না কিন্তু তাহার অনুষ্ঠানই করিয়া থাকে সঃ=সেই ব্যক্তি সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি=সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সে কর্ম্মকলাপ করিলেও পুরুষার্থ প্রাপ্তির

যস্মাদেবং—। যস্মাচ্ছাস্ত্রবিমুখতয়া কামাধীনপ্রবৃত্তিরৈহিকপারত্রিকসর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্য স্তস্মাত্তে তব শ্রেয়োঽর্থিনঃ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কিং কার্য্যং কিমকার্য্যমিতি বিষয়ে শাস্ত্রং বেদতদুপজীবিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণং বোধকং নান্যৎ স্বোৎপ্রেক্ষাবুদ্ধ-বাক্যাদীত্যভিপ্রায়ঃ।১ এবং চ ইহ কর্ম্মাধিকারভূমৌ শাস্ত্রবিধানেন কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিত্যেবং প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনারূপেণ বৈদিকলিঙাদিপদেনোক্তং কর্ম্ম বিহিতং প্রতিষিদ্ধং চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং বর্জ্জয়ন্ বিহিতং ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধাদিকর্ম্ম ত্বং কর্ত্তুমর্হসি সত্ত্বশুদ্ধিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।২ তদেবমস্মিন্নধ্যায়ে সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ সংপদো মূলভূতান্ সর্ব্বাশ্রেয়ঃপ্রাপকাৎ সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকান্মহাদোষান্ কামক্রোধলোভানপহায় শ্রেয়োঽর্থিনা শ্রদ্দধানতয়া শাস্ত্রপ্রবণেন তদুপদিষ্টার্থানুষ্ঠানপরেণ ভবিতব্যমিতি সংপদ্দ্বয়বিভাগ-প্রদর্শনমুখেন নির্দ্ধারিতম্ ॥৩—২৪॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদন
সরস্বতীবিরচিতায়াং গীতার্থগূঢ়দীপিকায়াং দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

উপযুক্ত হয় না অর্থাৎ যাহাতে করিয়া পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইতে পারে তাদৃশী অন্তঃকরণশুদ্ধি তাহার হয় না। আর **ন সুখং**=সুখ অর্থাৎ ঐহিক সুখলাভ সে করিতে পারে না এবং **ন পরাং গতিম্**=স্বর্গ বা মোক্ষরূপ যে পরা গতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টা গতি তাহাও প্রাপ্ত হয় না।২—২৩॥

যেহেতু কামচার হইলে তাহার ফল এইরূপ,—(তখন কি করা উচিত তাহাই "তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—) যেহেতু যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিমুখতাপূর্ব্বক কামাধীনপ্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া অশাস্ত্রীয় মার্গে প্রবৃত্ত হয় সে ঐহিক এবং পারত্রিক সকল প্রকার পুরুষার্থেরই অযোগ্য (অনুপযুক্ত হয়) **তস্মাৎ**=সেই হেতু **তে**=শ্রেয়স্কামী তোমার কাছে অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি যথার্থ শ্রেয়ঃপ্রার্থী তাহাদের কাছে) **কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ**=কার্য্য ও অকার্য্যের ব্যবস্থিতি বিষয়ে অর্থাৎ কোন্‌টী কার্য্য (কর্ত্তব্য) এবং কোনটী অকার্য্য (অকর্ত্তব্য) তাহার ব্যবস্থা (নির্ণয়) করিবার বিষয়ে **শাস্ত্রম্**=শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ এবং বেদোপজীবি (বেদমূলক) স্মৃতি পুরাণাদিই **প্রমাণং**=বোধক অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ববোধক প্রমাণ, কিন্তু নিজের উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ প্রতিভা কিং বা বুদ্ধ প্রভৃতির বাক্য অথবা এই প্রকারের অন্য কোন কিছুই এ বিষয়ে প্রমাণ নহে, ইহাই অভিপ্রায়। আর এইরূপ হইলে পর **ইহ**=এই কর্ম্মাধিকারভূমিতে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে **শাস্ত্রবিধানোক্তং**=শাস্ত্র বিধানের দ্বারা অর্থাৎ "কুর্য্যাৎ"='ইহা করিবে', "ন কুর্য্যাৎ='ইহা করিবে না' ইত্যাদি প্রকার প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনাত্মক বৈদিক 'লিঙ্' আদি পদরূপ বিধিবাক্যের দ্বারা যে কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা বিহিত অর্থাৎ প্রবর্ত্তনাত্মক বৈদিক বিধিবোধিত, কি তাহা প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ নিবর্ত্তনাত্মক নিষেধ-বিধিবাক্যবোধিত তাহা **জ্ঞাত্বা**=বিদিত হইয়া, নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করত **কর্ম্ম**=(ক্ষত্রিয়ের) পক্ষে বিহিত যে যুদ্ধাদি কর্ম্ম তাহাই **কর্ত্তুম্ অর্হসি**=তোমার তাবৎ কাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা

কর্ত্তব্য যাবৎ না সত্ত্বশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) জন্মে, ইহাই তাৎপর্য্য।২ অতএব এই অধ্যায়ে দ্বিবিধ সম্পদের বিভাগচ্ছলে ইহাই নিরূপিত হইল যে, আসুরী সম্পদের মূলীভূত, যাহা সকলপ্রকার অশ্রেয়ের (অনর্থের) প্রাপক এবং যাহা সমস্ত শ্রেয়ের প্রতিবন্ধক, কাম, ক্রোধ ও লোভরূপ সেই দোষগুলিকে পরিত্যাগ করতঃ শ্রদ্দধানতা সহকারে (শ্রদ্ধালুভাবে) শাস্ত্রপ্রবণ (শাস্ত্র বিশ্বাসী বা শাস্ত্র নির্ভরশীল) হইয়া তদুপদিষ্টার্থানুষ্ঠানপর হওয়া অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে যথাবিধি তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে সতত সচেষ্ট হওয়াই শ্রেয়োভিলাষী পুরুষের কর্ত্তব্য।৩—২৩॥

তাৎপর্য্য—যাহা প্রমাণান্তরাবেদ্য অপূর্ব্ব অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, যাহা হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তাহাই শাস্ত্র। পুরুষার্থও আবার সাধ্য ও সিদ্ধস্বরূপ হওয়ায় দুই প্রকার। তন্মধ্যে ধর্ম্ম হইতেছে সাধ্যস্বরূপ এবং ব্রহ্মভূয়তারূপ মোক্ষ হইতেছে সিদ্ধস্বরূপ ; কাজেই শাস্ত্রও দুইপ্রকার হইয়া থাকে—সাধ্যবস্তুপ্রতিপাদক এবং সিদ্ধবস্তু নির্দ্দেশ। সাধ্যবস্তু প্রতিপাদক যে শাস্ত্র তাহাও আবার প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনাভেদে দুই প্রকার। "কুর্য্যাৎ" 'করিবে' ইত্যাদিরূপ যে শাস্ত্র তাহা প্রবর্ত্তনাত্মক অর্থাৎ তাহা কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করে ; আর "ন কুর্য্যাৎ" = 'করিবে না' ইত্যাদি প্রকার যে শাস্ত্র তাহা নিবর্ত্তনাবিধায়ক অর্থাৎ তাহা নিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। "কুর্য্যাৎ" এবং "ন কুর্য্যাৎ" এই উভয় স্থলেই লিঙ্ বিভক্তি রহিয়াছে ; কারণ লিঙাদি শব্দই প্রবর্ত্তনা বা নিবর্ত্তনার জনক, কেননা ঐ লিঙ্ শব্দ শ্রবণ করিলেই লোকে মনে করে যে 'ইনি আমায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন'। সুতরাং "কুর্য্যাৎ" এই শুদ্ধ লিঙ্ বাক্য হইতেছে কর্ত্তব্যতাবোধের হেতু ; কেননা তাহা শুনিয়াই লোকে বুঝে যে এই বাক্য আমার কর্ত্তব্যতা উপদেশ দিতেছে। আর "ন কুর্য্যাৎ" এই নঙ্ সমভিব্যাহৃত লিঙ্ শব্দই হইতেছে অকর্ত্তব্যতাজ্ঞানের কারণ, যে হেতু 'করিও না'—ইহা শুনিলেই লোকে বুঝে যে ইহা দ্বারা আমার অকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে। এই যে লিঙ্ শব্দ ইহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'বিধি' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাধ্য স্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহা বিধিগম্য ; এই জন্য ধর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি বাক্যই প্রমাণস্বরূপ। এইজন্য পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে উক্ত হইয়াছে "তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ"—উপদেশ অর্থাৎ বিধিবাক্যই সেই সাধ্যস্বরূপ ধর্ম্মের জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ। সুতরাং ইহা হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিধি ও নিষেধের অনুসন্ধান করিতে হইবে ; এই কারণে মীমাংসা দর্শনের বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়া গিয়াছেন "ধর্ম্মাধর্ম্মার্থিভি র্নিত্যং মৃগ্যৌ বিধিনিষেধকৌ"—"ধর্ম্মার্থী এবং অধর্ম্ম পরিহারেচ্ছু ব্যক্তিগণের উচিত বিধি এবং নিষেধের অন্বেষণ করা। কারণ, যেটী যাহার পক্ষে বিহিত অর্থাৎ যাহাতে যাহার অধিকার তাহার পক্ষে তাহাই অনুষ্ঠেয় এবং যাহা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে যাহার অধিকার নাই তাহা তাহার অবশ্যই পরিবর্জনীয়। এইরূপে বিহিতের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের পরিবর্জ্জন করিলেই ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু ইহার বিপরীত আচরণ করিলে অর্থাৎ যাহাতে যাহার অধিকার আছে তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া যাহাতে যাহার অধিকার নাই সে যদি তাহা করিতে যায় তাহা হইলে তাহার অধর্ম্ম বা পাপই হইবে ; ইহাতে ব্রাহ্মণত্ব বা শূদ্রত্ব বলিয়া অনুগ্রহ বা নিগ্রহের অপেক্ষা নাই। যেমন,—একজন ব্রাহ্মণ রাজা হইয়াছে ; সে যদি ভাবে আমি যখন রাজা হইয়াছি তখন রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞটী করি। ওদিকে শাস্ত্রে দেখা যায়, "রাজা

রাজসূয়েন যজেত”—“রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ববিশিষ্ট যে রাজা সে রাজসূয় যজ্ঞ করিবে”—এইপ্রকার রাজসূয় যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা-প্রতিপাদক বিধিবাক্য রহিয়াছে। মীমাংসকগণ শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণায়ক নিয়মানুসারে বিচার করিয়া এই স্থলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ‘রাজা’ এই বিশেষণ পদটী এখানে ‘বিবক্ষিত’ অর্থাৎ ইহা অধিকারীর বিশেষণ। তাহা হইলে অর্থ পাওয়া যায় এই যে, রাজত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ববিশিষ্ট বা ক্ষত্রিয়জাতীয় লোক রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে অর্থাৎ ‘ক্ষত্রিয়ত্ব’ ধর্ম্মটী অধিকারীর বিশেষণ; রাজসূয় করিতে হইলে ক্ষত্রিয়জাতীয় হইতে হইবে, কেন না ক্ষত্রিয়ই তাহার অধিকারী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যাদি অনধিকারী। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদিগুলি জন্মনিমিত্তিক, কর্ম্মনিমিত্তিক নহে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই এই বিচার এবং ব্যবস্থা। কাজেই ব্রাহ্মণ অনধিকারী হইয়া যদি রাজসূয় করিতে যায় তাহা হইলে অনধিকারিকৃত কর্ম্ম প্রত্যবায়ের হেতু হয় বলিয়া তাহাতে তাহার পুণ্য হওয়া ত দূরের কথা, পাপই হইবে। এইরূপ কোন শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি অতি নিষ্ঠাবান্ এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির বটে; এইজন্য সে যদি শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিতে যায় তাহা হইলে সে তাহার অনধিকারী হইয়াও সেই কার্য্য করিতেছে বলিয়া তাহার পুণ্য হওয়া ত দূরের কথা প্রত্যুত শাস্ত্রে যেরূপ গুরুতর পাপের উল্লেখ আছে তাহাতে তাহাকে লিপ্ত হইতে হইবে। এই কারণেই মীমাংসাদর্শনের বার্ত্তিকে ধর্ম্মস্বরূপনির্ণায়ক সূত্রের ব্যাখ্যায় কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—“বৈশ্যস্তোমেন কিং বা স্যাদ্ বিপ্ররাজন্যয়োঃ ফলম্। পঞ্চম্যামিষ্টিকরণান্মধ্যাহ্নে চাগ্নিহোত্রতঃ॥ তস্মাদ্ যদ্ যাদৃশং কর্ম্ম যৎ-ফলোৎপত্তিশক্তিকম্। শাস্ত্রেণ জ্ঞাপ্যতে তস্য তাদৃশস্যৈব তৎফলম্॥”—বৈশ্যজাতীয় অধিকারীর পক্ষে যে বৈশ্যস্তোম নামক যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে বিপ্র (ব্রাহ্মণ) এবং রাজন্য (ক্ষত্রিয়) যদি তাহার অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে, ধর্ম্ম না অধর্ম্ম? অর্থাৎ তাহাতে তাহার অধর্ম্মই হইবে। এইরূপ, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্যরূপে যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ বিহিত হইয়াছে তাহা যদি পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা ভিন্ন অন্য যে কোন তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কি তাহা ধর্ম্ম হইবে? এইরূপ সায়ং ও প্রাতঃকালে যে অগ্নিহোত্রের বিধান আছে তাহা যদি মধ্যাহ্নে আচরিত হয় তাহা হইলে কি ফল হইবে—ধর্ম্ম না অধর্ম্ম? অর্থাৎ তাহাতে অধর্ম্মই হইবে। অতএব বলিতে হইবে যে, যে প্রকারের যে কর্ম্ম যাদৃশ ফলোৎপাদনে শক্তিমৎ বা সমর্থ বলিয়া শাস্ত্রে বোধিত হয় সেই প্রকারের সেই কর্ম্ম সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তবেই তাহার সেই ফল উৎপাদন করিতে সামর্থ্য হইবে”। একারণে শাস্ত্রবিধির বিপরীত আচরণ হইলে অজীর্ণ রোগীর ঘৃতৌদন ভোজনের ন্যায় তাহা অনুষ্ঠাতার পক্ষে গুণের না হইয়া দোষেরই হইবে। এইজন্য বেদান্তদর্শনের ৩।১।২৫ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন “শাস্ত্রহেতুত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য। অয়ং ধর্ম্মঃ, অয়ম্ অধর্ম্মঃ, ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে করণং। অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ। অনিয়তদেশকালনিমিত্তত্বাৎ চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মঃ অনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষু অধর্ম্মঃ ভবতি। তেন শাস্ত্রাৎ ঋতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং ন কস্যচিদস্তি।” অর্থাৎ “ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মবিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান, একমাত্র শাস্ত্রই তাহার হেতু—কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই তাহা জানা যায়। ‘ইহা ধর্ম্ম’, ‘ইহা অধর্ম্ম’—এই প্রকার যে বিশিষ্ট জ্ঞান,

একমাত্র শাস্ত্রই তাহা অবগত হইবার কারণ, যেহেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় (প্রমাণান্তরাবেদ্য) পদার্থ। ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সমান নহে বলিয়া শাস্ত্র অনুসারেই তাহা নিরূপণ করিতে হয়। তবে ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থানুসরণ, দয়া, সরলতা, লোভশূন্যতা, দেবব্রাহ্মণপূজা, অনভ্যসূয়া প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম আছে যেগুলি সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয়। একারণে সেগুলিকে সামান্য ধর্ম্ম বলা হয়। ইহাও শাস্ত্র হইতেই জানিতে হয়। কিন্তু বিশেষধর্ম্ম ব্যক্তিনিষ্ঠ, তাহা সমষ্টিগত নহে। একারণে 'ব্রাহ্মণ যদি শালগ্রাম পূজা করে তবে আমি শূদ্রও তাহা করিব না কেন, কারণ সেও মানুষ, আমিও মানুষ' এইপ্রকার কুতর্কের তথায় স্থান নাই। বস্তুতঃ যাঁহারা ঐ প্রকার কুতর্ক করেন, যাঁহারা বলেন ঐ প্রকার অধিকারিনির্দ্দেশ শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণতা, কিন্তু সমস্ত কর্ম্মই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অনুষ্ঠেয়, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে হয়—আপনারা যে-শাস্ত্রের অধিকারিবিশেষনিবদ্ধতারূপ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রবোধিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে যাইতেছেন তাহার উদ্দেশ্য কি?—ধর্ম্মানুষ্ঠান করা না ধর্ম্মধ্বংস করা। যদি ধর্ম্মধ্বংস করাই উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলে বলিব পাপে যদি আপনার ভয় না থাকে না থাকুক কিন্তু আপনি এই যে অসৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছেন যাহার ফলে ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ অন্য পাঁচজনেরও সেই অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তাহার জন্য ধার্ম্মিকগণের উচিত যে এই অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মধ্বংসকর কর্ম্মের প্রতিরোধ করা। অথবা সেরূপ আশঙ্কা যদি না থাকে তাহা হইলে সাধুজন কর্ত্তৃক অতি অবজ্ঞা সহকারেই ইঁহারা উপেক্ষণীয়,—কৃপার পাত্র। আর যদি বলা হয় যে আমি ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে এইরূপ করিতেছি, তাহা হইলে আপনার এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ইহার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাদৃশ কর্ম্ম করিলে যে ধর্ম্ম হয় তাহা আপনি জানিলেন কিরূপে? নাস্তিকেরা বা বিধর্ম্মীরা ত উহার অনুষ্ঠান করে না। যদি বলা হয় যে স্বীয় প্রতিভা বলে এবং নিজ অন্তঃকরণের সৎ প্রবৃত্তির বলে জানিয়াছি যে উহা ধর্ম্ম, তাহা হইলে বক্তব্য যে, ধর্ম্ম প্রতিভার বিষয় নহে এবং কাহারও অন্তঃকরণের বৃত্তি বা প্রবৃত্তিরও বিষয় নহে। অধিক কি শাস্ত্র ছাড়া ধর্ম্মে অন্য কোন প্রমাণই নাই। ধর্ম্ম হইতেছে সাধ্য বা নিষ্পাদ্যস্বরূপ। তাহা ধর্ম্মসাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না; কাজেই তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে, কারণ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইতেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণে বিষয়টীকে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকিতে হয়। ধর্ম্ম কিন্তু ভবিষ্যৎস্বরূপ; এ কারণে তাহা পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকে না বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর। অনুমান প্রমাণের দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণীত হয় না; কারণ, অনুমানে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক; ভাবী উৎপৎস্যমান ধর্ম্মের সহিত কাহারও ব্যাপ্তি বা সাহচর্য্য না থাকায় ধর্ম্মে অনুমানের উত্থিতিই হইতে পারে না। কাজেই অনুমান ধর্ম্মে প্রমাণ নহে। উপমানও ধর্ম্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতে পারে না; যেহেতু উপমান প্রমাণ সাদৃশ্যজ্ঞানমূলক। ধর্ম্মের সহিত কাহারও সাদৃশ্য নাই বলিয়া উপমান প্রমাণের দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপ অবধারিত হয় না। অর্থাপত্তি প্রমাণও ধর্ম্ম স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না, কারণ, 'ইহা বিনা ইহা অনুপপন্ন অর্থাৎ ইহা না থাকিলে ইহা হইতে পারে না' ইত্যাকার আপাদ্যাপাদকাত্মক জ্ঞানরূপ যে উপপাদ্যদর্শনে উপপাদক কল্পনা তাহাই অর্থাপত্তি নামক প্রমাণ।

ধর্ম্ম বিনা এমন কিছু বস্তু অনুপপন্ন হয় না যাহার অনুপপত্তির জন্য অর্থাৎ সেই উপপাদ্যের প্রামাণিকতা স্থাপন করিবার নিমিত্ত তাহার উপপাদক ধর্ম্মের কল্পনা করিতে পারা যায়। আর যদিই বা সুখদুঃখাদির স্বরূপানুপপত্তির জন্য ধর্ম্মসিদ্ধি হয় বলিয়া ধর্ম্মে অর্থাপত্তি প্রমাণের প্রামাণ্য বলা যায় তাহা হইলেও বিপ্রতিপত্তি ত তথায় নহে, বিপ্রতিপত্তি হইতেছে ধর্ম্মের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য লইয়া,—কোন্‌টী ধর্ম্ম এবং কোন্‌টী অধর্ম্ম, ইহা লইয়া। কাজেই উক্তপ্রকার অর্থাপত্তির দ্বারা যে ধর্ম্মসিদ্ধি হয় তাহাতে কেবলমাত্র সামান্যাকারে ধর্ম্মের সত্তাই অবধারিত হয় অর্থাৎ ধর্ম্ম বলিয়া একটা কিছু আছে, ইহাই মাত্র প্রমাণিত হয়। কিন্তু কোন্‌টী ধর্ম্ম কোন্‌টী অধর্ম্ম, ইহা ত তাহা হইতে সিদ্ধ হয় না। অথচ ধর্ম্মের বিশেষ লইয়া বা স্বরূপ লইয়াই হইতেছে বিবাদ। সুতরাং অর্থাপত্তি প্রমাণও কোন্ কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম হয় এবং কি করিলে অধর্ম্ম হয় তাহা স্থাপন করিতে পারে না। আর অনুপলব্ধি প্রমাণ অভাবের গ্রাহক। ধর্ম্ম অভাবাত্মক নহে, কিন্তু ভাবস্বরূপ; কাজেই অনুপলব্ধির অবস্থা একেবারে জঘন্য। যদি বলা হয় যে ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই, তাহাও সঙ্গত নয়, কেননা সকলের না হউক অধিকাংশ লোকেরই ত ধর্ম্মের প্রবৃত্তি রহিয়াছে দেখা যায়; তাহারা যে দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া ধর্ম্ম লাভার্থে কষ্টকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা কি আকাশকে মুষ্টিপ্রহার করার ন্যায় মূলতই বিফল? তাহা কেমন করিয়া বলি? এই জন্যই নৈয়ায়িকাচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন "বিফলা বিশ্ববৃত্তি র্নো দুঃখৈকফলাপি বা। দৃষ্টলাভফলা নাপি বিপ্রলম্ভোঽপিনেদৃশঃ"—ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে এই যে বিশ্বজনীন প্রবৃত্তি, ইহাকে বিফলা বলা যায় না; আর কার্য্য করিয়া কেবল দুঃখ করাকেই সার করাও ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না; ইহার ফল যে দৃষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইহ জন্মেই লাভ করা যায় তাহাও নহে; আর ইহা যে বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ প্রতারণা তাহাই বা বলি কিরূপে? কেননা ধর্ম্মে যাহারা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়, তাহারা নিজে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই ত অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করায়। কে এমন ব্যক্তি আছে, যে নিজে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া বিনা লাভে, বিনা উদ্দেশ্যে, দুঃখকর কষ্টে যাহাতে অপরের প্রবৃত্তি হয় তাহা করে?' কাজেই ধর্ম্ম বলিয়া একটা কিছু অবশ্যই আছে। তাহাই যদি থাকে তাহা হইলে তাহার স্বরূপ জানিব কিরূপে? উত্তর—ইহার জন্য একমাত্র শাস্ত্রই অবলম্বনীয়। শাস্ত্র হইতেই যে ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের স্বরূপ অবধারিত হয়—ইহা আমরা বেদমার্গীরা শুধু নহে, অন্যান্য সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই জন্যই পরমর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ"—'যে হেতু ধর্ম্ম শব্দমূলক, শাস্ত্রপ্রমাণকই হইতেছে। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে শাস্ত্র যেটীকে যে ভাবে করিলে ধর্ম্ম হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যদি সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তবেই ধর্ম্ম হইবে, তাহা না হইয়া বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অধর্ম্মই হইবে। কাজেই অধিকারিভেদ নির্দ্দেশের বেলায় শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাইব, তখন তাহার প্রামাণ্য মানিব না, আর শাস্ত্রের কর্ম্মগুলি কেবল সর্ব্ব-বর্ণনির্ব্বিশেষে করিব এইপ্রকার অর্দ্ধজরতীয়তা (খামখেয়ালী সুবিধাবাদ) চলিবে না। ইহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে না, কিন্তু ধর্ম্মধ্বংস করা হইবে এবং প্রত্যবায়ই হইবে। সুতরাং কোন্‌টী কার্য্য এবং কোন্‌টী অকার্য্য অর্থাৎ কোন্‌টী ধর্ম্ম এবং কোন্‌টী অধর্ম্ম তাহা জানিতে হইলে একমাত্র শাস্ত্রই অবলম্বনীয়। এই কারণে পরমর্ষি জৈমিনি তদীয় পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে বলিয়াছেন—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"। চোদনা অর্থ বিধি বাক্য; লক্ষণ বলিতে

প্রমাণ। চোদনাই যাহার লক্ষণ অর্থাৎ বিধিবাক্যই যাহার প্রতিপাদক, তাদৃশ যে পুরুষার্থ তাহাই ধর্ম্ম। মীমাংসক আচার্য্যগণ এস্থলে সূত্রের যে প্রকার বিচ্ছেদ করিয়াছেন তাহা এইরূপ,—"চোদনা এব ধর্ম্মে প্রমাণম্"—একমাত্র চোদনাই অর্থাৎ বিধিবাক্যই ধর্ম্মে প্রমাণ এবং "চোদনা ধর্ম্মে প্রমাণম্ এব"—চোদনা অর্থাৎ বিধিবাক্য ধর্ম্মে প্রমাণই বটে, তাহা যে অপ্রমাণ তাহা নহে, অর্থাৎ বিধিবাক্যের বা শাস্ত্রের স্বতঃপ্রামাণ্য যে অবশ্য স্বীকার্য্য, মীমাংসকগণ তাহা দৃঢ়তর যুক্তিদ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। কি প্রকারে শাস্ত্রের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিসিদ্ধ তাহা এখানের আলোচ্য বিষয় নহে। অতএব "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" ইত্যাদি "কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি" ইত্যাদি সন্দর্ভে শ্রীভগবান্ যে শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন তাহা বিবৃত করিবার নিমিত্ত টীকাকার আচার্য্য বলিয়াছেন—"শিষ্যতে অনুশিষ্যতে অপূর্ব্বোঽর্থো বোধ্যতে" ইত্যাদি। অপূর্ব্ব অর্থ জানাইয়া দেয় বলিয়াই শাস্ত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ—তাহাতেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। এই জন্য মীমাংসাদর্শনে কথিত হইয়াছে "অপ্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবৎ" (মীঃ দঃ ৬।২।১৮) অর্থাৎ যে বিষয়টী অন্য প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয় নাই, শাস্ত্র যদি তাহা বুঝাইয়া দেয় তবেই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশের সার্থকতা থাকে, তবেই তাহার অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বরূপ প্রামাণ্য থাকে, অন্যথা তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যাহা প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় তাহা জানিবার জন্য কেহ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে না, শাস্ত্র যদি তাহা জানাইয়া দিতে থাকে তাহা হইলে শাস্ত্রের সে উপদেশ দেওয়া না দেওয়া উভয়ই সমান। ফলে ইহাতে অনপেক্ষিতত্বরূপ অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে। মীমাংসকগণ বলেন, শাস্ত্রের যে যে অংশ প্রমাণান্তরবেদ্য বিষয়ের বোধক সে গুলি স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য; সে গুলি অর্থবাদমাত্র; সেগুলি অন্য কোন অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপক বাক্যের প্রশংসা, নিন্দা অথবা ঐ প্রকার গুণ প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ হয়। কাজেই শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়ের অনুষ্ঠানেই যখন ধর্ম্ম হয়, শাস্ত্র হইতেই যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব জানিতে হয়, অন্য কোন প্রমাণই যখন তাহার স্বরূপাদি প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে তখন শাস্ত্র মধ্যে যে কর্ম্ম যে অধিকারীর পক্ষে যে ভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে পরিপালন করিলে তবেই ধর্ম্ম হইবে তাহার অন্যথা করিলে ধর্ম্ম অথবা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় না, ইহাই অন্তিম শ্লোক দুইটীর তাৎপর্য্য।

ভাবপ্রকাশ—প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথ ধরিতে হইলে প্রয়োজন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকিলে কাম, ক্রোধ ও লোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। আর এক দিক দিয়া দেখিলে যতদিন কাম, ক্রোধ ও লোভ থাকে ততদিন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হওয়া যায় না। কাম, ক্রোধ ও লোভের অধিকারই হইতেছে আসুরীসম্পদের অধিকার; আর শাস্ত্রের অধিকার হইতেছে দৈবীসম্পদের অধিকার। দৈবীসম্পদাধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রই একমাত্র পথ প্রদর্শক।২৩-২৪।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী পাদের শিষ্য
শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গীতা গূঢ়ার্থ দীপিকায়
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ নামক
ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ! যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া তু অন্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা সত্ত্বং, রজঃ, আহো তমঃ? অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যাঁহারা শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজনাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ? সাত্ত্বিকী রাজসী বা তামসী? ॥১

ত্রিবিধাঃ কর্ম্মানুষ্ঠাতারো ভবন্তি। কেচিচ্ছাস্ত্রবিধিং জ্ঞাত্বাপ্যশ্রদ্ধয়া তমুৎসৃজ্য কামকারমাত্রেণ যৎকিঞ্চিদনুতিষ্ঠন্তি, তে সর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যত্বাদসুরাঃ।১ কেচিত্তু শাস্ত্রবিধিং জ্ঞাত্বা শ্রদ্দধানতয়া তদনুসারেণৈব নিষিদ্ধং বর্জ্জয়ন্তো বিহিতমনুতিষ্ঠন্তি. তে সর্ব্বপুরুষার্থযোগ্যত্বাদ্দেবা ইতি পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সিদ্ধম্।২ যে তু শাস্ত্রীয়ং বিধিমালস্যাদিবশাদুপেক্ষ্য শ্রদ্দধানতয়ৈব বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ নিষিদ্ধং বর্জ্জয়ন্তো বিহিতমনুতিষ্ঠন্তি তে শাস্ত্রীয়বিধ্যুপেক্ষালক্ষণেনাসুরসাধর্ম্ম্যেণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকানুষ্ঠানলক্ষণেন চ দেবসাধর্ম্ম্যেণান্বিতাঃ কিম-

অনুবাদ—কর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্যক্তিরা দুই প্রকারের। কেহ কেহ শাস্ত্রবিধি জানিয়াও অশ্রদ্ধা হেতু তাহা পরিত্যাগ করে এবং কেবলমাত্র কামকারতাপূর্ব্বক (স্বেচ্ছানুসারিতাপূর্ব্বক) যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই সমস্ত ব্যক্তি সকলপ্রকার পুরুষার্থের অযোগ্য বলিয়া তাহারা অসুরস্বভাব।১ আবার কেহ কেহ শাস্ত্রের বিধান বিদিত হইয়া শ্রদ্ধালুতা সহকারে সেই শাস্ত্রবিধিরই অনুসরণ করতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবতা (দেবস্বভাব); কারণ তাঁহারা সকল প্রকার পুরুষার্থ লাভের যোগ্য (উপযুক্ত); ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের অন্তে সিদ্ধ (স্থাপিত অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত) হইয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি আলস্যাদি নিবন্ধন শাস্ত্রীয় বিধি উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র বৃদ্ধব্যবহারানুসারেই অর্থাৎ শিষ্টাচার অনুসরণপূর্ব্বক শ্রদ্ধালুতাসহকারেই নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন এবং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি উপেক্ষা করা রূপ অসুরসাধর্ম্ম্য রহিয়াছে, আবার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করারূপ দেবতারও সাধর্ম্ম্য বিদ্যমান থাকে। একারণে তাহারা এই দুইটী বিরুদ্ধধর্ম্মসমন্বিত হইতেছে। এজন্য তাহারা কি অসুরগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে? না দেবগণের মধ্যে অন্তর্গত হইবে?—কেননা তাহাদের মধ্যে উভয় প্রকার কর্ম্মই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এককোটিনিশ্চয়ক কিছু দেখা যায় না

সুরেষ্বন্তর্ভবন্তি কিং বা দেবেষ্বিত্যুভয়ধর্ম্মদর্শনাদেককোটিনিশ্চায়কাদর্শনাচ্চ সন্দিহানোঽর্জ্জুন উবাচ য ইতি।৩ যে পূর্ব্বাধ্যায়েন নির্ণীতাঃ ন দেববচ্ছাস্ত্রানুসারিণঃ কিন্তু শাস্ত্রবিধিং শ্রুতিস্মৃতিচোদনামুৎসৃজ্য আলস্যাদিবশাদনাদৃত্য নাসুরবদশ্রদ্দধানাঃ কিং তু বৃদ্ধ-ব্যবহারানুসারেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতা যজন্তে দেবপূজাদিকং কুর্ব্বন্তি—।৪ তেষাং তু শাস্ত্রবিধ্যপেক্ষাশ্রদ্ধাভ্যাং পূর্ব্বনিশ্চিতদেবাসুরবিলক্ষণানাং নিষ্ঠা কা কীদৃশী তেষাং শাস্ত্রবিধ্যনপেক্ষা-শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা চ সা যজনাদিক্রিয়াব্যবস্থিতিঃ হে কৃষ্ণ ! ভক্তাঘকর্ষণ ! কিং সত্ত্বং সাত্ত্বিকী। তথা সতি সাত্ত্বিকত্বাত্তে দেবাঃ।৫ আহো ইতি পক্ষান্তরে কিং রজস্তমঃ রাজসী তামসী চ। তথা সতি রাজসতামসত্বাদসুরাস্তে।৬ সত্ত্বমিত্যেকা কোটিঃ রজস্তমঃ ইত্যপরা কোটিরিতি বিভাগজ্ঞাপনায়াহোশব্দঃ ॥ ৭—১ ॥

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না যাহাতে তাহাদিগকে একটী দিকে—দেবপক্ষে কিংবা অসুরপক্ষে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং তাহাদিগকে কোন জাতীয় বলিয়া জানিব? এই প্রকারে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইত্যাদি।৩ **যে**=পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যক্তির বিষয় নির্ণীত হইল যাহারা দেব ও অসুর এই কোটিদ্বয় হইতে (পক্ষদ্বয় হইতে) বিলক্ষণ (স্বতন্ত্র প্রকার), তাহারা দৈবপ্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মতন শাস্ত্রানুযায়ী নহে, কিন্তু তাহারা **শাস্ত্রবিধিম্** ॥ শ্রুতি এবং স্মৃতির চোদনা অর্থাৎ বিধিবাক্যরূপ আদেশ **উৎসৃজ্য**=পরিত্যাগ করিয়া—আলস্য বশতঃ সেইগুলি অনাদর বা উপেক্ষা করিয়া,—তাই বলিয়া যে তাহারা অসুরগণের ন্যায় শ্রদ্ধালুতাবিহীন তাহা নহে, কিন্তু তাহারা বৃদ্ধব্যবহারানুসারে শ্রদ্ধাসমাযুক্ত হইয়াই **যজন্তে** যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ দেবপূজাদি করিয়া থাকে।৪ শাস্ত্রবিধির উপেক্ষাযুক্ত অথচ শ্রদ্ধান্বিত সেই যে সমস্ত ব্যক্তি যাহারা পূর্ব্বাবধারিত দেব ও অসুরগণ হইতে বিভিন্ন প্রকার **হে কৃষ্ণ**=ভক্তগণের পাপসঙ্কর্ষণ ! **তেষাং নিষ্ঠা কা**=তাহাদের নিষ্ঠা কি? অর্থাৎ তাহাদের যে শাস্ত্রবিধির অপেক্ষাবিহীন অথচ শ্রদ্ধাসংযুক্ত যজনাদিক্রিয়ার ব্যবস্থিতি (ব্যবস্থা) তাহা কীদৃশী? তাহা কি **সত্ত্বম্**=সাত্ত্বিকী? তাহা যদি হয় অর্থাৎ তাহা যদি সাত্ত্বিকী হয় তাহা হইলে তাহারাও সাত্ত্বিক হওয়ায় দেবতা।৫ **“আহো”** ইহার অর্থ পক্ষান্তরে—অথবা। অথবা তাহা কি **রজঃ তমঃ**=রাজসী ও তামসী? তাহা যদি হয় অর্থাৎ যদি তাহা রাজসী ও তামসী হয় তাহা হইলে তাহারা রাজসত্ব ও তামসত্বহেতু অসুর বলিতে হইবে।৬ এস্থলে, তাহা কি ‘সত্ত্ব’—এইটুকু হইতেছে একটী কোটি (পক্ষ); এবং “রজস্তমঃ” ইহা হইতেছে অপর কোটি (পক্ষ)। এই প্রকার বিভাগ জানাইয়া দিবার নিমিত্ত ‘আহো’ এই অব্যয়টীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। ৭—১ ॥

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া আচরণ করে তাহাদের ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয় তাহা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। এই অধ্যায়ে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন যে যাঁহারা স্বেচ্ছাচারী নহেন কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ শাস্ত্রের বিধি যথারীতি পালন করিতে পারেন না তাঁহাদের কি গতি হয়?১॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—দেহিনাং শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী চ, তামসী চ, ইতি ত্রিবিধা এব ভবতি ; সা স্বভাবজা, তাং শৃণু। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—দেহীদিগের যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী ভেদে ত্রিবিধ ; ইহা স্বভাব-জাত অর্থাৎ প্রাণিগণের পূর্ব্বজন্মের সংস্কারসম্ভূত ; সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর ॥২

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া যজন্তে তে শ্রদ্ধাভেদাদ্ভিদ্যন্তে। তত্র যে সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়ান্বিতাস্তে দেবাঃ শাস্ত্রোক্তসাধনেঽধিক্রিয়ন্তে তৎফলেন চ যুজ্যন্তে।১ যে তু রাজস্যা তামস্যা চ শ্রদ্ধয়ান্বিতাস্তেঽসুরা ন শাস্ত্রীয়সাধনেঽধিক্রিয়ন্তে ন বা তৎফলেন যুজ্যন্ত ইতি বিবেকেনার্জ্জুনস্য সন্দেহমপনিনীষুঃ শ্রদ্ধাভেদং শ্রীভগবানুবাচ—।২ যয়া শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে সা দেহিনাং স্বভাবজা জন্মান্তরকৃতো ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশুভাশুভসংস্কার ইদানীন্তনজন্মারম্ভকঃ স্বভাবঃ। স ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি তেন জনিতা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ, কারণানুরূপত্বাৎ কার্য্যস্য।৩ যা ত্বারব্ধে জন্মনি শাস্ত্রসংস্কারমাত্রজা বিদুষাং সা কারণৈকরূপত্বাদেকরূপা সাত্ত্বিক্যেব ন রাজসী

অনুবাদ—যে সমস্ত ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র শ্রদ্ধাসহকারে যাগযজ্ঞ পূজাদি করে তাহারা স্ব স্ব শ্রদ্ধা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সমাযুক্ত তাহারা দেবপ্রকৃতি বলিয়া তাঁহারা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সাধনের অধিকারী হইয়া থাকেন এবং তাহায় ফলে সংযুক্ত হন অর্থাৎ সেই কর্ম্মের যাহা পূর্ণ ফল তাহাও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১ আর যাহারা রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধাসমাযুক্ত তাহারা অসুর ; তাহারা শাস্ত্রীয় সাধনের অধিকারী নহে এবং তাহার ফলে সংযুক্তও হয়না অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্ম করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। এই প্রকারে বিবেকপূর্ব্বক (বিবেচনা বা পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া) অর্জ্জুনের সন্দেহের অপনয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীভগবান্ "ত্রিবিধা ইত্যাদি শ্লোকে শ্রদ্ধার ভেদ বলিতে আরম্ভ করিলেন।২ যে শ্রদ্ধার দ্বারা অন্বিত হইয়া তাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করিয়া থাকে তাহাদের সেই শ্রদ্ধা স্বভাবজা অর্থাৎ স্বভাব অনুসারে ভিন্ন হইয়া থাকে। জন্মান্তরে যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি করা হইয়াছে তজ্জন্য যে শুভাশুভ সংস্কার হয় যাহা ইদানীন্তন (বর্ত্তমান) জন্মের আরম্ভক তাহাই স্বভাব অর্থাৎ অন্যান্য জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করা হয় সেই কর্ম্ম অনুযায়ী চিত্তে বাসনা সংস্কার সঞ্চিত হয় ; পুণ্য বা অপুণ্য কর্ম্ম অনুসারে তাহাও শুভ, অশুভ বা শুভাশুভাত্মক হইয়া থাকে। তাহারই প্রভাবে জীব ভাবী জন্ম বা ইদানীন্তন বর্ত্তমান জন্ম লাভ করে। তাহাকেই অপর কথায় স্বভাব বলা হয়। সেই স্বভাব হইতেছে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কাজেই সেই স্বভাবের দ্বারা যে শ্রদ্ধা জনিত (উৎপাদিত) হয় তাহাও সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকারই হইয়া থাকে, যেহেতু কার্য্য কারণেরই অনুরূপ হইয়া থাকে।৩ আর আরব্ধ জন্মে অর্থাৎ সংস্কারপ্রভাবে যে জন্ম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, জীব যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই জন্মে

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

—হে ভারত! সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি; অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ, স এব সঃ অর্থাৎ হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণ-বৃত্তির অনুরূপ হইয়া থাকে। এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়। অতএব যে ব্যক্তি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হইয়া থাকেন ॥৩

তামসী চেতি প্রথমচকারার্থঃ।৪ শাস্ত্রনিরপেক্ষা তু প্রাণিমাত্রসাধারণী স্বভাবজা সৈব স্বভাবত্রৈবিধ্যাত্রিবিধেত্যেবকারার্থঃ, উক্তবিধাত্রয়সমুচ্চয়ার্থশ্চরমশ্চকারঃ।৫ যতঃ প্রাগ্‌ভবীয়বাসনাখ্যস্বভাবস্যাভিভাবকং শাস্ত্রীয়ং বিবেকবিজ্ঞানমনাদৃতশাস্ত্রাণাং দেহিনাং নাস্তি অতস্তেষাং স্বভাববশাত্রিধা ভবন্তীং তাং শ্রদ্ধাং শৃণু শ্রুত্বা চ দেবাসুরভাবং স্বয়মেবাবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৬—২

প্রাগ্‌ভবীয়ান্তঃকরণগতবাসনারূপনিমিত্তকারণবৈচিত্র্যেণ শ্রদ্ধাবৈচিত্র্যমুক্ত্বা তদুপাদানকারণান্তঃকরণবৈচিত্র্যেণাপি তত্ত্রৈবিধ্যমাহ সত্ত্বমিতি।১ সত্ত্বং প্রকাশশীলত্বাৎ সত্ত্বপ্রধানত্রিগুণাপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতারব্ধমন্তঃকরণং। তচ্চ ক্বচিদুদ্রিক্তসত্ত্বমেব যথা

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের কেবলমাত্র শাস্ত্রসংস্কার হইতে যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তাহা কেবল এক প্রকারই হইয়া থাকে,—তাহার কারণ যে শাস্ত্র সংস্কার তাহা একরূপ হওয়ায় তাহাও একরূপই হয়—অর্থাৎ তাহা কেবল সাত্ত্বিকীই হয়, আর তাহা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা রাজসী বা তামসী হয় না—ইহাই হইল এস্থলে প্রথম 'চ' কারটীর অর্থ।৪ আর যে শ্রদ্ধা শাস্ত্র নিরপেক্ষা, যাহা শাস্ত্রসংস্কার জন্য নহে তাহা প্রাণিমাত্রেরই সাধারণী অর্থাৎ তাহা সকল প্রাণীর মধ্যেই আছে এবং সা স্বভাবজা=তাহা তাহাদের স্বভাব হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রাণিমাত্র সাধারণী সেই যে শ্রদ্ধা তাহাই স্বভাবের ত্রিবিধতা হেতু তিন প্রকারের হয়, ইহাই 'চৈব' এ স্থলের 'এব'কারের অর্থ। আর উক্ত ত্রিপ্রকারতার সমুচ্চয় করিবার জন্যই চরম (শেষের) চকারটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৫ যেহেতু, যে সমস্ত ব্যক্তি শাস্ত্র অনাদর (উপেক্ষা) করে তাহাদের এমন কোন শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞান নাই যাহার প্রভাবে তাহারা তাহাদের প্রাগ্‌ভবীয় (পূর্ব্বজন্মীয়) স্বভাবকে অভিভূত করিতে পারে এই কারণে স্বভাবতঃ তাহাদের যে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা তাং শৃণু=তাহার বিষয় তুমি শুন; এবং তাহা শুনিয়া তাহারা দেবস্বভাব কি অসুরস্বভাব তাহা নিজেই অবধারণ কর, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৬—২ ॥

অনুবাদ—অন্তঃকরণগত পূর্ব্বজন্মীয় বাসনারূপ নিমিত্ত কারণের বিচিত্রতাহেতু শ্রদ্ধাও বিচিত্র (ভিন্ন ভিন্ন) হইয়া থাকে, ইহা বলিয়া এক্ষণে "সত্ত্বানুরূপা" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন যে, সেই শ্রদ্ধার উপাদান কারণ-যে অন্তঃকরণ তাহার বৈচিত্র্যহেতুও (বিচিত্রতা বা নানাপ্রকার পার্থক্য হেতুও) তাহাও ত্রিবিধ হয় অর্থাৎ ত্রিপ্রকার হইয়া থাকে।১ সত্ত্ব অর্থ সত্ত্বপ্রধান ত্রিগুণ অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতারব্ধ অন্তঃকরণ; কেননা সত্ত্বগুণের ন্যায় উহাও প্রকাশশীল। (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের যেমন প্রকাশশীলতা অন্তঃকরণেরও সেইরূপ প্রকাশশীলতারূপ ধর্ম্ম থাকায় সত্ত্বপদের অর্থ এখানে অন্তঃকরণ। এই যে অন্তঃকরণ,

দেবানাম্। ক্বচিদ্রজসাভিভূতসত্ত্বং যথা যক্ষাদীনাম্। ক্বচিত্তমসাভিভূতসত্ত্বং যথা প্রেতভূতাদীনাম্। মনুষ্যাণাং তু প্রায়েণ ব্যামিশ্রমেব। তচ্চ শাস্ত্রীয়বিবেকজ্ঞানোদ্ভূতসত্ত্বং রজস্তমসী অভিভূয় ক্রিয়তে।২ শাস্ত্রীয়বিবেকবিজ্ঞানশূন্যস্য তু সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য সত্ত্বানুরূপা শ্রদ্ধা সত্ত্ববৈচিত্র্যাদ্বিচিত্রা ভবতি, সত্ত্বপ্রধানেঽন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধানে তস্মিন্ রাজসী, তমঃপ্রধানে তু তস্মিংস্তামসীতি।৩ হে ভারত! মহাকুলপ্রসূত! জ্ঞাননিরতেতি বা শুদ্ধসাত্ত্বিকত্বং দ্যোতয়তি। যত্ত্বয়া পৃষ্টং তেষাং নিষ্ঠা কেতি তত্রোত্তরং শৃণু—। অয়ং শাস্ত্রীয়জ্ঞানশূন্যঃ কর্ম্মাধিকৃতঃ পুরুষঃ ত্রিগুণান্তঃকরণসংপিণ্ডিতঃ শ্রদ্ধাময়ঃ প্রাচুর্য্যেণাস্মিন্ শ্রদ্ধা প্রস্তুতেতি তৎপ্রস্তু(কৃ)তবচনে ময়ট্ অন্নময়ো যজ্ঞ ইতিবৎ।৪ অতো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী বা শ্রদ্ধা যস্য স এব শ্রদ্ধানুরূপ এব সঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসো বা শ্রদ্ধয়ৈব নিষ্ঠা ব্যাখ্যাতেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫—৩ ॥

ইহা অপঞ্চীকৃত ভূতগণের সমষ্টিভূত সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণ সত্ত্বাত্মক হইলেও কোন কোনও স্থলেই তাহার সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়। যেমন দেবতাগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত। কোন কোন স্থলে তাহা (সত্ত্বগুণ) রজোগুণের দ্বারা অভিভূত হয় অর্থাৎ তাহা (অন্তকরণের সেই সত্ত্বগুণ) প্রকাশিত হইতে পারে না। যেমন যক্ষাদিগণের অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ রজোগুণের দ্বারা অভিভূত বলিয়া তাহা প্রকাশিত হইতে পারেনা। কোনও কোনও স্থলে,—যেমন ভূতপ্রেতাদির মধ্যে, আবার সেই অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ তমোগুণের দ্বারা অভিভূত থাকে। আর মনুষ্যগণের অন্তঃকরণসত্ত্ব কিন্তু প্রায়শঃ ব্যামিশ্রই হইয়া থাকে অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়াই থাকে। মনুষ্যগুণের তাদৃশ যে অন্তঃকরণসত্ত্ব আছে শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞানের দ্বারা যখন রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করা হয় তখন তাহা উদ্ভূতসত্ত্ব হয় অর্থাৎ তখনই চিত্তের সেই সত্ত্বগুণ অভিব্যক্ত হয়।২ আর **সর্ব্বস্য**=যে সমস্ত প্রাণিবর্গ আছে তাহারা শাস্ত্রীয় বিবেকবিজ্ঞানবিহীন তাহাদের শ্রদ্ধা তাহাদেরই **সত্ত্বানুরূপা**=অন্তঃকরণসত্ত্বের অনুরূপ হয়; অরা সেই সত্ত্বের রিচিত্রতা নিবন্ধন তাহাও বিচিত্রপ্রকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে রাজসী শ্রদ্ধা এবং তমঃপ্রধান অন্তঃকরণে তামসী শ্রদ্ধা হইয়া থাকে।৩ হে **ভারত**।—এই প্রকারে সম্বোধন করিবার অর্থ এই যে তুমি মহাকুলপ্রসূত ভরতের বংশে উৎপন্ন অথবা তুমি 'ভা' অর্থাৎ জ্ঞানে 'রত', জ্ঞাননিরত; এইরূপে ইহার দ্বারা অর্জ্জুনের শুদ্ধসত্ত্বত্ব—তাঁহার সত্ত্ব যে শুদ্ধ তাহা সূচিত হইতেছে। তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ, তাহার উত্তর বলিতেছি শুন—। অয়ং **পুরুষঃ**=এই যে পুরুষ, শাস্ত্রীয় জ্ঞানশূন্য কর্ম্মাধিকারী পুরুষ যে **শ্রদ্ধাময়ঃ**=গুণত্রয়াত্মক অন্তঃকরণের দ্বারা সংপিণ্ডিত সে শ্রদ্ধাময়—শ্রদ্ধাপ্রচুর হইতেছে, অর্থাৎ তাহার মধ্যে শ্রদ্ধাপ্রাচুর্য্যে—প্রচুরভাবে প্রস্তুত (বিদ্যমান) রহিয়াছে। 'অন্নময় যজ্ঞ' এস্থলের ন্যায় এখানে (শ্রদ্ধাময়' এই স্থলে) তাহা প্রস্তুত অর্থাৎ প্রচুর ভাবে রহিয়াছে এই প্রকারে প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে।৪ এই হেতু **যঃ**=যে ব্যক্তি **যচ্ছ্রদ্ধঃ**=যাহার শ্রদ্ধা যেরূপ সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী **সঃ**=সেই ব্যক্তি **স এব**=তাহাই অর্থাৎ সেই শ্রদ্ধার অনুরূপই হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রদ্ধানুসারেই সে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হইয়া থাকে; আর

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে ; রাজসাঃ যক্ষ-রক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন ; রাজসিকগণ যক্ষ রাক্ষসের পূজা করে, তামসিকগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করে ॥৪

শ্রদ্ধা জ্ঞাতা সতী নিষ্ঠাং জ্ঞাপয়িষ্যতি, কোনোপায়েন সা জ্ঞায়তামিত্যপেক্ষিতে দেবপূজাদিকার্য্যলিঙ্গেনানুমেয়েত্যাহ যজন্ত ইতি ১ জনাঃ শাস্ত্রীয়বিবেকহীনাঃ যে স্বাভাবিক্যা শ্রদ্ধয়া দেবান্ রুদ্রাদীন্ সাত্ত্বিকান্ যজন্তে তেঽন্যে সাত্ত্বিকা জ্ঞেয়াঃ।২ যে চ যক্ষান্ কুবেরাদীন্ রক্ষাংসি চ রাক্ষসান্ নির্ঋতিপ্রভৃতীন্ রাজসান্ যজন্তে তেঽন্যে রাজসা জ্ঞেয়াঃ।৩ যে চ প্রেতান্ বিপ্রাদয়ঃ স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতা দেহপাতাদূর্দ্ধং বায়বীয়ং দেহমাপন্নাঃ উল্কামুখকটপূতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা ভবন্তীতি মনূক্তান্ পিশাচবিশেষান্ বা, ভূতগণাংশ্চ এই শ্রদ্ধার দ্বারাই নিষ্ঠার বিষয়ও ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে। যাহার শ্রদ্ধা যাদৃশী তাহার নিষ্ঠাও তাদৃশী, ইহাই অভিপ্রায়।৫—৩

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে শ্রদ্ধাই মূল। যাঁহার যেমন শ্রদ্ধা তিনি তেমনই। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই ত্রিবিধ ভেদ শ্রদ্ধার আছে ; শ্রদ্ধা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কারানুয়ায়ীই হইয়া থাকে।২-৩॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধা জ্ঞাত হইলে তবে তাহা নিষ্ঠাকে জানাইয়া দিবে অর্ণাৎ কোন্ ব্যক্তির শ্রদ্ধা কিরূপ তাহা প্রথমতঃ জানিতে হইবে, তবে তাহা হইতে তাহার নিষ্ঠার স্বরূপ জানা যাইবে। কিন্তু সেই শ্রদ্ধাকে কি প্রকারে অবগত হওয়া যাইবে, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরে বলা হয় যে দেবপূজাদি কার্য্যলিঙ্গক অনুমানের দ্বারা তাহা জানা যাইবে। (যেখানে কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমান করা হয় তথায় কার্য্যটী হয় লিঙ্গ বা কারণের অনুমানের হেতু ; কাজেই তাদৃশ অনুমানকে কার্য্যলিঙ্গক অনুমান বলা হয়। লোকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বকই দেবপূজাদি কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি যে প্রকারে দেবপূজাদি কার্য্য করে তাহার তাদৃশ কার্য্যের প্রকারের দ্বারাই তাহার শ্রদ্ধার প্রকারও অনুমিত হয়।) তাহাই "যজন্তে" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **জনাঃ**=যাহারা শাস্ত্রবিবেকহীন অর্থাৎ শাস্ত্রীয়বিবেকবুদ্ধিবিহীন যে সমস্ত ব্যক্তি স্ব স্ব স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা অনুসারে **দেবান্ যজন্তে**=রুদ্র আদি দেবগণের উপাসনা করে তাহারা এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অন্য প্রকার ব্যক্তিগণ **সাত্ত্বিকাঃ**=সাত্ত্বিক, জানিতে হইবে।২ আর যাহারা **যক্ষরক্ষাংসি**=কুবের প্রভৃতি রাজস যক্ষগণের এবং নির্ঋতি প্রভৃতি রাক্ষসগণের অর্চ্চনা করে তাহারা **রাজসাঃ**=রাজস বলিয়া জ্ঞাতব্য।৩ আর যাহারা **প্রেতান্**=প্রেতগণের পূজা করে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিরা স্বীয় ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া থাকে তাহারা মরণের পর বায়বীয় দেহ প্রাপ্ত হইয়া উল্কামুখ, কটপূতনা ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ প্রেত যোনিতে জন্মায়। এই প্রকারে:মনু যে প্রেতগণের কথা বলিয়াছেন তাহাদের (স্বরূপ প্রাপ্ত হয়)। অথবা প্রেত বলিতে পিশাচ বিশেষ,—। **ভূতগণাংশ্চ**=এবং

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কার-সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ যে অচেতসঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব কর্শয়ন্তঃ (কৃশং কুর্ব্বন্তঃ) অশাস্ত্রবিহিতং; ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি অর্থাৎ যাহারা অশাস্ত্রবিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যা করে, দম্ভ, অহঙ্কার কাম, আসক্তি ও বলসমন্বিত হইয়া, শরীরস্থ ভূতসমূহকে কৃশ করিয়া ফেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও কৃশ করে, বিবেক-বর্জ্জিত ঐ সকল ব্যক্তিকে আসুর বলিয়া জানিবে ॥৫-৬

সপ্তমাতৃকাদীংশ্চ তামসান্ যে যজন্তে তেঽন্যে তামসা জ্ঞেয়াঃ। অন্য ইতি পদং ত্রিষ্বপি বৈলক্ষণ্যদ্যোতনায় সম্বধ্যতে ॥ ৪—৪ ॥

এবমনাদৃতশাস্ত্রাণাং সত্ত্বাদিনিষ্ঠা কার্য্যতো নির্ণীতা। তত্র কেচিদ্রাজসতামসা অপি প্রাগ্‌ভবীয়পুণ্যপরিপাকাৎ সাত্ত্বিকা ভূত্বা শাস্ত্রীয়সাধনেঽধিক্রিয়ন্তে। যে তু দুরাগ্রহেণ দুর্দ্দৈবপরিপাকপ্রাপ্তদুর্জ্জনসঙ্গাদিদোষেণ চ রাজসতামসতাং ন মুঞ্চন্তি, তে শাস্ত্রীয়মার্গাদ্ভ্রষ্টা অসন্মার্গানুসরণেনেহ লোকে পরত্র চ দুঃখভাগিন এবেত্যাহ দ্বাভ্যাং—।১ অশাস্ত্রবিহিতং শাস্ত্রেণ বেদেন প্রত্যক্ষেনানুমিতেন বা ন বিহিতং, অশাস্ত্রেণ বুদ্ধ্যাদ্যাগমেন

ভূতবিশেষ সকল ও সপ্তমাতৃকা প্রভৃতি যে সমস্ত উপদেবতা আছে সেই সমস্ত তামসগণের যাহারা উপাসনা করে **অন্যে**=পূর্ব্ব বর্ণিত হইতে অন্য প্রকার ব্যক্তিগণ **তামসাঃ**=তামস, জানিতে হইবে। এ স্থলে মূল শ্লোকে 'অন্যে' এই পদটী প্রত্যেকের মধ্যে বৈলক্ষণ্য (স্বতন্ত্রতা) নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনটী স্থলেই (সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিনটী স্থলেই) উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।৪—৪॥

ভাবপ্রকাশ—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্তব্যক্তিগণের পূজাই দেবতার পূজা হয়। রাজসী শ্রদ্ধালইয়া যে পূজা তাহা যক্ষ ও রাক্ষসের পূজা হয়, আর তামসী শ্রদ্ধাযুক্ত যে পূজা উহা কেবল ভূত ও প্রেতের পূজা হয়।৪॥

অনুবাদ—এই প্রকারে, যে সমস্ত ব্যক্তি শাস্ত্র অনাদর করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ তাহা তাহাদের কার্য্যের অনুসারে নির্ণয় করা হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ রাজস বা তামস হইলেও পূর্ব্বজন্মীয় পুণ্যের পরিপক্কতাহেতু সাত্ত্বিক হইয়া গিয়া শাস্ত্রোক্ত সাধনের (ক্রিয়া কলাপের) অধিকারী হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহারা দুরাগ্রহবশতঃ এবং দৈবদুর্বিপাক নিবন্ধন (দুরদৃষ্ট নিবন্ধন) প্রাপ্ত দুষ্ট লোকের সংসর্গ প্রভৃতি দোষের জন্য স্বীয় স্বাভাবিক রাজসতামসতা অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণাত্মকতা পরিত্যাগ করে না, তাহারা শাস্ত্রীয় (শাস্ত্রোক্ত) মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে এবং অসৎ মার্গের অনুসরণ করায় তাহারা ইহলোকে এবং পরলোকেও কেবল দুঃখভাগীই হইয়া থাকে। তাহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—।১ **অশাস্ত্রবিহিতম্**=যাহা শাস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা অনুমিত বেদ বচনের দ্বারা বিহিত হয় নাই। [**তাৎপর্য্য**—যে সমস্ত কর্ম্মের বিষয়ক বেদবচন পাওয়া যায় সেইগুলি প্রত্যক্ষ বেদের দ্বারা বিহিত। আর এমন

বোধিতং বা, ঘোরং পরস্যাত্মনঃ পীড়াকরং তপস্তপ্তশিলারোহণাদি তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি যে জনাঃ।২ দম্ভো ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনং অহঙ্কারোঽহমেব শ্রেষ্ঠ ইতি দুরভিমানঃ, তাভ্যাং

অনেক কর্ম্ম আছে যেগুলির কর্ত্তব্যতাবিধায়ক শ্রুতিবচন পাওয়া যায় না অথচ মনু প্রভৃতি শিষ্টগণ সেই গুলির বিধান করিয়া গিয়াছেন, সে স্থলে প্রত্যক্ষ বেদবচন নাই বলিয়া, সেগুলি কি গ্রাহ্য অথবা পরিত্যাজ্য, এইরূপ সংশয় হয়। ইহার মীমাংসা করিবার জন্য পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে পরমর্ষি জৈমিনি "অপি বা কর্তৃ সামান্যাৎ প্রমাণম্ অনুমানং স্যাৎ" এই সিদ্ধান্ত সূত্র উপন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন—মনু প্রভৃতি শিষ্টগণ পরম আস্তিক পরম বৈদিক; তাঁহারা কৃৎস্নবেদতত্ত্বজ্ঞ। তাঁহারা বেদার্থেরই সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে স্মরণ রাখিবার জন্য স্মৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাহা উপনিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বেদেরই অর্থ, বেদবহির্ভূত বিষয় কি তাঁহারা বলিতে পারেন? কাজেই বর্ত্তমানকালে তাদৃশ কর্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি বচন পাওয়া না যাইলেও তাহা যে এক সময় ছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়, তাহা না হইলে পরম বৈদিক, পরম আপ্ত মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাহা কোথা হইতে জানিলেন? তবে বর্ত্তমান সময়ে বহু বেদশাখা লুপ্ত হওয়ায় ঐ গুলির বিধায়ক বচন পাওয়া যায় না। অথবা পাছে শাখাসাঙ্কর্য্য ঘটে এই ভয়ে, শাখান্তর বিহিত অথচ সর্ব্বশাখার পক্ষে অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি মন্বাদি স্মৃতিকারগণ বেদার্থ স্মরণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিধিগুলি একত্র নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর স্বশাখাই অধ্যেয় বলিয়া সেই শাখীর পক্ষে শাখান্তরীয় বিষয়গুলি অপ্রত্যক্ষ অনুমানাত্মক। এইজন্য শিষ্ট পরিগৃহীত আচার এবং স্মৃতি হইতে শ্রুতি বচনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই জন্য মীমাংসা শাস্ত্রে অনেক স্থলে 'স্মৃতি' এই অর্থে 'অনুমান' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সূত্রটীর অর্থ এই যে প্রত্যক্ষ যে বেদবচন তাহা যেমন প্রমাণ, অনুমানরূপ স্মৃতি বচনও সেইরূপ প্রমাণ। যে হেতু যে স্থলে বেদ বচনের সহিত স্মৃতি বচনের একরূপতা দেখা যায়, এবং যেখানে বেদবচনের সহিত একরূপতা না থাকিলেও স্মৃতি বচনের বিরুদ্ধ কোন বেদবচন নাই তাদৃশ উভয় স্থলেই সেই স্মৃতির কর্তৃসামান্য রহিয়াছে অর্থাৎ সমানকর্তৃকতা রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যিনি এক জায়গায় বেদানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিয়াছেন অপর স্থলে যে তিনি বেদবিরোধী হইবেন তাহা বলা বিরুদ্ধ। কাজেই যে সমস্ত স্মৃতি বচনের মূলীভূত বেদবচন পাওয়া যায় সেইগুলি যেমন প্রমাণ সেই একই ব্যক্তির কর্তৃক অন্য যে সমস্ত কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে সেইগুলির পক্ষে কোনও বেদবচন পাওয়া না যাইলেও যখন তাহার বিরুদ্ধ কোন বেদবচন নাই তখন সমানকর্তৃকত্বহেতু এবং কর্ত্তার আস্তিকত্ব হেতু সেই সকল বচনও বেদবচনবৎ প্রমাণ। সুতরাং স্মৃতিবচনরূপ অনুমানও প্রমাণ। এই জন্য টীকাকার আচার্য্য এখানে 'অনুমিতেন বা বেদেন' এই কথা বলিয়াছেন।] সুতরাং অশাস্ত্র বিহিত অর্থ যাহার বিধায়ক প্রত্যক্ষ বেদবচন বা বেদবচনের অনুমাপক শিষ্ট স্মৃতি বচনও নাই। অথবা বুদ্ধ প্রভৃতির যে শাস্ত্র তাহার নাম অশাস্ত্র (অসৎ শাস্ত্র); সেই অশাস্ত্রের দ্বারা যাহা বিহিত তাহা অশাস্ত্র বিহিত। এবং যাহা **ঘোরং**=পরের এবং নিজের পীড়াকর; তাদৃশ **তপঃ**=(জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের) উত্তপ্ত শিলার উপর আরোহণ এবং অপরাপর কর্ম্ম; সেই সমস্ত **তপ্যন্তে যে জনাঃ**=যাহারা করে।২ **দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ**=দম্ভ বলিতে নিজের ধার্ম্মিকতাখ্যাপন, অহঙ্কার অর্থ 'আমিই শ্রেষ্ঠ' ইত্যাকার দুরভিমান; যাহারা সেই দম্ভ এবং অহঙ্কারের দ্বারা সংযুক্ত

সম্যগ্ যুক্তাঃ, যোগস্য সম্যক্ত্বমনায়াসেন বিয়োগজননাসামর্থ্যং কামে কাম্যমানবিষয়ে যো রাগস্তন্নিমিত্তং বলমত্যুগ্রদুঃখসহনসামর্থ্যং তেনান্বিতাঃ, কামো বিষয়েঽভিলাষঃ, রাগঃ সদাতদভিনিবিষ্টত্বরূপোঽভিষঙ্গঃ, বলমবশ্যমিদং সাধয়িষ্যামীত্যাগ্রহঃ, তৈরন্বিতা ইতি বা—।৩ অতএব বলবদ্দুঃখদর্শনেঽপ্যনিবর্ত্তমানাঃ, কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তো বৃথোপবাসাদিনা শরীরস্থং ভূতগ্রামং দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাকারেণ পরিণতং পৃথিব্যাদিভূতসমুদায়ং অচেতসো বিবেকশূন্যাঃ মাং চান্তঃশরীরস্থং ভোক্তৃরূপেণ স্থিতং ভোগ্যস্য শরীরস্য কৃশীকরণেন কৃশীকুর্ব্বন্ত এব, মামন্তর্য্যামিত্বেন শরীরান্তঃস্থিতং বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিভূতমীশ্বরমাজ্ঞালঙ্ঘনেন কর্শয়ন্ত ইতি বা—।৪ তানৈহিকসর্ব্বভোগবিমুখান্ পরত্র চাধমগতিভাগিনঃ সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্টানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরো বিপর্য্যাসরূপো বেদার্থবিরোধী নিশ্চয়ো যেষাং তান্ মনুষ্যত্বেন প্রতীয়মানানপ্যসুরকার্য্যকারিত্বাদসুরান্বিদ্ধি জানীহি পরিহরণায়।৫ নিশ্চয়স্যাসুরত্বাত্তৎ-পূর্ব্বিকাণাং সর্ব্বাসামন্তঃকরণবৃত্তীনামাসুরত্বম্ অসুরত্বজাতিরহিতানাং চ মনুষ্যাণাং কর্ম্মণৈবাসুরত্বাত্তানসুরান্ বিদ্ধীতি সাক্ষান্নোক্তমিতি চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৬—৫, ৬॥

অর্থাৎ সম্যক্ যুক্ত বা যোগবিশিষ্ট।//এস্থলে যোগের সম্যকৃত্ব হইতেছে অনায়াসে বিয়োগজননে অসামর্থ্য অর্থাৎ ঐ দম্ভাহঙ্কারকে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা **কামরাগবলান্বিতাঃ**= কাম অর্থাৎ কাম্যমান বিষয়ে যে রাগ, সেই রাগ জন্য যে বল অর্থাৎ অতি উগ্র দুঃখ সহ্য করিবার সামর্থ্য তাহার দ্বারা অন্বিত অথবা কাম অর্থ বিষয়ে অভিলাষ; রাগ অর্থ সর্ব্বদা সেই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট (আসক্ত) হইয়া থাকারূপ অভিষঙ্গ এবং বল অর্থ 'আমি অবশ্যই ইহা সম্পন্ন করিব' ইত্যাকার আগ্রহ; সেই কাম, রাগ ও বলের দ্বারা অন্বিত।৩ এই কারণে বলবৎ দুঃখ দেখিলেও তাহারা নিবৃত্ত না হইয়া **শরীরস্থং ভূতগ্রামং**=দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতরূপে পরিণত পৃথিবী আদি ভূতনিচয়কে **কর্শয়ন্তঃ**=কর্শিত করিতে থাকিয়া অর্থাৎ বৃথা উপবাস আদির দ্বারা তাহাদিগকে কৃশ করিতে থাকিয়া সেই সমস্ত **অচেতসঃ**=বিবেকশূন্য ব্যক্তিরা **অন্তঃশরীরস্থং মাং চ**=যে আমি তাহাদের শরীরের মধ্যে ভোক্তৃরূপে অবস্থিত রহিয়াছি, আমার ভোগ্য (ভোগায়তন) শরীরকে কৃশ করায় সেই আমাকেও কৃশ করিতে থকে অর্থাৎ ক্লিষ্ট করিতে থাকে (ক্লেশ দিতে থাকে)—। অথবা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের দেহ মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষিভূত ঈশ্বর আমাকে কৃশ (ক্লিষ্ট) করিতে থাকে।৪ **তান্**=সকল প্রকার ঐহিকভোগ রহিত, এবং পরত্র (পরলোকে) অধমগতিভাগী সকল প্রকার পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট সেই সমস্ত ব্যক্তিকে **আসুরনিশ্চয়ান**=আসুর নিশ্চয় বলিয়া **বিদ্ধি**=জানিও। যাহাদের নিশ্চয় অর্থাৎ সঙ্কল্প আসুর অর্থাৎ বেদার্থ বিরোধী বিপর্য্যাস স্বরূপ তাহারা আসুরনিশ্চয়; ফলিতার্থ এই যে, তাহারা মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও অসুরের কার্য্য করে বলিয়া তাহাদিগকে অসুর বলিয়াই জানিবে, যাহাতে তুমি তাহা পরিহার করিতে পার। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তাহাদের নিশ্চয় হইতেছে আসুর; কাজেই অন্তঃকরণের অন্যান্য সমস্ত বৃত্তিও সেই নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণের অন্যান্য বৃত্তির মূলে সেই নিশ্চয় আছে বলিয়া সেইগুলিরও আসুরত্ব আছে অর্থাৎ সেইগুলিও আসুরই বুঝিতে

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

সর্ব্বস্য অপি আহারঃ তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি ; তথা যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং চ ; তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রিয় আহারও তিন প্রকার ; সেইরূপ যজ্ঞ, তপঃ এবং দানও ত্রিবিধ ; তাহাদের এই প্রকার ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৭

যে সাত্ত্বিকাস্তে দেবা, যে তু রাজসাস্তামসাশ্চ তে বিপর্য্যস্তত্বাদসুরা ইতি স্থিতে সাত্ত্বিকানামাদানায় রাজসতামসানাং হানায় চাহারযজ্ঞতপোদানানাং ত্রৈবিধ্যমাহ—।১ ন কেবলং শ্রদ্ধৈব ত্রিবিধা আহারোঽপি সর্ব্বস্য প্রিয়স্ত্রিবিধ এব ভবতি সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বেন চতুর্থবিধায়াঃ অসম্ভবাৎ।২ যথা দৃষ্টার্থঃ আহারস্ত্রিবিধস্তথা যজ্ঞতপোদানান্যদৃষ্টার্থান্যপি ত্রিবিধানি।৩ তত্র—যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামো ; দ্রব্যং দেবতা ত্যাগ ইতি (কাঃ শ্রৌঃ সূঃ ১।২।১,২) কল্পকারৈর্দ্দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগোযজ্ঞ ইতি নিরুক্তঃ। স চ "যজতিনা জুহোতিনা চ চোদিতত্বেন যাগো হোমশ্চেতি দ্বিবিধঃ উত্তিষ্ঠদ্ধোমবষট্কারপ্রয়োগান্তা যাজ্যা-

হইবে। আর মনুষ্যেরা অসুর জাতীয় নহে বলিয়া অসুরত্বজাতি রহিত মনুষ্যগণের যে অসুরত্ব তাহা কর্ম্মনিবন্ধনই হইয়া থাকে অর্থাৎ কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে অসুর বলা হয় ; এই কারণে তাহাদিগকে সাক্ষাৎ অসুর না বলিয়া 'আসুর নিশ্চয়' এইরূপ বলা হইল।৬—৫, ৬॥

ভাবপ্রকাশ—তপস্যা সাত্ত্বিক কর্ম্ম সন্দেহ নাই কিন্তু এই তপস্যা দম্ভাহঙ্কারযুক্ত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা ঘোর তামস অর্থাৎ আসুর কর্ম্মে পরিণত হয়, শাস্ত্রের অবজ্ঞাপূর্ব্বক কামকারে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই আসুর কর্ম্ম হয়।৫-৬॥

অনুবাদ—যাহারা সাত্ত্বিক তাহারা দেবতা আর যাহারা রাজস ও তামস তাহারা ইহার বিপর্য্যস্ত বা বিপরীতস্বভাব হওয়ায় তাহারা অসুর, এই প্রকার ব্যবস্থা হইলে পর সাত্ত্বিকগণের আদানের (সংগ্রহের) নিমিত্ত এবং রাজস ও তামসগণের পরিহার জন্য আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইহাদের ত্রৈবিধ্য দেখাইয়া দিতেছেন—।১ শ্রদ্ধাই যে কেবল ত্রিবিধ তাহা নহে **প্রিয়ঃ আহারস্ত্বপি**=(আহারঃ তু অপি) জীবের প্রিয় আহারও **ত্রিবিধঃ ভবতি**=তিন প্রকার হইতেছে। কারণ সমস্তই যখন ত্রিগুণাত্মক তখন আর চতুর্থ প্রকার কিছু থাকিতে পারে না।২ দৃষ্টার্থ (দৃষ্টপ্রয়োজন) অর্থাৎ যাহার প্রয়োজন ইহলোকেই দৃষ্ট হয় তাদৃশ (আহার যেমন ত্রিবিধ, সেইরূপ অদৃষ্টার্থ (অদৃষ্ট প্রয়োজন অর্থাৎ যাহার ফল ইহ জন্মে দেখা যায় না সেই যজ্ঞ, তপঃ এবং দান, ইহারাও ত্রিবিধ হইতেছে।৩ তন্মধ্যে যজ্ঞ কি তাহা বলা যাইতেছে। এসম্বন্ধে কল্পসূত্রকারগণ—"যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিব, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ" এইরূপে ইহাই নিরুক্ত করিয়া (নির্ব্বচন অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগপূর্ব্বক অর্থ নিরূপণ করিয়া) দেখাইয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ আবার 'যজতি' এবং 'জুহোতি' এইপ্রকার পদের দ্বারা চোদিত (বিধিবোধিত) হয় বলিয়া তাহা যাগ ও হোম ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে "যে যজ্ঞে দাঁড়াইয়া হোম করিতে হয়, যাহার অন্তে (আহুতি প্রদানমন্ত্রের শেষে বষট্কার অর্থাৎ 'বষট্' এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় এদং যাহা যাজ্যা, পুরোনুবাক্যাযুক্ত অর্থাৎ যাহাতে যাজ্যা এবং পুরোনুবাক্যা নামক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহার নাম

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ, রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ অর্থাৎ আয়ুঃ সত্ত্ব বল আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির সম্যক্ বর্দ্ধনকারী এবং সরস স্নিগ্ধ দেহে সারাংশের উৎপাদক এবং দর্শনমাত্রেই চিত্তপ্রীতিকর আহার সাত্ত্বিগণের প্রিয় ॥৮

পুরোনুবাক্যাবন্তো যজতয়ঃ উপবিষ্টহোমা স্বাহাকারপ্রয়োগান্তা যাজ্যাপুরোনুবাক্যারহিতাঃ জুহোতয়" ইতি (কাঃ শ্রৌঃ সূঃ ১।২।৫, ৬) কল্পকারৈর্ব্যাখ্যাতো যজ্ঞশব্দেনোক্তঃ।৪ তপঃ কায়েন্দ্রিয়শোষণং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি। দানং পরস্বত্বাপত্তিফলকঃ স্বস্বত্বত্যাগঃ। তেষামাহারযজ্ঞতপোদানানাং সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদং ময়া ব্যাখ্যায়মানমিমং শৃণু ॥ ৬—৭ ॥

আহারযজ্ঞতপোদানানাং ভেদঃ পঞ্চদশভির্ব্যাখ্যায়তে। তত্রাহারভেদস্ত্রিভিঃ—।১ আয়ুশ্চিরজীবনং, সত্ত্বং চিত্তধৈর্য্যং, বলবতি দুঃখেঽপি নির্ব্বিকারত্বাপাদকং, বলং শরীরসামর্থ্যং স্বোচিতে কার্য্যে শ্রমাভাবপ্রয়োজকং, আরোগ্যং ব্যাধ্যভাবঃ, সুখং ভোজনানন্তরাহ্লাদস্তৃপ্তিঃ, প্রীতির্ভোজনকালেঽনভিরুচিরাহিত্যমিচ্ছোৎকণ্ঠ্যং ; তেষাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিহেতবঃ—।২ রস্যাঃ আস্বাদ্যাঃ মধুররসপ্রধানাঃ, স্নিগ্ধাঃ সহজেনাগন্তুকেন বা

'যজতি' বা যাগ। আর যাহার প্রয়োগের শেষে স্বাহাকার আছে এবং যাহাতে উপবিষ্ট হইয়া আহুতি দিতে হয় তাহার নাম 'জুহোতি' (হোম)'। এই প্রকারে কল্পসূত্রকারগণ যে যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, এখানেও যজ্ঞ শব্দে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।৪ তপস্যা বলিতে যাহা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির শোষণ অর্থাৎ যাহাতে দেহেন্দ্রিয়াদি শুষ্ক, নীরস হইয়া যায় সেই কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি। দান অর্থ কোন বস্তুতে নিজের সে স্বত্ব (অধিকার) ছিল তাহাকে এমন ভাবে ত্যাগ করিতে হইবে যাহার ফলে তাহাতে অপরের স্বত্ব বা অধিকার জন্মায়।৫ **তেষাং**=সেই আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দান এগুলির **ভেদম্ ইমম্**=যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ আছে তাহা আমি ব্যাখ্যা করিতেছি **শৃণু**=তুমি শুন।৬—৭॥

অনুবাদ—এক্ষণে পনেরটী শ্লোকে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইহাদের যে ভেদ আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। তন্মধ্যে "আয়ুঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া তিনটী শ্লোকে আহারের বিষয় বলিতেছেন।১ **আয়ুঃ** অর্থ চিরজীবন বা দীর্ঘজীবন; **সত্ত্ব** অর্থ চিত্তের ধৈর্য্য, যাহা বলবৎ দুঃখ উপস্থিত হইলেও চিত্তের নির্ব্বিকারতা সম্পাদন করে; **বল** অর্থ শরীরের সামর্থ্য—(সমর্থতা), যাহার জন্য নিজ উপযুক্ত কার্য্যে শরীরে শ্রম হয় না; **আরোগ্য** অর্থ ব্যাধির অভাব—রোগ না থাকা; **সুখ** অর্থ ভোজনানন্তর আহ্লাদ রূপ তৃপ্তি; এবং **প্রীতিঃ** অর্থ ভোজনকালে অনভিরুচিরাহিত্য অর্থাৎ অরুচি না থাকা, বা ইচ্ছার (ভোজনেচ্ছার) উৎকটতা বা আধিক্য। যাহা এই সমস্ত গুলির **বিবর্দ্ধন**=বিশেষরূপে বৃদ্ধির হেতু—।২ আর যাহা **রস্যাঃ**=আস্বাদ্য বা মধুর রসপ্রধান; যাহা **স্নিগ্ধাঃ**=সহজ স্বাভাবিক অথবা আগন্তুক স্নেহ সংযুক্ত; যাহা **স্থিরাঃ**=অর্থাৎ রসাদি অংশে (রসাদিরূপে) শরীরমধ্যে

কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ, দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ অর্থাৎ অতিকটু অতিঅম্ল, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ অতিবিদাহী এইগুলি রাজসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয় খাদ্য ; এইগুলি ক্লেশ, অবসাদ এবং রোগ উৎপাদন করে ।৯

স্নেহেন যুক্তাঃ, স্থিরাঃ রসাদ্যংশেন শরীরে চিরকালস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ হৃদয়ঙ্গতাঃ দুর্গন্ধাশুচিত্বাদিদৃষ্টাদৃষ্টদোষশূন্যাঃ আহারাশ্চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়াঃ সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াঃ, এতৈর্লিঙ্গৈঃ সাত্ত্বিকা জ্ঞেয়াঃ সাত্ত্বিকত্বমভিলষদ্ভিশ্চৈত আদেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৮ ॥

অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি যোজনীয়ঃ। কটুস্তিক্তঃ কটুরসস্য তীক্ষ্ণশব্দেনোক্তত্বাৎ। তত্রাতিকটুর্নিম্বাদিঃ ; অত্যম্লাতিলবণাত্যুষ্ণাঃ প্রসিদ্ধাঃ ; অতিতীক্ষ্ণোমরীচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ স্নেহশূন্যঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সন্তাপকো রাজিকাদিঃ।১ দুঃখং তৎকালিকীং পীড়াং, শোকং পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যং, আময়ং রোগঞ্চ ধাতুবৈষম্যদ্বারা প্রদদতীতি তথাবিধা আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ। এতৈর্লিঙ্গৈঃ রাজসা জ্ঞেয়াঃ সাত্ত্বিকৈশ্চৈত উপেক্ষণীয়া ইত্যর্থঃ ॥ ২—৯ ॥

চিরকাল স্থায়ী হয় ; এবং যাহা হৃদ্যাঃ=হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ দুর্গন্ধ, অশুচিত্ব, দৃষ্ট এবং অদৃষ্টদোষ বিহীন ;—এতাদৃশ আহারাঃ=চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় রূপ যে আহার তাহাই সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ=সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হইয়া থাকে। এই সমস্ত লিঙ্গ (লক্ষণের) দ্বারা সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের জানিতে হয় অর্থাৎ যাহারা এতাদৃশ আহারেই প্রবৃত্ত তাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। আর যাহারা নিজেদের সাত্ত্বিকত্ব অভিলাষ করে তাহাদেরও উচিত এই সমস্ত প্রকার আহার গ্রহণ করা। যে প্রকার আহারের কথা উল্লিখিত হইল তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া তাহাকে স্বাভাবিক করিতে পারিলে স্বীয় প্রকৃতিকেও সাত্ত্বিক করা যায়, ইহাই অভিপ্রায় ।৩—৮ ॥

অনুবাদ—'অতি' শব্দটীকে কটু প্রভৃতি সাতটীর সহিতই সংযুক্ত করিতে হইবে। কটু বলিতে এখানে তিক্ত বুঝিতে হইবে, কারণ 'তীক্ষ্ণ' শব্দের দ্বারা এইখানেই কটু রসের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।২ তন্মধ্যে অতি কটু হইতেছে নিম্ব প্রভৃতি দ্রব্য। অতি অম্ল, অতি লবণ এবং অতি উষ্ণ এগুলি খুবই প্রসিদ্ধ। অতিতীক্ষ্ণ হইতেছে মরীচ আদি পদার্থ ; অতি রুক্ষ অর্থাৎ স্নেহশূন্য (যাহার মধ্যে তৈলাংশ মোটেই নাই) তাহার উদাহরণ যেমন কঙ্গু, কোদ্রব প্রভৃতি দ্রব্য। অতি বিদাহী অর্থাৎ সন্তাপজনক বস্তু হইতেছে রাজিক (রাই সরিষা) প্রভৃতি।৩ এই সমস্ত দ্রব্যগুলি তাৎকালিক দুঃখ অর্থাৎ পীড়া, শোক অর্থাৎ পশ্চাৎভাবী (উত্তর কালে) দৌর্ম্মনস্য এবং ধাতুবৈষম্য ঘটাইয়া আময় অর্থাৎ রোগ প্রদান করিয়া থাকে ; এতাদৃশ আহার রাজসপ্রকৃতি ব্যক্তির অভিলষিত হইয়া থাকে।৪ এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা জানিতে হইবে।যে ইহারা রাজস। আর সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের এই সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করা উচিত ইহাই, অভিপ্রেত অর্থ ।২—৯॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ, উচ্ছিষ্টম্ অমেধ্যম্ চ যৎ, অপি ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ অর্থাৎ যে খাদ্য শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, রসহীন, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র সে আহার তামসিকগণের প্রিয় ॥১০

যাতযামমর্দ্ধপক্বং নির্বীর্য্যস্য গতরসপদেনোক্তত্বাদিতি ভাষ্যম্। গতরসং বিরসতাং প্রাপ্তং শুষ্কম্ যাতযামং পক্বং সৎ প্রহরাদিব্যবহিতমোদনাদি শৈত্যং প্রাপ্তং, গতরসমুদ্ধৃতসারং মথিতদুগ্ধাদীত্যন্যে।১ পূতি দুর্গন্ধং পর্য্যুষিতং পক্বং সদ্রাত্র্যন্তরিতম্ চেন তৎকালোন্মাদকরং ধুস্তূরাদি সমুচ্চীয়তে। যদতি প্রসিদ্ধং দুষ্টত্বেন উচ্ছিষ্টং ভুক্তাবশিষ্টম্। অমেধ্যং অযজ্ঞার্হমশুচি মাংসাদি। অপি চেতি বৈদ্যকশাস্ত্রোক্তমপথ্যং সমুচ্চীয়তে।২ এতাদৃশং যদ্ভোজনং ভোজ্যং তত্তামসস্য প্রিয়ং সাত্ত্বিকৈরতিদূরাদুপেক্ষণীয়মিত্যর্থঃ। এতাদৃশভোজনস্য দুঃখশোকাময়প্রদত্বমতিপ্রসিদ্ধমিতি কণ্ঠতো নোক্তম্।৩ অত্র চ ক্রমেণ রস্যাদিবর্গঃ সাত্ত্বিকঃ, কট্বাদিবর্গো রাজসঃ, যাতযামাদিবর্গস্তামস ইত্যুক্ত-

অনুবাদ—যাতযাম অর্থ এখানে অর্দ্ধপক্ক বা অর্দ্ধসিদ্ধ; ইহার অর্থ নির্বীর্য্য নহে, কারণ 'গতরস' এই পদের দ্বারা নির্বীর্য্য এই অর্থটী উক্ত হইয়া গিয়াছে—ভাষ্যমধ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন। আর গতরস অর্থ বিরসতা প্রাপ্ত—(যাহার রস বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে) অর্থাৎ শুষ্ক। অন্য কেহ কেহ বলেন,—অন্নাদি পাক করিবার পর প্রহরাদি কাল ব্যবহিত হইলে অর্থাৎ অনেকটা সময় কাটিয়া গেলে তাহা শীতলতা প্রাপ্ত হয়; তাহাই যাতযাম পদের অর্থ; আর গতরস অর্থ যাহার সারাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে (তুলিয়া লওয়া হইয়াছে) তাদৃশ পদার্থ; যেমন মথিত দুগ্ধাদি।১ পূতি অর্থ দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত বলিতে যাহা পাক করিবার পর রাত্রি ব্যবহিত হইয়াছে। "পর্য্যুষিতং চ" এস্থলে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় তাৎকালিক উন্মাদনাকর অর্থাৎ সেই সময় ক্ষণিক মত্ততা জনক যে ধুস্তুরাদি তাহার সমুচ্চয় (গ্রহণ) করিতে হইবে। উচ্ছিষ্ট বলিতে ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য, যাহা দুষ্ট (দূষণীয়) বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে; আর অমেধ্য বলিতে অযজ্ঞার্হ (যজ্ঞের অনুপযুক্ত) অশুচি মাংসাদি; অর্থাৎ যাদৃশ মাংসাদি যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না, তাহাই এখানে অমেধ্য পদের অর্থ।১ "উচ্ছিষ্টমপি চ" এস্থলে "অপি চ" এই শব্দটী থাকায় বুঝিতে হইবে যে বৈদ্যশাস্ত্রে যে সমস্ত অপথ্য উল্লিখিত আছে সেই গুলিরও সমুচ্চয় (সংগ্রহ) করিতে হইবে।২ এতাদৃশ যে ভোজনং=ভোজ্য বা খাদ্য তাহা—তামসপ্রিয়ম্=তামস প্রকৃতি ব্যক্তিরই প্রিয় হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের উচিত ইহাকে দূর হইতে উপেক্ষা করা, ইহার তাৎপর্য্যার্থ। এই প্রকার খাদ্যের দুঃখশোকময়প্রদত্ব অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ এতাদৃশ খাদ্য ভোজনে যে দুঃখ, শোক এবং আময় (ব্যাধি) জন্মায় তাহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হওয়ায় তাহা আর পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইল না।৩ এস্থলে অষ্টম হইতে দশম পর্য্যন্ত

মাহারবর্গত্রয়ং। তত্র সাত্ত্বিকবর্গবিরোধিত্বমিতরবর্গদ্বয়ে দ্রষ্টব্যম্। তথা হ্যতিকটুত্বাদিকংরস্যত্ব বিরোধি তাদৃশস্যানাস্বাদ্যত্বাৎ। রূক্ষত্বং স্নিগ্ধত্ববিরোধি। তীক্ষ্ণত্ববিদাহিত্বে ধাতুপোষণবিরোধিত্বাৎ স্থিরত্ববিরোধিনী। অত্যুষ্ণত্বাদিকং হৃদ্যত্ববিরোধি। আময়প্রদত্বমায়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যবিরোধি দুঃখশোকপ্রদত্বং সুখপ্রীতিবিরোধি এবং সাত্ত্বিকবর্গবিরোধিত্বং রাজসবর্গে স্পষ্টম্।৫ তথা তামসবর্গেঽপি গতরসত্বযাতযামত্বপর্য্যুষিতত্বানি যথাসম্ভবং রস্যত্বস্নিগ্ধত্বস্থিরত্ববিরোধীনি। পূতিত্বোচ্ছিষ্টত্বামেধ্যত্বানি হৃদ্যত্ববিরোধীনি। আয়ুঃসত্ত্বাদিবিরোধিত্বং তু স্পষ্টমেব। রাজসবর্গে দৃষ্টবিরোধমাত্রং তামসবর্গে তু দৃষ্টাদৃষ্টবিরোধ ইত্যতিশয়ঃ॥ ৬-–১০॥

তিনটী শ্লোকে যথাক্রমে রস্যাদিবর্গরূপ সাত্ত্বিক আহার, কটু আদি বর্গরূপ রাজসিক আহার এবং যাতযামাদি বর্গরূপ তামস আহার, এই ত্রিবিধ আহারবর্গ কথিত হইল।৪ তন্মধ্যে অন্য বর্গদ্বয়ের অর্থাৎ রাজস ও তামস এই দ্বিবিধ আহার বর্গের সাত্ত্বিক আহার বর্গের বিরোধিতা আছে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক আহার বর্গদ্বয় সাত্ত্বিক আহারবর্গের বিরোধী। যেহেতু,—রাজস বর্গের অতিকটুত্বাদি সাত্ত্বিক বর্গের রস্যত্বের বিরোধী; কারণ তাদৃশ খাদ্য অনাস্বাদ্য অর্থাৎ মধুর রসবিহীন হইয়া থাকে। রাজসবর্গের রুক্ষত্ব সাত্ত্বিক বর্গের স্নিগ্ধত্বের বিরোধী; তীক্ষ্ণত্ব, এবং বিদাহিত্ব শরীরস্থ ধাতুর পরিপুষ্টির বিরোধী হওয়ায় স্থিরত্বের বিরোধী; অত্যুষ্ণত্বাদি হৃদ্যত্বের বিরোধী; আময়প্রদত্ব সাত্ত্বিকবর্গের আয়ুঃ, সত্ত্ব বল ও আরোগ্যপ্রদত্বের বিরোধী। আর দুঃখ শোকপ্রদত্ব সুখ ও প্রীতির বিরোধী। এই প্রকারে রাজসিক আহারবর্গে সাত্ত্বিক আহারবর্গের যে বিরোধিতা আছে তাহা অতি স্পষ্ট।৫ এইরূপ তামসবর্গেরও যে গতরসত্ব, যাতযামত্ব, পর্য্যুষিতত্ব প্রভৃতি আছে ঐ গুলিও যথাক্রমে সাত্ত্বিকবর্গের রস্যত্ব, স্নিগ্ধত্ব এবং স্থিরত্বের বিরোধী। পূতিত্ব, উচ্ছিষ্টত্ব এবং অমেধ্যত্ব এইগুলি সাত্ত্বিক বর্গের হৃদ্যত্বের বিরোধী। আর ঐ গুলি যে আয়ুঃ, সত্ত্ব প্রভৃতির বিরোধী তাহা অতি স্পষ্টই অর্থাৎ সহজবোধ্য। এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে সাত্ত্বিক বর্গের সহিত রাজসিক আহার বর্গের যে বিরোধ তাহা কেবলমাত্র দৃষ্ট বিরোধ অর্থাৎ তাহার ফল এইখানেই প্রাদুর্ভূত হইয়া শেষ হইয়া যায়, তাহাতে আর অদৃষ্টের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নাই। কিন্তু উহার তামসবর্গের যে বিরোধ তাহা দৃষ্টাদৃষ্ট বিরোধ অর্থাৎ তাহার কুফল ইহলোকেই অনুভূত হয় এবং তাহা অদৃষ্টের সহিত অনুবদ্ধ হইয়া পরলোকেও অমঙ্গল ঘটায়।৬—১০॥

ভাবপ্রকাশ—ষোড়শ অধ্যায়ে যেমন বিস্তৃতভাবে আসুর সম্পদ বলিয়াছেন এখানেও বিস্তৃতভাবে রাজস ও তামস আহার এবং যজ্ঞাদির কথা বলিয়াছেন যাহাতে রাজস ও তামস আহারাদি পরিত্যক্ত হইয়া সাত্ত্বিক আহারাদির গ্রহণ হইতে পারে। কোন্ আহার কাহার প্রিয় ইহা দেখিলেই বুঝা যায় যে কাহার কেমন প্রকৃতি ও সংস্কার।৭-১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যমেব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ অর্থাৎ ফলকামনাহীন ব্যক্তি অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে মনকে একাগ্র করিয়া যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহা সাত্ত্বিক ॥১১

ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তং ত্রিবিধং যজ্ঞমাহ ত্রিভিঃ—। অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসচাতুর্ম্মাস্যপশুবন্ধজ্যোতিষ্টোমাদির্যজ্ঞো দ্বিবিধঃ কাম্যো নিত্যশ্চ।১ ফলসংযোগে চোদিতঃ কাম্যঃ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণৈব মুখ্যকল্পেনানুষ্ঠেয়ঃ।২ ফলসংযোগং বিনা জীবনাদিনিমিত্তসংযোগেন চোদিতঃ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারাসম্ভবে প্রতিনিধ্যাদ্যুপাদানেনামুখ্যকল্পেনাপ্যনুষ্ঠেয়ো নিত্যঃ।৩ তত্র সর্ব্বাঙ্গোপসংহারাসম্ভবেঽপি প্রতিনিধিমুপাদায়াবশ্যং যষ্টব্যমেব প্রত্যবায়পরিহারায়া-

অনুবাদ—এক্ষণে তিনটী শ্লোকে ক্রমপ্রাপ্ত তিনপ্রকার যজ্ঞের কথা বলিতেছেন—। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুবন্ধ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যে সমস্ত যজ্ঞ আছে সে গুলি দুইপ্রকার,—কাম্য ও নিত্য।১ যেগুলি ফলসংযোগ সহকারে অর্থাৎ ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক চোদিত (বিধি বাক্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই গুলি কাম্য; সেগুলির অনুষ্ঠান করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গের উপসংহার (সমাহার বা সংগ্রহ) পূর্ব্বক মুখ্য কল্প অনুসারেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। [অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মের যত কিছু অঙ্গ ও উপাঙ্গ আছে তৎসমুদায়ই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং যথায় যে যে দ্রব্যের প্রয়োগ যে যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে তথায় সেই সেই দ্রব্যেরই আহরণ করিয়া ঠিক সেই সেই প্রকারে প্রধানকল্পে তাহার প্রযোগ করিতে হইবে; ইহাতে অসামর্থ্য বিধায় পারিলাম না বা মুখ্য কল্পের বিনিময়ে অনুকল্প করিলাম, এরূপ চলিবে না। তাহা করিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে—ফলহানি ঘটিবে।২] আর যাহা যে সমস্ত কর্ম্ম ফল সংযোগ (ফলনির্দ্দেশ) বিনাই চোদিত অর্থাৎ বিধিবোধিত হইয়াছে, জীবনাদির সংযোগই যাহার নিমিত্ত অর্থাৎ জীবন থাকিলে যাহা অবশ্যই করিতে হইবে এবং সর্ব্বাঙ্গের উপসংহার অসম্ভব হইলে প্রতিনিধির উপাদান (গ্রহণ) করিয়া অমুখ্য কল্প (গৌণ কল্পে) বা অনুকল্পেও যাহার অনুষ্ঠান করা করা যায় তাহাই নিত্য*।৩ [তাৎপর্য্য—এই যে, ফলসংযোগ নিত্যকর্ম্মের নিমিত্ত বা হেতু নহে;

---

* নিত্য কর্ম্ম বলিতে কেহ যেন এমন না বুঝেন যে, যাহা প্রতিদিন কর্ত্তব্য তাহাই নিত্যকর্ম্ম বস্তুতঃ ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ। নিত্যত্বের জ্ঞাপক লক্ষণ যাহাতে আছে, যে কর্ম্মের বিধায়ক শাস্ত্রবাক্যের নিত্যত্ববোধক লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহাই নিত্যকর্ম্ম। নিত্যকর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন—"নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ। উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ। ফলাশ্রুতের্বীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥" অর্থাৎ শাস্ত্রমধ্যে—যে কর্ম্মের বিধায়ক বাক্যের সহিত 'নিত্য' এই শব্দটী, 'সদা' এই শব্দটী 'যাবদায়ুঃ' 'যাবজ্জীব' ইত্যাদি শব্দ পঠিত আছে, যে কর্ম্মের কাল উপস্থিত হইলে অধিকারী ব্যক্তির তদতিক্রমে দোষ (প্রত্যবায়াদি) হয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে এবং যাহা অত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, যে কর্ম্মের কোন ফল শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই এবং যে কর্ম্ম বিধিবাক্যে বীপ্সা দ্বারা অর্থাৎ কোন পদের একাধিকবার প্রয়োগের দ্বারা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে তাহাই নিত্য কর্ম্ম। সুতরাং নিত্য কর্ম্ম প্রতিদিনও

বশ্যকজীবনাদি নিমিত্তেন চোদিতত্বাদিতি মনঃ সমাধায় নিশ্চিত্য অফলাকাঙ্ক্ষিভিরন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিতয়া কাম্যপ্রয়োগবিমুখৈর্বিধিদৃষ্টোযথাশাস্ত্রং নিশ্চিতো যো যজ্ঞ

লোকে ফলের উদ্দেশ্যেই কাম্য কর্ম্ম করে; এ জন্য ফল বা ফলসংযোগই সেই কাম্য কর্ম্মের প্রযোজক বা হেতু। নিত্য কর্ম্মের বিধিতে কোন ফলশ্রুতি নাই বলিয়া ফল সংযোগ নিত্য কর্ম্মের প্রযোজক নহে। প্রত্যবায় পরিহার করিবার নিমিত্তই নিত্যকর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়, কেননা নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কোন কোন মতে বিশেষ ফল নাই; কোন কোন মতে দুরিতধ্বংস (পাপপঙ্ক প্রক্ষালন) করাই তাহার ফল। প্রাচীনগণ বলেন 'বিশ্বজিৎ ন্যায়ে নিত্যকর্ম্মেরও ফল স্বর্গকল্পনীয়। যাহাই হউক ফল বিশেষ না থাকায় ফলসংযোগ নিত্যকর্ম্মের নিমিত্ত নহে। কিন্তু পুরুষের জীবনই তাহার নিমিত্ত; কেন না যতদিন বাঁচিবে ততদিন তাহা করিতে হইবে—পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হইবে, নিজেকে তজ্জন্য প্রত্যবায়ী হইতে হইবে। এই জন্য জীবনই নিত্য কর্ম্মের নিমিত্ত। কাম্য কর্ম্ম কিন্তু এরূপ নহে; যদি তুমি কামনাযুক্ত হও তবেই করিবে, তাহা না হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে পার, তাহাতে কোন প্রত্যবায় নাই। আবার প্রাপ্য ফলটীর যাহা সাধন বা উপায় তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করিবার শক্তি নাই অথচ ফলটি পাইব, এরূপ হইতে পারে না; ব্যবহার জগতেও ইহা খাটে না। কাজেই নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, আর তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে যথাযথ ভাবেই করিতে হইবে। সে সামর্থ্য যদি না থাকে তাহা হইলে সেই ফলটি লাভ করিবার ইচ্ছা অর্থাৎ কামনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে কোন দোষ নাই পক্ষান্তরে নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; কাজেই যাহার সকল অঙ্গোপাঙ্গ সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য নাই, আর যদিই বা সামর্থ্য থাকে তথাপি প্রত্যহই যে তাহা ঘটিয়া উঠিবে এমন নাও হইতে পারে, কেন না সময়ে সময়ে নানা কারণে ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়াও সম্ভব। কাজেই তাহাতে যথাশক্তিন্যায় অনুমোদিত হইয়া থাকে; যখন যেমন জুটিবে তখন মুখ্য কল্পেই হউক আর অনুকল্পেই হউক তদ্বারাই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে, ছাড়িলে চলিবে না। তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গহানি করিলে তাহা দোষের হইবে বটে, ইহাই হইল ইহাদের পার্থক্য।]৩

কর্ত্তব্য হইতে পারে আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে কর্ত্তব্য হইতে পারে। যেমন "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই শাস্ত্র বাক্যে 'অহরহঃ' পদের বীপ্সা থাকায় সন্ধ্যা বন্দনা যে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য কর্ম্ম তাহা বুঝা যায়। আবার 'অহঃ' শব্দ থাকায় তাহা যে প্রতিদিন কর্ত্তব্য তাহাও বোধিত হয়। আবার "ত্রিঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই বাক্যে তিনবার সন্ধ্যা বন্দনার উপদেশ থাকায় ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যা বন্দনা প্রতিদিন তিনবার কর্ত্তব্য, ইহা জানা যায়। এইরূপ, মরণতিথি প্রভৃতিতে পিত্রাদির শ্রাদ্ধ নিত্যকর্ম্ম; সেই সেই তিথিই তাহার অনুষ্ঠান কাল; কাজেই তাহা নিত্য হইলেও যে প্রতিদিন কর্ত্তব্য তাহা নহে। এইরূপ "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" এই শ্রুতিবাক্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্যোতিষ্টোম যাগ যে নিত্যকর্ম্ম তাহা বীপ্সাবলে বোধিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা চির জীবন ধরিয়া প্রতিদিন কর্ত্তব্য, এরূপ নহে। সুতরাং নিত্যকর্ম্ম বলিতে প্রতিদিন কর্ত্তব্য কর্ম্মই বোধিত হয়, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

অপি তু ফলম্ অভিসন্ধায় দম্ভার্থম্ এব চ যৎ ইজ্যতে হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি অর্থাৎ হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে যজ্ঞ ফলকামনা পুরঃসর অপিচ নিজ দম্ভ প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥১২

ইজ্যতেঽনুষ্ঠীয়তে স যথাশাস্ত্রমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠীয়মানো নিত্যপ্রয়োগঃ সাত্ত্বিকো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪—১১ ॥

ফলং কাম্যং স্বর্গাদি অভিসন্ধায় উদ্দিশ্য ন ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিং—। তুর্নিত্যপ্রয়োগবৈলক্ষণ্যসূচনার্থঃ ।১ দম্ভো লোকে ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনং তদর্থম্ অপি চৈবেতি বিকল্পসমুচ্চয়াভ্যাং ত্রৈবিধ্যসূচনার্থম্। পারলৌকিকং ফলমভিসন্ধায়ৈবাদম্ভার্থত্বেঽপি পারলৌকিকফলানভিসন্ধানেঽপি দম্ভার্থমেবেতি বিকল্পেন দ্বৌ পক্ষৌ। পারলৌকিকফলার্থমপ্যৈহিকলৌকিকদম্ভার্থমপীতি সমুচ্চয়েনৈকঃ পক্ষঃ ।২ এবং দৃষ্টাদৃষ্টফলাভিসন্ধিনান্তঃকরণশুদ্ধি-

সেই যে নিত্য কর্ম্ম তাহাতে সর্ব্বাঙ্গোপসংহার অসম্ভব হইলে **যষ্টব্যমেব**=প্রত্যবায় পরিহার করিবার জন্য প্রতিনিধি লইয়াও যাগ অবশ্যই করিতে হইবে, কারণ তাহা আবশ্যক জীবনাদি নিমিত্ত লইয়াই অর্থাৎ জীবনাদিকে নিমিত্ত করিয়াই চোদিত (বিধিবোধিত) হইয়াছে। **ইতি**=এই প্রকারে **মনঃসমাধায়**=মন সমাধান করিয়া অর্থাৎ ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া **অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ**=তাঁহারা অন্তঃকরণশুদ্ধির অভিলাষী বলিয়া ফলাকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের প্রয়োগে (অনুষ্ঠানে) বিমুখ হইয়া, **বিধিদৃষ্টৈঃ**=যথাশাস্ত্র (শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে) যাহা নিশ্চিত (নিরূপিত) হইয়াছে তাদৃশ **যঃ ইজ্যতে**=যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত যথাশাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র বিধিলঙ্ঘন না করিয়া অনুষ্ঠীয়মান হয় **সঃ**=সেই যে যজ্ঞ তাহা **সাত্ত্বিকঃ**=সাত্ত্বিক জানিবে ।৪—১০॥

অনুবাদ—ফলং=কাম্য (কামনার বিষয়ীভূত অর্থাৎ অভিলষিত) স্বর্গাদি **অভিসন্ধায়**=অভিসন্ধান করিয়া, (উদ্দেশ করিয়া), কিন্তু অন্তঃকরণশুদ্ধির ইচ্ছা না করিয়া, কেবল স্বর্গাদি ফলের উদ্দেশ্যে—। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত এই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহা সূচিত করিবার নিমিত্ত এখানে "তু" এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে।১ **দম্ভার্থম্**=দম্ভ অর্থ লোকে (জন সমাজে) নিজের ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন করা, সেই দম্ভের জন্য। এস্থলে **অপি চ** এবং **এব** এই পদগুলি বিকল্প এবং সমুচ্চয়ের দ্বারা ত্রৈবিধ্য সূচনা করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই বিকল্প এবং সমুচ্চয় যথা,—তাহাদের সেই যজ্ঞ দম্ভার্থ না হইলেও অর্থাৎ জনসমাজে নিজের ধার্ম্মিকত্ব প্রচার করার উদ্দেশ্যে না হইলেও তাহা পারলৌকিক ফল অভিসন্ধান করিয়াই অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ তাহারা স্বর্গাদি ফলের জন্যই তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহা না হইলে করে না। আবার পারলৌকিক ফলের অভিসন্ধান (অভিলাষ) না থাকিলেও কেবল দম্ভের জন্যই অর্থাৎ লোক সমাজে নিজের ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপনের নিমিত্তই তাহারা তাহার অনুষ্ঠান করে নচেৎ নহে। এইরূপে বিকল্প লইয়া দুইটী পক্ষ হইল। আর তাহারা যে উহা করে তাহা পারলৌকিক ফলের জন্যও বটে আবার তাহা ইহলোকে দম্ভের জন্যও বটে,—এই প্রকারে সমুচ্চয় অর্থে একটী পক্ষ হইল। অর্থাৎ রাজস যজ্ঞে যে উক্ত তিনটী পক্ষের একটী না একটী থাকেই

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে অর্থাৎ যে যজ্ঞ শাস্ত্র-বিধানহীন ও অন্নদানবিহীন, মন্ত্রহীন যথাবিহিত দক্ষিণাহীন এবং শ্রদ্ধাপরিশূন্য তাহা তামস যজ্ঞ নামে খ্যাত ॥১৩

মনুদ্দিশ্য যদিজ্যতে যথাশাস্ত্রং যো যজ্ঞোঽনুষ্ঠীয়তে তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি হানায়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ইতি যোগ্যত্বসূচনম্ ॥ ৩—১২ ॥

যথাশাস্ত্রবোধিতবিপরীতং অন্নদানহীনং স্বরতো বর্ণতশ্চ মন্ত্রহীনং যথোক্তদক্ষিণাহীন-মৃত্বিগ্‌দ্বেষাদিনা শ্রদ্ধারহিতং তামসং যজ্ঞং পরিচক্ষতে শিষ্টাঃ ।১ বিধিহীনত্বাদ্যে-

তাহা "অপি চ" এবং "এব" এই দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় সূচিত হইয়াছে ।২ এইরূপে দৃষ্টাদৃষ্ট ফলাভিলাষী (দৃষ্ট ফল—ইহলোকে দম্ভ প্রভৃতি, আর অদৃষ্টফল—পরলোকে স্বর্গ প্রভৃতি, তদভিলাষী) হইয়া যৎ **ইজ্যতে**=শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যজ্ঞ করে হে **ভরতশ্রেষ্ঠ**=ভরতবংশীয়াগ্রগণ্য অর্জ্জুন ! **তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্** =তুমি জানিও যে তাহা রাজস যজ্ঞ হইতেছে ; তাহা জানিবার কারণ এই যে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে ।৩—১২॥

অনুবাদ—বিধীহীনম্=যাহা শাস্ত্রবোধিতের বিপরীত অর্থাৎ শাস্ত্রে যেমন বিধি আছে তাহার বিপরীত। **অসৃষ্টান্নম্**=অন্নহীন (যাহাতে দীন দুঃখী অতিথি অভ্যাগত এক মুষ্টি অন্ন পায় না), **মন্ত্রহীনম্**=যেখানে স্বরতঃ এবং বর্ণতঃ মন্ত্রের হানি আছে [অর্থাৎ মন্ত্রের উদাত্ত স্বরের স্থলে যে অনুদাত্ত স্বরের উচ্চারণ কিংবা, অনুদাত্তস্বরের পরিবর্ত্তে উদাত্ত স্বরের উচ্চারণ তাহাই স্বরত মন্ত্রহানি (মন্ত্রহীনতা) ; আর মন্ত্রে প্রযুক্ত একটী বর্ণের স্থলে যে অন্য একটী বর্ণের প্রয়োগ তাহাই বর্ণতঃ মন্ত্রহানি (মন্ত্রহীনতা)। যজ্ঞে উচ্চার্য্যমাণ বা উচ্চারণীয় মন্ত্রের যদি স্বরতঃ কিংবা বর্ণতঃ কোন হানি হয় তাহা হইলে তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি ত হয়ই না প্রত্যুত অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য নিরুক্তকার বলিয়াছেন—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥" অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়া যদি স্বরতঃ বা বর্ণতঃ তাহার কোন হীনতা বা হানি অর্থাৎ ত্রুটি ঘটে তাহা হইলে তাহা মিথ্যাপ্রযুক্ত,—অযথার্থভাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহা প্রকৃত অভিলষিত অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে না ; পক্ষান্তরে তাহা বাগ্‌বজ্র হইয়া যজমানের অনিষ্টসম্পাদন করিয়া থাকে ; যেমন দেব ত্বষ্টা ইন্দ্রের মারণোদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া "স্বাহা ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" এই বলিয়া আহুতি প্রদানকালে "ইন্দ্রশত্রু" এই পদটীর আদ্যস্বর উদাত্ত না হইয়া অন্ত্যস্বর উদাত্তরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে উহা ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস না হইয়া বহুব্রীহি সমাস হইয়াছিল অর্থাৎ 'ইন্দ্রের শত্রু' এইরূপ ষষ্ঠী সমাস না হইয়া 'ইন্দ্র শত্রু যাহার' এইরূপে বহুব্রীহি সমাস হইয়া গিয়াছিল। আর তাহা হওয়ায় সেই যজ্ঞীয় আহুতি হইতে উদ্‌ভূত ব্যক্তি—বৃত্রাসুর ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ হন্তা না হইয়া ইন্দ্রই তাহার শত্রু অর্থাৎ হন্তা হইয়াছিল। এই প্রকারে মন্ত্রের স্বরতঃ অপরাধ বা ত্রুটি ঘটায় এইরূপ বিপরীত ঘটিয়াছিল। ইহাই হইল মন্ত্রহীনতা।] আর যাহা **অদক্ষিণম্**=যথোক্ত দক্ষিণাবিহীন,—শাস্ত্রে যেরূপ দক্ষিণার কথা বলা হইয়াছে তাহা যাহাতে নাই অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের প্রতি বিদ্বেষাদিবশতঃ—

কৈকবিশেষণঃ পঞ্চবিধঃ সর্ব্ববিশেষণসমুচ্চয়েন চৈকবিধ ইতি ষট্। দ্বিত্রিচতুর্ব্বিশেষণসমুচ্চয়েন চ বহবো ভেদাস্তামযজ্ঞস্য জ্ঞেয়াঃ।২ রাজসে যজ্ঞেঽন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবেঽপি

‘ও বেটা বামুনকে আবার কত দেবে, যা দিচ্চি এই যথেষ্ট’ ইত্যাদি প্রকার বিদ্বেষবশতঃ যেখানে শাস্ত্রীয় দক্ষিণা দেওয়া না হয়। আর যাহা **শ্রদ্ধাবিরহিতম্**=যাহাতে শ্রদ্ধা নাই **যজ্ঞম্**=তাদৃশ যে যজ্ঞ তাহাকে শিষ্টগণ **তামসং পরিচক্ষতে**=তামস বলিয়া থাকেন।১ এই যে তামস যজ্ঞ ইহা বিধিহীনত্ব আদি পাঁচটী বিশেষণের এক একটী বিশেষণ লইয়া পঞ্চবিধ; আর সকল বিশেষণগুলির সমুচ্চয়ে উহা একবিধ; এইরূপে উহা ছয় রকম হইল। আবার ঐগুলির যে কোন পর পর দুইটী বিশেষণের সমুচ্চয়ে, তিনটী বিশেষণের সমুচ্চয়ে, কিংবা চারিটী বিশেষণের সমুচ্চয়ে—এই প্রকারে ঐ তামস যজ্ঞের আরও অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।২ এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, রাজস যজ্ঞে অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ নাই হউক তথাপি তাহাতে ফলোৎপাদক অপূর্ব্ব হইয়া থাকে, কারণ তাহা যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে তামস যজ্ঞে কোনও ফলোৎপাদক অপূর্ব্বই হয় না, কারণ তাহা শাস্ত্রবিধিমতে অনুষ্ঠিত হয়না।৩ [**তাৎপর্য্য**—এই যে, যজ্ঞ ক্রিয়াত্মক হওয়ায় উৎপত্তির পরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। আর যজ্ঞজন্য যে ফললাভ হয় তাহাও যজ্ঞের সমকালেই হয়না কিন্তু বহু বিলম্বেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে যজ্ঞরূপ কারণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার ফলও উৎপন্ন হইতে পারে না। কুম্ভকার মরিয়া গেলে, কিংবা চক্রসূত্রাদি নষ্ট হইয়া গেলে কি আর তাহা হইতে ঘট, পটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়? অধিক কি যজ্ঞের ফল হওয়া ত দূরের কথা, যজ্ঞের সাঙ্গতা হওয়াই দুর্ঘট; কেন না এক একটী অঙ্গও ত এক একটী ক্রিয়াত্মক। যখন একটী অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় তাহার পরক্ষণেই ত তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়? সুতরাং তাহার সহিত প্রধান বা অঙ্গী যে যজ্ঞ তাহার সম্বন্ধ হইবে কিরূপে? এরূপ হয় বলিয়া যজ্ঞের সাঙ্গতা হওয়াই দুর্ঘট। কাজেই যজ্ঞ হইতে ফললাভ হইবে ইহা একেবারেই অযৌক্তিক। এই প্রকার আপত্তি উঠিলে ইহার সমাধানকল্পে মীমাংসকগণ যাহা বলেন তাহা এইরূপ, “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত” ইত্যাদি বাক্যে “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং” এই স্থলে তৃতীয়াশ্রুতি দ্বারা ইহাই প্রমিত হয় যে উক্ত যাগ স্বর্গের সাধন। অলৌকিক অর্থ বিষয়ে শাস্ত্রই যখন একমাত্র প্রমাণ তখন এই শাস্ত্রটীরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কিত হইতে পারে না। অথচ যুক্তির দ্বারা দেখা যায় যে যাগ ক্ষণিক হওয়ায় ফলকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। তাহা হইলে উক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে এমন কিছু কল্পনা করিতে হইবে যাহাতে যাগের ফলজনকতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু যাগ যে ফলকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া ফল দান করিবে, ইহা হয় না, কারণ যাগ ক্ষণিক; আর উহা বিনষ্ট হইয়াও যে ফল জন্মাইবে তাহাও হইতে পারে না, যেহেতু মৃত কুম্ভকার কিংবা দগ্ধতন্তু ঘট-পটাদি কার্য্য জন্মাইতে পারে না। এই কারণে ‘অপূর্ব্ব’ নামক একটী পদার্থের কল্পনা অবশ্যই করিতে হইবে। এই অপূর্ব্ব হইতেছে যাগের অবান্তর ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ, কিংবা যাগজন্য শক্তি বিশেষ। এই জন্য মীমাংসকগণ বলেন—“ক্ষণিকস্য বিনষ্টস্য স্বর্গহেতুত্বকল্পনম্। বিরুদ্ধং মান্তরেণাতঃ শ্রেয়োঽপূর্ব্বস্যকল্পনম্। অবান্তরব্যাপৃতি বা শক্তির্ব্বা যাগজোচ্যতে। অপূর্ব্বমিতি তদ্‌ভেদঃ প্রক্রিয়াতোঽবগম্যতাম্॥” অর্থাৎ ক্ষণিক, সুতরাং বিনষ্ট যাগের স্বর্গাদিফলকারণতাকল্পনা প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ; কাজেই ‘অপূর্ব্ব’

ফলোৎপাদকমপূর্ব্বমস্তি যথাশাস্ত্রমনুষ্ঠানাৎ তামসে ত্বযথাশাস্ত্রানুষ্ঠানান্ন কিমপ্যপূর্ব্বমস্তীত্যতিশয়ঃ ॥ ৩—১৩ ॥

বলিয়া একটী পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। যাগের অবান্তর ব্যাপার কিংবা যাগজন্য শক্তিই 'অপূর্ব্ব' এই নামে অভিহিত হয়। এই অপূর্ব্বের কি প্রকার অবান্তরভেদ আছে তাহা মীমাংসকসম্প্রদায়সিদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসারেই জানিতে হয়। ইহাতে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে যদি অপূর্ব্বেরই কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাহাইত স্বর্গের সাধন হইয়া পড়ে; আর তাহা হইলে শ্রুতিতে যে যাগকে স্বর্গের সাধন বা করণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা যে বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকার শঙ্কাও সমীচীন নহে, কারণ ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপারীর অর্থাৎ ব্যাপারবৎ পদার্থের অকিঞ্চিৎকরতা হইতে পারেনা, যেমন কুঠারের উদ্যমন অর্থাৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন এবং কাষ্ঠের উপর নিপাতন না করিলে কাষ্ঠচ্ছেদন হয় না বলিয়া উদ্যমনও নিপাতন কুঠারের ব্যাপার। ঐ উদ্যমন ও নিপাতনই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাষ্ঠচ্ছেদনাদি- রূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। তাই বলিয়া কি ইহা দ্বারা কুঠারের করণত্বের অপলাপ করা যায়, না তাহার কোন লাঘব ঘটে? আর কুম্ভকারাদির দৃষ্টান্ত দিয়া যাগের যে ফলজনকতার আক্ষেপ করে তাহাকে বলি লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করিয়া ঠিক সেই সময়েই যদি সর্পাদি দংশনে বা বজ্রাতিপতনে তাহার মৃত্যু হয় তাই বলিয়া কি নিক্ষিপ্ত বাণটী লক্ষ্যবেধরূপ কার্য্য করিবে না? অবশ্যই করিবে। সেইরূপ ক্ষণিক যাগ নষ্ট হইয়া যাইলেও তাহা হইতে যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয় তাহা ফলকালপর্য্যন্ত থাকিয়া ফলের সহিত তাহার সম্বন্ধ রাখিয়া দেয়। ইহা অবশ্যই ফলবলকল্প্য বলিতে হয়। আর যদি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হও তাহা হইলে বলিব অপূর্ব্ব হইতেছে যাগজন্য শক্তি বিশেষ। ঐ শক্তির দ্বারা যাগের ব্যবধান ঘটিলেও অর্থাৎ ফল ও যাগের মাঝখানে ঐ শক্তিটী বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে যাগের ফলজনকতার ব্যাঘাত হইতে পারেনা, কেননা দেখা যায়, উষ্ণতার দ্বারা ব্যবহিত হইলেও অগ্নিই দাহক হইয়া থাকে। অথবা অগ্নিতে জল উত্তপ্ত করিবার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও যেমন তজ্জন্য উষ্ণতা জলে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ যাগ নষ্ট হইয়া যাইলেও তজ্জন্য অপূর্ব্ব যাগকর্ত্তা আত্মার মধ্যে কার্য্যজনকরূপে বিদ্যমান থাকে। এবং তাহা উপযুক্ত সময়ে স্বোচিত ফলের জনক হয়। আর অঙ্গগুলির সহিত অঙ্গী বা প্রধান যাগেরও সম্বন্ধ হইবে না এইরূপ যাহা বলা হইয়াছিল, অপূর্ব্বের অবান্তরভেদ স্বীকার করায় তাহারও সমাধানের কোনও অনুপপত্তি নাই। কারণ, অঙ্গ ও অঙ্গীর সম্বন্ধের জন্য অঙ্গাপূর্ব্ব নামক এক একটী অপূর্ব্ব স্বীকার করা হয়। অঙ্গাপূর্ব্ব, উৎপত্ত্যপূর্ব্ব, সমুদায়াপূর্ব্ব ও ফলাপূর্ব্ব বা পরমাপূর্ব্ব এই সমস্ত হইতেছে অপূর্ব্বের অবান্তরভেদ। সুতরাং যথাযথভাবে যাগ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা কাম্য হওয়ায় রাজসিক হউক না কেন তথাপি তাহা অবশ্যই অপূর্ব্ব জন্মাইবে, তাহা না হইলে শাস্ত্রীয় বিধির অপ্রামাণ্য প্রসক্তি হয়। পক্ষান্তরে তামসযজ্ঞে শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘিত হয় বলিয়া তাহা হইতে যে অপূর্ব্ব হইতে পারেনা ইহা যুক্তিসিদ্ধ।] ৩—১৩॥

ভাবপ্রকাশ—সাত্ত্বিক যজ্ঞের প্রধান লক্ষণ যে ইহা বিধিবোধিত এবং নিষ্কাম। কর্ত্তব্যবোধে বিধি দ্বারা প্রেরিত যজ্ঞই সাত্ত্বিক, আর ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কামসঙ্কল্পচালিত যে যজ্ঞ তাহা রাজসিক। তামস যজ্ঞের প্রধান লক্ষণ হইতেছে শ্রদ্ধাবিরহিতত্ব।১১-১৩

দেব-দ্বিজ-গুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং, শৌচম্, আর্জ্জবং, ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে অর্থাৎ দেব, দ্বিজ, গুরু, ও তত্ত্ববিদ্‌গণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলি শারীর তপ বলিয়া কথিত হয় ॥১৪

ক্রমপ্রাপ্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং কথয়িতুং শারীরবাচিকমানসভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিভিঃ—। দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবসূর্য্যাগ্নিদুর্গাদয়ঃ, দ্বিজাঃ দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাঃ, গুরবঃ পিতৃমাত্রাচার্য্যাদয়ঃ, প্রাজ্ঞাঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদতদুপকরণার্থাঃ, তেষাং পূজনং প্রণামশুশ্রূষাদি যথাশাস্ত্রং—। শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং শরীরশোধনম্—। আর্জ্জবমকৌটিল্যং ভাবশুদ্ধিশব্দেন মানসে তপসি বক্ষ্যতি। শারীরং ত্বার্জ্জবং বিহিতপ্রতিষিদ্ধয়োরেকরূপ-প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশালিত্বম্।২ ব্রহ্মচর্য্যং নিষিদ্ধমৈথুননিবৃত্তিঃ, অহিংসা অশাস্ত্রপ্রাণিপীড়নাভাবঃ। চকারাদস্তেয়াপরিগ্রহাবপি। শারীরং শরীরপ্রধানৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং ন তু কেবলেন শরীরেণ পঞ্চৈতে তস্য হেতব ইতি হি বক্ষ্যতি ইত্থং শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ২—১৪ ॥

অনুবাদ—ক্রমপ্রাপ্ত তপস্যার সাত্ত্বিক আদি ভেদ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহা যে শারীর, বাচিক এবং মানস ভেদে ত্রিবিধ তাহাই বলিতেছেন—। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, অগ্নি, দুর্গা প্রভৃতি ইঁহারা হইতেছেন **দেব**; **দ্বিজ** অর্থ দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ; পিতা, মাতা, আচার্য্য প্রভৃতি ইঁহারা হইতেছেন **গুরু**; **প্রাজ্ঞ** অর্থ পণ্ডিতগণ,—যাঁহারা বেদ এবং বেদের উপকরণের (বেদাঙ্গের) অর্থ বিদিত হইয়াছেন; ইঁহাদের **পূজনম্**=যথাশাস্ত্র প্রণাম এবং শুশ্রূষা ইত্যাদি; **শৌচম্**=মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা শরীর শোধন করা। **আর্জবম্**=অকৌটিল্য অর্থাৎ অকুটিলতা বা ঋজুতা; তাহা মানস তপ নির্দ্দেশ করিবার সময়ে 'ভাবশুদ্ধি' এই শব্দের দ্বারা বলিবেন। সুতরাং এখানে **আর্জব** বলিতে শারীরিক আর্জব বুঝিতে হইবে। আর সেই শারীর আর্জব হইতেছে বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে একই প্রকারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শালিত্ব অর্থাৎ সোজাসুজি ভাবে যে বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাহাই হইতেছে **শারীর আর্জব**।১ **ব্রহ্মচর্য্যম্**=নিষিদ্ধ মৈথুন হইতে নিবৃত্তির নাম ব্রহ্মচর্য্য; **অহিংসা চ**=অশাস্ত্রীয় ভাবে যে প্রাণিপীড়ন তাহার যে অভাব তাহার নাম অহিংসা, অর্থাৎ যে হিংসা শাস্ত্রবিহিত নহে, তাহা পরিত্যাগ করাই অহিংসা; কিন্তু হিংসাত্বাবচ্ছেদে হিংসাসামান্য পরিত্যাগ করারূপ যে অহিংসা (যাহা বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের উপদেশ) তাহা এস্থলে বিবক্ষিত নহে। "অহিংসা চ" এস্থলে 'চ' শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায় অহিংসা এবং অপরিগ্রহও সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইগুলি **শারীরং**=শরীরপ্রধান কর্ত্তা প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ কর্ত্তা প্রভৃতির প্রধানতঃ শরীররূপ অংশের দ্বারা যাহা সাধ্য বা নিষ্পাদ্য; কিন্তু তাহা যে কেবলমাত্র শরীরের দ্বারাই নিষ্পাদ্য তাহা নহে। কেন না অগ্রে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিবেন "পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ"="এই পাঁচটী তাহার হেতু হইতেছে"। এইরূপ যাহা তাহাই শারীর তপ বলিয়া কথিত হয়।২—১৪॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে অর্থাৎ অন্যের মনোদুঃখ-নিবারক বাক্য, সত্য, প্রিয় ও হিতকরবাক্য এবং বেদাভ্যাস—এই গুলি বাচিক তপ বলিয়া কথিত হয়॥১৫

অনুদ্বেগকরং ন কস্যচিদ্দুঃখকরং, সত্যং প্রমাণমূলমবাধিতার্থং, প্রিয়ং শ্রোতুস্তৎকাল-শ্রুতিসুখং হিতং পরিণামে সুখকরং, চকারো বিশেষণানাং সমুচ্চয়ার্থঃ।১ অনুদ্বেগকরত্বাদিবিশেষণচতুষ্টয়েন বিশিষ্টং নত্বেকেনাপি বিশেষণেন ন্যূনং যদ্বাক্যং যথা শান্তো ভব বৎস! স্বাধ্যায়ং যোগং চানুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতীত্যাদি তদ্বাঙ্ময়ং বাচিকং তপঃ শারীরবৎ, স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ যথাবিধি বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। এবকারঃ প্রাগ্‌বিশেষণসমুচ্চয়াবধারণে ব্যাখ্যাতঃ॥ ২—১৫॥

অনুবাদ—অনুদ্বেগকরম্=যাহা কাহারও উদ্বেগজনক অর্থাৎ দুঃখকর নহে, **সত্যম্**=যাহা প্রমাণমূলক অথচ যাহার অর্থ অবাধিত (অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অবধারিত সুতরাং অবাধিত যে বাক্য তাহা সত্য; কিন্তু এতাদৃশ বাক্য সত্য হইলেও তাহা দ্বারা কোনও নিরপরাধ ব্যক্তির যদি পীড়া, দুঃখ অথবা বিপদ্ ঘটে তাহা হইলে তাহা সত্য নহে; এইজন্য বলিয়াছেন "অনুদ্‌বেগকরম্")। 'প্রিয়' বলিতে যাহা তৎকালে (শ্রবণকালে) শ্রোতার সুখকর; হিত অর্থ যাহা পরিণামে সুখকর। উক্ত বিশেষণগুলিকে সমুচ্চিত করিবার জন্য অর্থাৎ মিলিতভাবে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত "চ"কারটী প্রযুক্ত হইয়াছে।১ এই অনুদ্বেগকরত্ব প্রভৃতি চারিটী বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট যে বাক্য তাহাই বাঙ্ময় তপঃ হইবে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে কোন একটী বিশেষণেরও ন্যূনতা ঘটিলে তাহা আর বাঙ্ময় তপঃ হইবে না। উক্তপ্রকার বাক্য যেমন,—'বৎস! শান্ত হও, স্বাধ্যায় এবং যোগ অনুষ্ঠান কর, তাহাতে তোমার শ্রেয়ঃ হইবে' ইত্যাদি। এই প্রকারের যে বাক্য তাহাই শারীর তপের ন্যায়—বাঙ্ময়ং তপঃ=বাচিক তপঃ হইতেছে। আর যে স্বাধ্যায়াভ্যসন অর্থাৎ যথাবিধি বেদাভ্যাস তাহাও বাঙ্ময় তপঃ বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ মিলিত ভাবে পূর্ব্বোক্ত অনুদ্বেগকরত্বাদি বিশেষণ চতুষ্টয়যুক্ত বাক্য কথনকেও বাঙ্ময় তপঃ বলা হয় আর যথাবিধি বেদাভ্যাসকেও বাঙ্ময় তপঃ বলা হয়। ('যথাবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনধিকারীর যে শাস্ত্রপাঠ তাহা বাঙ্ময় তপঃ নহে—তাহাতে ধর্ম্ম বা পুণ্য হয় না, প্রত্যুত অধর্ম্ম বা প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে।) "চৈব" এ স্থলে যে 'এব'কারটী আছে তাহাকে সরাইয়া লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ চতুষ্টয়ের পরে বসাইয়া উহাদের সমুচ্চয়ের অবধারণ করাইবার অর্থে উহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিশেষণগুলি সমুচ্চিত (মিলিত) হইলে তবেই তাদৃশ বিশেষণ বিশিষ্ট বাক্যকে বাঙ্ময় তপঃ বলা হইবে তাহা না হইলে নহে, এই প্রকারে সমুচ্চয়বিষয়ক অবধারণ বা নিশ্চয় করাই উক্ত 'এব'-কারের অর্থ।২—১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ তপঃ মানসম্ উচ্যতে অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনভাব মনোনিগ্রহ ও অন্তঃকরণশুদ্ধি—এইগুলিই মানসিক তপঃ নামে খ্যাত॥১৬

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিশূন্য একাগ্রচিত্তে ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধতপঃ অনুষ্ঠান করেন সুধীগণ তাহাকে সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন॥১৭

মনসঃ প্রসাদঃ স্বচ্ছতা বিষয়চিন্তাব্যাকুলত্বরাহিত্যং, সৌম্যত্বং সৌমনস্যং সর্ব্বলোকহিতৈষিত্বং প্রতিষিদ্ধা চিন্তনং চ, মৌনং মুনিভাব একাগ্রতয়াত্মচিন্তনম্ নিদিধ্যাসনাখ্যং, বাক্‌সংযমহেতুর্ম্মনঃসংযমো মৌনমিতি ভাষ্যম্।১ আত্মবিনিগ্রহ আত্মনো মনসো বিশেষেণ সর্ব্ববৃত্তিনিগ্রহো নিরোধসমাধিরসংপ্রজ্ঞাতঃ।২ ভাবস্য হৃদয়স্য শুদ্ধিঃ কামক্রোধলোভাদিমলনিবৃত্তিঃ, পুনরশুদ্ধ্যুৎপাদরাহিত্যেন সম্যক্ত্বেন বিশিষ্টা সা ভাবশুদ্ধিঃ।৩ পরৈঃ সহ ব্যবহারকালে মায়ারাহিত্যং সেতি ভাষ্যম্ ইত্যেতৎ এবংপ্রকারম্ তপো মানসং উচ্যতে॥ ৪—১৬॥

শারীরবাচিকমানসভেদেন ত্রিবিধস্যোক্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমিদানীং

অনুবাদ—মনঃপ্রসাদঃ=মনের প্রসাদ অর্থাৎ স্বচ্ছতা বা বিষয়চিন্তাব্যাকুলতাহীনতা;—বিষয় চিন্তা বশতঃ মনের যে ব্যাকুলতা হয় তাহার অভাবই মনঃপ্রসাদ। **সৌম্যত্বং**=সৌমনস্য, (মনের সু-ভাব) অর্থাৎ সর্ব্বলোকের হিতৈষিত্ব, কিংবা প্রতিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা না করা। **মৌনম্**=মুনিভাব, অর্থাৎ একাগ্রতা সহকারে আত্মচিন্তন যাহার নাম নিদিধ্যাসন তাহাই মৌন বুঝিতে হইবে। ভাষ্যমধ্যে বলা হইয়াছে যে বাক্ সংযমের হেতু বা কারণ যে মনঃসংযম তাহাই মৌনপদের অর্থ।১ **আত্মবিনিগ্রহঃ**=আত্মার অর্থাৎ মনের যে বিশেষভাবে নিগ্রহ অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তিনিগ্রহ যাহাকে নিরোধসমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয় তাহাই আত্মনিগ্রহ।২ **ভাবসংশুদ্ধিঃ**=ভাবের অর্থাৎ হৃদয়ের যে সংশুদ্ধি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মলের সম্যক্ নিবৃত্তি। সম্যক্তা বিশিষ্ট যে শুদ্ধি তাহাই সংশুদ্ধি, ঐ সম্যক্তা হইতেছে এই যে, হৃদয় মধ্যে পুনর্ব্বার (কাম, ক্রোধ, লোভাদিরূপ মলের) উৎপত্তি একেবারে রহিত হইয়া যাওয়া। তাদৃশ সম্যক্ত্ব বিশিষ্ট যে ভাবশুদ্ধি তাহাই ভাবসংশুদ্ধি।৩ ভাষ্যমধ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অপরের সহিত ব্যবহার করিবার কালে যে মায়ারাহিত্য অর্থাৎ অকপটতা তাহাই ভাবসংশুদ্ধি। এই প্রকারের যে তপঃ তাহাই মানস তপঃ বলিয়া কথিত হয়।৪—১৬॥

অনুবাদ—শারীর বাচিক এবং মানসভেদে যে ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলা হইল এক্ষণে "শ্রদ্ধয়া" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে তাহারই সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রৈবিধ্য দেখাইতেছেন। **তৎ**=তাহা অর্থাৎ

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

সৎকার-মানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে, ইহ চলম্ অধ্রুবং তৎ রাজসং প্রোক্তম্ অর্থাৎ যে তপস্যা সৎকার, মান ও পূজা পাইবার জন্য দম্ভপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসী তপস্যা। এই রাজসী তপস্যা ইহলোকে অনিত্য এবং অল্পফলপ্রদ ॥১৮

মূঢ়গ্রাহেণ পরস্য উৎসাদনার্থং বা আত্মনঃ পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ অর্থাৎ মোহবশে এবং শরীরাদিকে পীড়া দিয়া বা অন্যের বিনাশোদ্দেশে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস নামে খ্যাত ॥১৯

দর্শয়তি ত্রিভিঃ। তৎপূর্ব্বোক্তং ত্রিবিধং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ তপঃ শ্রদ্ধয়া আস্তিক্য-বুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া অপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কশূন্যয়া ফলাভিসন্ধিশূন্যৈর্যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারৈর্নরৈরধিকারিভিস্তপ্তমনুষ্ঠিতং সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে শিষ্টাঃ ॥ ১৭ ॥

সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণ ইত্যেবমবিবেকিভিঃ ক্রিয়মাণা স্তুতিঃ মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ, পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চ্চনধনদানাদিঃ, তদর্থং; দম্ভেনৈব চ কেবলং ধর্ম্মধ্বজিত্বেনৈব চ ন ত্বাস্তিক্যবুদ্ধ্যা যত্তপঃ ক্রিয়তে তদ্রাজসং প্রোক্তং শিষ্টৈঃ, ইহ অস্মিন্নেব লোকে ফলদং ন পারলৌকিকং, চলমত্যল্পকালস্থায়িফলং অধ্রুবং ফলজনকতা-নিয়মশূন্যম্ ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেকাতিশয়কৃতেন দুরাগ্রহেণ আত্মনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য পীড়য়া

পূর্ব্বোক্ত ঐ **ত্রিবিধং**=শারীর, বাচিক ও মানসিক রূপ তিন প্রকার তপস্যা যখন **অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ**=ফলাভিসন্ধিশূন্য **যুক্তৈঃ**=সমাহিত অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে (সাফল্য বা অসাফল্যে) যাহারা সমপ্রকার অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি বা ফলের অপ্রাপ্তি কিছুতেই যাঁহাদের চিত্তের বিকৃতি ঘটে না তাদৃশ অধিকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক **পরয়া শ্রদ্ধয়া**=পরা অর্থাৎ অপ্রামাণ্যরূপ কলঙ্ক-রহিতা যে প্রকৃষ্টা শ্রদ্ধা তৎসহকারে **তপ্তম্**=অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে শিষ্টগণ (শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ) **সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে**=সাত্ত্বিক তপঃ বলিয়া থাকেন।১৭॥

অনুবাদ—সৎকারমানপূজার্থং=সৎকার অর্থ—‘এই ব্রাহ্মণ সাধু তপস্বী’ ইত্যাদি প্রকারে অবিবেচক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কৃত স্তব (প্রশংসা)। মান বলিতে প্রত্যুত্থান (উঠিয়া দাড়ান) এবং অভিবাদন (পাদবন্দনা) ইত্যাদি। পূজা অর্থ পাদপ্রক্ষালন, অর্চ্চনা এবং ধনদান ইত্যাদি। এই সমস্তের উদ্দেশ্যে **দম্ভেন চৈব**=কেবল দম্ভবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজিতা নিবন্ধন, **যৎ তপঃ ক্রিয়তে**=যে তপস্যা করা হয়, কিন্তু যাহা আস্তিক্যবুদ্ধিতে করা হয় না, **তৎ**=সেই তপস্যা **রাজসং প্রোক্তং**=শিষ্টগণ কর্ত্তৃক রাজস তপঃ বলিয়া কথিত হয়। আর তাহা কেবল **ইহ**=এই লোকেই ফলপ্রদ হয়, তাহার কোন পারলৌকিক ফল নাই; আর তাহা **চলম্**=অতি অল্পকাল স্থায়ী এবং **অধ্রুবম্**= ফল-জনকতানিয়মশূন্য—তাহা যে ফলপ্রসূ হইবেই তাহাতে এমন কোন নিয়ম (অবশ্যম্ভাবিকতা) নাই।১৮॥

অনুবাদ—মূঢ়গ্রাহেণ=অতিশয় অবিবেক জনিত দুরাগ্রহ নিবন্ধন, **আত্মনঃ**=

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

অনুপকারিণে দেশে কালে পাত্রে চ দাতব্যম্ ইতি যৎ দানং দীয়তে,তৎদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম অর্থাৎ কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে পূণ্যক্ষেত্রে পূণ্যকালে প্রত্যুপকারে অসমর্থ সৎপাত্রকে যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দান বলিয়া জানিবে ॥২০

পুনঃ যৎ প্রত্যুপকারার্থং ফলম্ উদিশ্য পরিক্লিষ্টং দীয়তে, তৎদানং রাজসং স্মৃতম্ অর্থাৎ পরন্তু যে দান প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদি ফলকামনায় এবং লোভাতিশয়বশতঃ চিত্তক্লেশসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া মনে করিবে ॥২১

যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং বা তত্তামসমুদাহৃতং শিষ্টৈঃ ॥ ১৯ ॥

ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তস্য দানস্য ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি ত্রিভিঃ। দাতব্যমেব শাস্ত্রচোদনাবশাদিত্যেবং নিশ্চয়েন ন তু ফলাভিসন্ধিনা যদ্দানং তুলাপুরুষাদি দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাজনকায় দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে চ পুণ্যে সূর্য্যোপরাগাদৌ (পাত্রে চেতি চতুর্থ্যর্থে সপ্তমী) কীদৃশায়ানুপকারিণে দীয়তে পাত্রায় চ বিদ্যাতপোযুক্তায় পাত্রে রক্ষকায়েতি বা। বিদ্যাতপোভ্যামাত্মনো দাতুশ্চ পালনক্ষম এব প্রতিগৃহ্ণীয়াদিতি শাস্ত্রাৎ। তদেবংভূতং দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতের **পীড়য়া**=পীড়া জন্মাইয়া **পরস্য উৎসাদনার্থং বা**=অথবা অপরের উৎসাদনের জন্য অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তির বিনাশ সাধন করিবার নিমিত্ত **যৎতপঃ**=যে অভিচারাদিরূপ তপস্যা **ক্রিয়তে**=অনুষ্ঠিত হয় **তৎ**=তাহা **তামসম্ উদাহৃতম্**=শিষ্টগণ কর্ত্তৃক তামস তপঃ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।১৯॥

অনুবাদ—এক্ষণে তিনটী শ্লোকে, ক্রমিক আগত দানের ত্রৈবিধ্য দেখাইতেছেন—। **দাতব্যমিতি**=শাস্ত্রচোদনাবশতঃ (শাস্ত্রে বিধান আছে বলিয়াই), দান করিতেই হইবে, এই প্রকার নিশ্চয় পূর্ব্বক **যৎ দানং**=যে তুলাপুরুষাদি দান **ক্রিয়তে**=করা হয়, কিন্তু কোনরূপ ফলাভিসন্ধি করিয়া যে তাহা করা হয় তাহা নহে, আর তাহা যদি **অনুপকারিণে**=অনুপকারী ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন প্রত্যুপকার করিবে না তাহাকে **দীয়তে**=দেওয়া হয় এবং তাহা যদি **দেশে**=কুরুক্ষেত্রাদিরূপ পুণ্যস্থলে, **কালে**=সূর্য্যোপরাগ (সূর্য্যগ্রহণাদিরূপ) পুণ্য সময়ে এবং **পাত্রে**=পাত্রে দেওয়া হয়—। পাত্রে এস্থলে চতুর্থী বিভক্তির অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে।—সেই পাত্র কীদৃশ? (উত্তর ;—) যদি অনুপকারী বিদ্যাতপোযুক্ত পাত্রে দেওয়া হয়।—অথবা 'পাত্রে' ইহার অর্থ রক্ষক,—যে রক্ষা করিতে সমর্থ ; কেন না শাস্ত্রে কথিত আছে যিনি স্বীয় বিদ্যা এবং তপস্যার প্রভাবে নিজেকে ও দাতাকে রক্ষা করিতে সমর্থ তিনিই প্রতিগ্রহ করিবেন। **তৎ দানম্**=এই প্রকারের যে দান তাহাই **সাত্ত্বিকং স্মৃতম্**=সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত আছে ।২০॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অদেশকালে অপাত্রেভ্যশ্চ অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং যৎ দানং দীয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ অর্থাৎ যে দান অকালে অস্থানে, অপাত্রে প্রদত্ত এবং যাহা সৎকার রহিত এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রদত্ত, তাহা তামস দান বলিয়া খ্যাত ॥২২

প্রত্যুপকারার্থং কালান্তরে মাময়মুপকরিষ্যতীত্যেবং দৃষ্টার্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎপুনর্দ্দানং সাত্ত্বিকবিলক্ষণং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চ কথমেতাবদ্ব্যয়িতমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তং যথা ভবত্যেবং চ যদ্দীয়তে, তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

অদেশে স্বতো বা দুর্জ্জনসংসর্গাদ্বা পাপহেতাবশুচিস্থানে, অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাপ্রসিদ্ধে যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ অশৌচকালে বা, অপাত্রেভ্যশ্চ বিদ্যাতপোরহিতেভ্যো নটাদিভ্যঃ দীয়তে দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং প্রিয়ভাষণপাদপ্রক্ষালনপূজাদিসৎকারশূন্যম্ অবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং চ, তদ্দানং তামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আর সাত্ত্বিক বিলক্ষণ যে দান কিন্তু **প্রত্যুপকারার্থং**=প্রত্যুপকার নিমিত্ত অর্থাৎ এ ব্যক্তি সময়ান্তরে আমার উপকার করিবে এই প্রকার দৃষ্ট ফলের উদ্দেশ্যে কিংবা **ফলম্ উদ্দিশ্য**=স্বর্গাদি ফলের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় এবং যাহা **পরিক্লিষ্টং**=‘তাইত, এতটা খরচ করা হ’ল’ এইরূপ পশ্চাত্তাপ বা অনুতাপ যুক্ত হয় এই প্রকানের যে দান তাহা **রাজস** বলিয়া স্মৃত হয়।২১॥

অনুবাদ—**অদেশে** অর্থাৎ যাহা স্বভাবত কিংবা দুর্জ্জনাদির সংসর্গে পাপজনক তাদৃশ অশুচি স্থানে। **অকালে**=অর্থাৎ যাহা পুণ্য বলিয়া কথিত নহে তাদৃশ যে কোন সময়ে, অথবা অকালে অর্থ অশৌচকালে—। **অপাত্রেভ্যঃ** অর্থাৎ নট, বিট প্রভৃতি দিগকে যে দান করা হয়। (কারণ অশৌচকালে বৈধদান নিষিদ্ধ কিংবা দেশ, কাল ও পাত্রের সম্পত্তি অর্থাৎ সমবধান বা যোগাযোগ হইলেও যাহা **অসৎকৃতম্**=প্রিয়ভাষণ, পাদপ্রক্ষালন, এবং পূজা প্রভৃতিরূপ সৎকারবিহীন এবং যাহা **অবজ্ঞাতং**=পাত্রপরিভব যুক্ত—গ্রহীতা ব্যক্তিকে মুখভঙ্গিমা করিয়া কুবাক্যাদি বলিয়া যে দান করা হয় তাদৃশ যে দান তাহা **তামস** বলিয়া উদাহৃত হয়।২২॥

ভাবপ্রকাশ—শরীরের তপস্যা, বাক্যের তপস্যা ও মনের তপস্যা পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক সাধনগুলির বিষয় পরিষ্কারভাবে এই সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। কিরূপ আহার গ্রহণ করিতে হইবে, কি ভাবে শরীর, বাক্য ও মনকে চালিত করিতে হইবে, তপস্যা কেমন করিয়া করিলে তাহা সাত্ত্বিক হয়, রাজস ও তামসভাবে তপস্যাই বা কেমন, সাত্ত্বিক দান কাহাকে বলে, রাজস ও তামস দানের ন্যূনতা কোথায় সবই অতি বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হইতেছে পরম শ্রদ্ধা সহকারে কর্ম্ম করা—“শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং”, আর তামস কর্ম্মের লক্ষণ হইতেছে অশ্রদ্ধার সহিত, অবজ্ঞাভরে কর্ম্ম করা—“অসৎকৃতং অবজ্ঞাতং”। সাত্ত্বিক কর্ম্মে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, রাজস কর্ম্ম ফলের কামনা দ্বারা চালিত হইয়া সম্পাদিত হয়।১৪-২২॥

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ ; তেন ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা বিহিতাঃ অর্থাৎ "ওঁ তৎ সৎ" —এই তিনটি ব্রহ্মেরই নাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই তিনটি দ্বারা বিধাতা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন ॥২৩

তদেবমাহারযজ্ঞতপোদানানাং ত্রৈবিধ্যকথনেন সাত্ত্বিকানি তান্যাদেয়ানি রাজসতামসানি তু পরিহর্ত্তব্যানীত্যুক্তম্। তত্রাহারস্য দৃষ্টার্থত্বেন নাস্ত্যঙ্গবৈগুণ্যেন ফলাভাবশঙ্কা।১ যজ্ঞতপোদানানাং ত্বদৃষ্টার্থানামঙ্গবৈগুণ্যাদপূর্ব্বানুৎপত্তৌ ফলাভাবঃ স্যাদিতি সাত্ত্বিকানামপি তেষামানর্থক্যং প্রাপ্তং প্রমাদবহুলত্বাদনুষ্ঠাতৃণাম্, অতস্তদ্বৈগুণ্যপরিহারায় ওঁ তৎসদিতি ভগবন্নামোচ্চারণরূপং সামান্যপ্রায়শ্চিত্তং পরমকারুণিকতয়োপদিশতি ভগবান্—।২ ওঁ তৎসদিত্যেবংরূপো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশঃ নির্দ্দিশ্যতেঽনেনেতি নির্দ্দেশঃ প্রতিপাদকশব্দঃ নামেতি যাবৎ—। ত্রিবিধঃ তিস্রো বিধা অবয়বা যস্য

অনুবাদ—এইরূপে আহার, যজ্ঞ, তপঃ, এবং দানের ত্রিবিধতা উল্লেখ করিয়া ইহাই বলা হইল যে তন্মধ্যে সাত্ত্বিকগুলিই আদেয় (গ্রহণীয়) আর রাজস ও তামসগুলি পরিহরণীয়। তন্মধ্যে আহার হইতেছে দৃষ্টার্থক, (ইহার প্রয়োজন বা ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়, ইহলোকেই পাওয়া যায়) ; এ কারণে তাহার যদি কোন রকম অঙ্গবৈগুণ্য হয় তাহা হইলে তাহাতে ফলাভাবের আশঙ্কা নাই অর্থাৎ তাহার ফল পাওয়া যাইবে না এরূপ কোন আশঙ্কা নাই।১ পক্ষান্তরে যজ্ঞ; তপ, এবং দান এইগুলি হইতেছে অদৃষ্টার্থক (ইহাদের অর্থ বা প্রয়োজন দৃষ্ট অর্থাৎ ইহলৌকিক নহে, কিন্তু তাহা পারত্রিক) ; এ কারণে তাহাদের কোনরূপ অঙ্গবৈগুণ্য হইলে তজ্জনিত অপূর্ব্বের উৎপত্তি হইবে না ; সুতরাং সেগুলির অভাব হইবে অর্থাৎ উহাদের অঙ্গহানি ঘটিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে না। এইরূপ হইলে পর সেই যজ্ঞ তপঃ ও দান—এইগুলি যদি সাত্ত্বিকও হয় তথাপি তাহাদের আনর্থক্যই ঘটিবে অর্থাৎ কেহ যদি সাত্ত্বিক যজ্ঞাদিও করে তথাপি তাহার সেইগুলি অনর্থকই হইবে, কারণ অনুষ্ঠাতৃব্যক্তিগণের মধ্যে বাহুল্যবশতঃ (অধিকাংশ স্থলেই) প্রমাদ বা অনবধানতাই থাকে অর্থাৎ প্রমাদ বা অনবধানতা মনুষ্যজনসুলভ বলিয়া মানুষ যত সতর্কতাসহকারেই যজ্ঞাদিগুলি করুক না কেন তথাপি তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্য অবশ্যই ঘটিবে। আর অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিলেই যখন ক্রিয়াটী পণ্ড (বিফল) হইয়া যায় তখন আর কেন কষ্টভোগ করিবার জন্য উহার অনুষ্ঠান করা হয় ? এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। শ্রীভগবান্ পরমকরুণাময় ; এই জন্য উক্ত প্রকার অঙ্গবৈগুণ্যের যাহাতে অনায়াসে পরিহার হইতে পারে সেই নিমিত্ত পরমকারুণিকতা হেতু তিনি উহার 'ওঁ তৎসৎ' এই ভগবন্নামোচ্চারণরূপ সামান্য (সাধারণ) প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দিতেছেন।—২ 'ওঁ তৎসৎ' এই প্রকারের যে নির্দ্দিষ্ট শব্দ তাহা ব্রহ্মণঃ=পরমাত্মার **নির্দ্দেশঃ**='যাহা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হয়—উল্লেখ করা হয়' তাহাই নির্দ্দেশ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে নির্দ্দেশ অর্থ প্রতিপাদক শব্দ বা নাম। সেই যে নির্দ্দেশ তাহা **ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ**= ত্রিবিধ বলিয়া বেদান্তবিৎগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হয়, তিনসংখ্যক হইয়াছে বিধা অর্থাৎ অবয়ব যাহার তাহাই

স ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ বেদান্তবিদ্ভিঃ। একবচনাত্র্যবয়বমেকং নাম প্রণববৎ।৩ যস্মাৎ পূর্ব্বৈর্ম্মহর্ষিভিরয়ং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ স্মৃতস্তস্মাদিদানীন্তনৈরপি স্মর্ত্তব্য ইতি বিধিরত্র কল্প্যতে। "বষট্কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষ্য" ইত্যাদিস্বিব "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বা"দিতি (মীঃ দঃ ৩।৫।২১ সূত্র) ন্যায়াৎ।৪ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াসংযোগাচ্চাস্য তদবৈগুণ্যমেব ফলং নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ পরস্পরাকাঙ্ক্ষয়া কল্প্যতে।৫ "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাৎ ইতি শ্রুতি" রিতি স্মৃতেস্তথৈব শিষ্টাচারাচ্চ।৬

ত্রিবিধ। প্রণবের ন্যায় 'ওঁতৎসৎ' এই সমস্তটীই ত্র্যবয়ব (তিনটী অবয়ব বিশিষ্ট) একটী নাম হইতেছে। কারণ ইহাতে একবচন আছে অর্থাৎ প্রণব ('ওঁ') এই শব্দটী যেমন ভগবানের 'অ—উ—ম' এই তিন অবয়ব বিশিষ্ট একটী নাম সেইরূপ 'ওঁতৎসৎ' এই সমস্ত অংশটিতে যে তিনটী শব্দ আছে ঐ তিনটী শব্দরূপ তিনটী অবয়ব মিলিত ভাবে উহাও ভগবানের একটী নাম, ঐ সমস্তটিতে এক বচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ বলা হইতেছে।৩ যেহেতু পূর্ব্ব মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ইহাই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ বা নাম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে সেই হেতু ইদানীন্তন ব্যক্তিগণেরও উহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, এই প্রকার একটী বিধি কল্পনা করিতে হইবে। যেমন বেদের কর্ম্মকাণ্ডে "বষট্ কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষঃ"=বষট্কারীর প্রথম ভক্ষ হইবে" ইত্যাদি স্থলে একটী বিধি কল্পনা করা হয় এখানেও সেইরূপ হইবে। [তাৎপর্য্য এই যে, বষট্কর্ত্তা একজন ঋত্বিক্। তিনি বষট্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে হবির্দ্রব্য আহুতি দেন। যজ্ঞে পুরোডাশাদি দ্রব্য আহুতি দিয়া খানিকটা অবশিষ্ট রাখিয়া দেন। তাহা কয়েকজন ঋত্বিক্কে খাইতে হয়। বষট্কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষ্যঃ" এই বাক্যে কেবলমাত্র ভক্ষণ জ্ঞাপন করাই যেমন উক্ত বেদবচনের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু উক্তস্থানে প্রাথম্যবিশিষ্ট ভক্ষ্যবিধান করাই অভিপ্রেত অর্থাৎ বষট্ কর্ত্তা ভক্ষণ করিবেন আর তাহারই ভক্ষণ প্রথম হইবে—এইরূপে ঐ স্থলে যেমন প্রাথম্য বিশিষ্ট ভক্ষণ বিধিই বক্তব্য বলিয়া মীমাংসা দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পাদে ২১ সূত্রে বিচারিত হইয়াছে সেইরূপ এখানেও "স্মৃতঃ" এই পদের দ্বারা এইরূপ বিধি কল্পিত হইতেছে যে, ইদানীন্তন যাজ্ঞিকেরাও ঐরূপ ভগবন্নাম এস্থলে স্মরণ করিবে। "বষট্ কর্ত্তার ভক্ষণের অনুবাদ করিয়া প্রথমত্বের বিধান করা যায় না, কারণ ভক্ষণ এ স্থলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ উহা পূর্ব্বে বচনান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না। আর যাহা বচনান্তর বা প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তাহার অনুবাদও হইতে পারে না। সুতরাং অপূর্ব্বত্বহেতু ভক্ষণের অনুবাদ করিয়া প্রাথম্য বিধান করা চলে না। তবে "প্রাথম্যবিশিষ্ট ভক্ষণের বচন আছে"—এই ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ জৈমিনিপ্রোক্ত এই সূত্রপ্রতিপাদিত নিয়মানুসারে—"বষট্কর্ত্তুঃ প্রথম ভক্ষঃ" এই স্থলে যেমন একটী বিধি কল্পিত হয় সেইরূপ "ওঁতৎসৎ" ইত্যাদি শ্লোকেও 'উক্ত নাম স্মর্ত্তব্য' এই প্রকার একটী বিধি কল্পিত হইয়া থাকে।৪ আর যজ্ঞ, দান তপঃ ইহাদের সহিত 'ওঁতৎসৎ' এই ভগবন্নামোচ্চারণের সংযোগ অর্থাৎ উক্তি থাকায় 'নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়ে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বশতঃ সেই যজ্ঞাদির অবৈগুণ্যই উহার ফল।৫ [তাৎপর্য্য—রথারোহণে যাইতে যাইতে একজনের ঘোড়া রথ হইতে লাগাম ছিঁড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে, আবার ঠিক সেইখানেই আর একজনের রথটী পুড়িয়া যাওয়ায় ঘোড়াগুলি নিষ্কর্ম্মা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ স্থলে যেমন নষ্টাশ্ব ব্যক্তির অশ্বের

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য বাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে অর্থাৎ অতএব ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবেত্তাদিগের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥২৪

ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ স্তূয়তে কর্ম্মবৈগুণ্যপরিহারসামর্থ্যকথনায়—ব্রাহ্মণোইতি ত্রৈবর্ণিকোপলক্ষণম্। ব্রাহ্মণাদ্যাঃ কর্ত্তারঃ, বেদাঃ করণানি, যজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি, তেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন করণভূতেন পুরা বিহিতাঃ প্রজাপতিনা। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদিসৃষ্টিহেতুত্বেন তদ্বৈগুণ্যপরিহার-সমর্থো মহাপ্রভাবোঽয়ং নির্দ্দেশ ইত্যর্থঃ॥ ৭—২৩॥

ইদানীমকারোকারমকারব্যাখ্যানেন তৎসমুদায়োঙ্কারব্যাখ্যানবদোঙ্কারতচ্ছব্দসচ্ছব্দ-ব্যাখ্যানেন তৎসমুদায়রূপং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ স্তুত্যতিশয়ায় ব্যাখ্যাতুমারভতে চতুর্ভিঃ। তত্র

আবশ্যকতা এবং দগ্ধরথ ব্যক্তির রথের প্রয়োজনীয়তা থাকায় পরস্পরের সহিত যোগাযোগ হইয়া প্রয়োজন সাধিত হয় সেইরূপ এখানেও যজ্ঞাদি কর্ম্মের বৈগুণ্য সমাধানের উপায়েরও আবশ্যক বলিয়া তাদৃশ পদার্থের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে আবার ‘ওঁতৎসৎ’ এই ভগবন্নাম উচ্চারণরূপ যে কর্ম্ম তাহার বিধি রহিয়াছে অথচ ফলশ্রুতি নাই বলিয়া তাহারও একটা ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই প্রকারে উভয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকায় ইহাদের পরস্পর সমবায়ে একপ্রয়োজনতাই সাধিত হয়। অর্থাৎ যজ্ঞাদির বৈগুণ্য সমাধানরূপ প্রয়োজনের ‘ওঁতৎসহ’ এই ভাবন্নামস্মরণ বিধেয়; আবার উক্ত ভগন্নাম স্মরণ করিলে যজ্ঞাদির বৈগুণ্য সমাধানরূপ ফল হইবে, এই প্রকারে ইহার ফল নির্দ্দেশও জ্ঞাতব্য।] ৫ এ সম্বন্ধে—“কর্ম্মকারিগণের প্রমাদ (অনবধানতাবশতঃ) যজ্ঞাদিতে যাহা প্রচ্যুত হয় অর্থাৎ যে ক্রটি হয় সেই বিষ্ণুর স্মরণ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হয় এইপ্রকার শ্রুতি আছে”—এইরূপ স্মৃতিবচন রহিয়াছে; আর শিষ্টাচারও সেইরূপ অর্থাৎ শিষ্টগণও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।৬ ঐ যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঐ যে ‘ওঁতৎসৎ’ শব্দ, কর্ম্মমধ্যে যে বৈগুণ্য (ক্রটি বিচ্যুতি ঘটে তাহা পরিহার করিবার সামর্থ্য (শক্তি) যে উহার আছে ইহা জানাইয়া দিবার জন্য উহারই প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ব্রাহ্মণাঃ=ইত্যাদি। “ব্রাহ্মণাঃ” এই পদটী এখানে ত্রৈবর্ণিকের উপলক্ষণ;—ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই কথিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণাঃ=যজ্ঞাদির কর্ত্তা (অনুষ্ঠাতা) ব্রাহ্মণাদি; বেদাঃ=যজ্ঞাদির করণ বেদসকল, যজ্ঞাশ্চ=আর যজ্ঞরূপ কর্ম্ম; তেন=সেই ‘ওঁ তৎসৎ’ ইত্যাকারক করণভূত ব্রহ্মনির্দ্দেশের দ্বারা—ব্রহ্মের উক্ত নামোচ্চারণের দ্বারা ঐ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞরূপ কর্ত্তা, করণ ও কর্ম্ম এই সমস্তগুলি পুরা বিহিতাঃ=পুরাকালে প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ‘ওঁতৎসৎ’ ওই ব্রহ্ম নির্দ্দেশ যখন যজ্ঞাদির সৃষ্টির (উৎপত্তির) হেতু হইতেছে এ কারণে মহাপ্রভাবশালী ‘ওঁতৎসৎ’ এই ব্রহ্মনির্দ্দেশ (ব্রহ্মনাম) সেই যজ্ঞাদির বৈগুণ্য পরিহার করিতে (সেই যজ্ঞাদির যে বৈগুণ্য অর্থাৎ বিগুণতা বা ক্রটি হয় তাহার সমাধান করিতে) সমর্থ।৭—২৩॥

অনুবাদ—ওঁকারাবয়ব অকার, উকার এবং মকারের ব্যাখ্যা করিলে যেমন তৎসমুদায়াত্মক ওঁ কারেরও ব্যাখ্যা করা হয় সেইরূপ এক্ষণে চারিটী শ্লোকে ‘ওঁ তৎসৎ’ এই সমুদয় নামটীর ওঁকার, তৎ

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

তৎ ইতি মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায় বিবিধাঃ যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে অর্থাৎ মুমুক্ষুগণ "তৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা, দান প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥২৫

হে পার্থ! সদ্ভাবে সাধুভাবে চ "সৎ" ইত্যেতৎ প্রযুজ্যতে; তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি "সৎ" শব্দঃ যুজ্যতে অর্থাৎ হে পার্থ! সদ্ভাবে এবং সাধুভাবে সৎশব্দ প্রযুক্ত হয়; আর মঙ্গল-কার্য্যকালে শিষ্টগণ "সৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥২৬

প্রথমমোঙ্কারং ব্যাচষ্টে যস্মাদোমিতি। ব্রহ্মেত্যাদিষু শ্রুতিষ্বোমিতি ব্রহ্মণো নাম প্রসিদ্ধং তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য ওঙ্কারোচ্চারণানন্তরং বিধানোক্তাঃ বিধিশাস্ত্রবোধিতাঃ ব্রহ্মবাদিনাং বেদবাদিনাং যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে প্রকৃষ্টতয়া বৈগুণ্যরাহিত্যেন বর্ত্তন্তে।২ যস্যৈকাবয়বোচ্চারণাদপ্যবৈগুণ্যং কিং পুনস্তস্য সর্ব্বস্যোচ্চারণাদিতি স্তুত্যতিশয়ঃ ॥ ৩—২৪ ॥

দ্বিতীয়ং তচ্ছব্দং ব্যাচষ্টে তদিতি। তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং তদিতি ব্রহ্মণো নামোদাহৃত্য ফলমনভিসন্ধায়ান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং যজ্ঞপতঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ক্রিয়ন্তে তস্মাদতিপ্রশস্তমেতৎ ॥ ২৫ ॥

ও সৎ এই অবয়বগুলির প্রত্যেকটীর ব্যাখ্যা করিয়া তন্মুখে তৎসমুদয়াত্মক 'ওঁ তৎসৎ' এই ব্রহ্মনির্দ্দেশটীরও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন; এই প্রকারে উহার স্তুত্যতিশয় (অধিক প্রশংসা) নির্দ্দেশ করাই উহার উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে "তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমতঃ 'ওঁ' এই অংশটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন।১ যেহেতু "ওঁ" এইটীই ব্রহ্ম" ইত্যাদি "ওঁ" শ্রুতিমধ্যে এই শব্দটী ব্রহ্মের নাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে **তস্মাৎ**=সেই কারণে **ওমিত্যুদাহৃত্য**="ওঁ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর **ব্রহ্মবাদিনাম্**=বেদবাদিগণের **বিধানোক্তাঃ**=বিধিশাস্ত্রবোধিত **যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ**= যজ্ঞ, দান, তপঃ ইত্যাদি ক্রিয়াসকল **সততং**=সর্ব্বদা **প্রবর্ত্তন্তে**=প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে—বৈগুণ্যরহিতভাবে আরব্ধ হইয়া থাকে।২ ব্রহ্মের যে নামের 'ওঁ' এই একটী অবয়বের (অংশের) উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের অবৈগুণ্য সমাধান হইয়া যায়, (ত্রুটি বিচ্যুতির সমাধান হয়) সেইটীর সমস্তের যদি উচ্চারণ করা হয় তাহা হইলে তাহার ফল কতই না অধিক হইবে! এইরূপে ইহার অতিশয় স্তুতিবাদ করা হইল।৩—২৪॥

অনুবাদ—এক্ষণে 'ওঁ তৎসৎ' ইহার দ্বিতীয় অংশ যে 'তৎ' এই শব্দটী তাহারই ব্যাখ্যা বলিতেছেন—। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে প্রসিদ্ধ "তৎ" এই শব্দটী ব্রহ্মেরই নাম হইতেছে, ইহার উচ্চারণ পূর্ব্বক ফলাভিসন্ধান (ফলাকাঙ্ক্ষা) না করিয়া কেবলমাত্র অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এই কারণে ইহাও অতি প্রশস্ত।২৫॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞে, তপসি, দানে চ স্থিতিঃ "সৎ" ইতি উচ্যতে চ, ; তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব "তৎ" এব অভিধীয়তে অর্থাৎ মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ, তপ ও দানে নিষ্ঠা "সৎ" এই নামে অভিহিত হয় এবং তদর্থীয় "সৎ" বলিয়া কথিত হয় ॥২৭

তৃতীয়ং সচ্ছব্দং ব্যাচষ্টে দ্বাভ্যাং। "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং সদিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নাম সদ্ভাবে অবিদ্যমানত্বশঙ্কায়াং বিদ্যমানত্বে সাধুভাবে চ অসাধুত্বশঙ্কায়াং সাধুত্বে চ প্রযুজ্যতে শিষ্টৈঃ।১ তস্মাদ্বৈগুণ্যপরিহারেণ যজ্ঞাদেঃ সাধুত্বং তৎফলস্য চ বিদ্যমানত্বং কর্ত্তুং ক্ষমেত তদিত্যর্থঃ।২ তথা সদ্ভাবসাধুভাবয়োরিব প্রশস্তে অপ্রতিবন্ধেনাশুসুখজনকে মাঙ্গলিকে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ সচ্ছব্দো হে পার্থ! যুজ্যতে প্রযুজ্যতে তস্মাদপ্রতিবন্ধেনাশুফলজনকত্বং বৈগুণ্যপরিহারেণ যজ্ঞাদেঃ সমর্থমেতন্নামেতি প্রশস্ততরমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৪—২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ যা স্থিতিস্তৎপরতয়াবস্থিতির্নিষ্ঠা সাপি সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং তেষু যজ্ঞদানতপোরূপেষ্বর্থেষু ভবং তদনুকূলমেব চ কর্ম্ম। অথবা যস্য

অনুবাদ—"সদ্ভাবে" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে "ওঁ তৎসৎ" ইহার তৃতীয় দল যে "সৎ" শব্দটী আছে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন—। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি মধ্যে প্রসিদ্ধ 'সৎ' এই শব্দটী ব্রহ্মেরই নাম। আর ইহা সদ্ভাবরূপ অর্থে—অবিদ্যামানত্ব রূপ শঙ্কা হইলে তাহার সমাধানের জন্য উহা বিদ্যমানত্বরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতির পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতে এইরূপ শঙ্কা হইয়াছিল যে, কেহ কেহ বলে পূর্ব্বে অসৎ—অবিদ্যমান বস্তু বা শূন্যই কেবল ছিল। এই আশঙ্কার উত্তর দিবার জন্যই শ্রুতি বলিলেন "সদেব" ইত্যাদি—না, অসৎ ছিল না বা থাকিতে পারে না কিন্তু সৎপদার্থই ছিল। কাজেই 'সৎ' এই শব্দটী অবিদ্যমানত্বরূপ শঙ্কার উত্তরে বিদ্যমানত্বরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর সাধুভাবেও ইহার প্রয়োগ হয় অর্থাৎ কাহারও উপর অসাধুত্ব শঙ্কা হইলে 'এই ব্যক্তিটী সৎ' এইরূপে সাধুত্বরূপ অর্থেও 'সৎ' শব্দটী শিষ্টগণকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়।১ সেই হেতু এই শব্দটী যজ্ঞাদির বৈগুণ্য পরিহার পূর্ব্বক যজ্ঞাদির সাধুতা (নির্দ্দোষতা) এবং তাহাদের ফলেরও বিদ্যমানতা (প্রকাশযোগ্যতা) সম্পাদন করিতে সমর্থ, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।২ 'সৎ' এই শব্দটী যেমন সদ্‌ভাব ও সাধুভাব এই উভয় অর্থে প্রযুক্ত হয় হে পার্থ! সেইরূপ উহা প্রশস্ত কর্ম্মে—যে সমস্ত কর্ম্ম বিনা প্রতিবন্ধকতায় আশু সুখ জনক তাদৃশ বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মেও প্রযুক্ত হয়।৩ অতএব ব্রহ্মের 'সৎ' এই নামটী যজ্ঞাদি কর্ম্মের বৈগুণ্য পরিহার করতঃ বিনা প্রতিবন্ধে (বাধায়) ইহার আশু ফলজনকত্ব আছে বলিয়া ইহা উক্ত বিষয়ে সমর্থ, আর এই কারণেই ইহা প্রশস্ততর।৪—২৬॥

অনুবাদ—যজ্ঞে, দানে এবং তপস্যায় যে স্থিতি—তৎপরায়ণতা সহকারে যে অবস্থিতি বা নিষ্ঠা তাহাও মনীষিগণ কর্ত্তৃক সৎ বলিয়া কথিত হয়। আর তদর্থীয়ং কর্ম্ম=সেই যজ্ঞ, দান এবং

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপ্তঃ যৎ কৃতং, "অসৎ" ইতি উচ্যতে হে পার্থ! তৎ প্রেত্য ন ফলতি, নো চ ইহ অর্থাৎ অশ্রদ্ধা সহকারে যে যজ্ঞ, দান ও তপ বা অন্য যাহা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয়; তাদৃশ কার্য্য ইহলোকে বা পরলোকে সফল হয় না॥২৮

ব্রহ্মণো নামেদং প্রস্তুতং তদেবার্থো বিষয়ো যস্য তদর্থং শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানং তদনুকূলং কর্ম্ম তদর্থীয়ং, ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম বা তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে। তস্মাৎ সদিতি নাম কর্ম্মবৈগুণ্যাপনোদনসমর্থং প্রশস্ততরম্। যস্যৈকৈকোঽবয়বোঽপ্যেতাদৃশঃ কিং বক্তব্যং তৎসমুদায়স্যোম্‌তৎসদিতি নির্দ্দেশস্য মাহাত্ম্যমিতি সম্পিণ্ডিতার্থঃ॥ ২৭॥

যস্ত্বালস্যাদিনা শাস্ত্রীয়ং বিধিমুৎসৃজ্য শ্রদ্দধানতয়ৈব বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ যজ্ঞতপোদানাদি কুর্ব্বতাং প্রমাদাদ্বৈগুণ্যে প্রাপ্তে ওঁ তৎসদিতি ব্রহ্মনির্দ্দেশেন তৎপরিহারস্তর্হ্যশ্রদ্দধানতয়া শাস্ত্রীয়ং বিধিমুৎসৃজ্য কামকারেণ যৎকিঞ্চিদ্‌যজ্ঞাদি কুর্ব্বতামসুরাণামপি তেনৈব বৈগুণ্যপরিহারঃ স্যাদিতি কৃতং শ্রদ্ধয়া সাত্ত্বিকত্বহেতুভূতয়েত্যত আহ।১ অশ্রদ্ধয়া যদ্ধুতং হবনং কৃতমগ্নৌ, দত্তং যৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ, যত্তপস্তপ্তং, যচ্চান্যৎকর্ম্মকৃতং স্তুতিনমস্কারাদি, তৎসর্ব্বমশ্রদ্ধয়া কৃতং অসৎ অসাধ্বিত্যুচ্যতে।২ অতঃ ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশেন

তপোরূপ অর্থে সঞ্জাত তদনুকূল যে কর্ম্ম তাহাই তদর্থীয় কর্ম্ম (অথবা 'তদর্থীয়' পদের অর্থ, যে ব্রহ্মের এই নাম প্রস্তুত (প্রতিপাদিত) হইতেছে, তিনি যাহার :অর্থ (বিষয়) তাহাই তদর্থ; সুতরাং তদর্থ বলিতে শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞান। সেই শুদ্ধ জ্ঞানের অনুকূল যে কর্ম্ম, অথবা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান যে কর্ম্ম তাহাই তদর্থীয় কর্ম্ম। সেই তদর্থীয় কর্ম্মও 'সৎ' এইরূপেই অভিহিত হয়। অতএব 'সৎ' এই নামটী কর্ম্মের বৈগুণ্য অপনোদন করিতে, কর্ম্মের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিতে বা তাহার পূরণ করিতে সমর্থ বলিয়া উহা অতিশয় প্রশস্তই হইতেছে। যাহার একটী অবয়বও এতাদৃশ সামর্থ্য যুক্ত তাহার সমুদয়াবয়ব যে 'ওঁ তৎসৎ' এই নির্দ্দেশ (নাম) তাহার মাহাত্ম্য যে খুবই অধিক তাহা কি আর বলিতে হইবে? ইহাই হইল সংপিণ্ডিত (মিলিত, মোট) অভিপ্রেত অর্থ।২৭॥

অনুবাদ—যাহারা আলস্য বশতঃ শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধালুতা সহকারেই কেবল মাত্র বৃদ্ধ ব্যবহার অনুসরণ করতঃ কর্ম্ম করে তাহাদের সেই কর্ম্মে প্রমাদ বশতঃ কোন বৈগুণ্য হইলে যদি 'ওঁ তৎ সৎ' এই নির্দ্দেশের দ্বারা তাহার পরিহার হয় তাহা হইলে যাহারা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে সেই সমস্ত অসুরগণেরও ত ঐ 'ওঁ তৎ সৎ' রূপ নির্দ্দেশের দ্বারা ক্রিয়া বৈগুণ্যের পরিহার হইতে পারে? সুতরাং সাত্ত্বিকত্বের হেতুভূতা যে শ্রদ্ধা তাহার আর প্রয়োজন কি? এইরূপ শঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন "অশ্রদ্ধয়া" ইত্যাদি **অশ্রদ্ধয়া**=অশ্রদ্ধা সহকারে যে **হুতং**=অগ্নিতে হবন বা হোম করা হয়, যে **দত্তম্**=ব্রাহ্মণগণকে দান করা হয়, যে **তপঃ তপ্তং**=তপস্যা করা হয় **কৃতং চ যৎ**=এবং স্তুতি নমস্করাদি অপরাপর যে সমস্ত কর্ম্ম করা হয়, সেই সমস্তই অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হওয়ায় **অসৎ ইত্যুচ্যতে**=

ন তস্য সাধুভাবঃ শক্যতে কর্ত্তুং সর্ব্বথা তদযোগ্যত্বাচ্ছিলায়া ইবাঙ্কুরঃ। তৎকস্মাদসদিত্যুচ্যতে শৃণু হে পার্থ! চো হেতৌ।৩ যস্মাত্তদশ্রদ্ধাকৃতং ন প্রেত্য পরলোকে ফলতি বিগুণত্বেনাপূর্ব্বাজনকত্বাৎ, নো ইহ নাপীহ লোকে যশঃ সাধুভির্নিন্দিতত্বাৎ, অত ঐহিকামুষ্মিকফলবিকলত্বাদশ্রদ্ধাকৃতস্য সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়ৈব সাত্ত্বিকং যজ্ঞাদি কুর্য্যাদন্তঃকরণশুদ্ধয়ে।৪ তাদৃশস্যৈব শ্রদ্ধাপূর্ব্বকস্য সাত্ত্বিকস্য যজ্ঞাদের্দ্দৈবাদ্বৈগুণ্যাশঙ্কায়াং ব্রহ্মণো নামনির্দ্দেশেন সাদ্‌গুণ্যং সম্পাদনীয়মিতি পরমার্থঃ।৫ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকমসাত্ত্বিকমপি যজ্ঞাদি বিগুণং ব্রহ্মণো নামনির্দ্দেশেন সাত্ত্বিকং সগুণং সম্পাদিতং ভবতীতি ভাষ্যং।৬ তদেবমস্মিন্নধ্যায়ে আলস্যাদিনাঽনাদৃতশাস্ত্রাণাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানানাং শাস্ত্রানাদরেণাসুরসাধর্ম্ম্যেণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকানুষ্ঠানেন চ দেবসাধর্ম্ম্যেণ কিমসুরা অমী দেবা বেত্যর্জ্জুনসংশয়বিষয়াণাং রাজসতামসশ্রদ্ধাপূর্ব্বকং রাজসতামসযজ্ঞাদিকারিণোঽসুরাঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানসাধনানধিকারিণঃ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাপূর্ব্বকং সাত্ত্বিকযজ্ঞাদিকারিণস্তু দেবাঃ

অসাধু বলিয়া কথিত হয়।২ এ কারণে ‘ওঁ তৎ সৎ’ এই নির্দ্দেশের দ্বারাও তাহার সাধুতা সম্পাদন করিতে পারা যায় না, যে হেতু তাহা সর্ব্বথা ঐ সাধুত্বসম্পাদনরূপ কর্ম্মের অযোগ্য ; যেমন শিলা বা প্রস্তর হইতে অঙ্কুর (গাছের চারা) বাহির করা যায় না, কারণ তাহা তাহার সর্ব্বথা অযোগ্য। ‘চ’ শব্দটী এখানে হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।৩ হে পার্থ! তাহা কি জন্য অসৎ বলিয়া অভিহিত হয় তাহাও তুমি শুন—। যে হেতু, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা কৃত হয় তাহা **ন প্রেত্য**=পরলোকের জন্য হয় না অর্থাৎ পরলোকে ফলদান করে না কারণ তাহা বিগুণ হওয়ায় তাহা হইতে ফলদায়ক অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয় না ; এবং তাহা **নো ইহ**=ইহলোকের জন্যও হয় না—তাহা ইহলোকেও যশঃপ্রদ হয় না, যে হেতু তাহা সাধুগণ কর্ত্তৃক নিন্দিতই হইয়া থাকে। অতএব অশ্রদ্ধা কৃত কর্ম্ম ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারত্রিক) ফলবিকল হওয়ায়, অন্তঃকরণশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সহকারেই করা উচিত।৪ আর শ্রদ্ধা পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত তাদৃশ সাত্ত্বিক যজ্ঞাদিরই অনুষ্ঠানকালে বৈগুণ্য হইয়াছে এইরূপ শঙ্কা হইলে ব্রহ্মের ‘ওঁ তৎ সৎ’ এই নাম নির্দ্দেশের দ্বারা তাহার সাদ্‌গুণ্য (পরিপূর্ণতা) সম্পাদন করা উচিত, ইহাই হইল আসল কথা।৫ এ সম্বন্ধে ভাষ্যমধ্যে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—“অসাত্ত্বিক যজ্ঞাদিও যদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া বিগুণ অর্থাৎ অঙ্গ বৈকল্য যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মের নাম নির্দ্দেশের দ্বারা সাত্ত্বিক এবং সগুণ সম্পাদিত হয়”। এইরূপে এই অধ্যায়ে যাহা নির্ণীত হইল তাহা এইরূপ, আলস্যাদি নিবন্ধন যাহারা শাস্ত্র অনাদর করিয়া (শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া) শ্রদ্ধা সহকারে বৃদ্ধ ব্যবহার অনুসরণ করতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শাস্ত্র লঙ্ঘন করে বলিয়া অসুরগণের সহিত তাহাদের সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) রহিয়াছে। আবার তাহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে বলিয়া দেবগণের সহিতও তাহাদের সাধর্ম্ম্য রহিয়াছে ; সুতরাং উহারা অসুরজাতীয় না দেবজাতীয় ?—এই প্রকার সংশয় অর্জ্জুনের হইয়াছিল। আর ভগবান্ উক্ত প্রকার সংশয়ের বিষয়ীভূত ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ বিভাগ করিয়া বলিলেন, যে সমস্ত ব্যক্তি রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা সহকারে রাজস ও তামস যজ্ঞাদি ধর্ম্ম করিয়া থাকে তাহারা অসুর ; তাহারা

শাস্ত্রীয়জ্ঞানসাধনাধিকারিণ ইতি শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যপ্রদর্শনমুখেনাহারাদিত্রৈবিধ্যপ্রদর্শনেন চ ভগবতা নির্ণয়ঃ কৃত ইতি সিদ্ধম্॥ ৭—২৮॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমন্মধুসূদন
সরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীভগবদগীতা গূঢ়ার্থদীপিকায়াং শ্রদ্ধাত্রয়-
বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শাস্ত্রীয় জ্ঞান সাধনের অনধিকারী। আর যাহারা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার সহিত সাত্ত্বিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহারা দেবতা; তাহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞানসাধনের অধিকারী। এই প্রকারে শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যপ্রদর্শন মুখে (শ্রদ্ধার তিন রকম ভাগ দেখাইবার প্রসঙ্গে) আহারাদিরও ত্রৈবিধ্য প্রদর্শন করিয়া দিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের সন্দেহের নির্ণয় (নিশ্চয়) করাইয়া দিলেন।৭ –২৭॥

ভাবপ্রকাশ—ওঁ তৎ সৎ—ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম। ব্রহ্মবাদীগণ ওঁ বলিয়া সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তৎ শব্দ ব্রহ্মের বাচক—মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া তৎ শব্দ উচ্চারণ করেন। আর সৎ শব্দ সদ্ভাব ও সাধুভাব ও প্রশস্তভাবের পরিচায়ক। যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কর্ম্মে ওঁ তৎ সৎ বলিলেই কর্ম্মবৈগুণ্য তিরোহিত হয়। মূল কথা শ্রদ্ধাবিরহিত হইলে ইহলোক পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়—শ্রদ্ধাই সর্ব্বসিদ্ধির মূলে—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।২৩-২৮॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য
মধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গূঢ়ার্থ
দীপিকা নামক টীকায় দেবাসুরসম্পদ্ বিভাগ
নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে হৃষীকেশ ! মহাবাহো ! কেশিনিসূদন ! সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! মহাবাহো ! কেশিনিসূদন ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥১

পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যেনাহারযজ্ঞতপোদানত্রৈবিধ্যেন চ কর্ম্মিণাং ত্রৈবিধ্যমুক্তং সাত্ত্বিকানামাদানায় রাজসতামসানাং চ হানায়, ইদানীং তু সংন্যাসত্রৈবিধ্যকথনেন সন্ন্যাসিনামপি ত্রৈবিধ্যং বক্তব্যং, তত্র তত্ত্ববোধনানন্তরং যঃ ফলভূতঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ স চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে গুণাতীতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বান্ন সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদমর্হতি ।১ যোঽপি তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ তদর্থং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসস্তত্ত্ববুভুৎসয়া বেদান্তবাক্যবিচারায় ভবতি

অনুবাদ—শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য নিবন্ধন এবং আহার যজ্ঞ ও দান ইহাদের ত্রিবিধত্ব হেতু কর্ম্মিগণেরও যে ত্রিবিধতা হয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে যাহাতে উহাদের মধ্যে সাত্ত্বিকগুলির গ্রহণ এবং রাজস ও তামসগুলির পরিবর্জ্জন করিতে পারা যায়। আর এক্ষণে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইবে যে সন্ন্যাস ত্রিবিধ বলিয়া সন্ন্যাসীরাও ত্রিবিধ। তন্মধ্যে, তত্ত্বজ্ঞানের পর যে ফলভূত সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস হয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় স্বভাবতই সকল কর্ম্ম যে স্বতই সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে তাহাই ফলভূত সন্ন্যাস—সন্ন্যাসের সফলাবস্থা। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতত্বরূপে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই যে ফলভূত সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস তাহার আর সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইতে পারে না।১ [অভিপ্রায় এই যে যাহা গুণাতীত—গুণত্রয়ের বহির্ভূত তাহাকে কি আর গুণগত তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ? তাহা যায় না। অগুণাতীত যে সন্ন্যাস তাহাকেই গুণগত সংখ্যা অনুসারে ভাগ করা চলে, কেন না তাহা গুণত্রয়ের অধীনে রহিয়াছে। কিন্তু ফলভূত যে সন্ন্যাস তাহা গুণের অতীত, কাজেই তাহার বিভাগ করা যায় না। সুতরাং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যে ফলভূত সন্ন্যাস বর্ণিত হইয়াছে তাহার বিভাগ এখানে বক্তব্য নহে।]১ আর তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস, যাহা তত্ত্ববোধের ইচ্ছায় বেদান্তবাক্য বিচার করিবার নিমিত্ত অবলম্বিত

সোঽপি “ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুনে”ত্যাদিনা নির্গুণত্বেন ব্যাখ্যাতঃ।২ যত্ত্বনুৎপন্নতত্ত্ববোধানামনুৎপন্নতত্ত্ববুভুৎসূনাং চ কর্ম্মসংন্যাসঃ স সংন্যাসী চ যোগী চেত্যাদিনা গৌণোব্যাখ্যাতস্তস্য ত্রৈবিধ্যসম্ভবাত্তদ্বিশেষং বুভুৎসুঃ।৩ অবিদুষামনুপজাতবিবিদিষাণাং চ কর্ম্মাধিকৃতানামেব কিঞ্চিৎকর্ম্মগ্রহেণ কিঞ্চিৎকর্ম্মপরিত্যাগো যঃ স ত্যাগাংশগুণযোগাৎ সংন্যাসশব্দেনোচ্যতে।৪ এতাদৃশস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমবিদ্বৎকর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকস্য সংন্যাসস্য কেনচিদ্রূপেণ কর্ম্মত্যাগস্য তত্ত্বং স্বরূপং পৃথক্ সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন বেদিতুমিচ্ছামি ত্যাগস্য চ তত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছামি।৫ কিং সংন্যাসত্যাগশব্দৌ ঘটপটশব্দাবিব ভিন্নজাতীয়ার্থৌ, কিম্বা ব্রাহ্মণপরিব্রাজকশব্দাবিবৈকজাতীয়ার্থৌ।৬

হয়, তাহাও যে নির্গুণ (গুণের অধীন নহে) তাহা—“হে অর্জ্জুন ত্রৈগুণ্যই বেদ সকলের বিষয়, তুমি কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য হও” ইত্যাদি সন্দর্ভে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (সুতরাং গুণগত সংখ্যানুসারে তাহারও বিভাগ করা চলে না, ইহাই অভিপ্রায়)।২ কিন্তু অনুৎপন্ন তত্ত্ববোধ ও অনুৎপন্ন তত্ত্ববুভুৎস ব্যক্তিগণের (যাহাদের তত্ত্ববোধ বা তত্ত্ববুভুৎসা অর্থাৎ তত্ত্ববোধেচ্ছা উৎপন্ন হয় নাই তাদৃশ ব্যক্তিগণের) যে সন্ন্যাস যাহাকে “স সন্ন্যাসী চ যোগী চ” ইত্যাদি সন্দর্ভে গৌণ সন্ন্যাস বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহারই ত্রৈবিধ্য হইতে পারে অর্থাৎ কর্ম্মাধিকৃত পুরুষের নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ তাহাই গৌণ সন্ন্যাস ; আর তাহা গুণত্রয়মধ্যগত অর্থাৎ ত্রিগুণের অধীন ; কাজেই গুণগত ত্রৈবিধ্য অনুসারে তাহারই তিন রকম বিভাগ হইতে পারে। এইজন্য ইহারই বিশেষ বিবরণ বুভুৎসু হইয়া (জানিতে ইচ্ছুক হইয়া) অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—“সন্ন্যাসস্য” ইত্যাদি।৩ যাহারা অবিদ্বান্ অথচ যাহাদের মধ্যে বিবিদিষার উদয় হয় নাই সেই সমস্ত কর্ম্মাধিকারী পুরুষগণ যে কোন কোন কর্ম্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং কতক কতক কর্ম্ম পরিত্যাগ করে অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করে তাহাদের সেই যে কর্ম্ম পরিত্যাগ তাহাও সন্ন্যাস শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় ; কারণ সন্ন্যাসের সহিত ইহারও ত্যাগাংশরূপ গুণের যোগ বা সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ সন্ন্যাসেও কর্ম্মত্যাগ আছে আর কাম্যকর্ম্মত্যাগেও ত্যাগ রহিয়াছে ; এই প্রকার গুণগত সাদৃশ্য বশতঃ এই কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হয়।৪ অবিদ্বান্ কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণ অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য এতাদৃশ যে সন্ন্যাস অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, আসল সন্ন্যাসের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকার জন্যই যাহাকে সন্ন্যাস বলা হয় **সন্ন্যাসস্য** = সেই সন্ন্যাসের **তত্ত্বং** = স্বরূপ **ত্যাগস্য চ** = এবং ত্যাগেরও তত্ত্ব **ইচ্ছামি বেদিতুম্** = আমি জানিতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ তাহার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদসকল অবগত হইতে ইচ্ছা করি।৫ সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দুইটী শব্দের অর্থ কি ঘট পট শব্দের অর্থের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় অথবা তাহাদের অর্থ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক শব্দদ্বয়ের অর্থের মত এক জাতীয় ? [অভিপ্রায় এই যে ঘট ও পট এই দুইটী শব্দের অর্থ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজক—এই দুইটী শব্দের অর্থ তাদৃশ নহে, কারণ ব্রাহ্মণই পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দুইটী শব্দের অর্থ ঐ উদাহরণ দ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টীর সমান ?] ৬ ইহাদের মধ্যে যদি

যত্ত্বাত্যন্তর্হি ত্যাগস্য তত্ত্বং সংন্যাসাৎ পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি, যদি দ্বিতীয়স্তর্হ্যবান্তরোপাধিভেদমাত্রং বক্তব্যম্। একব্যাখ্যানেনৈবোভয়ং ব্যাখ্যাতং ভবিষ্যতি।৭ মহাবাহো কেশিনিসূদন ইতি সম্বোধনাভ্যাম্ বাহ্যোপদ্রবনিবারণস্বরূপযোগ্যতাফলোপধানে প্রদর্শিতে ; হৃষীকেশে ত্যন্তরুপদ্রবনিবারণসামর্থ্যমিতি ভেদঃ। অত্যনুরাগাৎ সম্বোধনত্রয়ম্।৮ অত্রার্জ্জুনস্য দ্বৌ প্রশ্নৌ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকত্বেন পূর্ব্বোক্তযজ্ঞাদিসাধর্ম্ম্যেণ সংন্যাসশব্দপ্রতিপাদ্যত্বেন চ গুণাতীতসংন্যাসদ্বয়সাধর্ম্ম্যেণ ত্রৈগুণ্যসম্ভবাসম্ভবাভ্যাম্ সংশয়ঃ প্রথমস্য প্রশ্নস্য বীজম্।৯ দ্বিতীয়স্য তু সংন্যাসত্যাগশব্দয়োঃ পর্য্যায়ত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগরূপেণ চ বৈলক্ষণ্যোক্তেঃ সংশয়ঃ বীজম্ ॥১০—১ ॥

ইহাদের অর্থ প্রথমটীর মত হয় অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্নজাতীয় হয় তাহা হইলে ত্যাগের স্বরূপ সন্ন্যাসের তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। // আর যদি উহাদের অর্থ দ্বিতীয়টীর মত একজাতীয় হয় তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে অবান্তর উপাধিরূপ যে ভেদ আছে কেবলমাত্র তাহাই বলিতে হইবে ; আর তাহা হইলে একটীর ব্যাখ্যাতেই অপরটীও ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে অর্থাৎ উভয়ে একজাতীয় হওয়ায় একটীর স্বরূপ জানিয়া উহাদের যে উপাধির পার্থক্য আছে কেবল সেইটুকু জানিলেই সমগ্র অর্থের বোধ হইয়া যাইবে ; দুইটীর আর পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হইবে না।৭ 'মহাবাহো' এবং 'কেশিনিসূদন' এই দুইটী পদের দ্বারা সম্বোধন করিয়া এই দেখান হইল যে, তাঁহার বাহ্য উপদ্রব নিবারণের স্বরূপযোগ্যতা ও ফলোপধান দুইটীই আছে। [অর্থাৎ যাহা যাহাতে সমর্থ অথচ সামর্থ্য প্রকাশের অবসর পায় নাই বা তৎকালে উপস্থিত হয় নাই তাহাকে স্বরূপযোগ্য বলা হয় ; আর যাহা স্বরূপযোগ্য হইয়া সামর্থ্য প্রকাশের অবকাশ পায় তাহাকে ফলোপধায়ক বলা হয়। এখানে 'মহাবাহো' বলিয়া ইহাই জানান হইতেছে যে তোমার বাহুদ্বয় যখন মহৎ তখন উহা বাহিরের উপদ্রব নিবারণ করিতে সমর্থ। আর 'কেশিনিসূদন' এইরূপ সম্বোধন করিয়া ইহাই জানান হইতেছে যে কেশী নামক অসুররূপ যে বাহ্য উপদ্রব হইয়াছিল তাহাকে নিহত করিয়া তোমার বাহুদ্বয় স্বীয় স্বরূপযোগ্যতার ফলোপধান করিয়াছে।] 'হৃষীকেশ' এই প্রকার সম্বোধন করিয়া অন্তরুপদ্রব নিবারণের সামর্থ্য দেখান হইল। অর্থাৎ হৃষীক অর্থ ইন্দ্রিয় ; তুমি যখন ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর তখন দেহমধ্যবর্ত্তী সেই ইন্দ্রিয়গুলি বিপথে ধাবিত হইয়া যে উপদ্রব ঘটায় তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য তোমার রহিয়াছে। ভগবানের প্রতি অতিশয় অনুরাগ বশতই এখানে 'মহাবাহো', 'কেশিনিসূদন' এবং 'হৃষীকেশ' এই তিন প্রকারে তিন বার সম্বোধন করিয়াছেন।৮ এস্থলে অর্জ্জুনের প্রশ্ন দুইটী। তন্মধ্যে, কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকত্ব নিবন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাদিরূপ সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) থাকায় সন্ন্যাসের ত্রৈগুণ্য সম্ভব হয় ; আবার সন্ন্যাস শব্দের প্রতিপাদ্য বা বাচ্য হওয়ায় গুণাতীতরূপ দ্বিবিধ সন্ন্যাসের সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) থাকায় সন্ন্যাসের মধ্যে ত্রৈগুণ্য অসম্ভবও হয় ; এই কারণে যে সংশয় উদিত হয় তাহাই প্রথম প্রশ্নের বীজ।৯ [অভিপ্রায় এই যে কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধিলাভের জন্য যে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করে তাহাও সন্ন্যাস—তবে তাহা ত্রৈগুণ্যবিষয় ; আর তত্ত্ববুভুৎসু ও তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা যে কর্ম্মফল ও কর্ম্ম সমস্তেরই সন্ন্যাস করেন তাহাও সন্ন্যাস, কিন্তু তাহা গুণাতীত সন্ন্যাস। সন্ন্যাস

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—কবয়ঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং বিদুঃ বিচক্ষণাঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন কোন কোন পণ্ডিত কাম্য-কর্ম্ম সমূহের ত্যাগকেই "সন্ন্যাস" বলিয়া জানেন ; পরন্তু বিচক্ষণগণ সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই "ত্যাগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥২

তত্রান্তিমস্য সূচীকটাহন্যায়েন নিরাকরণায়োত্তরং ক্যাম্যানামিতি।১ কাম্যানাং ফলকামনয়া চোদিতানামন্তঃকরণশুদ্ধাবনুপযুক্তানাং কর্ম্মণামিষ্টিপশুসোমাদীনাং ন্যাসং ত্যাগং সংন্যাসং বিদুর্জ্জানন্তি কবয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ কেচিৎ।২ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) বাক্যেন বেদানুবচনশব্দোপলক্ষিতস্য ব্রহ্মচারিধর্ম্মস্য যজ্ঞদানশব্দাভ্যামুপলক্ষিতস্য গৃহস্থধর্ম্মস্য

শব্দের অর্থের এইরূপ ব্যাপকতা থাকার জন্যই তাহার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্ন।] ৯ আর সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই দুইটী শব্দ পর্য্যায় বা একার্থক, অথচ কর্ম্মফলত্যাগরূপে ইহাদের বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্যও রহিয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসে কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগ আছে ; আবার অন্যটীতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান আছে বটে তবে ফললাভের ইচ্ছা নাই, ফলত্যাগই অভীপ্সিত ;—কাজেই ত্যাগ বলিতে কি বুঝিতে হইবে এই প্রকার সংশয় স্বতই উদিত হয়। উহাই অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্নের বীজ।১০—১॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে সূচিকটাহন্যায়ে অন্তিম প্রশ্নটীর অর্থাৎ ত্যাগের স্বরূপ কি এই প্রশ্নটীর নিরাকরণের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ বলিলেন "কাম্যানাম্" ইত্যাদি। [অভিপ্রায় এই যে কোনও বৃহৎ কর্ম্মের মধ্যে যে অল্প সময়ের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সারিয়া লওয়া হয় তাহার নাম সূচিকটাহন্যায়। কর্ম্মকারের কটাহনির্ম্মাণ কার্য্যটি বৃহৎ। তন্মধ্যে অত্যাবশ্যক বিধায় এক জনের জন্য একটী সূচি প্রস্তুত করিয়া দিবার প্রয়োজন হওয়ায় সে যেমন ক্ষণকালের জন্য উক্ত বৃহৎ কর্ম্মটী স্থগিত রাখিয়া আবশ্যক সূচিটী গড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, ইহাও সেইরূপ। সন্ন্যাসের স্বরূপ বিবৃত করা বৃহৎ ব্যাপার ; আর ত্যাগের তত্ত্ব বুঝান তদপেক্ষা অল্প কার্য্য। কাজেই অল্প কথার বিষয়টী প্রথমে বলিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বৃহৎ বিষয়টী বলিতে পারিবেন ভাবিয়া সেইটীকেই প্রথমে বিবৃত করিতেছেন।] ১ **কাম্যানাং কর্ম্মণাং**=কাম্য কর্ম্ম সকলের—। কাম্যকর্ম্ম অর্থ যে সমস্ত কর্ম্ম ফলকামনা সহকারে চোদিত (বিধি বোধিত) হইয়াছে বলিয়া যেগুলি অন্তঃকরণশুদ্ধির অনুপযুক্ত, তাদৃশ ইষ্টি, পশু, সোম প্রভৃতি কর্ম্মের যে **ন্যাসম্**=ত্যাগ তাহাকেই **কবয়ঃ**=কবিগণ অর্থাৎ কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ **সন্ন্যাসং বিদুঃ**=সন্ন্যাস বলিয়া বিদিত আছেন। (অভিপ্রায় এই যে, ফলকামনাপূর্ব্বক যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিকে যে ত্যাগ করা হয় তাহাকেই এক সম্প্রদায়ের মণীষিগণ সন্ন্যাস বলেন।) ২ "ব্রাহ্মণগণ সেই এই আত্মাকে বেদানুবচনের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা এবং অনাশক দ্বারা অর্থাৎ অনশন উপবাস প্রভৃতিরূপ দ্বারা জানিতে ইচ্ছা

তপোঽনাশকশব্দাভ্যামুপলক্ষিতস্য বানপ্রস্থধর্ম্মস্য নিত্যস্য নিত্যেহিতেন পাপক্ষয়েণ দ্বারেণাত্মজ্ঞানার্থত্বং বোধ্যতে।৩ ন চ বিনিয়োগবৈয়র্থ্যং "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণ"ইত্যনেনৈব লব্ধত্বাদিতি বাচ্যং, বিনিয়োগাভাবে হি সত্যপি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানং স্যাদ্বা ন বা স্যাৎ, সতি তু বিনিয়োগে জ্ঞানমবশ্যং ভবেদেবেতি নিয়মার্থত্বাৎ।৪ তস্মান্নিত্যকর্ম্মণামেব বেদনে বিবিদিষায়াং বা বিনিয়োগাৎ সত্ত্বশুদ্ধিবিবিদিষোৎপত্তিপূর্ব্বকবেদনার্থিনা নিত্যান্যেব কর্ম্মাণি ভগবদর্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠেয়ানি। কাম্যানি তু সর্ব্বাণি সফলানি পরিত্যাজ্যানীত্যেকং মতম্।৫ অপরং মতং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ, সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাং চ প্রতিপদোক্তফলত্যাগং

করেন"—এই শ্রুতিবাক্যে বেদানুবচন শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষিত হইয়াছে, যজ্ঞ এবং দান শব্দের দ্বারা যে গৃহস্থধর্ম্ম উপলক্ষিত হইয়াছে, এবং তপঃ ও অনাশকরূপ দুইটী শব্দের দ্বারা যে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম উপলক্ষিত হইয়াছে, ঐ নিত্যকর্ম্মের নিত্যেহিত (নিয়ত বাঞ্ছিত) যে পাপক্ষয় সকল তাহাকে দ্বার করিয়াই উহারা আত্মজ্ঞানার্থক হইয়া থাকে অর্থাৎ উহারা পাপক্ষয় পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে—ঐ সমস্ত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ চিত্তগত পাপ দূর হয়, তাহার পর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।৩ "পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই পুরুষের জ্ঞানোদয় হয়" এই বচনের দ্বারাই যখন পাপক্ষয়ের জ্ঞানজনকত্ব প্রাপ্ত রহিয়াছে তখন পুনরায় এই যে নিয়োগ বা বিধি রহিয়াছে তাহার ব্যর্থতাই হইয়া থাকে, এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে কি হইবে না এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু তথায় যদি কোনও বিনিয়োগ বা বিধি থাকে তাহা হইলে, প্রাপ্তের বিধি হয় না বলিয়া তাহাকে নিয়মবিধি বলিতে হইবে, আর তাহা হইলে উহা হইতে বেদন অর্থাৎ জ্ঞান অবশ্যই জন্মিবে—এইরূপ নিয়ম বা অবশ্যম্ভাবিতা হইয়া থাকে।৪ অতএব কেবলমাত্র নিত্যকর্ম্ম সকলই বেদনে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে কিংবা মতান্তরে বিবিদিষায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববুভুৎসায় (বুঝিবার ইচ্ছায়) বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা সত্ত্বশুদ্ধি পূর্ব্বক বিবিদিষা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের অবশ্যই ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কাম্য কর্ম্মসকল এবং তাহাদের ফল পরিত্যাজ্য, ইহা হইল 'একটী মত'।৫ [তাৎপর্য্য :—আশ্রম চারিটী—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষু বা সন্ন্যাস। তন্মধ্যে যাঁহাদের বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববোধের ইচ্ছা জন্মিয়াছে তাঁহারাই চতুর্থটীর অধিকারী। আর অপর তিনটী আশ্রম ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে অবস্থা বিশেষে বিহিত। উপনয়নের পর দ্বিজাতি মাত্রেরই গুরুগৃহে বাস এবং বেদাধ্যয়ন এবং অপরাপর কতকগুলি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে অগ্নিহোত্রাদি কতকগুলি যজ্ঞাদি কর্ম্ম সেই আশ্রমের অবশ্য করণীয়। আর এই গৃহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থ বা বৈখানস আশ্রমে তপশ্চর্য্যা, উপবাস প্রভৃতি কতকগুলি কর্ম্ম অবশ্য সম্পাদ্য। চতুর্থ আশ্রমীর কোনও কর্ম্ম নাই। "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ঐ আশ্রমত্রয়েরই অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আশ্রমীর পক্ষে যে সকল কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলা হয়।

সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থিতয়া বিবিদিষাসংযোগেনানুষ্ঠানং বিচক্ষণা বিচারকুশলাস্ত্যাগং প্রাহুঃ।৬ “খাদিরো যূপো ভবতি” “খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং করোতী”ত্যত্র যথৈকস্য খাদিরত্বস্য ক্রতুপ্রকরণপাঠাৎ ফলসংযোগাচ্চ ক্রত্বর্থত্বং পুরুষার্থত্বঞ্চ প্রমাণভেদাৎ তথাঽগ্নিহোত্রেষ্টিপশুসোমানাং সর্ব্বেষামপি শতপথপঠিতানাং স্বোৎপত্তিবিধিসিদ্ধানাং তত্তৎফলসংযোগঃ প্রত্যেকবাক্যেন, বিবিদিষাসংযোগশ্চ যজ্ঞাদিবাক্যেন ক্রিয়ত ইত্যুপপন্নম্, “একস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্ব”মিতি (মীঃ দঃ ৪।৩।৫) ন্যায়াৎ। তদুক্তং সংক্ষেপশারীরকে, “যজ্ঞেনেত্যাদিবাক্যং শতপথবিহিতং কর্ম্মবৃন্দং গৃহীত্বা স্বোৎপত্ত্যাম্নানসিদ্ধং পুরুষ-

এই নিত্যকর্ম্মগুলি আশ্রমীর পক্ষে অবশ্য করণীয়, না করিলে প্রত্যবায় হইবে। তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি কর্ম্ম আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ ফলের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠেয়; এ কারণে উহাদিগকে কাম্যকর্ম্ম বলা হয়। কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় নাই। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমত্রয়ের পক্ষে ঐ যে কর্ম্মগুলি অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া কথিত হইল উহারা কি সর্ব্বথা নিষ্ফল? এক সম্প্রদায়ের মনীষীরা বলেন যে ঐ নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান না করিলে যে প্রত্যবায় হইত উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া সেই প্রত্যবায় পরিহার করা ইহার সাধারণ ফল। মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ কাহার না বাঞ্ছনীয়? আর সেই মুক্তি আত্মজ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে। আবার জানিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক উৎকট ইচ্ছা থাকাও দরকার; ইহাকেই বিবিদিষা বলা হয়। যাঁহারা বেদন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কিংবা বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিষয়িণী ইচ্ছা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে কাম্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়; কিন্তু শ্রুতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কারণ অনাদি অশুভবাসনা বশতঃ চিত্ত যে পাপপঙ্কে লিপ্ত রহিয়াছে তাহার ক্ষয় না হইলে বিবিদিষা জন্মে না; ইহা “জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ” এই বচন হইতে জানা যায়। নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান প্রভাবে চিত্তগত পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত হইলে তাহাতে অবশ্যই বিবিদিষা বা বেদন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববোধ উদিত হইয়া থাকে। এস্থলে এইপ্রকার নিয়ম অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবিতা জ্ঞাপন করাই “বিবিদিষন্তি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য। কাম্যকর্ম্মের বর্জ্জন এবং নিত্যকর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে চিত্তগত মল বিধৌত হইলে চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক বেদন বা বিবিদিষা অবশ্যই জন্মিবে। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কোন কোন মতে বিবিদিষার আবার কোন কোন মতে বেদনের উপযোগী হইয়া থাকে। ইহাই নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের অসাধারণ পরম ফল।]৫ এ সম্বন্ধে অপর যে মত আছে তাহা এইরূপ,—“বিচক্ষণ (বিচারনিপুণ) ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফলত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন”;—**সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং**=সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অর্থাৎ কাম্য এবং নিত্য সমুদয় কর্ম্মেরই যে প্রতিপদোক্ত ফল আছে অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্মের বিধানস্থলে শ্রুতিতে তাহার যে ফল নির্দ্দেশ করা আছে সেই ফলের যে ত্যাগ অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধির—অন্তঃকরণশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তদর্থী হইয়া বিবিদিষা সংযোগের সহিত অর্থাৎ বিবিদিষাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যবশতঃ বিবিদিষার জন্য সেগুলির যে অনুষ্ঠান, তাহাকেই **বিচক্ষণাঃ**=বিচারকুশল ব্যক্তিগণ **ত্যাগং প্রাহুঃ**=ত্যাগ বলিয়া থাকেন।৬ “যূপ খাদির (খদিরকাষ্ঠ নির্ম্মিত) হইবে”, “বীর্য্যকামী

বিবিদিষামাত্রসাধ্যে যুনক্তি” (সং শাঃ ১।৬৭) ইতি।৮ তস্মাৎ কাম্যান্যপি ফলাভিসন্ধিমকৃত্বাঽন্তঃকরণশুদ্ধয়ে কর্ত্তব্যানি। ন হ্যগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং স্বতঃ কাম্যত্বনিত্যত্বরূপো বিশেষোঽস্তি। পুরুষাভিপ্রায়ভেদকৃতস্তু বিশেষঃ ফলাভিসন্ধিত্যাগে কুতস্ত্যঃ। নিত্যকর্ম্মণাং প্রাতিস্বিকফলসদ্ভাব “মনিষ্টমিষ্টংমিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফল”মিত্যত্র বক্ষ্যতি।৯ নিত্যানামেব বিবিদিষাসংযোগেন কাম্যানাং কর্ম্মণাং ফলেন সহ স্বরূপতোঽপি পরিত্যাগঃ পূর্ব্বার্দ্ধস্যার্থঃ। কাম্যানাং নিত্যানাঞ্চ সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষাসংযোগাত্তদর্থং

(বলাভিলাষী) যজমানের জন্য খাদির (খদিরকাষ্ঠ নির্ম্মিত) যূপ করিবে” এই উভয় শ্রুতিবাক্যে যেমন প্রমাণভেদ নিবন্ধন অর্থাৎ বিধায়ক শ্রুতিবাক্যের বিভিন্নতাহেতু একই যূপের ক্রতুপ্রকরণ পঠিতত্বহেতু ক্রত্বর্থত্ব, আবার ফলসংযোগ বা ফলনির্দ্দেশ থাকায় পুরুষার্থত্বও সিদ্ধ হয় সেইরূপ শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্র, ইষ্টি, পশুযাগ ও সোমযাগ রূপ যে সমস্ত কর্ম্ম উৎপত্তিসিদ্ধ অর্থাৎ অপূর্ব্ব বিধির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে সেগুলিরও যে এক একটী স্বতন্ত্রবাক্যে ফলসংযোগ অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ বা ফলজনকতা বোধ করান হয়, আবার “যজ্ঞেন” ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের যে বিবিদিষা সংযোগ অর্থাৎ বিবিদিষাজনকতা বোধ করান হয়—তাহাও উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হয়। ফলিতার্থ এই যে, কর্ম্মসকল স্ব স্ব অসাধারণ ফল জন্মাইতেও সমর্থ আবার সেগুলি বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিবার যে ইচ্ছা তাহা জন্মাইতেও সমর্থ।৭ সংক্ষেপশারীরক নামক গ্রন্থে উহা এইরূপ কথিতও আছে, যথা,—“শতপথ ব্রাহ্মণে “যজ্ঞেন” ইত্যাদি যে বাক্য আছে তাহা কর্ম্মবৃন্দের উৎপত্তিজ্ঞাপক বাক্য বোধিত বিহিত কর্ম্মকলাপকে লইয়া কেবলমাত্র পুরুষের বিবিদিষা সম্পাদনে নিযুক্ত করিয়া দেয়।”৮ [তাৎপর্য্য এই যে, অলৌকিক বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। যজ্ঞে যূপ করিতে হইবে কি না হইবে অর্থাৎ যূপ করিলে তবেই যজ্ঞনির্ব্বাহক একটী অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইবে কিনা, এবং তাহা না করিলে অপূর্ব্বাজনকতাহেতু কোন হানি ঘটিবে কিনা, তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। তন্মধ্যে যাহা ক্রতুপ্রকরণে পঠিত বা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাকে ক্রত্বর্থ বলা হয়। ক্রতুর সাঙ্গতা সম্পাদনই ইহার প্রয়োজন। আর যাহা ক্রতুপ্রকরণ ছাড়া অন্য স্থলে কোন কামনার উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছে যাহা দ্বারা পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন) সাধিত হয় তাহাকে পুরুষার্থ বলে। যাহা পুরুষার্থরূপে উক্ত হয় তাহার বৈগুণ্য ঘটিলে ক্রতুপ্রকরণে পঠিত হয় এবং তদিতরস্থলেপ কোনও কামনা বিশেষের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয় তাহা হইলে তাহার উভয়ার্থতা—উভয় প্রয়োজন নির্ব্বাহকতা হইতে পারে কিনা ? ইহার উত্তরে মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে অলৌকিক বিষয়ে শাস্ত্রই যখন একমাত্র প্রমাণ, আর শাস্ত্রেই যখন তাহার ক্রত্বর্থতা এবং পুরুষার্থতাও বোধিত হইয়াছে তখন তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা কেন ? এইজন্য পরমর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন—“একস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্” (মীঃ দঃ ৪।৩।৫)। ‘সংযুজ্যতে অনেন’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে সংযোগ অর্থ বিধিবাক্য। তাহা হইলে সূত্রটীর অর্থ হয় এইরূপ,—একই বস্তু যে উভয়প্রকার প্রয়োজনের নির্ব্বাহক হয় সংযোগের পৃথক্ত্বই তাহার কারণ অর্থাৎ বিধায়ক বেদবাক্যের পার্থক্য বা স্বতন্ত্রতাই তাহার হেতু ; তাদৃশ উভয়ার্থতাবোধক

স্বরূপতোঽনুষ্ঠানেঽপি প্রাতিস্বিকফলাভিসন্ধিমাত্রপরিত্যাগ ইত্যুত্তরার্দ্ধস্যার্থঃ।১০
তদেতদাহুর্ব্বার্ত্তিককৃতঃ,—"বেদানুবচনাদীনামৈকাত্ম্যজ্ঞানজন্মনে। তমেতমিতি বাক্যেন

বিভিন্ন বিধিবাক্য আছে বলিয়াই তাহা উভয়ার্থক হয়। একই বস্তুর দ্বারা ক্রতুর প্রয়োজন এবং পুরুষেরও প্রয়োজন নির্ব্বাহ হওয়ায় তাহা ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থ উভয়প্রকারই হইয়া থাকে এস্থলে তত্ত্ব হইতেছে এই যে, উৎপত্তি বাক্য ফলজ্ঞাপক নহে; কারণ যাহার স্বরূপই অজ্ঞাত তাহার কি আর প্রয়োজনীয়তার জিজ্ঞাসা হয়? কাজেই উৎপত্তি বিধির দ্বারা প্রথমতঃ কর্ম্মের কেবলমাত্র স্বরূপই বোধিত হয়। তদনন্তর তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া ফলবোধক বাক্যের সহিত পশ্চাৎ তাহার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। তাহাই যদিহয় তখন উৎপত্তিবিধি-জ্ঞাপক যূপের উভয়ত্রই অন্বয় হইতে পারে বলিয়া উহার উভয়ফলতাই সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ উৎপত্তিবিধির দ্বারা যূপের স্বরূপ উপস্থিত হয়। তদনন্তর তাহা ক্রতুর ন্যায় পুরুষের প্রয়োজনেরও নির্ব্বাহক হইতে পারে বলিয়া তাদৃশ উভয়প্রকার বাক্যের সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে। আর ইহারা পরস্পর অবিরুদ্ধ হওয়ায় তন্ত্রতায় একই প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ ক্রতুমধ্যগত যূপের দ্বারাই পুরুষার্থ-নির্ব্বাহ হয় বলিয়া একটী যূপই উভয়সাধারণ হইয়া থাকে। এইপ্রকার সাধারণতার নাম তন্ত্রতা। ইহা যেমন শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত সেইরূপ কর্ম্মসকলের ফলজনকতা এবং বিবিদিষা জনকতাও ঐরূপ শাস্ত্রযুক্তিসিদ্ধ। কারণ, প্রথমতঃ কর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞানেরই জিজ্ঞাসা হয় বলিয়া উৎপত্তিবিধির দ্বারা কেবলমাত্র কর্ম্মের স্বরূপই বোধিত হয়। তদনন্তর যখন তাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) হয় তখন স্বর্গাদিফলবোধক বাক্যের সহিত যেমন তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে, বিবিদিষার সহিতও তাহার ঠিক সেইরূপেই সম্বন্ধ হইতে পারে? কারণ স্বর্গাদি যেমন কর্ম্মজন্য ফল বিশেষ, অন্তঃকরণশুদ্ধিপূর্ব্বক বিবিদিষালাভও ত সেইরূপ ফল বিশেষই বটে। আর বিবিদিষাও যে সকল কর্ম্মের সাধারণ ফল তাহা "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই জানাইয়া দেয়। সুতরাং সমস্ত কর্ম্মেরই শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার মূলে পুরুষের ইচ্ছাই কারণ হইয়া থাকে। টীকায় সংক্ষেপ শারীরকের কারিকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া এই উক্তিরই সমর্থন করা হইয়াছে। তাহাই যদি হয় এবং ইচ্ছা করিলেই যখন কর্ম্মকে শুদ্ধভাবে পরিণত করা যায়, আর তাহা হইতে যখন আত্মজ্ঞানের পথে উপনীত হওয়া যায় তখন যাহা আত্মজ্ঞানেচ্ছার সাধন তাহা কখনই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। অতএব কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। কিন্তু তাহার যে বিশেষ বিশেষ ফল শ্রুতিমধ্যে সাধারণ পুরুষকে প্ররোচিত করিবার জন্য উল্লিখিত আছে তাহারই পরিত্যাগ করা উচিত। ঐ ফলত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা হয়। ইহাই হইল অন্য সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়।]৮ অতএব ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবলমাত্র অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য কাম্যকর্ম্ম সকলেরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যেহেতু অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম আছে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ কাম্যত্ব নিত্যত্বরূপ কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। অর্থাৎ কর্ম্মসকল স্বভাবতই কাম্য বা নিত্য নহে। তাহাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহা অনুষ্ঠাতা পুরুষের অভিপ্রায়ের ভেদনিবন্ধনই হইয়া থাকে; কাজেই ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাদের সেই বৈশিষ্ট্য কোথা হইতে হইবে? অর্থাৎ ফলাভিলাষে অনুষ্ঠিত হইলেই যখন কর্ম্মগুলি কাম্য হয়, তাহা ছাড়া যখন কাম্য বা নিত্য বলিয়া স্বভাবতঃ কর্ম্মের কোন পার্থক্য নাই তখন ফলাভিলাষ ত্যাগ করিলে আর তাহা কাম্য হইয়া বন্ধের কারণ হইবে কিরূপে? নিত্য

নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ॥ যদ্বা বিবিদিষার্থত্বং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং। তমেতমিতি বাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্ত্বতঃ॥" (বৃহদাঃ বাঃ সম্বঃ বাঃ ৩২১।৩২২) ইতি।১১ তদেবং সফলকাম্যকর্ম্মত্যাগঃ সংন্যাসশব্দার্থঃ। সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং ফলাভিসন্ধিত্যাগস্ত্যাগশব্দার্থ ইতি ন ঘটপটশব্দয়োরিব সংন্যাসত্যাগশব্দয়োর্ভিন্নজাতীয়ার্থত্বং,

কর্ম্মসকলের যে প্রাতিস্বিক ফল (প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ফল) আছে অর্থাৎ অনুষ্ঠাতার অভিসন্ধি অনুসারে যে একই কর্ম্মের বিভিন্নপ্রকার ফল হয় তাহা অগ্রে—"কর্ম্মের ফল অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে" এই স্থলে বলিবেন।৯ সুতরাং কেবল নিত্যকর্ম্মসকলেরই বিবিদিষা সংযোগহেতু অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মসকলেরই বিবিদিষাজনকতা আছে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ফলের সহিত কাম্য কর্ম্মসকলেরই স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা উচিত; অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম এবং তাহার ফল উভয়ই পরিত্যাগ করা উচিত; তাহারই নাম সন্ন্যাস—ইহাই শ্লোকটীর পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ। আর সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়ে অর্থাৎ "খাদিরো যূপো ভবতি" এবং "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং করোতি" এই স্থলে যেমন বিভিন্ন বিধায়ক বাক্য থাকায় একই বস্তুর উভয়ার্থকত্ব সিদ্ধ হয় সেই নিয়মানুসারে কাম্যকর্ম্মকলাপ এবং নিত্যকর্ম্মসকলের বিবিদিষাসংযোগ অর্থাৎ বিবিদিষাজনকতা আছে বলিয়া তদুদ্দেশ্যে যদিও তাহাদের স্বরূপতঃ অনুষ্ঠান করিতে হইবে তথাপি তাহাদের যে প্রাতিস্বিক ফল আছে অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ফল আছে, কেবলমাত্র সেই ফললাভের অভিসন্ধি ত্যাগ করাই উচিত; ইহারই নাম ত্যাগ; ইহাই হইল উক্ত শ্লোকটীর উত্তরার্দ্ধের অর্থ। [অভিপ্রায় এই যে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠেয় কিন্তু কাম্যকর্ম্ম এবং তাহার ফল উভয়ই অবশ্যই পরিত্যাজ্য; ইহা শ্লোকটীর পূর্ব্বার্দ্ধে বলা হইয়াছে। আর শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম নিত্য ও কাম্য সমস্তই অনুষ্ঠেয়, কেবলমাত্র তাহাতে যে ফলাভিসন্ধি হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে যে ফলাভিলাষ হয় তাহাই পরিত্যাজ্য, কেন না ফলাভিলাষ অনুসারেই কর্ম্ম তুষ্ট বা অতুষ্ট হইয়া থাকে।]১০ এই সমস্ত কথাই বৃহদারণ্যক বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, যথা,—"বেদানুবচন অর্থাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নাদিরূপ যে সমস্ত নিত্যকর্ম্ম আছে অদ্বৈতাত্মজ্ঞানোদয়ের জন্য তাহাদের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; "তমেতম্" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাদের অনুষ্ঠানবিষয়ক বিধি বলিবেন। অথবা "তমেতম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলা হইতেছে যে, কাম্য এবং নিত্য সমস্ত কর্ম্মেরই উদ্দেশ্য বিবিদিষা (আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা) উৎপাদন করা। কর্ম্ম সকল যে স্বর্গাদি ফলও উৎপাদন করিতে পারে আবার বিবিদিষাও জন্মাইতে পারে,—সংযোগের (ফলজনকতাবোধক বেদবচনের) পার্থক্যই তার কারণ অর্থাৎ তাদৃশ বিভিন্ন ফলজনকতাবোধক শ্রুতি বাক্য আছে বলিয়াই কর্ম্ম সকলের ঐরূপ উভয় প্রকার শক্তি স্বীকৃত হয়।১১ [তাৎপর্য্য এই যে বার্ত্তিককার প্রথমবারে বলিলেন নিত্যকর্ম্ম কলাপের অনুষ্ঠান হইতে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কোনও সার্থকতা বলা হইল না; আর নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে বিবিদিষা না জন্মিয়া একেবারেই যে বেদন অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান জন্মিবে তাহাও বেশ যুক্তি সঙ্গত নহে। এই কারণে "যদ্বা" ইত্যাদি বলিয়া অপর একটী কোটি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান এবং নিষ্কামভাবে কামনারূপ বিশেষণ ত্যাগ করিয়া যে কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান তাহারা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বিবিদিষা

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

একে মনীষিণঃ কর্ম্ম দোষবৎ ত্যাজ্যং ইতি প্রাহুঃ অপরে চ যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি অর্থাৎ কোন কোন মনীষী কহেন, কর্ম্ম মাত্রই দোষবিশিষ্ট, অতএব পরিত্যাজ্য ; অপর কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাজ্য নহে ॥৩

কিংত্বন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থকর্ম্মানুষ্ঠানে ফলাভিসন্ধিত্যাগ ইত্যেক এবার্থ উভয়োরিতি নির্ণীত একঃ প্রশ্নোঽর্জ্জুনস্য ॥ ১২ —২ ॥

অধুনা দ্বিতীয়প্রশ্নপ্রতিবচনায় সংন্যাসত্যাগশব্দার্থস্য ত্রৈবিধ্যং নিরূপয়িতুং তত্র বিপ্রতিপত্তিমাহ ত্যাজ্যমিতি।১ সর্ব্বং কর্ম্ম বন্ধহেতুত্বাৎ দোষবৎ দুষ্টম্, অতঃ কর্ম্মা-

বা আত্মতত্ত্ব বুভুৎসার জনক হইয়া থাকে। আর কাম্যকর্ম্মসকল যে স্বর্গাদি ফলও দেয় আবার বিবিদিষাও জন্মায় সংযোগ পৃথক্ত্বই তাহার হেতু। সংযোগপৃথক্ত্ব ন্যায়টী কিরূপ তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।]১১ অতএব এস্থলে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে ফলের সহিত সমস্ত কাম্য কর্ম্মের যে ত্যাগ তাহাই সন্ন্যাস শব্দের অর্থ ; অর্থাৎ সন্ন্যাস বলিতে সমস্ত কাম্যকর্ম্ম এবং তাহার ফল—সকলই পরিত্যাগ করা। আর সমুদয় কর্ম্মেরই ফলাভিসন্ধির যে পরিত্যাগ তাহাই ত্যাগ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কাম্যত্যাগ আর ত্যাগ শব্দের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে কিন্তু কর্ম্মফলাভিলাষ ত্যাগ। সুতরাং সন্ন্যাস শব্দের দ্বারা কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানাভাব বুঝায় আর ত্যাগ শব্দের অর্থে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর কিন্তু তাহার ফলাভিলাষ ত্যাগ কর এইরূপ অর্থ বুঝায়। এইরূপ হইলে পর সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দুইটী শব্দ ঘট ও পট এই দুইটীর শব্দের ন্যায় ভিন্নজাতীয়ার্থক নহে অর্থাৎ ঘট ও পট ইহাদের অর্থ যেমন অত্যন্ত ভিন্নজাতীয় ইহাদের অর্থ সেরূপ ভিন্নজাতীয় নহে, কিন্তু অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে যে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ তাহাই উভয়ের অর্থ বলিয়া উভয়ের অর্থ একই। অর্থাৎ সন্ন্যাসশব্দের অর্থ যখন কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ তখন উহার ফলত্যাগও অর্থতঃ প্রাপ্ত ; কারণ কর্ম্ম না করিলে তাহার ফলের সম্ভাবনা কোথায়? আর ত্যাগ শব্দেরও অর্থ ফলাভিসন্ধিত্যাগ। এই প্রকারে উভয়ত্রই ফলাভিসন্ধিত্যাগ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই টীকাকার বলিলেন 'ফলাভিসন্ধিত্যাগই উভয়ের অর্থ হওয়ায় উহারা একার্থক, উহাদের অর্থ একজাতীয়। এই প্রকারে অর্জ্জুনের একটী প্রশ্নের নির্ণয় করা হইল অর্থাৎ সমাধান করা হইল।১২—২॥

ভাবপ্রকাশ—সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য কি—ইহা জানিবার জন্যই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন যে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। আর কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ না করিয়া ফলবাসনা ত্যাগ করিয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই ত্যাগ নামে অভিহিত। সন্ন্যাস ও ত্যাগ একেবারে ঘট ও পটের ন্যায় পৃথক্ বস্তু নহে। সন্ন্যাসে ফল এবং কর্ম্ম উভয়ের ত্যাগ—কিন্তু ইহা কেবল কাম্য কর্ম্ম বিষয়ে, আর ত্যাগে সকল কর্ম্মেরই ফলত্যাগ—এই মাত্র প্রভেদ।১—২॥

অনুবাদ—এক্ষণে অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্নটীর প্রত্যুত্তর দিবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই শব্দদ্বয়ের যাহা অর্থ তাহার ত্রৈবিধ্য নিরূপণ করিবার জন্য "ত্যাজ্যম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

হে ভরতসত্তম! হে পুরুষব্যাঘ্র তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু; হি ত্যাগঃ ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ অর্থাৎ হে ভরতসত্তম! পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ম্মত্যাগসম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৪

ধিকৃতৈরপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেত্যেকে মনীষিণঃ প্রাহুঃ।২ যদ্বা দোষবৎ দোষ ইব, যথা দোষো রাগাদিস্ত্যজ্যতে তদ্বৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যমনুৎপন্নবোধৈরনুৎপন্নবিবিদিষৈঃ কর্ম্মাধিকারিভিরপীত্যেকঃ পক্ষঃ।৩ অত্র দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ কর্ম্মাধিকারিভিরন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা বিবিদিষোৎপত্ত্যর্থং যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে মনীষিণঃ প্রাহুঃ ॥ ৪—৩ ॥

এবং বিপ্রতিপত্তৌ তত্র ত্বয়া পৃষ্টে কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকে সংন্যাসত্যাগশব্দাভ্যাং প্রতিপাদিতে ত্যাগে ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মত্যাগে মে মম বচনান্নিশ্চয়ং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কৃতং শৃণু হে ভরতসত্তম।১ কিং তত্র দুর্জ্ঞেয়মস্তীত্যত আহ হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! হি যস্মাৎ ত্যাগঃ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মত্যাগঃ

বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ মতভেদ দেখাইতেছেন—।১ **দোষবৎ কর্ম্ম**=সমুদয় কর্ম্মই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে বলিয়া তাহা দোষবৎ অর্থাৎ দুষ্ট; একারণে **ত্যাজ্যং**=যাহারা কর্ম্মাধিকারী তাহাদেরও কর্ম্মত্যাগ করাই উচিত,—**ইতি**=এইরূপ কথা **একে মনীষিণঃ**=কতকগুলি মনীষিগণ **প্রাহুঃ**=বলিয়া থাকেন।২ অথবা 'দোষবৎ' এই শব্দটীর যোজনা এইরূপ,—দোষবৎ অর্থাৎ দোষের ন্যায়,—রাগাদি দোষ যেমন পরিত্যক্ত হয় সেইরূপ, যে সমস্ত পুরুষের বোধোদয় (আত্মজ্ঞানের উদয়) হয় নাই, কিংবা যাহাদের আত্মবিবিদিষার উদয় হয় নাই তাদৃশ যে সমস্ত কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি আছে তাহাদেরও তাহা ত্যাগ করা উচিত। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহাদের আত্মতত্ত্ববোধ, কিংবা আত্মতত্ত্ববুভুৎসা উদিত হইয়াছে তাঁহারা ত অবশ্যই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। আর যাহারা তাদৃশ নহে কিন্তু কেবলমাত্র কর্ম্মেরই অধিকারী তাহাদেরও কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ কর্ম্মমাত্রই বন্ধের নিমিত্ত হইয়া থাকে, ইহাই হইল একটী পক্ষ।৩ এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষটী এইরূপ,—যে সমস্ত ব্যক্তি কর্ম্মেরই অধিকারী অথচ বিবিদিষারও ইচ্ছা করে, তাহাদের অন্তঃকরণশুদ্ধিপূর্ব্বক বিবিদিষা লাভ করিতে হইলে তজ্জন্য **যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম**=যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম **ন ত্যাজ্যম্**=পরিত্যাগ করা উচিত নহে **ইতি চ অপরে**=অন্য একসম্প্রদায়ের জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।৫—৩॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিপ্রতিপত্তি (মতবৈষম্য) যখন রহিয়াছে তখন তুমি **তত্র ত্যাগে**=যে ত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিই যাহার কর্ত্তা এবং সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, হে **ভরতসত্তম**! সেই ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক যে কর্ম্মত্যাগ তদ্বিষয়ে পূর্ব্বসূরিগণ যেরূপ **নিশ্চয়ং**=নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তাহা তুমি **মে শৃণু**=আমার কথা মত শুন অর্থাৎ শুনিয়া অবধারণ কর।১ প্রশ্ন—তদ্বিষয়ে আর দুর্জ্ঞেয়তা কি আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হে **পুরুষব্যাঘ্র**=হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যেহেতু **ত্যাগঃ**=কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃক সেই যে ত্যাগ কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিই যে ত্যাগের কর্ত্তা হইয়া থাকে, ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক সেই কর্ম্মত্যাগ **ত্রিবিধঃ**=

ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারস্তামসাদিভেদেন সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।২ অথবা বিশিষ্টাভাবরূপস্ত্যাগো বিশেষণাভাবাদ্বিশেষ্যাভাবাদুভয়াভাবাচ্চ ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।৩ তথাহি ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মত্যাগঃ সত্যপি কর্ম্মণি ফলাভিসন্ধিত্যাগাদেকঃ, সত্যপি ফলাভিসন্ধৌ কর্ম্মত্যাগাদ্দ্বিতীয়ঃ, ফলাভিসন্ধেঃ কর্ম্মণশ্চ ত্যাগাত্তৃতীয়ঃ।৪ প্রথমঃ সাত্ত্বিক আদেয়ঃ দ্বিতীয়স্তু হেয়ো দ্বিবিধঃ দুঃখবুদ্ধ্যা কৃতো রাজসঃ বিপর্য্যাসেন কৃতস্তামসঃ। এতাবান্ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃক স্ত্যাগোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নবিষয়ঃ। তৃতীয়স্তু কর্ম্মানধিকারিকর্ত্তৃকো নৈর্গুণ্যরূপো নার্জ্জুনপ্রশ্নবিষয়ঃ।৫ সোঽপি সাধনফলভেদেন দ্বিবিধঃ। তত্র সাত্ত্বিকেন ফলাভিসন্ধিত্যাগপূর্ব্বককর্ম্মানুষ্ঠানরূপেণ ত্যাগেন শুদ্ধান্তঃকরণস্যোৎপন্নবিবিদিষস্যাত্মজ্ঞানসাধন-

তামস আদি ভেদে তিন রকমের বলিয়া **সম্প্রকীর্ত্তিতঃ**=কীর্ত্তিত আছে।২ অথবা বিশিষ্টাভাবরূপ যে ত্যাগ তাহা বিশেষণের অভাব এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ের অভাব নিবন্ধন ত্রিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।৩ যেমন, বিশেষ্যস্বরূপ কর্ম্ম থাকিলেও ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক যে কর্ম্মত্যাগ তাহা ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণ ত্যাগ করায় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান থাকিলেও ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণের ত্যাগ হওয়ায় সেই ত্যাগ বিশেষণের অভাবপ্রযুক্ত এক রকম হইতেছে। আবার ফলাভিসন্ধি থাকিলেও অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণ থাকিলেও যে বিশেষ্যস্বরূপ কর্ম্মের ত্যাগ অর্থাৎ ফলাভিলাষ রহিয়াছে কিন্তু কর্ম্ম করা হইতেছে না এইপ্রকারের যে ত্যাগ, তাহা দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে। আর ফলাভিসন্ধির এবং কর্ম্মের উভয়েরই যে ত্যাগ তাহা তৃতীয় প্রকার। ইহাকেই উভয়াভাবকৃত ত্যাগ বলিয়াছেন। [এস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথম পক্ষে বিশেষ্যস্বরূপ কর্ম্ম আছে—কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু ফলাভিসন্ধিরূপ তাহার বিশেষণটী নাই অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে ফলাভিলাষ নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষণস্বরূপ ফলাভিলাষী আছে কিন্তু ভয়বশতঃ বিশেষ্যস্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় নাই। ফলাভিসন্ধির ত্যাগ এবং কর্ম্মেরও যে ত্যাগ তাহাই বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়াভাবকৃত বিশিষ্ট ত্যাগ।]৪ তন্মধ্যে প্রথম যেটী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ বিশেষণাভাবকৃত যে ত্যাগ তাহা সাত্ত্বিক হইতেছে। তাহাই আদেয় বা গ্রহণীয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের যে ত্যাগ—ফলাভিলাষরূপ বিশেষণ থাকিলেও বিশেষ্যস্বরূপ কর্ম্ম না করায় যে ত্যাগ তাহা হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য—তাদৃশ ত্যাগ শুভ নহে। তাহাও আবার দ্বিবিধ অর্থাৎ ফলাভিলাষ থাকিলেও যে কর্ম্মত্যাগ তাহা দ্বিবিধ ;—দুঃখবুদ্ধিতে যে তাদৃশ ত্যাগ করা হয় তাহা রাজস অর্থাৎ কর্ম্ম করিলে দুঃখভোগ করিতে হইবে এইরূপ ভাবিয়া যে ত্যাগ করা তাহা রাজস। আর বিপর্য্যাসহেতু অর্থাৎ বিপরীতবুদ্ধি হেতু—কর্ত্তব্যকর্ম্মে অকর্ত্তব্যতাবোধরূপ বিপরীতজ্ঞানবশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ করা হয় তাহা তামস। এই পর্য্যন্ত যে ত্যাগ—কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি যাহার কর্ত্তা, তাহাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয় হইতেছে। আর তৃতীয় প্রকার নৈর্গুণ্যরূপ যে ত্যাগ অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি এবং কর্ম্ম উভয়েরই যে ত্যাগ, যাহাকে গুণাতীত বলা হয়, কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি তাহার কর্ত্তা নহে কিন্তু কর্ম্মানধিকারী সন্ন্যাসী ব্যক্তিই তাহার কর্ত্তা, তাহা অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয় নহে।৫ সেই যে নৈর্গুণ্যরূপ ত্যাগ তাহাও সাধন এবং ফলভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ সাত্ত্বিক ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে তাদৃশ ত্যাগ নিবন্ধন যাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং বিবিদিষার অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় তাহার ফলে সে আত্ম-

যজ্ঞদানতপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কার্য্যম্ এব ; যজ্ঞঃ, দানং তপঃ চ মনীষিণাং পাবনানি এব অর্থাৎ যজ্ঞ দান, ও তপোরূপ কর্ম্ম কদাচ পরিত্যাজ্য নহে ; ঐগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য ; কারণ, যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিসম্পাদক ॥৫

শ্রবণাখ্যবেদান্তবিচারস্য ফলাভিসন্ধিরহিতস্যান্তঃকরণশুদ্ধৌ সত্যাং তৎসাধনস্য কর্ম্মণো বৈতুষ্যে জাত ইবাবহননস্য পরিত্যাগঃ। স একঃ সাধনভূতো বিবিদিষাসংন্যাস উচ্যতে। তমগ্রে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমামিতি বক্ষ্যতি।৬ দ্বিতীয়স্তু জন্মান্তরকৃতসাধনাভ্যাসপরিপাকাদস্মিন্ জন্মন্যাদাবেবোৎপন্নাত্মবোধস্য কৃতকৃত্যস্য স্বত এব ফলাভিসন্ধেঃ কর্ম্মণশ্চ পরিত্যাগঃ ফলভূতঃ। স বিদ্বৎসংন্যাস ইত্যুচ্যতে। স তু যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি শ্লোকাভ্যাং প্রাগ্ব্যাখ্যাতঃ। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণাদিভিশ্চ বহুধা প্রপঞ্চিতঃ।৭ যস্মাদেবং ত্যাগস্য তত্ত্বং দুর্জ্ঞেয়ং ত্বয়া চোক্তং তত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছামীতি অতো মম সর্ব্বজ্ঞস্য বচনাদ্বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। সম্বোধনদ্বয়েন কুলনিমিত্তোৎকর্ষঃ পৌরুষনিমিত্তোৎকর্ষশ্চ যোগ্যতাতিশয়সূচনায়োক্তঃ ॥ ৮—৪ ॥

কোঽসৌ নিশ্চয়ো বিপ্রতিপত্তিকোটিভূতয়োঃ পক্ষয়োর্দ্বিতীয়ঃ পক্ষ ইত্যাহ দ্বাভ্যাং।১ চো হেতৌ। যস্মাৎ যজ্ঞদানতপাংসি মনীষিণামকৃতফলাভিসন্ধীনাং পাবনানি

জ্ঞানের সাধনস্বরূপ বেদান্তবাক্য শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হয়। ফলাভিলাষরহিত তাদৃশ ব্যক্তির অন্তঃকরণ—শুদ্ধি হইলে, "ব্রীহীন্ অবহন্তি"—"অববাতপূর্ব্বক ধান্য কাঁড়িবে" ইত্যাদি বাক্য বিহিত ধান্যাববাত যেমন বৈতুষ্য (তুষ বিমোক) হইলে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ অববাতের ফল পাওয়ায় যেমন তথায় অবহনন পরিত্যাগ করা হয় সেইরূপ সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক কর্ম্মও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে বিবিদিষা উৎপন্ন হওয়ায় তাহার পক্ষে আর কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠেয় নহে। ইহা হইল একপ্রকার সন্ন্যাস। ইহা আত্মজ্ঞানোদয়ের সাধন স্বরূপ ; ইহাকে **বিবিদিষা সন্ন্যাস** বলা হয়। অগ্রে ভগবান্ "নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিং পরমাম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে এই সন্ন্যাসের কথা বলিবেন'।৬ আর দ্বিতীয় প্রকার যে সন্ন্যাস—জন্মান্তরার্জ্জিত সাধনাভ্যাসের পরিপক্বতা নিবন্ধন ইহ জন্মের প্রথমেই অর্থাৎ জন্মাবধিই যাঁহার আত্ম-বোধ জন্মে তাদৃশ কৃতকৃত্য ব্যক্তির নিকটে স্বতই কর্ম্মফলাভিসন্ধি এবং কর্ম্ম সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। ইহাই হইল ফলভূত সন্ন্যাস ; ইহাকেই **বিদ্বৎসন্ন্যাস** বলা হইয়া থাকে। এই বিদ্বৎসন্ন্যাস পূর্ব্বে "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণাদি নিরূপণ করিবার প্রসঙ্গে উহা বহুপ্রকারে প্রপঞ্চিত (বিবৃত) হইয়াছে।৭ যেহেতু ত্যাগের তত্ত্ব এইরূপ দুর্জ্ঞেয় আর তুমিও এইরূপ বলিয়াছ যে 'আমি উহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি,' সেই কারণে তুমি, সর্ব্বজ্ঞ আমার বচন শুনিয়া তাহা অবগত হও, ইহাই অভিপ্রায়। শ্লোকে 'ভরতসত্তম' এবং 'পুরুষব্যাঘ্র' এই প্রকারে দুইবার যে সম্বোধন করা হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে হইবে যে তাহার দ্বারা অর্জ্জুনের যোগ্যতাতিশয় সূচিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার বংশজনিত উৎকর্ষ এবং স্বীয় পৌরুষ সম্ভূত উৎকর্ষ প্রকাশ করা হইয়াছে।৮—৪॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

হে পার্থ! অপি তু এতানি কর্ম্মাণি সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি, ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ-দানাদি কর্ম্মানুষ্ঠান-কালে কর্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদি-ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া সম্পাদন করাই আমার সিদ্ধান্ত; অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ॥৬

জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপমলক্ষালনেন জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপপুণ্যগুণাধানেন চ শোধকানি ।২ অকৃতফলাভিসন্ধীনামেব যজ্ঞদানতপাংস্যেব শোধকানি ভবন্ত্যেব—। উপাধিশুদ্ধ্যৈবোপহিতশুদ্ধিরত্রাভিপ্রেতা—।৩ তস্মাদন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিভিঃ কর্ম্মাধিকৃতৈর্যজ্ঞো দানং তপ ইতি যৎ ফলাভিসন্ধিরহিতং কর্ম্ম তন্ন ত্যাজ্যং কিন্তু কার্য্যমেব তৎ। অত্যাজ্যত্বেন কার্য্যত্বে লব্ধেঽপ্যত্যাদরার্থং পুনঃ কার্য্যমেবেত্যুক্তং। যস্মাৎ কার্য্যং কর্ত্তব্যতয়া শাস্ত্রবিহিতং তস্মান্ন ত্যাজ্যমেবেতি বা ॥ ৪—৫ ॥

যদি যজ্ঞদানতপসামন্তঃকরণশোধনে সামর্থ্যমস্তি তর্হি ফলাভিসন্ধিনা কৃতান্যপি তানি তচ্ছোধকানি ভবিষ্যন্তি কৃতং ফলাভিসন্ধিত্যাগেনেত্যাহ এতান্যপীতি ।১ তুশব্দঃ

অনুবাদ—বিপ্রতিপত্তির কোটিস্বরূপ উক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে—'কর্ম্মাদি দোষবৎ পরিত্যাজ্য এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে' এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষটী ঐ নিশ্চয়ের মধ্যে পড়িবে? // (উত্তর—) দ্বিতীয় পক্ষটী;—কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে এই পক্ষটীই ঐ নিশ্চয়ের মধ্যে পড়িবে, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। তাহাই "যজ্ঞ" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন।১ 'চ' শব্দটী এখানে হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু যজ্ঞ, দান এবং তপঃ এইগুলি **মনীষিনাং**=মনীষিগণের অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন অথচ ফলাভিসন্ধিযুক্ত নহেন সেই সমস্ত জ্ঞানিগণের **পাবনানি**=পাবনই হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐগুলি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক পাপরূপ মলের প্রক্ষালন করিয়া এবং তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতারূপ পুণ্যগুণের আধান করতঃ তাঁহাদের শোধকই (শুদ্ধিসম্পাদকই) হইয়া থাকে।২ যে সমস্ত ব্যক্তি ফলাভিসন্ধি করেন না কেবল তাঁহাদের পক্ষেই যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা এইগুলি অবশ্যই অন্তঃকরণের শোধকই হইয়া হইয়া থাকে। এস্থলে ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ উপাধির শুদ্ধতার দ্বারাই উপহিত যে কর্ম্ম তাহাও শুদ্ধ হয়, ইহাই অভিপ্রেত (বক্তব্য) বুঝিতে হইবে।৩ অতএব যে সমস্ত কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ইচ্ছা করেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ইত্যাদি যে সকল ফলাভিসন্ধি রহিত কর্ম্ম রহিয়াছে সেগুলি তাঁহাদের ত্যাজ্য নহে কিন্তু **কার্য্যমেব তৎ**=সেইগুলি অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। সেগুলি অত্যাজ্য, এইরূপে তাহাদের ত্যাজ্যত্ব নির্দ্দেশ করাতেই সেগুলি যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এই প্রকার অর্থ যখন পাওয়া যায় তথাপি তদ্বিষয়ে অধিক আদর (আগ্রহ) দেখাইবার জন্যই পুনরায় বলিলেন যে সেগুলি অবশ্যই কর্ত্তব্য; অথবা, 'কার্য্যমেব তৎ' এইরূপ বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য যে, যে হেতু সেগুলি কার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে সেই কারণে সেগুলি অবশ্যই ত্যাজ্য নহে।৪—৫॥

শঙ্কানিরাকরণার্থঃ। যদ্যপি কাম্যান্যপি শুদ্ধিমাদধতি ধর্ম্মস্বাভাব্যাৎ তথাপি সা তৎফলভোগোপযোগিন্যেব ন জ্ঞানোপযোগিনী। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ "কাম্যেঽপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সা। বিড়্বরাহাদিদেহেন নহ্যৈন্দ্রং ভুজ্যতে ফলং॥" (বৃহদাঃ বাঃ সঃ বাঃ ১১৩০) ইতি।২ জ্ঞানোপযোগিনীং তু শুদ্ধিমাদধতি যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি এতানি ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকত্বেন বন্ধনহেতুভূতান্যপি মুমুক্ষুভিঃ সঙ্গমহমেবং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলানি চাভিসন্ধীয়মানানি ত্যক্ত্বাঽন্তঃকরণশুদ্ধয়ে কর্ত্তব্যানীতি মে মম নিশ্চিতম্।৩ অতএব হে পার্থ! কর্ম্মাধিকৃতৈঃ কর্ম্মাণি ত্যাজ্যানি

অনুবাদ—আচ্ছা, যজ্ঞ দান ও তপঃ এই সমস্ত কর্ম্মের যদি অন্তঃকরণ শোধন করিবারই সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে সেগুলি ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেও ত অন্তঃকরণের শোধক হইতে পারে? আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ফলাভিসন্ধি ত্যাগের প্রয়োজন কি আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "এতান্যপি তু" ইত্যাদি।১ উক্ত প্রকার শঙ্কা নিরাস (দুর) করিবার জন্য এখানে 'তু' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদিও কাম্য কর্ম্ম সকলও স্বীয় ধর্ম্মস্বাভাব্যবশতঃ (নিজগুণের প্রকৃতি নিবন্ধন) শুদ্ধি আধান করিতে পারে বটে তথাপি সেই শুদ্ধি কাম্যকর্ম্মের কামিত সেই ফলেরই উপযোগিনী হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ শুদ্ধির দ্বারা সুচারুভাবে সেই কর্ম্মের ফল উপভোগ করিবারই অনুকুল সাত্ত্বিক সামর্থ্য আবির্ভূত হয়, কিন্তু তাহা জ্ঞানের উপযোগিনী হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের বার্ত্তিকমধ্যে ইহা এইরূপ কথিতও হইয়াছে, যথা—"কাম্য কর্ম্মেতেও অবশ্যই শুদ্ধি আছে, কিন্তু তাহা ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত—কর্ম্মফল ভোগ সম্পাদনের জন্যই হইয়া থাকে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে বিড়বরাহাদিদেহে ইন্দ্রত্বফল ভোগ করা যায় না।" অর্থাৎ মনুষ্য হইয়া যদি শত অশ্বমেধ কর তাহাতে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে; কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই মনুষ্যশরীরে তুমি সেই ফলভোগ করিতে পারিবে? তাহা নহে। তাহার জন্য দেবদেহের আবশ্যক। আর দেবদেহ লাভ করিতে হইলে শুদ্ধতা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। কর্ম্মসকলের শুদ্ধতাসম্পাদক সামর্থ্য আছে বলিয়াই তাহা শুদ্ধত্ব সম্পাদন করিয়া দেবত্বপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইয়া থাকে। কাজেই শুদ্ধতাসম্পাদনে কর্ম্মের সামর্থ্য নাই কে বলিল? তবে এ শুদ্ধতা জ্ঞানের উপযোগী নহে বটে।২ যে সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানের উপযোগিনী শুদ্ধির আধান করে অর্থাৎ যাহাদের অনুষ্ঠানে জ্ঞানোপযোগিনী চিত্তশুদ্ধি জন্মে, সেগুলি ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেই বন্ধের হেতু হয় বটে তথাপি মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের উচিত সঙ্গং ত্যক্ত্বা=সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 'আমি এইরূপ করিতেছি' ইত্যাদি প্রকার যে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ (নিজের কর্ত্তৃত্ব বোধ) তাহা ফলানি চ=এবং তাহাদের অভিসন্ধীয়মান—(অভিলষ্যমাণ) যে ফল তাহাও পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্যানি=সেইগুলির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, নিশ্চিতং মতম্=ইহাই আমার নিশ্চিত মত।৩ আর এই কারণেই হে পার্থ! 'কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণেরও কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তস্য কর্ম্মণঃ তু সন্ন্যাসঃ ন উপপদ্যতে মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ অর্থাৎ কিন্তু নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে ; মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মের ত্যাগকে বিবেকিগণ তামস ত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৭

ন ত্যাজ্যানি বেতি দ্বয়োর্ম্মতয়োর্ন ত্যাজ্যানীতি মম নিশ্চিতং মতমুত্তমং শ্রেষ্ঠম্।৪ যদুক্তং নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্রেতি সোঽয়ং নিশ্চয় উপসংহৃতঃ। “ভগবৎপূজ্যপাদানামভিপ্রায়োঽয়মীরিতঃ। অনিষ্ণাততয়া ভাষ্যে দুরাপো মন্দবুদ্ধিভিঃ” ॥ ৫—৬ ॥

তদেবং যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপর ইতি স্বপক্ষঃ স্থাপিতঃ। ইদানীং ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণ ইতি পরপক্ষস্য পূর্ব্বোক্তত্যাগত্রৈবিধ্যব্যাখ্যানেন নিরাকরণমারভতে নিয়তস্যেতি।১ কাম্যস্য কর্ম্মণোঽন্তঃকরণশুদ্ধিহেতুত্বাভাবেন বন্ধহেতুত্বেন চ দোষবত্ত্বাদ্বন্ধনিবৃত্তিহেতুবোধার্থিনা ক্রিয়মাণস্ত্যাগ

উচিত অথবা তাহাদের তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে’ এই দুইপ্রকার যে মত আছে তাহার মধ্যে ‘তাহাদের কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে’—এই যে মত ইহাই আমার নিশ্চিত মত এবং ইহাই **উত্তমম্**=শ্রেষ্ঠ।৪ “সে বিষয়ে আমার যাহা নিশ্চয় তাহা তুমি শুন” এই প্রকারে যাহা বলিয়াছিলেন ইহাই যে সেই নিশ্চয় ভগবান্ তাহা উপসংহার করিয়া বলিলেন। পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য গীতার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে এইরূপ তাহা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভাষ্যবোধে অনিষ্ণাত—(অপারদর্শী) হওয়ায় সহজে লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ এই শ্লোকের যে প্রকার ব্যাখ্যা করা হইল তাহাই ভাষ্যের আশয়। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধিমান্দ্যহেতু ইহা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।৫—৬॥

ভাবপ্রকাশ—কেহ কেহ বলেন যে কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু এবং সেই হেতু কর্ম্মমাত্রই ত্যাজ্য। আবার অন্য অনেকে বলেন যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির হেতু বলিয়া ইহারা কখনই পরিত্যাজ্য নহে। শ্রীভগবান্ বলিলেন যে ত্যাগ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক যে কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। এই সাত্ত্বিক ত্যাগই গ্রহণীয়। তাই যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম্ম কখনই পরিত্যজ্য নহে—ইহারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করে। অবশ্য এই সমস্ত কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া করিতে হইবে। ইহারা কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিই এই সব কর্ম্মের প্রেরক হইবে।৩—৬॥

অনুবাদ—অতএব এই প্রকারে “যজ্ঞ, দান ও তপঃ এই গুলি পরিত্যাজ্য নহে ইহা অপর এক সম্প্রদায় মনীষীগণ বলিয়া থাকেন” এই বলিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা হইল। এক্ষণে (অন্যবাদীর সিদ্ধান্ত) “কর্ম্ম দোষদুষ্ট হওয়ায় পরিত্যাজ্য অথবা দোষের ন্যায় পরিত্যাজ্য, ইহা কতক কতক জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন” এইরূপ যে পরমত উপন্যস্ত করিয়াছেন তাহারই নিরাস করিতে আরম্ভ করিতেছেন—।১ যে সমস্ত কাম্যকর্ম্ম আছে সেগুলির অন্তঃকরণশুদ্ধিহেতুত্ব না

উপপদ্যত এব। নিয়তস্য তু নিত্যস্য কর্ম্মণঃ শুদ্ধিহেতুত্বেনাদোষস্য সংন্যাসস্ত্যাগো মুমুক্ষুণামন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিনাং নোপপদ্যতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং তস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। তথাচোক্তং প্রাক্, "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে" ইতি।২ নন্বু দোষবত্ত্বং কাম্যস্যেব নিত্যস্যাপি দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদেব্রীহিপশ্বাদিহিংসামিশ্রিতত্বেন সাঙ্খ্যৈরভিহিতম্। ন চ "ব্রীহীনবহন্তি" "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত" ইত্যাদি বিশেষবিধিগোচরত্বাৎ ক্রত্বঙ্গহিংসায়া "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানী"তি সামান্যনিষেধস্য

থাকায় অর্থাৎ সেগুলি অন্তঃকরণশুদ্ধির হেতু না হওয়ায়, অধিকন্তু সেগুলি বন্ধেরই হেতু স্বরূপ বলিয়া দোষবহুলই হইতেছে; একারণে যে ব্যক্তি বন্ধ নিবৃত্তির কারণস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান অভিলাষ করেন, তিনি যে সেগুলির ত্যাগ করেন তাহা সঙ্গতই হইয়া থাকে। তু=কিন্তু, পক্ষান্তরে **নিয়তস্য কর্ম্মণঃ**=যে সমস্ত কর্ম্ম নিয়ত অর্থাৎ নিত্য, এবং যেগুলি চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত বলিয়া অদোষ (অর্থাৎ যে গুলি দোষস্বরূপ নহে) সেইগুলির যে **সন্ন্যাসঃ**=ত্যাগ তাহা মুমুক্ষু এবং অন্তঃকরণশুদ্ধিকামী ব্যক্তির পক্ষে **ন উপপদ্যতে**=উপপন্ন হয় না অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে এবং যুক্তিমতেও সঙ্গত হয় না, কেননা অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের পক্ষে সেগুলি অবশ্যই অনুষ্ঠেয় হইতেছে। এই জন্য পূর্ব্বে এইরূপ বলাও হইয়াছে,— "যিনি চিত্তশুদ্ধিরূপ যোগ আরোহণ করিতে (লাভ করিতে) ইচ্ছুক সেই মুনির পক্ষে কর্ম্মই তাহার কারণস্বরূপ বলিয়া কথিত হয়"।২ আচ্ছা, সাংখ্যমতাবলম্বিগণের মতে কাম্যকর্ম্মের ন্যায় দর্শপূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম আদি নিত্য কর্ম্ম সকলেরও ত দোষবত্ত্ব কথিত হইয়াছে, যে হেতু সেগুলি হিংসা মিশ্রিতই হইতেছে। অর্থাৎ সাংখ্যগণের মতে কাম্য কর্ম্ম সকল যেমন দোষদুষ্ট, নিত্যকর্ম্মকলাপও সেইরূপ দোষসংযুক্ত; যেহেতু জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্যকর্ম্ম সকলের মধ্যে পশুবধরূপ হিংসা রহিয়াছে। আর হিংসা যে দোষ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং মুমুক্ষুগন চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিত্যকর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিবে এ মতটী কিরূপে সঙ্গত হয়?—ইহাই অভিপ্রায়। আর একথা বলাও সঙ্গত হবে না যে, "ব্রীহির অবঘাত করিবেক", "অগ্নীষোম দেবতার জন্য পশু বধ করিবেক" ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত ক্রত্বঙ্গ হিংসা বিহিত আছে সেগুলি বিশেষবিধির বিষয় বলিয়া "কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না" এই যে সামান্য নিষেধ ইহাকে সেই বিশেষ বিধির অতিরিক্ত অন্য স্থলবিষয়ক বলিব, অর্থাৎ এইপ্রকার উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে॥৩ [তাৎপর্য্য:—যাহা সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, বহুক্ষেত্রে তাহার বিষয় প্রাপ্তি সম্ভব হয় বলিয়া তাহা নিরবকাশ নহে, কিন্তু সাবকাশ; আর কোন স্থলবিশেষে যাহার বিষয় হয় তথায় যদি তাহার স্থানলাভ না ঘটে তাহা হইলে তাহার আর কুত্রাপি অবকাশপ্রাপ্তি ঘটে না বলিয়া তাহা নিরবকাশ হইয়া পড়ে। আর নিরবকাশ হওয়া মানেই অনর্থক হইয়া যাওয়া। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনর্থক হইবে ইহাত স্বীকার করা যায় না। যে হেতু ইহাতে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। বরং প্রথমে যাহা সাধারণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহার একটু স্থল কমাইয়া

তদিতরপরত্বমিতিসাম্প্রতং—।৩ ভিন্নবিষয়ত্বেন বিধিনিষেধয়োরবাধেনৈব সমাবেশসংভবাৎ। নিষেধেন হি পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসেত্যভিহিতং ন ত্বক্রত্বর্থা সেতি, বিধিনা চ ক্রত্বর্থা সেত্যভিহিতং, ন ত্বনর্থহেতুর্নেতি।৪ তথা চ ক্রতূপকারকত্বপুরুষানর্থহেতুত্বয়োরেকত্র

দিলে কোন ক্ষতি হয় না; কেন না, সেই সেই বিশেষ স্থান ছাড়া আরও অনেক স্থলে তাহার প্রবেশ বা অবকাশ লাভ করা সম্ভব হয় বলিয়া তাহা সাবকাশই থাকিয়া যায়। কাজেই যে যে স্থল বিশেষ বিধির বিষয়, সামান্য বিধিকে সেই স্থানে অবকাশ না দিয়া বিশেষ বিধিকেই অবকাশ দিতে হয়। তাহা হইলে উভয়েরই প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। এই কারণেই সাবকাশ বিধি অপেক্ষা নিরবকাশ বিধি প্রবল; নিরবকাশ বিধির দ্বারা সাবকাশ বিধি বাধিত হয়, এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। সুতরাং সামান্যশাস্ত্র বিশেষশাস্ত্রের স্থলে প্রবৃত্ত না হইয়া তদ্ভিন্ন অন্য স্থলেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই যদি হয় তাহা হইলে "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যটী হইতেছে সামান্য বিধি আর "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শাস্ত্র হইতেছে বিশেষ বিধি। সুতরাং এই বিশেষ বিধির আনর্থক্য বা অপ্রামাণ্য পরিহার করিবার জন্য বলা উচিত যে "ন হিংস্যাৎ" এই সামান্য শাস্ত্রটী এই বিশেষ শাস্ত্রাতিরিক্ত স্থলেই প্রযোজ্য। পূর্ব্বপক্ষী সাংখ্যমতাবলম্বী এই প্রকার সমাধানের উত্তরে বলিতেছেন যে ঐ প্রকার শঙ্কা সঙ্গত নহে—।৩] কারণ এস্থলে বিধি এবং নিষেধের বিষয় ভিন্ন হইতেছে বলিয়া একই স্থলে নির্ব্বাধে উভয়ের সমাবেশ হইতে পারে, (অর্থাৎ একই বিষয়ে যদি দুইটী বিরুদ্ধ বিধির সমাবেশ হয় তবেই না বিরোধ ঘটে? এবং সেইরূপ হইলেই একটী অপরটীকে বাধিত করিয়া স্থানলাভ করে। আলোচ্য স্থলে কিন্তু তাদৃশ একবিষয়তা নাই; কাজেই বিরোধও থাকিতে পারে না। তাহা হইলে একই স্থলে উভয়েরই অবকাশলাভের কোনও বাধা না থাকায় দুইটীরই সমাবেশ ঘটিতে পারে বলিয়া নিরবকাশতা নাই; কিন্তু সাবকশতাই রহিয়াছে; কাজেই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে। একই স্থলে উভয়েরই কিরূপে সমাবেশ ঘটিতে পারে তাহা দেখাইতেছেন—)। নিষেধের দ্বারা ইহাই বুঝায় যে হিংসা পুরুষের অনর্থের হেতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ হিংসা হইতে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু উহা হইতে এমন কিছু বুঝা যায় না যে হিংসা অক্রত্বর্থ—হিংসার দ্বারা ক্রতুর (যজ্ঞের) কোন উপকার হয় না। হিংসা অনর্থহেতু হউক, তথাপি উহা যজ্ঞের সাঙ্গতা সাধন করিবে, অন্যথা যজ্ঞের বৈগুণ্য ঘটিবে। আবার হিংসাবিধির দ্বারা ইহাই অভিহিত হয় যে হিংসা ক্রত্বর্থ যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদক, কিন্তু উহা হইতে এমন কিছু বুঝায় না যে হিংসা অনর্থের হেতু নহে। অর্থাৎ হিংসা যজ্ঞের পরিপূর্ণতা সাধন করিবে এবং পুরুষের অনর্থও ঘটাইবে। এই জন্য কথিত আছে "হিংসা হি পুরুষস্য দোষম্ আবক্ষ্যতি ক্রতোশ্চ উপকরিষ্যতি"। সুতরাং "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রের বিষয় হইতেছে হিংসার অনর্থহেতুতা জ্ঞাপন করা, আর "অগ্নীষোমীয়ম্" ইত্যাদি শাস্ত্রের বিষয় হইতেছে হিংসার ক্রত্বর্থতা জানাইয়া দেওয়া। এই প্রকারে বিধি ও নিষেধের বিষয় ভিন্নই হইতেছে।৪ সুতরাং একই বিষয়ের মধ্যে ক্রতুর উপকারকত্ব অর্থাৎ যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধন এবং

সংভবাৎ ক্রত্বর্থাপি হিংসা নিষিদ্ধৈবেতি হিংসাযুক্তং দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদি সর্ব্বং দুষ্টমেব। বিহিতস্যাপি নিষিদ্ধত্বং নিষিদ্ধস্যাপি চ বিহিতত্বং শ্যেনাদিবদুপপন্নমেব। যথাহি "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত"ত্যাদ্যভিচারবিধিনা বিহিতোঽপি শ্যেনাদির্ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি নিষেধবিষয়ত্বাদনর্থহেতুরেব তদ্দোষসহিষ্ণোরেব চ রাগদ্বেষাদি-বশীকৃতস্য তত্রাধিকারঃ এবং জ্যোতিষ্টোমাদাবপি।৫ তথা চোক্তং মহাভারতে,—"জপস্তু সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ পরমো ধর্ম্ম উচ্যতে। অহিংসয়া হি ভূতানাং জপযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে॥" ইতি। মনুনাপি,—"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" ইতি বদতা মৈত্রীমহিংসাং প্রশংসতা হিংসায়া দুষ্টত্বমেব প্রতিপাদিতম্। অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চেদৃশেন গায়ত্রীজপাদিনা সুতরা-

পুরুষের অনর্থ উৎপাদন উভয়ই যখন সম্ভব হয় তখন বলিতে হইবে যে দর্শপূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যত সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম আছে সেগুলি অবশ্যই দোষদুষ্ট হইতেছে; কারণ ঐ সমস্তের মধ্যে পশুহিংসাদি রহিয়াছে। আর হিংসা বিধিবিহিত হওয়ায় ক্রত্বর্থ হইলেও নিষিদ্ধই ত বটে। (ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, যাহা বিধিবিহিত তাহা আবার নিষিদ্ধ হয় কি প্রকারে? এইজন্য বলিতেছেন—) বিহিত বিষয়ের মধ্যেও যে নিষিদ্ধত্ব থাকে এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যেও যে বিহিতত্ব হওয়া উপপন্ন হয় ইহা বিচিত্র নহে, শ্যেনাদিই ইহার উদাহরণ। যেমন "অভিচার করিবার হেতু শ্যেনযাগ করিবে"—এই অভিচারবিধির দ্বারা শ্যেনযাগাদি বিহিত হইলেও তাহা অনর্থের হেতুই হইয়া থাকে, কারণ ঐ হিংসাত্মক যাগ নিষেধের বিষয় হইতেছে অর্থাৎ "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ঐ শ্যেনযাগও হিংসাত্মক হওয়ায় নিষিদ্ধই বলিতে হইবে। কাজেই উহা নিষিদ্ধ হওয়ায় উহা হইতে অবশ্যই অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে; এইরূপে উহা অনর্থেরই হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং বিহিত হইলেই যে তাহা অনর্থ-ফলক হয় না—একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে—ইহাই অভিপ্রায়। আর যে ব্যক্তি সেই অনর্থরূপ দোষ সহ্য করিতে সমর্থ রাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতির বশবর্ত্তী তাদৃশ ব্যক্তিরই ঐ প্রকার কার্য্যে অধিকার। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিধিবিহিত হইলেও তাহার মধ্যে অনর্থফলক নিষিদ্ধ হিংসাদির সমাবেশ থাকায় তাহার ফলও শুদ্ধ ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টমিশ্রিত ইষ্টই হইয়া থাকে। আর সেই অনিষ্ট অনভিপ্রেত ফলটুকু সহ্য করিবার শক্তি যাহার আছে তাদৃশ ব্যক্তিই তাহার অধিকারী।৫ এই জন্য মহাভারত মধ্যে এইরূপ কথিতও হইয়াছে যথা—"সকল ধর্ম্মের মধ্যে জপই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কারণ প্রাণিগণের কোনওপ্রকার হিংসা না করিয়াই জপযজ্ঞের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে।" ব্রাহ্মণ অন্য কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন তিনি যে কেবলমাত্র জপের দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ইহাতে কোন সংশয় নাই; যেহেতু মৈত্রই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন—সর্ব্বভূতের উপর যাঁহার মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রতা বা অহিংসা আছে তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন, এইরূপ বলিয়া মনু যে মৈত্রীর (অহিংসার) প্রশংসা করিয়াছেন তাহা দ্বারা

মুপপৎস্যত ইতি হিংসাদিদোষদুষ্টং জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্যং কর্ম্ম দোষাসহিষ্ণুনা শ্যেনাদিকমিব কর্ম্মাধিকারিণাপি ত্যাজ্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—।৬ ন তু ক্রত্বর্থা হিংসা অনর্থহেতুঃ, বিধিস্পৃষ্টে নিষেধানবকাশাৎ। তথাহি, বিধিনা বলবদিচ্ছাবিষয়সাধনতাবোধরূপাং প্রবর্ত্তনাং কুর্ব্বতাঽনর্থসাধনে তদনুপপত্তেঃ স্ববিষয়স্য প্রবর্ত্তনাগোচরস্যানর্থসাধনত্বাভাবোঽপ্যর্থাদাক্ষিপ্যতে। তেন বিধিবিষয়স্য নানর্থহেতুত্বং যুজ্যতে।৭ ন

তিনি হিংসার দুষ্টতাই (দোষযুক্ততাই) প্রমাণিত করিয়াছেন। [অর্থাৎ অন্য যজ্ঞেতে মৈত্রী সম্ভব হয় না ; কিন্তু একমাত্র জপ যজ্ঞেতেই তাহা সম্ভব হয় ; আর সেই জপযজ্ঞই ব্রাহ্মণের সিদ্ধি বা মুক্তিদানে সমর্থ। আর যিনি মৈত্র বা সর্ব্বভূতহিতে রত তিনিই ব্রাহ্মণ। কাজেই মৈত্রী বা অহিংসাই প্রশস্ত হইতেছে। এইরূপ বলায়, অন্য যজ্ঞ হিংসাত্মক বলিয়াই নির্দ্দোষ নহে, ইহাই যে মনুর অভিপ্রায় তাহা বুঝিতে পারা যায়।] আর এই প্রকার জপযজ্ঞাত্মক গায়ত্রী জপাদির দ্বারা যে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইতে পারে তাহাও ভালভাবেই উপপন্ন হয় (যুক্তিযুক্ত) হয়। এই সমস্ত কারণে যে ব্যক্তি দোষ সহিষ্ণু নহে অর্থাৎ অল্প মাত্রায়ও অনিষ্ট সহ্য করিতে যিনি অনিচ্ছুক, শ্যেনাদি কর্ম্ম যেমন তাহার কর্ত্তব্য নহে সেইরূপ সে কর্ম্মাধিকারী হইলেও অর্থাৎ যেহেতু সে কর্ম্মেরই অধিকারী সুতরাং জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্যকর্ম্মগুলি তাহার পক্ষে যদিও অবশ্য কর্ত্তব্য তথাপি জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্য কর্ম্মও তাহার কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহা হিংসাদোষদুষ্ট। সুতরাং কর্ম্মাধিকারী হইলেও দোষাসহিষ্ণু ব্যক্তির কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করাই উচিত। সাংখ্যমতাবলম্বিগণের এই প্রকারই সিদ্ধান্ত। এস্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে ইহার উত্তরে সিদ্ধান্ত পক্ষ স্থাপন করিবার জন্য আমরা যাহা বলিব তাহা এইরূপ,—।৬ ক্রত্বর্থহিংসা (ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য যে হিংসা অনুষ্ঠিত হয় তাহা) অনর্থের হেতু নহে অর্থাৎ তাহার ফলে লেশমাত্রও অনিষ্ট হইতে পারে না। যেহেতু যাহা বিধিস্পৃষ্ট (বিধির বিষয়ীভূত) অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট তাহাতে নিষেধের অবকাশ থাকিতে পারে না অর্থাৎ তাহা নিষেধের বিষয় (নিষিদ্ধ) হইতে পারে না। কারণ বিধি প্রবর্ত্তনা সাধন করিয়া থাকে। আর প্রবর্ত্তনা হইতেছে বলবদিচ্ছার যাহা বিষয় তাহার সাধনতাবোধ স্বরূপ, (অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছার বিষয়ীভূত হয় স্বর্গাদি, কেননা স্বর্গাদি সুখকর বিষয়েই লোকের বলবতী ইচ্ছা হইয়া থাকে ; আর যাগাদি ক্রিয়াই সেই স্বর্গাদি লাভের সাধন বা উপায়, যেহেতু যাগাদি দ্বারাই সেই সুখকর স্বর্গাদি লাভ করা যায় ; এই প্রকার যে বোধ অর্থাৎ যাগাদির মধ্যে বলবতী ইচ্ছার বিষয়ীভূত স্বর্গাদির সাধনতা বা জনকতা আছে ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহাই প্রবর্ত্তনা।) বিধিবাক্য ঐ প্রকার প্রবর্ত্তনা জন্মাইয়া থাকে,—বিধিবাক্য-শ্রবণে আস্তিক ব্যক্তির চিত্তে ঐরূপ জ্ঞান উদিত হয়। কিন্তু যাহা অনর্থসাধন অর্থাৎ যাহা হইতে অনর্থ উৎপন্ন হইতে পারে তাহাতে ঐ প্রকার বোধ জন্মে না, অর্থাৎ যাহা হইতে অনভিলষিত অনর্থ ঘটে বা ঘটিতে পারে তাহা যে বলবদিচ্ছার বিষয়ীভূত স্বর্গাদির সাধন হইবে—এ রকম জ্ঞান হইতে পারে না ; কাজেই বিধিবাক্য হইতে ইহাও অর্থতঃ প্রাপ্ত (অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত) হওয়া যায় যে যাহা প্রবর্ত্তনার গোচর (যাহা প্রবর্ত্তনার বিষয়ীভূত, অর্থাৎ যে যাগাদিতে প্রবৃত্তি হয়) সেই যাগাদির মধ্যে অনর্থত্বসাধনত্বাভাব আছে—(সে গুলিতে অনর্থ সাধনতা থাকিতে পারে না, সেগুলি অনর্থের সাধন বা উপায় হইতে পারে না, সেগুলি কখনও অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে না)। সুতরাং যাহা

হি ক্রত্বর্থত্বং সাক্ষাদ্বিধ্যর্থঃ, যেন বিরোধো ন স্যাৎ, কিন্তু প্রবর্ত্তনাকর্ম্মভূতা তু পুরুষপ্রবৃত্তিঃ পুরুষার্থমেব বিষয়ীকুর্ব্বতী ক্বচিৎ ক্রতুমপি পুরুষার্থসাধনত্বেন পুরুষার্থভাবমাপন্নং বিষয়ীকরোতীত্যন্যৎ।৮ পুরুষপ্রবৃত্তিশ্চ বলবদিচ্ছোপধানদশায়াং জায়মানা ন ভাব্যস্যার্থহেতুতামাক্ষিপতি ন বাহনর্থহেতুতাং প্রতিক্ষিপতি, কিন্তু যথাপ্রাপ্তমেবালম্বতে

বিধির বিষয়ীভূত অর্থাৎ যে যাগাদি বিষয়ে বিধি আছে তাহার মধ্যে যে অনর্থহেতুতা থাকিবে —তাহা যে অনর্থ জন্মাইবে ইহা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।৭ [তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গাদি ফল হয় ইচ্ছার বিষয় ; আর যাগাদি হয় সেই ফলের সাধন অর্থাৎ সেই ফললাভ করিবার উপায় স্বরূপ। এই জন্য ফলবিষয়িণী ইচ্ছা হইলে সঙ্গে সঙ্গে উপায়বিষয়িণী ইচ্ছাও হইয়া থাকে। কোন ফল লাভ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে যে উপায়ের দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অনুষ্ঠানে লোকে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং সেই উপায়টীর অনুষ্ঠান কষ্টসাধ্য হইলেও রমণীয় ফলের লোভে সে কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া ফলের উদ্দেশ্যে লোক উপায়ে প্রবৃত্ত হয়। কাজেই উপায়ই প্রবৃত্তির বিষয় হয়, কেন না ফলের জন্য তাহার উপায়েতেই সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি জন্মিযা থাকে। সুতরাং স্বর্গাদি ফল হইতেছে বলবতী ফলবিষয়িণী ইচ্ছার বিষয়। আর যাগাদিগুলি সেই ফলের সাধন হওয়ায়—যাগাদি হইতে সেই ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া যাগাদিরূপ উপায়েতেও পুরুষের ইচ্ছা হয় এবং তাহাতেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং যাগাদি উপায়বিষয়িণী ইচ্ছার বিষয় হওয়ায় প্রবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে ; কেন না স্বর্গাদির উদ্দেশ্যে যাগাদিতেই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই যাগাদির অনুষ্ঠানই প্রথমতঃ কষ্টকর ; সে কষ্ট না হয় ফলের লোভে সহ্য করা গেল। কিন্তু তাহার ফলে আবার নূতন করিয়া অনর্থ ঘটিবে, ইহা যদি লোকে জানিতে পারে তাহা হইলে আর তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কেননা জানিয়া শুনিয়া কে আর নিজের অনর্থ ঘটাইতে চেষ্টা করে। আর এরূপ হইলে পর যাগাদিবিষয়ক বিধি সকলও ব্যর্থ হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্যের প্রসক্তি হয়। এই সমস্ত কারণে স্বীকার করিতে হয় যে যাগাদি অনর্থফলক নহে।] ৭ আরও, যাহা ক্রত্বর্থ তাহাই যে সাক্ষাৎ বিধ্যর্থ এরূপ নহে, তাহা যদি হইত তাহা হইলে “ন হিংস্যাৎ” ইত্যাদি নিষেধ বিধির সহিত হিংসাবিধায়ক “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত” ইত্যাদি বাক্যের বিরোধ হইতে পারিত না বটে। কিন্তু প্রবর্ত্তনাই হইতেছে বিধ্যর্থ ; আর প্রবর্ত্তনা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানস্বরূপ (এ কারণে উক্ত নিষেধ বিধির সহিত অবশ্যই জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির বিরোধ হইযা পড়িবে ; যেহেতু নিষেধের অর্থ অনিষ্টসাধনতা (দ্বিষ্টসাধনতা) বোধরূপ নিবর্ত্তনা হইতেছে)। আর যাগাদি কর্ম্মে পুরুষের যে প্রবৃত্তি হয় তাহা অর্থাৎ পুরুষের সেই প্রবৃত্তি (সম্ভাবনা) প্রবর্ত্তনার অর্থাৎ প্রবর্ত্তকনিষ্ঠ প্রেরণার (শব্দভাবনার) কর্ম্ম হইয়া থাকে ; তাহা কেবলমাত্র পুরুষার্থকেই স্বীয় বিষয়ীভূত করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহা পুরুষার্থ তাহাই পুরুষ প্রবৃত্তির বিষয় হয়। তবে ক্রতু (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) পুরুষার্থের সাধন হয় বলিয়া তাহাও পুরুষার্থভাবাপন্ন হয় বলিয়া অর্থাৎ উপায় এবং উপেয়ের অভিন্নতা হয় বলিয়া পুরুষার্থ লাভের উপায়স্বরূপ যজ্ঞাদিও পুরুষার্থ স্বরূপ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে কখন কখন তাহাও বিধির দ্বারা বিষয়ীকৃত হয় অর্থাৎ তাহাও তখন বিধির বিষয় হয়—ইহা হইল অন্য কথা।৮ [তাৎপর্য্য এই যে, বিধির অর্থ হইল প্রবর্ত্তনা অর্থাৎ ইষ্টসাধনতাবোধ দ্বারা প্রেরণা ;—যাহাতে তত্তৎ কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে সেইরূপে প্রবৃত্তি উৎপাদন

করাই প্রবর্ত্তনার কার্য্য ; এই জন্য পুরুষ প্রবৃত্তিই প্রেরণার কর্ম্ম হইয়া থাকে। // প্রেরণা বলিতে নিয়োজকনিষ্ঠ নিয়োজ্যবিষয়ক ব্যাপার বা প্রযত্ন অভিহিত হয়। যাহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয় তাহাকে বলে নিয়োজ্য ; আর যে নিযুক্ত করে তাহাকে বলে নিয়োজক। যেমন পিতা পুত্রকে বলিলেন—‘পড়’ ; ইহা শুনিয়া পুত্র পড়িতে বসিল। এ স্থলে পিতা নিয়োজক ; পুত্র নিয়োজ্য। ‘পড়’ এই আদেশটীর মধ্যে নিয়োজক পিতার এমন একটী ব্যাপার বা প্রযত্ন অর্থাৎ ইচ্ছা প্রকটিত হইতেছে যাহার ফলে ‘পড়াকর্ম্মে’ পুত্রের প্রবৃত্তি হয়। পিতার এই প্রযত্নই এখানে প্রবর্ত্তনা বা প্রেরণা। শাস্ত্রীয় বিধিও এই প্রকারে প্রেরণা উৎপাদন করিয়া থাকে। এ কারণে বিধির অর্থ প্রেরণা। আর পুত্রের যে পড়িতে বসা তাহার নাম প্রবৃত্তি। প্রেরণার ফলে ঐ প্রবৃত্তি জন্মে বলিয়া প্রবৃত্তি প্রেরণার কর্ম্ম বা কার্য্য হইয়া থাকে। এইরূপ নিষেধের অর্থ নিবর্ত্তনা। আর নিবৃত্তিই তাহার কর্ম্ম বা কার্য্য—নিষিদ্ধ অনর্থফলক কর্ম্মে যাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি না হয় সেইরূপ করা। সুতরাং প্রবর্ত্তনা বা নিবর্ত্তনাই হইতেছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধির অর্থ। ইহা বার্ত্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদের মত। কিন্তু মীমাংসকাচার্য্য পূজ্যপাদ মণ্ডনমিশ্র বলেন,—“পুংসো নেষ্টাভ্যুপায়ত্বাৎ ক্রিয়াস্বন্যঃ প্রবর্ত্তকঃ। প্রবৃত্তিহেতুং ধর্ম্মঞ্চ প্রবদন্তি প্রবর্ত্তনাম্॥” অর্থাৎ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ছাড়া পুরুষের প্রবৃত্তি—কর্ম্ম সম্পাদন করিতে আগ্রহ—হয় না। একারণে যে ধর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি হয় তাহাই প্রবর্ত্তনা। সুতরাং ইষ্টসাধনতাজ্ঞানই প্রবর্ত্তনা। বিধিবাক্য শ্রবণে লোকে বুঝে যে বিধেয় যাগাদি আমার ইষ্ট (অভিপ্রেত) ফলের সাধন বা উপায়। তদনন্তর ফলটীতে যদি উৎকট ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সেই উপায়টীর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। একারণে যাহা পুরুষার্থ—যাহা পুরুষের ইষ্টফলদায়ক তাহাতেই তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; এই জন্য ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ বলা হইয়াছে। ইহা মণ্ডনমিশ্রের মতানুসারেই বলা হইয়াছে। আবার অনেকে বলেন বার্ত্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টের উক্তিরও ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপ যাহা অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে—যাহা অনিষ্টের সাধন তাহা সকলেরই দ্বিষ্ট অর্থাৎ বিদ্বেষের বিষয় ; এ জন্য তাহা হইতেই পুরুষের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং দ্বিষ্টসাধনতাবোধই নিবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে। তাহা হইলে পর জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞবিধায়ক বিধিবাক্য যখন প্রবর্ত্তনার দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি সম্পাদন করিতে থাকে, ঠিক তখনই “ন হিংস্যাৎ” ইত্যাদি নিষেধ বাক্য নিবর্ত্তনাবলে ঠিক সেই কর্ম্মেই তাহার নিবৃত্তি সাধন করে বলিয়া একই বিষয়ে বিধিও এবং নিষেধ প্রসক্ত হওয়ায় একই বিষয়ে যুগপৎ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির সমাবেশ হওয়ায় পরস্পরের বিরোধই হইয়া থাকে। সুতরাং সাংখ্যমতাবলম্বীরা যে বলেন—“হিংসা হি পুরুষস্য দোষম্ আবক্ষ্যতি ক্রতোশ্চ উপকরিষ্যতি” অর্থাৎ হিংসা পুরুষের অনর্থ সম্পাদনও করিবে আবার তাহা যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধন করিয়া উপকারও করিবে—এইরূপে উভয়ের বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ নাই—এ কথা সঙ্গত হয় না। কেন না পূর্ব্বে দেখান হইল যে ক্রতু বা যজ্ঞাদি বিধির বিষয় নহে, এবং অনর্থও নিষেধের বিষয় নহে, কিন্তু ইষ্টসাধনতাবোধ দ্বারা প্রবৃত্তি ও দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তিই যথাক্রমে বিধি এবং নিষেধের বিষয় হইতেছে। তবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম পুরুষার্থের সাধন বা উপায় বলিয়া এবং তাহা উপায়বিষয়িণী ইচ্ছার বিষয় হয় বলিয়া ইষ্টসাধনতাবোধে তাহাতে পুরুষের

বলবদিচ্ছাবিষয়ে স্বতএব প্রবৃত্তেঃ স্বর্গাদৌ বিধ্যনপেক্ষণাৎ ।৯ অতএব বিহিতশ্যেনফলস্যাপি শত্রুবধরূপস্যাভিচারস্যানর্থহেতুত্বমুপপদ্যত এব ফলস্য বিধিজন্যপ্রবৃত্তিবিষয়ত্বাভাবাৎ ।১০ বিধিজন্যপ্রবৃত্তিবিষয়ং তু ধাত্বর্থরূপং করণং প্রবর্ত্তনাবলম্বতে। সা চানর্থহেতুং ন বিষয়ীকরোতীতি বিশেষবিধিবাধিতং সামান্যনিষেধবাক্যং রাগদ্বেষাদিমূলাক্রন্ত্বর্থ-প্রবৃত্তি থাকে।]৮ আর পুরুষপ্রবৃত্তি বলবদিচ্ছার উপধানকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা যদি বলবতী হইয়া উপস্থিত থাকে তাহা হইলেই ঈপ্সিত বিষয়ের উপায়ে পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে। এই জন্য পুরুষপ্রবৃত্তি ভাব্য পদার্থটীর অর্থহেতুতা বুঝাইয়া দেয়না অর্থাৎ তাহা হইতে এরূপ কোন অর্থ নির্ণীত হয়না যে ভাব্য পদার্থটী (সেই প্রবৃত্তির দ্বারা নিষ্পাদ্য স্বর্গাদি ফলটী) অর্থই হইবে—কেবলমাত্র অনিষ্টাভাবই বোধিত করিবে। সুতরাং যাগনিষ্পাদ্য ফলটী যে কেবল পুরুষার্থেই হইবে তাহা বুঝা যায়না; কিংবা তাহা সেই ভাব্য পদার্থের অনর্থহেতুতারও নিষেধ করে না অর্থাৎ ভাব্য পদার্থ (সাধ্যফলটী) যে অনর্থেরও হেতু হইতে পারে—পুরুষপ্রবৃত্তি দ্বারা নিষ্পাদ্য ফলটী যে অনর্থও ঘটাইতে পারে তাহারও নিষেধ করেনা; কিন্তু তাহা ইষ্টানিষ্টে উদাসীন থাকিয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়কেই অবলম্বন করে অর্থাৎ যাহাকে অভিলষিত ফল লাভ করিবার উপায় রূপে বুঝে তাহাতেই প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু ফলের ভালমন্দ বিধির দ্বারা বোধিত হয় না। (ফল স্বভাবতঃ ভালও হইতে পারে। আবার মন্দও হইতে পারে। যেমন স্বর্গাদিরূপ ফল স্বভাবতঃ ভাল; আবার শ্যেনাদিরূপ ফল স্বভাবতঃ মন্দ। মন্দফলেও যে পুরুষের ইচ্ছা হয় রাগাদি দোষই তাহার কারণ। বিধি কেবল জানাইয়া দেয়, এই কর্ম্মটী দ্বারা এই ফল পাওয়া যায়। তদনন্তর ফলে উৎকট ইচ্ছা থাকিলে উপায়েও প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে।) এরূপ বলিবার কারণ এই যে যাহা বলবতী ইচ্ছার বিষয় হয় তাদৃশ স্বর্গাদিফলের প্রাপ্তি বিষয়ে স্বভাবতই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার জন্য আর বিধির অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ যাহাতে পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাহার জন্য প্রবৃত্তি উৎপাদন করা শাস্ত্রের বিষয় নহে। স্বর্গাদিফলসকল স্বভাবতই পুরুষের অভিলষিত; এজন্য তাহাতে প্রবৃত্তি করান বিধির কার্য্য নহে। কিন্তু যাগাদিরূপ যে সমস্ত দুঃখসাধ্য কর্ম্ম আছে ঐগুলি দুঃখকর হওয়ায় তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না বলিয়াই তাহারই জন্য—তাহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবার নিমিত্তই বিধির আবশ্যকতা। আর যাগাদিই যে স্বর্গের সাধন—যাগাদি করিলেই যে স্বর্গ হয়—ইহা অন্য কোন প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় না বলিয়া বিধিবাক্যের অপূর্ব্বতাও অব্যাহত থাকে। ৯ এই কারণেই অর্থাৎ যাহাতে স্বভাবতই পুরুষের প্রবৃত্তি আছে তাদৃশ স্বর্গাদিরূপ ফলে বিধির অপেক্ষা নাই বলিয়াই অর্থাৎ ফল বিধেয় হয় না বলিয়াই শ্যেনযাগ বিহিত হইলেও শ্যেনযাগের ফল যে শত্রুবধরূপ অভিচার তাহার অনর্থহেতুতাও উপপন্নই হয়, কারণ ফলের মধ্যে বিধিজন্য প্রবৃত্তির বিষয়তা নাই অর্থাৎ ফল বিষয়ে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা জন্মাইবার নিমিত্ত বিধির আবশ্যকতা না থাকায় ফল অবিধেয়—বিধিজন্য প্রবৃত্তির অবিষয়। আর যাহা বিধেয় নহে—যাহা বিধি জন্য প্রবৃত্তির বিষয় নহে তাহা যদি অনর্থ হয় তাহা হইল মূলে কোন বিরোধ হইতে পারে না। সুতরাং শ্যেন যাগাদি বিহিত হইলেও শ্যেনের ফল যে হিংসা তাহা নিষিদ্ধ হওয়ায় শ্যেন যাগ অনর্থফলক বলিয়া যে সিদ্ধান্ত আছে তাহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ্টোমাদির ফল যে স্বর্গাদি তাহা বিহিত না হইলেও নিষিদ্ধ নহে। কাজেই

লৌকিকহিংসাবিষয়ম্।১১ তেন শ্যেনাগ্নীষোমীয়য়োর্বৈষম্যাদুপপন্নমদুষ্টত্বং জ্যোতিষ্টোমাদেঃ। বিধিস্পৃষ্টস্যাপি নিষেধবিষয়ত্বে ষোড়শিগ্রহণস্যাপ্যনর্থহেতুত্বাপত্তির্নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতীতি নিষেধাৎ। তস্মান্ন কিঞ্চিদেতদিতি ভাট্টং দর্শনম্।১২ প্রাভাকরং তু দর্শনং—ফলসাধনে রাগতএব প্রবৃত্তিসিদ্ধের্ন নিয়োগস্য প্রবর্ত্তকত্বং, তেন শ্যেনস্য রাগজন্যপ্রবৃত্তিবিষয়ত্বেন বিধেরৌদাসীন্যান্ন তস্যানর্থহেতুত্বং বিধিনা প্রতিক্ষিপ্যতে। অগ্নীষোমীয়-

তাহা অনিষ্টসাধন বা অনর্থফলক হইতে পারেনা।১০ আর প্রবর্ত্তনা বিধিজন্য প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত ধাত্বর্থরূপ করণকে অবলম্বন করে অর্থাৎ বিধিবাক্যীয় প্রবর্ত্তনাবশতঃ স্বর্গাদি ফলের করণীভূত যাগাদিতেই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।* আর সেই যে প্রবর্ত্তনা তাহা অনর্থহেতুকে বিষয়ীভূত করে না অর্থাৎ যাহা হইতে অনর্থ উৎপন্ন হয় তাদৃশ পদার্থ প্রবর্ত্তনার বিষয় হয়না—তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণে "মা হিংস্যাৎ" এই সামান্য নিষেধবাক্য "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" এই বিশেষ বিধির দ্বারা বাধিত হওয়ায় রাগদ্বেষাদিমূলক যে অক্রত্বর্থ লৌকিক হিংসা তাহাই উক্ত সামান্য নিষেধ শাস্ত্রের বিষয় হয়।১১. এ কারণে শ্যেনযাগগত হিংসা এবং অগ্নীষোমীয় হিংসা ইহাদের মধ্যে বৈষম্য (বৈপরীত্য) থাকায় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অদুষ্টতা উপপন্ন (যুক্তিসঙ্গত) হয়। যাহা বিধিস্পৃষ্ট অর্থাৎ যাহা বৈধ বা বিধিবিহিত তাহাও যদি নিষেধের বিষয় হয় অর্থাৎ একই বস্তু যদি যুগপৎ বিধি ও নিষেধের বিষয় হয় তাহা হইলে ষোড়শিগ্রহণেরও অনর্থহেতুতার প্রসঙ্গ হয়; কারণে "অতিরাত্রনামক যজ্ঞে ষোড়শিনামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিবে না" ইত্যাদি শাস্ত্রে ষোড়শিগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ স্থল বিশেষে ষোড়শিগ্রহণের বিধি আছে আবার স্থলবিশেষে নিষেধও আছে। সুতরাং উহা বৈধ হইলেও যখন নিষেধের বিষয় হইতেছে তখন সাংখ্যমতাবলম্বী তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহাকেও অনর্থের হেতু বলিতে হয়। কিন্তু কোন বৈদিক ব্যক্তিই ষোড়শি গ্রহণের অনর্থফলকতা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে বিকল্পই স্বীকৃত হয়। সুতরাং তুমি যে বলিলে হিংসা বৈধ হইয়া যজ্ঞেরও উপকার করিবে আবার নিষেধের বিষয় হওয়ায় অনিষ্টও জন্মাইবে—একথা কিছুই নহে, ইহা কোন কাজেরই কথা নহে। ইহাই হইল **ভাট্ট দর্শন** অর্থাৎ মীমাংসকবর্য্য কুমারিল ভট্টপাদের সিদ্ধান্ত।১২ এ সম্বন্ধে **প্রভাকর মীমাংসকের মত** এইরূপ—। ফলের যাহা সাধন অর্থাৎ যাহার দ্বারা ফল উৎপাদিত হয় তাহাতে স্বাভাবিক অনুরাগবশতই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া তথায় নিয়োগের অর্থাৎ বিধির প্রবর্ত্তকতা স্বীকার করা হয় না অর্থাৎ বিধিবশতই যে ফলসাধনে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় এরূপ

---

* অভিপ্রায় এই যে 'যজেত' এই পদটী 'যজ্' ধাতুর উত্তর 'ঈত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঈত' প্রত্যয়টী হইতেছে লিঙ্ লকারের বিভক্তি। লিঙের অর্থ হইতেছে প্রবর্ত্তনা। সুতরাং যজেত এই স্থলে যে লিঙ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে তাহা প্রবর্ত্তনা অর্থাৎ পুরুষপ্রবৃত্তির অনুকূল প্রেরণা বুঝায়। প্রবর্ত্তনা বলিলে তাহার কোন বিষয় অবশ্যই আছে, যাহাতে প্রবৃত্তি হয়। সেই বিষয়টী কি? মীমাংসকগণ বলেন 'যজেত' এই পদের মধ্যে 'যজ্' ধাতু রহিয়াছে; সেই ধাত্বর্থই প্রবৃত্তির বিষয়। যজ ধাতুর অর্থ যাগ; যাগ অভীষ্ট স্বর্গাদি ফলের করণ বা নিষ্পাদক সাধকতম। ফলের উদ্দেশ্যে করণেই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে স্বর্গাদি ফলের উদ্দেশ্যে তাহার করণীভূত ধাত্বর্থ যাগেই প্রবৃত্তি হয় বলিয়া উহাই (যাগাদিই) শেষে প্রবর্ত্তনার বিষয় অর্থাৎ যাগাদিই বিধেয়।

হিংসায়াং তু ক্রত্বঙ্গভূতায়াং ফলসাধনত্বাভাবেন রাগাভাবাদ্বিধিরেব প্রবর্ত্তকঃ।১৩ স চ স্ববিষয়স্যানর্থহেতুতাং প্রতিক্ষিপতীতি প্রধানভূতা হিংসানর্থং জনয়তি ন ক্রত্বর্থেতি ন হিংসামিশ্রত্বেন জ্যোতিষ্টোমাদের্দুষ্টত্বমিতি সমমেব।১৪ এতাবন্মাত্রে তু বিশেষঃ, "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্ম" ইত্যত্রার্থপদব্যাবর্ত্ত্যত্বেনাধর্ম্মত্বং শ্যেনাদেঃ প্রাভাকরমতে,

বলিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ বিধিবি নাই স্বভাবত ফলোদ্দেশ্যে ফলের সাধনে বা উপায়ে পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং শ্যেনযাগটী যখন অভিচাররূপ ফলের সাধন তখন উহাতেও স্বাভাবিক অনুরাগবশতই প্রবৃত্তি হওয়ায় শ্যেনযাগ অনুরাগ জন্য প্রবৃত্তির বিষয় হইতেছে বলিয়া উহার সম্বন্ধে বিধি উদাসীন অর্থাৎ উহা বিধেয় নহে, অর্থাৎ উহার জন্য বিধি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। আর তাহাতে বিধির উদাসীনতা আছে বলিয়া তাহার যে অনর্থহেতুতা তাহাও বিধির দ্বারা প্রতিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বাধিত হয়না।১৩ [অভিপ্রায় এই যাহা বিধির বিষয় হয় তাহা অনর্থের হেতু হইতে পারেনা। শ্যেনযাগ যদি বিধির বিষয় হইত তাহা হইলে তাহা অনর্থের হেতু হইত না। কিন্তু শ্যেনযাগ বিধির বিষয় নহে, কারণ উহা হইতেছে শত্রুবধরূপ ফলের উপায়স্বরূপ। আর যাহা অভিপ্রেত ফলের উপায় তাহাতে স্বাভাবিক অনুরাগবশতই পুরুষের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া তাহা নিয়োগ অর্থাৎ বিধির বিষয় নহে। আর যখন তাহা বিধির বিষয় নহে তখন তাহার অনর্থহেতুতা স্বীকার করিতেও কোন বাধা নাই। সুতরাং হিংসা-সংস্পৃষ্ট হওয়ায় শ্যেনযাগকে অনর্থফলক বলাতে কোন আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ্টোমে অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে যে হিংসা অনুষ্ঠিত হয় তাহা ক্রতুর অঙ্গস্বরূপ হওয়ায় (তাহার দ্বারা ক্রতুরই উপকার সাধিত হয় বলিয়া) তাহাতে ফলসাধনতা নাই অর্থাৎ তাহা ফলের সাধন বা জনক নহে। (কারণ উহা দ্বারা যে যজ্ঞটী সম্পাদিত হয় তাহা পুরুষের অভিপ্রেত ফল নহে, কিন্তু তাহা সেই ফলের সাধন বা উপায়। আর সেই যে ক্রত্বর্থ তাহাতে যখন ফলসাধনতা নাই তখন তাহাতে যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় তাহা স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ হইতে পারেনা। সুতরাং) তাহাতে ফলসাধনতা না থাকায় তাহাতে পুরুষের স্বাভাবিক অনুরাগও নাই। কাজেই একমাত্র বিধিই তথায় প্রবর্ত্তক হয় অর্থাৎ বিধিবাক্যশ্রবণেই পুরুষ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর সেই বিধি স্বীয় বিষয়ের অনর্থহেতুতাও প্রতিক্ষিপ্ত (প্রতিহত বা রুদ্ধ) করিয়া দেয় অর্থাৎ তাহা হিংসা হইলেও বিধির বিষয় হওয়ায় অনর্থহেতু হইতে পারে না। (যেহেতু যাহা অনর্থের হেতু, যাহা হইতে অনর্থ ঘটে তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং ফলের সাধনস্বরূপ) প্রধানভূত যে হিংসা তাহাই অনর্থ জন্মাইয়া থাকে কিন্তু অপ্রধানভূত ক্রত্বর্থ (যজ্ঞের সাঙ্গতার হেতুস্বরূপ) যে হিংসা তাহা অনর্থ জন্মায় না। এই কারণে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ হিংসামিশ্রিত বলিয়া যে দুষ্ট তাহা বলা চলে না। এই প্রকারে এই অংশে এই প্রভাকরমতও ভট্টমতের সমানই। অর্থাৎ উভয় মতেই ক্রত্বঙ্গ হিংসার দোষজনকতা স্বীকৃত হয় না বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম হিংসাযুক্ত হইলেও নির্দ্দোষ— তাহাতে কোনওরূপ দোষের শঙ্কা হইতে পারে না। তবে ভাট্ট মত হইতে প্রভাকরমতের এইমাত্র বৈশিষ্ট্য যে, মীমাংসা দর্শনের "চোদনালক্ষণঃ অর্থ ধর্ম্মঃ" এই সূত্রে যে, 'অর্থঃ' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে প্রভাকর মতে তাহার ব্যাবর্ত্ত্যরূপে শ্যেনাদির অধর্ম্মত্ব কথিত হয়। [তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মের লক্ষণ কি তাহা মীমাংসা দর্শনে "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই সূত্রে

ভাট্টমতে তু শ্যেনফলস্যৈবাভিচারস্যানর্থহেতুত্বাদধর্ম্মত্বং, শ্যেনস্য তু বিহিতস্য সমীহিত-সাধনস্য ধর্ম্মত্বমেব। অর্থপদব্যাবর্ত্ত্যত্বং তু কলঞ্জভক্ষণাদের্নিষিদ্ধস্যৈবেতি ফলতোঽনর্থহেতুত্বেন তু শিষ্টানাং শ্যেনাদৌ ন ধর্ম্মত্বেন ব্যবহারঃ। তদুক্তং,—"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম

কথিত হইয়াছে। প্রভাকর মতাবলম্বী মীমাংসকগণের মতে এই সূত্রটীর প্রতিপদব্যাবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যেক পদের সার্থকতা এইরূপ, যাহা অর্থ অর্থাৎ পুরুষের ইষ্ট তাহাই ধর্ম্ম, এরূপ বলিলে পান-ভোজনাদিও পুরুষের অর্থ বলিয়া তাহাও ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই কারণে বলিলেন "চোদনালক্ষণঃ", চোদনা বলিতে বিধিবাক্য। বিধিবাক্য যাহার লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ অর্থাৎ বিধিবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে যাহার বিষয় জানা যায় তাদৃশ অনুষ্ঠীয়মান যে যাগাদি তাহাই ধর্ম্ম। সূত্রে "অর্থঃ" এই পদটী না দিয়া যদি "চোদনালক্ষণঃ ধর্ম্মঃ" এইটুকু মাত্র বলা হইত তাহা হইলে শ্যেনযাগাদিও চোদনা লক্ষণ বলিয়া অর্থাৎ শ্যেন যাগাদিও বিধিবাক্যবিহিত বলিয়া ধর্ম্ম হইয়া পড়িত। কিন্তু শ্যেন যাগাদির ফল অভিচার অর্থাৎ শত্রুমারণরূপ হিংসা হওয়ায় উহারা অর্থ নহে অর্থাৎ পুরুষের ইষ্ট ফলদায়ক নহে, কিন্তু অনিষ্টফলপ্রদ। সুতরাং অনিষ্টফলজনক শ্যেন যাগাদি রূপ অনর্থেরও পাছে ধর্ম্মত্ব প্রসক্তি হয় তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত পরমর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মলক্ষণ বাচক সূত্রে "চোদনা লক্ষণো ধর্ম্মঃ" এইটুকু না বলিয়া "চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্ম্মঃ" এতখানি বলিলেন অর্থাৎ উক্ত সূত্রে "অর্থঃ" এই পদটী অধিক সন্নিবেশিত করিলেন। সুতরাং প্রভাকর মীমাংসকমতে, শ্যেনাদির ধর্ম্মত্ব প্রসঙ্গের ব্যাবৃত্তি করিবার নিমিত্তই চোদনা সূত্রে "অর্থঃ" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে সুতরাং এতন্মতে শ্যেনাদি স্বরূপতই অনর্থ অধর্ম্ম।] কিন্তু এস্থলে কুমারিলভট্টপাদের মতে বলা হয়,—শ্যেনযাগের ফল স্বরূপ যে অভিচার তাহারই অনর্থহেতুতা আছে বলিয়া অর্থাৎ শ্যেনযাগের ফল যে শত্রুমারণরূপ অভিচার তাহাই অনর্থের হেতু হয় বলিয়া তাহারই অধর্ম্মত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্যেনফল অভিচারই নিষেধবিষয়ীভূত হিংসাত্মক বলিয়া তাহাই অনর্থের হেতু; কিন্তু শ্যেনযাগ স্বতঃ স্বরূপতঃ অনর্থ বা অধর্ম্ম নহে। মীমাংসাদর্শনের ঐ সূত্রে যে "অর্থঃ" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে কলঞ্জ ভক্ষণাদিই তাহার ব্যাবর্ত্ত্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্বরূপতঃ অনর্থ যে কলঞ্জভক্ষণাদি তাহাও পাছে ধর্ম্ম হয় এই জন্য "অর্থ" এই পদটী সূত্রের মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর কলঞ্জ ভক্ষণাদি "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় উহা অনর্থ সুতরাং অধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। (ইহাতে হয়ত এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, শিষ্টগণ তবে শ্যেনাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—) শ্যেনাদি ফলতঃ অনর্থ হওয়ায় অর্থাৎ শ্যেনযাগাদির ফল অনর্থ স্বরূপ হওয়ায় শিষ্টগণ শ্যেনযাগাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহার করেন না। এ সম্বন্ধে কুমারিলভট্টপাদের শ্লোকবার্ত্তিকে এইরূপ কথিতও আছে,—"যে কর্ম্ম ফলতও অনর্থানুবন্ধী হয় না অর্থাৎ যে কর্ম্ম ফলের দ্বারাও অনর্থ হয় না, তাহা কেবলই প্রীতির কারণ হয় বলিয়া তাহাই 'ধর্ম্ম' এই নামে অভিহিত হয়।"১৫ [জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের ফল স্বর্গ। তাহা বিধিরও বিষয় নহে এবং নিষেধেরও বিষয় নহে। কাজেই সেই স্বর্গের ফলেও অনর্থ ঘটিতে পারে না। এই জন্য ঐ যাগ ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে শ্যেনযাগের ফল শত্রুবধরূপ হিংসা। সুতরাং শ্যেনযাগের ফল যে হিংসা তাহা বিধির বিষয় নহে। অথচ "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যে বিধির বিষয়ীভূত নয় যে হিংসা তাহা

নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥” (শ্লোঃ বাঃ ২।২৬৮) ইতি।১৫ তার্কিকাণাং তু দর্শনং,—কৃতিসাধ্যত্বমর্থহেতুত্বমনর্থাহেতুত্বং চেতি ত্রয়ং বিধ্যর্থঃ। তত্র ক্রত্বর্থহিংসায়াং সাক্ষান্নিষেধাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তানুপদেশাচ্চ কৃতিসাধ্যত্বার্থহেতুত্ববদনর্থাহেতুত্বমপি বিধিনা বোধ্যত ইতি ন তস্যা অনর্থহেতুত্বম্। শ্যেনাদেস্ত্বভিচারস্য সাক্ষাদেব নিষেধাৎ প্রায়শ্চিত্তোপদেশাচ্চানর্থহেতুত্বাবগমাত্তাবন্মাত্রং তত্র বিধিনা ন বোধ্যত ইত্যুপপন্নং শ্যেনাগ্নীষোময়োর্ব্বৈলক্ষণ্যম্।১৬ ঔপনিষদৈস্তু ভাট্টমেব দর্শনং ব্যবহারে প্রায়েণাবলম্বিতম্। তথা চ ভগবদ্বাদরায়ণপ্রণীতং সূত্রং,—“অশুদ্ধমিতি চেন্ন

নিষিদ্ধ। সুতরাং ঐ অভিচাররূপ নিষিদ্ধ হিংসার ফলে অনর্থ ঘটিবেই। অতএব শ্যেনযাগ ফল দ্বারা হিংসার হেতু—শ্যেনযাগের ফলের ফল অনর্থ। এ কারণে তাহা ধর্ম্ম নহে।]১৫

আর **তার্কিকগণ** (নৈয়ায়িকগণ) হিংসা সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণপ্রকার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন—। তাঁহাদের মতে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ কৃতিসাধ্যত্ব, অর্থহেতুত্ব এবং অনর্থাহেতুত্ব এই তিনটী। তন্মধ্যে ক্রত্বর্থ যে হিংসা তদ্বিষয়ে সাক্ষাৎ নিষেধ নাই বলিয়া এবং সেই হিংসার জন্য শাস্ত্রে কোনও প্রায়শ্চিত্তও কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়া বিধিশক্তির প্রভাবে তাহার যেমন কৃতিসাধ্যত্ব এবং অর্থহেতুত্ব প্রতীত হয় সেইরূপ তাহার অনর্থাহেতুত্বও বোধিত হয়। [অভিপ্রায় এই যে, ক্রত্বর্থ হিংসা যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষিদ্ধ নহে এবং ক্রতুর উদ্দেশ্যে হিংসা করিলে যে কোনও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাদৃশ কোন বিধিও নাই তখন ইহা হইতে ইহাই অবধারিত হয় যে উহা অনর্থাহেতু—ইহা অনর্থের হেতু নহে। আর উহা বিহিত বলিয়া কৃতিসাধ্যও বটে এবং অর্থহেতুও বটে। কৃতি সাধ্য অর্থ প্রযত্ননিষ্পাদ্য ; অর্থহেতু বলিতে পুরুষার্থসাধন—পুরুষের অভিলষিত স্বর্গাদি ফলের সাধন অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। সুতরাং বিধি শক্তির প্রভাবে ক্রত্বর্থ হিংসার কৃতিসাধ্যত্ব, অর্থহেতুত্ব এবং অনর্থাহেতুত্ব (অনর্থের অহেতুত্ব) বোধিত হয় বলিয়া উহাকে অনর্থহেতু বলা চলে না।] পক্ষান্তরে শত্রু-হিংসারূপ অভিচারফলক শ্যেনাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই নিষিদ্ধ ; আবার তজ্জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করিবারও উপদেশ আছে, অর্থাৎ অভিচারকারী ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এইরূপ বিধান আছে ; এই সমস্ত কারণে তাহার অনর্থহেতুত্ব অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা যে অনর্থের হেতু তাহা বুঝিতে পায়া যায়। এ কারণে তথায় বিধির দ্বারা ঐ অনর্থাহেতুত্বটী বোধিত হয় না (কেননা যাহা অনর্থের হেতু তাহাতে অনর্থের অহেতুত্ব নাই বলিয়া শ্যেনাদির অনিষ্টজনকতা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই অর্থাৎ এই বিধির দ্বারা উহার অনর্থাহেতুত্ব বোধিত হয় না বলিয়া উহা কৃতিসাধ্য এবং শত্রুবধরূপ অর্থের হেতু হইলেও নরকাদিরূপ অনর্থেরও যে হেতু হয় তাহা স্বীকার করিতে কোন আপত্তি নাই)। সুতরাং এইরূপে শ্যেনযাগ এবং অগ্নীষোমীয় যাগ ইহাদের বৈলক্ষণ্য (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যেই হিংসা যুক্তত্ব থাকিলেও ফলতঃ উহাদের পার্থক্য) উপপন্ন হয় (সঙ্গতই) হয়।১৬

ঔপনিষদগণ (বৈদান্তিকগণ) ব্যবহার স্থলে ভাট্ট মতই বহুলভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থাৎ হিংসা সম্বন্ধে বৈদান্তিকগণের মত কি এইরূপ প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন যে ভাট্ট মতই বৈদান্তিকগণের স্বমত ; কেন না, ব্যাবহারিক জগতে তাঁহারা বেশী ভাবে ভাট্ট মতেরই অনুসরণ করিয়া

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

দুঃখম্ ইতি এব কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ, সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং নৈব লভেৎ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুঃখ বুদ্ধিতে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজসিক ত্যাগ করে; এজন্যে কখনও ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হয় না ॥৮

শব্দাদি"তি। (বেঃ দঃ ৩।১।২৫) জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্ম অগ্নীযোমীয়হিংসাদিমিশ্রিতত্বেন দুষ্টমিতি চেৎ ন অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যাদিবিধিশব্দাদিত্যক্ষরার্থঃ। জপপ্রশংসাপরং তু বাক্যং ন ক্রত্বর্থহিংসায়া অধর্ম্মত্ববোধকং তস্য তত্রাতাৎপর্য্যাৎ।১৭ তথাচ সাংখ্যানাং বিহিতে নিষিদ্ধত্বজ্ঞানমনর্থাহেতাবনর্থহেতুত্বজ্ঞানং ধর্ম্মে চাধর্ম্মত্বজ্ঞানমনুষ্ঠেয়ে চাননুষ্ঠেয়ত্বজ্ঞানং বিপর্য্যাসরূপো মোহঃ তস্মান্মোহান্নিত্যস্য কর্ম্মণো যঃ পরিত্যাগঃ স তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। মোহো হি তমঃ ॥ ১৮—৭ ॥

পূর্ব্বোক্তমোহাভাবেঽপি অনুপজাতান্তঃকরণশুদ্ধিতয়া কর্ম্মাধিকৃতোঽপি দুঃখমেবেদিমিতি মত্বা কায়ক্লেশভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যৎ স ত্যাগো রাজসঃ। দুঃখং

থাকেন। এ সম্বন্ধে ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনে যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ,—"যজ্ঞাদি কর্ম্মকে হিংসা যুক্ত বলিয়া যদি অশুদ্ধ বল তাহা হইলে তাহা সঙ্গত নহে, যে হেতু শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিই ইহার বিধান করিতেছেন অর্থাৎ হিংসাদি সংযুক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎ শ্রুতির দ্বারা বিহিত বলিয়া তাহা অশুদ্ধ অনর্থফলক নহে।" (সূত্রটীর ব্যাখ্যা এইরূপ—) জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ কর্ম্ম অগ্নীষোমীয় হিংসা মিশ্রিত হওয়ায় দুষ্ট অর্থাৎ দোষসংযুক্ত সুতরাং অনর্থ ফলক, যদি এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করা হয় (তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য) ঐ প্রকার আপত্তি ঠিক নহে; যে হেতু উহা "অগ্নীষোমীয় পশু বধ করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা বিহিত হইতেছে; ইহাই সূত্রটীর আক্ষরিক অর্থ। (তবে যে পূর্ব্বে "জপ্যেনৈব হি সংসিধ্যেৎ" ইত্যাদি বাক্যে জপেরই প্রশংসা দেখান হইল তাহার গতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—) জপের প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যটী ক্রত্বর্থ হিংসার অধর্ম্মত্ব জ্ঞাপক নহে, (অর্থাৎ উহা মাত্র জপেরই প্রশস্ততা বুঝাইতেছে, কিন্তু উহা দ্বারা এমন কিছু বুঝাইতেছে না যে হিংসাযুক্ত যজ্ঞাদি অনর্থের হেতু, যে হেতু তাহাতে তাহার তাৎপর্য্য নহে অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হিংসার অনর্থত্ব নির্দ্দেশ করা তাহার তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু "নহি নিন্দা" ন্যায়ে উহা জপেরই প্রশংসা জ্ঞাপক। আর যাহাতে যাহার তাৎপর্য্য নাই তাহার দ্বারা তাহার নিষেধ হইতে পারে না।১৭ সুতরাং সাংখ্যমতাবলম্বিগণের বিহিত কর্ম্মে যে নিষিদ্ধত্বজ্ঞান, যাহা অনর্থের হেতু নহে তাহাতে যে অনর্থহেতুত্ব বোধ, ধর্ম্মে যে অধর্ম্মত্ব প্রতীতি এবং অনুষ্ঠেয় বিষয়ে যে অননুষ্ঠেয়ত্ব জ্ঞান তাহা বিপর্য্যাসরূপ মোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। আর সেই মোহ বশতঃ নিত্য কর্ম্মের যে পরিত্যাগ তাহা তামস বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে, যে হেতু তমই মোহ।১৮—৭॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে কর্ত্তব্যাদিতে অকর্ত্তব্যাদিবোধরূপ যে মোহ প্রদর্শিত হইল সেই মোহ না থাকিলেও যাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া যাহারা কর্ম্মাধিকারী হইয়াও কর্ম্ম করে

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ ইতি যৎ নিয়তং সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ অর্থাৎ আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যে নিত্য কর্ম্ম করা হয়, তাদৃশ ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত ॥৯

হি রজঃ। অতঃ স মোহরহিতোঽপি রাজসঃ পুরুষস্তাদৃশং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা নৈব ত্যাগফলং সাত্ত্বিকত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভেৎ ন লভেত ॥ ৮ ॥

কর্ম্মত্যাগস্তামসো রাজসশ্চ হেয়ো দর্শিতঃ। কীদৃশঃ পুনরুপাদেয়ঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগ ইত্যুচ্যতে কার্য্যমিতি।১ বিধ্যুদ্দেশে ফলাশ্রবণেঽপি কার্য্যং কর্ত্তব্যমেবেতি বুদ্ধা নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বৈব যৎ ক্রিয়তেঽন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তং স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্ব্বৃত্তো মত আদেয়ত্বেন সম্মতঃ শিষ্টানাম্।২ নন্থ নিত্যানাং ফলমেব নাস্তি কথং ফলং ত্যক্ত্বেত্যুক্তম্। উচ্যতে—অস্মাদেব ভগবদ্বচনাৎ

না, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান করা কেবল দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নহে এইরূপ মনে করিয়া দৈহিক ক্লেশের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে; এই প্রকারে যে কর্ম্মত্যাগ তাহা রাজস ত্যাগ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এতাদৃশ কর্ম্মত্যাগস্থলে কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্যতাবোধরূপ ভ্রম নাই বলিয়া ইহাকে বিপর্য্যয়াত্মক তমোমূলক বা তামস বলা চলে না কিন্তু দুঃখাত্মকতাবোধে পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহা রাজস ত্যাগ। যেহেতু দুঃখই রজঃ অর্থাৎ রজোগুণ। আর সেই রাজস ব্যক্তি মোহরহিত হইলেও তাদৃশ রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগের ফল পাইতে পারে না অর্থাৎ সাত্ত্বিক ত্যাগের ফল যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা লাভ করিতেই পারে না।৮॥

অনুবাদ—হেয় (পরিত্যাজ্য) রাজস এবং তামস কর্ম্মত্যাগ দেখান হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে কীদৃশ ত্যাগ তবে উপাদেয় (গ্রাহ্য বা অবলম্বনীয়)? ইহার উত্তরে বলা হয়, সাত্ত্বিক ত্যাগই উপাদেয়। তাহাই "কার্য্যম্" ইত্যাদি শ্লোকে দেখাইতেছেন।১ বিধির উদ্দেশে (বিধি বাক্যের সহিত) ফলশ্রুতি না থাকিলেও **কার্য্যম্**=ইহা কার্য্য অর্থাৎ অবশ্য করণীয় **ইত্যেব**=এইরূপ বুঝিয়া **সঙ্গং**=কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ **ফলং চৈব**=এবং ফল **ত্যক্ত্বা**=ত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত—যে পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি হয় তাবৎকাল যে **নিয়তং**=নিত্য কর্ম্ম **ক্রিয়তে**=অনুষ্ঠিত হয় **স ত্যাগঃ**=সেই ত্যাগ **সাত্ত্বিকঃ**=সত্ত্বনির্ব্বৃত্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণ নিষ্পন্ন বলিয়া **মতঃ**=শিষ্টগণের সম্মত। [**তাৎপর্য্য** এই যে, ফলের উদ্দেশ্যেই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আবার কাম্য কর্ম্মের স্থলে বিধিবাক্যের সহিতই ফলশ্রুতি অর্থাৎ ফলনির্দ্দেশও থাকে। কিন্তু নিত্যকর্ম্মের বিধি আছে বটে কিন্তু কোন ফলশ্রুতি নাই। তাদৃশ স্থলে ফলাভিসন্ধি বিনাই এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান ব্যতীতই কেবল কর্ত্তব্যতাবোধে যে সেই কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়—সেই কর্ম্মফলত্যাগই সাত্ত্বিকত্যাগ। আর চিত্তশুদ্ধিই হইতেছে তাহার সীমা; যে পর্য্যন্ত না অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় তাবৎকাল ঐ ভাবে সাত্ত্বিক ত্যাগ বিহিত। চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে তাহাও স্বতই পরিত্যক্ত হইয়া যায়; তখন বিবিদিষা উৎপন্ন হওয়ায় আর করণীয় কর্ম্ম থাকে না।]২ আচ্ছা, নিত্য কর্ম্মের যখন কোন ফলই নাই তখন "ফলং ত্যক্ত্বা"=

নিত্যানাং ফলমস্তীতি গম্যতে নিষ্ফলস্যানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ।৩ তথাচাপস্তম্বঃ—"তদ্যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনূৎপদ্যন্ত" ইত্যানুষঙ্গিকং ফলং নিত্যানাং দর্শয়তি।৪ অকরণে প্রত্যবায়স্মৃতিশ্চ নিত্যানাং প্রত্যবায়পরিহারং ফলং দর্শয়তি। "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" "যেনকেন চ যজেতাপি বা দর্ব্বিহোমেনানুপহতমনাএব ভবতি। তদাহুর্দ্দেবযাজী শ্রেয়ানাত্মযাজীত্যাত্মযাজীতি হ ব্রূয়াৎ স হ বা আত্মযাজী যো বেদেদং মেঽনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়ত ইদং মেঽনেনাঙ্গমুপধীয়ত"ইত্যাদিশ্রুতয়শ্চ জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপক্ষয়লক্ষণং জ্ঞানযোগ্যতারূপপুণ্যোৎপত্তিলক্ষণঞ্চাত্মসংস্কারং নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলং দর্শয়ন্তি। তদভিসন্ধিং ত্যক্ত্বা তান্যনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ।৫ যত্তুক্তং ত্যাগসন্ন্যাসশব্দৌ ঘটপটশব্দাবিব ন ভিন্নজাতীয়ার্থৌ কিন্তু ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মত্যাগ এব তয়োরর্থ ইতি তন্ন বিস্মর্ত্তব্যম্।৬ তত্র সত্যপি

"ফল ত্যাগ করিয়া"—এই প্রকার উক্তি ত অসঙ্গত? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবানের এই বাক্য হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে; নিত্যকর্ম্ম সকলেরও ফল আছে; কেন না, যাহা নিষ্ফল তাহার অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। (যে হেতু ফলই প্রবৃত্তির জনক)।৩ এ সম্বন্ধে আপস্তম্ব—"যেমন আম গাছ ফলের জন্য রোপিত হইলেও তাহার যে ছায়া এবং তাহার যে মুকুলের সুগন্ধ ইহা আনুষঙ্গিক ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে সেইরূপ ধর্ম্ম আচরিত হইতে থাকিলে অর্থসকলও অর্থাৎ পুরুষার্থ বা ফলও আনুষঙ্গিক ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে"—এই প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সকলের আনুষঙ্গিক ফল দেখাইতেছেন।৪ নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় হয়, এই প্রকার যে স্মৃতি আছে তাহাও ইহাই দেখাইয়া দিতেছে যে প্রত্যবায় পরিহারই নিত্যকর্ম্মের ফল। [অভিপ্রায় এই যে নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ হয় এই প্রকার যে স্মৃতি আছে তাহার ইহাই তাৎপর্য্য যে অকরণজনিত প্রত্যবায় পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে সেই প্রত্যবায় পরিহৃত হইবে। সুতরাং সেই প্রত্যবায় পরিহারই যে নিত্যকর্ম্মের ফল তাহা বুঝিতে পারা যায়।] "ধর্ম্মের দ্বারা পাপ অপনোদন করা হয়, এই কারণেই জ্ঞানিগণ ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন।" "লোকে যে কোন যজ্ঞ করুক না কেন—এমন কি দর্ব্বীহোম নামক যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাতে সে অনুপহতমনাই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে তাহার মন অনুপহিত (পাপরহিতই) হইয়া থাকে। দেবযাজী শ্রেয়ান্ অথবা আত্মযাজী শ্রেয়ান্ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সেই অনুপহতমনা ব্যক্তি অবশ্যই বলিবেন যে আত্মযাজীই শ্রেয়ান্। যে ব্যক্তি এইরূপ অবগত আছে যে এই যজ্ঞের দ্বারা আমার এই অঙ্গ সংস্কৃত (শোধিত) হয়, এই যজ্ঞের দ্বারা আমার এই অঙ্গ উপহিত (পাপরহিত) হয় সেই ব্যক্তিই আত্মযাজী" ইত্যাদি শ্রুতিও ইহাই দেখাইতেছে যে পাপক্ষয় এবং জ্ঞানযোগ্যতারূপ যে পুণ্য তদুৎপত্তিরূপ আত্মসংস্কার তাহাই নিত্য কর্ম্মসকলের ফল। ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া সেগুলি অনুষ্ঠেয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৫ [তাৎপর্য্য এই যে, কোন কোনও মতে নিত্য কর্ম্মের কোনই ফল নাই। তাহাই যদি হয় অর্থাৎ নিত্য কর্ম্মের যদি কোনই ফল না থাকে তাহা হইলে নিষ্ফল কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হতে পারে না বলিয়া তাহাতে লোকের

ফলাভিসন্ধৌ মোহাদ্বা কায়ক্লেশভয়াদ্বা যঃ কর্ম্মত্যাগঃ স বিশেষ্যাভাবকৃতো বিশিষ্টাভাবস্তামসত্বেন রাজসত্বেনচ নিন্দিতঃ।৭ যস্তু সত্যপি কর্ম্মণি ফলাভিসন্ধিত্যাগঃ স বিশেষণাভাবকৃতো বিশিষ্টাভাবঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়ত ইতি বিশেষ্যাভাবকৃতে বিশেষণাভাবকৃতে চ বিশিষ্টাভাবত্বস্য সমানত্বান্ন পূর্ব্বাপরবিরোধঃ।৮ উভয়াভাবকৃতস্তু নির্গুণত্বান্ন

প্রবৃত্তি জন্মিবে না। ইহা কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। এই কারণে বলিতেছেন যে সত্য বটে নিত্যকর্ম্মের কোন ফলশ্রুতি নাই তথাপি তাহা যে অকরণীয় তাহা নহে—তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, কারণ তাহা না করিলে প্রত্যবায় হইবে। অন্য কোন ফল নাই থাকুক অন্ততঃ সেই প্রত্যবায় পরিহারের জন্যও তাহার অনুষ্ঠান করা উচিত। এই কারণে মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি বলিয়াছেন "এতদেব নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলং যৎ প্রত্যবায়পরিহার ইতি"—"নিত্যকর্ম্মের ইহাই ফল যে তাহা না করিলে যে প্রত্যবায় জন্মে তাহার পরিত্যাগ করা"। এই প্রকারে প্রথমতঃ প্রত্যবায় পরিহাররূপ ফল দেখাইয়া পরে শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন যে, নিত্যকর্ম্মের স্বর্গাদি নিকৃষ্ট পুরুষার্থরূপ কোন ফল নাই সত্য কিন্তু তাহার যাহা ফল তাহা স্বর্গাদি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট; নিত্যকর্ম্মের নিষ্কাম অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তদর্পণগত পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত হয়, এবং তাহাতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে তাহা জ্ঞানসূর্য্যের প্রতিবিম্বের যোগ্য হয়। চিত্তের এই যে জ্ঞানোদয়যোগ্যতা ইহাই পুণ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাকেই আত্মসংস্কার বলা হয়। ইহাই নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল—যাহা স্বর্গাদি বিষয় সকল হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। মীমাংসকগণ বলেন নিত্যকর্ম্মের ফলশ্রুতি না থাকিলে 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ে স্বর্গই তাহার ফল।]৫ আর পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুইটী শব্দের অর্থ ঘট ও পট এই পদের অর্থের ন্যায় ভিন্নজাতীয় নহে কিন্তু ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার ত্যাগই তাহাদের অর্থ—অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মত্যাগরূপ যে বিশিষ্টাভাব তাহাই ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দের অর্থ—ইহা ভুলিলে চলিবে না। (শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিবার সুবিধার জন্য টীকাকার আচার্য্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুইটী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি; যে হেতু ইহা মনে থাকিলে ভগবদুক্ত এই সমস্ত শ্লোকের মধ্যে কোনরূপ পূর্ব্বাপর বিরোধ শঙ্কা উদিত হইবে না)।৬ তন্মধ্যে চিত্তে ফলাভিলাষ বর্ত্তমান থাকিলেও মোহবশতই হউক অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্যতাবোধরূপ মোহের জন্যই হউক কিংবা শরীরের কষ্ট হইবে এই ভয়েই হউক—যে কর্ম্মত্যাগ তাহা কর্ম্মরূপ বিশেষ্যের অভাব বা ত্যাগ নিবন্ধন বিশিষ্টাভাবরূপ ত্যাগ বলিয়া ঐ দুইপ্রকারে যে ত্যাগ তাহা যথাক্রমে তামস এবং রাজস ত্যাগ হইতেছে; এই কারণে তাহা নিন্দিত।৭ [অভিপ্রায় এই যে পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে কর্ম্ম হইতেছে বিশেষ্য এবং ফলাভিসন্ধি হইতেছে বিশেষণ। এই বিশেষণের ত্যাগ, বিশেষ্যের ত্যাগ এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই ত্যাগ অনুসারে কর্ম্মত্যাগ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ফলাভিসন্ধি আছে অথচ অজ্ঞতা হেতু বা ভয়হেতু যে কর্ম্মত্যাগ ইহা বিশেষ্যাভাবকৃত কর্ম্মত্যাগ। ইহাদের মধ্যে অজ্ঞতা নিবন্ধন যে কর্ম্মত্যাগ তাহা তামস; আর ভয়বশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ তাহা রাজস। এই দুই প্রকারের যে কর্ম্মত্যাগ তাহাই নিন্দিত অর্থাৎ অনাশ্রয়ণীয় বা পরিত্যজ্য।]৭ পক্ষান্তরে কর্ম্ম থাকিলেও অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইতে থাকিলেও ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণ ত্যাগ করার জন্য যে বিশেষণাভাবজনিত বিশিষ্টাভাবরূপ ত্যাগ তাহাই

ত্রিবিধমধ্যে গণনীয় ইতি চাবোচাম।৯ এতেন—"ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিত" ইতি প্রতিজ্ঞায় কর্ম্মত্যাগলক্ষণে দ্বে বিধে দর্শয়িত্বা প্রতিজ্ঞাননুরূপাং কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণাং তৃতীয়াং বিধাং দর্শয়তো ভগবতঃ প্রকটমকৌশলমাপতিতম্। নহি ভবতি ত্রয়ো ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা দ্বৌ কঠকৌণ্ডিন্যৌ তৃতীয়ঃ ক্ষত্রিয়ঃ ইতি তদ্বদিতি পরাস্তম্। তিসৃণামপি বিধানাং বিশিষ্টাভাবরূপত্বেন ত্যাগসামান্যেনৈকজাতীয়তয়া প্রাগ্ব্যাখ্যাতত্বাৎ। তস্মাদ্ভগবদকৌশলোদ্ভাবনমেব মহদকৌশলমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০—৯ ॥

সাত্বিক; এইজন্য তাহারই প্রশংসা করিতেছেন। সুতরাং বিশেষ্যের অভাবজনিত যে বিশিষ্টাভাব এবং বিশেষণের অভাবজনিত যে বিশিষ্টাভাব উভয়ত্রই বিশিষ্টাভাব সমানভাবে বিদ্যমান থাকায় একস্থলে তাহার নিন্দা করা হইল আবার অন্য স্থলে তাহার প্রশংসা করা হইল বলিয়া পূর্ব্বাপরবিরোধ হইয়া পড়িতেছে, এরূপ বলা চলে না।৮ [তাৎপর্য্য এই যে ত্যাগ বলিতে বিশিষ্টাভাব বুঝায়; বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশিষ্টাভাব হয় এবং বিশেষণের অভাব হইলেও বিশিষ্টাভাব হয়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগরূপ বিশেষ্যাভাবরূপ যে ত্যাগ তাহার নিন্দা করিলে বিশিষ্টাভাবেরই নিন্দা করা হইল। আবার ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ বিশেষণাভাবরূপ যে ত্যাগ তাহার প্রশংসা করিলে বিশিষ্টাভাবেরই প্রশংসা করা হয়। এস্থলে দেখা যায় যে সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ভগবান্ কর্ম্মত্যাগের নিন্দা করিয়া বিশিষ্টাভাবরূপ ত্যাগেরই নিন্দা করিয়াছেন; আবার নবম শ্লোকে ফলাভিসন্ধি ত্যাগের প্রশংসা করিয়া বিশিষ্টাভাবরূপ ত্যাগেরই প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রকারে একই বিষয়ের একবার নিন্দা এবং একবার প্রশংসা করায় পূর্ব্বাপর বিরোধ হইয়া পড়িতেছে—কেহ হয়ত এইরূপ শঙ্কা করিতে পারেন। তাহার সমাধানের জন্য টীকাকার আচার্য্য বলিতেছেন যে উভয়ত্রই বিশিষ্টাভাবত্ব বিদ্যমান থাকিলেও উহা ঠিক এক নহে, উহাদের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ রহিযাছে। কর্ম্মত্যাগরূপ বিশেষ্যাভাবকৃত যে বিশিষ্টভাব তাহা রাজসিক ও তামসিক—এই কারণে তাহা নিন্দিত; আর ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ বিশেষণাভাবকৃত যে বিশিষ্টাভাব তাহা সাত্বিক; এই হেতু তাহা প্রশংসনীয়। সুতরাং উহাদের মধ্যে এই প্রকার পার্থক্য থাকায় ভগবদুক্তির মধ্যে কোনওরূপ পূর্ব্বাপরবিরোধ নাই।]৮ আর কর্ম্মরূপ বিশেষ্যের অভাব এবং ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণেরও অভাব—এই উভয়াভাবরূপ যে বিশিষ্টাভাব, নির্গুণত্ব থাকায় তাহা ত্রিগুণের মধ্যে আসিতে পারে না তাহা বলিয়া আসিয়াছি অর্থাৎ গুণাতীত ব্যক্তিরই ঐ প্রকার উভয়াভাবজনিত বিশিষ্টাভাবরূপ ত্যাগ সম্ভবপর হয় বলিয়া তাহা এই সগুণের কক্ষায় অসিতেই পারে না।৯ এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে পর :কেহ কেহ যে বলেন, "হে পুরুষ ব্যাঘ্র ত্যাগ তিন প্রকার" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া (প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া) পরে দুই প্রকারের কর্ম্মত্যাগরূপ দুই প্রকার ত্যাগ দেখাইয়া, তদনন্তর যে প্রতিজ্ঞার অননুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তৃতীয় প্রকার ত্যাগ দেখাইলেন তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্টই অকৌশল (অনিপুণতা) প্রকাশ পাইল, যে হেতু এরূপ উক্তি ত সঙ্গত হয় না যে তিন জন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে হইবে তন্মধ্যে দুই জন যথাক্রমে কঠব্রাহ্মণ এবং কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণ আর তৃতীয়টী হইতেছে ক্ষত্রিয়; যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহাদের এই মতটীও পরাস্ত

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী, ছিন্নসংশয়ঃ, ত্যাগী, অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে ন অনুষজ্জতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী, সংশয়হীন, সাত্ত্বিক ত্যাগী দুঃখকর কার্য্যে দ্বেষ করেন না, সুখকর কার্য্যেও প্রীতি বোধ করেন না ॥১০

হইল। কারণ উক্ত ত্রিবিধ ত্যাগের তিনটীই বিশিষ্টাভাবরূপ হওয়ায় উহারা যে ত্যাগসামান্যরূপে একজাতীয় তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভগবানের উক্তির অকৌশল উদ্‌ভাবন করাই একটা মস্ত বড় অকৌশল।১০ [তাৎপর্য্য এই যে, আশঙ্কাকারীর মতে কর্ম্ম ত্যাগই ত্যাগপদের অর্থ। সুতরাং চতুর্থ শ্লোকে ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে তামস এবং রাজস কর্ম্ম ত্যাগের নিন্দা উল্লেখ করিয়া তদনন্তর নবম শ্লোকে 'কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত, যেহেতু ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ' এই প্রকারে যে কর্ম্মানুষ্ঠানকে ত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে—দুইজন ব্রাহ্মণ আর একজন ক্ষত্রিয় এইরূপ উক্তির ন্যায় প্রতিজ্ঞাবিরোধী। এই দোষের সমাধানার্থে টীকাকার আচার্য্য বলিতেছেন—ত্যাগ অর্থ যে এখানে কর্ম্ম ত্যাগ তাহা নহে, কিন্তু যেরূপ ভাবের বিশিষ্টাভাব দেখান হইল সেই বিশিষ্টাভাবই ত্যাগ। সুতরাং কর্ম্মরূপ বিশেষ্যের অভাব নিবন্ধন যেমন বিশিষ্টাভাব হয় সেইরূপ ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণের অভাবেও বিশিষ্টাভাব হইয়া থাকে; আবার কর্ম্ম এবং ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষ্যবিশেষণোভয়াভাব নিবন্ধনও বিশিষ্টাভাব হয়। তন্মধ্যে কর্ম্মাধিকারীর প্রকরণে গৌণ ত্যাগের নির্দ্দেশ করিতেছেন বলিয়া এখানে উভয়াভাবরূপ বিশিষ্টাভাবাত্মক ত্যাগের কথা বলিলেন না, কিন্তু বিশেষ্যাভাব ও বিশেষণাভাবরূপ বিশিষ্টাভাবেরই নির্দ্দেশ করিলেন। তন্মধ্যে কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্যতাবোধরূপ মোহবশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ, এবং কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দৈহিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে এই প্রকার ভয়বশতঃ যে কর্ম্ম ত্যাগ এইরূপে কর্ম্মত্যাগ দ্বিবিধ হওয়ায় বিশেষ্যাভাবরূপ বিশিষ্টাভাবও দ্বিবিধ; আর ফলাভিসন্ধি ত্যাগরূপ বিশেষণাভাব প্রযুক্ত যে বিশেষ্যাভাব তাহা এক প্রকার—এইরূপে মোট বিশিষ্টাভাবরূপ ত্যাগ তিন প্রকারই হইল। আর এই তিন স্থলেই বিশিষ্টাভাব সমানভাবে বিদ্যমান থাকায় উহারা যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ভিন্ন জাতীয় তাহা নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ভগবদুক্তির দোষাপাদন করে তাহার আশয়দোষই মস্ত দোষ—বুঝিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই দোষ দেখিতে পায়।]১০—৯॥

ভাবপ্রকাশ—স্বরূপতঃ অনুষ্ঠানত্যাগ একমাত্র কাম্য কর্ম্মেরই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায় হইতেছে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান। এই নিত্যকর্ম্মকে ত্যাগ করিলে শুদ্ধির একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং মাত্র মোহ বা অজ্ঞানবশেই জীব এই নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান পরম উপাদেয়, কখনই হেয় নহে। এইরূপ ত্যাগকেই তামস ত্যাগ বলে। ভিতরে ফলাভিসন্ধি থাকা সত্ত্বেও কেবল কায়ক্লেশভয়ে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ তাহাকে রাজস ত্যাগ বলে। এইরূপ ত্যাগ হইতে ত্যাগের ফল যে চিত্তশুদ্ধি তাহা লাভ হয় না। সঙ্গ ও ফলত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই হইতেছে সাত্ত্বিক ত্যাগ—ইহাই পরম উপাদেয়। স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ ত্যাগ নহে—ফল ও আসক্তি ত্যাগই হইতেছে প্রকৃত ত্যাগ।৭—৯॥

সাত্ত্বিকস্য ত্যাগস্যাদানায় সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাং ফলমাহ ন দ্বেষ্টীতি। যস্ত্যাগী সাত্ত্বিকেন ত্যাগেন যুক্তঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিং চ ত্যক্ত্বান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠায়ী স যদা সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেনাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানহেতুনা চিত্তগতেনাতিশয়েন সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রতিবন্ধকরজস্তমোমলরাহিত্যেনাসমন্তাৎ ফলাব্যভিচারেণাবিষ্টো ব্যাপ্তো ভবিত ভগবদর্পিতনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপমলাপকর্ষলক্ষণেন জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপপুণ্যগুণাধানলক্ষণেন চ সংস্কারেণ সংস্কৃতমন্তঃকরণং যদা ভবতীত্যর্থঃ—।১ তদা মেধাবী শমদমসর্ব্বকর্ম্মোপরমগুরূপসদনাদিসামবায়িকাঙ্গযুক্তেন মননিদিধ্যাসনাখ্যফলোপকার্য্যঙ্গযুক্তেন চ শ্রবণাখ্যবেদান্তবাক্যবিচারেণ পরিনিষ্পণ্ণং বেদান্তমহাবাক্যকরণং নিরস্তসমস্তাপ্রামাণ্যাশঙ্কং চিদন্যাবিষয়-

অনুবাদ—সাত্ত্বিক ত্যাগ আদান (অবলম্বন) করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন যে, সত্ত্বশুদ্ধিপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠাই তাহার ফল—। **ত্যাগী**=সাত্ত্বিক ত্যাগযুক্ত অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাভিসন্ধিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই সাত্ত্বিক ত্যাগযুক্ত; তিনি যখন **সত্ত্বসমাবিষ্টঃ**=সত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানের হেতুস্বরূপ যে সম্যক্‌জ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত রজঃ ও তমঃ নামক মলরাহিত্যরূপ চিত্তগত অতিশয় (মলরাহিত্য অর্থাৎ মলহীনরূপ চিত্তগত যে অতিশয় তাহাই সত্ত্ব; আর রজঃ ও তমই সেই মল; সেই রজঃ ও তমই সম্যক্ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক; আর আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বোধ, দৃশ্যের অর্থাৎ অনাত্মার মায়িকত্বজ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান, সেই যে মলরাহিত্য —) তাহার দ্বারা সমাবিষ্ট হন অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট হন অর্থাৎ এমনভাবে ব্যাপ্ত হন যাহাতে সমন্তাৎ (চারিদিক্ হইতেই) ফলের অব্যভিচার (অবশ্যম্ভাবিতা) হইয়া থাকে; ফলিতার্থ এই যে ঈশ্বরার্পণপূর্ব্বক নিত্যাকর্ম্মানুষ্ঠান করায় চিত্তগত পাপরূপ মলের অপকর্ষণ এবং জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপ পুণ্যগুণের আধান হয়; এইরূপে যখন তাঁহার অন্তঃকরণ এই প্রকার সংস্কারে সংস্কৃত হয়—।১ তখন তিনি **মেধাবী**=স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া থাকেন। শম; দম, সর্ব্বকর্ম্মোপরম, গুরূপসদন প্রভৃতি সামবায়িক অঙ্গবিশিষ্ট এবং মননিদিধ্যাসনরূপ ফলোপকারী অঙ্গযুক্ত * যে শ্রবণ নামক বেদান্ত বাক্য বিচার তাহা হইতে যাহা পরিনিষ্পন্ন (উদিত) হয়, বেদান্তের "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য যাহার করণ, যাহাতে সমস্ত অপ্রামাণ্যশঙ্কা নিরস্ত (রহিত) হইয়া গিয়াছে এবং চিৎ (শুদ্ধচৈতন্য) ছাড়া অন্য কোন বস্তু যাহার বিষয় (গোচরীভূত) হয় না তাদৃশ

---

* মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা শ্রবণ পরিপুষ্ট হয়। কারণ উহার ফলে অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে বেদান্তবাক্যবিচারাত্মক ঐ শ্রবণ আত্মদর্শনরূপ ফলে উন্মুখ হয়। একারণে ঐগুলি ফলোপকারী অঙ্গ; উহা আত্মদর্শনরূপ ফলের সাক্ষাৎ উপকার সাধন করে। আর শম দমাদিগুলি অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রবণের সহিত সমবেত অর্থাৎ অনুগত থাকিয়া ঐ শ্রবণেরই সাহায্য করে বলিয়া ঐগুলি সামবায়িক বা চিত্ত সমবেতভাবে উপকারসাধক অঙ্গ। যখনই আত্মতত্ত্বশ্রবণ করা হইবে তখনই শমদমাদিগুলি থাকা চাই; একারণে ঐ গুলিকে শ্রবণে সমবেত—শ্রবণে অনুগত সুতরাং সামবায়িক বলা হয়। আর শ্রবণই অঙ্গী বা উপকার্য্য, ঐ গুলি দ্বারা শ্রবণের উপকার হইয়া থাকে। এজন্য ঐগুলি শ্রবণের অঙ্গ বা উপকারক।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দেহভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যম্ ; যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে অর্থাৎ দেহাভিমানী জীব সম্পূর্ণরূপে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না ; পরন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত ॥১১

কমহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানমেব মেধা তয়া নিত্যযুক্তো মেধাবী স্থিতপ্রজ্ঞো ভবতি ।২ তদা ছিন্নসংশয়ঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি বিদ্যারূপয়া মেধয়া তদবিদ্যোচ্ছেদে তৎকার্য্যসংশয়বিপর্য্যয়শূন্যো ভবতি। তদা ক্ষীণকর্ম্মত্বাৎ ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম অশোভনং কাম্যং নিষিদ্ধং বা কর্ম্ম ন প্রতিকূলতয়া মন্যতে, কুশলে শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি নানুষজ্জতে ন প্রীতিং করোতি, কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানরহিতত্বেন কৃতকৃত্যত্বাৎ।৩ তথা চ শ্রুতিঃ,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবর" ইতি (মুঃ উঃ ২।২।৮)। যস্মাদেবং সাত্ত্বিকস্য ত্যাগস্য ফলং তস্মান্মহতাতিযত্নেন স এবোপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪—১০ ॥

তদেবমাত্মজ্ঞানবতঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ সম্ভাব্যতে কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতো রাগদ্বেষয়োরভাবাদিত্যুক্তং, সংপ্রত্যজ্ঞস্য কর্ম্মত্যাগাসম্ভবে হেতুরুচ্যতে নহীতি।১ মনুষ্যোঽহং

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারক যে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব (অভিন্নত্ব) জ্ঞান তাহাই মেধা ; যিনি তাদৃশী মেধার দ্বারা নিত্যযুক্ত তিনি মেধাবী ; সুতরাং মেধাবী অর্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি (পূর্ব্বোক্ত ত্যাগী ব্যক্তি যখন ঐ প্রকারে মেধাবী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ হন)—।২ তখন তিনি **ছিন্নসংশয়ঃ**=ছিন্নসংশয় হন ;—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারা বিদ্যারূপা মেধার দ্বারা সেই অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে অবিদ্যার কার্য্য যে সংশয় বা বিপর্য্যয় প্রভৃতি আছে তাহা দ্বারা তিনি রহিত হইয়া যান। আর তখন তাঁহার কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া তিনি **অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি**=অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ কাম্য বা নিষিদ্ধরূপ অশোভন কর্ম্মকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন না। এবং তিনি **কুশলে ন অনুষজ্জতে**=নিত্যবিহিত শোভন কর্ম্মরূপ যে কুশল কর্ম্ম তাহাতেও তিনি অনুষক্ত হন না অর্থাৎ প্রীতি প্রকাশ করেন না ; যেহেতু কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান রহিত হওয়ায় তিনি কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন।৩ শ্রুতিও ঐরূপ বলিতেছেন যথা—"সেই পরাবর অর্থাৎ মায়াবশে কার্য্য কারণাত্মকরূপে প্রকাশমান সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিসমাশ্রিত কাম ভিন্ন হইয়া যায়—(বিনষ্ট হইয়া যায়), সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তির সঞ্চিত অপ্রারব্ধফল কর্ম্ম সকলেরও ক্ষয় হইয়া যায়।" সাত্ত্বিক ত্যাগের ফল যখন এমনই মহৎ তখন মহা যত্নসহকারেও তাহারই উপাদান করা উচিত অর্থাৎ তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য —ইহাই অভিপ্রেত অর্থ ।৪—১০॥

অনুবাদ—অতএব এই প্রকারে ইহাই বলা হইল যে আত্মজ্ঞানবান্ ব্যক্তিরই সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ সম্ভব হয়, কারণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার হেতু যে রাগ ও দ্বেষ তাহা তাঁহার নাই। এক্ষণে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যে কর্ম্ম ত্যাগ করা অসম্ভব তাহার হেতু কি তাহাই "ন হি" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ আমি

ব্রাহ্মণোঽহং গৃহস্থোঽহমিত্যাদ্যভিমানেনাবাধিতেন দেহং কর্ম্মাধিকারহেতুবর্ণাশ্রমাদিরূপং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যাশ্রয়ং স্থূলসূক্ষ্মশরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং বিভর্ত্তি অনাদ্যবিদ্যাবাসনাবশাদ্ব্যবহারযোগিত্বেন কল্পিতমসত্যমপি সত্যতয়া স্বভিন্নমপি স্বাভিন্নতয়া পশ্যন্ ধারয়তি পোষয়তি চেতি দেহভৃদবাধিতকর্ম্মাধিকারহেতুর্দ্দেহাভিমানস্তেন বিবেকজ্ঞানশূন্যেন দেহভৃতা কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরাগদ্বেষপৌষ্কল্যেন সততং কর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানেন কর্ম্মাণ্যশেষতঃ নিঃশেষেণ ত্যক্তুং হি যস্মান্ন শক্যানি, সত্যাং কারণসামগ্র্যাং কার্য্যত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ—।২ তস্মাৎ যস্ত্বজ্ঞোঽধিকারী সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি ভগবদনুকম্পয়া তৎফলত্যাগী—। তুশব্দস্তস্য দুর্ল্লভত্বদ্যোতনার্থঃ—। স ত্যাগীত্যভিধীয়তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা স্তুত্যর্থমত্যাগ্যপি সন্।৩ অশেষকর্ম্মসংন্যাসস্তু পরমার্থদর্শিত্বেনৈব দেহভৃতা শক্যতে কর্ত্তুমিতি সএব মুখ্যয়া বৃত্ত্যা ত্যাগীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪—১১ ॥

মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ ইত্যাদিপ্রকার অবাধিত (যাহা আত্মজ্ঞান বলে বাধিত—বাধাপ্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাদৃশ) অভিমানবশতঃ যে ব্যক্তি দেহভৃৎ—কর্ম্মাধিকারের হেতুস্বরূপ বর্ণাশ্রমাদিরূপ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির আশ্রয়স্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যে সঙ্ঘাত তাহাই দেহ; তাহা যে ধারণ করে—অনাদি অবিদ্যাজনিত বাসনাবশতঃ ব্যবহারযোগ্যত্বরূপে কল্পিত করিয়া তাহা অসত্য হইলেও সত্যরূপে, নিজ হইতে ভিন্ন হইলেও নিজ হইতে অভিন্নরূপে দেখিতে থাকিয়া সেই দেহকে যে ধারণ করে এবং পোষণ করে সে দেহভৃৎ; সুতরাং দেহভৃৎ পদের অর্থ যাহার কর্ম্মাধিকারের হেতুস্বরূপ দেহাভিমান অবাধিত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে। **দেহভৃতা**=সেই দেহভৃৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ বিবেকশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক—কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার হেতুস্বরূপ রাগদ্বেষদি পুষ্কলভাবে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় যে ব্যক্তি সতত কর্ম্ম রাশিতে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা কর্ত্তৃক **অশেষতঃ**=নিঃশেষভাবে **কর্ম্মাণি**=কর্ম্ম সকল **হি**=যেহেতু **ত্যক্তুং ন শক্যতে**=পরিত্যক্ত হইতে পারে না, যেহেতু কারণসামগ্রী বিদ্যমান থাকিলে কার্য্যত্যাগ অসম্ভব।২ সেই হেতু যে ব্যক্তি অজ্ঞ সুতরাং কর্ম্মেরই অধিকারী সে কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও **কর্ম্মফলত্যাগী**=যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ সেই কর্ম্মের ফলত্যাগী হয় তবে **সঃ**=সেই ব্যক্তিই **ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে**=ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়—সে অত্যাগী হইলেও অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ না করিলেও গৌণীবৃত্তি অনুসারে প্রশংসার্থে 'ত্যাগী' এই নামে অভিহিত হয়। তাদৃশ ব্যক্তি যে দুর্লভ তাহা সূচিত কারবার নিমিত্ত মূলে "যস্তু" এই স্থলে 'তু' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।৩ একমাত্র পরমার্থদর্শী ব্যক্তিই অশেষ কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে পারেন; এই জন্য মুখ্যবৃত্তিতে অর্থাৎ শব্দের মুখ্য শক্তি অনুসারে ত্যাগী বলিতে তাদৃশ অশেষকর্ম্মসন্ন্যাসী পরমার্থদর্শী ব্যক্তিকেই বুঝায়, ইহাই অভিপ্রায়।৪ [**তাৎপর্য্য**—জীবন্মুক্ত পুরুষ ছাড়া বর্ণাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস হইতে পারে না। তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ এই একাদশ শ্লোকে 'দেহভৃতা' এই একটী মাত্র হেতুগর্ভ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাকেই বিস্তৃত করিয়া টীকাকার আচার্য্য হেতুটীকে বিস্তৃত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পুরুষের পক্ষে নিঃশেষভাবে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ তখনই সম্ভব হয় যখন সে বুঝিতে পারে যে

আমি কর্ত্তা নহি, আমি ভোক্তা নহি, আমি বর্ণাশ্রমী নহি, আমি পরিচ্ছিন্ন দুঃখসংস্পৃষ্ট সংসারী নহি। যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার মূলে থাকে নিজের পরিচ্ছিন্নত্ব দুঃখসংস্পৃষ্টত্ব সংসারিত্ব বোধ, নিজের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং বর্ণাশ্রমিত্ব জ্ঞান। নিজে কর্ম্মজন্য ফল ভোগ করিবে বলিয়াই লোকে কর্ম্ম করে; আবার নিজেকে যদি বর্ণাশ্রমী ভাবে তবেই কর্ম্ম করিতে পারে, কেন না বৈদিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইলে যে বর্ণের পক্ষে, যে আশ্রমের পক্ষে যাহা বিহিত সেই ভাবেই তাহার যদি অনুষ্ঠান করা হয় তবেই তাহার শ্রেয়োরূপ ফল জন্মিয়া থাকে অন্যথা অধর্ম্ম বা পাপই হইয়া থাকে। আবার তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমানের মূলে আছে অবিদ্যা। কারণ অবিদ্যা প্রভাবেই ভেদ জ্ঞান উদিত হইয়াছে; অবিদ্যাপ্রভাবেই অদ্বিতীয় আত্মাকে সদ্বিতীয় বলিয়া দেখে—অবিদ্যাপ্রভাবেই অ-সৎ জগৎকে সৎ বলিয়া ভাবে এবং অবিদ্যাপ্রভাবেই স্বভিন্ন অসৎ শরীরেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতরূপ দেহের উপর অহংত্ব, মমত্ব আরোপ করিয়াই আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি বিজ্ঞ ইত্যাদি ভাবের আরোপ করিয়া থাকে। আর যাবৎকাল না তত্ত্ব জ্ঞান উদিত হয় তাবৎকালই ঐ অবিদ্যা স্বীয় কার্য্যবর্গের সহিত অবাধিত, অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উদিত হওয়ায় যাঁহার ঐ অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাঁহার কোনপ্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না বলিয়া কর্ম্মও মোটেই থাকিতে পারেনা। তিনি কর্ম্ম না ছাড়িলেও কর্ম্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া যায়। তাই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—“ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হি সঃ।” পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই সেই বিবেকশূন্য অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির সকল প্রকার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া সে যদি মিথ্যা অভিমানবশে নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ মনে করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তথাপি কর্ম্ম সকল তাহাকে ছাড়ে না। সে সেই মিথ্যা অভিমানবশে করণীয় কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান না করিলেও আহার বিহারাদি কর্ম্মকে এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিতে পারে না। এই কারণে টীকায় বলা হইয়াছে যে, ‘কারণসামগ্রী রহিয়াছে অথচ কার্য্য হইবে না ইহা অসম্ভব’। সামগ্রী অর্থ সমষ্টি; যেমন ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে, অদুষ্ট বীজ বপন করা হইয়াছে, জল সেচন করা হইতেছে এবং কোন প্রতিবন্ধকও নাই এই সমস্ত কারণকূট বা সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ অঙ্কুরিত হইবে না—এরূপ হয় না; সেইরূপ অবিদ্যা রহিয়াছে, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে এবং বর্ণাশ্রমী হইয়াও রহিয়াছি অথচ কর্ম্ম করিব না—সন্ন্যাস লইয়াছি ইহা চলে না, ইহা বকবৃত্তি পাষণ্ডিতা ছাড়া আর কিছু নহে। এই জন্যই তাদৃশ বকবৃত্তি ব্যক্তিসকলকে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ‘মিথ্যাচার’ বলিয়া নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন প্রকৃতই যদি তোমার কর্ম্মত্যাগ করিবার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক যাহার ফলে সময়ক্রমে তোমার এমন অবস্থা আসিবে যে কর্ম্ম সকল স্বয়ং তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে, তোমার আর তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে না। আর তাদৃশভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে থাকিলেও ফলাভিসন্ধি পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাকে ত্যাগ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। এতাদৃশ যে ত্যাগ ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। এতাদৃশ ত্যাগ যাঁহার আছে তাঁহাকে শব্দের মুখ্য শক্তি অনুসারে ত্যাগী বলা না যাইলেও গৌণ বৃত্তি অনুসারে ত্যাগী বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে অবিদ্যাবিহীন স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁহাকেই শব্দের মুখ্য বৃত্তি অনুসারে ত্যাগী সন্ন্যাসী বলা হয়।]৪—১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ অত্যাগিনাং প্রেত্য ভবতি, তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ন অর্থাৎ অনিষ্ট, ইষ্ট এবং ইষ্টানিষ্টমিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল সকাম ব্যক্তিগণ পরলোকে ভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ঐ সকল কর্ম্মফল কদাচ হয় না ॥১২

নন্বু দেহভৃতঃ পরমাত্মজ্ঞানশূন্যস্য কর্ম্মিণোঽপি কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগিত্বেন গৌণসংন্যাসিনঃ পরমাত্মজ্ঞানবতো দেহাভিমানরহিতস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনো মুখ্যসংন্যাসিনশ্চ কঃ ফলে বিশেষো যদলাভেন গৌণত্বমেকস্য যল্লাভেন চ মুখ্যত্বমন্যস্য, কর্ম্মফলত্যাগিত্বং তু দ্বয়োরপি তুল্যমিত্যন্যো বিশেষো বাচ্যঃ। উচ্যতে।—অত্যাগিনাং কর্ম্মফলত্যাগিত্বেঽপি কর্ম্মানুষ্ঠায়িনামজ্ঞানাং গৌণসংন্যাসিনাং প্রেত্য বিবিদিষাপর্য্যন্তসত্ত্বশুদ্ধেঃ প্রাগেব মৃতানাং পূর্ব্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং শরীরগ্রহণং ভবতি মায়াময়ং ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি নিরুক্তেঃ।২ কর্ম্মণ ইতি জাত্যভিপ্রায়মেকবচনম্,

ভাবপ্রকাশ—যিনি ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া কর্ম্ম করেন তিনি রাগদ্বেষের অতীত। সুখকর কর্ম্মে তাঁহার আগ্রহযুক্ত প্রীতি দেখা যায় না, দুঃখকর কর্ম্মেও তাঁহার দ্বেষভাব দেখা দেয় না। সত্ত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত সাত্ত্বিক ত্যাগী হইতে হইলে প্রথমে স্থিরবুদ্ধি ও ছিন্নসংশয় হইতে হয়। আত্মানাত্মবিবেকপ্রযুক্ত তাঁহার কখনও সংশয়ের উদয় হইতে পারে না—তাই তাৎকালিক সুখদুঃখের দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ দেহধারীর পক্ষে সম্ভব নহে—জীবন ধারণ জন্য কিছু না কিছু কর্ম্ম চলিতেই থাকিবে। কর্ম্মের ফলত্যাগেই হইল ত্যাগ শব্দের তাৎপর্য্য ।১০—১১॥

অনুবাদ—আচ্ছা, যে ব্যক্তি দেহভৃৎ, পরমাত্মজ্ঞানশূন্য, অথচ কর্ম্মী তিনি কর্ম্মফলের অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গৌণ সন্ন্যাসী। আর যিনি পরমাত্মজ্ঞানবান্ দেহাভিমানরহিত বলিয়া সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী তিনি মুখ্য সন্ন্যাসী। ইঁহাদের মধ্যে ফলগত কি তারতম্য আছে যাহা লাভ করিতে না পারায় একজনকে গৌণ সন্ন্যাসী বলা হইতেছে এবং যাহা লাভ করায় অপরকে মুখ্য সন্ন্যাসী বলা হয়? কর্ম্মফলত্যাগিত্ব যখন উভয়েরই মধ্যে তুল্য ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ উভয়েরই যখন তুল্যরূপে কর্ম্মফলত্যাগী তখন ইহার দ্বারা উহাদের পার্থক্য করা যায় না ; সুতরাং ইহার জন্য অন্য কোন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বলা উচিত? ইহারই উত্তরে ভগবান্ "অনিষ্টম্" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন।১ সত্য বটে যাহারা অত্যাগী অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী নহে তাহারা ফলত্যাগ করায় গৌণ সন্ন্যাসী পদবাচ্য (গৌণ সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হয়) তথাপি সেই সমস্ত অজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠাতা গৌণ সন্ন্যাসিগণ যদি চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে দেহত্যাগ করে তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না তাহাদের বিবিদিষা জন্মে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মে তাবৎকাল মরণের পরও তাহাদিগকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপে শরীরগ্রহণ (জন্মগ্রহণ) করিতে হয়। এই জন্য এ সম্বন্ধে নিরুক্তকার এইরূপ বলিয়াছেন—"ফল্গুতাহেতু অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ তাদৃশ ব্যক্তি মায়াময় অদর্শনাত্মক (আত্মজ্ঞানা ভাবরূপ) লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অবিদ্যাবশে শরীর পরিগ্রহ করে।"২

একস্য ত্রিবিধফলত্বানুপপত্তেঃ।৩ তচ্চ ফলং কর্ম্মণস্ত্রিবিধত্বাৎ ত্রিবিধং পাপস্যানিষ্টং প্রতিকূলবেদনীয়ং নারকতির্য্যগাদিলক্ষণং, পুণ্যস্য ইষ্টমনুকূলবেদনীয়ং দেবাদিলক্ষণং, মিশ্রস্য তু পাপপুণ্যযুগলস্য মিশ্রমিষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণমিত্যেবং ত্রিবিধমিত্যনুবাদো হেয়ত্বার্থঃ।৪ এবং গৌণসংন্যাসিনাং শরীরপাতাদূর্দ্ধং শরীরান্তরগ্রহণমাবশ্যকমিত্যুক্ত্বা মুখ্যসংন্যাসিনাং পরমাত্মসাক্ষাৎকারেণাবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ বিদেহকৈবল্যমেবেত্যাহ,—ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ—পরমাত্মজ্ঞানবতাং মুখ্যসংন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকাণাং প্রেত্য কর্ম্মণঃ ফলং শরীরগ্রহণমনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ক্বচিদ্দেশে কাল বা ন ভবত্যেবেত্যবধারণার্থস্তুশব্দঃ। জ্ঞানেনাজ্ঞানস্যোচ্ছেদে তৎকার্য্যাণাং কর্ম্মণামুচ্ছিন্নত্বাৎ।৫ তথা চ শ্রুতিঃ,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্

"কর্ম্মণঃ" এস্থলে জাতি অর্থে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ তাহা না হইলে একটী কর্ম্মের তিন রকম ফল উপপন্ন হয় না—তিন রকম ফল হওয়া সঙ্গত হয় না।৩ কর্ম্ম ত্রিবিধ বলিয়া তাহার যে ফল তাহাও ত্রিবিধ। পাপ কর্ম্মের ফল প্রতিকূলবেদনীয়, অনভিপ্রেত নরক, তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতিরূপ; অর্থাৎ অন্তঃকরণ যে প্রকার অনুভূতি চাহে না তাহা অন্তঃকরণের প্রতিকূলবেদনীয়; তির্য্যক্ বলিতে মনুষ্যেতর পশুপক্ষী প্রভৃতি। পশুপক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মান সকলেরই অনভিপ্রেত কারণ উহা প্রতিকূলবেদনীয় দুঃখময়। পাপ কর্ম্মের ফলে ঐ প্রকার স্থলেই জন্ম হয়। পুণ্যের ফল অনুকূলবেদনীয় ইষ্ট (অভিলষিত) দেবাদিযোনিলাভ। আর মিশ্রিত পাপপুণ্য যুগলের ফল ইষ্টানিষ্ট সংযুক্ত মনুষ্য জন্ম। এই প্রকারে পাপের ফল ত্রিবিধ; হেয়ত্ব দেখাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐগুলি যে পরিত্যাজ্য তাহা জানাইবার জন্য তাহার অনুবাদ করা হইল। অর্থাৎ অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র এইরূপে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াও পুনরায় 'ত্রিবিধ' বলিয়া যে অনুবাদ (পুনরুক্তি) করা হইল তাহার কারণ ঐ ত্রিবিধ ফলই যে হেয় (পরিত্যাজ্য) তাহা জানাইয়া দেওয়া।৪ এই প্রকারে যাঁহারা গৌণ সন্ন্যাসী, শরীরপাতের পরে অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাঁহাদের অবশ্যই অন্য শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়, ইহা বলিয়া এক্ষণে যাঁহারা মুখ্য সন্ন্যাসী পরমাত্মসাক্ষাৎকার করায় অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য সকল উচ্ছেদ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের যে বিদেহকৈবল্যলাভই হইয়া থাকে তাহাই "নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ" এই সন্দর্ভে বলিতেছেন। পরমাত্মজ্ঞানবান্ মুখ্য সন্ন্যাসী পরমহংস পরিব্রাজকগণের মরণের পর কর্ম্মের ফলস্বরূপে শরীর গ্রহণ কিংবা ইষ্ট, অনিষ্ট, এবং মিশ্র ফল কোনও দেশে অথবা কোনও কালে হয়ই না, এই প্রকার অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় জানাইয়া দিবার জন্য এখানে "তু" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। (তাঁহাদের যে কর্ম্মজন্য ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্ররূপ ফল হয় না তাহার কারণ এই যে) জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইলে সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ যে কর্ম্মরাশি তাহাও উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আর কর্ম্মরাশি উচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহার ফলও উৎপন্ন হইতে পারে না, যে হেতু কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।৫ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা,—"সেই পরাবর মায়া কল্পিত কার্য্যকারণভাবাপন্ন অদ্বৈত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ কামনাসন্ততি ভিন্ন হইয়া যায়, সকলপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।" এ

দৃষ্টে পরাবর”ইতি। পারমর্ষং চ সূত্রম্—“তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ” (বেঃ দঃ ৪।১।১৩) ইতি। পরমাত্মজ্ঞানাদশেষকর্ম্মক্ষয়ং দর্শয়তি। তেন গৌণসংন্যাসিনাং পুনঃ সংসারঃ মুখ্যসংন্যাসিনাং তু মোক্ষ ইতি ফলে বিশেষ উক্তঃ।৬ অত্র কশ্চিদাহ—“অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চে”ত্যাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগাৎ কর্ম্মিণ এবাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসিশব্দেন গৃহ্যন্তে। তেষাং চ সাত্ত্বিকানাং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন নিষিদ্ধকর্ম্মাননুষ্ঠানেন চ পাপাসম্ভবাৎ নানিষ্টং ফলং সম্ভবতি, নাপীষ্টং কাম্যাননুষ্ঠানাৎ, ঈশ্বরার্পণেন ফলস্য ত্যক্তত্বাচ্চ। অতএব মিশ্রমপি নেতি ত্রিবিধকর্ম্মফলাসম্ভবঃ। অতএবোক্তং,—“মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া॥” ইতি।৭ স বক্তব্যঃ শব্দস্যার্থস্য চ মর্য্যাদা ন নিরধারি ভবতেতি। তথাহি গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয় ইতি শব্দমর্য্যাদা। যথা “অমাবাস্যায়ামপরাহ্নে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন

বিষয়ে পরমর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত “আত্মজ্ঞানলাভ হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানলাভের পরবর্ত্তিকালীন ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পাপের অশ্লেষ এবং পূর্ব্বকালীন পাপের বিনাশ হইয়া থাকে, যে হেতু শ্রুতি মধ্যে এইরূপই ব্যপদেশ (উপদেশ) আছে” এই সূত্রটীও ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে পরমাত্মজ্ঞান হইতে অশেষ প্রকার কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং গৌণ সন্ন্যাসিগণের পুনরায় সংসার (জন্মমরণ) হয় ; কিন্তু মুখ্য সন্ন্যাসিগণের মোক্ষই হইয়া থাকে—এইরূপে ইঁহাদের ফলের বিশেষ অর্থাৎ ইঁহাদের ফলগত পার্থক্য উক্ত হইল।৬ এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন,—“যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফল আশ্রয় না করিয়া অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি সন্ন্যাসীও বটে” ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মফলত্যাগী, ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই ‘সন্ন্যাসী’ শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। আবার এখানেও সেই ফলত্যাগরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ এখানে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারাও কর্ম্মফলত্যাগী একারণে “নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ” এস্থলে সন্ন্যাসী বলিতে কর্ম্মীদেরই গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ এখানেও এই সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ কর্ম্মীই বুঝিতে হইবে। আর সেই সমস্ত সাত্ত্বিক ব্যক্তি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অননুষ্ঠান বা পরিবর্জ্জন করেন বলিয়া তাঁহাদের পাপ সংস্পর্শ সম্ভবে না ; এই জন্য তাঁহাদের তির্য্যক্ দেহগ্রহণাদিরূপ অনিষ্ট (অনভিপ্রেত) ফল হইতে পারে না। আর স্বর্গাদিরূপ ইষ্ট ফলও যে হইবে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ তাঁহারা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, যদিও বা করেন ঈশ্বরার্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের স্বর্গাদিরূপ ইষ্টফলও হইতে পারে না। এই কারণে ইষ্টানিষ্টরূপ মিশ্রিত ফলও যে হইবে তাহাও বলা যায় না অর্থাৎ তাঁহাদের যখন ইষ্ট ফলও নাই এবং অনিষ্ট ফলও নাই তখন ইষ্টানিষ্ট মিশ্রিত ফলও হইতে পারে না। এই কারণে এইরূপ কথিত আছে, যথা,—“মোক্ষার্থী ব্যক্তি কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু প্রত্যবায় পরিত্যাগের নিমিত্ত তাঁহার পক্ষে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত।” যাঁহারা এই প্রকার মত পোষণ করেন তাঁহাদের বলি— আপনারা শব্দের এবং অর্থের মর্য্যাদা অবধারণ করিতে পারেন নাই। যেহেতু “গৌণ এবং মুখ্যের মধ্যে

মুখ্য বিষয়েই কার্য্যসম্প্রত্যয় অর্থাৎ কর্ত্তব্যতাবোধ হইয়া থাকে", ইহাই শব্দমর্য্যাদা—শব্দের শক্তি অর্থাৎ যেখানে শব্দ হইতে গৌণ বিষয়ের এবং মুখ্য বিষয়েরও বোধ হইবার সম্ভাবনা হয় তথায় মুখ্য বিষয়েই শব্দের বোধকতাশক্তি স্বীকৃত হয়। যেমন "অমাবস্যায় অপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে" এস্থলে অমাবস্যাশব্দটী যজ্ঞবিশেষ না বুঝাইয়া তিথিবিশেষরূপ কালবিশেষই বুঝাইবে, যেহেতু তিথিবিশেষরূপ কালবিশেষই অমাবস্যাশব্দের মুখ্য অর্থ। আর "যে ব্যক্তি এইরূপ বিদিত হইয়া অমাবস্যা করে" ইত্যাদি স্থলে অমাবস্যাকালোৎপন্ন যজ্ঞবিশেষ ইহার গৌণ অর্থ। এস্থলে কল্পসূত্রকার মহর্ষি কাত্যায়ন পূর্ব্বপক্ষরূপে "অঙ্গং বা সমভিব্যাহারাৎ"—"পিতৃযজ্ঞ এই কর্ম্মটী অমাবস্যাযাগের অঙ্গ, যে হেতু ইহা উহার সহিত সমভিব্যাহৃত হইয়াছে" এই সূত্রে ইহাই বলিয়াছেন যে "অমাবস্যায়াম্" এই পদটীর অর্থ যদি কর্ম্মবিশেষ ধরা হয় তাহা হইলে পিতৃযজ্ঞরূপ কর্ম্মান্তরটী সেই অমাবস্যানামক কর্ম্মেরই অঙ্গ হইয়া যায়, সুতরাং তাহার আর স্বতন্ত্র ফল কল্পনা করিতে হয় না; আর তাহাতে বিধির লাঘবই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার উত্তরে পরমর্ষি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে "পিতৃযজ্ঞঃ স্বকালত্বাৎ অনঙ্গঃ স্যাৎ" অর্থাৎ "পিতৃযজ্ঞ নামক কর্ম্মটী অপরাহ্ণরূপ স্বীয় কালে কর্ত্তব্যরূপে যখন বিহিত তখন উহা অনঙ্গ, অন্য কোন কর্ম্মের অঙ্গ নহে"—এই সূত্রে ইহাই বলিয়াছেন যে প্রথমে মুখ্যার্থের উপস্থিতি হইয়া কোনও কারণে তাহার বাধ হইলে তবেই তদনন্তর গৌণার্থের উপস্থিতি (প্রতীতি) হইয়া থাকে। গৌণ অর্থের উপস্থিতির ইহাই নিয়ম বলিয়া গৌণার্থবোধ মুখ্যার্থোপস্থিতি পূর্ব্বক। কিন্তু "অমাবস্যায়াম্ অপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন চরন্তি" এস্থলে অমাবস্যাশব্দের মুখ্য অর্থ তিথিবিশেষ তাহা যখন বাধিত হইতেছে না অর্থাৎ তাদৃশ অর্থের গ্রহণ পক্ষে যখন কোন বাধা নাই তখন এখানে অমাবস্যা শব্দে তিথি বিশেষ বা কালবিশেষরূপ মুখ্যার্থ ই গৃহীত হইবে। আর ফলকল্পনা করিতে হইবে না বলিয়া লাঘব হয়, এই প্রকারে অমাবস্যা শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণের পক্ষে ফলকল্পনাগৌরব রূপ যে দোষ দেখান হইয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর।—প্রথমতঃ, তাহা (ফলকল্পনা) উত্তরকালীন তাহা অর্থাৎ বিধিবাক্যের উচ্চারণ সমকালীন নহে কিন্তু বিধিবাক্যশ্রবণের পর ফলাকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া উহা পরবর্ত্তিকালীন, দ্বিতীয়তঃ উহা প্রমাণ সিদ্ধ অর্থাৎ ফলমুখগৌরব; এ কারণে ঐ গৌরব অঙ্গীকরণীয়—উহা অঙ্গীকার করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না।৮ [তাৎপর্য্য—শব্দের গৌণার্থ এবং মুখ্যার্থ গ্রহণের সন্দেহ হইলে যে মুখ্যার্থ ই গ্রহণীয় তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শাব্দিকগণের অর্থাৎ মীমাংসাশাস্ত্ররূপ বাক্যশাস্ত্রবিৎগণের সিদ্ধান্ত কি তাহাই বিচারপূর্ব্বক উপন্যস্ত করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক অষ্টম অধিকরণে ঐ বিষয়টী বিচারিত হইয়াছে। উক্ত অধিকরণের বিষয়বাক্যটী এইরূপ "অমাবাস্যায়াম্ অপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন চরন্তি" অর্থাৎ "অমাবস্যায় অপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ করিবে।" এস্থলে পিতৃযজ্ঞনামক ক্রিয়াটী কি অমাবস্যা নামক যজ্ঞের অঙ্গভূত কর্ম্মবিশেষ অথবা উহা স্বতন্ত্র কর্ম্মবিশেষ, এইরূপ সংশয় হয়। এই প্রকার সন্দেহের কারণ এই যে 'অমাবস্যা' শব্দটী তিথিবিশেষরূপ কালবাচকও হয় এবং অমাবস্যা নামক যজ্ঞবিশেষ বাচকও হয়, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—বেদের মধ্যেই "য এবং বিদ্বান্ অমাবস্যাং যজতে" ইত্যাদি স্থলে' অমাবস্যা শব্দটী অমাবস্যানামক যজ্ঞবিশেষ বাচক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়ে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে যে পিতৃযজ্ঞ নামক ক্রিয়াটী অমাবস্যানামক কর্ম্মের সহিত সমভিব্যাহৃত অর্থাৎ সহপঠিত হইয়াছে বলিয়া উহা অমাবস্যা যজ্ঞেরই অঙ্গভূত। এসম্বন্ধে পরমর্ষি জৈমিনির কোনও পূর্ব্বপক্ষ সূত্র নাই বলিয়া কল্পসূত্রকার কাত্যায়নের

চরন্তী”ত্যত্র অমাবস্যাশব্দঃ কালে মুখ্যঃ। তৎকালোৎপন্নে কর্ম্মণি চ গৌণঃ, “য এবং বিদ্বানমাবস্যাং যজত” ইত্যাদৌ। তত্রামাবস্যায়ামিতি কর্ম্মগ্রহণে পিতৃযজ্ঞস্য তদঙ্গত্বান্ন ফলং কল্পনীয়মিতি বিধের্ঘবমিতি পূর্ব্বপক্ষিতং কাত্যায়নেন “অঙ্গং বা সমভিব্যাহারা”দিতি (কাঃ শ্রৌঃ সূঃ ৪।১।৩০)। গৌণার্থস্য মুখ্যার্থোপস্থিতিপূর্ব্বকত্বান্মুখ্যার্থস্য চেহাবাধাদমাবস্যাশব্দেন কাল এব গৃহ্যতে। ফলকল্পনাগৌরবং তূত্তরকালীনং প্রমাণত্বাদঙ্গীকার্য্যমিতি সিদ্ধান্তিতং জৈমিনিনা। “পিতৃযজ্ঞঃ স্বকালত্বাদনঙ্গং স্যা”দিতি (মীঃ দঃ ৪।৩।১৯ সূঃ)।৮ এবং স্থিতে সংন্যাসিশব্দস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনি মুখ্যত্বাৎ কর্ম্মণি চ ফলত্যাগসাম্যেন গৌণত্বান্মুখ্যার্থস্য চেহাবাধাত্তস্যৈব সংন্যাসিশব্দেন গ্রহণমিতি শব্দমর্য্যাদয়া সিদ্ধম্।৯ সত্যাং কারণসামগ্র্যাং কার্য্যোৎপাদ ইতি চার্থমার্য্যাদা।

“অঙ্গং বা সমভিব্যাহারাৎ” এই সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সূত্র অনুসারেই শাস্ত্রদীপিকাকারও বলিয়াছেন—“কর্ম্মবচনেন অমাবস্যাশব্দেন সমভিব্যাহারাৎ তদঙ্গম্” অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞ শব্দটী কর্ম্মবিশেষবাচক অমাবস্যাশব্দের সহিত সমভিব্যাহৃত অর্থাৎ সহপঠিত হওয়ায় উহা সেই অমাবস্যা নামক যজ্ঞেরই অঙ্গ হইবে। আরও এ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে,—ঐরূপ বলিলে পিতৃযজ্ঞনামক কর্ম্মটীর ফলকল্পনা করিতে হয় না। উৎপত্তি বাক্যে ইহার কোন ফলশ্রুতি নাই ; কোন অর্থবাদ বাক্যেও ফল কথিত হয় নাই। এই কারণে “স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ” অর্থাৎ “অশ্রুত ফল স্থলে যেখানে বিধিবাক্যে কিংবা অর্থবাদবাক্যে কুত্রাপি তত্রবিহিত কর্ম্মের ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায় না তাদৃশ স্থলে সর্ব্বত্রই স্বর্গ ই ফল হইবে, কেন না তাহা (সেই স্বর্গই সকলেরই সকলস্থলেই অবিশিষ্টভাবে কামনার বিষয় হইয়া থাকে” (আর নিষ্ফল কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না)। এই জৈমিনি সূত্র অনুসারে অশ্রুত ফলের কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু উহাকে যদি অন্য একটী কর্ম্মের অঙ্গ বলা হয় তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র ফল কল্পনার আবশ্যক হয় না, যেহেতু অঙ্গস্থলে ফলশ্রুতি থাকিলেও তাহাকে অর্থবাদ বলা হয় ; ইহা “দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ” এই জৈমিনিসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রকারে সমভিব্যাহার এবং লাঘব এই দুই প্রকার যুক্তিবশতঃ পিতৃযজ্ঞ কর্ম্মটী অমাবস্যা যজ্ঞের অঙ্গ হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইলে তদুত্তরে পরমর্ষি জৈমিনি, বলিতেছেন—“পিতৃযজ্ঞঃ স্বকালত্বাৎ অনঙ্গঃ স্যাৎ” অর্থাৎ “পিতৃযজ্ঞ কর্ম্মটী স্বকালে অপরাহ্নে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায় উহা অমাবস্যা নামক যজ্ঞের অঙ্গ নহে। কারণ অপরাহ্ন শব্দটী কালবাচক ; উহাতে যখন সপ্তমী বিভক্তি রহিয়াছে এবং অমাবস্যা শব্দটীতেও সপ্তমী বিভক্তি রহিয়াছে তখন উভয়ের সমানবিভক্তিস্বরূপ সামানাধিকরণ্য থাকায় অমাবস্যা শব্দটী কালবাচক অর্থাৎ অমাবস্যা নামক তিথিবাচক। শুধু এই কারণেই যে ইহা কালবাচক তাহা নহে কিন্তু গৌণ ও মুখ্যের মধ্যে মুখ্যেরই প্রাবল্য হইয়া হইয়া থাকে—মুখ্যার্থ ই প্রথমতঃ গ্রহণীয়। এ কারণে কালবাচক অমাবস্যা শব্দটীর কালরূপ অর্থ টাই মুখ্য, উহা অন্য নিরপেক্ষভাবেই উপস্থিত হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয় ; আর সেই কালসম্বন্ধ বশতঃ উহা যজ্ঞবিশেষের বাচক অর্থাৎ অমাবস্যা নামক কালবিশেষে কর্ত্তব্য হওয়ায় উহাকেও অমাবস্যা বলা হয় ; এই কারণে উহা সাপেক্ষ গৌণ অর্থ। তাই শাস্ত্র দীপিকাকার বলিয়াছেন—“কালে হি নিরপেক্ষোহয়ং কালসম্বন্ধাপেক্ষয়া তু কর্ম্মণি বর্ত্ততে” অর্থাৎ

তথাহি, ঈশ্বরার্পণেন ত্যক্তকর্ম্মফলস্যাপি সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং নিত্যানি কর্ম্মণ্যনুতিষ্ঠতোঽন্তরালে মৃতস্য প্রাগর্জ্জিতৈঃ কর্ম্মভিস্ত্রিবিধং শরীরগ্রহণং কেন বার্য্যতে,—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ" ইতি শ্রুতেঃ (বৃহদাঃ উঃ ৩।৮।১০)।

ইহা কালবিশেষরূপ অর্থে নিরপেক্ষ, কিন্তু সেই কালবিশেষের সহিত যজ্ঞের নিয়ত (অব্যভিচরিত) সম্বন্ধ থাকায় উহা যজ্ঞেরও বাচক।" আবার "মুখ্যার্থপ্রতীতির অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) হইলে তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট যে অন্য অর্থ প্রতীত হয় তাহাই লক্ষণা" এই প্রকার উক্তি থাকায় মুখ্যার্থই উপজীব্য (আশ্রয়) বলিয়া প্রবল এবং তাহাই প্রথমোপস্থিত ; পক্ষান্তরে গৌণার্থ তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট সুতরাং উপজীবক (আশ্রিত) এবং তাহা পরবর্ত্তিকালীন হওয়ায় বিলম্বে তাহার উপস্থিতি হয়। এখানে যখন সেই প্রথমোপস্থিত মুখ্যার্থের প্রতীতির কোন বাধা নাই, প্রত্যুত "অপরাহ্ণে" এই পদের সহিত সামানাধিকরণ্যরূপ ঐক্যই থাকে তখন এখানে অমাবস্যা শব্দটী কালরূপ মুখ্য অর্থেরই বাচক। সুতরাং পিতৃযজ্ঞনামক কর্ম্মটী কাহারও অঙ্গ নহে। আর উহাকে স্বতন্ত্র কর্ম্ম বলিলে যে ফলকল্পনাগৌরব বলা হইয়াছে তাহাও দোষাবহ নহে, যেহেতু তাহার স্বতন্ত্রতা যখন প্রমাণসিদ্ধ তখন তাহার জন্য ফলকল্পনাও প্রামাণিক সুতরাং অদোষ। এই জন্য আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন "ফলমুখগৌরবস্য অদোষত্বাৎ" অর্থাৎ "যে গৌরব স্বীকার করিলে ফললাভ হয় তাহা দোষাবহ নহে। সুতরাং গৌণ ও মুখ্যার্থ গ্রহণের সন্দেহ স্থলে মুখ্যার্থই গ্রহণীয়, ইহাই শব্দ তাৎপর্য্যবিৎগণের সিদ্ধান্ত।]৮ এইরূপ হইলে পর, সন্ন্যাসী শব্দটী যখন সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী পুরুষে মুখ্যার্থক এবং ফলত্যাগ রূপ সাদৃশ্য থাকায় ইহা যখন নিষ্কাম কর্ম্মী পুরুষে গৌণার্থক আর উক্ত মুখ্য অর্থেরও যখন এখানে বাধও হইতেছে না তখন সন্ন্যাসী শব্দে সেই সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিরূপ অর্থেরই গ্রহণ করা উচিত, ইহা শব্দমর্য্যাদা হইতে সিদ্ধ হয়।৯ কারণসামগ্রী থাকিলে অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সেই সকল পদার্থগুলির সমবধান হইলেই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, ইহাই অর্থমর্য্যাদা অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব। (অভিপ্রায় এই যে কেবলমাত্র মৃত্তিকারূপ কারণ থাকিলেই যে ঘটরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঘটনির্ম্মাণের জন্য দণ্ড, চক্র, কুম্ভকারের ব্যাপার ইত্যাদি যতগুলি বিষয় অপেক্ষিত সেই সবগুলির সমবধান অর্থাৎ একত্র হওয়াই সামগ্রী। ঐ সামগ্রীও রহিয়াছে এবং কোন প্রতিবন্ধকও নাই অথচ কার্য্য উৎপন্ন হইবে না, এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং কারণকূট অর্থাৎ কারণসমষ্টির সমবধানরূপ সামগ্রী থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, ইহাই অর্থের মর্য্যাদা অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব।) সুতরাং যিনি সত্ত্বশুদ্ধির জন্য নিত্য কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিতেছেন তিনি ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মফলত্যাগ করিলেও যদি অন্তরালে (মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে) মৃত হন তাহা হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফলে তাঁহার যে ত্রিবিধ শরীর গ্রহণ হইবেই, তাহা কে বাধা দিবে ? অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বিপাক বশতঃ তাঁহাকে ইষ্ট, অনিষ্ট অথবা মিশ্র ফলানুসারে শরীর গ্রহণ করিতে হইবে, কেন না সেই সঞ্চিত কর্ম্মের বিপাক হইবেই, তাহা কোন বাধাই মানিবে না, কারণ কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে বলিয়া তাহার দ্বারাই কর্ম্মে বিপাকের বাধা হইয়া থাকে, অন্য কিছুই তাহাকে প্রতিবদ্ধ (আটক) করিতে পারে না ; যে হেতু "হে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অক্ষরতত্ত্ব বিদিত না হইয়া এই মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ অর্থাৎ পণক্রীত দাসাদির ন্যায় কর্ম্মাধীন" ইত্যাদি শ্রুতি

অন্ততঃ সত্ত্বশুদ্ধিফলজ্ঞানোৎপত্ত্যর্থং তদধিকারিশরীরমপি তস্যাবশ্যকমেব।১০ অতএব বিবিদিষাসংন্যাসিনঃ শ্রবণাদিকং কুর্ব্বতোঽন্তরালে মৃতস্য যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যস্য "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়ত" ইত্যাদিনা জ্ঞানাধিকারিশরীরপ্রাপ্তিরিবশ্যম্ভাবিনীতি নির্ণীতং যষ্ঠে।১১ যত্র সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনোঽপ্যজ্ঞস্য শরীরগ্রহণমাবশ্যকং তত্র কিং বক্তব্যমজ্ঞস্য কর্ম্মিণ ইতি। তস্মাদজ্ঞস্যাবশ্যং শরীরগ্রহণমিত্যর্থমর্য্যাদয়া সিদ্ধম্ পরাক্রান্তং চৈকভবিকপক্ষনিরাকরণে সুরিভিঃ। তস্মাদ্‌যথোক্তং ভগবৎপূজ্যপাদভাষ্যকৃতং ব্যাখ্যানমেব জ্যায়ঃ।১২ তদয়মত্র নিষ্কর্ষঃ,—অকর্ত্র্ভোক্তৃপরমানন্দাদ্বিতীয়সত্যস্বপ্রকাশব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারেণ নির্ব্বিকল্পেন বেদান্তবাক্যজন্যেন বিচারনিশ্চিতপ্রামাণ্যেন সর্ব্বপ্রকারাপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্যেন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেনাত্মাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তৎকার্য্য-কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমান-

হইতেও উহাই সমর্থিত হয়। অন্তত সত্ত্বশুদ্ধির ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তাহার অধিকারী শরীর গ্রহণ তাঁহার (গৌণসন্ন্যাসীর) আবশ্যক। (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে সত্ত্বশুদ্ধি পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ফলাভিসন্ধিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মরিয়া গেল তাহার কি সত্ত্বশুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞান হইবে না? অবশ্যই হইবে। তাহা যদি হয় তবে তাহাকে তদুপযুক্ত শরীরও পাইতে হইবে অর্থাৎ এমন শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে যাহা তাহার তত্ত্বজ্ঞানলাভের পক্ষে উপযুক্ত হয়। আর সেই যে শরীর পরিগ্রহ তাহা কর্ম্মেরই ফলে হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে মোটেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, ইহা বলা চলে না।)১০ এই কারণেই যষ্ঠ অধ্যায়ে "শুচীনাং শ্রীনতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান ইহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, বিবিদিষাসন্ন্যাসী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ সাত্ত্বিকত্যাগপ্রভাবে চিত্তশুদ্ধিলাভ করায় যাঁহার মধ্যে বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছে বলিয়া নিত্য কর্ম্মেরও আর কোন প্রয়োজন না থাকায় যিনি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া শ্রবণাদিপরায়ণ হইয়াছেন তাদৃশ সন্ন্যাসী ব্যক্তি শ্রবণাদির অভ্যাস করিতে করিতে যদি অন্তরালে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায়—জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত হন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানোপযোগি শরীরপ্রাপ্তি অবশ্যই ঘটিবে।১১ সুতরাং অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান ব্যক্তি (যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই তাদৃশ ব্যক্তি) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী হইলেও তাঁহারও যখন এই প্রকারে অবশ্যই শরীর গ্রহণ করিতে হয় (জন্মিতে) হয় তখন সাধারণ অজ্ঞ কর্ম্মী ব্যক্তিকে যে জন্ম লইতে হইবেই তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অতএব এই সমস্ত যুক্তি হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অজ্ঞ ব্যক্তিকে অবশ্যই শরীর পরিগ্রহ করিতে হইবে, ইহাই অর্থমর্য্যাদা হইতে—বস্তুস্বভাব হইতে সিদ্ধ হয়। পণ্ডিতগণ ঐকভবিক পক্ষের নিরাস করিতে গিয়া (বেদান্তদর্শন ৩।১।৮ শাঃ ভাঃ) খুবই পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন (কাজেই এখানে আর সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হইলনা)। সুতরাং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ভগবৎ পূজ্যপাদ স্বীয় গীতাভাষ্যে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বলা হইল, তাহাই প্রশস্ত।১২ সুতরাং এস্থলের নিষ্কৃষ্ট (সারভূত) অর্থটী এইরূপ,—অকর্ত্তৃ, অভোক্তৃ, পরমানন্দ, অদ্বিতীয়, সত্য, স্বপ্রকাশ, ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার যে নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকার যাহা বেদান্তবাক্যশ্রবণ হইতেই হইয়া থাকে এবং যাহার প্রামাণ্য বিচারের দ্বারা নিশ্চিত (অবধারিত) হইয়া থাকে বলিয়া যাহা সর্ব্বপ্রকার

রহিতঃ পরমার্থসংন্যাসী সর্ব্বকর্ম্মোচ্ছেদাচ্ছুদ্ধঃ কেবলঃ সন্নাবিদ্যাকর্ম্মাদিনিমিত্তং পুনঃ শরীরগ্রহণমনুভবতি, সর্ব্বভ্রমাণাং কারণোচ্ছেদেনোচ্ছেদাৎ।১৩ যস্ত্ববিদ্যাবান্ কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী দেহভৃৎ স ত্রিবিধঃ—রাগাদিদোষপ্রাবল্যাৎ কাম্যনিষিদ্ধাদিযথেষ্টকর্ম্মানুষ্ঠায়ী মোক্ষশাস্ত্রানধিকার্য্যেকঃ।১৪ অপরস্তু প্রাক্তৃতসুকৃতবশাৎ কিঞ্চিৎ প্রক্ষীণরাগাদিদোষঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুমশক্নুবন্নিষিদ্ধানি কাম্যানি চ পরিত্যজ্য নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি ফলাভিসন্ধিত্যাগেন সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমনুতিষ্ঠন্ গৌণসংন্যাসী মোক্ষশাস্ত্রাধিকারী দ্বিতীয়ঃ সঃ।১৫ ততো নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানেনান্তঃকরণশুদ্ধ্যা সমুপজাতবিবিদিষঃ শ্রবণাদিনা বেদনং মোক্ষসাধনং সংপিপাদয়িষুঃ সর্ব্বাণি বিধিতঃ পরিত্যজ্য ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসর্পতি বিবিদিষাসংন্যাসিসমাখ্যস্তৃতীয়ঃ।১৬ তত্রাদ্যস্য সংসারিত্বং সর্ব্বপ্রসিদ্ধং, দ্বিতীয়স্য ত্বনিষ্ট'মিত্যাদিনা ব্যাখ্যাতং, তৃতীয়স্য তু অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেত ইতি প্রশ্নমুত্থাপ্য

অপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্য অর্থাৎ যাহাতে কোনও অপ্রামাণ্যশঙ্কার উদ্ভবই হইতে পারে না, তাদৃশ নির্ব্বিকল্পক আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানপ্রভাবে আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ যে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান তাহারও নিবৃত্তি হইয়া যায়। একারণে তদ্বিরহিত (সেই অবিদ্যা এবং তন্মূলক কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানরহিত) পরমার্থসন্ন্যাসী ব্যক্তির সকল প্রকার কর্ম্মের উচ্ছেদ হইয়া যায়। সুতরাং তিনি শুদ্ধ কেবলস্বরূপ হইয়া যান বলিয়া পুনর্ব্বার আর অবিদ্যাকর্ম্মাদি জন্য শরীর গ্রহণ করেন না, যেহেতু অবিদ্যারূপ কারণের উচ্ছেদ হওয়ায় সকলপ্রকার ভ্রমেরই উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ অবিদ্যার উচ্ছেদ হওয়ায় সকলপ্রকার ভ্রমেরও উচ্ছেদ হইয়াছে। আর ভ্রমের উচ্ছেদ হওয়ায় ভ্রমাদিরূপ কর্ম্মসকলও উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভ্রমাত্মক কর্ম্মের বিপাকাধীন শরীর গ্রহণও উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।১৩ পক্ষান্তরে অবিদ্যাবান্ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানবিশিষ্ট দেহধারী যে জীব সে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে রাগাদিদোষের প্রবলতা নিবন্ধন যাহারা কাম্য, নিষিদ্ধ প্রভৃতি স্বেচ্ছানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা মোক্ষশাস্ত্রের অনধিকারী ; তাহারা একজাতীর ।১৪ আবার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতপ্রভাবে যাঁহার রাগাদি দোষ কিঞ্চিৎপ্রক্ষীণ হইয়াছে (অল্পমাত্রায় কমিয়া গিয়াছে) তিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও নিষিদ্ধ এবং কাম্য কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল ফলাভিসন্ধিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন ; তিনি গৌণ সন্ন্যাসী। এই জাতীয় ব্যক্তি মোক্ষশাস্ত্রের অধিকারী। ইঁহারা দ্বিতীয় প্রকারের।১৫ তদনন্তর সেই এই জাতীয় ব্যক্তি নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রভাবে অন্তঃকরণশুদ্ধিলাভপূর্ব্বক সমুপজাতবিবিদিষ হন অর্থাৎ এইভাবে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করার ফলে তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলে ইঁহাদের বিবিদিষা জন্মে। তখন তিনি বেদান্ত শ্রবণাদির দ্বারা মোক্ষের সাধনস্বরূপ যে বেদন (আত্মজ্ঞান) তাহা সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী হইয়া বিধি অনুসারে (শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়ম অনুসারে) সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপসন্ন (অগ্রসর) হইয়া থাকেন। এই জাতীয় ব্যক্তিই বিবিদিষাসন্ন্যাসী নামে অভিহিত হন। ইঁহারাই তৃতীয় প্রকারের।১৬ তন্মধ্যে প্রথম প্রকার ব্যক্তির সংসারিত্ব সর্ব্বপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ তাহারা

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি ইমানি পঞ্চ কারণানি মে নিবোধ অর্থাৎ হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশক সাংখ্য বেদান্তসিদ্ধান্তে যে পাঁচটি কারণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তুমি আমার মুখে অবগত হও ॥১৩

নির্ণীতং ষষ্ঠে।১৭ অজ্ঞস্য সংসারিত্বং ধ্রুবং, কারণসামগ্র্যাঃ সত্ত্বাৎ। তত্তু কস্যচিজ্‌জ্ঞানানন্নুগুণং কস্যচজ্‌জ্ঞানানুগুণমিতি বিশেষঃ। বিজ্ঞস্য তু সংসারকারণাভাবাৎ স্বত এব কৈবল্যমিতি দ্বৌ পদার্থৌ সূত্রিতাবস্মিন্ শ্লোকে ॥ ১৮—১২ ॥

তত্রাত্মজ্ঞানরহিতস্য সংসারিত্বে হেতুঃ কর্ম্মত্যাগাসম্ভব উক্তঃ “ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষত” ইতি। তত্রাজ্ঞস্য কর্ম্মত্যাগাসম্ভবে কো হেতুঃ? কর্ম্মহেতাবধিষ্ঠানাদিপঞ্চকে তাদাত্ম্যাভিমান ইতীমমর্থং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রপঞ্চয়তি। তত্র প্রথমেনাধিষ্ঠানাদীনি পঞ্চ বেদান্তপ্রমাণমূলানি হেয়ত্বার্থমবশ্যং জ্ঞাতব্যানীত্যাহ পঞ্চেতি।১ ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে কারণানি

যে জননমরণপ্রবন্ধরূপ সংসারচক্রে পরিভ্রাম্যমাণ ইহা সর্ব্বজনবিদিত। আর দ্বিতীয় প্রকার গৌণ সন্ন্যাসীর যে ফল তাহা “অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ” ইত্যাদি এই দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। আর তৃতীয় প্রকার সন্ন্যাসীর বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে “অযতিঃ শ্রদ্ধায়োপেতঃ” ইত্যাদি শ্লোকে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে।১৭ অজ্ঞ ব্যক্তির সংসারিত্ব অবশ্যম্ভাবী; যেহেতু তাহার সংসারের কারণ-সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে বিশেষ এই যে, তাহাদের সেই সংসারিত্বের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে হয়ত জ্ঞানের অনুগুণ (অনুকূল) শরীরলাভ হয়, আবার কাহারও বা জ্ঞানের অননুগুণ (অনুপযোগী) শরীর প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞ (জ্ঞানী) ব্যক্তির পক্ষে সংসারের (জন্মমরণের) কারণ আর থাকে না। কাজেই তাঁহার স্বতই কৈবল্য (মোক্ষ) হইয়া থাকে। এইরূপে এই শ্লোকে দুইটী পদার্থ সূত্রিত (সূচিত—সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে। ১৮—১২ ॥

ভাবপ্রকাশ—কর্ম্মের ফলত্যাগ না হইলে গতাগতিরহিত যে মোক্ষ তাহার লাভ কিছুতেই হইতে পারে না—কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল—ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র—এই ত্রিবিধ ফলানুযায়ীই জীবের গতি হয়। কেবলমাত্র যাঁহারা কর্ম্মফলত্যাগী তাঁহাদের আর কর্ম্মফলানুযায়ী গতাগতি হয় না। সুতরাং গতাগতির হাঁত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ফলত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য।১২॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তির সংসারিত্বের হেতু যে তাহার কর্ম্মত্যাগ করার অসম্ভবতা অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করা অসম্ভব ইহাই যে তাহার সংসারিত্বের হেতু তাহা “ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ” এই স্থলে বলা হইয়াছে। তাহাতে সংশয় হয় যে, অজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ করিবার অসম্ভবতারই বা হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিবেন যে, কর্ম্মের হেতু স্বরূপ যে অধিষ্ঠানাদি পাঁচটী সেগুলির উপর যে তাদাত্ম্যাভিমান তাহাই তাহার কর্ম্মত্যাগাসম্ভবতার হেতু। এই অর্থটীকেই চারিটী শ্লোকে বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন। তন্মধ্যে “পঞ্চেমানি” ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটীতে

নির্ব্বর্ত্তকানি হে মহাবাহো! মে মম পরমাপ্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য বচনান্নিবোধ বোদ্ধুং সাবধানো ভব। ন হ্যত্যন্তদুর্জ্ঞানান্যেতান্যনবহিতচেতসা শক্যন্তে জ্ঞাতুমিতি চেতঃসমাধানবিধানেন তানি স্তৌতি। মহাবাহুত্বেন চ সৎপুরুষ এব শক্তো জ্ঞাতুমিতি সূচয়তি স্তুত্যর্থমেব।২ কিমেতান্যপ্রমাণকান্যেব তব বচনাজ্জ্ঞেয়ানি, নেত্যাহ--সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি; নিরতিশয়পুরুষার্থপ্রাপ্ত্যর্থং সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যর্থং চ জ্ঞাতব্যানি জীবো ব্রহ্ম তয়োরৈক্যং তদ্বোধোপযোগিনশ্চ শ্রবণাদয়ঃ পদার্থাঃ সঙ্খ্যায়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি সাঙ্খ্যং বেদান্তশাস্ত্রম্। তস্মিন্নাত্মবস্তুমাত্রপ্রতিপাদকে কিমর্থমনাত্মভূতান্যবস্তূনি লোকসিদ্ধানি চ কর্ম্মকারণানি পঞ্চ প্রতিপাদ্যন্ত ইত্যতঃ শাস্ত্রবিশেষণং কৃতান্ত ইতি।৩ কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে। তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তিস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যা যত্র তস্মিন্ কৃতান্তে শাস্ত্রে প্রোক্তানি প্রসিদ্ধান্যেব লোকেঽনাত্মভূতান্যেবাত্মতয়া মিথ্যাজ্ঞানারোপেণ

বলিতেছেন যে, অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটী বিষয় যে বেদান্তপ্রমাণমূলক তাহা জানিতে হইবে, কারণ ঐরূপে জানিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।১ হে মহাবাহো! **ইমানি**=এইগুলিকে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পাঁচটী বিষয় যে **সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে**=সমস্ত কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ নিষ্পত্তির নিমিত্ত **কারণানি**= কারণ অর্থাৎ নির্ব্বর্ত্তক বা নিষ্পাদক তাহা পরম আপ্ত আমার কথা শুনিয়া বুঝ—বুঝিবার নিমিত্ত সাবধান হও। যেহেতু অনবহিতচিত্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় এই সমস্ত বিষয় জানিতে পারে না এই কারণে এ বিষয়ে চিত্তসমাধান করিতে বলিয়া ইহার প্রশংসা করিতেছেন। আরও ইহারই প্রশংসা করিবার নিমিত্ত মহাবাহো এইরূপ সম্বোধন করিয়া মহাবাহুত্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইহাই সূচিত করিয়া দিতেছেন যে, যিনি সৎপুরুষ তিনিই ইহা বুঝিতে সমর্থ; অর্থাৎ মহাবাহুত্ব সৎপুরুষত্বেরই জ্ঞাপক; তুমি যখন মহাবাহু তখন তুমি সৎপুরুষ, সুতরাং ইহা বুঝিবার উপযুক্ত। আর অন্য যাহারা এইরূপ সৎপুরুষ তাহারাও ইহা বুঝিবার যোগ্য।২ ইহাতে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, এই গুলি কি অপ্রমাণক (শাস্ত্রপ্রমাণবিহীন) যে তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি"=ইহা সাংখ্য কৃতান্তে কথিত হইয়াছে, এবং নিরতিশয় পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য এবং সকল প্রকার অনর্থ নিবৃত্তির জন্য এগুলি জ্ঞাতব্য। ('সাংখ্যে কৃতান্তে' এই দুইটী পদের অর্থ কি তাহা বলিতেছেন—) জীব, ব্রহ্ম, তাহাদের ঐক্য এবং সেই ঐক্যবোধের উপযোগী শ্রবণাদিপদার্থ সকল যাহাতে সঙ্খ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে তাহার নাম সাঙ্খ্য—এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে সাঙ্খ্য শব্দের অর্থ বেদান্ত শাস্ত্র। (ইহাতে হয়ত শঙ্কা হইতে পারে যে—) বেদান্তশাস্ত্র কেবলমাত্র আত্মবস্তুপ্রতিপাদক; তাহার মধ্যে কর্ম্মের কারণ স্বরূপ লোকপ্রসিদ্ধ পাঁচটী অনাত্মভূত অবস্তু প্রতিপাদন করিবার কারণ কি? এই জন্য ইহার উত্তরস্বরূপে "কৃতান্তে" এই পদটীকে শাস্ত্রের বিশেষণরূপে দেওয়া হইয়াছে।৩ 'কৃত' বলিতে কর্ম্ম অভিহিত হয়; যে শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিপূর্ব্বক সেই কৃতের (কর্ম্মের) অন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি কথিত হইয়াছে তাহা কৃতান্ত। সেইরূপ সাংখ্য কৃতান্তে উহা প্রোক্ত হইয়াছে। যে গুলি লোকে প্রসিদ্ধ আছে, যে গুলি অনাত্মস্বরূপ হইলেও মিথ্যাজ্ঞানারোপ

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা পৃথগ্বিধং করণং বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ অত্র পঞ্চমং দৈবম্ এব অর্থাৎ অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়গুলি, নানাবিধ পৃথক্ চেষ্টা এবং এই সকলের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি দৈব অথবা সর্ব্বপ্রেরক সর্ব্বান্তর্য্যামীই পঞ্চম ॥১৪

গৃহীতান্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানেন বাধসিদ্ধয়ে হেয়ত্বেনোক্তানি।৪ যদা হ্যন্যধর্ম্ম এব কর্ম্মাত্মন্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিতমিত্যুচ্যতে তদা শুদ্ধাত্মজ্ঞানেন তদ্বাধাৎ কর্ম্মণোঽন্তঃ কৃতো ভবতি। অতঃ আত্মনঃ কর্ম্মাসম্বন্ধপ্রতিপাদনায়ানাত্মভূতান্যেব পঞ্চ কর্ম্মকারণানি বেদান্তশাস্ত্রে মায়াকল্পিতান্যনূদিতানীতি নাদ্বৈতাত্মমাত্রতাৎপর্য্যহানিস্তেষাং তদঙ্গত্বেনৈবেতরত্র প্রতিপাদনাৎ। ইহাপি চ সর্ব্বকর্ম্মান্তত্বং জ্ঞানস্য প্রতিপাদিতং “সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যত” ইতি। তস্মাজ্ জ্ঞানশাস্ত্রস্য কর্ম্মান্তত্বমুপপন্নম্ ॥ ৫—১৩ ॥

প্রমাণমূলানি কর্ম্মকারণানি পঞ্চাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বসিদ্ধ্যর্থং হেয়ত্বেন জ্ঞাতব্যানীত্যুক্তে কানি তানীত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপমাহ দ্বিতীয়েন —। ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখচেতনাভিব্যক্তেরা-

পূর্ব্বক আত্মা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান জনিত অধ্যাসবশতঃ সেই অনাত্মবস্তুসকল আত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেগুলির বাধ সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত সেই গুলি হেয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বলে ঐগুলি বাধিত হইয়া যায় বলিয়া ঐগুলি হেয়—পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।৪ যখন বলা হয় যে কর্ম্ম অন্যের (অনাত্মার) ধর্ম্ম; অবিদ্যাবশতই তাহা আত্মায় অধ্যারোপিত (অধ্যস্ত) হইয়াছে তখন শুদ্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাহা (অবিদ্যা) বাধিত হয় বলিয়া সেই কর্ম্মেরও অন্ত করা হইয়া যায়। এই কারণে আত্মার কর্ম্মাসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত—কর্ম্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই কর্ম্মের কারণ স্বরূপ পাঁচটি যে বিষয়, যদিও সেগুলি অনাত্মস্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নহে, তথাপি বেদান্ত শাস্ত্রে মায়াকল্পিত সেই সমস্ত বিষয়গুলিরই অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাতজ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ কারণে একমাত্র অদ্বৈত আত্মতত্ত্বই যে বেদান্তের তাৎপর্য্য তাহার হানি হয় না, যেহেতু ইতরত্র (অন্যান্য স্থলেও) সেই কর্ম্মকারণ গুলি তাহার অঙ্গরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। [অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে আত্মাকে অনাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে হইবে। এইজন্য আত্মতত্ত্ব নির্ণয় মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও অনাত্মার বর্ণন অবর্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। এই কারণে আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে অনাত্মারও কথা বলিতে হয়। তবে সেই গুলি অঙ্গ অর্থাৎ গৌণ অর্থাৎ সেগুলি আসল প্রতিপাদ্য নহে, ইহা বুঝিতে হইবে।] আর এই গীতামধ্যেও “সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানের সর্ব্বকর্ম্মান্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে—অর্থাৎ জ্ঞানই যে সকল কর্ম্মের অন্ত—জ্ঞানেই যে সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব জ্ঞান-শাস্ত্রের কর্ম্মান্তত্ব উপপন্ন হয় অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্রকে যে কৃতান্ত—কর্ম্মান্ত বলা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্তই হয়। ৫—১৩॥

শ্রয়োঽধিষ্ঠানং শরীরম্।২ তথা কর্ত্তা যথাধিষ্ঠানমনাত্মা ভৌতিকং মায়াকল্পিতং স্বাপ্নগৃহরথাদিবৎ তথা কর্ত্তাঽহং করোমীত্যাদ্যভিমানবান্ জ্ঞানশক্তিপ্রধানাপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যোঽহঙ্কারোঽন্তঃকরণং বুদ্ধির্ব্বিজ্ঞানমিত্যাদিপর্য্যায়শব্দবাচ্যস্তাদাত্ম্যাধ্যাসেনাত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মাধ্যারোপহেতুরনাত্মা ভৌতিকো মায়াকল্পিতশ্চেতি তথাশব্দার্থঃ।৩ স্থূলশরীরস্য লোকায়তিকৈরাত্মত্বেন পরিগৃহীতস্যাপ্যন্যৈঃ পরীক্ষকৈরনাত্মত্বেন নিশ্চয়াত্তদ্দৃষ্টান্তেন তার্কিকাদিভিরাত্মত্বেন পরিগৃহীতস্য কর্ত্তুরপ্যনাত্মত্বনিশ্চয়ঃ সুকর ইত্যর্থঃ।৪ করণং চ শ্রোত্রাদিশব্দাদ্যুপলব্ধিসাধনম্। চ শব্দস্তথেত্যনুকর্ষার্থঃ। পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চেতি দ্বাদশসঙ্খ্যম্। করণবর্গে মনো বুদ্ধিশ্চেতি বৃত্তিবিশেষৌবৃত্তিমাংস্ত্বহঙ্কারঃ কর্ত্তৈব। চিদাভাসস্তু সর্ব্বত্রৈবাবিশিষ্টঃ।৫ বিবিধা নানাপ্রকারাঃ

অনুবাদ—আত্মার অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে প্রনাণমূলক কর্ম্ম, কারণ প্রভৃতি পাঁচটী বিষয় হেয়রূপে অবগত হইতে হইবে, ইহা বলা হইয়াছে। ইহাতে, সেই বিষয়গুলি কি এইরূপ অপেক্ষা অর্থাৎ প্রশ্ন হইলে "অধিষ্ঠানম্" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে তাহাদের স্বরূপ বলিতেছেন—।১ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং চেতনা ইহাদের অভিব্যক্তির যাহা আশ্রয় তাহাই অধিষ্ঠান; সুতরাং অধিষ্ঠানপদের অর্থ শরীর।২ তথা কর্ত্তা—অনাত্মা ভৌতিক অধিষ্ঠানরূপ শরীর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গৃহরথাদির ন্যায় মায়াকল্পিত, সেইরূপ 'অহং করোমি'—'আমি করিতেছি' ইত্যাদিরূপ অভিমানবান্ জ্ঞানশক্তিপ্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য স্বরূপ, অহঙ্কার, অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দবাচ্য যে কর্ত্তা সেও তাদাত্ম্যাধ্যাসপূর্ব্বক আত্মার উপর কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যারোপের হেতু; এবং সেই কর্ত্তাও অনাত্মা, ভৌতিক ও মায়াকল্পিত, ইহাই 'তথা' শব্দের অর্থ।৩ [অভিপ্রায় এই যে 'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা' এই স্থলে 'তথা' শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'কর্ত্তা' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যে আত্মস্বরূপ তাহা নহে, কিন্তু তাহাও ভৌতিক অনাত্মা এবং মায়াকল্পিত। তবে সেই কর্ত্তা আত্মার সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসসম্পন্ন; একারণে তাহাকেও আত্মা বলিয়া বোধ হয়। কর্ত্তা বলিতে স্বরূপতঃ কি বুঝায় তাহাই 'জ্ঞানশক্তিপ্রধান' ইত্যাদি সন্দর্ভে বুঝাইয়া দিলেন। আর অহঙ্কার, অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ যে এই কর্ত্তারই বাচক তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।]৩ লৌকায়তিকগণ (চার্ব্বাকগণ) স্থূল শরীরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলেও যেমন অন্য পরীক্ষকগণ (দর্শনিকগণ) তাহাকে অনাত্মা বলিয়াই নিশ্চয় করিয়াছেন সেই দৃষ্টান্তে তার্কিকাদিরা যে কর্ত্তাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহারও অনাত্মত্ব নিশ্চয় (নিরূপণ) করা সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে।৪ [অভিপ্রায় এই যে বেদান্তসিদ্ধান্তে কর্ত্তাকে যদিও অনাত্মা বলা হয় তথাপি তার্কিকগণ তাহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বৈদান্তিকের কথা কিরূপে অবিসংবাদে গ্রহণ করা যায়?—এইরূপ সংশয় হইতে পারে। ইহার সমাধানের জন্য বলিতেছেন, অনাত্মা কর্ত্তাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা লৌকায়তিকগণের অনাত্মা দেহকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করার মতই ভ্রম ছাড়া

পঞ্চধা দশধা বা প্রসিদ্ধাঃ। চশব্দস্তথেত্যনুকর্ষার্থঃ। পৃথক্ অসঙ্কীর্ণাঃ চেষ্টাঃ ক্রিয়ারূপাঃ ক্রিয়াশক্তিপ্রধানা পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যাঃ ক্রিয়াপ্রাধান্যেন বায়বীয়ত্বেন ব্যপদিশ্যমানাঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাশ্চ তদন্তর্ভূতা এব।৬ অত্র চ সুষুপ্তাবন্তঃকরণস্য কর্ত্তুর্লয়েঽপি প্রাণব্যাপারদর্শনাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃকরণাদত্যন্তভিন্ন এব প্রাণ ইতি কেচিৎ। ক্রিয়াশক্তিজ্ঞানশক্তিমদেকমেব জীবত্বোপাধিভূতমপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যং ক্রিয়াশক্তিপ্রাধান্যেন প্রাণ ইতি জ্ঞানশক্তিপ্রাধান্যেন চান্তঃকরণমিতি ব্যপদিশ্যত ইত্যভিযুক্তাঃ। "স ঈক্ষাংচক্রে কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো

আর কিছুই নহে। লৌকায়তিকগণের ঐ ভ্রম যেমন যুক্তিনিরাস্য তার্কিকগণেরও এই অনাত্মা কর্ত্তায় আত্মত্বভ্রম যুক্তি দ্বারা অপনেয়। সুতরাং বৈদান্তিকগণের সিদ্ধান্তে বিসংবাদশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।]৪ করণং=শব্দাদি বিষয়োপলব্ধির সাধন শ্রোত্র প্রভৃতি। "চ" শব্দটী 'তথা' শব্দের অনুকর্ষার্থে অর্থাৎ 'তথা' শব্দের যে অর্থ বলা হইয়াছে সেই অর্থের অনুকর্ষ (পুনর্গ্রহণ) করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। "পৃথগ্‌বিধং" অর্থ নানাপ্রকার, অর্থাৎ উহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশসংখ্যক। করণবর্গে মন ও অহঙ্কার এই দুইটী বৃত্তিবিশেষ, আর কর্ত্তাই এই বৃত্তিমান্ অহঙ্কার। আর চিদাভাস সকল স্থলেই বৃত্তিমান্ অহঙ্কারে এবং বৃত্তিস্বরূপ মন ও বুদ্ধিতে অবিশিষ্ট—একই প্রকার। বিবিধাঃ অর্থ নানাপ্রকার,—পাঁচপ্রকার অথবা দশপ্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানেও "চ" শব্দটী তথা শব্দের অনুকর্ষের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। পৃথক্ অর্থাৎ অসঙ্কীর্ণ—পরস্পর মিশ্রিত নহে; চেষ্টা অর্থাৎ ক্রিয়াসকল; পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্যস্বরূপ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান ক্রিয়ারূপ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক চেষ্টা সকল; উহাদের মধ্যে ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য থাকায় উহাদের বায়বীয় বলিয়া ব্যপদেশ (উল্লেখ) করা হয় অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রধান বলিয়া প্রাণাদি পঞ্চককে বায়ু বলা হয়। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয় নামক বায়ুগুলিও ঐ প্রাণাপানাদিনামক ক্রিয়ারূপ চেষ্টারই অন্তর্গত * ।৬ এ বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণরূপ কর্ত্তার লয় হইলেও যখন প্রাণব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাণকে অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন বলিয়াই যখন ব্যপদেশ (নির্দ্দেশ) করা হয় তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে প্রাণ অন্তঃকরণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। (অভিপ্রায় এই যে কারণের লয় হইলে কার্য্যেরও লয় হইয়া থাকে ইহাই যখন নিয়ম তখন প্রাণকে অন্তঃকরণেরই কার্য্য বলা চলে না, কেননা সুষুপ্তিকালে যখন অন্তঃকরণের লয় হয়

---

* প্রাণ প্রাগ্‌ (ঊর্দ্ধে) গমনকারী; ইহার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস হয়। অপান অধোদেশগমনকারী; ইহার প্রভাবে মলমূত্রাদি নিঃসারিত হয়। সমান—মধ্যস্থলবর্ত্তী অর্থাৎ উদরে অবস্থিত। ইহা দ্বারা অন্নপচনাদি পূর্ব্বক রসরক্তাদির সমীকরণ সাধিত হয়। উদান কণ্ঠদেশে অবস্থিত; ইহার অনুগ্রহে কথা কহিতে পারা যায়। আর ব্যান—সর্ব্বশরীরসঞ্চারী। নাগাদি ইহাদেরই অন্তর্গত। তথাপি তাহাদের এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ করা হয়;—নাগের প্রভাবে উদ্‌গিরণ অর্থাৎ ঢেঁকুর তোলা হয়; কূর্ম্মের শক্তিতে চক্ষুর উন্মীলন হয়; ধনঞ্জয়ের বলে শরীর পোষণ, দেবদত্তের জন্য জৃম্ভন (হাই তোলা) এবং কৃকরের জন্য ক্ষুত (হাঁচি) হইয়া থাকে।

ভবিষ্যামি কস্মিন্বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজতেতি” শ্রুতাবুৎক্রান্ত্যাদ্যুপাধিত্বং প্রাণস্যোক্তম্। তথা “সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি ধ্যায়তীব লেলায়তীবে”ত্যাদি শ্রুতাব্যুৎক্রান্ত্যাদ্যুপাধিত্বং বুদ্ধেরুক্তম্। স্বতন্ত্রোপাধিভেদে চ জীবভেদপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদ্ বুদ্ধিপ্রাণয়োরেকত্বেনৈবোৎক্রান্ত্যাদ্যুপাধিত্বং যুক্তং, ভেদব্যপদেশশ্চ শক্তিভেদাৎ সুষুপ্তৌ চ জ্ঞানশক্তিভাগলয়েঽপি ক্রিয়াশক্তিভাগদর্শনমেকত্বেঽপি ন বিরুদ্ধমনুভবসিদ্ধত্বাৎ, দৃষ্টিসৃষ্টিনয়ে সর্ব্বলয়েঽপি প্রাণব্যাপারবচ্ছরীরস্য সুষুপ্তোঽয়মিত্যেবংরূপেণ পরৈঃ কল্পিতত্বাচ্চ। তস্মাদুভয়থাপি ব্যপদেশভেদ উপপন্নঃ।৮

তখন প্রাণের ব্যাপার অক্ষুণ্ণ থাকে।) কিন্তু অভিযুক্ত (প্রমাণভূত) ব্যক্তিগণ বলেন, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট জীবত্বের উপাধি স্বরূপ যে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য তাহা একটীই; তবে তাহার ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য অনুসারে তাহাকে প্রাণ আর জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য অনুসারে তাহাকে অন্তঃকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।৭ “তিনি ঈক্ষণ করিলেন কে উৎক্রান্ত হইলে আমি আমি উৎক্রান্ত হইব এবং কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি প্রতিষ্ঠিত হইব? তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন”—এই শ্রুতি মধ্যে (আত্মার) উৎক্রান্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপাধিত্ব কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মার যে উৎক্রমণাদি হয় প্রাণই তাহার উপাধি, প্রাণের উৎক্রান্তিই আত্মার উৎক্রান্তি রূপে আরোপিত হয়। আর, “সেই জীব বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্বপ্নকালীনবৎ হইয়া এই লোক অতিক্রম করে এবং মৃত্যুর রূপ অতিক্রম করে; তৎকালে যেন ধ্যানই করিতে থাকে, যেন চাঞ্চল্য করিতে থাকে” এই শ্রুতিতে (আত্মার) উৎক্রান্তি প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধির উপাধিত্ব কথিত হইয়াছে। যদি এই উপাধি দুইটী স্বতন্ত্র হইয়া পরস্পর ভিন্ন হয় তাহা হইলে একই শরীরে জীবেরও ভেদ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এই কারণে বুদ্ধি এবং প্রাণের একত্বরূপেই উৎক্রান্তি আদি বিষয়ের উপাধিত্ব হওয়া উচিত অর্থাৎ বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) এবং প্রাণ একই পদার্থ কেবল বৃত্তিভেদে নামের ভেদমাত্র; কাজেই উৎক্রান্ত্যাদির উপাধিও একটীই হইয়া থাকে; আর তাহা হইলে একই শরীরে জীবভেদপ্রসঙ্গ হয় না। আর সুষুপ্তিকালে (ঐ অন্তঃকরণের) জ্ঞানশক্তিরূপ একটী অংশের লয় হইলেও ক্রিয়াশক্তিরূপ যে অন্য অংশটী দেখা যায় তাহাও ইহাদের একত্ব হইলে বিরুদ্ধ হয় না, কারণ ইহা অনুভবসিদ্ধ অর্থাৎ ঐ প্রকারই অনুভব হইয়া থাকে। আর যদি দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তদনুসারে সকলের লয় হইলেও অর্থাৎ প্রাণেরও যদি লয় হয় তথাপি তাহা অসঙ্গত হয় না, কারণ তৎকালে সেই লীন পুরুষের প্রাণব্যাপার যেমন পরকল্পিত সেইরূপ ‘এই ব্যক্তি সুষুপ্ত হইয়াছে’ ইত্যাদি প্রকারে অপরে যে তাহার শরীর দেখে তাহাও অন্যকল্পিত বুঝিতে হইবে। [অভিপ্রায় এই যে দৃষ্টিসৃষ্টি মতে সমস্ত পদার্থই জ্ঞানকালে স্ব স্বরূপে প্রকটিত হয়, পূর্ব্বে ও পরে থাকে না। এরূপ হইলে সুষুপ্তি কালে সুষুপ্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদির যেমন লয় হয় সেইরূপ তাহার প্রাণ এবং শরীরেরও ত লয় হওয়া উচিত। আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে তাহা অন্যের জ্ঞান গোচর হওয়া উচিত নহে। অথচ অন্য লোকে তাহার প্রাণ ব্যাপারও দেখে এবং শরীরও দেখে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন সুষুপ্তি কালে প্রাণব্যাপার এবং শরীরাদি সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়—যাহা দেখা যায় তাহা দ্রষ্টার কল্পনা মাত্র। আর যে দ্রষ্টা দেখে তাহার অজ্ঞানবলেই

দৈবং চ অনুগ্রাহকদেবতাজাতং, চ শব্দস্তথেত্যনুকর্ষণার্থঃ। অত্র কারণবর্গে পঞ্চমং পঞ্চসংখ্যাপূরণম্। এবশব্দস্তথাশব্দেন সম্বধ্যমানোঽনাত্মত্বভৌতিকত্বকল্পিতত্বাদ্যবধারণার্থঃ পঞ্চানামপি।৯ তত্র শরীরস্য কর্ত্তৃকরণক্রিয়াধিষ্ঠানস্য দেবতা পৃথিবী "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং দিশঃ শ্রোত্রং মনশ্চন্দ্রং পৃথিবীং শরীরম্"ইতি (শ্রুতৌ বাগাদ্যধিষ্ঠাত্র্যগ্ন্যাদিভিঃ সহ শরীরাধিষ্ঠাতৃত্বেন পৃথিবীপাঠাৎ)।১০ কর্ত্তুরহঙ্কারস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্রঃ পুরাণাদিপ্রসিদ্ধঃ। করণানাং চাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ সুপ্রসিদ্ধাঃ। শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণানাং দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিনঃ বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানাং বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রপ্রজাপতয়ঃ। মনোবুদ্ধ্যোশ্চন্দ্রবৃহস্পতী ইতি। পঞ্চ প্রাণানাং ক্রিয়ারূপাণাং সদ্যোজাতবামদেবাঘোরতৎপুরুষেশানাঃ পুরাণপ্রসিদ্ধাঃ। ভাষ্যে দৈবমাদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমিত্যধিষ্ঠানাদিদেবতানামপ্যুপলক্ষণম্॥ ১১—১৪॥

সেই শরীরাদিদৃশ্য কল্পিত। কাজেই যাহার লয় হইয়াছে তাহার কাছে শরীরাদি না থাকিলেও অন্যের কাছে তাহা থাকিতে কোন বাধা নাই।] সুতরাং অন্তঃকরণকে ক্রিয়াত্মক প্রাণ শক্তি এবং জ্ঞান শক্তি এই উভয় প্রকারে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত হয়।৮ দৈবং অর্থ অনুগ্রাহক দেবতা সকল। 'চ' শব্দটী 'তথা' শব্দের অনুকর্ষণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এস্থলে করণ বর্গের সমীপে "পঞ্চমং" এই পদটী পঞ্চত্ব সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে দৈবকে পারম্পর্য্য অনুসারে যে পঞ্চম স্থানীয় বলা হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু যে পাঁচটী পদার্থের কথা বলা হইয়াছে তাহাদেরই চারিটীর উল্লেখ করিয়া "দৈবং" বলিয়া অপর একটীর নির্দ্দেশ করত বক্তব্য পঞ্চত্ব সংখ্যার পরিপূরণ করা হইয়াছে মাত্র। এব শব্দটী ঐ তথা শব্দের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত; কাজেই তথা শব্দের দ্বারা ঐ পাঁচটী পদার্থেরই যে অনাত্মত্ব, ভৌতিকত্ব, এবং কল্পিতত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে, উহা তাহারই অবধারণ নির্দ্দেশ করিতেছে।৯ তন্মধ্যে কর্ত্তৃ, করণ এবং ক্রিয়ার অধিষ্ঠান যে শরীর, পৃথিবীই তাহার দেবতা। "যখন এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে অপীত অর্থাৎ লীন হয়, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, শ্রোত্র দিগ্‌দেবতায়, মন চন্দ্রে, এবং শরীর পৃথিবীতে অপীত অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে বাগিন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি প্রভৃতির সহিত পৃথিবী দেবতাও শরীরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পঠিত হইয়াছে।৯ [অভিপ্রায় এই যে দিগ্, বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দেবতা জীবদেহের অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়াদির প্রত্যেকের অনুগ্রাহিকা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের যেমন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন শরীরেরও সেইরূপ একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন; তিনি পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমানিনী দেবতা। তাহাই শ্রুতি বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইলেন।]১০ পুরাণাদি প্রসিদ্ধ রুদ্র অহঙ্কাররূপ কর্ত্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর করণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা খুবই প্রসিদ্ধ। দিক্, বাত (বায়ু), অর্ক (আদিত্য), প্রচেতাঃ (বরুণ) এবং অশ্বিদ্বয় (অশ্বিনীকুমার যুগ্মক) ইঁহারা যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র (যম) এবং প্রজাপতি ইঁহারা যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয়, পাণীন্দ্রিয়, পাদেন্দ্রিয়, পায়ু-ইন্দ্রিয় এবং উপস্থেন্দ্রিয়ের দেবতা;

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা কর্ম্ম প্রারভতে এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ অর্থাৎ মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য যে কোন কর্ম্মই করুক না কেন, এই পাঁচটিই তৎসমূহের হেতু ॥১৫

স্বরূপমুক্ত্বা তেষাং পঞ্চানাং কর্ম্মহেতুত্বমাহ তৃতীয়েন—। শারীরং বাচিকং মানসিকং চ বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং ত্রিবিধং কর্ম্ম শাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধম্। অক্ষপাদেন চোক্তং—“প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভ”ইতি (ন্যাঃ দঃ ১।১।১৭)। বুদ্ধির্মনঃ। অতঃ প্রাধান্যাভিপ্রায়েণোচ্যতে শরীরেণ বাচা মনসা বা যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নির্বর্ত্তয়তি নরঃ, মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য।১ কীদৃশং কর্ম্ম ন্যায্যং বা শাস্ত্রীয়ং ধর্ম্মং বিপরীতং বা অশাস্ত্রীয়মধর্ম্মং যচ্চ নিমিষিতচেষ্টিতাদি জীবনহেতুরন্যদ্বা বিহিতপ্রতিষিদ্ধসমং তৎসর্ব্বং পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্ময়োরেব কার্য্যমিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেবান্তর্ভূতম্। পঞ্চৈতে যথোক্তা অধিষ্ঠানাদয়স্তস্য সর্ব্বস্যৈব কর্ম্মণো হেতবঃ কারণানি ॥ ২—১৫ ॥

আর চন্দ্র এবং বৃহস্পতি ইঁহারা মন ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পুরাণপ্রসিদ্ধ সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান—ইঁহারা ক্রিয়াশক্তিরূপ পঞ্চ প্রাণের (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এস্থলে ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে “দৈবম্” ইহার অর্থ ইন্দ্রিয়াদির অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি; ইহা অধিষ্ঠানাদির অর্থাৎ শরীরাদির দেবতারও উপলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক। অভিপ্রায় এই যে জীবদেহের ইন্দ্রিয়াদির যে সমস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন “দৈবম্” এই পদে সেই সকল গুলিই লক্ষিত হইয়াছে। ১১—১৪ ॥

অনুবাদ—পাঁচটী বিষয়ের স্বরূপ কি তাহা বলিয়া এক্ষণে শরীর ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকে তাহাদের কর্ম্মহেতুত্ব—তাহারা যে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নিমিত্ত তাহা বলিতেছেন। শারীর, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ বিধিপ্রতিষেধরূপ কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে এবং অক্ষপাদ (ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম)ও বলিয়া গিয়াছেন যথা,—“বাক্য, বুদ্ধি এবং শরীরের যে আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম তাহাই প্রবৃত্তি”। বুদ্ধি পদের অর্থ এখানে মন। ইহাদের প্রাধান্য অভিপ্রায়ে এইরূপ বলা হইতেছে লোকে শরীর, বাক্য অথবা মনের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন করে। “নরঃ” বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্র **মনুষ্যাধিকার** অর্থাৎ মনুষ্যই বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্রের অধিকারী।১ সেই কর্ম্ম কিরূপ? (উত্তর—) তাহা ন্যায্যই হউক অর্থাৎ শাস্ত্রীয়—শাস্ত্রানুমত ধর্ম্মই হউক অথবা তাহা বিপরীতই হউক অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় অধর্ম্মই হউক, এবং জীবনের হেতুস্বরূপ নিমেষ, চেষ্টা প্রভৃতি যে সমস্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধসমান কর্ম্ম আছে অর্থাৎ নিমেষ আদি কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত না হইলেও সেগুলি বিহিতেরই সমান, আবার কতকগুলি কর্ম্ম সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিষিদ্ধ না হইলেও প্রতিষিদ্ধেরই সমান বলিয়া সেইগুলি পূর্ব্বানুষ্ঠিত ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্মেরই কার্য্য; সুতরাং সেগুলি বিহিত ও প্রতিষিদ্ধেরই অন্তর্ভুক্ত। এতে পঞ্চ অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত যে অধিষ্ঠানাদি পঞ্চক, ইহারা “তস্য”=সকল কর্ম্মেরই। “হেতবঃ” হেতু অর্থাৎ কারণ হইতেছে। ২—১৫ ॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতি ঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র এবং সতি, যঃ তু কেবলং আত্মানং কর্ত্তারং পশ্যতি, অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ স দুর্ম্মতিঃ পশ্যতি অর্থাৎ এইরূপ হইলে যে, মূঢ় ব্যক্তি অসঙ্গ উদাসীন আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে, অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি বশতঃ সেই দুর্ম্মতি ন সম্যক দেখিতে পায় না॥১৬

ইদানীমেতেষামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদাত্মনো ন কর্ত্তৃত্বমিত্যধিষ্ঠানাদিনিরূপণফলমাহ তত্রেতি। তত্র কর্ম্মণি প্রাগুক্তে সর্ব্বস্মিন্, এবং সতি অধিষ্ঠানাদিপঞ্চহেতুকে সতি তৈর্নির্ব্বর্ত্ত্যমানে আত্মানং সর্ব্বজড়প্রপঞ্চস্য ভাসকং সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপং স্বপ্রকাশপরমানন্দমবাধ্যং কেবলমসঙ্গোদাসীনমকর্ত্তারমবিক্রিয়মদ্বিতীয়ং তু এব পরমার্থতঃ—। অবিদ্যয়া ত্বধিষ্ঠানাদৌ প্রতিবিম্বিতমাদিত্যমিব তোয়ে তদ্ভাসকমনন্যত্বেন পরিকল্প্য তোয়চলনেনাদিত্যশ্চলতীতিবদধিষ্ঠানাদিকর্ম্মণোঽহমেব কর্ত্তেতি সাক্ষিণমপি সন্তং কর্ত্তারং ক্রিয়াশ্রয়ং যঃ পশ্যত্যবিদ্যয়া কল্পয়তি রজ্জুমিব ভুজঙ্গং স এবং পশ্যন্নপি ন পশ্যত্যাত্মানং তত্ত্বেন স্বরূপাজ্ঞানকৃতত্বাদধ্যাসস্য।১ স ভ্রান্ত্যা বিপরীতমেব পশ্যতি ন যথাতত্ত্বমিত্যত্র কো হেতুরত আহ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈরনুপজনিতবিবেকবুদ্ধিত্বাৎ। ন

অনুবাদ…এক্ষণে, ইহাদেরই কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব থাকায় আত্মার কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব নাই অর্থাৎ এই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে কিন্তু আত্মা কিছুই করে না—ইহাই যে এই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকের স্বরূপ প্রতিপাদনের ফল অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ আত্মার অকর্ত্তৃত্ব এবং অনাত্মভূত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করাই যে এই স্থলে অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকের স্বরূপ নির্ণয়ের ফল বা উদ্দেশ্য তাহাই "তত্রৈবম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। "তত্র" অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত সমস্ত কর্ম্মে "এবং" অর্থাৎ এইরূপ হইলে—অধিষ্ঠানাদি পঞ্চক তাহার হেতু হইলে অর্থাৎ সেই কর্ম্ম অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকের দ্বারা নিষ্পাদিত হইতে থাকিলে "আত্মানং"—আত্মাকে পরমার্থতঃ যিনি সমস্ত জড় প্রপঞ্চের ভাসক (প্রকাশক), যিনি সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপ অর্থাৎ সৎস্বরূপ এবং স্ফুরণ (প্রকাশ) স্বরূপ, যিনি স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ, "কেবলম্" অর্থাৎ নিরুপাধিক; অসঙ্গ, উদাসীন, অকর্ত্তা অদ্বিতীয়—জলে প্রতিবিম্বিত আদিত্যকে যেমন তাহা হইতে অভিন্ন ভ্রম করিয়া জলের কম্পন হইলে আদিত্য ও কম্পিত হইতেছে মনে করা হয় সেইরূপ অধিষ্ঠানাদিতে (শরীরাদিতে) প্রতিবিম্বিত শরীরাদির ভাসক সেই আত্মাকেও তাহা হইতে অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন কল্পনা করিয়া "যঃ"—যে ব্যক্তি 'আমিই অধিষ্ঠানাদির কর্ম্মের কর্ত্তা' এইরূপ জ্ঞান করে, তিনি সাক্ষী অর্থাৎ উদাসীন হইলেও তাঁহাকে "কর্ত্তারম্" অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়া দেখে অর্থাৎ রজ্জুকে সর্পরূপে কল্পনা করার মত অবিদ্যাবশতঃ ঐ প্রকার কল্পনা করে "সঃ" সেই ব্যক্তি এইরূপে দেখিতে থাকিলেও "ন পশ্যতি" আত্মাকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ যথার্থতঃ দেখে না, যেহেতু সে স্থলে সেই যে অধ্যাস অর্থাৎ আরোপিত অযথার্থজ্ঞান তাহা আত্মার স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান জনিতই হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানজনিত অধ্যাস থাকায় তাহার সেই প্রকার দৃষ্টি যথার্থ দৃষ্টি নহে। ১। সে ব্যক্তি যে ভ্রান্তিবশতঃ

হি রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারাভাবে ভুজঙ্গভ্রমং কশ্চন বাধতে। এবং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈঃ পরিনিষ্ঠিতেঽহমস্মি সত্যং জ্ঞানমনন্তমকর্ত্রভোক্তৃপরমানন্দমনবস্থমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকারেঽনুপজনিতে কুতো মিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবাধঃ।২ এতাদৃশং সাক্ষাৎকারমেব গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারেণ কুতো ন জনয়তীত্যত আহ—দুর্ম্মতিঃ, দুষ্টা বিবেক-প্রতিবন্ধকপাপেন মলিনা মতির্যস্য সঃ। অতোঽশুদ্ধবুদ্ধিত্বান্নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিশূন্যত্বেন তত্ত্বজ্ঞানাযোগ্যত্বাদকর্ত্তারমপি কর্ত্তারং কেবলমপ্যকেবলমাত্মানমবিদ্যয়া কল্পয়ন্ সংসারী কর্ম্মাধিকারী দেহভৃদকৃতবুদ্ধিঃ কর্ম্মকর্ত্তৃষু তাদাত্ম্যাভিমানাৎ কর্ম্মত্যাগাসমর্থঃ সর্ব্বদা জননমরণপ্রবন্ধেনানিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ কর্ম্মফলমনুভবতি।৩ এতেন—যস্তার্কিকো দেহাদি-ব্যতিরিক্তমাত্মানমেব কর্ত্তারং কেবলং পশ্যতি সোঽপ্যকৃতবুদ্ধিত্বেন ব্যাখ্যাতঃ।৪ অন্যস্ত্বাহ—আত্মা কেবলো ন কর্ত্তা কিন্ত্বধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতঃ সন্ পরমার্থতঃ কর্ত্তৈব, কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং পশ্যন্ দুর্ম্মতিরিতি কেবলশব্দপ্রয়োগাদিতি। তন্ন, পরমার্থতঃ

বিপরীতভাবেই দেখিতে থাকে, কিন্তু যথাতত্ত্বভাবে অর্থাৎ যথাযথরূপে দেখে না তাহার হেতু কি তাহাই বলিতেছেন **অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ** অর্থাৎ তাহার বুদ্ধি—বিবেকজ্ঞান শাস্ত্র, আচার্য্য এবং ন্যায় অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা উপজনিত হয় নাই—উৎপাদিত হয় নাই। যেহেতু রজ্জুর তত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হইলে কেহ যেমন তত্রত্য সর্পভ্রমকে বাধিত (অপনোদিত) করিতে পারেনা সেইরূপ শাস্ত্র আচার্য্য এবং ন্যায়ের দ্বারা পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সুদৃঢ় আমি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অকর্ত্তা, অভোক্তা, পরমানন্দ, অনবস্থ (অবস্থাবিহীন অর্থাৎ অসঙ্গ অপরিণামী অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেছি' ইত্যাকার আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার উপজাত না হইলে কোথা হইতে মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞানের কার্য্যসমূহের বাধ (অপনোদন) হইবে? অর্থাৎ তাদৃশ সুদৃঢ় আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞান ও তাহার কার্যের উচ্ছেদ হইতে পারেনা।২ সেই ব্যক্তি গুরূপসদন করতঃ বেদান্ত বিচারের দ্বারা এতাদৃশ আত্মসাক্ষাৎকার করে না কেন? এই জন্য বলিতেছেন **দুর্ম্মতিঃ**;—যাহার মতি দুষ্টা অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকী-ভূত পাপের দ্বারা মলিনা সে দুর্ম্মতি। এ কারণে সে অশুদ্ধবুদ্ধি বলিয়া নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি বিহীন হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের অযোগ্য। এইজন্য অবিদ্যাবশতঃ, আত্মা অকর্ত্তা হইলেও তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া, কেবল (নিরূপাধিক) হইলেও তাহাকে অকেবল বলিয়া কল্পনা করতঃ সেই ব্যক্তি সংসারী, কর্ম্মাধিকারী, দেহধারী, অকৃতবুদ্ধি হইয়া কর্ম্মকর্ত্তৃ প্রভৃতির উপর অর্থাৎ অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকের উপর তাদাত্ম্যাভিমান করে; তাহার ফলে সে কর্ম্মত্যাগ করিতে অসমর্থ হয় এবং জননমরণপ্রবন্ধে (জন্ম মৃত্যুচক্রে) অনিশ আবর্ত্তমান হইতে থাকিয়া অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল অনুভব করিতে (ভোগ করিতে) থাকে।৩ ইহার দ্বারা—যে তার্কিক দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মাকেই কেবল কর্ত্তা বলিয়া দেখে অর্থাৎ বুঝে সেও যে অকৃতবুদ্ধি তাহা বাখ্যাত হইল। ফলিতার্থ এই যে তার্কিকেরা আত্মাকে দেহাদিব্যতিরিক্ত বলিয়াই স্বীকার করে, অথচ তাহারা বলে যে আত্মাই কর্ত্তা; এতাদৃশ বিপরীতভাষী তার্কিকেরাও ঐ অকৃতবুদ্ধিজাতীয় বলিয়া গ্রহণীয়।৪ আবার অন্য কেহ কেহ বলেন আত্মা কেবল অর্থাৎ আত্মা স্বরূপতঃ স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তা নহে, কিন্তু

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে স ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" যাঁহার এরূপ অভিমান নাই, যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট বোধে কার্য্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিয়াও বস্তুতঃ হনন করেন না এবং তাহার ফলে কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥১৭

সর্ব্বক্রিয়াশূন্যস্যাসঙ্গস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ, জলসূর্য্যকাদিবত্তু আবিদ্যকেন সংহতত্বেন কর্ত্তৃত্বমপি তাদৃশমেব, অধিষ্ঠানাদীনামপ্যাবিদ্যকত্বাচ্চ। কেবলশব্দস্তু স্বভাবসিদ্ধমাত্মনোঽসঙ্গাদ্বিতীয়রূপত্বমনুবদতি কর্ত্তৃত্বদর্শিনো দুর্ম্মতিত্বহেতুত্বেনেত্যদোষঃ ॥ ৫—১৬ ॥

তদেবং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈরনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্যেতি চরণত্রয়ং ব্যাখ্যাতমিদানীং ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিদিতি তুরীয়ং চরণমেকেন ব্যাচষ্টে—।১ যস্য পূর্ব্বোক্তবিপরীতস্য পুণ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্ষপিতেষু বিবেক-

অধিষ্ঠানাদির সহিত সংহত (মিলিত) হইয়া আত্মা পরমার্থতই কর্ত্তা হইয়া থাকে। আর এবম্ভূত আত্মাকে যে কেবল অর্থাৎ পৃথক্ বা স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তা বলিয়া দেখে সে দুর্ম্মতি; শ্লোকে 'কেবল' শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায় এইরূপ অর্থই গ্রহণীয়। এই মতটী কিন্তু ঠিক নহে; যেহেতু, যিনি পরমার্থতঃ সকল প্রকার ক্রিয়াশূন্য, অসঙ্গ ও উদাসীন সেই আত্মা অধিষ্ঠানাদির সহিত সংহত হইবেন,ইহা অসঙ্গত। আর যদি জলসূর্য্যকাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় অর্থাৎ জলের কম্পনে তৎপ্রতিম্বিত সূর্য্য যেমন কম্পিত হয় সেইরূপ অধিষ্ঠানাদির কর্ত্তৃত্বে আত্মারও কর্ত্তৃত্ব হইবে, এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে বলিব, এরূপ হইলে আত্মারও কর্ত্তৃত্ব ঐ জলসূর্য্যকেরই ন্যায় সেই প্রকার আবিদ্যক অর্থাৎ অবিদ্যা কল্পিতই হইয়া পড়িবে অর্থাৎ জলের কম্পনে তৎপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের কম্পন যেমন আবিদ্যক—ভ্রমমাত্র, সেইরূপ অধিষ্ঠানাদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মারও যে কর্ত্তৃত্ব তাহাও তাদৃশ আবিদ্যক ভ্রম মাত্র, পরমার্থতঃ আত্মার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে অধিষ্ঠানাদিগুলিও আবিদ্যক বলিয়া অর্থাৎ অধিষ্ঠান শরীরাদিও অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া তাহাদেরও কর্ত্তৃত্ব যখন অবিদ্যাকল্পিত তখন আত্মারও কর্ত্তৃত্ব যে তাদৃশ তাহা কি আর বলিতে হইবে? তবে যে 'কেবল' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে উহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ অসঙ্গ অদ্বিতীয়ত্বাদিরই অনুবাদমাত্র; যে ব্যক্তি আত্মার উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করে সে যে দুর্ম্মতি, তাহার দুর্ম্মতিত্ব পরিস্ফুটিত করিবার হেতুরূপেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে; কাজেই আর কোন দোষ হইতে পারিল না। ৫—১৬॥

ভাবপ্রকাশ—সকল কর্ম্মের মূলে এই পাঁচটী—দেহ, দেহাধ্যস্ত আত্মা, ইন্দ্রিয়, চেষ্টা এবং অদৃষ্ট। যাহা কিছু করা হয় তাহা সবই উক্ত পাঁচটীর সংযোগ হইতে হয়। এই পাঁচটীই কর্ম্মের হেতু। আত্মা অকর্ত্তা। যাহারা দুর্ম্মতি তাহারা আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।১৩—১৬॥

অনুবাদ—অতএব এই প্রকারে চারিটী শ্লোকে "অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্। ভবত্যত্যাগিনাম্" এই তিনটী চরণের ব্যাখ্যা করা হইল। আর এক্ষণে "যস্য" ইত্যাদি একটী

বিরোধপাপেষু নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিসাধনচতুষ্টয়ং প্রাপ্তবতঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়জনিতাকর্ত্রভোক্তৃস্বপ্রকাশপরমানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারস্যাজ্ঞানে সকার্য্যে বাধিতে ন ভবত্যহং কর্ত্তেত্যেবংরূপো ভাবঃ প্রত্যয়ঃ। যস্য ভাবঃ সম্ভাবঃ প্রত্যয়ঃ অহংকৃতোঽহমিতি ব্যপদেশার্হো ন, অহঙ্কারবাধেন শুদ্ধস্বরূপমাত্রপরিশেষাদিতি বা। অহংকৃতোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ তত্তাদাত্ম্যং যস্য ন, বিবেকেন বাধিতত্বাদিতি বা।২ বাধিতানুবৃত্তাবপি এত এব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়ো মায়য়া ময়ি সর্ব্বাত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারো ময়া স্বপ্রকাশচৈতন্যেনাসঙ্গেন কল্পিতসংবন্ধেন প্রকাশ্যমানা অহং তু ন কর্ত্তা কিন্তু কর্ত্তৃতদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতঃ ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিমদুপাধিদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বকার্য্যকারণাসংবদ্ধঃ কূটস্থনিত্যো নির্দ্বয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্যঃ—“অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ”, “সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ”, “অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুদ্ধঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ,” “অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ” “সলিল

শ্লোকে “ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ” এই চতুর্থ চরণটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন।১ যস্য—পূর্ব্বে যাহাদের কথা বলা হইল তদ্বিপরীত যে ব্যক্তি, পুণ্য কর্ম্মরাশির দ্বারা যাঁহার বিবেকবিরোধী পাপসকল ক্ষপিত (নাশিত) হইয়াছে, যিনি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকরূপ সাধন চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শাস্ত্রোপদেশ, আচার্য্যোপদেশ ও ন্যায় অনুসরণ করায় যাঁহার অকর্ত্তৃ, অভোক্তৃ, স্বপ্রকাশ, পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, এবং ইহারই ফলে সকার্য্য অজ্ঞান বাধিত হওয়ায় অর্থাৎ অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় যাঁহার আর ‘অহং কর্ত্তা’—আমি কর্ত্তা এই প্রকার ভাবঃ অর্থাৎ প্রত্যয় হয় না। অথবা, যাঁহার “ভাবঃ” অর্থাৎ সম্ভাব (সত্তা) “অহস্কৃতঃ অর্থাৎ অহম্ ইত্যাকার ব্যপদেশযুক্ত“ন”অর্থাৎ হয় না অর্থাৎ যিনি অহংভাবশূন্য—। এরূপ হইবার কারণ এই যে, অহঙ্কার বাধিত হওয়ায় শুদ্ধ আত্মস্বরূপে তাঁহার পরিশেষ অর্থাৎ পর্য্যবসান হইয়া গিয়াছে। অথবা “অহস্কৃতঃ” অর্থাৎ অহঙ্কারের “ভাবঃ” তাদাত্ম্য যাঁহার নাই অর্থাৎ যিনি অহঙ্কারতাদাত্ম্যাধ্যাসরহিত হইয়াছেন, কারণ বিবেকজ্ঞানপ্রভাবে তাঁহার অহঙ্কার বাধিত হইয়া গিয়াছে।২ আর যদি তাঁহার বাধিতানুবৃত্তিই হয় অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের বলবত্তাহেতু সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হইতেই থাকে তথাপি তিনি এইরূপ ভাবেন,—এই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকই মায়া বশতঃ সর্ব্বাত্মা (সকলের আত্মস্বরূপ বিশ্বব্যাপী) আমার উপর কল্পিত এবং ইহারাই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা ; ইহারা স্বয়ম্প্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ অসঙ্গ আত্মা কর্ত্তৃকই কল্পিত সম্বন্ধবশে প্রকাশিত হইতেছে ; আমি কিন্তু পরমার্থতঃ কর্ত্তা নহি ; আমি তাহাদেরই ব্যাপারসমূহের অর্থাৎ ক্রিয়া সকলের সাক্ষিস্বরূপ, আমি ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপ দ্বিবিধ উপাধি বিরহিত শুদ্ধ হইতেছি ; আমি কোন প্রকার কার্য্য বা কারণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হই না. কিন্তু আমি কূটস্থ, অদ্বৈত এবং সকল প্রকার বিকারবিহীন। যেহেতু,—“এই পুরুষ অসঙ্গ” ; “তিনি সাক্ষী, চিৎস্বরূপ, কেবল ও নির্গুণ” ; “তিনি অপ্রাণ ও অমনাঃ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপভেদবিহীন, তিনি শুদ্ধ এবং “পরতঃ অক্ষরাৎ” অর্থাৎ সকল কার্য্যের মূলীভূত যে অব্যাকৃত অক্ষর তদপেক্ষাও পর অর্থাৎ তাহারও বহির্ভূত নিরুপাধিস্বরূপ” ; “তিনি অজ, সর্ব্বাত্মা, মহান্ এবং ধ্রুব অর্থাৎ শাশ্বত” ; “সলিলের ন্যায় এক দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত” ; ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ অর্থাৎ

একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতঃ”, “অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ”, “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ; “অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে”, “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥” “তত্ত্ববিত্তু ন সজ্জতে,” “শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ।৩ তস্মান্নাহং কর্ত্তেত্যেবং পরমার্থদৃষ্টেঃ বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য ন লিপ্যতে নানুশয়িনী ভবতি, ইদমহমকার্ষমেতৎফলং ভোক্ষ্য ইত্যনুসন্ধানং কর্ত্তৃত্ববাসনানিমিত্তং লেপোঽনুশয়ঃ। স চ পুণ্যে কর্ম্মণি হর্ষরূপঃ, পাপে পশ্চাত্তাপরূপঃ। ঈদৃশেন দ্বিবিধেনাপি লেপেন বুদ্ধির্ন যুজ্যতে কর্ত্তৃত্বাভিমানবাধাৎ—।৪ তথা চ জ্ঞানিনং প্রকৃত্য শ্রুতিঃ—“এতমুহৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।” তদেতদৃচ্য ভ্যুক্তম্—“এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে

চিরন্তন”; “নিষ্কল অর্থাৎ কলা বা অংশবিহীন, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য অর্থাৎ অবিদ্যাদিদোষহীন এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্লেপ” ইত্যাদি শ্রুতি সকল হইতে এবং “ইনি অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হন”; “যে সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারাই ক্রিয়মাণ হয়, অহঙ্কার বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে আমিই সেইগুলির কর্ত্তা; কিন্তু হে মহাবহো! গুণের, কর্ম্মের এবং বিভাগের অর্থাৎ আত্মার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুণ সকল গুণের মধ্যেই রহিয়াছে জানিয়া তাহাতে আসক্ত হন না”; “হে কৌন্তেয়! তিনি শরীরস্থ হইলেও কিছু করেন না এবং কোন কিছুতেই আসক্ত হন না” ইত্যাদি স্মৃতিবচন হইতে ইহাই স্থিরীকৃত হয়।৩ অতএব আমি কর্ত্তা নহি ইত্যাকার পরমার্থ দৃষ্টিবশতঃ যাঁহার বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ, **ন লিপ্যতে** অর্থাৎ অনুশয়িনী হয় না—আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহার ফল ভোগ করিব—কর্ত্তৃত্ব বাসনাজন্য ঐপ্রকার যে অনুসন্ধান তাহাই লেপ, তাহারই নাম অনুশয়। আর সেই যে অনুশয়নামক লেপ তাহা পুণ্য কর্ম্ম হইলে হর্ষস্বরূপ হয়, আর পাপ থাকিলে অনুতাপস্বরূপ হয়। কর্ত্তৃত্বের অভিমান বাধিত হওয়ায় যাঁহার বুদ্ধি এই দুইপ্রকার লেপের সহিতই যুক্ত হয় না—।৪—এইজন্য জ্ঞানীব্যক্তির কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন, “এই শরীর ধারণের নিমিত্ত আমি পাপ করিয়াছি, ইহার জন্য আমি কল্যাণ (পুণ্যকর্ম্ম) করিয়াছি ইত্যাকার যে বিষাদ কিংবা হর্ষ এই দুইটী যে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয় না তাহা সঙ্গতই বটে। এই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মকৃত এবং ইহজন্মানুষ্ঠিত উভয় প্রকার কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কৃতাকৃত অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ কৃত এবং নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠানরূপ অকৃত ইঁহাকে তাপিত করিতে পারে না। ইহা ঋক্ মধ্যে অর্থাৎ মন্ত্রাংশের মধ্যেও কথিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির এই মহিমা অর্থাৎ স্বরূপ নিত্য; ইহা (শুভকর্ম্মের প্রভাবে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, কিংবা (অশুভকর্ম্মবশে) কনীয়ান্ অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ পুণ্যাপুণ্যজনিত হর্ষ বিষাদ হয় না। তাঁহারই অর্থাৎ সেই মহিমারই পদবিৎ অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞ হওয়া উচিত, (যেহেতু) তাহা জানিলে (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ) পাপক কর্ম্মের দ্বারা আর লিপ্ত হইতে হয়

পাপকেনে”তি। পাপকেনেতি পুণ্যস্যাপ্যুপলক্ষণং। বর্দ্ধতে কনীয়ানিতি চ পুণ্যপাপয়োঃ পরিতোষপরিতাপাভিপ্রায়ম্।৫ এবং যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে স পূর্ব্বোক্তদুর্ম্মতিবিলক্ষণঃ সুমতিঃ পরমার্থদর্শী পশ্যত্যকর্ত্তারমাত্মানং কেবলং স কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাদনিষ্টাদিত্রিবিধকর্ম্মফলভাগী ন ভবতীত্যেতাবতি শাস্ত্রার্থেঽহঙ্কারাভাববুদ্ধিলেপাভাবৌ স্তোতুমাহ—হত্বা হিংসিত্বাপি স ইমান্ লোকান্ প্রাণিনঃ ন হন্তি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ন ভবতি অকর্ত্তৃত্বরূপসাক্ষাৎকারাৎ, ন নিবধ্যতে নাপি তৎকার্য্যেণাধর্ম্মফলেন সংবধ্যতে।৬ অত্র নাহংকৃতো ভাব ইত্যস্য ফলং ন হন্তীতি; বুদ্ধির্ন লিপ্যত ইত্যস্য ফলং ন নিবধ্যত ইতি। অনেন চ কর্ম্মালেপপ্রদর্শনেঽতিশয়মাত্রমুক্তং, ন তু সর্ব্বপ্রাণিহননং সম্ভবতি। হত্বাপীতি কর্ত্তৃত্বাভ্যনুজ্ঞাঽবাধিতকর্ত্তৃত্বদৃষ্ট্যা লৌকিক্যা, ন হন্তীতি কর্ত্তৃত্বনিষেধঃ শাস্ত্রীয়য়া পরমার্থদৃষ্ট্যেতি ন বিরোধঃ।৭

না।” “পাপকেন” এটী পুণ্যেরও উপলক্ষণ অর্থাৎ উহার দ্বারা পুণ্যপাপরূপ উভয়প্রকার কর্ম্মই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আর “বর্ধতে” ও “কনীয়ান্” এই দুইটী পদ যথাক্রমে পুণ্যজনিত পরিতোষ এবং পাপজনিত অনুতাপ অর্থ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে।৫ এইরূপে যাঁহার ভাব অহঙ্কৃত নহে এবং যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না পূর্ব্বকথিত দুর্ম্মতি হইতে বিপরীত ভাবাপন্ন সেই সুমতি পরমার্থদর্শী ব্যক্তি আত্মাকে অকর্ত্তা এবং কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি অসঙ্গরূপেই দেখেন—অবগত হন; আর তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অভিমান বাধিত হওয়ায় তিনি অনিষ্ট প্রভৃতি ত্রিবিধ কর্ম্মফলভাগী হন না,—এই পর্য্যন্তই এখানে শাস্ত্রার্থ হইলেও অর্থাৎ ইহাই এস্থলে প্রতিপাদ্য হইলেও ঐ অহঙ্কারাভাব এবং বুদ্ধির লেপাভাবের প্রশংসা করিবার জন্য বলিতেছেন **“হত্বা অপি”** অর্থাৎ হিংসা করিয়াও **“সঃ ইমান্ লোকান্**=তিনি এই লোক সকলকে **“ন হন্তি”** হনন করেন না অর্থাৎ তিনি হননক্রিয়ার কর্ত্তা হন না এবং তাঁহার আত্মার অকর্ত্তৃত্বরূপ স্বরূপের সাক্ষাৎকার হওয়ায় তিনি **“ন নিবধ্যতে”** অর্থাৎ সেই হননক্রিয়ার কার্য্যরূপ যে অধর্ম্মরূপ ফল তাহাতে সম্বদ্ধ হন না।৬ এস্থলে ‘ন হন্তি’=হনন করেন না, এটী ‘নাহংকৃতো ভাবঃ’—ভাব অহংকৃত নহে, ইহার ফল; এবং ‘ন নিবধ্যতে’=নিবদ্ধ হন না, এটী ‘বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে’=বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, ইহার ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। [অভিপ্রায় এই যে ‘যস্য নাহংকৃতো ভাবঃ’ এবং ‘বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে’ এই দুইটী অংশে যে বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে ‘ন হন্তি’ এবং ‘ন নিবধ্যতে’ এই দুইটী যথাক্রমে তাহাদেরই ফল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।] আর ইহার দ্বারা অর্থাৎ ‘ন হন্তি ন নিবধ্যতে’ এই দুইটী ফল নির্দ্দেশের দ্বারা তাঁহার কর্ম্মালেপ প্রদর্শনবিষয়ে কেবল অতিশয়ই কথিত হইল অর্থাৎ তিনি যে আত্মাকে কর্ম্মে নির্লেপ দেখেন তাহারই (সেই নির্লেপত্বদর্শনেরই) আধিক্য বা উৎকর্ষ দেখান হইল মাত্র; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাঁহার পক্ষে সকলের হিংসা করা সম্ভব হয় না। আর ‘হত্বাপি’ এস্থলে তাঁহার যে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে তাহা লৌকিক অবাধিতকর্ত্তৃত্ব দৃষ্টি অনুসারেই করা হইয়াছে অর্থাৎ লোক মধ্যে আত্মার যে অজ্ঞানকল্পিত কর্ত্তৃত্ব দর্শন প্রসিদ্ধ আছে তদনুসারে বলা হইয়াছে ‘তিনি হনন করিলেও’। বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে কর্ত্তা নহেন তাহা বহুবার বহুপ্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ‘ন হন্তি’ এই স্থলে শাস্ত্রীয়

শাস্ত্রাদৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে ইতি সর্ব্বকর্ম্মাসংস্পর্শিত্বমাত্মনঃ প্রতিজ্ঞায়, ন জায়ত ইত্যাদিহেতুবচনেন সাধয়িত্বা, বেদাবিনাশিনমিত্যাদিনা বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মাধিকারনিবৃত্তিঃ সংক্ষেপেণোক্তা। মধ্যে চ তেন তেন প্রসঙ্গেন প্রসারিতেহ শাস্ত্রার্থৈতাবত্ত্বপ্রদর্শনায়োপসংহৃতা ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি। এবং চাবিদ্যাকল্পিতানামধিষ্ঠানাদ্যনাত্মকৃতানাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণামাত্মবিদ্যয়া সমুচ্ছেদোপপত্তেঃ পরমার্থসন্ন্যাসিনাম্ অনিষ্টাদি ত্রিবিধং কর্ম্ম ন ভবতীত্যুপপন্নম্।৮ পরমার্থসন্ন্যাসশ্চাকর্ত্রাত্মসাক্ষাৎকার এব। জনকাদীনামেতাদৃশসন্ন্যাসিত্বেঽপি বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ বাধিতানুবৃত্ত্যা পরপরিকল্পনয়া বা কর্ম্মদর্শনং ন বিরুদ্ধং পরমহংসানামীদৃশানাং ভিক্ষাটনাদিবৎ। অতএব জ্ঞানফলভূতো বিদ্বৎসন্ন্যাস

পরমার্থ দৃষ্টি অনুসারেই নিষেধ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহাদের মধ্যে আর বিরোধ হইতে পারিল না।৭ শাস্ত্রের আদিতে অর্থাৎ শাস্ত্রের আরম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" এই বলিয়া আত্মার সর্ব্বকর্ম্মাসংস্পর্শিত্বের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা যে কোন কিছুতেই সংস্পৃষ্ট হন না তাহা প্রতিজ্ঞা করা অর্থাৎ সাধ্য বা প্রতিপাদ্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; "ন জায়তে" ইত্যাদি বাক্যে হেতু উল্লেখের দ্বারা তাহা সাধন করা হইয়াছে; আর "বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে বিদ্বান্ ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মাধিকারনিবৃত্তি অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি যে কোনও কর্ম্মের অধিকারী নহেন তাহা সংক্ষেপতঃ উক্ত হইয়াছে। আর ঐ বিষয়টীই শাস্ত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থল সকলে সেই সেই বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে প্রসারিত (বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত) হইয়াছে। আর শাস্ত্রের এতাবত্ত্ব দেখাইবার জন্য অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টী যে এতাবৎ, এই পরিমাণ—তাহা দেখাইবার জন্য এইখানে অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'ন হন্তি ন নিবধ্যতে' বলিয়া তাহার উপসংহার করা হইল। এইরূপে, অবিদ্যাকল্পিত অধিষ্ঠানাদি অনাত্মবর্গের দ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় আত্মজ্ঞানের দ্বারা সেই সমুদয়েরই সম্যক্‌রূপে উচ্ছেদ হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা পরমার্থ সন্ন্যাসী তাঁহাদের যে অনিষ্ট প্রভৃতি ত্রিবিধ কর্ম্মফলসঙ্গ হয় না, তাহা উপপন্ন (যুক্তিসিদ্ধ) হইল।৮ আর পরমার্থ সন্ন্যাস বলিতে এখানে অকর্ত্তৃস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকারই বুঝিতে হইবে। জনক প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিগণের এতাদৃশ সন্ন্যাসিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই অকর্ত্তৃস্বরূপ যে আত্মা সেই আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ করায় এতাদৃশ সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের বলবৎ প্রারব্ধকর্ম্মের প্রভাবে বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ কিংবা পরপরিকল্পনাবশতঃ অর্থাৎ অপরের কল্পিত দৃষ্টি অনুসারে যে কর্ম্মদর্শন তাহা উক্তপ্রকার পরমহংসগণের ভিক্ষাটনাদির ন্যায় বিরুদ্ধ নহে। [অভিপ্রায় এই যে রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পরম জ্ঞানী; তাঁহারা অকর্ত্তৃস্বরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। সুতরাং এখানে যে পরমার্থ সন্ন্যাসের কথা বলা হইল তাহাও তাহাদের হইয়াছে। অথচ দেখা যায় তিনি গৃহস্থাশ্রমী হইয়া রহিয়াছেন এবং কর্ম্মাদিও করিতেছেন; ইহা কিরূপ হইল? দুই প্রকারে ইহার উত্তরে বলিতেছেন;—প্রথমতঃ এইরূপ বলা যায় যে তাঁহারা জীবন্মুক্ত বটে, কিন্তু জীবন্মুক্তেরও প্রারব্ধ কর্ম্ম বলবৎ; এইজন্য তাঁহাদেরও তদনুসারে চলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যে পরমহংস সন্ন্যাসিগণ যেমন ভিক্ষাটনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই সমস্তগুলি তাঁহাদের

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা ; করণং, কর্ম্ম, কর্ত্তা, ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয় ॥১৮

উচ্যতে। সাধনভূতস্তু বিবিদিষাসন্ন্যাসো হনেবম্বিধোঽপি প্রথমমুত্তরকালে জ্ঞানোৎপত্তাবেবংবিধো ভবতীতি বক্ষ্যতে॥ ৯—১৭॥

পূর্ব্বমধিষ্ঠানাদিপঞ্চকস্য ক্রিয়াহেতুত্বেনাত্মনঃ সর্ব্বকর্ম্মাসংস্পর্শিত্বমুক্তং, সম্প্রতি তমেবার্থং জ্ঞানজ্ঞেয়াদিপ্রক্রিয়ারচনয়া ত্রৈগুণ্যভেদব্যাখ্যয়া চ বিবরীতুমুপক্রমতে।১ জ্ঞানং বিষয়প্রকাশক্রিয়া, জ্ঞেয়ং তস্য কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা তস্যাশ্রয়ো ভোক্তান্তঃকরণোপাধিপরিকল্পিতঃ, এতেষাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হি হানোপাদানাদিসর্ব্বকর্ম্মারম্ভঃ স্যাদত এতত্ত্রয়ং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকম্। তদেতদাহ—ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনেতি। চোদনেতি

স্বীয় দৃষ্টিতে মিথ্যা ; তবে লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে ঐরূপই বোধ হয় বটে ; লোকে স্বীয় অজ্ঞান বশতঃ ঐরূপই দেখে ; তাহা ঐ অজ্ঞলোকের অজ্ঞানকল্পিত। তাঁহারা কিন্তু অকর্ত্তা হইয়াই রহিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম অথবা তাঁহাদের যে কর্ম্মকলাপ সে সকলই তাঁহাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা ; তবে লৌকিক দৃষ্টিতে সেইরূপ জ্ঞানীদেরও লোকে যদি ঐরূপই দেখে তাহাতে পারমার্থিকত্বের কোনও ইতর বিশেষ হয় না।] আর এই কারণে ইহাকে জ্ঞানের ফলভূত বিদ্বৎসন্ন্যাস বলা হয় অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞানের ফলস্বরূপে এইভাবে সন্ন্যাস হয় বলিয়া ইহাকে বিদ্বৎসন্ন্যাস বলা হয়। আর ইহার সাধনস্বরূপ যে বিবিদিষাসন্ন্যাস তাহা কিন্তু প্রথমে এরূপ হয় না, অর্থাৎ ইহা হইতে ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে, কিন্তু উত্তরকালে যখন জ্ঞানোৎপত্তি হয় তখন তাহাও যে এই প্রকারই হইয়া থাকে তাহা বলা হইবে।৯—১৭॥

ভাবপ্রকাশ—কর্ত্তৃত্বাভিমানই বন্ধনের হেতু। যাঁহার অহংকর্ত্তৃত্বজ্ঞান নাই, আত্মার পারমার্থিক অকর্ত্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব যিনি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার কৃত কোনও কর্ম্মই কোনওপ্রকার লেপ জন্মাইতে পারে না। অসঙ্গত্ববোধই বন্ধনমুক্তির একমাত্র উপায়।১৭॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে অধিষ্ঠানাদি পাঁচটীর ক্রিয়াহেতুত্ব দেখাইয়া আত্মার সর্ব্বকর্ম্মাস্পর্শিত্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা যে কোনও কর্ম্মে সংস্পৃষ্ট হন না তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞান জ্ঞেয় ইত্যাদি প্রক্রিয়া রচনা করিয়া এবং ত্রৈগুণ্যভেদ ব্যাখ্যা করিয়া "জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্" ইত্যাদি শ্লোকে ঐ পূর্ব্বোক্ত অর্থটীরই বিবরণ বলিবার উপক্রম করিতেছেন।১ জ্ঞানম্ অর্থ বিষয়প্রকাশরূপ ক্রিয়া। জ্ঞেয়ং = সেই বিষয়প্রকাশক্রিয়ারূপ জ্ঞানের যাহা কর্ম্ম। পরিজ্ঞাতা = সেই জ্ঞানের আশ্রয়, অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বারা পরিকল্পিত ভোক্তা।৪। এই তিনটীর সন্নিপাত অর্থাৎ সমবধান হইলে হানোপাদনরূপ সকল কর্ম্মের আরম্ভ হয়, এই জন্য এই তিনটীই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রই হয় হেয় না হয় উপাদেয় হইয়া থাকে। আর যখনই ঐ জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা এই তিনটীর সমবধান অর্থাৎ মিলন হয় তখনই সেই জ্ঞেয় কর্ম্মটী হেয় কিংবা উপাদেয়রূপে পরিজ্ঞাতা কর্ত্তৃক গৃহীত

প্রবর্ত্তকমুচ্যতে।২ চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুরিতি শাবরে “চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন” ইতি ভাট্টে চ বচনে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকবচনত্বং যদ্যপি চোদনাপদশক্যতয়া প্রতীয়তে তথাপি বচনত্বং বিহায় প্রবর্ত্তকমাত্রমিহ লক্ষ্যতে, জ্ঞানাদিষু বচনত্বাভাবাৎ। এবঞ্চ প্রেরণীয়ত্বং প্রেরকত্বং চানাত্মন এব নাত্মন ইত্যভিপ্রায়ঃ।৩ তথা করণং সাধকতমং বাহ্যং শ্রোত্রাদ্যন্তস্থং বুদ্ধ্যাদি। কর্ম্ম কর্ত্তুরীপ্সিততমং ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানম্ উৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যঞ্চ। কর্ত্তা চ ইতরকারকাপ্রয়োজ্যত্বে সতি সকল-কারকাণাং প্রয়োক্তা ক্রিয়ায়া নির্ব্বর্ত্তকশ্চিদচিদ্‌গ্রন্থিরূপ, ইতি ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারঃ কর্ম্ম সংগৃহ্যতে সমবৈত্যত্রেতি কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মাশ্রয়ঃ। চকারার্থাদিতিশব্দাৎ সম্প্রদান-মপাদানমধিকরণঞ্চ রাশিত্রয়ান্তর্ভূতম্।৪ এবং কারকষট্‌কমেব ত্রিবিধং ক্রিয়ায়া আশ্রয়ো ন তু কূটস্থ আত্মেত্যর্থঃ। কর্ম্মপ্রেরকস্য কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কারকরূপত্বাৎ ত্রৈগুণ্যাত্ম-

হইয়া থাকে। এই কারণেই ঐ তিনটীকেই কর্ম্মমাত্রের প্রতি প্রবর্ত্তক (প্রবৃত্তি উৎপাদক) বলা হয়। তাহাই বলিতেছেন “ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা”—। চোদনা এই শব্দটীর অর্থ প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হইয়াছে।২ মীমাংসা দর্শনের শবরস্বামিকৃত ভাষ্যে বলা হইয়াছে “শাস্ত্রজ্ঞগণ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচনকে চোদনা এই বলিয়া উল্লেখ করেন”;—এই স্থলে এবং “চোদনা, উপদেশ, এবং বিধি এই শব্দগুলি একই অর্থের বাচক”—কুমারিল ভট্টপাদের এই বচন হইতে যদিও ইহাই প্রতীত হয় যে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক-বচনত্বই চোদনাপদের শক্য অর্থ, তথাপি এখানে “ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা” এ স্থলে চোদনা পদের দ্বারা ঐ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকবচনত্বের বচনত্বটীকে বাদ দিয়া কেবল প্রবর্ত্তকত্বই লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু জ্ঞানাদিতে বচনত্ব নাই। [অভিপ্রায় এই যে শাস্ত্র তাৎপর্য্যবিদ্‌গণের উক্তি হইতে জানা যায় যে চোদনা এই শব্দটী প্রবর্ত্তক বচন অর্থাৎ বিধিবাক্যরূপ অর্থের বাচক; উহাই ইহার শক্য অর্থাৎ মুখ্য অর্থ। কিন্তু জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা এই তিনটীকে ত আর বচন বলা যায় না; অথচ উহাদিগকে এখানে চোদনা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্য এখানে উহার অর্থ প্রবর্ত্তক বচন না বলিয়া, কেবলমাত্র প্রবর্ত্তকই বলিতে হইবে। আর এটী চোদনাশব্দের লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ লাক্ষণিক অর্থ।] এইরূপ হইলে, প্রেরণীয়ত্ব বা প্রেরকত্ব ইহা অনাত্মারই ধর্ম্ম উহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহাই অভিপ্রায়।৩ আর **করণম্**= জ্ঞান ক্রিয়ার সাধকতম অর্থাৎ প্রধান সাধক শ্রোত্র প্রভৃতি বহিঃকরণ (বহিরিন্দ্রিয়) এবং বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়। **কর্ম্ম**=যাহা কর্ত্তার ঈপ্সিততম, ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপ্যমান; তাহা উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্যভেদে চতুর্ব্বিধ। আর **কর্ত্তা**= যাহা অন্য কারকের প্রয়োজ্য নহে অথচ যাহা সকল কারকেরই প্রয়োজক হইয়া ক্রিয়ার নিষ্পাদয়িতা হয়; চিৎ ও অচিতের গ্রন্থিস্বরূপ অহঙ্কারই সেই কর্ত্তা। এই **ত্রিবিধঃ**=তিন প্রকার **কর্ম্মসংগ্রহঃ**=কর্ম্মের আশ্রয়। কর্ম্ম যাহাতে সংগৃহীত অর্থাৎ সমবেত হয় তাহাই কর্ম্মসংগ্রহ, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কর্ম্মসংগ্রহ পদের অর্থ কর্ম্মের আশ্রয়। এখানে চকারার্থক (চকারের অর্থবাচী) ‘ইতি’ শব্দটী থাকায় বুঝিতে হইবে যে সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ এই তিনটীও উক্ত করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিন রাশিরই অন্তর্ভুক্ত।৪ এইরূপ হওয়ায় ছয়টী কারকই ঐ তিনটীর অন্তর্গত হইয়া ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে,

কত্বাচ্চাকারকস্বভাবো গুণাতীতশ্চাত্মা সর্ব্বকর্ম্মাসংস্পর্শীত্যভিপ্রায়ঃ।৫ অথবা—জ্ঞানং প্রেরণারূপং লিঙাদিশব্দজন্যং, জ্ঞেয়ং তস্য জ্ঞানস্য বিষয়ত্বেন লিঙাদিশব্দরূপং প্রেরকং, পরিজ্ঞাতা তস্য জ্ঞানস্যাশ্রয়ঃ প্রেরণীয়ঃ ইত্যেবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা কর্ম্ম ক্রিয়া পুরুষব্যাপাররূপার্থী ভাবনা তদ্বিষয়া চোদনা প্রেরণা বিধিরূপা শাব্দীভাবনেত্যর্থঃ।৬ তথা করণং সেতিকর্ত্তব্যতাকং সাধনং ধাত্বর্থঃ, কর্ম্ম ভাব্যং স্বর্গাদিফলং, কর্ত্তা ফলকামনাবান্ পুরুষঃ ক্রিয়ায়া নির্ব্বর্ত্তক ইত্যেবং ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মণঃ পুংব্যাপাররূপস্যার্থভাবনায়াঃ সংগ্রহঃ সঙ্ক্ষেপঃ।৭ তদেবমর্থভাবনারূপপুংপ্রযত্নস্য বিধেয়স্যাভাবাচ্ছব্দভাবনারূপো বিধির্ন শুদ্ধমাত্মানং গোচরয়তি কারকাশ্রয়ত্বাদ্বিধিবিধেয়যোঃ। তদুক্তং “ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদানিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুনে”তি। কারকাণাং চ ত্রৈগুণ্যরূপত্বমনন্তরমেব ব্যাখ্যাস্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ।৮ অত্র প্রসঙ্গাদ্বিধিশ্চিন্ত্যতে—। প্রবৃত্তিহেতুত্বেন প্রেরণা তাবৎ সর্ব্বলোকানুভবসিদ্ধা। রাজ্ঞা

কিন্তু কূটস্থ আত্মা ক্রিয়ার আশ্রয় নহে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। আর যাহা কর্ম্মের প্রেরক এবং যাহা কর্ম্মের আশ্রয় সেইগুলি সমস্তই কারকস্বরূপ বলিয়া এবং সেগুলি ত্রৈগুণ্যাত্মক বলিয়া অকারকস্বভাব গুণাতীত যে আত্মা তাহা সর্ব্বকর্ম্মাসংস্পর্শী অর্থাৎ তাহা কোন প্রকার কর্ম্মে সংস্পৃষ্ট নহে, ইহাই অভিপ্রায়।৫ অথবা শ্লোকটীর ব্যাখ্যা এইরূপ,—“জ্ঞানং” অর্থাৎ লিঙাদিশব্দ জন্য প্রেরণারূপ জ্ঞান; “জ্ঞেয়ম্” অর্থাৎ সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত লিঙ্ প্রভৃতি শব্দের স্বরূপ যাহা প্রেরক অর্থাৎ প্রবৃত্তির জনক, পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ সেই জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ প্রেরণীয় (নিয়োজ্য) ব্যক্তি। এই প্রকারে কর্ম্মচোদনা ত্রিবিধা। ‘কর্ম্ম’ ইহার অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ পুরুষব্যাপাররূপ আর্থী ভাবনা; সেই অর্থ ভাবনাবিষয়া চোদনা অর্থাৎ আর্থীভাবনা যাহার বিষয় (কর্ম্ম) সেই রূপ চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা বিধিরূপা শব্দভাবনা।৬ আর, “করণম্” অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত ধাত্বর্থরূপ সাধন; “কর্ম্ম” অর্থাৎ ভাব্য (উৎপাদ্য) স্বর্গাদিরূপ ফল; এবং কর্ত্তা=ফলকামনাবান্ পুরুষ—যে ঐ ক্রিয়ার নির্ব্বর্ত্তক (নিষ্পাদক) হইয়া থাকে। এইরূপে কর্ম্মসংগ্রহ ত্রিবিধ; কর্ম্মের অর্থাৎ পুরুষব্যাপাররূপ আর্থী ভাবনার সংগ্রহ অর্থাৎ সংক্ষেপ।৭ এই প্রকারে অর্থভাবনাত্মক যে পুরুষপ্রযত্নরূপ বিধেয়, তাহার অভাব হইলে শব্দভাবনারূপ বিধিও স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপকে প্রকাশিত করিতে পারে না, কারণ বিধি ও বিধেয় ইহারা কারকাশ্রয় অর্থাৎ কর্ত্তৃ, কর্ম্ম এবং করণরূপ কারককে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন—“বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়, হে অর্জ্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও,” ইত্যাদি। আর কারকগণের যে ত্রৈগুণ্যরূপতা অর্থাৎ কারক সকল যে ত্রৈগুণ্যস্বরূপ তাহা অনন্তরই অর্থাৎ অগ্রেতন শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইবে ইহাই অভিপ্রায়।৮

তাৎপর্য্য ঃ—শ্লোকটীর সোজাসুজিভাবে যাহা অর্থ হইতে পারে তাহা প্রথমে বলিয়া পুনরায় ‘অথবা’ ইত্যাদি সন্দর্ভে ইহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যাটী মীমাংসা দর্শনের পরিভাষায় পরিপূর্ণ। যে পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এই বিষয়গুলি জানা আবশ্যক। অবশ্য টীকামধ্যে এখনই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যাইবে। তথাপি

বিষয়টী বুঝিবার সুবিধার জন্য সেই বিষয়গুলি প্রথমে বলিয়া দেওয়া যাইতেছে। যথা, "স্বর্গকামো যজেত" ইহা একটী বিধিবাক্য। ইহার মধ্যে 'যজেত' এই পদটী প্রবর্ত্তনা বা প্রেরণাবোধক, কেননা উহা শুনিয়াই লোকে যাগে প্রবৃত্ত হয়। পাচক নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে; এমন সময়ে গৃহকর্ত্তা তাহাকে বলিলেন 'অন্ন পাক কর'। এই আদেশবাচক শব্দ শুনিয়া পাচকের পাক কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে অর্থাৎ সে পাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে 'পাক কর' ইহার মধ্যে দুইটী ব্যাপার অর্থাৎ প্রযত্নাত্মক ক্রিয়া নিহিত রহিয়াছে। আদেশকারী গৃহকর্ত্তার একটী ব্যাপার, আর পাচকের একটী ব্যাপার। তন্মধ্যে আদেশকারী গৃহকর্ত্তার ব্যাপারটীকে প্রবর্ত্তনা বা প্রেরণা বলা হয়, কেননা তাহারই ফলে পাচকের পাককর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, তৎপ্রেরিত হইয়াই সে ঐ পাককর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। পাচকের ব্যাপারটীকে প্রবৃত্তি বলা হয়। প্রবৃত্তি অর্থ প্রযত্ন যাহার ফলে পাকের নির্ব্বাহক হস্তচালনাদি চেষ্টা অর্থাৎ কায়িক ব্যাপার সংঘটিত হয়। 'পাক কর' এই শব্দটী শুনিয়া পাচক বুঝিতে পারে যে পাককর্ম্মে যাহাতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে ইঁহার মধ্যে তাদৃশ একটী ব্যাপার অর্থাৎ ইচ্ছা বা প্রযত্নাত্মক ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ঐস্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, যে পাচকগত যে পাককর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহাই উক্ত গৃহকর্ত্তার ব্যাপাররূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম; যেহেতু ঐ প্রবর্ত্তকপুরুষনিষ্ঠ প্রবর্ত্তনা বা প্রেরণরূপ ব্যাপারটী প্রবর্ত্ত্য পাচকরূপ পুরুষের ব্যাপার উৎপাদন করিয়া থাকে। কেননা ঐ আদেশকর্ত্তার আদেশ শুনিয়া পাচকটী প্রথমে বুঝে যে, আমি পাককর্ম্মে প্রবৃত্ত হই ইহাই আদেশকর্ত্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়, সুতরাং পাককর্ম্মে আমার যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, এই আদেশ কর্ত্তার মধ্যে সেইরূপ প্রযত্ন রহিয়াছে। তখন পাকে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আর শেষে পাচকের ঐ প্রবৃত্তিরূপ ক্রিয়াটী অন্ন নিষ্পত্তি করিয়া চরিতার্থ হয়। সেইরূপ "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যে "যজেত" এই পদটী প্রবর্ত্তনাবোধক। 'যজেত' এই পদটীর মধ্যে দুইটী অংশ আছে; যজ্ ধাতু একটী অংশ এবং 'ঈত' প্রত্যয় আর একটী অংশ। এই 'ঈত' প্রত্যয়টীই প্রবর্ত্তনাবোধক। 'ঈত' প্রত্যয়ের মধ্যেও আবার দুইটী অংশ আছে, একটী লিঙ্‌ত্ব এবং অপরটী 'আখ্যাতত্ব'। ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ অবস্থাবোধক যে লট্ লোট্ আদি দশটী লকারের অন্তর্গত একশত আশীটী বিভক্তি ইহাদের সবগুলির মধ্যে অনুগত ক্রিয়াবোধকত্ব থাকায় তাহাদিগকে 'আখ্যাত বলা হয়; সুতরাং আখ্যাতত্বটী দশ লকার সাধারণ; আর ফলানুকূল ক্রিয়াই উহার অর্থ। 'যজেত' এই শব্দটী শুনিলে পুরুষের যে যাগে প্রবৃত্তি জন্মে ইহা ঐ লিঙ্‌লকারেরই 'শক্তি'; সুতরাং লিঙ্‌লকারটীর মধ্যে এমন একটী শক্তি আছে যাহা পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ঐ শক্তিটী অপর একটী বিষয়ের উৎপত্তি জন্মাইয়া থাকে বলিয়া উহাও ব্যাপারবিশেষ। মীমাংসকগণ উহাকে শব্দভাবনা' বা 'শাব্দীভাবনা' নামে অভিহিত করেন। লিঙ্‌লকারগত ঐ অসাধারণ শক্তি পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া পুরুষ-প্রবৃত্তি উহার কর্ম্ম হইয়া থাকে। 'পাক কর' এই শব্দজন্য জ্ঞানটীর ফলে ঐ পাককর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া যেমন ঐ শব্দ বা আদেশটীকে পাককর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ বলা হয় সেইরূপ এস্থলেও 'যজেত' পদান্তর্গত লিঙ্‌লকারটী শুনিবার ফলে যাগে প্রবৃত্তি জন্মে বলিয়া উহাকে যাগে প্রবৃত্তির কারণ বলা হয়। আর উক্ত 'ঈত' প্রত্যয়গত আখ্যাতাংশটী যে ফলানুকূল ক্রিয়ার বোধক তাহা

প্রেরিতো বালেন প্রেরিতো ব্রাহ্মণেন প্রেরিতোঽহমিতি হি প্রবর্ত্তমানা বক্তারো ভবন্তি। সা চ প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তকরাজাদিনিষ্ঠা।৯ তত্রোৎকৃষ্টস্য নিকৃষ্টং প্রতি প্রবর্ত্তনা আজ্ঞা প্রেষণেতি চোচ্যতে। নিকৃষ্টস্যোৎকৃষ্টং প্রতি প্রবর্ত্তনা যাচ্ঞ'ঽধ্যেষণেতি চোচ্যতে। সমস্ত-

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "স্বর্গকামো যজেত" এস্থলে স্বর্গরূপ ফলটী উৎপাদ্য; মীমাংসকগণ এস্থলে উৎপাদ্য না বলিয়া 'ভাব্য' বলিয়া থাকেন; আর যাদৃশ ব্যাপারের ফলে স্বর্গরূপ ফলটী উৎপন্ন হয়, তাহাই এস্থলে নিয়োজ্য পুরুষের কর্ত্তব্য, তাহার তাদৃশী প্রবৃত্তিই হইয়া থাকে। আর 'যজেত' এস্থলে যে যজ্ ধাতু রহিয়াছে ঐ ধাতুর অর্থ উক্ত ক্রিয়ার করণ হইয়া থাকে অর্থাৎ যাগ কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গরূপ ফলটী উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রযাজ প্রভৃতি কতকগুলি অবান্তর কর্ম্ম করিলে পর তবেই যাগটী সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য প্রযাজ প্রভৃতি কর্ম্মকে 'ইতি কর্ত্তব্যতা' বলা হয়। কর্ত্তব্যতার যে প্রকার অর্থাৎ কিরূপে করিতে হইবে, এইরূপ প্রশ্নের ফলে কর্ত্তব্যতার যে প্রকার অর্থাৎ রকম নির্দ্দিষ্ট হয় তাহারই নাম ইতিকর্ত্তব্যতা। এইরূপে প্রযাজ প্রভৃতি ইতি-কর্ত্তব্যতার দ্বারা উপকৃত যাগ নামক যজিধাত্বর্থরূপ করণের দ্বারা নিষ্পাদ্য যে স্বর্গরূপ ফল, তাহার উদ্দেশ্যে পুরুষের ব্যাপাররূপ প্রবৃত্তি বা প্রযত্ন হয় বলিয়া উহা পুরুষার্থ; আর এই প্রবৃত্তিকে মীমাংসকগণ 'অর্থভাবনা' বা 'আর্থী ভাবনা' এই নামে অভিহিত করেন। ভাবনা, উৎপাদনা ইহারা একার্থক। সুতরাং ভাবনা বলিতে শাব্দী ভাবনা এবং আর্থী ভাবনা এই দুইটাই অভিহিত হয়; কেননা ভাবনা পদের অর্থ নির্ব্বচন করিতে গিয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন 'ভাবনা নাম ভবিতুর্ভবনানুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ"; ভবিতুঃ অর্থাৎ উৎপৎস্যমান পুরুষপ্রবৃত্তি নামক ব্যাপারের ভবনানুকূলঃ অর্থাৎ উৎপত্তির অনুকূল ভাবয়িতুঃ অর্থাৎ ভাবয়িতার প্রবর্ত্তকের বা প্রেরকের যে ব্যাপারবিশেষ তাহার নাম ভাবনা; ইহা হইল শব্দ ভাবনা। আবার ভবিতুঃ অর্থাৎ উৎপৎস্যমান স্বর্গরূপ ফলের ভবনানুকূলঃ অর্থাৎ উৎপত্তির অনুকূল, ভাবয়িতুঃ অর্থাৎ যাগ কর্ত্তার যে ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষ তাহা অর্থ ভাবনা। সুতরাং ইহা হইতে আমরা ইহাই পাইলাম যে "যজেত" ইত্যাদি বিধিবাচক পদ সকল ভাবনা বোধক; সেই ভাবনা আবার দুই প্রকার শব্দভাবনা ও অর্থভাবনা। তন্মধ্যে আবার অর্থভাবনাটাই বিধেয় অর্থাৎ শব্দভাবনারূপ বিধির বিষয় বা কর্ম্ম হইয়া থাকে। আর লিঙাদিরূপ বিধিশব্দ প্রেরক বা প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। অতএব "জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্" ইত্যাদি শ্লোকে যে "জ্ঞানং" পদটী আছে উহার অর্থ প্রেরণা যাহা আখ্যাত শব্দ শ্রবণের ফলে উৎপন্ন হয়; জ্ঞেয়ং এই পদটীর অর্থ সেই প্রবৃত্তির প্রতি করণ স্বরূপ লিঙাদিশব্দ, কেননা তাহাই (সেই লিঙ্ লোট্ প্রভৃতি শব্দই) জ্ঞাত হইয়া পুরুষ প্রবৃত্তির উৎপাদন করে। আর পরিজ্ঞাতা শব্দের অর্থ সেই জ্ঞানের আশ্রয় প্রেরণীয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রেরিত হয়।৮ এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বিধির স্বরূপ আলোচনা করা যাইতেছে, কারণ বিধিই পুরুষের প্রবৃত্তিহেতু হইয়া থাকে। প্রেরণা বলিয়া যে পদার্থ আছে তাহা সকল ব্যক্তিরই অনুভবসিদ্ধ; কর্ম্মপ্রবৃত্ত লোকগণকে এইরূপ বলিতে দেখা যায়, আমি রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত, অথবা বালক কর্ত্তৃক কিংবা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রেরিত (নিযুক্ত) হইয়াছি। সেই যে প্রেরণানামক প্রবর্ত্তনা তাহা প্রবর্ত্তক রাজাদিনিষ্ঠ অর্থাৎ রাজা প্রভৃতি আদেশকারী ব্যক্তির মধ্যেই সেই প্রবর্ত্তনা বা প্রেরণা থাকে।৯

সমং প্রত্যুৎকর্ষনিকর্ষৌদাসীন্যেন প্রবর্ত্তনাঽনুজ্ঞাঽনুমতিরিতি চোচ্যতে।১০ তে চাজ্ঞাদয়ো জ্ঞানবিশেষা ইচ্ছাবিশেষা বা চেতনধর্ম্মা এব লোকে প্রসিদ্ধাঃ। বেদে তু বিধিনাঽহং প্রেরিতঃ করোমীতি ব্যবহর্ত্তারো ভবন্তি। তত্র স্বয়মচেতনত্বাদপৌরুষেয়ত্বাচ্চ বৈদিকস্য বিধের্ন চেতনধর্ম্মেণাজ্ঞাদিনা প্রেরকতা সম্ভবতি। অতঃ স্বধর্ম্মেণৈব সাভ্যুপগন্তব্যা গত্যন্তরাসম্ভবাৎ। স এব চ ধর্ম্মশ্চোদনা প্রবর্ত্তনা প্রেরণা বিধিরুপদেশঃ শব্দভাবনেতি স্থতরাং আদেশ কর্ত্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ই এস্থলে প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা; নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যক্তির যে প্রবর্ত্তনা তাহাকে আজ্ঞা বা প্রেরণা বলা হয়। উৎকৃষ্ট অর্থাৎ পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি নিকৃষ্ট ব্যক্তির যে প্রবর্ত্তনা তাহা প্রার্থনা নামে অভিহিত হয়। আর সমান ব্যক্তির প্রতি সমান ব্যক্তির উৎকর্ষ নিকর্ষ না বুঝাইয়া প্রবর্ত্তনা তাহাকে অনুজ্ঞা বা অনুমতি বলা হয়।১০ ঐ আজ্ঞা প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষ অথবা ইচ্ছাবিশেষ এবং উহা চেতন পদার্থেরই ধর্ম্ম বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বেদে বিধিবাক্য দ্বারা প্রবৃত্ত পুরুষগণ আমি বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছি' এই প্রকারের ব্যবহার (উল্লেখ) করিয়া থাকে। বৈদিক বিধি স্বয়ং অচেতন বলিয়া এবং তাহা অপৌরুষেয় বলিয়াও তাহার যে প্রেরকতা, তাহা আজ্ঞাদিরূপ চেতনধর্ম্ম হইতে পারে না; এই কারণে গত্যন্তর না থাকায় ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বৈদিক বিধির ঐ প্রেরকতা সেই বিধির স্বধর্ম্ম অনুসারেই হয়, অর্থাৎ প্রেরকতা বিধিরই ধর্ম্ম বা শক্তি বিশেষ। আর সেই ধর্ম্ম (শক্তি) বিশেষই চোদনা, প্রেরণা, প্রবর্ত্তনা, বিধি, উপদেশ এবং শব্দ ভাবনা এই সমস্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।১১ [তাৎপর্য্য—এই যে পাচকাদি নিয়োজ্য ব্যক্তি যখন প্রভুকে 'পাক কর' এই আদেশ করিতে শুনে তখন সে বুঝিয়া লয় যে এই আমার প্রভু পাকবিষয়ক-মৎপ্রবৃত্ত্যনুকূল-ইচ্ছাবান্ অর্থাৎ পাক বিষয়ে যাহাতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে আমার এই প্রভুর মধ্যে তাদৃশী ইচ্ছা হইয়াছে, তখন সে পাকে প্রবৃত্ত হয়। স্থতরাং এস্থলে দেখা যায় যে প্রভুর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ই পাচকের এই পাক বিষয়ক প্রবৃত্তির জনক। এস্থলে প্রবর্ত্তক পুরুষের এই যে ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ইহা চেতনেরই ধর্ম্ম। কিন্তু বৈদিক বিধি শুনিলে যখন যাগাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তখন সেস্থলে কাহাকে সেই প্রবৃত্তির জনক বলা যাইবে? ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে তাদৃশ প্রবৃত্তির জনক বলা যায় না, কারণ ইচ্ছাদি চেতনের ধর্ম্ম, কিন্তু বিধি শব্দস্বরূপ হওয়ায় অচেতন। স্থতরাং তাহাতে কোন ইচ্ছা বা অভিপ্রায় আছে যাহার ফলে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ইহা বলা চলেনা। পাক কর ইত্যাদি আদেশরূপ শব্দ স্থলে যেমন বক্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় জানা যায় বেদবিধিস্থলে তাহা যায় না, যেহেতু মীমাংসকমতে বেদ অপৌরুষেয়—কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈদিক বিধি স্থলে কোন কর্ত্তা না থাকায় আজ্ঞাদি নাই অথচ বৈদিক বিধি শুনিয়া আস্তিক ব্যক্তির বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; কাজেই বেদবিধির মধ্যেও যে প্রবর্ত্তকত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অপলাপ করা চলে না। এই কারণে এস্থলে গত্যন্তর না থাকায় অনন্যোপায় হইয়া ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে তাদৃশ স্থলে বৈদিক বিধিশব্দেরই একটী ধর্ম্ম বা শক্তি বা ব্যাপার আছে যাহা পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। বৈদিক বিধি শব্দের ঐ যে প্রবর্ত্তকতা অর্থাৎ প্রেরকতা বা পুরুষপ্রবৃত্ত্যুৎপাদনা শক্তি, উহাকেই শব্দভাবনা বলা

চোচ্যতে।১১ তত্র কেচিদলৌকিকমেব শব্দব্যাপারং কল্পয়ন্তি। অন্যে তু কৢপ্তেনৈবোপপত্তৌ নালৌকিককল্পনাং সহন্তে।১২ প্রবর্ত্তনা হি প্রবৃত্তিহেতুর্ব্যাপারঃ। বিধিশব্দস্য চাখ্যাতত্বেন দশলকারসাধারণেনোপাধিনা পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনাং প্রতি বাচকত্বং তজ্‌জ্ঞানহেতুত্বমিতি যাবৎ। সা চ জ্ঞাতৈবানুষ্ঠাতুং শক্যত ইতি তদ্ধীহেতোরপি শব্দস্য তদ্ধেতুত্বং পরম্পরয়া ভবত্যেব।১৩ তত্র বিধিশব্দস্য পুরুষপ্রবৃত্তিরূপভাবনাজ্ঞানহেতুর্ব্যাপারঃ (পুরুষপ্রবৃত্তিবাচকঃ) তদ্বাচকশক্তিমত্তয়া বিধিশব্দজ্ঞানম্। স এব চ তস্য

হয়। চোদনা, প্রবর্ত্তনা, প্রেরণা, বিধি এবং উপদেশ এই শব্দগুলি এই শব্দভাবনারই নামান্তর।]১১ প্রবর্ত্তনা, শব্দেরই ধর্ম্ম বা শক্তি, ইহাই যখন সিদ্ধান্ত তখন এরূপ স্থলে প্রাচীন মীমাংসকগণ ঐ শব্দ ব্যাপারকে অলৌকিক বলিয়াই কল্পনা করিয়া থাকেন। [অর্থাৎ প্রবল বাত্যা কিংবা জলস্রোত যেমন পুরুষকে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করায়—চালিত করে, তাহার ইচ্ছা থাক বা নাই থাক, কিছু আসে যায় না, সেইরূপ শব্দও (বেদবিধিও) বৈধ কর্ম্মে পুরুষকে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করায়; ইহাই বিধিশব্দের অলৌকিক ব্যাপার। শব্দ অর্থের বাচক; অর্থের কারক নহে। কোন শব্দ শুনিলে প্রথমতঃ তদর্থ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে; পরে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়; তদনন্তর পুরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই লৌকিক নিয়ম। শব্দের এই প্রকার শক্তিই কৢপ্ত অর্থাৎ লোকসিদ্ধ। কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎভাবেই শব্দকে প্রবর্ত্তক—অর্থাৎ বায়ু বা জলস্রোতের ন্যায় প্রবৃত্তিজনক বলেন তাঁহাদের মতে লোকসিদ্ধ নিয়ম বৈদিক বিধিতে স্বীকার করা হয় না। এইজন্য তাঁহারা শব্দের যে প্রবর্ত্তকতা রূপ ব্যাপার বলেন তাহা অলৌকিক। ইহা প্রাচীন মীমাংসকগণের মত।] কৢপ্ত লোকসাধারণব্যাপারের দ্বারাই উহার সমাধান হয় বলিয়া অন্যেরা (ভট্টমতানুসারি মীমাংসকগণ) শব্দব্যাপারের এই অলৌকিকত্ব কল্পনা সহ্য করেন না।১২ তাঁহারা বলেন, প্রবর্ত্তনা হইতেছে পুরুষ প্রবৃত্তির হেতুভূত ব্যাপার অর্থাৎ যাহার ফলে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ব্যাপারের নাম প্রবর্ত্তনা। আর পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনার প্রতি বিধিশব্দের যে বাচকত্ব অর্থাৎ অর্থভাবনা বিষয়ক জ্ঞানজনকত্ব তাহা দশলকার সাধারণ আখ্যাতত্বরূপ উপাধি (অনুগতধর্ম্ম) সহকারেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিই অর্থভাবনা; আর ‘ঈত’ প্রত্যয়রূপ বিধিশব্দই বিধিশব্দের আখ্যাতত্বরূপ উপাধির দ্বারা সেই অর্থভাবনার বাচক হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থভাবনার জনক হয় না। পুরুষ প্রবৃত্তির বাচক আখ্যাতশব্দ পুরুষ প্রবৃত্তির জ্ঞানই জন্মাইতে পারে, বাচক শব্দ বাচ্যের জ্ঞানই জন্মাইয়া থাকে, বাচ্য অর্থ জন্মাইতে পারে না। আখ্যাতত্ব লট্ লোট্ আদি দশবিধ লকারের মধ্যেই অনুগতভাবে বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহাকে দশ লকারসাধারণ উপাধি বলা হইয়াছে। আর সেই যে পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অংশত্রয়বতী অর্থভাবনা তাহা যদি জ্ঞাত হয় তবেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় বলিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞানই প্রথমতঃ আবশ্যক। আবার বিধি শব্দ হইতেই সেই অর্থভাবনার জ্ঞান জন্মে-সুতরাং সেই জ্ঞানের হেতুভূত যে বিধিশব্দ তাহাতেই পরম্পরা সম্বন্ধে তাহার অর্থাৎ সেই অর্থভাবনার হেতুত্ব থাকে অথাৎ বিধিশব্দই অর্থভাবনার প্রয়োজক যে অর্থভাবনাজ্ঞান তাহার কারণ। সুতরাং বিধিশব্দ পরম্পরা সম্বন্ধে জ্ঞানকে দ্বার করিয়া সেই অর্থভাবনারও কারণ হইয়া থাকে।১৩ সে স্থলে পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ যে অর্থভাবনা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের

প্রবৃত্তিহেতুর্ব্যাপার ইতি প্রবর্ত্তনাভিধানীয়কং লভতে, জ্ঞানদ্বারেণৈব শব্দস্য প্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, জ্ঞানজনকব্যাপারাতিরিক্তব্যাপারকল্পনে মানাভাবাৎ।১৪ জ্ঞানজনকশ্চ ব্যাপারস্তস্য স্বজ্ঞানং, শক্তিজ্ঞানং, শক্তিবিশিষ্টস্বজ্ঞানঞ্চ। তত্রাদ্যয়োরন্যতরস্য শব্দভাবনাত্বং, তৃতীয়স্য তু তত্র করণত্বমিতি বিবেকঃ।১৫ এবং স্থিতে নিষ্কর্ষঃ, বিধিনা

হেতুভূত যে বিধিশব্দের ব্যাপার তাহা হইতেছে তদ্বাচকশক্তিমত্তারূপে বিধিশব্দজ্ঞান; বিধিশব্দের সেই ব্যাপারই পুরুষের প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ ব্যাপার; এই জন্য তাহাই প্রবর্ত্তনা এই অভিধানীয়ক (সংজ্ঞা) প্রাপ্ত হয়; যে হেতু বিধি শব্দ জ্ঞানকে দ্বার করিয়াই প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে বলিয়া শব্দের জ্ঞানজনকব্যাপারাতিরিক্ত ব্যাপার কল্পনা করিবার পক্ষে কোন প্রমাণই নাই।১৪ [অর্থাৎ লিঙ্ হইতে যে তাহার শ্রাবণ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান জন্মে সেই লিঙ্জ্ঞানই এখানে বিধিশব্দের (লিঙ্শব্দের) ব্যাপার; তাহা ছাড়া যে স্বতন্ত্র একটী ব্যাপার আছে যাহা পুরুষপ্রবৃত্তির হেতু হইবে তাহা (সেই স্বতন্ত্র ব্যাপার) কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই।] ১৪ [তাৎপর্য্যঃ—কাহার ফলে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, ইহাই এস্থলে বিচারিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বিধিশব্দ বায়ু বা জলস্রোতের ন্যায় স্বীয় শক্তিতেই প্রবর্ত্তনা বিধান করে। ইহা পরবর্ত্তী ভাট্ট মীমাংসকগণ স্বীকার করেন না। তাই বলিতেছেন, জ্ঞানজনকতাই শব্দের ব্যাপার ইহাই প্রমাণ সিদ্ধ। প্রাচীনগণের উক্ত অলৌকিক ব্যাপার প্রমাণসিদ্ধ নহে। কিন্তু বিধিশব্দ শ্রবণ করিলে সেই বিধিশব্দের বাচ্য অর্থ যে আর্থীভাবনা তাহার জ্ঞান হয়। তদনন্তর প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং বিধিশব্দের মধ্যে যে অর্থভাবনাবাচকতা শক্তি আছে তাহা জানা আবশ্যক। কারণ গো শব্দের বাচ্য অর্থ যে গলকম্বলাদি বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ, ইহা না জানিলে গো শব্দ শুনিয়া সেই অর্থের প্রতীতি হয় না। সুতরাং গো শব্দে যে তাদৃশ অর্থবাচকতাশক্তি আছে তাহা জানা আবশ্যক। বিধিশব্দের পক্ষেও ঐ নিয়ম। ইহাকেই 'তদ্বাচকশক্তিমত্তা' বলা হইয়াছে। সুতরাং ঐপ্রকার জ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ। কাজেই তাহাই বিধিশব্দের ব্যাপার।] ১৪ আর স্বজ্ঞান অর্থাৎ বিধি শব্দজ্ঞান, শক্তিজ্ঞান অর্থাৎ বিধি শব্দের শক্তিজ্ঞান এবং শক্তিবিশিষ্ট স্বজ্ঞান অর্থাৎ সেই শক্তিবিশিষ্টরূপে বিধিশব্দের জ্ঞান ইহাকেই শব্দের জ্ঞানজনক ব্যাপার বলা হয়। তন্মধ্যে প্রথম দুইটীর যে কোনটী শব্দভাবনা আর তৃতীয়টী অর্থাৎ 'শক্তিবিশিষ্টস্বজ্ঞান' এইটী উহার করণ হইয়া থাকে, ইহাই ইহাদের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য। ১৫

তাৎপর্য্যঃ—পূর্ব্বে বলিলেন, শব্দের জ্ঞানজনকতারূপ ব্যাপারই স্বীকার্য্য, কারণ তাহাই প্রমাণসিদ্ধ। ঐ জ্ঞানজনক ব্যাপারটী কি? তাহাই এই সন্দর্ভে বলা হইয়াছে। শব্দ শ্রাবণপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া অর্থ বোধ করাইয়া থাকে। আবার বাচকতারূপ শক্তি থাকিলে তবেই অর্থ বোধ হয়। আবার সেই শব্দে সেই অর্থের বাচকতা থাকিলে, তবেই তাহা শুনিয়া সেই অর্থের জ্ঞান হয়। কাজেই গলকম্বলাদিবিশিষ্টরূপ যে প্রাণিবিশেষ তাদৃশ অর্থের বাচকতা 'গো' শব্দে আছে, এই ভাবে 'গো' শব্দের জ্ঞান হইলে তবেই গো শব্দ শুনিয়া ঐ অর্থের প্রতীতি হয়। ইহাই 'শক্তিবিশিষ্ট স্বজ্ঞান' অর্থাৎ তাদৃশ অর্থ-বোধকতাশক্তিযুক্তরূপ সেই শব্দের জ্ঞান হইলে, তবেই সেই শব্দ হইতে সেই অর্থের বোধ জন্মে। এই জন্য বলা হইয়াছে—

স্বজ্ঞানং জন্যতে প্রবর্ত্তনাত্বেনাভিধীয়তেঽপীতি বিধিজ্ঞানমেব শব্দভাবনা। তস্যাঞ্চ পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনৈব ভাব্যতয়ান্বেতি। করণতয়া চ প্রবৃত্তিবাচকশক্তিমদ্বিধিজ্ঞানমেব। ভাবনাসাধ্যস্যাপি ফলাবচ্ছিন্নাং ভাবনাং প্রতি করণত্বং ফলকরণত্বাদেব যাগস্যেব স্বর্গভাবনাং প্রতি ন বিরুধ্যতে।১৬ তথা চ পুরুষঃ স্বপ্রবৃত্তিং ভাবয়েৎ। কেনেত্যপেক্ষায়াং

প্রথমে শব্দের জ্ঞান, তদনন্তর শক্তি জ্ঞান, তারপর ‘সেই শব্দে সেই অর্থের বাচকতা শক্তি আছে’ এইভাবে শক্তিবিশিষ্ট রূপে শব্দজ্ঞান—ইহা হইতেই অর্থের প্রতীতি হয়। কাজেই এই তিনটীকেই শব্দের ব্যাপার বলা হয়। বিধিশব্দ স্থলে প্রথম দুইটীকে আলাদা আলাদা ভাবে শব্দভাবনা বলা হয়। আর ইহার মধ্যে তৃতীয়টীকে ঐ শব্দভাবনার করণ বলা হয়। কি ভাবে তাহাকে করণ বলা হয় তাহা একটু পরেই টীকার মধ্যে বিবৃত করা হইবে।] ১৫ এইপ্রকার সিদ্ধান্ত হইলে অর্থটী এইরূপ দাঁড়ায় ;—বিধি-শব্দের দ্বারা স্বজ্ঞান অর্থাৎ বিধিশব্দবিষয়কজ্ঞান উৎপাদিত হয় এবং এই বিধিশব্দজ্ঞানই প্রবর্ত্তনাত্বরূপে অভিহিত হয় অর্থাৎ বিধিশব্দ শুনিয়া শ্রোতার তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় এবং কেবলমাত্র যে শব্দবিষয়ক জ্ঞান হয় তাহাই নহে কিন্তু তাহা হইতে তাহার অভিধেয় যে প্রবর্ত্তনারূপ অর্থ তাহারও বোধ হইয়া থাকে ; এই কারণে বিধিশব্দজ্ঞানই শব্দভাবনা নামে অভিহিত হয়। আর পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ যে অর্থভাবনা তাহাই তাহাতে (বিধিশব্দের অর্থ যে শাব্দভাবনা তাহাতে) ভাব্যরূপে অন্বিত হয় অর্থাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনাই সেই বিধিশব্দজ্ঞানরূপ শব্দভাবনার সহিত তাহার ভাব্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্যরূপে অন্বয় লাভ করে, আর শক্তিবিশিষ্ট যে বিধিশব্দজ্ঞান তাহাই শব্দভাবনাতে করণরূপে অন্বয়লাভ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিধিশব্দের সঙ্কেত জানে, বিধিশব্দ প্রবর্ত্তনারূপ অর্থের বাচক এতাদৃশ জ্ঞান যাহার আছে, বিধিশব্দশ্রবণে তাহারই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এই জন্য অর্থভাবনা নিষ্পাদন করিতে হইলে শব্দভাবনার সহিত বিধিশব্দের ঐ শক্তিজ্ঞানটীও আবশ্যক হয়। আর কুঠারাদি যেমন ছেদনরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া করণ নামে অভিহিত হয় সেইরূপ শক্তিবিশিষ্ট বিধিশব্দের এই জ্ঞানটীও শব্দভাবনাভাব্য অর্থভাবনার উৎপত্তি সাধন করে বলিয়া উহাকে শব্দভাবনার করণ বলা হয়। যদিও বিধিশব্দজ্ঞান পূর্ব্বকই ঐ শক্তিবিশিষ্ট বিধিজ্ঞানটী হইয়া থাকে, কেন না শব্দশ্রবণ রূপ জ্ঞান হইতেই তাহার শক্তিজ্ঞান স্মৃতিপথারূঢ় হয় তথাপি স্বর্গভাবনার প্রতি যাগের যেমন করণত্ব হইয়া থাকে সেইরূপ উহার যখন অর্থভাবনা সাধন করিবার শক্তি রহিয়াছে তখন অর্থভাবনারূপ ফলাবচ্ছিন্না যে শাব্দভাবনা তাহার প্রতিও করণত্ব হইয়া থাকে।১৬ তাৎপর্য্য—[“নাসাধিতং করণম্” অর্থাৎ অসাধিত সাধ্য পদার্থ করণ হয় না, এই নিয়মানুসারে যাহা সিদ্ধ তাহাই করণ হইয়া থাকে, যাহা সাধ্য তাহা করণ হয় না। তাহা হইলে শব্দভাবনাসাধ্য যে শক্তিবিশিষ্টশব্দজ্ঞান তাহা কি প্রকারে এখানে করণরূপে অন্বিত হইতে পারে ? এই জন্য বলিতেছেন যে, সাধ্য হইলেও তাহা সিদ্ধ হইয়া করণ হইতে পারে। যাগ পদার্থটী সাধ্য ; তথাপি তাহা যেমন সিদ্ধ হইয়া স্বর্গাদি ফলের জনক হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও শক্তিবিশিষ্টশব্দজ্ঞানটীকে করণ বলা হয়। তবে কথা হইতেছে এই যে, তাদৃশ শক্তি বিশিষ্ট লিঙাদিজ্ঞান শব্দভাবনাসাধ্য ; আবার

পুরুষপ্রবৃত্তিবাচকশক্তিমত্তয়া জ্ঞাতেন বিধিশব্দেনেতি করণাংশপূরণম্। কথমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামর্থবাদৈঃ স্তুত্বেতীতিকর্ত্তব্যতাংশপূরণম্। ইয়ং গৌঃ ক্রয্যেতি লৌকিকে বিধৌ বহুক্ষীরা জীবদ্বৎসা স্ত্র্যপত্যা সমাংসমীনেত্যাদিলৌকিকার্থবাদবৎ ।১৭

তাহাকেই সেই শব্দভাবনার করণ বলা হইল, ইহা ত বিরুদ্ধ; কারণ যাহা, যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা, তাহাকে (তাহার সেই উৎপাদককে) উৎপাদন করিতে পারে না। অথচ এখানে তাহাই হইয়া পড়িতেছে! এই জন্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে শক্তিবিশিষ্টরূপে লিঙাদিজ্ঞান শুদ্ধশব্দভাবনা উৎপাদন করে বলিয়া যে তাহাকে তাহার করণ বলা হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু শব্দভাবনার অর্থভাবনারূপ ফলের নিষ্পত্তি করে বলিয়াই উহাকে শব্দভাবনার করণ বলা হয়। যাহা যাহার উৎপাদক হইয়া থাকে সেই উৎপন্ন পদার্থটী হইতে আবার যে ফল জন্মে প্রথম উৎপাদকটী যখন সেই ফলের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট হয় তখন তাহা সেই ফলবিশিষ্টরূপে স্বোৎপন্ন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে; যেমন অর্থভাবনাসাধ্য ধাত্বর্থ যাগকে অর্থভাবনার করণ বলা হয়, কেন না তাহা সেই অর্থভাবনার ফল যে স্বর্গাদি তাহার সাধন হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। পুরুষ ফলের উদ্দেশ্যে ফলের উপায়ে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য কথিত আছে "ফলেচ্ছা সাধনে উপসংক্রামতি" অর্থাৎ ফলবিষয়িণী ইচ্ছা সাধনবিষয়ে সঞ্চারিত হয়। এই কারণে যাগাদিতেই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আর সেই যাগাদি অর্থভাবনার সাধ্য; কারণ, পুরুষের প্রবৃত্তিই অর্থভাবনা। আর প্রবৃত্তি অর্থ প্রযত্ন। ঐ প্রযত্ন হইতেই বাহিরের ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যাগ সেই বাহিরের ক্রিয়া মাত্র। সেই যাগাদিই স্বর্গাদি ফলের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্বর্গরূপ ফলের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বর্গরূপ ফলবিশিষ্ট যে অর্থভাবনা, যাগাদিই তাহার কারণ। কিন্তু সেই ফলরহিত যে শুদ্ধঅর্থভাবনা, যাগাদি তাহার করণ নহে কিন্তু তাহা (সেই অর্থভাবনা) হইতেই যাগাদি ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যে অর্থভাবনা হইতে যাগ উৎপন্ন হয়, সেই অর্থভাবনাই আবার যখন ঐ যাগজন্য ফলের দ্বারা বিশিষ্ট হয় তখন সেই যাগই স্বীয় উৎপাদক ঐ অর্থভাবনার করণ অর্থাৎ উৎপাদক হইয়া থাকে। বাচকতাশক্তিবিশিষ্ট লিঙাদিজ্ঞানও ঐ প্রকার শব্দভাবনাজন্য হইয়াও শাব্দভাবনার ভাব্য অর্থভাবনারূপ ফলের নিষ্পাদক হয় বলিয়া উহা শব্দভাবনার সহিত করণত্বরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন বিরোধের অবকাশ থাকিতে পারে না।] ১৬ অতএব "যজেত" এই স্থলে যে শব্দভাবনা অভিহিত হয় তাহার ফলিতার্থ দাঁড়ায় এইরূপ,—পুরুষ নিজ প্রবৃত্তির উৎপাদন করিবে। কাহার দ্বারা সে উহা করিবে এইরূপে করণ-বিষয়ক প্রশ্ন হইলে তাহার উত্তরে বলা হইবে—'পুরুষপ্রবৃত্তিবাচক শক্তিবিশিষ্ট লিঙাদি বিধিশব্দের জ্ঞান দ্বারা স্বপ্রবৃত্তি জন্মাইবে'; এই প্রকারে ইহার করণাংশের পূরণ করিতে হইবে। আবার, কি প্রকারে সে ঐরূপ করিবে?—এই রূপে কর্ত্তব্যতার প্রকারবিষয়ক প্রশ্ন হইলে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে অর্থবাদসকলের দ্বারা তাহার প্রশংসা করিয়া তাহা করিতে হইবে; এই প্রকারে ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা অংশের পূরণ হইবে। এই গরুটী ক্রয় কর, ইত্যাদি লৌকিক বিধি স্থলে যেমন, 'ইহা বহুক্ষীরা,

নন্বাখ্যাতত্বেন বিধিশব্দাদুপস্থিতা পুরুষপ্রবৃত্তির্ভাব্যতয়ান্বেতু, করণং তু কথমনুপস্থিতমন্বেতি। উচ্যতে,—বিধিশব্দস্তাবচ্ছ্রবণেনোপস্থাপিতস্তস্য পুরুষপ্রবৃত্তিবাচকশক্তিরপি স্মরণেনোপস্থাপিতা। তদুভয়বৈশিষ্ট্যং তন্নিষ্ঠা জ্ঞাততা চ মনসেতি বাচকশক্তিমত্তয়া জ্ঞাতো বিধিশব্দ উপস্থিত এব। অনেন যচ্ছক্নুয়াৎ তদ্ভাবয়েদিতি প্রতিশব্দং স্বাধ্যায়বিধিতাৎপর্য্যাচ্ছব্দাতিরিক্তেনোপস্থিতমপি শাব্দবোধে ভাসত এব। যথা জ্যোতিষ্টোমাদি নামধেয়ং, যথা বা লিঙ্গবিনিযোজ্যো মন্ত্রঃ। তদুক্ত-

জীবদ্‌বৎসা, স্ত্র্যপত্যা এবং সমাংসমীনা ইত্যাদি লৌকিক অর্থবাদ, বিধির সহিত অন্বিত হয় এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সমাংসমীনা অর্থ—যে গরু "সমাং সমাং" অর্থাৎ প্রতিবর্ষে প্রসব করে।১৭ [অভিপ্রায় এই যে একজন অপরকে একটী গরু দেখাইয়া তাহা কিনিতে বলিল ; সে ব্যক্তি তাহা শুনিয়া 'কিনিব কিনা' এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে ; অর্থাৎ তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিয়াও প্রতিবন্ধকযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, পাছে উহা কিনিয়া ঠকিতে হয়। তাহার পর সে শুনিল যে গরুটী বহুক্ষীরা—প্রচুর দুধ দেয়, জীবদ্‌বৎসা—উহার বাছুর হইয়া বাঁচিয়া থাকে, স্ত্র্যপত্যা—উহার স্ত্রী জাতীয় সন্তান হয় এবং উহা সমাংসমীনা—প্রতি বৎসর প্রসব করে। ইহা শুনিয়া তাহার প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক দূর হয়, তখন সে উহা কিনিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে লৌকিকস্থলে যেমন অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা 'ক্রয় কর' এই প্রবর্ত্তনার কর্ত্তব্যতাপ্রকার নির্দ্দেশ করে, কি প্রকারে ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত করা হয় তাহা জানাইয়া দেয় সেইরূপ বৈদিক বিধিস্থলেও অর্থবাদ বিধিশক্তির উত্তম্ভক হইয়া থাকে, অর্থবাদের প্রভাবে শাব্দভাবনার সাধ্য অর্থভাবনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।] ১৭ এস্থলে শঙ্কা হয় আখ্যাতত্ব রূপে বিধিশব্দ হইতে (বিধিশব্দ শ্রবণে) উপস্থিত (জ্ঞাত) পুরুষপ্রবৃত্তি বা অর্থভাবনা না হয় শব্দভাবনার ভাব্য হইল, কিন্তু তাদৃশ স্থলে লিঙাদির শক্তিজ্ঞানরূপ করণ ত আর উপস্থিত নাই, তবে তাহা কি প্রকারে অন্বয়লাভ করিবে ? (কারণ অনুপস্থিতের অন্বয় হইতে পারে না)। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—বিধি শব্দটী শ্রবণের দ্বারাই উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ উহার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ; আর সেই বিধিশব্দের যে পুরুষপ্রবৃত্তিবাচকতা শক্তি তাহাও স্মরণের দ্বারাই উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ বিধিশব্দ শ্রবণ করিলে সেই পদজন্য পদার্থেরও স্মরণ হইয়া থাকে বলিয়া ঐ বাচকতাশক্তিরূপ পদার্থেরও স্মরণ হয়। আর বিধিশব্দ এবং তাহার শক্তিজ্ঞান এই উভয়ের যে বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যের যেজ্ঞান তাহাও মনের দ্বারা (মানসপ্রত্যক্ষ রূপে) উপস্থাপিত হয়। এইরূপ হওয়ায় বিধিশব্দ বাচকশক্তিমৎ রূপে জ্ঞাত অর্থাৎ উপস্থিত হয়। আর "যাহাতে সমর্থ হইবে তাহারই ভাবনা অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিবে" এই প্রকারে বেদের প্রতিটী বাক্যে (অধীত বেদবাক্যে যে পুরুষার্থপর্য্যবসায়িতা বোধিত হয় তাহা) "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"—বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য এই স্বাধ্যায় বিধির তাৎপর্য্যতঃ শব্দার্থাতিরিক্তভাবে উপস্থিত হইলেও শাব্দবোধে ভাসমান অর্থাৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ প্রকার অর্থ উক্ত স্বাধ্যায়বিধিটীর কোন পদেরই অর্থ নহে, অথচ উহা উক্ত বাক্যের শাব্দবোধে ভাসমান হয়, ইহা যেমন হইয়া থাকে এস্থলেও সেইরূপ হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি নামধেয়, কিংবা লিঙ্গবিনিয়োজ্য মন্ত্র। আচার্য্য কুমারিল ইহা উদ্ভিদধিকরণ নামক মীমাংসাদর্শনের

মাচার্য্যৈরুক্তিদধিকরণে "অনুপস্থিতবিশেষণাবিশিষ্টবুদ্ধির্ন ভবতি ন ত্বনভিহিত-বিশেষণা"ইতি।১৮ এবমর্থবাদানামুপস্থিতিঃ শ্রোত্রেণ, প্রাশস্ত্যস্য তু তৈরেব লক্ষণয়া প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথম অধিকরণে বলিয়াছেন, যথা—"অনুপস্থিতবিশেষণা বিশিষ্ট বুদ্ধি হইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া যে অনভিহিতবিশেষণা বিশিষ্ট বুদ্ধি হয় না, তাহা নহে।১৮ [তাৎপর্য্য এই যে, বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞান কারণ হইয়া থাকে। আর সেই যে বিশেষণ তাহা যে শব্দদ্বারা অভিহিতই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই, অভিধায়ক শব্দ শ্রুত না হইলেও যদি অন্য কোন উপায়ে সেই বিশেষণ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় হয় তাহা হইলেও তাহা বিশিষ্টবুদ্ধি জন্মাইবে। কিন্তু তাহা যদি অভিহিতও না হয় এবং অন্য কোন উপায়ে উপস্থিতও না হয় তাহা হইলে বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মাইতে পারিবে না। এখানে প্রশ্ন হইয়াছিল বিধিশব্দশ্রবণ করিলে উক্ত করণাংশবিশিষ্টরূপে শাব্দভাবনাবিষয়ক শাব্দবোধ হয় কিরূপে? কারণ সেই শাব্দবোধে অর্থভাবনারূপ সাধ্য, শক্তিবিশিষ্টরূপে বিধিশব্দের জ্ঞান করণ, প্রবর্ত্তনা এই তিনটী অর্থ, বিশেষ্য বিশেষণভাবাপন্ন হইয়া একটী জ্ঞানের বিষয় হয়। ইহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তনা লিঙ্-অংশের বাচ্য অর্থ; এবং পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থটীও উহার আখ্যাতরূপ অংশের বাচ্য অর্থ। কাজেই বিধিশব্দশ্রবণ করিলে ঐ দুইটী অর্থের বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐ যে শক্তিবিশিষ্টরূপে বিধিশব্দের জ্ঞান যাহাকে করণ বলা হইয়াছে তাহা ঐ বিধিশব্দের কোন অংশেরই বাচ্য কিংবা লাক্ষণিক অর্থ নহে। আর যাহা কোন শব্দের বাচ্য কিংবা লাক্ষণিক অর্থ নহে তাদৃশ অপদার্থ (যাহা পদার্থ—কোনও পদের অর্থ নহে তাহা) শাব্দবোধের বিষয় হয় না। আর শাব্দবোধে ভাসমান না হইলে তাহা হইতে ঐপ্রকার বিশেষণবিশিষ্ট যে শব্দভাবনা বা প্রেরণা তাহা প্রতীত হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ঐপ্রকার প্রেরণা বা শাব্দভাবনা যে বিধিশব্দের অর্থ ইহা বলা যায় না। ইহাই শঙ্কাকারীর অভিপ্রায়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী প্রথমতঃ দেখাইতেছেন, কিরূপে ঐ অর্থগুলি উপস্থিত হয় অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়। "যজেত" ইত্যাদি বিধিশব্দ হইতে তাহার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়; আর পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধ যাহার জানা আছে শব্দ শ্রবণ করিবার পর সেই পদের অর্থও তাহার মনে পড়ে অর্থাৎ স্মরণ হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞাত আছে যে, 'গো'শব্দ বলিতে গলকম্বলাদি বিশিষ্ট প্রাণী অভিহিত হয়, 'গো'শব্দ শ্রবণ করিলে তাদৃশ প্রাণিবিশেষরূপ অর্থও তাহার স্মরণপথে ভাসমান হয়। কাজেই তাহা স্মরণাত্মক জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং বিধিশব্দ শ্রবণের পর বিধিশব্দের আখ্যাতাংশের অর্থ যে পুরুষপ্রবৃত্তি (অর্থভাবনা) তাহা তাহার স্মরণ হয়; সুতরাং উহা তৎকালে স্মরণাত্মক জ্ঞানের বিষয় হয়। আর ইহা পদশ্রবণজন্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া এখানে পুরুষপ্রবৃত্তিটী পদার্থরূপেই উপস্থিত হইয়া থাকে। এখন বাকি থাকিল ঐ করণাংশের উপস্থিতি। শক্তিবিশিষ্ট বিধিশব্দের জ্ঞানই করণ। তথাপি যেখানে বিশেষ্যের প্রত্যক্ষ হয়, বিশেষণেরও জ্ঞান থাকে অথচ বাধনিশ্চয়রূপ কোন প্রতিবন্ধও নাই তথায় সেই বিশেষ্য ও বিশেষণের যে বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ তাহারও মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উহা অবশ্য এখানে কোনও পদের অর্থ নহে; ইহাকেই "পুরুষ-প্রবৃত্তিবাচকশক্তিমত্তয়া" বিধিশব্দের জ্ঞান বলা হইয়াছে। আর উহাই এস্থলে করণ।

তদুভয়নিষ্ঠজ্ঞাততায়াস্তু মনঃসত্যর্থবাদৈঃ প্রশস্তত্বেন জ্ঞাত্বেতীতিকর্ত্তব্যতাংশান্বয়োঽপ্যুপপন্ন এব।১৯ ননু কিং প্রাশস্ত্যং, ন তাবৎ ফলসাধনত্বং তস্য যাগেন ভাবয়েৎ

সুতরাং ঐ তিনটী অর্থ বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন হইয়া শব্দভাবনা বা প্রেরণা বোধ করায়। এস্থলে যদিও বাচকশক্তিমত্তারূপে বিধিশব্দের জ্ঞানরূপ ঐ যে করণ উহা কোন পদার্থ নহে তথাপি উহা তাৎপর্য্যবশতঃ শাব্দবোধে ভাসমান হইয়া থাকে। কারণ বিশিষ্টজ্ঞানাত্মক শাব্দবোধে বিশেষণের উপস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞানই আবশ্যক; তাহা যে শব্দের দ্বারা অভিহিতরূপেই জানিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। যেহেতু তাহা হইলে 'জলানয়নের জন্য একটী কলস আন' এই কথা শুনিয়া আদিষ্ট ব্যক্তির যে ছিদ্রবিহীন কলস আনিবার জ্ঞান হয় ইহা শাব্দবোধ; ইহা কিন্তু হইতে পারিত না। কারণ এখানে ঐ 'ছিদ্রবিহীন'রূপ অর্থটী কোনও শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় নাই; কিন্তু তাহা তাৎপর্য্যবশতই উপস্থিত (জ্ঞানগোচর) হইয়া থাকে। এইরূপ, স্বাধ্যায়বিধিদ্বারা বেদের প্রত্যেকটী বাক্যের যে পুরুষার্থপর্য্যবসায়িতাবোধ হয় তাহা হইতে পারিত না। কারণ ঐ পুরুষার্থপর্য্যবসায়িতারূপ অর্থটীও কোনও শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় না। এইরূপ, "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিদেবতার উপস্থান (পূজা) করিবে—এই প্রকারে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ, ঐ অগ্নি-উপস্থান কর্ম্মে মন্ত্রের যে উপস্থিতি তাহাও কোন শব্দের দ্বারা বোধিত হয় না, কিন্তু তাহা তাৎপর্য্যবশতই শাব্দবোধে ভাসমান হয়। এইরূপ 'জ্যোতিষ্টোমাদি' নামধেয় কোনও পদের অর্থ নহে; কিন্তু উহা শব্দমাত্র। 'যাহা অপদার্থ (কোনও পদের অর্থ নহে) তাহা শাব্দবোধের বিষয় হয় না এই নিয়ম স্বীকার করিলে ঐ 'জ্যোতিষ্টোমা'দি নামধেয়ও শাব্দবোধে ভাসমান হইতে পারিত না। আর তাহা হইলে সকল যাগই নামধেয়বিহীন নির্ব্বিশেষাত্মক হওয়ায় অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইয়া পড়িত। এই জন্যই বলা হইয়াছে "অনুপস্থিতবিশেষণাবিশিষ্টবুদ্ধির্ন ভবতি ন ত্বনভিহিতবিশেষণা"। বিধিশব্দবাচ্য যে শব্দভাবনা তাহাতে উক্ত করণাংশের অন্বয় হইতে কোনও বাধা নাই।] ১৮ এইরূপ শ্রোত্রের দ্বারা অর্থবাদ সকলের উপস্থিতি হয়, সেই অর্থবাদ সকলের দ্বারাই লক্ষণাসহকারে প্রাশস্ত্যের উপস্থিতি হইয়া থাকে অর্থাৎ অর্থবাদবাক্য শ্রবণের পর লক্ষণাসাহায্যে অর্থবাদজ্ঞাপ্য প্রাশস্ত্যবোধ জন্মে, কেন না বিধির প্রাশস্ত্যই অর্থবাদ সকলের লাক্ষণিক অর্থ। আর সেই অর্থবাদ এবং তদ্‌জ্ঞাপ্য যে প্রাশস্ত্য এই দুইটী-বিষয়ক যে জ্ঞাততা তাহা মনের দ্বারা উপস্থিত হয়। "এই প্রকারে অর্থবাদ সকলের দ্বারা প্রশস্ত বলিয়া জানিয়া" এই ইতিকর্ত্তব্যতাঅংশের অন্বয়ও উপপন্ন (সঙ্গত) হয়। (সুতরাং শব্দ- ভাবনায় কি প্রকারে "কিং, কেন ও ও কথং" অর্থাৎ কাহাকে ভাবনা করিতে হইবে, কাহার দ্বারা ভাবনা করিতে হইবে এবং কি প্রকারে ভাবনা করিতে হইবে—এই কর্ম্ম, করণ ও ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অংশত্রয়ের নির্ব্বাধে পরস্পর অন্বয় হইয়া থাকে)। ১৯ [তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব সন্দর্ভে করণাংশের অন্বয় দেখান হইয়াছে; এক্ষণে ইতিকর্ত্তব্যতাংশের অন্বয় দেখাইতেছেন। শব্দভাবনা—সাধ্য, সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা এই তিনটী অংশবিশিষ্ট। যেহেতু বিধি হইতে ঐ অংশত্রয়যুক্ত শাব্দভাবনার বোধ হয়। এই জন্য "যজেত" বলিলে "বিধিনিষ্ঠাপুরুষপ্রবৃত্তিভাবকা শক্তিবিশিষ্ট বিধিশব্দজ্ঞানকরণিকা স্তুত্যর্থবাদোপকৃতা

স্বর্গমিত্যর্থভাবনান্বয়বশেন বিধিবাক্যাদেব লব্ধত্বাৎ। নান্যৎ, প্রবৃত্তাবনুপযোগাৎ। উচ্যতে—বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বং প্রাশস্ত্যম্। তচ্চ নেষ্টহেতুত্বজ্ঞানাল্লভ্যতে, ইষ্টহেতাবপি কলঞ্জভক্ষণাদাবনিষ্টহেতুত্বস্যাপি দর্শনাৎ। বিহিতশ্যেনফলস্য চ শত্রুবধস্যানিষ্টানুবন্ধিত্বং প্রবর্ত্তনা" এই প্রকার শব্দভাবনার বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে অর্থভাবনারূপ ভাব্য (সাধ্য), শক্তিমত্তারূপে বিধিশব্দের জ্ঞান করণ এবং অর্থবাদ ইতিকর্ত্তব্যতারূপে অন্বিত হয়। তন্মধ্যে ১৮ সংখ্যক সন্দর্ভে ভাব্য (সাধ্য) যে পুরুষপ্রবৃত্তি এবং করণ যে বাচকশক্তিমত্তারূপে বিধিশব্দজ্ঞান তাহার অন্বয় কিরূপে সম্ভব হয় তাহা দেখান হইয়াছে। এক্ষণে অর্থবাদরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাংশ কিভাবে অন্বিত হয় তাহাই দেখাইতেছেন। মীমাংসকগণ বাক্যার্থে লক্ষণা স্বীকার করেন। একারণে অর্থবাদ বাক্যের লাক্ষণিক অর্থ হইতেছে বিধেয় কর্ম্মটীর প্রাশস্ত্য বা প্রশস্ততা অর্থাৎ ঐ কর্ম্মটী যে প্রশস্ত তাহা জ্ঞাপন করা। সেই অর্থবাদ শ্রবণ, অর্থবাদের লাক্ষণিক অর্থ যে প্রশস্ততা তাহা স্মরণ এবং ঐ শব্দ ও অর্থের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকতারূপ বৈশিষ্ট্যজ্ঞান হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাব্দবোধে ভাসমান হইয়া থাকে। কাজেই ইহাদের সমষ্টি হইতে শব্দভাবনার জ্ঞান জন্মিতে কোন বাধা নাই।] ১৯ আচ্ছা, এই প্রাশস্ত্যটী কি? ফলসাধনত্বই যে প্রাশস্ত্য তাহা বলা চলে না; কারণ "যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ" এই প্রকারে অর্থভাবনায় অন্বয়বশতঃ সেই ফলসাধনত্বটী বিধিবাক্য হইতেই লব্ধ হইয়া গিয়াছে। [বিধিবাক্যের অন্বয় করিতে হইলে ফলভাবনার প্রতি যাগটী করণরূপেই অন্বিত হইয়া থাকে। এই কারণে তাহার করণাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কাজেই ফলসাধনত্বই যে অর্থবাদজ্ঞাপ্য প্রাশস্ত্য তাহা বলা চলে না।] আর প্রাশস্ত্য বলিতে যে অন্য কিছু বুঝাইবে তাহাও হইতে পারে না; কারণ, অন্য কিছুই আর পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ অর্থ-ভাবনার উপযোগী নহে। (সুতরাং প্রাশস্ত্যের স্বরূপ অনবধারিত হওয়ায় তাহার দ্বারা যে শব্দ ভাবনার ইতিকর্ত্তব্যতাংশের পূরণ হইবে তাহা হইতে পারে না, ইহাই শঙ্কাকারীর অভিপ্রায়)। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—। বলবৎঅনিষ্টের অননুবন্ধিত্বই প্রাশস্ত্য। যাহা প্রবল অনিষ্টের অনুবন্ধী (সাধন) নহে তাহাই প্রশস্ত, আর তাহার ধর্ম্ম বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব; তাহাই প্রাশস্ত্য। সেই যে প্রাশস্ত্য তাহা ইষ্টহেতুত্ব জ্ঞান হইতে লব্ধ হয় না। [অর্থাৎ বিধেয়ের ইষ্টসাধনতা জ্ঞান হইলেই যখন প্রবৃত্তি হইতে পারে, আর সেই ইষ্টসাধনতাও যখন বিধিশব্দের অর্থ তখন আর অর্থবাদজ্ঞাপ্য প্রাশাস্ত্যের প্রয়োজন কি, এরূপ বলা চলে না; কারণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ প্রাশস্ত্যের বোধ হয় না। অর্থাৎ যাহা ইষ্টসাধন—ইষ্ট অভিলষিত ফলের সাধন বা করণ তাহা হইতে যে প্রবল অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে না, এরূপ বলা চলে না। তাহা ইষ্ট সাধন করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ (প্রবল) অনিষ্ট ও উৎপাদন করিতে পারে।] যেহেতু কলঞ্জভক্ষণাদিরূপ যে ইষ্টহেতু তাহাতেও প্রবল অনিষ্টহেতুত্ব দেখিতে পাওয়া যায় [অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে কলঞ্জভক্ষণে কোন অনিষ্ট নাই প্রত্যুত তাহা ক্ষুন্নিবৃত্তিকারক এবং রসনাতৃপ্তিসাধক বলিয়া ইষ্টহেতুই হইয়া থাকে। অথচ শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে তাহাকে প্রবল অনিষ্টহেতুই বলা হয়, কেননা কলঞ্জভক্ষণ নিষিদ্ধ। আর যাহা নিষিদ্ধ তাহা করিলে তাহা হইতে নরকাদি রূপ বলবৎ অনিষ্ট ঘটে।] আবার শ্যেনযাগ বিহিত; কাজেই তাহা

দৃষ্টম্। অতো যাবৎ সাধনস্য ফলস্য চানিষ্টাহেতুত্বং নোচ্যতে তাবদিষ্টহেতুত্বেন জ্ঞাতেঽপি তত্র পুরুষো ন প্রবর্ত্ততে। অতএবোক্তং "ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যত॥" ইতি। অতঃ স্বতঃ ফলতো বানর্থাননুবন্ধিত্বরূপপ্রাশস্ত্যবোধনেনার্থবাদা বিধিশক্তিমুত্তম্ভয়ন্তি।২০ ক উত্তম্ভঃ। স্বতঃ ফলতো বানর্থানুবন্ধিত্বশঙ্কায়াঃ প্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধিকায়া বিগমঃ। ইদমেব চ বিধেঃ প্রবৃত্তিজননে সাহায্যমর্থবাদৈঃ ক্রিয়ত ইতি বিধিরর্থবাদসাকাঙ্ক্ষঃ। এবমর্থবাদা অপ্যভিধয়া গৌণ্যা বা বৃত্ত্যা ভূতমর্থং বদন্তোঽপি স্বাধ্যায়বিধ্যাপাদিতপ্রয়োজনবত্ত্বলাভায় বিধিসাকাঙ্ক্ষাঃ।২১

ইষ্টসাধন হইলেও শত্রুবধরূপ তাহার যে ফল তাহার অনিষ্টানুবন্ধিত্বই দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ফল অবিধেয় বলিয়া এবং শ্যেনফল শত্রুবধ হিংসাত্মক হওয়ায় নিষিদ্ধ বলিয়া শ্যেনযাগ বিহিত হইলেও তাহার ফল অনিষ্টজনক। এই কারণে যতক্ষণ না সাধন এবং ফল উভয়েরই অনিষ্টাহেতুত্ব বলা হয় অর্থাৎ সাধনটীও অনর্থের হেতু নহে এবং ফলটীও অনিষ্টের হেতু নহে, ইহা যতক্ষণ না বলা হয় ততক্ষণ বিধেয় বস্তুটীর ইষ্টহেতুত্ব জ্ঞাত হইলেও (বিধেয় পদার্থটী ইষ্ট বস্তু লাভের হেতু বা উপায়, ইহা জানা থাকিলেও) লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই কথিত আছে—"যে কর্ম্ম ফলের দ্বারাও অনর্থ সংযুক্ত হয় না অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলও অনিষ্টজনক হয় না তাহা কেবল প্রীতিরই কারণ হয় বলিয়া তাহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।" এই কারণে অর্থবাদ সকল, বিধেয় কর্ম্মের স্বতঃ এবং ফলতঃ অনর্থাননুবন্ধিত্বরূপ প্রাশস্ত্যজ্ঞান জন্মাইয়া বিধিশক্তিকে উত্তম্ভিত করিয়া থাকে।২০ [অর্থাৎ যে কর্ম্মটীর সম্বন্ধে অর্থবাদ থাকে সেই কর্ম্মটীর ফলে কোন অনিষ্ট হইবে না, কিংবা সেই ফল হইতেও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। সুতরাং কর্ম্মটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্টের কারণ নহে এবং পরম্পরা সম্বন্ধেও অনিষ্টের হেতু নহে। ইহাই অর্থজ্ঞাপ্য প্রাশস্ত্যের তাৎপর্য্য। ইহার ফলে সেই কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তির উত্তম্ভ (উত্তেজনা বা উৎসাহযুক্ততা হইয়া থাকে।) উত্তম্ভ বলিতে কি বুঝায়? (উত্তর—) ইহা স্বতঃ অনর্থানুবন্ধী কিংবা ফলের দ্বারা অনর্থানুবন্ধী এই প্রকারের যে স্বতঃ বা ফলতঃ অনর্থানুবন্ধিত্বশঙ্কা যাহা পুরুষপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক তাহার যে বিগম অর্থাৎ তাদৃশ শঙ্কা না হওয়া, তাহাই উত্তম্ভ। অর্থবাদ সকল পুরুষপ্রবৃত্তি উৎপাদন বিষয়ে শব্দভাবনারূপ বিধির এইরূপই সাহায্য করিয়া থাকে, এই জন্য বিধি অর্থবাদসাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ এইরূপেই বিধিশব্দ অর্থবাদের সহিত অন্বয়াকাঙ্ক্ষা রাখে। আবার অর্থবাদসকলও অভিধা বৃত্তিতেই হউক অথবা গৌণীবৃত্তিতেই হউক ভূতার্থ অর্থাৎ সিদ্ধ অক্রিয়ার্থক অবিধেয় বস্তুর নির্দ্দেশ করিলেও স্বাধ্যায় বিধির দ্বারা যে প্রয়োজনবত্ত্ব আপাদিত (বিজ্ঞাপিত) হইয়াছে সেই প্রয়োজনবত্ত্বলাভের জন্য অর্থবাদসকল বিধিসাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে।২১ [অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত ত্রৈবর্ণিককে লক্ষ্য করিয়াই "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ"—"বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য" এই বিধিটী প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর নিষ্ফল বিধি হইতে পারে না বলিয়া ঐ বিধিবাক্যের দ্বারা ইহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে অধ্যেয় বেদের সমস্ত ভাগই প্রয়োজনবিশিষ্ট পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী অর্থাৎ সমগ্র বেদভাগের মধ্যে যাহা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয়ই প্রয়োজনবৎ সফল হইয়া পুরুষার্থ সাধন করিয়া থাকে। আবার ক্রিয়ার দ্বারাই প্রয়োজন সাধিত হয় বলিয়া যাহা ক্রিয়ার্থক তাহাই পুরুষার্থ

সোঽয়ং নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ সম্প্রয়োগঃ। যথৈকস্য দগ্ধস্যরথস্য জীবদ্ভিরশ্বৈরন্যস্য বিদ্যমানস্য রথস্যাবিদ্যমানাশ্বস্য সম্প্রয়োগঃ পরস্পরস্যার্থবত্ত্বায়, তথার্থবাদানাং প্রয়োজনাংশো বিধিনা পূর্য্যতে, বিধেশ্চ শব্দভাবনায়া ইতিকর্ত্তব্যতাংশোঽর্থবাদৈরিতি। তদিদমুভয়োঃ শ্রবণে পূর্ণমেব বাক্যম্। একস্য শ্রবণে ত্বন্যস্য কল্পনয়া পূরণীয়ম্। যথা "বসন্তায়

পর্য্যবসায়ী হইয়া থাকে, যাহা অক্রিয়াত্মক সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক, যাহা কোন ক্রিয়াপ্রতিপাদন না করিয়া বস্তুর স্বরূপ মাত্র কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না। বেদের অর্থবাদ সকল ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, কিন্তু উহারা সিদ্ধবস্তুর স্বরূপ প্রতিপাদক। তাহাই যদি হয় তবে অর্থবাদ সকল অনর্থক হইয়া পড়ে, কেন না উহাদের দ্বারা কোন পুরুষার্থ প্রতিপাদিত হয় না। ইহাই মীমাংসা দর্শনের "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা দানর্থক্যম্ অতদর্থানাম্"—সমস্ত আম্নায় অর্থাৎ বেদই ক্রিয়া প্রতিপাদক হইয়া পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী হয় বলিয়া ক্রিয়ার্থক; সুতরাং "বেদের যে সমস্ত অংশ ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে সেইগুলি অপুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হওয়ায় অনর্থক" এইরূপে এই সূত্রে বেদের অর্থবাদ অংশ সকলের অপুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্ব বিধায় আনর্থক্যের আশঙ্কা করা হইয়াছে। অথচ "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" এই বিধি হইতে জানা যায় যে সমগ্র বেদভাগই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। তাহা হইলে অর্থবাদ সকলের কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে অর্থবাদ সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষার্থ প্রতিপাদক না হইলেও বিধিবাক্যের সহিত অন্বিত হইয়া পরম্পরা সম্বন্ধে পুরুষার্থের সাধক। স্বাধ্যায়বিধির দ্বারা জানা যায় যে সমগ্রবেদভাগই পুরুষাথ পর্য্যবসায়ী; কিন্তু তাহা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইবে এমন কোন অর্থ উহা হইতে প্রতীয় হয় না। সুতরাং অর্থবাদ বিধি বাক্যের সহিত অন্বিত হইয়া ঐ অর্থবাদ সকল যদি পুরুষার্থ প্রতিপাদন করে তাহা হইলেও কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। আর বিধিবাক্য সকলও অর্থবাদ সাকাঙ্ক্ষ, কেন না তাহা না হইলে প্রবৃত্তি প্রতিবন্ধিকা আশঙ্কার অপনোদন হয় না বলিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং বিধিবাক্য সকল প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত অর্থবাদ সাকাঙ্ক্ষ আবার অর্থবাদ সকল স্বীয় পুরুষার্থ পর্য্যবসায়িত্বরূপ প্রয়োজনবত্ত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য বিধি সাকাঙ্ক্ষ—ইহাই মীমাংসকগণের অনবদ্য সিদ্ধান্ত]২১ পরস্পরসাপেক্ষ বিধি ও অর্থবাদের এই যে সম্প্রয়োগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ইহা নষ্টাশ্বদগ্ধরথের ন্যায় বুঝিতে হইবে। যেমন একটী দগ্ধ রথের বিদ্যমান অশ্বগুলির দ্বারা যাহার অশ্ব বিদ্যমান নাই তাদৃশ অন্য একটী রথের যে সম্প্রয়োগ অর্থাৎ সম্বন্ধ বা মিলন তাহা পরস্পরের অর্থবত্ত্বেরই কারণ হয় অর্থাৎ তাহার দ্বারা উভয়েরই সার্থকতা হইয়া থাকে সেইরূপ অর্থবাদ সকলের অপেক্ষিত প্রয়োজনাংশ বিধির দ্বারা পূরিত হয় আবার বিধির শব্দভাবনার অপেক্ষিত যে ইতিকর্ত্তব্যতাভাগ তাহা অর্থবাদের দ্বারা চরিতার্থ হইয়া থাকে। এই প্রকারে উভয়ের অর্থাৎ বিধি এবং অর্থবাদের শ্রবণেই বাক্য পূর্ণ অর্থাৎ নিরাকাঙ্ক্ষ হয় কিন্তু একটীর শ্রবণ হইলে অন্যটীর দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র বিধি শব্দ পঠিত থাকিলে অর্থবাদের সাহায্য লইয়া এবং অর্থবাদ উল্লিখিত হইলে বিধিশব্দের সাহায্য লইয়া বাক্যার্থ পূর্ণ করিতে হয়। "বসন্তায় কপিঞ্জলান্

কপিঞ্জলানালভেত”ইতি বিধাবর্থবাদাংশোঽশ্রুতোঽপি কল্প্যতে। “প্রতিতিষ্ঠন্তি হবা য এতা রাত্রীরূপযন্তী”ত্যাদ্যর্থবাদে বিধ্যংশঃ। তথা চ সূত্রং “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎস্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যু”রিতি (মীঃ দঃ ১।২।৭)। বিধিনা স্তুতিসাকাঙ্ক্ষেণ প্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষাণামর্থবাদানামেকবাক্যত্বাদ্বিধীনাং বিধেয়ানাং স্তুত্যর্থেন স্তুতিপ্রয়োজনেন স্তুতিরূপেণ প্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষেণ লাক্ষণিকেনার্থেন বা আনর্থক্যাভাবাদর্থবাদা ধর্ম্মে প্রমাণানি স্যুরিতি তস্যার্থঃ।২২ ননু “য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্তএব চামীষামর্থা” ইতি ন্যায়াদ্বিধিশব্দস্য লোকে যত্র শক্তির্গৃহীতা বেদেঽপি তদর্থকেনৈব তেন ভবিতব্যম্ লোকে চ প্রেষণাদৌ পুরুষধর্ম্মবাচিত্বং কৢপ্তমিতি বেদে শব্দভাবনাবাচিত্বং কথমুপপদ্যতে। উচ্যতে—লোকবেদয়োরৈকরূপ্যমেব। তথাহি, লোকে প্রেষণাদিকং ন তেন তেন রূপেণ বিধিপদবাচ্যম্ অননুগমেন নানার্থত্বপ্রসঙ্গাত্তদ্বদেব

আলভেত” ইত্যাদি বিধি স্থলে কোন অর্থবাদ না থাকিলেও তাহা কল্পনা করিয়া লওয়া হয়; আবার “প্রতিতিষ্ঠন্তি হবৈ য এতা রাত্রী রুপয়ন্তি” ইত্যাদি অর্থবাদের স্থলে বিধি অংশ অশ্রুত হইলেও তাহার কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। এ সম্বন্ধে মীমাংসাদর্শনে এইরূপ একটী সূত্র আছে, “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধিনাং স্যুঃ।” বিধিনা অর্থাৎ স্তুতিসাকাঙ্ক্ষ বিধির সহিত প্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষ অর্থবাদ সকলের একবাক্যত্বাৎ অর্থাৎ একবাক্যতাহেতু বিধীনাম্ অর্থাৎ বিধেয়পদার্থ সকলের স্তুত্যর্থেন অর্থাৎ স্তুতিরূপ প্রয়োজনহেতু অথবা স্তুতিরূপে প্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষ লাক্ষণিক অর্থবশতঃ তাহাদের আনর্থক্য হইতে পারে না বলিয়া অর্থবাদ সকলও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ হইয়া থাকে ইহাই উক্ত সূত্রের অর্থ।২২ এস্থলে এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, যেগুলি লৌকিক শব্দ সেইগুলিই বৈদিক শব্দ এবং তাহাই তাহাদের অর্থ অর্থাৎ লৌকিক বৈদিকভেদে শব্দের কোন পার্থক্য নাই এবং অর্থেরও কোন বিভিন্নতা নাই এই নিয়মানুসারে লোকে অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যবহারে বিধিশব্দের যাহাতে শক্তি গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ বৃদ্ধব্যবহারে বিধিশব্দের যেরূপ অর্থ চলিয়া আসিতেছে বৈদিক ব্যবহারেও বিধিশব্দের সেই অর্থেই শক্তিগ্রহ হওয়া উচিত। আর লোক—ব্যবহারে বিধিশব্দের প্রেষণাদি স্থলে পুরুষধর্ম্মবাচিত্বই ক্লপ্ত রহিয়াছে, এই কারণে বেদে কি প্রকারে সেই বিধিশব্দের শব্দভাবনাবাচিত্ব স্বীকার করা সঙ্গত হয়? অভিপ্রায় এই যে ‘পাক কর’ ইত্যাদি লৌকিক বিধি স্থলে আজ্ঞাদি পুরুষাভিপ্রায়রূপ পুরুষগত ধর্ম্ম বিশেষই বিধিশব্দের শক্য অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়, আর বৈদিক বিধি স্থলে তাহা স্বীকার না করিয়া বিধিশব্দের শব্দভাবনারূপ শব্দধর্ম্মবিশেষই শক্য অর্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা হইতেছে। এরূপ করিলে “য এব লৌকিকাস্ত এব বৈদিকা স্ত এব চামীষামর্থাঃ” এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে ইহাই আশঙ্কাকারীর বক্তব্য। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে; লৌকিক এবং বৈদিক উভয়স্থলেই বিধিশব্দের ঐকরূপ্য অর্থাৎ একরূপতাই হইবে। যেমন, লৌকিকস্থলে আজ্ঞা, যাচ্ঞা, অনুজ্ঞা গুলিকে ইহাদের এই স্ব স্ব রূপে অর্থাৎ আজ্ঞাত্ব, যাচ্ঞাত্ব বিধিপদের বাচ্য বলা যায় না, যেহেতু তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে কোন অনুগম অর্থাৎ সাধারণতা

ভাবনাবাচিত্বোপপত্তেশ্চ। কিন্তু প্রেষণাধ্যেষণানুজ্ঞাস্বস্তি প্রবর্ত্তনাত্বমেকং, তচ্চ শব্দব্যাপারেঽপি তুল্যমিতি তদেব লিঙাদিপদবাচ্যম্। তচ্চ লৌকিকশব্দে নাস্ত্যেব। তত্র রাজাদীনামেব প্রবর্ত্তকত্বাৎ। প্রবর্ত্তকব্যাপার এব হি প্রবর্ত্তনা। প্রবর্ত্তকত্বং চ রাজাদেরিব বেদস্যাপ্যনুভবসিদ্ধম্।২৩ ননু বেদেঽপি প্রবর্ত্তনাবানীশ্বরঃ কল্প্যতাং

থাকে না; আর তাহা হইলে একই শব্দের নানার্থত্বরূপ দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ঠিক ঐ প্রকারেই বিধিশব্দের ভাবনাবাচিত্বও ত সঙ্গত হইতে পারে। এই সমস্ত কারণে বলিতে হয় যে লৌকিক ব্যবহারেও প্রেষণা, অধ্যেষণা (যাচ্ঞা), এবং অনুজ্ঞা প্রভৃতি স্থলেও একটী প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্ম রহিয়াছে। আর সেই যে প্রবর্ত্তনাত্ব তাহা শব্দব্যাপারেও তুল্যরূপেই রহিয়াছে অর্থাৎ বৈদিক বিধিতেও সেই প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটী বিদ্যমান রহিয়াছে। আর তাহাই অর্থাৎ সেই প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটীই লিঙাদিরূপ বিধিপদের বাচ্য হইতেছে। (কিন্তু পার্থক্য এই যে) ঐ প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটী লৌকিক শব্দে থাকে না অর্থাৎ লৌকিক বিধিস্থলে ঐ প্রবর্ত্তনাত্ব থাকিলেও উহা লৌকিক শব্দের ধর্ম্ম নহে। যেহেতু লৌকিক বিধির স্থলে রাজা প্রভৃতি নিযোক্তারই প্রবর্ত্তকত্ব হইয়া থাকে। আর প্রবর্ত্তকের ব্যাপারই প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে বলিয়া লৌকিক বিধিস্থলে প্রবর্ত্তনাত্ব থাকিলেও তাহা লৌকিক শব্দের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু প্রবর্ত্তক রাজাদিরই ধর্ম্ম। আর রাজাদির ন্যায় বেদেরও প্রবর্ত্তকত্ব অনুভবসিদ্ধ অর্থাৎ লৌকিক বিধির স্থলে যেমন রাজা প্রভৃতি আদেশ কর্ত্তারই প্রবর্ত্তকত্ব অনুভূত হইয়া থাকে বৈদিক স্থলেও তেমনি তাহা শব্দনিষ্ঠ বলিয়া অনুভবসিদ্ধ হইয়া থাকে। কাজেই ইহার অপলাপ করা যায় না।২৩

তাৎপর্য্যঃ—মীমাংসকগণ বৈদিক বিধিশব্দের শব্দভাবনাবাচিত্বরূপ যে অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা অলৌকিক অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় গ্রহণীয় নহে এই প্রকার অভিপ্রায় লইয়া আশঙ্কাকারী "ননু" ইত্যাদি সন্দর্ভে প্রশ্ন করিতেছে। শব্দের অর্থ লৌকিকস্থলেই কি আর বৈদিকস্থলেই কি সর্ব্বত্রই একরূপ। তাহা না স্বীকার করিলে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপতাহেতু শব্দের অর্থবোধ হইতে পারে না। এইজন্যই "য এব লৌকিকাঃ তে এব বৈদিকাঃ তে এব চ অমীষাম্ অর্থাঃ" এই নিয়মটী স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিধিশব্দের বেলায় মীমাংসকগণ ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেছেন, কেন না, লৌকিক বিধিস্থলে তাহার অর্থ আজ্ঞাদিরূপ পুরুষধর্ম্মবিশেষ কল্পিত হয় আর বৈদিক বিধি স্থলে তাহা কল্পনা করিবার উপায় নাই বলিয়া তথায় বিধিপদের শব্দভাবনারূপ শব্দধর্ম্মবিশেষই বাচ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহা কিন্তু উচিত নহে। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে বিধিশব্দের শব্দভাবনারূপ অর্থ স্বীকার করিলে লৌকিক ও বৈদিক স্থলে যে শব্দের বিভিন্নার্থকতা হইয়া যাইবে তাহা নহে, কিন্তু উহার একার্থকতাই থাকিবে। যেহেতু লৌকিক স্থলেই কি আর বৈদিক স্থলেই কি সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তনাই বিধিশব্দের অর্থ। তাহা না বলিলে লৌকিক স্থলেও বিধিশব্দের অর্থ নির্দ্দোষ হইবে না। কারণ লৌকিক স্থলেও বিধিশব্দ হইতে আজ্ঞা, যাচ্ঞা, অনুজ্ঞা প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে বলিয়া উহাদের প্রত্যেকটীকেই আজ্ঞাত্ব, যাচ্ঞাত্ব এবং অনুজ্ঞাত্বরূপে বিধিশব্দের বাচ্য বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ হইলে একই শব্দের নানাপ্রকার অর্থে শক্তি স্বীকার করিতে হয়; ইহা কিন্তু পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের

লোকে রাজাদিবৎ। তদুক্তং বিধিরেব তাবদ্গর্ভ ইব শ্রুতিকুমার্য্যাঃ পুংযোগে মানমিতি। ন, বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বাৎ। ন হি বেদস্য কর্ত্তা পুরুষো লোকে বেদে বা প্রসিদ্ধঃ। তৎকল্পনে চ তজ্‌জ্ঞানপ্রামাণ্যাপেক্ষয়া বেদপ্রামাণ্যে নিরপেক্ষত্বেন স্থিতং স্বতঃ প্রামাণ্যং ভগ্নং স্যাৎ। বুদ্ধবাক্যেঽপি প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাচ্চ। ঈশ্বরবচনত্বে

মতে শব্দের নানার্থকতা একটী দোষ। আর সম্ভব হইলে দোষযুক্ত পক্ষ স্বীকার করা উচিত নহে। আর যদিই বা লৌকিক স্থলে ঐ প্রকারে বিধিশব্দের আজ্ঞাত্ব, যাচ্‌ঞাত্ব এবং অনুজ্ঞাত্বরূপ বিভিন্নার্থকতা তোমার স্বীকার্য্য হয় তাহা হইলে বলিব যে এইখানেই থামিবে কেন ? বৈদিক স্থলেও না হয় শব্দভাবনাত্বরূপ আর একটী অর্থ স্বীকার করা যাউক না, ইহাতে তোমার অসহিষ্ণুতা কি ? আর যদি বল যে আজ্ঞা, যাচ্‌ঞা এবং অনুজ্ঞা ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটী অনুগত রহিয়াছে তাহাই বিধিপদের অর্থ, তাহা হইলে আমিও বলিব যে বৈদিক বিধির স্থলেও ঐ প্রবর্ত্তনা সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে ; আর তাহাই বিধিশব্দের অর্থ। সুতরাং আর লোকবেদবৈরূপ্য হইতে পারিল না, লৌকিক স্থলে বিধিশব্দের যাহা অর্থ বৈদিক স্থলেও তাহার তাহাই অর্থ। তবে পার্থক্য এই যে লৌকিক স্থলে প্রবর্ত্তনাকে শব্দধর্ম্ম বলা হয় না, যেহেতু প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তকেরই ব্যাপার বিশেষ ; আর লৌকিক স্থলে, রাজা, প্রভু প্রভৃতি ব্যক্তিরাই প্রবর্ত্তক অর্থাৎ আদেশকর্ত্তা হইয়া থাকে বলিয়া উহা তাহাদেরই ধর্ম্ম, অর্থাৎ পুরুষেরই অভিপ্রায়রূপ ধর্ম্ম। কিন্তু বৈদিক বিধিস্থলে উহাকে পুরুষের ধর্ম্ম বলা যায় না, কারণ বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া বেদবচনের মূলে অভিপ্রায়াদিরূপ কোন পুরুষগত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আবার বৈদিক বিধির প্রবর্ত্তকত্বও রহিয়াছে, যেহেতু বিধিশব্দ শুনিয়াই লোকে বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং জিজ্ঞাসা করিলেও বলে যে বিধিপ্রেরিত হইয়াই আমি কর্ম্ম করিতেছি। সুতরাং এস্থলে বিধিশব্দের প্রবর্ত্তকত্ব প্রত্যক্ষানুভুত হওয়ায় এবং বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া কোন পুরুষের সম্বন্ধ তাহাতে উৎপ্রেক্ষণীয় হইতে পারে না বলিয়া ইহা স্বীকার করিতে হয় যে বৈদিক বিধিস্থলে এই যে প্রবর্ত্তকত্ব উহা ঐ বৈদিক শব্দেরই ধর্ম্ম। আর উহা লিঙাদিরূপ বৈদিক শব্দেরই ব্যাপাররূপ ধর্ম্ম হওয়ায় উহাকে শাব্দী ভাবনা বা শব্দভাবনা এই নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু লৌকিক বিধির স্থলেও যেমন প্রবর্ত্তনাত্ব থাকে বৌদকবিধি স্থলেও শব্দভাবনার মধ্যেও সেই প্রবর্ত্তনাত্ব রহিয়াছে বলিয়া এবং প্রবর্ত্তনাত্বই বিধিশব্দের শক্য অর্থ বলিয়া লৌকিক ও বৈদিক স্থলে অর্থের কোন বৈরূপ্য অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকারতা হইল না, কিন্তু উভয়স্থলেই অর্থের ঐকরূপ্য অর্থাৎ একরূপতাত্ব রহিয়াছে।]২৩

আচ্ছা, লৌকিক স্থলে যেমন রাজা প্রভৃতি আদেশকারী আছে সেইরূপ বেদেও প্রবর্ত্তনাবান্ অর্থাৎ আদেশকর্ত্তা ঈশ্বরের কল্পনা করা হউক না কেন ; এই কারণে এই প্রকার উক্তিও রহিয়াছে, "কুমারীর অর্থাৎ অবিবাহিত নারীর গর্ভ, যেমন তাহার পুরুষ সংসর্গের প্রমাণ সেইরূপ বিধিই শ্রুতি (বেদ)-রূপ কুমারীর একজন কর্ত্তৃপুরুষ সংযোগের প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতির বিধি বাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে বেদের বক্তা একজন পুরুষ"। এই প্রকার উক্তি ঠিক নহে, যে হেতু বেদ অপৌরুষেয় ; কারণ বেদের রচয়িতা কোন পুরুষ লোকেই কি আর বেদেই কি, কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নাই। আর যদি বেদের রচয়িতা কোন পুরুষের কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাঁহার (বেদপ্রণেতৃপুরুষ ঈশ্বরের) জ্ঞানের প্রামাণ্যকে

ভাবনাবাচিত্বোপপত্তেশ্চ। কিন্তু প্রেষণাধ্যেষণানুজ্ঞাস্বস্তি প্রবর্ত্তনাত্বমেকং, তচ্চ শব্দব্যাপারেঽপি তুল্যমিতি তদেব লিঙাদিপদবাচ্যম্। তচ্চ লৌকিকশব্দে নাস্ত্যেব। তত্র রাজাদীনামেব প্রবর্ত্তকত্বাৎ। প্রবর্ত্তকব্যাপার এব হি প্রবর্ত্তনা। প্রবর্ত্তকত্বং চ রাজাদেরিব বেদস্যাপ্যনুভবসিদ্ধম্।২৩ ননু বেদেঽপি প্রবর্ত্তনাবানীশ্বরঃ কল্প্যতাং

থাকে না; আর তাহা হইলে একই শব্দের নানার্থত্বরূপ দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ঠিক ঐ প্রকারেই বিধিশব্দের ভাবনাবাচিত্বও ত সঙ্গত হইতে পারে। এই সমস্ত কারণে বলিতে হয় যে লৌকিক ব্যবহারেও প্রেষণা, অধ্যেষণা (যাচ ঞা), এবং অনুজ্ঞা প্রভৃতি স্থলেও একটী প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্ম রহিয়াছে। আর সেই যে প্রবর্ত্তনাত্ব তাহা শব্দব্যাপারেও তুল্যরূপেই রহিয়াছে অর্থাৎ বৈদিক বিধিতেও সেই প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটী বিদ্যমান রহিয়াছে। আর তাহাই অর্থাৎ সেই প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটীই লিঙাদিরূপ বিধিপদের বাচ্য হইতেছে। (কিন্তু পার্থক্য এই যে) ঐ প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটী লৌকিক শব্দে থাকে না অর্থাৎ লৌকিক বিধিস্থলে ঐ প্রবর্ত্তনাত্ব থাকিলেও উহা লৌকিক শব্দের ধর্ম্ম নহে। যেহেতু লৌকিক বিধির স্থলে রাজা প্রভৃতি নিয়োক্তারই প্রবর্ত্তকত্ব হইয়া থাকে। আর প্রবর্ত্তকের ব্যাপারই প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে বলিয়া লৌকিক বিধিস্থলে প্রবর্ত্তনাত্ব থাকিলেও তাহা লৌকিক শব্দের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু প্রবর্ত্তক রাজাদিরই ধর্ম্ম। আর রাজাদির ন্যায় বেদেরও প্রবর্ত্তকত্ব অনুভবসিদ্ধ অর্থাৎ লৌকিক বিধির স্থলে যেমন রাজা প্রভৃতি আদেশ কর্ত্তারই প্রবর্ত্তকত্ব অনুভূত হইয়া থাকে বৈদিক স্থলেও তেমনি তাহা শব্দনিষ্ঠ বলিয়া অনুভবসিদ্ধ হইয়া থাকে। কাজেই ইহার অপলাপ করা যায় না।২৩

তাৎপর্য্যঃ—মীমাংসকগণ বৈদিক বিধিশব্দের শব্দভাবনাবাচিত্বরূপ যে অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা অলৌকিক অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় গ্রহণীয় নহে এই প্রকার অভিপ্রায় লইয়া আশঙ্কাকারী "ননু" ইত্যাদি সন্দর্ভে প্রশ্ন করিতেছে। শব্দের অর্থ লৌকিকস্থলেই কি আর বৈদিকস্থলেই কি সর্ব্বত্রই একরূপ। তাহা না স্বীকার করিলে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপতাহেতু শব্দের অর্থবোধ হইতে পারে না। এইজন্যই "য এব লৌকিকাঃ তে এব বৈদিকাঃ তে এব চ অমীষাম্ অর্থাঃ" এই নিয়মটী স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিধিশব্দের বেলায় মীমাংসকগণ ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেছেন, কেন না, লৌকিক বিধিস্থলে তাহার অর্থ আজ্ঞাদিরূপ পুরুষধর্ম্মবিশেষ কল্পিত হয় আর বৈদিক বিধি স্থলে তাহা কল্পনা করিবার উপায় নাই বলিয়া তথায় বিধিপদের শব্দভাবনারূপ শব্দধর্ম্মবিশেষই বাচ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহা কিন্তু উচিত নহে। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে বিধিশব্দের শব্দভাবনারূপ অর্থ স্বীকার করিলে লৌকিক ও বৈদিক স্থলে যে শব্দের বিভিন্নার্থকতা হইয়া যাইবে তাহা নহে, কিন্তু উহার একার্থকতাই থাকিবে। যেহেতু লৌকিক স্থলেই কি আর বৈদিক স্থলেই কি সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তনাই বিধিশব্দের অর্থ। তাহা না বলিলে লৌকিক স্থলেও বিধিশব্দের অর্থ নির্দ্দোষ হইবে না। কারণ লৌকিক স্থলেও বিধিশব্দ হইতে আজ্ঞা, যাচ্ঞা, অনুজ্ঞা প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে বলিয়া উহাদের প্রত্যেকটীকেই আজ্ঞাত্ব, যাচ্ঞাত্ব এবং অনুজ্ঞাত্বরূপে বিধিশব্দের বাচ্য বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ হইলে একই শব্দের নানাপ্রকার অর্থে শক্তি স্বীকার করিতে হয়; ইহা কিন্তু পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের

লোকে রাজাদিবৎ। তদুক্তং বিধিরেব তাবদ্গর্ভ ইব শ্রুতিকুমার্য্যাঃ পুংযোগে মানমিতি। ন, বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বাৎ। ন হি বেদস্য কর্ত্তা পুরুষো লোকে বেদে বা প্রসিদ্ধঃ। তৎকল্পনে চ তজ্ জ্ঞানপ্রামাণ্যাপেক্ষয়া বেদপ্রামাণ্যে নিরপেক্ষত্বেন স্থিতং স্বতঃ প্রামাণ্যং ভগ্নং স্যাৎ। বুদ্ধবাক্যেঽপি প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাচ্চ। ঈশ্বরবচনত্বে

মতে শব্দের নানার্থকতা একটী দোষ। আর সম্ভব হইলে দোষযুক্ত পক্ষ স্বীকার করা উচিত নহে। আর যদিই বা লৌকিক স্থলে ঐ প্রকারে বিধিশব্দের আজ্ঞাত্ব, যাচ্ঞাত্ব এবং অনুজ্ঞাত্বরূপ বিভিন্নার্থকতা তোমার স্বীকার্য্য হয় তাহা হইলে বলিব যে এইখানেই থামিবে কেন ? বৈদিক স্থলেও না হয় শব্দভাবনাত্বরূপ আর একটী অর্থ স্বীকার করা যাউক না, ইহাতে তোমার অসহিষ্ণুতা কি ? আর যদি বল যে আজ্ঞা, যাচ্ঞা এবং অনুজ্ঞা ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্মটী অনুগত রহিয়াছে তাহাই বিধিপদের অর্থ, তাহা হইলে আমিও বলিব যে বৈদিক বিধির স্থলেও ঐ প্রবর্ত্তনা সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে ; আর তাহাই বিধিশব্দের অর্থ। সুতরাং আর লোকবেদবৈরূপ্য হইতে পারিল না, লৌকিক স্থলে বিধিশব্দের যাহা অর্থ বৈদিক স্থলেও তাহার তাহাই অর্থ। তবে পার্থক্য এই যে লৌকিক স্থলে প্রবর্ত্তনাকে শব্দধর্ম্ম বলা হয় না, যেহেতু প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তকেরই ব্যাপার বিশেষ ; আর লৌকিক স্থলে, রাজা, প্রভু প্রভৃতি ব্যক্তিরাই প্রবর্ত্তক অর্থাৎ আদেশকর্ত্তা হইয়া থাকে বলিয়া উহা তাহাদেরই ধর্ম্ম, অর্থাৎ পুরুষেরই অভিপ্রায়রূপ ধর্ম্ম। কিন্তু বৈদিক বিধিস্থলে উহাকে পুরুষের ধর্ম্ম বলা যায় না, কারণ বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া বেদবচনের মূলে অভিপ্রায়াদিরূপ কোন পুরুষগত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আবার বৈদিক বিধির প্রবর্ত্তকত্বও রহিয়াছে, যেহেতু বিধিশব্দ শুনিয়াই লোকে বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং জিজ্ঞাসা করিলেও বলে যে বিধিপ্রেরিত হইয়াই আমি কর্ম্ম করিতেছি। সুতরাং এস্থলে বিধিশব্দের প্রবর্ত্তকত্ব প্রত্যক্ষানুভূত হওয়ায় এবং বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া কোন পুরুষের সম্বন্ধ তাহাতে উৎপ্রেক্ষণীয় হইতে পারে না বলিয়া ইহা স্বীকার করিতে হয় যে বৈদিক বিধিস্থলে এই যে প্রবর্ত্তকত্ব উহা ঐ বৈদিক শব্দেরই ধর্ম্ম। আর উহা লিঙাদিরূপ বৈদিক শব্দেরই ব্যাপাররূপ ধর্ম্ম হওয়ায় উহাকে শাব্দী ভাবনা বা শব্দভাবনা এই নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু লৌকিক বিধির স্থলেও যেমন প্রবর্ত্তনাত্ব থাকে বৈদিকবিধি স্থলেও শব্দভাবনার মধ্যেও সেই প্রবর্ত্তনাত্ব রহিয়াছে বলিয়া এবং প্রবর্ত্তনাত্বই বিধিশব্দের শক্য অর্থ বলিয়া লৌকিক ও বৈদিক স্থলে অর্থের কোন বৈরূপ্য অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকারতা হইল না, কিন্তু উভয়স্থলেই অর্থের ঐকরূপ্য অর্থাৎ একরূপতাত্ব রহিয়াছে।]২৩

আচ্ছা, লৌকিক স্থলে যেমন রাজা প্রভৃতি আদেশকারী আছে সেইরূপ বেদেও প্রবর্ত্তনাবান্ অর্থাৎ আদেশকর্ত্তা ঈশ্বরের কল্পনা করা হউক না কেন ; এই কারণে এই প্রকার উক্তিও রহিয়াছে, "কুমারীর অর্থাৎ অবিবাহিত নারীর গর্ভ, যেমন তাহার পুরুষ সংসর্গের প্রমাণ সেইরূপ বিধিই শ্রুতি (বেদ)-রূপ কুমারীর একজন কর্ত্তৃপুরুষ সংযোগের প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতির বিধি বাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে বেদের বক্তা একজন পুরুষ"। এই প্রকার উক্তি ঠিক নহে, যে হেতু বেদ অপৌরুষেয় ; কারণ বেদের রচয়িতা কোন পুরুষ লোকেই কি আর বেদেই কি, কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নাই। আর যদি বেদের রচয়িতা কোন পুরুষের কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাঁহার (বেদপ্রণেতৃপুরুষ ঈশ্বরের) জ্ঞানের প্রামাণ্যকে

সমানেঽপি বুদ্ধবাক্যং ন প্রমাণং, বেদবাক্যং তু প্রমাণমিতি স্থভগাভিক্ষুকন্যায়-প্রসঙ্গঃ। মহাজনানামুভয়সিদ্ধত্বাভাবেন তৎপরিগ্রহাভ্যামপি বিশেষানুপপত্তেঃ।২৪ ঈশ্বর-প্রেরণায়া লোকবেদসাধারণত্বেন লোকেঽপি রাজাদীনাং প্রেরকত্বং স্যাৎ। ঈশ্বর-

অপেক্ষা করিয়াই বেদের প্রামাণ্য হইবে। আর তাহা হইলে নিরপেক্ষত্বহেতু বেদের যে স্বতঃপ্রামাণ্য রহিয়াছে তাহা ভগ্ন হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ঐরূপ হইলে অর্থাৎ কোন পুরুষকে বেদের কর্ত্তা বলিলে বুদ্ধবাক্যেরও প্রামাণ্য প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহা হইলে বুদ্ধবাক্যও প্রমাণ হউক, এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে। ঈশ্বরবচনত্বরূপ সমানতা থাকিলেও (বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধই আস্তিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরের ন্যায় পরম আপ্ত, ঈশ্বরস্থানীয়) বুদ্ধের বাক্য প্রমাণ হইবে না কিন্তু বেদের বাক্যই প্রমাণ হইবে এরূপ বলিলে স্থভগাভিক্ষুকন্যায়ের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।* আর, বেদবচন মহাজনপরিগৃহীত কিন্তু বুদ্ধবাক্য সেরূপ নহে, ইহাও বলা চলে না; যে হেতু মহাজনসকলের মধ্যে উভয়সিদ্ধত্ব নাই বলিয়া অর্থাৎ বৈদিক সম্প্রদায় এবং অবৈদিক বৌদ্ধরা উভয়েই যাহাকে একবাক্যে মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতে পারে তাদৃশ মহাজন নাই বলিয়া মহাজনের পরিগ্রহ বা অপরিগ্রহের দ্বারা কোন বিশেষ নির্ণয় হয় না অর্থাৎ তাদৃশ উভয়সম্মত কোন মহাজন না থাকায় 'এই মতটী মহাজন-পরিগৃহীত বলিয়া গ্রহণীয় আর এই মতটী মহাজন পরিগৃহীত নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য' ইহা বলা চলে না। কাজেই বেদকে পৌরুষেয় বলিলে কোন ক্রমেই তাহার প্রামাণ্য থাকিতে পারে না।২৪

তাৎপর্য্যঃ—বেদ অপৌরুষেয় হওয়ায় বৈদিক বিধিস্থলে বিধিপদের শক্তি প্রবর্ত্তনাত্বরূপ ধর্ম্ম হইলেও লৌকিক স্থলে তাহা যেমন আজ্ঞাকারী রাজা প্রভৃতি প্রবর্ত্তক পুরুষের ধর্ম্ম, এস্থলে সেরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে শব্দগত ব্যাপার, শব্দগত ধর্ম্মবিশেষই বলিতে হয়; আর তাহারই নাম শব্দভাবনা। ইহা শুনিয়া নৈয়ায়িকপক্ষীয় কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, বেদ অপৌরুষেয় ইহা হইতেই পারে না। অবিবাহিতা নারী গর্ভবতী হইয়াছে অথচ পুরুষ সংস্পর্শযুক্ত হয় নাই, ইহা যেমন অসম্ভব সেইরূপ বেদে বাক্যত্ব রহিয়াছে অথচ পৌরুষেয়ত্ব নাই ইহাও অসম্ভব। যে হেতু যেখানে যেখানে বাক্যত্ব আছে সেই সেই স্থলেই পৌরুষেয়ত্বও থাকে, যেমন মহাভারত প্রভৃতি। সুতরাং এস্থলে এইরূপ অনুমান করা যায়, বেদ পৌরুষেয়—(প্রতিজ্ঞা); যে হেতু উহা বাক্য—(হেতু); যেমন মহাভারত প্রভৃতি—(উদাহরণ)। এই প্রকারে অনুমানের দ্বারা যখন বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণিত হয় তখন সেই বৈদিক বিধিরও যে প্রবর্ত্তনারূপ অর্থ তাহাও বেদকর্ত্তা পুরুষেরই ধর্ম্ম বিশেষ। এরূপ বলিলে লৌকিক ও বৈদিক স্থলে বিধির সম্পূর্ণ একরূপতা রক্ষিত হয়। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, পূর্ব্বপক্ষীর এই অনুমানটী নির্দ্দোষ নহে, যে হেতু এখানে বাক্যত্বরূপ হেতুটী সোপাধিক। আর যে

---

* স্থভগা ভিক্ষুকন্যায়টী ;—কোন গৃহস্থের বাড়ীতে একটী ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে গিয়াছে। ঐ গৃহস্থের কিন্তু দুটী পত্নী। তন্মধ্যে একজন স্থভগা এবং একজন দুর্ভগা। দুর্ভগার দৃষ্টিতেই ভিক্ষুকটী প্রথমে পতিত হয়। তাহাকে দুর্ভগা 'ভিক্ষা পাইবে না' বলিয়া তাড়াইয়া দেয়। স্থভগা তখন উহা দেখে এবং শুনিতে পায়। তখন ভিক্ষুকটী চলিয়া যাইতে থাকিলে স্থভগা তাহাকে পুনরায় ডাকে এবং 'ভিক্ষা হইবে না' বলিয়া চলিয়া যাইতে বলে। তখন ভিক্ষুকটী বলিল, আপনি তবে আমায় ডাকিলেন কেন? আমি ত একজনের কথা শুনিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম। তখন স্থভগা বলিল—যাহার কথা শুনিয়া চলিয়া যাইতেছ তাহার ওরূপ বলিবার অধিকার নাই; আমারই অধিকার। এস্থলে যেমন স্থভগার উক্তিতে ভিক্ষুকের পক্ষে কোন মূল্য নাই সেইরূপ বেদের বা বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রামাণ্যেও স্থভগার উক্তির ন্যায় মদুক্তত্ব অর্থাৎ বুদ্ধবাক্যত্ব কিংবা ঈশ্বরোক্তিত্ব প্রামাণ্য প্রয়োজক নহে।

অনুমানে হেতুটী সোপাধিক হয় সেই অনুমান নির্দ্দোষ নহে। যে ধর্ম্ম সপক্ষে আছে অথচ পক্ষে নাই, তাহাকে উপাধি বলা হয়। যাহাতে সাধ্য থাকে তাহার নাম পক্ষ; আর যাহা সাধ্যজাতীয় অথচ সিদ্ধ তাহাকে সপক্ষ বলে; সপক্ষই উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। যেমন "বেদ পৌরুষেয়" এই প্রতিজ্ঞায় বেদ পক্ষ, এবং পৌরুষেয়ত্ব সাধ্য, আর মহাভারতাদি সপক্ষ। এ স্থলে "স্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্ব"টী উপাধি। ইহা সপক্ষ মহাভারতাদিতে আছে; কারণ মহাভারতাদির কর্ত্তা যে বেদব্যাস প্রভৃতি তাহা সর্ব্বসিদ্ধ। কিন্তু বেদের মধ্যে এই স্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্বরূপ ধর্ম্মটী নাই। যে হেতু বেদের কোন একজন কর্ত্তা যদি থাকিত তাহা হইলে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদক্রমে ইহা যখন চলিয়া আসিতেছে তখন অবশ্যই সেই কথার কথাও স্মরণবিজড়িত হইয়া থাকিত। অথচ বেদের কোনও কর্ত্তার বিষয় স্মৃত হয় নাই। এই কারণে উক্ত স্থলে বাক্যত্বরূপহেতুটী দুষ্ট। হেতুবলেই যখন অনুমান সাধিত হয় আর সেই হেতুই যদি দুষ্ট হয় তাহা হইলে অনুমানটীও অবশ্যই দুষ্ট হইবে। সুতরাং উহার দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সাধিত হইতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে অরণ্যস্থ কূপতড়াগাদির কর্ত্তা কে তাহাও ত জানা যায় না, সুতরাং অস্মর্য্যমাণ- কর্ত্তৃকত্বহেতু তাহাদেরও অপৌরুষেয়ত্ব হইতে পারে; তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, দেশধ্বংসাদিকারণবশতঃ ব্যবহার বিলোপ হওয়ায় তাদৃশ স্থলে কর্ত্তার স্মরণ থাকে না। কিন্তু বেদের পক্ষে ত ঐপ্রকার কথা বলা চলে না। কারণ এমন কোন কালের অনুমান করা যায় না যখন বেদের ব্যবহার ছিল না। সুতরাং যখন চিরকাল বেদব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তখন বেদের কর্ত্তার কথা অবশ্যই স্মরণ থাকা উচিত ছিল; অথচ তাহার স্মরণ নাই; এই কারণে বলিতে হয় যে বেদের কোন কর্ত্তা নাই, বেদ অপৌরুষেয়। আরও বেদকে যদি পৌরুষেয় বলা হয় তাহা হইলে যে কোন কারণেই হউক তাহার কর্ত্তার নাম যদি মনে না থাকে তাহা হইলে তাহা লইয়া ব্যবহারই চলিতে পারে না। যে হেতু কর্ত্তার প্রামাণ্যের উপরই তদীয় গ্রন্থের প্রামাণ্য নির্ভর করে; বিশেষতঃ যে গ্রন্থের বিধিনিষেধ লইয়া বৈদিকগণের নিষেকাদি শ্মশানান্ত দৈনন্দিন সমস্ত ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহিত হইতেছে, এত বড় প্রমাণভূত গ্রন্থের কর্ত্তার গৌরব কতই না অধিক! আর যাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকর কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার গৌরব এত অধিক, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে চিরকাল অবিচ্ছেদে ব্যবহার চলিয়া আসিতে থাকিলেও তাঁহার নামটী কেহ জানিল না, বা কাহারও স্মরণ রহিল না, ইহা অসম্ভব। যাহার আবশ্যকতা অল্প তাহারই সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণের স্মরণ না থাকিতে পারে। কিন্তু বেদ ত সেরূপ নহে। সুতরাং ইহার কর্ত্তার কথা অবশ্য স্মৃত থাকা উচিত ছিল। আরও শব্দ নিত্য এবং শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য; এই কারণেও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে মীমাংসকগণ এত সমস্ত সূক্ষ্ম কথা বলিয়াছেন যাহার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র বিশাল গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কাজেই এখানে তাহা আর অধিক বিস্তৃত করা সম্ভব নহে। এস্থলে উক্ত অনুমানের এইরূপ প্রতি-অনুমান প্রয়োগ করা চলে; যথা,—বেদ পৌরুষেয় নহে—(প্রতিজ্ঞা); যে হেতু সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ থাকিলেও উহাতে অস্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্ব রহিয়াছে—(হেতু); যেমন তার্কিকাদিসম্মত আকাশাদি পদার্থ; অথবা সর্ব্ব সম্মত আত্মা—(উদাহরণ)।—বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলে আরও দোষ এই যে তাহাতে বেদের প্রামাণ্য ভঙ্গ হয়—বেদের আর প্রামাণ্য থাকে না। এখানে দুই প্রকারে বেদের প্রামাণ্যভঙ্গ দেখান হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথম প্রকারে বলা হইয়াছে যে বেদের প্রামাণ্য স্বতঃ। কেবল বেদের কেন, মীমাংসামতে সকল প্রমাণেরই স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে; এইজন্য কুমারিল ভট্টপাদ শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে বলিয়াছেন "স্বতঃ সর্ব্বপ্রমাণানাং প্রামাণ্যমিতি গম্যতাম্"—"সমস্ত প্রমাণেরই প্রামাণ্য স্বতঃ সঞ্জাত বুঝিতে হইবে"। প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব আবার উৎপত্তিবিষক ও জ্ঞপ্তিবিষয়ক, এই প্রকারে দ্বিবিধ। জ্ঞানজনকসামগ্রীজন্যত্বই প্রামাণ্যের উৎপত্তিবিষয়ক স্বতস্ত্ব এবং জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যত্বই প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তিবিষয়ক স্বতস্ত্ব—ইহাই মোটামুটি ভাবে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্বের লক্ষণ। অর্থাৎ যে সমস্ত কারণ প্রভাবে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহাদেরই প্রভাবে জ্ঞানের প্রামাণ্যও জন্মিয়া থাকে এবং যে সমস্ত কারণসামগ্রী জ্ঞানের গ্রাহক তাহাদেরই প্রভাবে প্রমাণের প্রামাণ্যও গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাদের জন্য তদিতর অপর কোন কারণের অপেক্ষা থাকে না। প্রামাণ্যজনক এবং প্রামাণ্যগ্রাহক সামগ্রী গুণ নামে অভিহিত হয়; আর দোষই অপ্রামাণ্যের কারণ হয়। প্রামাণ্যজনক এবং প্রামাণ্য গ্রাহক কারণ সকলও আবার প্রত্যক্ষ, অনুমান আদি স্থলে বিভিন্নই হইয়া থাকে। মীমাংসকগণ ইহার উপরে এই দোষ দেন যে, জ্ঞানজনক এবং জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী ভিন্ন অতিরিক্ত কোন কারণ হইতে প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি হয় বলিলে অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্র দীপিকাকার বলিয়াছেন—"পরাপেক্ষং প্রমাণত্বং নাত্মানং লভতে ক্বচিৎ"—"প্রামাণ্য যদি অন্য সাপেক্ষ হয় তাহা হইলে তাহা কখন উৎপত্তি লাভ করিতে পারে না", যেহেতু তাহাতে অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে। আর যদি দুই তিনটী কক্ষা অতিক্রম করিয়া একস্থলে বিশ্রান্তি দেওয়া হয় অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা অন্য জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হয় সেই জ্ঞানটীকে যদি স্বতঃপ্রমাণ বলা হয়, কারণ তাহা না হইলে ঐ অনবস্থা দোষ পরিহার করা যাইবে না, তাহা হইলে সেই স্থলেই ত স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাই যদি করিতে হয় তবে প্রথম স্থলেই স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না কেন? তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার হেতু কি? এইজন্য কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন "কস্যচিত্তু যদীষ্যেত স্বত এব প্রমাণতা। প্রথমস্য তথা ভাবে প্রদ্বেষঃ কিন্নিবন্ধনঃ" —"যদি কোন একস্থলেই স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করাই হইল তাহা হইলে প্রথম স্থলে তাহা স্বীকার করিতে বিদ্বেষ কেন"? এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ সম্বন্ধে বহু কথা বিবক্ষিত থাকিলেও গ্রন্থবাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে ইহাই বর্ণিত হইল। এইরূপে যে স্বতঃপ্রানাণ্যবাদ বৈদিক সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বেদকে পৌরুষেয় বলিলে ইহাতে স্বীকার করিতে হয় যে, সেই বক্তার গুণ অনুসারেই বেদের প্রামাণ্য জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলে এ স্থলে বেদের প্রামাণ্য, বক্তার আপ্তত্ব এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাদিশূন্যত্বরূপ গুণসাপেক্ষ হওয়ায় পরতই হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু স্বতঃপ্রামাণ্য বাদের যুক্তির বিরুদ্ধ। আর ইহাতে দ্বিতীয় দোষ এই যে, বেদকে পৌরুষেয় বলিলে কেবলমাত্র বেদকেই অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ বলা চলে না, কিন্তু বুদ্ধ প্রভৃতির বাক্যকেও বেদবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কারণ বৌদ্ধেরা বুদ্ধেরও আপ্তত্ব এবং ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদিশূন্যত্বরূপ গুণগ্রাম স্বীকার করেন বলিয়া তদীয় বচনকে অপ্রমাণ বলা চলে না। আর যদি বলা হয় যে বৌদিক মহাজনগন ঐ বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুসরণ করেন না বলিয়া উহা প্রমাণ নহে, তাহা হইলে বলি—দেখ, তোমরা যাহাদের মহাজন বল, বৌদ্ধেরা তাহাদের মহাজন বলিয়া স্বীকার করে না, আবার বৌদ্ধেরা যাহাকে মহাজন বলে, বৌদিকেরা তাহাকে মহাজন বলিয়া স্বীকার করে না। সুতরাং মহাজন কে তাহারই নির্ণয় হয় না। আর তাহা হইলে মহাজনগণ

প্রেরণায়াং স্থিতায়ামেব রাজাদিরপ্যসাধারণতয়া প্রেরক ইতি চেৎ, হন্ত সা তিষ্ঠতু ন বা, কিং ত্বিহাপ্যসাধারণঃ প্রেরকো বেদ এব রাজাদিস্থানীয় ইত্যাগতং মার্গে। ঈশ্বরপ্রেরণায়াঃ সাধারণায়া অসাধারণপ্রেরণাসহকারেণৈব প্রবর্ত্তকত্বাৎ।২৫ কিঞ্চ ঈশ্বরপ্রেরণায়াং সর্ব্বোঽপি বিহিতং কুর্য্যাদেব, ন তু কশ্চিদপি লঙ্ঘয়েৎ। নিষিদ্ধেঽপি চেশ্বরপ্রেরণাস্ত্যেব ; অন্যথা ন কোঽপি তত্র প্রবর্ত্ততেতি তদপি বিহিতং স্যাৎ। তথা

পরিগৃহীত নহে বলিয়া বুদ্ধবাক্য অপ্রমাণ একথা ছাড়িয়া দিতে হয়। এই সমস্ত দোষের কবল হইতে যদি রক্ষা পাইতে হয়—বেদের প্রামাণ্য যদি স্বীকার করিতে হয়, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অলৌকিক বিষয়কে যদি বেদৈকপ্রমাণগম্য বলিয়া মানিতে ইচ্ছা থাকে, তবে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করাই উচিত ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইহাই হইল মীমাংসকগণের গূঢ় অভিপ্রায়।]২৪

অনুবাদ—আরও, ঈশ্বরপ্রেরণা লোকবেদসাধারণ বলিয়া, লৌকিক স্থলেও রাজা প্রভৃতির প্রেরকত্ব হইতে পারে না অর্থাৎ কেবল বৈদিক বিধিস্থলেই যে ঈশ্বরপ্রেরণা স্বীকার করিয়া বিধিশব্দের পুরুষধর্ম্মবাচিত্বরক্ষা করিবে তাহা বলা চলে না, কারণ সকল স্থলে সকল কর্ম্মেরই মূলে ঈশ্বরপ্রেরণা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া লৌকিক বিধি স্থলেও ঈশ্বর প্রেরণাকেই প্রবর্ত্তনা বলিতে হয়। আর তাহা হইলে আজ্ঞাকারী রাজা প্রভৃতির প্রবর্ত্তকত্ব থাকে না, যে হেতু যাহার মধ্যে প্রবর্ত্তনা অর্থাৎ প্রেরণা বা প্রেরণকর্ত্তৃত্ব থাকে সেই প্রবর্ত্তক হয়। আর যদি বল যে লৌকিক স্থলে ঈশ্বরপ্রেরণা থাকিলেও রাজা প্রভৃতির যে প্রেরণা থাকে তাহা অসাধারণ অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেরণা লোকে এবং বেদে সর্ব্বত্র অবিশেষে বিদ্যমান থাকিলেও, রাজাদির যে প্রেরণা তাহা অসাধারণ—তৎস্থলমাত্রবৃত্তি ; এই কারণে লৌকিকস্থলে রাজাপ্রভৃতিকেই প্রেরক বলা হয়। তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলি যে বেশ ত, ঈশ্বরের প্রেরণা (সর্ব্বসাধারণভাবে) থাকুক বা নাই থাকুক কিন্তু এ স্থলেও অর্থাৎ বৈদিক বিধির স্থলেও বেদই যে রাজাদিস্থানীয় অসাধারণ প্রেরক (তাহা স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহা হইলেই) তুমি এইবার পথে আসিয়াছ। [অভিপ্রায় এই যে ঈশ্বরকে সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ প্রেরক স্বীকার করিয়াও যেমন রাজাদি অসাধারণ প্রেরক বলিয়া তাহাদিগকে প্রবর্ত্তক বলিতেছ সেইরূপ বৈদিক বিধিস্থলেও ঈশ্বরপ্রেরণা সাধারণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও বেদের প্রেরণা অসাধারণ বলিয়া বেদের প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকার করা উচিত।] যে হেতু ঈশ্বরের প্রেরণা সাধারণ হইলেও তাহা অসাধারণ প্রেরণা সহকারেই প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে—পুরুষকে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে, অর্থাৎ রাজা প্রভৃতি প্রেরকে যে অসাধারণ প্রেরণা তাহাকে দ্বার করিয়াই ঈশ্বরীয় প্রেরণা পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করায়।২৫ [সুতরাং ঈশ্বরের প্রেরণা স্বীকার করিলেই যে তদ্দ্বারা বৈদিক বিধির প্রেরকত্বের উপপত্তি হইবে তাহা নহে, কিন্তু রাজাদির প্রেরণার যেমন অসাধারণতা আছে বেদবিধির মধ্যেও সেইরূপ প্রেরণার অসাধারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে সেই যে অসাধারণ প্রেরণা তাহাকে বৈদিক বিধি-নিষ্ঠ শক্তিবিশেষ বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাজেই বৈদিক প্রেরণার মূলীভূতরূপে প্রবর্ত্তনাবান্ ঈশ্বরের প্রেরকত্ব স্বীকার কর বা নাই কর তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। অতএব বেদেরই স্বতন্ত্রপ্রেরকত্ব আছে, ইহা সিদ্ধ হয়।]২৫ আরও, ঈশ্বরপ্রেরণাকে যদি কারণ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সকলেই বিহিত কর্ম্ম করিত কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিত না।

চোক্তং—"অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥"—ইতি। তস্মাদ্রাজাদিরিব বেদোঽপি স্বপ্রবর্ত্তনাং জ্ঞাপয়ন্নিচ্ছোপহারমুখেন প্রবর্ত্তয়তীতি সিদ্ধং লোকবেদয়োরৈকরূপ্যম্।২৬ পূর্ব্বমীমাংসকানাং স্বতন্ত্রো বেদো ব্র· মীমাংসকানাং তু ব্রহ্মবিবর্ত্তস্তৎপরতন্ত্রো বেদ ইতি যদ্যপি বিশেষস্তথাপি শ্বসিত-(কারণ অলঙ্ঘ্যনির্দ্দেশত্ব, অপ্রতিহতেচ্ছত্ব ঈশ্বরের ধর্ম্ম—যিনি ঈশ্বর তাঁহার নির্দ্দেশ কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব।) আর তাহা হইলে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, নিষিদ্ধকর্ম্মেও অবশ্যই ঈশ্বরপ্রেরণা রহিয়াছে অর্থাৎ লোকে যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে তাহাতেও ঈশ্বরের প্রেরণা রহিয়াছে—ঈশ্বরের প্রেরণা বশতই লোকে নিষিদ্ধ কর্ম্মও করিয়া থাকে, তাহা না হইলে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণা না থাকিলে কেহই নিষিদ্ধকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না, কারণ তোমাদের মতে ঈশ্বরপ্রেরণাই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। আর নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তির স্থলেও যদি ঈশ্বরের প্রেরণা থাকে তাহা হইলে সেই নিষিদ্ধ কর্ম্মও বিহিতই হইয়া পড়ে অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের ন্যায় পুণ্যজনকই হয়, কিন্তু পাপপ্রদ হয় না। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে,—"এই অজ্ঞ জন্তু (মূঢ় জীব) নিজ সুখ দুঃখে অনীশ অর্থাৎ তাহাতে তাহার নিজের কোন ক্ষমতা (হাত) নাই। সে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই স্বর্গেই হউক অথবা শ্বভ্রেই (পাতালেই) হউক গমন করিয়া থাকে।" অতএব এই সকল যুক্তি হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে রাজাদির ন্যায় বেদও (বেদবিধিও) স্বীয় অর্থ যে প্রবর্ত্তনা তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করিয়া ইচ্ছোপহারমুখে অর্থাৎ বিধেয় যাগাদিতে স্ববিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা প্রথমতঃ ইচ্ছা উৎপাদন করে তদনন্তর তাহাতে পুরুষকে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। এইজন্য লৌকিক ও বৈদিক উভয় স্থলেই (প্রবর্ত্তনার) একরূপতা সিদ্ধ হইল।২৬ অর্থাৎ লৌকিক নিয়োগস্থলে নিয়োজক ব্যক্তির আদেশ শুনিয়া নিয়োজ্য লোকটী প্রথমতঃ 'প্রেরণা' বুঝে। তদনন্তর যদ্বিষয়ক প্রেরণা তাহা জানিয়া ইষ্টসাধনতা বুঝিলে তাহাতে তাহার ইচ্ছা জন্মে। তাহার পর সে সেই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং এস্থলে যেমন আজ্ঞা বা আদেশ শুনিলে সেই আদেশ বাক্য প্রথমে প্রেরণার জ্ঞান উৎপাদন করে; পরে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইলে যদ্বিষয়ক প্রেরণা তাহাতে নিয়োজ্যব্যক্তির ইচ্ছা জন্মে। তারপর সেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি (অনুষ্ঠানাদি) হয়, বেদবিধি স্থলেও ঐ একই নিয়ম।] বিধিশব্দ শুনিয়া প্রথমে লিঙ্ (বিধি) শব্দ শ্রবণ জন্য শ্রাবণ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়; ইহাই প্রবর্ত্তনা। তদনন্তর আখ্যাতাংশ হইতে অর্থভাবনারূপ প্রবৃত্তির জ্ঞান; তাহার পর প্রবৃত্তির বিষয় যে যাগাদি তাহাতে ইষ্টসাধনতার অনুমান হয় বলিয়া তদনন্তর সেই যাগাদিতে ইচ্ছা, তাহার পর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।]২৬ এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পূর্ব্বমীমাংসকগণের মতে বেদ স্বতন্ত্র (কাহারও অধীন নহে); আর উত্তরমীমাংসক (বেদান্তিগণের) মতে, বেদ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত এবং তাহা ব্রহ্মতন্ত্র, ব্রহ্মের অধীন অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাধীনসত্তাক (ব্রহ্মের সত্তার উপর বেদের সত্তা নির্ভর করে)। এই মতদ্বয়ের মধ্যে যদিও এই প্রকার পার্থক্য রহিয়াছে তথাপি বেদ যে অপৌরুষেয়, ইহা উভয় মতেই সমান; যেহেতু বেদান্তমতেও বেদ ব্রহ্মের নিঃশ্বসিতন্যায়ে উৎপন্ন বলিয়া অপৌরুষেয়।২৭ [তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসকগণের মতে বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য ও স্বতন্ত্র; উহা কাহারও অধীন নহে। আর বেদান্তিগণ বলেন ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নিত্য নহে, এবং তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন পদার্থও নাই। এ

কারণে বেদ নিত্য নহে এবং স্বতন্ত্রও নহে; উহা নিত্য না হইলেও যে ঘটপটাদির ন্যায় ত্রিচতুরক্ষণ স্থায়ী তাহাও নহে, কিন্তু উহা কল্পারম্ভে আদিপুরুষের প্রতিভাত হয় আবার কল্পান্তে ধ্বংসপ্রাপ্তও হয় এবং পুনর্ব্বার কল্পারম্ভে উৎপন্ন হয়; কাজেই উহা প্রবাহরূপে অনাদি। আর ব্রহ্মই উহার উপাদান বলিয়া উহা ব্রহ্মবিবর্ত্ত এবং ব্রহ্মের সত্তার উপর বেদের সত্তা নির্ভর করে বলিয়া বেদ ব্রহ্মের অধীন। এস্থলে এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে যে, বেদ ব্রহ্মোপাদানক ব্রহ্মবিবর্ত্ত এবং পরতন্ত্র হইলে পৌরুষেয় হইবে। যেহেতু পৌরুষেয় পদের ইহাই অর্থ যে, কোন পুরুষ (তিনি ঈশ্বরই হউন অথবা অন্য যে কেহই হউন) প্রমাণান্তরের সাহায্যে অর্থোপলব্ধি করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে পদসমষ্টিরূপ যে নিবন্ধ রচনা করেন তাহাই পৌরুষেয়। যেমন মহাভারত কিংবা কালিদাসাদির গ্রন্থ। কিন্তু বেদ কাহারও কর্ত্তৃক তাদৃশভাবে রচিত হয় নাই। উহা পূর্ব্বকল্পে যাদৃশ ছিল পরকল্পেও তাদৃশই প্রতিভাত হইয়াছে। আর সর্গক্রম অনাদি বলিয়া বেদেরও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাকেই প্রবাহরূপে অনাদি বলা হয়। এইজন্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন "নিয়তক্রমবিশিষ্টনামেব বর্ণপদবাক্যপ্রকরণকাণ্ডাদীনাং বেদপদবাচ্যানাং কল্পাদিপ্রলয়য়োরপি আবির্ভাবতিরোভাবমাত্রভাজাং কূটস্থনিত্যত্বাঙ্গীকারাৎ" অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ (অপরিবর্ত্তনীয়) ক্রমবিশিষ্ট যে বর্ণ, পদ, বাক্য, প্রকরণ, কাণ্ডপ্রভৃতি তাহারই নাম বেদ; (সুতরাং বেদ শব্দাত্মক; বেদ ঈশ্বরীয় জ্ঞান নহে)। আর তাহা সৃষ্টিপ্রারম্ভে আবির্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে তিরোহিত হয় মাত্র; আর এইরূপে সৃষ্টির অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব এবং অনাদিত্ব হেতুই বেদকে কূটস্থ নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়।" সুতরাং বেদের যে অংশ যেভাবে নিবদ্ধ আছে তাহার একটী বর্ণেরও যদি পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে আর তাহা বেদ হইবে না। এই কারণেই "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রে 'অগ্নিমীলে' স্থলে যদি "বহ্নিমীলে" বলা হয় অর্থাৎ একটী পদের পরিবর্ত্তন করা হয় কিংবা "অগ্নিমীড়ে" বলা হয় অর্থাৎ একটী বর্ণের পরিবর্ত্তন করা হয় অথবা "পুরোহিতম্ অগ্নিম্ ঈলে" এই প্রকারে ক্রমের পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে আর উহা বেদ হইবে না। ইহা না বলিলে এই দোষ হয় যে উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থ লইয়া যদি কেহ কোন শ্লোক রচনা করে, তাহা হইলে তাহাও বেদ হইয়া পড়িত। কিন্তু ঐরূপ নিয়তক্রমবিশিষ্ট বর্ণপদাদিই বেদ। পক্ষান্তরে মহাভারতাদি পৌরুষেয় গ্রন্থে যিনি গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহার সে বিষয়ে সম্পূর্ণই স্বাধীনতা থাকে; তিনি যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনাদি করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই কারণেই তাঁহাকে গ্রন্থের কর্ত্তা বলা হয়। কিন্তু বৈদান্তিকগণের মতে বেদ ব্রহ্মবিবর্ত্ত হওয়ায় স্বীয় সত্তা বিষয়ে ব্রহ্মপরতন্ত্র হইলেও বেদবিষয়ে প্রতিকল্পে পদবর্ণাদির অন্যথাকরণরূপ স্বাতন্ত্র্য ব্রহ্মের স্বীকার করা হয় না। এই কারণেই বৈদান্তিক আচার্য্যগণ মীমাংসকাচার্য্য কুমারিলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন "যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা" অর্থাৎ "সাধারণ গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়, বেদের মধ্যে তাদৃশ স্বতন্ত্রতা আমরা যত্নপূর্ব্বকই নিষেধ করিয়া থাকি।" ঐকথা বলিয়া বাচস্পতিমিশ্র পুনরায় বলিতেছেন—"পরমাত্মনো নিত্যস্য বেদানাং যোনেরপি ন তেষু স্বাতন্ত্র্যং; পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুসারেণ তাদৃশতাদৃশানুপূর্ব্বীবিরচনাৎ"—অর্থাৎ "নিত্য পরমাত্মাই বেদের যোনি (কারণ) হইলেও তাহার রচনা বিষয়ে তাঁহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বেদের যে আনুপূর্ব্বী অর্থাৎ বর্ণ-পদ প্রভৃতির নিয়মবদ্ধ ক্রম ছিল, পরবর্ত্তী

তুল্যত্বেন বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বমুভয়েষামপি সমানম্।২৭ অত্র চ প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারত্বং প্রবর্ত্তনাত্বং সখণ্ডোঽখণ্ডো বোপাধিঃ তস্মিন্ বিধিপদশক্যেঽপি তদাশ্রয়বিশেষোপস্থিতির্গবাদিতুল্যৈব। অনুকূলব্যাপারত্বং বা শক্যং প্রবৃত্ত্যংশস্ত্বাখ্যাতত্বেন শক্ত্যন্তরলভ্য এব।

সৃষ্টিতেও তিনি সেইভাবেই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।" বেদে যে ঈশ্বরেরও স্বাতন্ত্র্য নাই তাহার আরও হেতু এই যে, বেদ পুরুষনিঃশ্বসিতের ন্যায় সেই পরমপুরুষ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন অযত্নসিদ্ধ, তাহাতে তাহার স্বতন্ত্রতা নাই, তবে তাহা পুরুষদেহ হইতে উৎপন্ন হয়, এইমাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মও বেদের কারণস্বরূপ, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোক্তপ্রকার স্বতন্ত্রতা নাই। তাহা ঐ নিঃশ্বসিতন্যায়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাই শ্রুতি (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ) বলিতেছেন—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেবৈতদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদি—"ঋগ্‌বেদাদি এই মহৎ পুরুষের নিঃশ্বসিতেরই স্বরূপ"। এই কারণেই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে কথিত হইয়াছে—"উপাদানপ্রকরণপঠিতা সা শ্রুতিঃ ঈশ্বরস্য বেদোপাদানত্বমেব ব্রূতে ন তু বেদকর্ত্তৃত্বমপি" অর্থাৎ—উক্ত শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রতিপাদন প্রকরণে পঠিত; কাজেই উহা বেদের ব্রহ্মোপাদানতাই জানাইয়া দিতেছে, কিন্তু ব্রহ্ম যে বেদের কর্ত্তা, স্বাধীন রচয়িতা, এরূপ জানাইয়া দিতেছে না।]২৭ এস্থলে প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারত্বই প্রবর্ত্তনাত্ব; তাহা সখণ্ডোপাধি অথবা অখণ্ডোপাধি *। আর তাহাই (এই প্রকার প্রবর্ত্তনাত্বই) বিধিপদের শক্য অর্থ হইলেও গবাদিব্যক্তির ন্যায় প্রবর্ত্তনাত্বের আশ্রয় বিশেষের উপস্থিতি হইয়া থাকে। [অর্থাৎ আকৃতিশক্তিবাদী মীমাংসকগণের মতে গোত্বরূপ আকৃতি বা সামান্য গোপদের শক্য অর্থ। আর ব্যক্তিই জাতির আশ্রয় হইয়া থাকে বলিয়া গোশব্দে লক্ষণা বলে কিংবা তুল্যবিত্তিবেদ্যরূপে (একই জ্ঞানের অবিনাভূত বিষয়রূপে—যেহেতু গো ব্যক্তির জ্ঞান না হইলে গোত্বজাতির জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া গোব্যক্তি এবং গোত্বজাতি 'তুল্যবিত্তিবেদ্য'—তুল্য অর্থাৎ একই বিত্তি অর্থাৎ জ্ঞানের বেদ্য অর্থাৎ বিষয়, তদ্রূপে) গোব্যক্তির প্রতীতি হইয়া থাকে। সেইরূপ এস্থলেও প্রবর্ত্তনাত্ব বিধিপদের শক্য অর্থ হইলেও লক্ষণা বলে কিংবা তুল্যবিত্তিবেদ্যরূপে প্রবর্ত্তনার উপস্থিতি (প্রতীতি) হইয়া থাকে।] অথবা অনুকূলব্যাপারত্বই বিধিপদের শক্য (অভিধাশক্তিবোধ্য) অর্থ; আর প্রবৃত্তিরূপ (বিশেষণ) অংশটী আখ্যাতত্বরূপে আখ্যাতের শক্ত্যন্তরমূলেই বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। যেমন 'দণ্ডী' এস্থলে মত্বর্থীয় (ইন্) প্রত্যয়ের শক্য অর্থ হইতেছে সম্বন্ধিত্ব (কিন্তু দণ্ডসম্বন্ধিত্ব উহার অর্থ নহে), যেহেতু তাহাতে 'দণ্ড' এই প্রকৃত্যংশটী অন্য শক্তিপূর্ব্বকই অর্থাৎ 'দণ্ড' শব্দের শক্তি হইতেই উহার বিশেষণরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে।২৮ [অভিপ্রায় এই যে, "যজেত" ইত্যাদি স্থলে 'যজ' ধাতুর

---

* অনুগত ধর্ম্মকে জাতি কিংবা উপাধিনামে অভিহিত করা হয়। যে স্থলে জাতির বাধক থাকে তথায় অনুগত ধর্ম্মকে উপাধি বলা হয়; ব্যক্তির অভিন্নতা, তুল্যতা, সাঙ্কর্য্য প্রভৃতি জাতির বাধক। যে স্থলে অনুগত ধর্ম্মের মধ্যে ঐ বাধকগুলির কোনটী থাকে তথায় সেই অনুগত ধর্ম্মকে জাতি না বলিয়া 'উপাধি' বলা হয়। যেমন সাঙ্কর্য্য হয় বলিয়া ভূতত্ব মূর্ত্তত্ব, জাতি নহে, কিন্তু তাহা উপাধি। নিরবচ্ছিন্ন উপাধিকে অখণ্ড উপাধি বলে, আর সাবচ্ছিন্ন উপাধিকে সখণ্ড উপাধি বলা হয়। যেমন 'প্রবর্ত্তনাত্ব' অখণ্ড উপাধি। কিন্তু প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারত্ব সখণ্ড উপাধি। কারণ ইহা প্রবৃত্তি, অনুকূল এবং ব্যাপার এই তিনটী খণ্ডের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিতরূপে প্রতীত হয়।

দণ্ডীত্যত্র সংবন্ধিনি মতুবর্থে প্রকৃত্যর্থদণ্ডাংশবৎ।২৮ ফলসাধনতাবোধ এব প্রেরণা; তামেব কুর্ব্বন্ প্রেরকো বিধিঃ অতঃ ফলসাধনতৈব প্রেরণাত্বেন বিধিপদশক্যেতি মণ্ডনাচার্য্যাঃ। ফলসাধনতা চার্থভাবনান্বয়লভ্যেত্যুক্তং প্রাক্। ইমমেব চ পক্ষং পার্থসারথি-প্রভৃতয়ঃ পণ্ডিতাঃ প্রতিপন্নাঃ। ঔপনিষদানামপি কেষাঞ্চিদিষ্টসাধনতাবাদোঽনেনৈব মতেনোপপাদনীয়ঃ।২৯ ইষ্টসাধনত্বং স্বরূপেণৈব লিঙাদিপদশক্যং, ন প্রেরণাত্বেনেতি তার্কিকাঃ। তন্ন। গৌরবাদন্যলভ্যত্বাদন্বয়াযোগ্যত্বাচ্চ। ইচ্ছাবিষয়সাধনত্বাপেক্ষয়া প্রবর্ত্তনা-

উত্তর যে 'ঈত' প্রত্যয় হইয়াছে উহাতে আখ্যাতত্ব এবং লিঙ্ত্ব এই দুইটি অংশ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ঐ আখ্যাত অংশের অর্থ প্রবৃত্তি; সুতরাং তাহা হইতেই যখন 'প্রবৃত্তি' রূপ অর্থটী পাওয়া যাইতেছে তখন ঐ লিঙ্ অংশের অর্থ প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারত্ব না বলিয়া মাত্র অনুকূলব্যাপারত্ব বলা উচিত। কারণ "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" এই নিয়ম অনুসারে, যাহা অন্য পদাদি হইতে উপস্থিত হয় তাহাকে শব্দের অভিধেয় বলা হয় না।]২৮ এ সম্বন্ধে আচার্য্য মণ্ডনমিশ্র বলেন,—ফলসাধনতাবোধই (ইষ্টসাধনতাজ্ঞানই) প্রেরণা অর্থাৎ 'ইহা আমার ইষ্ট (অভিলষিত) স্বর্গাদি ফলের সাধন বা নিষ্পাদক' ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহাই প্রেরণা। আর বিধি সেই ফলসাধনতাবোধরূপ প্রেরণা উৎপন্ন করিয়া থাকে বলিয়াই বিধিকে প্রেরক বলা হয়। এ কারণে ফলসাধনতাই প্রেরণাত্বরূপে বিধিপদের শক্য অর্থ; (অর্থাৎ লিঙ্লকারাদি বিধি হইতে ফলসাধনতাজ্ঞানরূপ প্রেরণা উৎপন্ন হয়।) আর ঐ ফলসাধনতা যে অর্থভাবনার অন্বয় হইতে লব্ধ হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। [অর্থাৎ টীকায় "প্রবর্ত্তনা হি প্রবৃত্তিহেতুর্ব্যাপারঃ। বিধিশব্দস্তু চ আখ্যাতত্বেন দশলকারসাধারণেন উপাধিনা" ইত্যাদি (১৩, ১৪ সংখ্যক) সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে, বিধি হইতে লিঙ্শ্রাবণজ্ঞান, পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনাজ্ঞান, তদনন্তর অনুমানবলে ইষ্টসাধনতাবোধ, তাহার পর ইচ্ছা এবং সর্ব্বশেষে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। টীকাকার আচার্য্য এখানে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আর পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই পক্ষটীকেই—'ফলসাধনতাই প্রেরণাত্বরূপে বিধিপদের শক্য অর্থ' এই সিদ্ধান্তটীকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর কোন কোন ঔপনিষদের (বৈদান্তিকের) যে ইষ্টসাধনতাবাদ অর্থাৎ 'ইষ্টসাধনতাই বিধিপদের অর্থ' এইপ্রকার উক্তি তাহাও এই প্রকার অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া উপপাদন করিয়া লইতে হইবে।২৯ এ সম্বন্ধে তার্কিকগণ বলেন,—ইষ্টসাধনতা স্বরূপতই লিঙাদিপদের শক্য অর্থ, তাহা যে প্রেরণাত্বরূপে বিধিপদের শক্য এরূপ নহে। এ মতটী সমীচীন নহে; কারণ তাহা হইলে গৌরব হয় অর্থাৎ কল্পনাগৌরব নামক দোষ হয়; আর তাহা অন্যলভ্য বলিয়া "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" এই নিয়মেরও—ব্যতিক্রম হয় এবং তাহার অন্বয়যোগ্যত্বও থাকে না। (কি প্রকারে ঐ তিনটি দোষ হয় তাহাই ক্রমে দেখাইতেছেন—) যে হেতু, ইচ্ছাবিষয়সাধনত্ব অপেক্ষা প্রবর্ত্তনাত্ব অতিশয় লঘু, কারণ তাহাতে ইচ্ছা এবং ইচ্ছার বিষয়কে প্রবেশ করাইতে হয় না। [অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ যে ইষ্টসাধনত্বকে বিধিপদের শক্য বলেন তাহার মধ্যে তিনটী পদার্থ রহিয়াছে, ইচ্ছা, ইচ্ছার বিষয় (স্বর্গাদি) এবং তাহার সাধনত্ব। সুতরাং ইষ্টসাধনতা বিধিপদের শক্য হইলে ইচ্ছা ও ইচ্ছাবিষয় শক্য হয়, কিন্তু প্রবর্ত্তনাত্বকে শক্য বলিলে ঐ দুইপ্রকার

ত্বমতিলঘু ইচ্ছাতদ্বিষয়য়োরপ্রবেশাৎ। ইচ্ছাজ্ঞানস্যাপি প্রবৃত্তিহেতুত্বাপাতাৎ। বস্তুগত্যা য ইচ্ছাবিষয়স্তৎসাধনমিতিশব্দেন প্রতিপাদয়িতুমশক্যত্বাৎ।৩০ সাধনত্বমাত্রস্যৈব শক্যত্বে চ তেনৈব প্রত্যয়েনোপস্থাপিতয়া প্রবৃত্ত্যা সহ শ্রুত্যা তদন্বয়সম্ভবে পদান্তরোপস্থাপিত-স্বর্গেন সহ বাক্যেন তদন্বয়াসম্ভবাৎ প্রবর্ত্তনাত্ব এব পর্য্যবসানং, শ্রুত্যা বাক্যস্য বাধাৎ।

বিশেষণ কৃত বিশিষ্টতা আর স্বীকার করিতে হয় না। কাজেই একটীর অভাব হইলেও লঘু হইত, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে দুইটীরই প্রবেশ অনাবশ্যক হওয়ায় উহা অতি লঘুই হইয়া থাকে।] (শুধু তাহাই নহে) প্রবৃত্তিস্থলে প্রবৃত্তিজ্ঞানেরও যেমন হেতুত্ব হইয়া থাকে এস্থলেও সেইরূপ ইচ্ছাজ্ঞানেরও হেতুতা প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। [কিন্তু ইচ্ছাজ্ঞান হইলেই যে প্রবৃত্তি হয় ইহা নিয়ম নহে; যেহেতু, "ভোজনেচ্ছা কি তাহা আমি জানি, কিন্তু ভোজনে আমার ইচ্ছা হইতেছে না" এই প্রকার অনুভব সর্ব্বজনবিদিত। অথচ এখানে ইচ্ছাবিষয়ক জ্ঞান রহিয়াছে কিন্তু ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি হইতেছে না। কাজেই ইচ্ছাজ্ঞান থাকিলেও যখন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয় না তখন ইচ্ছাজ্ঞান ইচ্ছার কিংবা প্রবৃত্তির হেতু নহে। কিন্তু তার্কিকগণের ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ইচ্ছাজ্ঞানও ইচ্ছার এবং প্রবৃত্তির হেতু হইয়া পড়ে।] আর বস্তুতঃ 'যাহা ইচ্ছার বিষয় মাত্র, কিন্তু জ্ঞাত নহে, তাহার সাধন'— এই প্রকারে শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় না। [অর্থাৎ অজ্ঞাত ইষ্টের সাধনত্ব বিধির অর্থ হইতে পারে না। পদের অর্থ হইলে জ্ঞাতই হইয়া পড়িবে, অজ্ঞাত থাকিতে পারিবে না। সুতরাং তার্কিকগণ যদি বলেন, এস্থলে ইচ্ছা ও তাহার বিষয় (ইষ্ট) অজ্ঞাত থাকিবে, কিন্তু তাদৃশ ইষ্টের সাধন লিঙ্‌লকারের শক্যার্থ হইবে তাহা হইলে উহা সঙ্গত হয় না। কারণ পদের শক্য অর্থ অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।]৩০ আর যদি (ইষ্টসাধনত্বকে বিধিপদের শক্য না বলিয়া, 'ইষ্ট' এই অংশটী বাদ দিয়া) কেবলমাত্র সাধনত্বকেই বিধিপদের শক্য অর্থ বলা হয় তাহা হইলে (যে "ঈত" প্রত্যয়ের দ্বারা সাধনত্বরূপ শক্য অর্থ অভিহিত হয়) তাহারই দ্বারা (আখ্যাতাংশ হইতে) পুরুষপ্রবৃত্তিও উপস্থাপিত হয় বলিয়া (যেহেতু প্রবৃত্তি বা কৃতিই আখ্যাতের অর্থ), ঈতপ্রত্যয়রূপ এক-বিভক্তি শ্রুতির দ্বারা ক্রিয়ারূপ পুরুষপ্রবৃত্তির সহিত সেই সাধনত্বের অন্বয় হওয়া যখন সম্ভব হয়, তখন আর সমভিব্যাহাররূপ বাক্যবলে পদান্তরোপস্থাপিত স্বর্গের সহিত তাহার (সেই ইষ্টসাধনতার) অন্বয় হইতে পারে না; কারণ শ্রুতির দ্বারা বাক্যের বাধা হইয়া থাকে, (যেহেতু শ্রুতি বাক্য হইতেও বলীয়সী। আর তাহা হইলে স্বর্গের প্রতি সাধনত্ব না বুঝাইয়া উক্তপ্রবৃত্তির প্রতিই সাধনত্ব বুঝাইবে। সুতরাং বিধিপদের শক্য অর্থ প্রবর্ত্তনাত্বেই পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তনাত্বই বিধিপদের শক্য অর্থ দাঁড়ায়। [আর তাহা হইলে তার্কিকগণ যে ইষ্টসাধনত্বকে বিধ্যর্থ বলিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হয় না।] (বাক্য দূরে থাকুক) একপ্রত্যয়শ্রুতি একপদশ্রুতি হইতেও (ধাত্বর্থ যে যাগাদি তাহা হইতেও) বলবতী; এই জন্য "পশুনা যজেত"='পশুর দ্বারা যাগ করিবে'—এস্থলে পশুনা এই পদের উত্তর যে 'টা' প্রত্যয় হইয়াছে তাহার অর্থ যে 'একত্ব' সংখ্যা তাহা উক্ত পদের 'পশু' এই প্রকৃত্যংশকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত 'টা' প্রত্যয়বাচ্য করণত্বরূপ

প্রত্যয়শ্রুতেঃ পদশ্রুতিতোঽপি বলীয়স্ত্বেন পশুনা যজেতেত্যত্র প্রকৃত্যর্থং পশুং বিহায় প্রত্যয়ার্থেন করণেন সহৈবৈকত্বস্যান্বয়াদেকং করণং পশুরিতি বচনব্যক্ত্যা ক্রত্বঙ্গত্বমেকত্বস্য স্থিতং, কিমু বক্তব্যং পদান্তরসমভিব্যাহাররূপাদ্বাক্যাদ্ বলীয়স্ত্বমিতি।৩১ বাক্যার্থান্বয়লভ্যত্বাচ্চ নেষ্টসাধনত্বং পদার্থঃ। তথা হি প্রবর্ত্তনাকর্ম্মভূতা পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনা কিং কেন কথমিত্যংশত্রয়বতী বিধিনালম্বত্বেন প্রতিপাদ্যত ইত্যুক্তং

অর্থের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে; আর তাহাতে ‘একং করণং পশুঃ’ ‘একটী করণ পশু’ এই প্রকার বচন ব্যক্তি হইয়া থাকে [অর্থাৎ ‘পশুনা’ এই পদটীর ‘একটী করণ পশু’ এইরূপ অর্থ হয়। কিন্তু প্রকৃত্যংশ পশুর সহিত অন্বয় হয় না; তাহা হইলে এস্থলে একত্ব বিবক্ষিত হইতে পারিত না; আরও ‘টা’ প্রত্যয়ের অর্থ একত্ব এবং করণত্ব। একই প্রত্যয়ের অর্থ বলিতে ইহারা দুইটীই পরস্পরের সন্নিকৃষ্টতম—সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। আর সন্নিকৃষ্টের সহিত অন্বয়াকাঙ্ক্ষা হয়। আর তাহা দ্বারাই যদি আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে আর অন্যের সহিত অন্বয় হইতে পারে না। এই কারণে একবিভক্তি দ্বারা সাধনত্ব এবং প্রবৃত্তি এই দুইটী অর্থলব্ধ হয় এবং সাধনত্ব সেই প্রবৃত্তির সহিতই অন্বিত হইয়া প্রবৃত্তির প্রতিই সাধনত্ব বুঝায়। কারণ তাহাই সন্নিকৃষ্ট নিকটবর্ত্তী সুতরাং এই প্রকারে একই পদের মধ্যে যখন প্রকৃত্যংশ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যয়াংশেরই সহিত প্রত্যয়বাচ্য অর্থগুলির অন্বয় হয় তখন] ঈত প্রত্যয়ার্থ যে সাধনত্ব তাহা যে পদান্তরসমভিব্যাহার রূপ বাক্যার্থ হইতেও বলবৎ হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ৩১ [কাজেই তার্কিকগণ গৌরবাদির ভয়ে ইষ্টসাধনত্বকে স্বরূপতঃ লিঙ্‌পদের শক্য অর্থ না বলিয়া যদি কেবল মাত্র সাধনত্বকেই লিঙ্‌পদের শক্য অর্থ বলেন তাহা হইলেও পুরুষের ইষ্ট যে স্বর্গাদি ফল তাহার সহিত লিঙ্‌র্থের (সাধনত্বের) অন্বয় হইতে পারে না। এইজন্য ইষ্টসাধনত্ব লিঙ্‌লকারের অর্থ হয় না। কিন্তু প্রবৃত্তির সাধন যে প্রবর্ত্তনা তাহাই লিঙ্‌লকারের অর্থ হয়। আর ইহাই আমার সিদ্ধান্ত পক্ষ।]৩১ অন্যলভ্যত্বহেতুকও ইষ্টসাধনত্ব বিধিলকারের শক্যার্থ নহে, তাহাই দেখাইতেছেন—। ইষ্টসাধনতা বাক্যার্থান্বয়লভ্য বলিয়া উহা পদার্থ নহে (কিরূপে ইষ্টসাধনত্ব ব্যক্যার্থান্বয় লভ্য হয় তাহাই দেখাইতেছেন—“তথাহি” ইত্যাদি) কারণ, প্রবর্ত্তনার কর্ম্মভূত পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ যে অর্থভাবনা, তাহার মধ্যে ‘কিং’, ‘কেন’ এবং ‘কথম্’ এই তিনটী অংশ রহিয়াছে। আর সেই যে পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনা তাহা যদি অপুরুষার্থকর্ম্মিকা হয় [অর্থাৎ অর্থভাবনার যাহা কর্ম্মরূপে অন্বিত হইবে তাহা পুরুষার্থ নহে। কারণ, ধাত্বর্থ যাগই ভাবনার কর্ম্ম হইয়া তাহার সহিত অন্বিত হইতে পারিত; কিন্তু ঐ ধাত্বর্থ যাগাদি কষ্টসাধ্য, ক্লেশকর হওয়ায় পুরুষার্থ হয় না; এইজন্য বলা হইয়াছে, সেই ভাবনা যদি অপুরুষার্থ কর্ম্মিকা হয়] তাহা হইলে অপুরুষার্থকর্ম্মিকা সেই অর্থভাবনার প্রবর্ত্তনা উপপন্ন (সঙ্গত) হইতে পারে না। অর্থাৎ তাদৃশ ক্লেশাত্মক অপুরুষার্থরূপ যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে ধাত্বর্থ সমানপদোপস্থাপিত হইলেও ঐ সমানপদোপস্থিত ধাত্বর্থকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ অর্থ ভাবনা স্বর্গকেই নিজ ভাব্য

প্রাক্। অপুরুষার্থকর্ম্মিকায়াং চ তস্যাং প্রবর্ত্তনানুপপত্তেরেকপদোপস্থাপিতমপ্যপুরুষার্থং ধাত্বর্থং বিহায় ভিন্নপদোপাত্তমন্যবিশেষণমপি কমিপদসম্বন্ধেন সাধ্যতান্বয়যোগ্যং স্বর্গমেব পুরুষার্থং সা ভাব্যতয়ালম্বতে। ইচ্ছাবিষয়স্যৈব কৃতিবিষয়ত্বনিয়মাৎ, স্বর্গং কাময়তে স্বর্গকাম ইতি কর্ম্মণ্যণি দ্বিতীয়ায়া অন্তর্ভূ'তত্বাৎ;

(কর্ম্ম) রূপে গ্রহণ করে। আর যদিও স্বর্গ ভিন্নপদোপাত্ত এবং তাহা অন্যের বিশেষণ (কারণ "যঃ স্বর্গং কাময়তে" এইরূপ অর্থ বুঝায় বলিয়া স্বর্গ এখানে কামনার বিশেষণ হইয়া সেই কামনা দ্বারা তৎকামনাবান্ পুরুষের বিশেষণ হইয়া থাকে) তথাপি কমিপদের সহিত তাহার (স্বর্গের) সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তাহা (স্বর্গ) সাধ্যরূপে অন্বয়ের যোগ্য এবং তাহা পুরুষার্থও বটে; এ কারণে অর্থভাবনা ঐ স্বর্গকেই নিজ ভাব্য কর্ম্মরূপে অবলম্বন করিবে অর্থাৎ স্বর্গই অর্থভাবনার কর্ম্ম হইবে। যে হেতু যাহা ইচ্ছার বিষয় তাহাই কৃতির বিষয় হইয়া থাকে, এইরূপ নিয়ম আছে অর্থাৎ স্বর্গ ফলবিষয়িণী ইচ্ছার বিষয় বলিয়া উহা কৃতিরও বিষয় হয়; সুতরাং পুরুষার্থরূপ স্বর্গই এস্থলে ভাব্য অর্থাৎ পুরুষপ্রবৃত্তি রূপ অর্থভাবনার সাধ্য 'স্বর্গং কাময়তে'=যে স্বর্গ কামনা করে এই প্রকারে 'কর্ম্মণি অণ্' এই সূত্র অনুসারে 'স্বর্গকাম' এই পদটী (স্বর্গ শব্দপূর্ব্বক কমি ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় করিয়া) নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর 'কর্ম্মণ্যন্' এই সূত্র অনুসারে 'অণ্ প্রত্যয় করিলে 'স্বর্গকাম' এই পদে দ্বিতীয়বিভক্তি অন্তর্ভূ'ত রহিয়াছে (যে হেতু কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে)। আর যজ্ ধাতু অকর্ম্মক; এজন্য 'স্বর্গম্' এইরূপ বলিলে যজ্ ধাতুর সহিত উহার অন্বয় হইতে পারে না; কাজেই 'স্বর্গকাম' এই ভাবে সমাসবদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। (কিন্তু "স্বর্গং যজেত" এ ভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। এ কারণেও 'স্বর্গ' শব্দে সাক্ষাৎ কর্ম্মবিভক্তিরূপ দ্বিতীয়া না থাকিলেও উহাই পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনার ভাব্য অর্থাৎ সাধ্য বা কর্ম্ম হইবে; কারণ যাহা সাধ্য অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পাদ্য তাহা কর্ম্মই হইয়া থাকে)।৩২ [তাৎপর্য্য—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বগুলিই প্রবল আর পরপরগুলিই দুর্ব্বল। (ইহাদের এই প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য বিষয়ক বিচার মৎকৃত মীমাংসাদর্শনের অনুবাদে ৪৫৭—৪৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অতিবিস্তৃতি ভয়ে তাহা এখানে দেখান হইল না)। এই কারণে "পশুনা যজেত" এস্থলে করণত্ব এবং একত্বরূপ দুইটী তৃতীয়া বিভক্তির অর্থের অন্বয় হইয়াছে, কারণ তাহাই সন্নিকৃষ্ট। তবে এই সন্নিকৃষ্টের সহিত অন্বয় হইবার পক্ষে যদি কোন বাধা থাকে তাহা হইলে সন্নিকৃষ্ট পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রকৃষ্টের সহিতই অন্বয় হইবে। "যজেত" যজ্ পদের প্রকৃত্যংশ আর 'ঈত' প্রত্যয়াংশ। এই ঈত প্রত্যয়ের মধ্যেও আবার লিঙ্ত্ব ও আখ্যাতত্বরূপ দুইটী অংশ আছে। তন্মধ্যে লিঙ্ অংশটী শব্দভাবনা বা প্রেরণার বাচক আর আখ্যাতাংশটী অর্থভাবনার (প্রবৃত্তির) বোধক। আখ্যাতাংশ বাচ্য অর্থভাবনাটিই এই শব্দভাবনার কর্ম্ম হইয়া থাকে; কেননা তাহাই সন্নিকৃষ্ট। আবার আখ্যাতত্বাংশ বাচ্য অর্থভাবনাটীও একটী ক্রিয়া; সুতরাং উহারও একটী কর্ম্ম আছে। সেই কর্ম্মটী কি? উহার সহিত কাহার কর্ম্মরূপে অন্বয় হইতে পারে? এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে সন্নিকৃষ্ট বলিয়া ধাত্বর্থের দিকেই দৃষ্টি পড়ে। যজ্ ধাতুর অর্থ

যজতেরকর্ম্মকত্বেন স্বর্গমিত্যুক্তেঽনন্বয়াচ্চ।৩২ অতএব যত্র কমিপদং ন শ্রূয়তে, তত্রাপি তৎ কল্প্যতে। যথা “প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরূপযন্তী”ত্যাদৌ প্রতিষ্ঠাকামা রাত্রিসত্রমুপেয়ুরিত্যাদি।৩৩ এবং চ লব্ধভাব্যায়াং তস্যাং সমানপদোপস্থাপিতো ধাত্বর্থ এব করণতয়ান্বেতি ভাব্যাংশস্য কমিবিষয়েণাবরুদ্ধত্বাৎ,

যাগ। এস্থলে যজ্ ধাতু এবং ঈত প্রত্যয়, ইহারা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া একটী পদ হয় বলিয়া
“ঈত”প্রত্যয়গত আখ্যাতাংশের বাচ্য যে অর্থভাবনা তাহার সহিত যজ্ ধাত্বর্থেরই কর্ম্মরূপে
অন্বয় হওয়া উচিত; যে হেতু উহাই সন্নিকৃষ্ট। আর সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটতম পদার্থের সহিতই
পদার্থান্তরের প্রথম অন্বয়াকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। তাহাতে যদি কোন বাধা থাকে তাহা হইলে
সন্নিকৃষ্ট ছাড়িয়া বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) পদার্থের সহিত অন্বয় স্বীকার করা হয়। কিন্তু যজ্ ধাতুর
অর্থ যাগ; যাগ কষ্টসাধ্য, ক্লেশকর, দুঃখাত্মক। আর দুঃখ পুরুষের অনীপ্সিত। আবার যাহা
অনীপ্সিত তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না,—তাহা কর্ম্ম হইতে পারে না, যে হেতু “কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম”
—“কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিততম তাহাই কর্ম্ম”—ইহাই কর্ম্মের লক্ষণ। সুতরাং ধাত্বর্থ যাগ অনীপ্সিত
হওয়ায় তাহার কর্ম্মত্ব বাধিত হয় বলিয়া তাহা সন্নিকৃষ্ট হইলেও তাহার সহিত অর্থভাবনার অন্বয়
হইবে না। আর সন্নিকৃষ্ট বাধিত হইলে বিপ্রকৃষ্টের প্রতি দৃষ্টি পড়ে বলিয়া, ‘যজেত’ এই
পদসমভিব্যাহৃত অপরাপর যে সমস্ত পদ আছে তাহার দিকে দৃষ্টি পড়ে। তাহাতে স্বর্গকামঃ এই
পদটী লক্ষ্য হয় এবং তাহাতে দেখা যায় যে “স্বর্গকামঃ” এস্থলে ‘কাম’ পদের অর্থ—কামনাত্মক হওয়ায়
কর্ম্মত্বের অযোগ্য, এই কারণে উহা বিশেষ্য হইলেও কর্ম্ম হইবার অযোগ্য; কাজেই উহা ঐ
অর্থভাবনার সহিত অন্বিত হইতে পারে না। তখন ঐ বিশেষ্যাংশকে ছাড়িয়া উহার বিশেষণাংশ
যে স্বর্গ তাহাই লক্ষ্য হয়; তাহাতে দেখা যায় যে স্বর্গই কামনার বিষয় বলিয়া তাহাই সাধ্য;
আর যাহা সাধ্য তাহাই কর্ম্ম হয়। এই কারণে স্বর্গই অর্থভাবনার কর্ম্ম হইয়া থাকে। সুতরাং
স্বর্গ পদার্থ ‘যজেত’ এই পদ হইতে ভিন্ন অন্য একটী পদের দ্বারা অভিহিত; শুধু তাহাই নহে,
উহা আবার অন্য একটী পদের বিশেষণ হওয়ায় গুণীভূত অর্থাৎ অপ্রধান। তথাপি স্বর্গই যখন
কামনার বিষয় তখন উহাই সাধ্য, উহারই জন্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। যে হেতু যে বিষয়টীতে
ইচ্ছা হয় তাহার জন্যই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। আর ঐ স্বর্গ কৃতির বিষয়, ক্রিয়া
দ্বারা সাধ্য বা নিষ্পাদ্য বলিয়াই উহা কর্ম্মত্বরূপে অন্বয় লাভের যোগ্য বলিয়া অর্থভাবনার
কর্ম্ম হইয়া থাকে। আর ধাত্বর্থ যাগটী উহারই করণ হয়।]৩২ এই কারণেই যে স্থলে
‘কমি’ পদ অর্থাৎ ‘কম’ ধাতু নিষ্পন্ন পদ শ্রুত হয় নাই (উক্ত হয় নাই) তথায় তাহা
কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইহার উদাহরণ যেমন “প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা-রাত্রী রূপযন্তি”—
“যে সকল ব্যক্তি এই সকল রাত্রি অর্থাৎ রাত্রিসত্র নামে প্রসিদ্ধ ক্রিয়া প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহাদের অনুষ্ঠান
করে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়”—এইস্থলে “প্রতিষ্ঠাকামাঃ রাত্রিসত্রম্ উপেয়ুঃ” (অর্থাৎ
প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিরা রাত্রিসত্র করিবে) এই প্রকারে ‘কমি’ পদের অধ্যাহার কল্পনা করা হইয়া
থাকে।৩৩ আর এরূপ হইলে অর্থাৎ ভিন্নপদোপাত্ত স্বর্গ পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনার কর্ম্ম হয়,
ইহা স্থির হইলে লব্ধভাব্যা (যাহার ভাব্য অর্থাৎ সাধ্য বা ফল অন্বয় যোগ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তাদৃশ)

সুপ্‌বিভক্তিযোগ্যে ধাত্বর্থনামধেয়ে জ্যোতিষ্টোমাদৌ তৃতীয়াশ্রবণাৎ।৩৪ যত্রাপি নামধেয়ে দ্বিতীয়া শ্রূয়তে তত্রাপি ব্যত্যয়ানুশাসনেন তৃতীয়াকল্পনাৎ। তদুক্তং মহাভাষ্যকারৈঃ "অগ্নিহোত্রং জুহোতীতি তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়েতি।"৩৫ অতএব তৈঃ "প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সহার্থং ব্রূতস্তয়োঃ প্রত্যয়ার্থঃ প্রাধান্যেন প্রকৃত্যর্থো গুণত্বেনে"তি প্রত্যয়ার্থং

সেই অর্থভাবনায় সমানপদোপস্থাপিত ধাত্বর্থটীই করণরূপে অন্বিত হয়; কারণ উহার অর্থাৎ ঐ পুরুষপুরুষপ্রবৃত্তি রূপ অর্থভাবনার, ভাব্য (নিষ্পাদ্য) অংশটী 'কম্' ধাতুর বিষয়ীভূত যে স্বর্গ তাহার দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে (পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনার সহিত অন্বিত হইয়া গিয়াছে) আর্থাৎ ধাত্বর্থ যে যাগ তাহা যখন ক্রিয়ানিষ্পাদ্য কর্ম্মরূপে অন্বয় লাভের অবকাশ পাইতেছে না কিংবা তাদৃশ যোগ্যতাও তাহার থাকিতেছে না তখন তাহা কর্ম্মরূপে অন্বিত না হইয়া ঐ কর্ম্মরূপ ফলের করণ রূপেই অন্বয় লাভ করে। অর্থাৎ ধাত্বর্থ যাগটী ক্রিয়ানিষ্পাদ্য স্বর্গরূপফলের করণই হইয়া থাকে অর্থাৎ যাগের দ্বারা স্বর্গরূপ ফল নিষ্পন্ন হয়। ধাত্বর্থ করণরূপেই অন্বিত হবে, ইহার প্রতি আরও হেতু এই যে,—ধাত্বর্থের নামধেয় যে জ্যোতিষ্টোমাদি নামপদ তাহাতে যখন তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে তখন ধাত্বর্থ করণ রূপেই অন্বিত হওয়া উচিত।৩৪ [তাৎপর্য্য এই যে, যাগ বলিতে যাগসামান্যই অভিহিত হয়। কিন্তু সামান্য অনুষ্ঠেয় হয় না; সুতরাং তাহাতে বিধি হইতে পারে না। এই জন্য বিশেষেরই বিধান হইয়া থাকে। 'স্বর্গকামো যজেত' এস্থলে ধাত্বর্থ যাগটী. বিধেয়; কিন্তু অর্থভাবনার সহিত উহার কি ভাবে অন্বয় হইবে তাহা দেখাইতে হইলে উহাতে কি বিভক্তি হইতে পারে তাহা দেখান উচিত। 'যজেত" এইটী ক্রিয়াপদ হওয়ায়—এবং ধাতুর উত্তর সুপ্ বিভক্তি হয়না বলিয়া ধাত্বর্থ যাগটী কোন্ কারক হইবে তাহা বুঝিবার উপায় কি? এই জন্য বলা হয় যে ঐ যাগের সহিত যাহার অভেদে অন্বয় আছে সেই পদটী দেখ, তাহাতে যে বিভক্তি বোধিত কারকত্ব আছে, যাগেও সেই কারকত্ব অন্বিত হইবে। আর যাগসামান্য অননুষ্ঠেয় (অনুষ্ঠানের অযোগ্য) হওয়ায় তাহা অবিধেয়; সুতরাং যাগবিশেষ জ্যোতিষ্টোমাদিই বিধেয়। আর তাহাতে যখন তৃতীয়া বিভক্তি বোধিত করণত্ব রহিয়াছে তখন তদভিন্ন অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাভিন্ন যে যাগ তাহাও করণই হইবে। এই কারণেও ধাত্বর্থ করণরূপেই অন্বিত হইয়া থাকে।]৩৪ আর যে স্থলে যাগের নামধেয়ে অর্থাৎ যাগনামবাচকশব্দে দ্বিতীয়াবিভক্তি থাকে সে স্থলেও বিভক্তির ব্যত্যয় অর্থাৎ বিপরিণাম (অন্য বিভক্তিতে পরিবর্ত্তন) করিবার অনুশাসন আছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ তাদৃশ নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। একারণে তাহাতেও তৃতীয়া বিভক্তিরই কল্পনা করিতে হইবে। ইহা মহাভাষ্যকার (পানিণীয় ব্যাকরণের ভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি) বলিয়া গিয়াছেন; যথা,—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এখানে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে দ্বিতীয়া হইয়াছে। [অর্থাৎ উহা 'অগ্নিহোত্রেণ জুহোতি'="অগ্নিহোত্রেণ (অগ্নিহোত্রনামবতা হোমেন) ভাবয়েৎ"='অগ্নিহোত্র নামক হোমের দ্বারা অভিলষিত বিষয়টী নিষ্পাদিত করিবে এইপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে।]৩৫ আর এই কারণেই—"প্রকৃতি ও প্রত্যয় উভয়ে মিলিত ভাবে অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে প্রত্যয়ের অর্থটী প্রধান আর প্রকৃতির অর্থ অপ্রধান ভাবে প্রকাশিত হয় এইরূপ নিয়ম করিয়া সেই মহাভাষ্যকারই ধাত্বর্থের করণত্ব বলিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহার (ধাত্বর্থের) গুণত্বই কথিত হইয়াছে।

ভাবনাং প্রতি ধাত্বর্থস্থ গুণত্বেন করণত্বমুক্তম্। “আখ্যাতং ক্রিয়াপ্রধান”মিতি বদদ্ভির্নিরুক্তকারৈরপ্যেতদেবোক্তম্। ভাবার্থাধিকরণে চ তথৈব স্থিতম্। তেন সর্ব্বত্র প্রত্যয়ার্থং প্রতি ধাত্বর্থস্থ করণত্বেনৈবান্বয়নিয়মঃ।৩৬ অতএব গুণবিশিষ্টধাত্বর্থবিধৌ ধাত্বর্থানুবাদেন কেবলগুণবিধৌ চ মত্বর্থলক্ষণা বিধের্ব্বিপ্রকৃষ্টবিষয়ত্বং চ। যথা “সোমেন যজেতে”তি বিশিষ্টবিধৌ সোমবতা যাগেনেতি “দধ্না জুহোতী”তি গুণবিধৌ দধিমতা হোমেনেতি।৩৭

তিনি ধাত্বর্থকে গুণীভূত অপ্রধান করিয়া উহার করণত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (কাজেই বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ও ধাত্বর্থ যাগকে প্রত্যয়ার্থ ভাবনার করণই বলিয়া থাকেন)। নিরুক্তকারও, “আখ্যাত ক্রিয়াপ্রধান” এই কথা বলিয়া ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। (সুতরাং ধাত্বর্থ করণই হইয়া থাকে ইহা বৈয়াকরণ সম্প্রদায় এবং নিরুক্তকারেরও অভিপ্রেত।) ভাবার্থাধিকরণে অর্থাৎ মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণে এইরূপই সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে সকল স্থলেই প্রত্যয়ার্থ যে ভাবনা তাহার প্রতি ধাত্বর্থ করণত্বরূপে অন্বিত হইবে, এইরূপই নিয়ম আছে। অর্থাৎ “বিধানে বানুবাদে বা যাগঃ করণ মিষ্যতে”—বিধিস্থলেই হউক কিংবা অনুবাদস্থলেই হউক ধাত্বর্থ যাগ করণ হইবে, এই নিয়মানুসারে যাগ করণই হইয়া থাকে।৩৬ এই কারণেই অর্থাৎ ধাত্বর্থ সর্ব্বত্র করণরূপেই অন্বয় লাভ করিবে, এইরূপই নিয়ম হইতেছে বলিয়া যেখানে গুণবিশিষ্ট ধাত্বর্থের বিধান আছে তথায়, এবং যেখানে ধাত্বর্থের অনুবাদপূর্ব্বক কেবলমাত্র দ্রব্যাদিরূপ গুণের বিধান আছে তথায় (ধাত্বর্থের করণত্ব রক্ষা করিবার জন্য) যথাক্রমে মত্বর্থলক্ষণা এবং বিধির বিপ্রকৃষ্টবিষয়ত্ব হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ যেমন ‘সোমেন যজেত’ এই বিশিষ্ট বিধির স্থলে “সোমবতা যাগেন (ইষ্টং ভাবয়েৎ)” এই প্রকারে সোমরূপ গুণবাচকপদের উত্তর লক্ষণা করিয়া মত্বর্থ প্রত্যয় ধরিয়া লইয়া অর্থ করিতে হয়। আর ‘দধ্না জুহোতি’ এস্থলে ধাত্বর্থ হোম পূর্ব্বে বিহিত হইয়াছে; আর যাহা একবার বিহিত হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বার বিধান হইতে পারে না; কাজেই এখানে ধাত্বর্থ হোমের অনুবাদ করিয়া তদুদ্দেশ্যে দধিই গুণরূপে বিহিত হইয়া থাকে; আর তখন উহার অর্থ হয়—‘দধিমতা হোমেন’ (ইষ্টং ভাবয়েৎ)’—যাহার উদ্দেশ্যে দধিরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে তাদৃশ হোমের দ্বারা ইষ্ট ফলের উৎপাদনা করিবে।” ৩৭ [তাৎপর্য্য এই যে, ‘সোমেন যজেত’ ইহা একটী গুণবিশিষ্টধাত্বর্থবিধির উদাহরণ। এই বিধি স্থলে সোম পদটী শুদ্ধ রহিয়াছে। আর অন্বয় করিবার সময় উহার উত্তর লক্ষণা করিয়া উহার অর্থ ‘সোমবৎ’ এইরূপ করিতে হইবে। এরূপ করিলে শুদ্ধ সোমপদটীকে মত্বর্থীয় (‘অস্তি’-অর্থে যে মতুপ্ প্রত্যয় হয় তাহার অর্থযুক্ত) ‘বৎ’-প্রত্যয় করিয়া ‘সোমবৎ’ এইরূপে পরিণত করা হয়। আর তাহা হইলে মত্বর্থীয় প্রত্যয়ে লক্ষণা করিয়া এইরূপ অর্থ করা হয়। এস্থলে মত্বর্থ লক্ষণা না করিলে উহার অন্বয় হইতে পারে না। কেন অন্বয় হইতে পারে না, সে সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত বিচার ‘মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ’ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আর ‘দধ্না জুহোতি’ ইহা একটী গুণবিধির উদাহরণ। এস্থলে ‘জুহোতি’ ধাত্বর্থটী বিহিত নহে। যেহেতু অপ্রাপ্তেরই বিধান হয়, প্রাপ্তের বিধান হয় না, তাহা অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি মাত্র হইয়া থাকে। ‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি’ এই বিধিবাক্যে ‘জুহোতি’ ধাতুর অর্থ যে হোম যাহা অন্য কোন বচনাদি দ্বারা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হয় নাই সেই

নামধেয়ান্বয়ে তু সামানাধিকরণ্যোপপত্তের্ধাত্বর্থমাত্রবিধানাচ্চ ন মত্বর্থলক্ষণা ন বা বিধিবিপ্রকর্ষঃ।৩৮ তদেবং জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকাম ইত্যত্রাখ্যাতার্থো ভাবয়েদিতি ;

অপ্রাপ্ত হোমের বিধান হইয়াছে বলিয়া পুনর্ব্বার ‘দধ্না জুহোতি’ এই স্থলে আর হোমের বিধান হইতে পারে না। এজন্য ঐ হোমরূপ ধাত্বর্থটীর অনুবাদ করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সেই হোমটীতে দধিরূপ গুণ বিহিত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে উহার অর্থ হয়—“দধ্না হোমং ভাবয়েৎ”—‘দধির দ্বারা হোম নিষ্পাদন করিবে’। এই প্রকারে ‘হু’ ধাত্বর্থ হোমের অনুবাদ করিয়া হু ধাতুর উত্তর বিহিত যে ঈতপ্রত্যয় তাহার অর্থ যে অর্থভাবনা তাহা সমানপদোপাত্ত সন্নিকৃষ্ট হুধাত্বর্থের সহিত অন্বিত না হইয়া বিপ্রকৃষ্ট ‘দধ্না’ এই অন্যপদোপাত্ত (ধাত্বর্থ ছাড়া অন্য একটী পদের দ্বারা উপাত্ত অর্থাৎ গৃহীত বা প্রকাশিত) দধিরূপ গুণের সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে। এখানে ধাত্বর্থটী গুণরূপে অন্বিত হয় না, কিন্তু অন্যপদের দ্বারা প্রকাশিত ‘দধি’ প্রভৃতি পদার্থই গুণরূপে অন্বিত হয় ;—প্রকৃত্যর্থ যে হোম তাহা গুণরূপে করণাকারে অন্বিত হয় না। আর ‘অগ্নিহোত্রং জহোতি’ এবং ‘দধ্না জুহোতি’ এই দুইটী বিধির একবাক্যতা করিলে, ‘দধ্না হোমং ভাবয়েৎ’ এবং ‘অগ্নিহোত্রেণ হোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ’ এই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। আর ইহাতে বাক্যভেদরূপ দোষও হয় না, কারণ এখানে বিধায়ক বাক্য দুইটীই রহিয়াছে। ঐ দুইটী অর্থকেই একটী বাক্যে নিবদ্ধ করিয়া টীকাকার আচার্য্য বলিয়াছেন—“দধিমতা হোমেন (ইষ্টং ভাবয়েৎ ;”। ঐরূপ অর্থ না করিলে ‘দধ্না জুহোতি’ এটীও মত্বর্থলক্ষণার উদাহরণ হইয়া পড়ে। নির্দ্দোষভাবে অন্বয় সম্ভব হইলে মত্বর্থ-লক্ষণারূপ দোষ স্বীকার করা উচিত নহে বলিয়া টীকার ‘দধিমতা হোমেন’ এই বাক্যের ঐরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ৩৭] আর নামধেয়ের অভেদে অন্বয় যুক্তিযুক্ত হয় বলিয়া তথায় কেবলমাত্র ধাত্বর্থেরই বিধান হইয়া থাকে ; কাজেই তথায় মত্বর্থলক্ষণাও হয় না কিংবা বিধিরও বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) পদের সহিত অন্বয়রূপ দোষও হয় না।৩৮ [অর্থাৎ “সোমেন যজেত” এবং “দধ্না জুহোতি” এস্থলে সোম কিংবা দধি,—ধাত্বর্থ যে যাগ ও হোম তাহার সহিত অভেদে অন্বিত হইতে পারে না। কিন্তু “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত” ইত্যাদি স্থলে ধাত্বর্থ যাগটীই বিহিত ; আর ‘জ্যোতিষ্টোম’ শব্দটী ঐ যাগেরই নামধেয় হওয়ায় জ্যোতিষ্টোম সেই ধাত্বর্থের সহিত অভেদে অন্বিত হয়। এই কারণে এখানে অন্বয় করিবার জন্য ‘সোম’বাক্যের ন্যায় ‘জ্যোতিষ্টোমবতা’ এইরূপ মত্বর্থলক্ষণা করিতে হয় না। আর জ্যোতিষ্টোমটী কোন গুণ বা দ্রব্য নহে ; কাজেই ‘দধি’বাক্যবিহিত দধির ন্যায় এস্থলে ধাত্বর্থের অনুবাদ করিয়া উহার সহিতই যে বিধির অন্বয় হইবে তাহাও সম্ভব নহে। সুতরাং বিধিবিপ্রকর্ষ হইতে পারিল না অর্থাৎ বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) পদের সহিত বিধির অন্বয় হইল না। এই কারণে সমানপদোপাত্ত যাগরূপ ধাত্বর্থের সহিতই বিধির অন্বয় হয় বলিয়া এস্থলে মত্বর্থলক্ষণা কিংবা বিধিবিপ্রকর্ষ হইবে না। কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি যাগনামধেয়সকল যাগের সহিত অভেদেই অন্বয়লাভ করিবে। আর তথায় সামানাধিকরণ্য থাকে বলিয়া অভেদান্বয় হয়।]৩৮ অতএব এই সমস্ত বিচার হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ” এস্থলে অখ্যাতের অর্থ ভাবনা। আর যখন উহাতে “কিম্” এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হয় অর্থাৎ ‘কি নিষ্পাদনা করিবে’ এইপ্রকার

কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং কমিবিষয়ং স্বর্গমিতি, বিধিশ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাদাকাঙ্ক্ষায়া উৎকটত্বাচ্চ; তথা চ স্থিতং ষষ্ঠাদ্যে।৩৯ ততঃ কেনেত্যপেক্ষিতে যাগেনেতি তৃতীয়ান্তপদসমানাধিকরণত্বাৎ করণত্বেনৈবান্বয়নিয়মাচ্চ।৪০ কিংনাম্নেত্যপেক্ষিতে জ্যোতিষ্টোমেনেতি তন্নাম্নেত্যর্থঃ। শব্দাদনুপস্থিতোঽপি জ্যোতিষ্টোমশব্দো ভাসত এব শাব্দে বোধে শ্রবণেনোপস্থাপিতস্তাৎপর্য্যবশাৎ। নামধেয়ান্বয়ে চ ন বিভক্ত্যর্থো দ্বারং নঞিবাদ্যার্থান্বয় ইব। তেন মত্বর্থলক্ষণামন্তরেণৈব জ্যোতিষ্টোমশব্দবতেত্যন্বয়লাভঃ। তথা চ কবিপ্রয়োগঃ "হিমালয়ো নাম

জিজ্ঞাসা হয় তখন কামপদজ্ঞাপিত কমিধাতুর বিষয় যে স্বর্গ তাহাই উহার সহিত কর্ম্মরূপে অন্বিত হয়; যেহেতু বিধিশ্রুতির বলবত্তাই হইয়া থাকে এবং আকাঙ্ক্ষারও উৎকটতা রহিয়াছে। [অর্থাৎ বিধি প্রবর্ত্তনা না জন্মাইলে বিফল হইয়া পড়ে। কাজেই তাহা প্রবর্ত্তনা করিবে। আবার যাহা অপুরুষার্থ তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং বিধি শ্রুতির বলবত্তা নিবন্ধন তাহা নিজসাধ্যরূপে একটি ইষ্ট কর্ম্মকে নিজের সহিত অন্বিত করাইবেই; আবার ফলবিষয়িণী আকাঙ্ক্ষা অতি উৎকট হওয়ায় তাহাও একটী সাধনের সহিত অন্বিত হইবে। এইরূপ হইলে সেই ফলটাই বিধির সহিত কর্ম্মরূপে অন্বিত হইবে।] ষষ্ঠাদ্যে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমপাদের আদ্য (প্রথম) অধিকরণে এই প্রকার সিদ্ধান্তই রহিয়াছে।৩৯ তদনন্তর, "কেন" এইরূপ অপেক্ষা হইলে অর্থাৎ 'কিসের দ্বারা তাহার নিষ্পাদনা করিবে' এই প্রকার প্রশ্ন হইলে "যাগেন"—যাগের দ্বারা, এই পদটী অন্বিত হইবে। এরূপ হইবার কারণ এই যে (জ্যোতিষ্টোমাদি যাগনামধেয় বাচক পদ তৃতীয়ান্ত রহিয়াছে বলিয়া) তৃতীয়ান্ত পদের সহিতই ইহার অন্বয় হওয়া উচিত, যেহেতু এস্থলে যজ্‌ধাতু এবং জ্যোতিষ্টোমপদ একার্থক বলিয়া সমানাধিকরণ অর্থাৎ তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত যে জ্যোতিষ্টোমপদ তাহার অর্থের সহিত অভেদে অন্বয় হইবার যোগ্যত্ব যজ্‌ধাত্বর্থে রহিয়াছে। কাজেই তাহাদের অভেদে অন্বয় হইবে, অর্থাৎ যাগ এবং জ্যোতিষ্টোম অভিন্ন। আবার করণত্বরূপেই ধাত্বর্থের অন্বয় হইবার নিয়ম রহিয়াছে বলিয়াও 'যাগ' করণরূপেই ভাবনাতে অন্বিত হয়।৪০ [অর্থাৎ যাগের যাহা নামধেয় বা নাম তাহাতে যদি তৃতীয়া বিভক্তি থাকে তাহা হইলে যাগেতেও তৃতীয়া বিভক্তিই হওয়া উচিত; সুতরাং যাগেতে তৃতীয়া বিভক্তি প্রত্যক্ষতঃ শ্রুত না থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি দিয়াই অন্বয় করিতে হয়। আরও সকল অবস্থাতেই যাগ করণ হইয়া থাকে। আর করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এ কারণেও যাগ শব্দ তৃতীয়ান্ত করিয়া অন্বয় করিতে হয়।] আবার 'কিন্নাম্না' এই প্রকার অপেক্ষা হইলে অর্থাৎ 'কি নামে প্রসিদ্ধ যাগের দ্বারা ঐরূপ করিবে?'—এইরূপ প্রশ্ন হইলে 'জ্যোতিষ্টোমেন' অর্থাৎ 'জ্যোতিষ্টোমনামক যাগের দ্বারা—এই প্রকার অন্বয় হয়। জ্যোতিষ্টোম এই শব্দটী পদের দ্বারা পদার্থরূপে উপস্থিত হয় না, কিন্তু তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্যোতিষ্টোমপদ শাব্দবোধে ভাসমান হইয়াছে। নঞ্, ইব প্রভৃতি শব্দ অব্যয় বলিয়া—তাহার উত্তর বিভক্তি হয় না। এজন্য বিভক্ত্যর্থদ্বারা নামার্থের অন্বয় হয়, এই যে নিয়ম তাহা নঞ্, ইব শব্দাদি স্থলে খাটে না। এজন্য নিপাতাতিরিক্ত নামার্থই বিভক্ত্যর্থদ্বারা অন্য পদার্থে অন্বিত হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হয়। এইরূপ নামধেয়ান্বয়ে পদের বৃত্তির দ্বারা অনুপস্থিত নামশব্দেরও শাব্দবোধে ভান হয়, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। নামধেয়াতিরিক্তস্থলেই বৃত্তিদ্বারা উপস্থাপিত পদার্থের

নগাধিরাজ” ইতি ; হিমালয়নামবানিত্যর্থঃ।৪১ এবম্—“ইহ প্রভিন্নকমলোদরে মধূনি মধুকরঃ পিবতী”ত্যাদাবগৃহীতসঙ্গতিকৈকপদবতি বাক্যে মধুকরাদিপদং স্বরূপেণৈব ভাসতে নামধেয়বৎ নার্থমুপস্থাপয়তি প্রাগগৃহীতসঙ্গতিকত্বাৎ। অতএব মধুকরশব্দবাচ্য ইত্যপি লক্ষণায়া নান্বয়ঃ, শক্যজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাল্লক্ষ্যজ্ঞানস্য। স্বরূপতস্তু শব্দে ভাতে বাচ্যবাচকসম্বন্ধঃ পশ্চাৎ কল্প্যতে সংসর্গনির্ব্বাহায়েতি। তদয়ং বাক্যার্থঃ—জ্যোতিষ্টোমনাম্না যাগেন স্বর্গমিষ্টং ভাবয়েদিতি।৪২ কথমিত্যপেক্ষিতে শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যাভিঃ সামবায়িকারাদুপকারকাঙ্গগ্রামপূর্ত্ত্যেতি বিকৃতৌ প্রকৃতিবদিত্যুপবন্ধেন নিত্যে

শাব্দবোধে ভান হয়, এই নিয়ম মানিতে হইবে। সেই জন্য ‘জ্যোতিষ্টোমেন যজেত’ এ স্থলে মত্বর্থলক্ষণা না করিয়াই ‘জ্যোতিষ্টোমনামবতা যাগেন’ এই প্রকার অন্বয়লাভ হয়। এইরূপ কবিপ্রয়োগও রহিয়াছে, যথা, ‘হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ’ ;—এ স্থলে “হিমালয়ো নাম” ইহার অর্থ হিমালয়নামবান্।৪১ এইরূপ—“এখানে প্রভিন্ন (প্রস্ফুটিত) পদ্মের গর্ভে মধুকর মধুপান করিতেছে” ইত্যাদি যে বাক্য আছে উহার মধ্যে একটী পদ (‘মধুকর’ এই পদটী) অগৃহীতসঙ্গতিক অর্থাৎ ঐ পদটীর শক্য অর্থের সহিত সঙ্গতি, সম্বন্ধ বা সঙ্কেত জানা হয় নাই ; এ কারণে এতাদৃশ স্থলে ঐ মধুকর প্রভৃতি পদগুলি শাব্দবোধে নামধেয়ের ন্যায় স্বরূপতই ভাসমান হয়। তাহারা প্রথমে কোন অর্থই উপস্থাপিত করেনা অর্থাৎ তাহা হইতে কোন অর্থেরই প্রতীতি জন্মেনা, কারণ তৎপূর্ব্বে তাহার সঙ্গতি (সম্বন্ধ বা সঙ্কেত) গৃহীত হয় নাই। আর এই কারণেই লক্ষণার দ্বারাও মধুকরশব্দবাচ্য’ এই প্রকার অর্থের অন্বয় হয় না। যেহেতু শক্যজ্ঞানপূর্ব্বকই লক্ষ্যজ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ শক্যার্থ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থেই লক্ষণা হয় বলিয়া, আর তাহাতে প্রথমেই শক্যজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে বলিয়া অগৃহীতসঙ্কেত মধুকর প্রভৃতি পদের লক্ষণা করিয়াও অর্থ করা যায় না। কিন্তু ঐ শব্দটী প্রথমে কেবলমাত্র স্বরূপতই প্রতিভাত (প্রতীতিগোচর) হয়। তদনন্তর তাহার সংসর্গ নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত অন্য পদের সহিত অন্বয় করাইবার জন্য মধুকর পদের সহিত তাহার অর্থের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়। সুতরাং ‘জ্যোতিষ্টোমেন যজেত’ এই বাক্যটীর যাহা অর্থ হয় তাহা এইরূপ, “জ্যোতিষ্টোমনাম্না যাগেন স্বর্গম্ ইষ্টং ভাবয়েৎ”=জ্যোতিষ্টোম নামক যাগের দ্বারা ইষ্ট (অভিলষিত) যে স্বর্গ তাহার ভাবনা (নিষ্পাদনা) করিবে। ৪২ তাৎপর্য্য—‘কি প্রকারে’ ?—এইরূপ অপেক্ষা হইলে অর্থাৎ ‘কি প্রকারে ইষ্টস্বর্গের উৎপাদনা করিতে হইবে,’ এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তখন শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই সকলের দ্বারা বোধিত সামবায়িক অর্থাৎ সন্নিপত্যোপকারক এবং আরাদুপকারক * অঙ্গকর্ম্ম সকলের পূর্ত্তি দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গকর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণ করিয়া এবং বিকৃতি কর্ম্ম স্থলে প্রকৃতির

---

* যে দ্রব্যাদি দ্বারা যাগীয় কর্ম্মটী নিষ্পন্ন হয় সেই দ্রব্যাদির উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে বিহিত সেগুলিকে সন্নিপত্যোপকারক বলে। যেমন পুরোডাশ করিবার জন্য ধান্যে যে জলপ্রোক্ষণ, ধান্যে যে অবঘাত (কণ্ডন) প্রভৃতি করা হয় তাহা সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্ম। ইহাকেই সামবায়িক কর্ম্ম বলা হয়। কারণ ইহা কোন না কোন আকারে যাগের শেষ পর্য্যন্ত যাগের মধ্যে সমবেত অর্থাৎ অনুগত থাকে। যে হেতু এগুলি যাগ শরীর নির্ব্বাহক। আর যে কর্ম্ম কোন দ্রব্যাদির উদ্দেশে বিহিত হয় না কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বিহিত, সেগুলিকে আরাদুপকারক বলে। যেমন প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গ কর্ম্ম। এগুলি আত্মসমবেত অপূর্ব্বের নিষ্পাদক।

যথাশক্তীত্যুপবন্ধেন মুখ্যালাভে প্রতিনিধায়াপীতি যাবন্ন্যায়লভ্যং তৎপূরণং ।৪৩ এবং চ যাগস্য স্বর্গাবচ্ছিন্নভাবনাকরণত্বেন স্বর্গকরণত্বং, করণত্বেন চ সাক্ষাৎকর্ত্তৃব্যাপারবিষয়ত্বরূপং কৃতিসাধ্যত্বং শ্রুত্যর্থাভ্যাং লভ্যত ইতি তদুভয়মপি ন লিঙাদিপদবাচ্যম্, অপ্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবদিতি ন্যায়াৎ ।৪৪ অনন্বয়াচ্চ। ইষ্টসাধনমিতি সমাসে গুণভূতমিষ্টপদং স্বর্গকাম ইতি সমাসান্তরগুণভূতেন স্বর্গপদেন কথমন্বিয়াৎ ইষ্টস্বর্গসাধনমিতি। ন হি রাজপুরুষো বীরপুত্র ইত্যত্র বীরপদরাজপদয়োরন্বয়োঽস্তি। "পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি ন তু পদার্থৈক-

নিয়মানুসারে, নিত্যকর্ম্ম স্থলে যথাশক্তি নিয়ম অনুসারে এমন কি মুখ্য বস্তুর প্রাপ্তি না ঘটিলে তথায় প্রতিনিধি দিয়াও (সাঙ্গতা সাধন করিতে হইবে); এই প্রকারে যাবন্ন্যায়লভ্য অর্থাৎ যে সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা নিয়ম আছে তাহার দ্বারা সেই কথন্তাবাকাঙ্ক্ষার পূরণ হইয়া থাকে ।৪৩ এই প্রকারে যাগের, স্বর্গাবচ্ছিন্ন ভাবনার প্রতি করণত্ব রহিয়াছে বলিয়া তাহার স্বর্গকরণত্বও রহিয়াছে অর্থাৎ যাগ স্বর্গাবচ্ছিন্ন অর্থ ভাবনার করণমুখে স্বর্গরূপ ফলের করণ হয়। আর তাহার সেই করণত্ব রহিয়াছে বলিয়া তাহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তৃব্যাপারবিষয়ত্বরূপ যে কৃতিসাধ্যত্ব রহিয়াছে তাহাও শ্রুতির দ্বারা এবং অর্থাপত্তি দ্বারাও লব্ধ হয়। যেহেতু সাক্ষাৎ কৃতিসাধ্যত্ব না থাকিলে যাগের করণত্ব উপপন্ন হয় না।) এই কারণে সেই দুইটাই অর্থাৎ যাগের করণত্ব এবং কৃতিসাধ্যত্ব এই দুইটাই লিঙাদিপদের বাচ্য অর্থ নহে; যেহেতু 'অপ্রাপ্ত বিষয়েই শাস্ত্র সার্থক' অর্থাৎ যে বিষয়টি প্রমাণান্তর বা উপায়ন্তর সাহায্যে জানা যায় না শাস্ত্র যদি তাহা জানাইয়া দেয় তবেই শাস্ত্রের সার্থক্য অর্থাৎ শাস্ত্রত্ব, অন্যথা শাস্ত্র অনুবাদী অপ্রমাণ হইয়া পড়ে ।৪৪ ইষ্টসাধনত্বকে বিধির অর্থ না বলিবার আরও কারণ এই যে তাহা হইলে অন্বয় হইতে পারে না (ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে)। (যেহেতু) 'ইষ্টসাধনম্' এ স্থলে ইষ্ট এই পদটী সমাসে গুণীভূত (অপ্রধান) হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদটী গুণীভূত বা অপ্রধান হয় বলিয়া 'ইষ্টসাধনম্' এই স্থলে ইষ্ট এই পদটী অপ্রধান। আবার "স্বর্গকামঃ" এই সমাসবদ্ধ পদটীর স্বর্গ এই পদটীও সমাসে প্রবিষ্ট হইয়া গুণীভূত বা অপ্রধান হইয়াছে। সুতরাং 'ইষ্টসাধনম্' ইহার অপ্রধান 'ইষ্ট'পদটী 'স্বর্গকামঃ' এই স্থলের সমাসান্তর প্রবিষ্ট অপ্রধান 'স্বর্গ' পদটীর সহিত কিরূপে অন্বিত হইতে পারে যে তাহা হইতে '(যাগঃ) ইষ্টস্বর্গসাধনম্' এই প্রকার অর্থ হইবে? যেমন 'রাজপুরুষো বীরপুত্রঃ' এ স্থলে 'বীর'পদ ও 'রাজ'পদের অন্বয় হয় না, যেহেতু একটী নিয়ম আছে যে 'পদার্থ পদার্থের সহিতই অন্বিত হয় পদার্থের একদেশ অর্থাৎ অংশবিশেষের সহিত অন্বিত হয় না।' [তাৎপর্য্য,—একটী পদের যাহা সমগ্র অর্থ তাহা অন্য একটী পদের সমগ্র অর্থের সহিতই অন্বিত হয়, তাহার অংশ বিশেষের সহিত অন্বিত হইতে পারে না। এই প্রকার নিয়ম আছে। আর 'রাজপুরুষঃ' এই সমস্তটী একটী পদ এবং 'বীরপুরুষঃ' এই সমস্তটীও আর একটী পদ। এ স্থলে 'রাজ' ইহা ঐ রাজপুরুষরূপ সমস্তপদটীরই একটী অংশ, এবং 'বীর' ইহা বীরপুরুষ এই সমস্ত পদটীরই একটী অংশ। এই জন্য 'রাজ' এই অংশের সহিত 'বীর' এই অংশটীর অন্বয় করিয়া 'বীররাজপুরুষপুত্রঃ' এই প্রকার অর্থ করিতে পারা যায় না। যদি করা হয় তাহা হইলে আসল অর্থ না বুঝাইয়া অন্য প্রকার অর্থই বুঝাইব। কারণ

দেশেনে"তি ন্যায়াৎ। করণভবিক্ত্যন্তজ্যোতিষ্টোমাদিনামধেয়ানন্বয়প্রসঙ্গাদিদোষাশ্চাস্মিন্ পক্ষে দ্রষ্টব্যাঃ।৪৫ এতেনেষ্টসাধনত্বমনিষ্টাসাধনত্বং কৃতিসাধ্যত্বমিতি ত্রয়মপি বিধ্যর্থ ইত্যপাস্তম্। অতিগৌরবাদর্থবাদানাং সর্ব্বথা বৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ।৪৬ অতএব কৃতিসাধ্যত্বমাত্রং বিধ্যর্থ ইত্যপি ন, ভাবনাকরণত্বেনার্থলভ্যত্বাদিত্যুক্তেঃ। অলৌকিকো নিয়োগস্ত্বলৌকিকত্বাদেব ন বিধ্যর্থঃ। পরাক্রান্তং চাত্রসূরিভিঃ।৪৭ তস্মাদনন্যলভ্যা লঘুভূতা চ প্রেরণৈব

'রাজপুরুষ বীরপুত্রঃ' ইহার অর্থ 'রাজপুরুষটী বীরের পুত্র'। কিন্তু অন্য প্রকার অন্বয় করিলে 'বীর যে রাজা তাহার যে পুরুষ তাহার পুত্র' কিংবা 'বীর যে রাজপুরুষ তাহার পুত্র ইত্যাদি প্রকার অনভিপ্রেত অর্থ হইবে। "স্বর্গকামঃ যজেত এ স্থলেও 'স্বর্গকামঃ' একটী সমস্ত পদ, এবং 'স্বর্গ' পদটী উহারই একটী অংশ; আবার 'যজেত' এই সমগ্রটী একটী পদ এবং যজ্ বা যাগ তাহারই একটী অংশ। আর 'ঈত' প্রত্যয়রূপ বিধিটীও ঐ 'যজেত' রূপ সমগ্র পদটীরই একটী অংশ। যাহারা ঈত প্রত্যয়রূপ বিধির অর্থ 'ইষ্টসাধনম্' বলে তাহাদের মতে দুইটী পদার্থের একদেশের পরস্পর অন্বয় করিয়া 'ইষ্টস্বর্গ সাধনম্ যাগঃ' এই প্রকার অর্থ করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত, উক্ত নিয়ম বিরুদ্ধ।] এইরূপ, ইষ্টসাধনতাকে বিধ্যর্থ বলিলে করণ বিভক্তিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি নামধেয়পদেরও অন্বয় হইতে পারে না—বলিয়া ইহাও এ পক্ষে আরও একটী দোষ বুঝিতে হইবে।৪৫ এইপ্রকারে অন্য দোষও এ পক্ষে হয়। অর্থাৎ 'জ্যোতিষ্টোমেন' এই তৃতীয়ান্ত নামপদটী ধাত্বর্থের সহিত অভেদে অন্বিত হইতে পারে না। যেহেতু তার্কিকগণ ভাবনায় ধাত্বর্থের করণতা স্বীকার করেন না। ইহা দ্বারা অর্থাৎ ইষ্টসাধনতা যখন বিধ্যর্থ হইতে পারিল না তখন, যাঁহারা বলেন, ইষ্টসাধনত্ব, অনিষ্টাসাধনত্ব এবং (বলবৎ অনিষ্টের অজনকত্ব) কৃতিসাধ্যত্ব এই তিনটীই বিধিশব্দের অর্থ, তাহাদের এই মতও নিরস্ত (খণ্ডিত) হইল; কারণ ইহাতে অত্যন্ত গৌরবদোষ হয় (যেহেতু বিধির ঐ তিনটী অর্থের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতে হয়), এবং ইহা স্বীকার করিলে অর্থবাদ সকলের সর্ব্বথা ব্যর্থতা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ প্রেরণাত্ব বা প্রবর্ত্তনাত্ব লিঙর্থ (বিধ্যর্থ) হইলে শব্দের সঙ্কেতগ্রহ অল্প প্রযত্নে হয়; কিন্তু ঐ তিনটীকে বিধ্যর্থ বলিলে উহা অপেক্ষা ত্রিগুণ অধিক প্রযত্ন সঙ্কেতগ্রহে আবশ্যক হয়। একারণে কেবল গৌরব না বলিয়া অতিগৌরব বলা হইতেছে। আর অর্থবাদের কার্য্য যে বিধিশক্তিকে উত্তুদ্ধ করা তাহা বলবৎঅনিষ্টের অজনকত্বরূপ ঐ বিধ্যর্থ হইতেই সাধিত হয় বলিয়া অর্থবাদ সকল একেবারে বিফল হইয়া পড়ে।৪৬ আর এই কারণেই—শুদ্ধ কৃতিসাধ্যত্বই বিধির অর্থ, এ মতটীও সঙ্গত নহে, কারণ ভাবনাকরণত্বরূপে যাগাদির অন্বয়কালে কৃতি সাধ্যত্বও যাগাদিতে শ্রুতি ও অর্থাপত্তিবলে বোধিত হইয়া থাকে; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আর যাঁহারা অলৌকিক নিয়োগকে বিধিশব্দের অর্থ বলেন তাঁহাদের সেই অলৌকিক নিয়োগও স্বীয় অলৌকিকত্ব হেতুই বিধ্যর্থ নহে, (যেহেতু তাহা হইলে "য এব লৌকিকাস্ত এব বৈদিকাঃ" এই নিয়মটী অস্বীকার করিতে হয়)। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ খুবই পরাক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (বহু বিচার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন)।৪৭ অতএব অনন্যলভ্য এবং লঘুভূত যে প্রেরণা তাহাই লিঙাদি বিধিশব্দের বাচ্য অর্থ, ইহাই

লিঙাদিপদবাচ্যেতি স্থিতম্। প্রবর্ত্তকং তু জ্ঞানং বাক্যার্থমর্য্যাদালভ্যমন্যদেব সর্ব্বেষামপি বাদিনাম্।৪৮ আখ্যাতার্থ এব চ বিশেষ্যতয়া ভাসতে ন ধাত্বর্থো ন নামার্থঃ স্বর্গকামো বেতি চোক্তপ্রায়মেব। তেন চ যাগানুকূলকৃতিমান্ স্বর্গকাম ইতি তার্কিকমতং পুরুষবিশেষ্যকবাক্যার্থজ্ঞানমপাস্তম্। সংক্ষেপেণ মতং ভাট্টমিদমত্রোপপাদিতম্। যদ্বক্তব্যমিহান্যত্তদনুসন্ধেয়মাকরাৎ ॥ ৪৯—১৮ ॥

স্থিত (সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপাদিত) হইল। আর যে প্রবর্ত্তক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক—যাহার ফলে পুরুষের যাগাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় তাহা বাক্যার্থমর্য্যাদালভ্য অর্থাৎ বাক্যার্থরূপ সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহা যে লিঙাদিপদের বাচ্য অর্থ হইতে স্বতন্ত্র ইহা সকল বাদীরাই স্বীকার করিয়া থাকেন।৪৮ আর আখ্যাতের অর্থই যে শাব্দবোধে বিশেষ্যরূপে ভাসমান (প্রতীয়মান) হয়, কিন্তু ধাত্বর্থ বা নামার্থ যে বিশেষ্যরূপে ভাসমান হয় না তাহাও এস্থলে উক্তপ্রায় হইয়াছে অর্থাৎ তাহা কণ্ঠতঃ না বলিলেও অর্থতঃ বলা হইয়াছে। এই কারণে 'যজেত স্বর্গকামঃ' এই বাক্যে 'যাগানুকূলকৃতিমান্ স্বর্গকামঃ' এই প্রকার তার্কিকগণ সম্মত যে বাক্যার্থজ্ঞান অর্থাৎ শাব্দবোধ যাহাতে প্রথমান্তপদোপস্থাপ্য পুরুষই বিশেষ্য হয় তাহা নিরস্ত হইল। সংক্ষেপতঃ এই ভাট্টমত অর্থাৎ মীমাংসকধুরীণ কুমারিলভট্টপাদের মত এস্থলে উপপাদিত হইল; এসম্বন্ধে আর যাহা কিছু বক্তব্য রহিল তাহা আকর অর্থাৎ মীমাংসা শাস্ত্রীয় মূল গ্রন্থ হইতেই অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।৪৯

তাৎপর্য্য—বাক্যশ্রবণের পর তাহা হইতে যে অর্থের বোধ হয় তাহার নাম শাব্দবোধ। নিরপেক্ষ একটী শব্দ হইতে যেমন একটী অসংসৃষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়, পরস্পরসাপেক্ষ অনেক পদাত্মকবাক্য হইতেও সেই রূপ একটী বোধ জন্মে। কিন্তু এস্থলে বাক্যঘটক পদগুলি পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় যে একটী অর্থের বোধ হয় তাহাও সংসৃষ্টরূপে অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবেই বোধ হয়। কিন্তু বাক্যার্থবোধে কোন্ পদের অর্থটি বিশেষ্য হইবে তাহা লইয়া মতবৈষম্য রহিয়াছে। নৈয়ায়িকগণ বলেন শাব্দবোধে প্রথমান্তপদের অর্থটী বিশেষ্য হয়; আর অন্যান্য পদার্থগুলি তাহারই বিশেষণরূপে অন্বিত হয়। যেমন "চৈত্রঃ পচতি" এই বাক্যে 'চৈত্রঃ' পদটী প্রথমান্ত হওয়ায় তাহার অর্থ শাব্দবোধে বিশেষ্য অর্থাৎ প্রধান হইবে, আর 'পচতি' পদের অর্থটী উহারই বিশেষণ হইয়া যাইবে। সুতরাং উহা হইতে "পাকানুকূলকৃতিমান্ চৈত্রঃ" (পাকক্রিয়ার অনুকূল যে কৃতি অর্থাৎ প্রযত্ন তাহা যাহাতে রহিয়াছে তাদৃশ চৈত্রনামক ব্যক্তি) এই প্রকার শাব্দবোধ হইবে। আবার বৈয়াকরণগণ বলেন, তাহা নহে; শাব্দবোধে ধাত্বর্থই মুখ্য বিশেষ্য হইয়া থাকে, আর অন্যান্য পদার্থগুলি তাহারই বিশেষণরূপে অন্বিত হয়। সুতরাং বৈয়াকরণ মতে "চৈত্রঃ পচতি" এই বাক্য হইতে "চৈত্রাভিন্নৈক-কর্ত্তৃকঃ বর্ত্তমানকালীনঃ পাকঃ" (অর্থাৎ একটী পাকক্রিয়া বর্ত্তমানকালে চলিতেছে যাহার কর্ত্তা একজন এবং সেই লোকটী চৈত্র হইতে অভিন্ন অর্থাৎ সেই লোকটী 'চৈত্র' ছাড়া আর কেহ নহে) এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। আর মীমাংসকগণ বলেন, শাব্দবোধে আখ্যাতার্থই মুখ্য বিশেষ্য অর্থাৎ ধাতুর উত্তর যে তিঙাদি প্রত্যয় হয়, তাহার অর্থই প্রধান, কিন্তু ধাত্বর্থ বা প্রথমান্তপদ মুখ্য বিশেষ্য নহে; অপরাপর

পদের অর্থগুলি ঐ আখ্যাতার্থেরই বিশেষণরূপে অন্বয়লাভ করে। আর মীমাংসকমতে ভাবনাই আখ্যাতার্থ বলিয়া তাহাই প্রধান বিশেষ্য হইবে; এই প্রকার অন্বয় না হইলে বিধির সার্থকতা থাকে না। সুতরাং মীমাংসকমতে "চৈত্রঃ পচতি" এই বাক্যে "চৈত্রাভিন্নৈককর্ত্তৃকা বর্ত্তমানকালীনপাকবিষয়িকা ভাবনা" এইরূপ শাব্দবোধ হয়। অতএব "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্য হইতে নৈয়ায়িকমতে যে শাব্দবোধ হয় তাহা এইরূপ—"ইষ্টসাধনকৃতিসাধ্য-বলবদনিষ্টাননুবন্ধিযাগানুকূলকৃতিমান্ স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ যে যাগ ইষ্টসাধন (ইষ্টস্বর্গাদিবস্তুর লাভের উপায়) যাহা কৃতিসাধ্য এবং যাহা বলবৎ (প্রবল) অনিষ্টের অনুবন্ধী (জনক) নহে তাদৃশ যে যাগ সেই যাগের অনুকূল কৃতি যাহাতে আছে তাদৃশ স্বর্গকাম ব্যক্তি। বৈয়াকরণ মতে উক্ত বাক্য হইতে—"স্বর্গকামাভিন্নৈককর্ত্তৃকঃ বিধিবিষয়ঃ যাগঃ" অর্থাৎ যাহার (যে যাগের) কর্ত্তা স্বর্গকামী হইতে অভিন্ন, যাহা বিধির বিষয় তাদৃশ যাগ—এই প্রকার শাব্দবোধ হয়। আর মীমাংসকমতে উক্ত বাক্য হইতে প্রথমতঃ দুইপ্রকার শাব্দবোধ হয়, কেননা তাঁহাদের মতে 'যজেত' পদগত 'ঈত' প্রত্যয়ের অর্থ শব্দভাবনা ও অর্থভাবনা ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে উহার অর্থ যখন শব্দভাবনা তখন—"বিধিনিষ্ঠা অর্থভাবনা সাধ্যতাকা শক্তিবিশিষ্টপদ গ্রহকরণিকা স্তুত্যর্থবাদোপকৃতা শব্দভাবনা বা প্রবর্ত্তনা", এইরূপ শাব্দবোধ। অর্থাৎ যে প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা বিধির ধর্ম্ম, অর্থভাবনাসাধ্য শক্তিবিশিষ্ট পদ জ্ঞান যাহার করণ এবং স্তুত্যর্থবাদ দ্বারা যাহা উপকৃত তাদৃশ প্রেরণা (এইপ্রকার শাব্দবোধ), আর উহার অর্থ যখন অর্থভাবনা তখন "স্বর্গকামনিষ্ঠা স্বর্গফলিকা যাগকরণিকা প্রযাজাদীতিকর্ত্তব্যতাকা ভাবনা" অর্থাৎ যে ভাবনা স্বর্গকাম ব্যক্তিতে থাকে, যাগ যাহার করণ, স্বর্গ যাহার ফল এবং প্রযাজাদি যাহার ইতিকর্ত্তব্যতা তাদৃশী পুরুষপ্রবৃত্তি, ইত্যাকার বোধ হইবে। পশ্চাৎ উহাদের মধ্যে অর্থভাবনাটীই বিশেষ্যরূপে এবং শব্দভাবনা তাহার বিশেষণরূপে অন্বিত হইয়া মহাবাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, যেহেতু "বিধ্যুপরক্তা ভাবনা লিঙর্থঃ" অর্থাৎ প্রবর্ত্তনাত্মক বিধিবিশিষ্ট অর্থভাবনাই লিঙের অর্থ, ইহাই ভট্টসিদ্ধান্ত। অতএব "মীমাংসকমতে "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যে "বিধিনিষ্ঠা শক্তিবিশিষ্টপদগ্রহকরণিকা স্তুত্যর্থবাদোপকৃতা যা শব্দভাবনা তৎপ্রয়োজ্যা স্বর্গকামনিষ্ঠা যাগকরণিকা স্বর্গফলিকা প্রযাজাদীতিকর্ত্ততাকা অর্থভাবনা" অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত যে শাব্দভাবনা সেই শাব্দভাবনায় প্রয়োজ্য পূর্ব্বকথিত অর্থভাবনা—এইরূপে একবাক্যতাপূর্ব্বক মহাবাক্যার্থবোধ হইবে। এই তিনটী মতের মধ্যে শেষেরটীই অর্থাৎ ভট্টমীমাংসক মতটীই সাক্ষাৎ বেদানুগুণ, বৈয়াকরণমতটী তদপেক্ষা নিকৃষ্টভাবে বেদানুগুণ আর নৈয়ায়িকমতটী অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং বিরুদ্ধকল্পনা ইহাই মীমাংসকগণের অভিমত।] ৪৯—১৮॥

ভাবপ্রকাশ—আত্মা যে প্রকৃতপক্ষে কেন অকর্ত্তা তাহাই দেখাইতেছেন। কর্ম্মের দুইটী বিভাগ আছে—একটী কর্ম্মের প্রেরণা অংশ অর্থাৎ যাহা হইতে কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মে, অপরটী কর্ম্মের ক্রিয়া অংশ অর্থাৎ যাহা দ্বারা কর্ম্মটী সম্পন্ন হয়। এই শ্লোকটীতে ঐ দুই অংশের ভাগ করিয়া দেখান হইতেছে যে ইহার কোনও অংশেই আত্মার দ্বারা কিছুই কৃত হয় না। প্রেরণা অংশে আছে জ্ঞান অর্থাৎ জানারূপ ক্রিয়া, জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা ইষ্টসাধন হইতে পারে তাহার ঐ জানারূপ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে বোধ এবং পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ জানারূপ ক্রিয়ার আশ্রয়রূপ কর্ত্তা—এই তিনটীমাত্র।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

গুণসংখ্যানে জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে, তানি অপি যথাবৎ শৃণু অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি সত্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ বলিয়া কথিত আছে, তৎসমুদয় যথাক্রমে শ্রবণ কর ॥১৯

ইদানীং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃরূপস্য করণকর্ম্মকর্ত্তৃরূপস্য চ ত্রিকদ্বয়স্য ত্রিগুণাত্মকত্বং বক্তব্যমিতি তদুভয়ং সঙ্ক্ষিপ্য ত্রিগুণাত্মকত্বং প্রতিজানীতে জ্ঞানমিতি ।১ জ্ঞানং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং ; জ্ঞেয়মপ্যত্রৈবান্তর্ভূতং জ্ঞানোপাধিকত্বাজ্ জ্ঞেয়ত্বস্য । কর্ম্ম ক্রিয়া ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহ ইত্যত্রোক্তা । চকারাৎ করণকর্ম্মকারকয়োরত্রৈবান্তর্ভাবঃ ক্রিয়োপধিকত্বাৎ কারকত্বস্য ।২ কর্ত্তা ক্রিয়ায়াঃ নির্ব্বর্ত্তকঃ । চকারাৎ জ্ঞাতা চ । কর্ত্তুঃ ক্রিয়োপাধিকত্বেঽপি পৃথক্‌ত্রৈগুণ্যকথনং কুতার্কিকভ্রমকল্পিতাত্মত্বনিবারণার্থম্ । তে হি কর্ত্তৈবাত্মেতি মন্যন্তে ।৩ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি

জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা—ইহাদের মধ্যে কোনটীই অসঙ্গ আত্মা নহে। আবার ক্রিয়ার সম্পাদন বা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন হয় একটী কর্ত্তা, একটী করণ ও একটী কর্ম্ম ইহার কোনটীই উপনিষদোক্ত অসঙ্গ আত্মা নহে। সুতরাং আত্মা প্রকৃতপক্ষে অকর্ত্তাই বটে ।১৮॥

অনুবাদ—এক্ষণে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই যে ত্রিকদ্বয় এগুলিরও ত্রিগুণাত্মকত্ব বলিতে হইবে অর্থাৎ ঐগুলিও যে ত্রিগুণাত্মক তাহা বলিতে হইবে; এই কারণে ঐ দুইটীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া উহাদের ত্রিগুণাত্মকত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন অর্থাৎ উহারা যে ত্রিগুণাত্মক তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন "জ্ঞানং কর্ম্ম চ" ইত্যাদি ।১ "জ্ঞানং" ইহার অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞেয়ং=জ্ঞেয় ; জ্ঞেয়ও এই জ্ঞানেরই অন্তর্গত অর্থাৎ "জ্ঞানং" বলায় জ্ঞেয়ও উক্ত হইয়া গিয়াছে, কারণ জ্ঞেয় পদার্থ ই জ্ঞানের উপাধি অর্থাৎ পরিচ্ছেদক। কর্ম্ম অর্থ ক্রিয়া ; এই ক্রিয়া কি তাহা পূর্ব্বশ্লোকের "ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ" এই অংশের ব্যাখ্যাকালে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে করণকারক এবং কর্ম্মকারক এই ক্রিয়ারই অন্তর্গত, যেহেতু কারক ক্রিয়োপাধিক অর্থাৎ ক্রিয়াই কারকের উপাধি বা পরিচ্ছেদক হওয়ায় এবং এস্থলে সেই ক্রিয়ার উল্লেখ করায় তৎসম্বন্ধীয় করণ এবং কর্ম্মরূপ আবশ্যক কারকদ্বয়ও উক্ত হইয়া গিয়াছে ।২ কর্ত্তা=যিনি ক্রিয়ার নির্ব্বর্ত্তক অর্থাৎ নিষ্পাদক। 'কর্ত্তা চ' এস্থলে 'চ' শব্দটী থাকায় জ্ঞাতাকেও ধরিতে যইবে। কর্ত্তাও ক্রিয়োপাধিক বটে তথাপি কুতার্কিকগণের ভ্রমকল্পিত কর্ত্তার আত্মত্ব নিষেধ করিবার জন্য পৃথক্‌ভাবে তাহার ত্রৈগুণ্য নির্দ্দেশ করিতেছেন ; কারণ সেই কুতার্কিকগণ মনে করে যে আত্মা বস্তুতই কর্ত্তা ।৩ গুণসংখ্যানে=সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণসকল সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যগতভেদনির্দ্দেশ পূর্ব্বক যাহাতে ব্যাখ্যাত হয় তাহাই গুণসংখ্যান ; সুতরাং গুণসংখ্যানপদের অর্থ কাপিলশাস্ত্র আর্থাৎ কপিলপ্রোক্ত সাংখ্যশাস্ত্র। সেই

গুণসঙ্খ্যানং কাপিলং তস্মিন্—। জ্ঞানং ক্রিয়া চ কর্ত্তা চ গুণভেদেতঃ সত্ত্বরজস্তমোভেদেন ত্রিধৈব প্রোচ্যতে। এবকারো বিধান্তরনিবারণার্থঃ।৪ যদ্যপি কাপিলং শাস্ত্রং পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে ন প্রমাণং তথাপ্যপরমার্থগুণগৌণভেদনিরূপণে ব্যাবহারিকং প্রামাণ্যং ভজত ইতি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থং গুণসঙ্খ্যানে প্রোচ্যত ইত্যুক্তম্। তন্ত্রান্তরেঽপি প্রসিদ্ধমিদং ন কেবলমস্মিন্নেব তন্ত্র ইতি স্তুতিঃ।৫ যথাবৎ যথাশাস্ত্রং শৃণু শ্রোতুং সাবধানো ভব তানি জ্ঞানাদীনি। অপিশব্দাত্তদ্ভেদজাতানি চ গুণভেদকৃতানি।৬ অত্র চৈবমপৌনরুক্ত্যং দ্রষ্টব্যং,—। চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধহেতুত্বপ্রকারো নিরূপিতো গুণাতীতস্য জীবন্মুক্তত্বনিরূপণায়। সপ্তদশে পুনর্যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেনাসুরং রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া দৈবঃ সাত্ত্বিকঃ স্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু স্বভাবতো গুণাতীতস্যাত্মনঃ ক্রিয়াকারকফলসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং তেষাং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমেব ন রূপান্তরমস্তি যেনাত্মসম্বন্ধিতা স্যাদিত্যুচ্যতে ইতি বিশেষঃ॥ ৭—১৯॥

গুণসংখ্যানে অর্থাৎ কাপিল তন্ত্রে **গুণভেদতঃ**=সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণগতভেদ অনুসারে জ্ঞান, ক্রিয়া ও কর্ত্তা এইগুলি **ত্রিধা এব**=ত্রিবিধ বলিয়াই **প্রোচ্যতে**=কথিত হয়। অন্য বিধার (প্রকারের) নিষেধ করিবার জন্য এখানে ‘এব’ কারটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৪ এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, যদিও পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে কাপিল শাস্ত্র প্রমাণ নহে তথাপি অপরমার্থ বস্তু স্বরূপ গুণসকলের গৌণভেদনিরূপণ বিষয়ে তাহাও ব্যাবহারিক প্রামাণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে কপিলপ্রোক্তশাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে। এই প্রকারে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসার জন্য অর্থাৎ যাহা এখানে বলা হইতেছে তাহা অন্য শাস্ত্রেও নিরূপিত হইয়াছে, এই বলিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসার নিমিত্ত এখানে “গুণসংখ্যানে” এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা কেবল যে এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু ইহা শাস্ত্রান্তরেও প্রসিদ্ধ আছে, ইহাই এস্থলে প্রশংসা।৫ **যথাবৎ**=যথাশাস্ত্র, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত **শৃণু**=শ্রবণ কর অর্থাৎ সেই জ্ঞানাদি পদার্থগুলিকে শুনিবার জন্য সাবধান হও। “তান্যপি” এস্থলে ‘অপি’ শব্দটী প্রযুক্ত থাকায় গুণভেদকৃত তাহার ভেদসমূহও শুনিতে সাবধান হও, এইরূপ অর্থ হইবে।৬ পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির সহিত যে ইহার পুনরুক্ততা হয় নাই অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে গুণভেদ নিরূপিত হইয়াছে আর এখানে যে গুণভেদ নিরূপন করা হইতেছে তাহাতে যে পুনরুক্ততা হয় নাই তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে; যথা,—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে “তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ” ইত্যাদি শ্লোকে জীবন্মুক্তত্ব নিরূপণের নিমিত্ত গুণসকলের বন্ধহেতুত্বের প্রকার নিরূপিত হইয়াছে অর্থাৎ কি প্রকারে গুণসকল বন্ধের হেতু হয় তাহা নির্ণীত হইয়াছে, আর সেই নির্ণয়ের উদ্দেশ্য জীবন্মুক্তত্ব নিরূপণ করা। আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে “যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্” ইত্যাদি সন্দর্ভে গুণজণিত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণপূর্ব্বক ইহাই বলিয়াছেন যে, রজঃ ও তমঃস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহারাদি অবলম্বন পূর্ব্বক

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্ষতে, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি অর্থাৎ যদ্দ্বারা পরস্পর-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান ভূতসমূহে সর্ব্বব্যাপক এক অব্যয় ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে ॥২০

এবং জ্ঞানস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তুশ্চ প্রত্যেকং ত্রৈবিধ্যে জ্ঞাতব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতে প্রথমং জ্ঞানত্রৈবিধ্যং নিরূপয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্রাদ্বৈতবাদিনাং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমাহ—।১ সর্ব্বেষু ভূতেষু অব্যাকৃতহিরণ্যগর্ভবিরাট্‌সংজ্ঞেষু বীজসূক্ষ্মস্থূলরূপেষু সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকেষু—। সর্ব্বেষ্বিত্যনেনৈব নির্ব্বাহে ভূতেষ্বিত্যনেন ভবনধর্ম্মকথনমুচ্যতে। তেনোৎপত্তিবিনাশশীলেষু দৃশ্যবর্গেষু, বিভক্তেষু পরস্পরব্যাবৃত্তেষু নানারসেষু অব্যয়মুৎপত্তিবিনাশাদিসর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যম্ অদৃশ্যমবিভক্তমব্যাবৃত্তং সর্ব্বত্রানুস্যূতমধিষ্ঠানতয়া বাধাবধিতয়া চ একমদ্বিতীয়ং ভাবং পরমার্থসত্তারূপং স্বপ্রকাশানন্দমাত্মানং যেনান্তঃকরণপরিণামভেদেন বেদান্তবাক্যবিচারপরিনিষ্পন্নেনেক্ষতে সাক্ষাৎকরোতি তন্মিথ্যাপ্রপঞ্চবাধকমদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সর্ব্বসংসারোচ্ছিত্তিকারণং জ্ঞানং বিদ্ধি। দ্বৈতদর্শনং তু রাজসং তামসং চ সংসারকারণং ন সাত্ত্বিকমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২—২০ ॥

স্বভাবকে সাত্ত্বিক করা উচিত। (সুতরাং সপ্তদশে গুণভেদ নিরূপণ করিবার প্রয়োজন আলাদা)। আর এখানে, স্বভাবতই গুণাতীত যে আত্মা তাহার যে ক্রিয়া, কারক ও ফলের সহিত সম্বন্ধ নাই তাহা দেখাইবার জন্য ইহাই বলা যাইতেছে যে সেই গুণসকলের ত্রিগুণাত্মকত্ব ছাড়া অন্য কোন স্বরূপ নাই যাহাতে ঐগুলি আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে; ইহাই হইল ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব। কাজেই পুনরুক্তি হইল না।৭—১৯॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞান, পরিজ্ঞাতা বা কর্ত্তা, এবং জ্ঞেয় বা কর্ম্ম—ইহারা সবই গুণের অধিকারে; ইহাদের কেহই নির্গুণ নহে। তাই গুণভেদে ইহারাও ত্রিবিধ। ইহাদের এই ত্রিবিধ ভেদ পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে আলোচনা করিবেন।১৯॥

অনুবাদ—এইরূপে, জ্ঞান কর্ম্ম এবং কর্ত্তা ইহাদের প্রত্যেকেরই ত্রৈবিধ্য জ্ঞাতব্য, এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করা হইলে পর এক্ষণে তিনটী শ্লোকে প্রথমতঃ জ্ঞানেরই ত্রৈবিধ্য দেখাইতেছেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদিগণের যে সাত্ত্বিক জ্ঞান তাহাই "সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—১। **সর্ব্বভূতেষু**=সমস্ত ভূতের মধ্যে অর্থাৎ অব্যাকৃত, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট এই নামে প্রসিদ্ধ বীজ অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলরূপ সমষ্টি ও (প্রাজ্ঞ; তৈজস, বিশ্বনামক) ব্যষ্টিস্বরূপ সমস্ত ভূতের মধ্যে—। এস্থলে যদিও "সর্ব্বেষু" এইটুকুমাত্র বলিলেও চলিত তথাপি 'ভূতেষু' এই শব্দটী অধিক দিয়া ভবনাত্মকত্ব (উৎপত্তিশীলত্ব) জ্ঞাপন করিতেছেন; সুতরাং সর্ব্বভূতেষু ইহার অর্থ উৎপত্তিবিনাশশীল সমুদয় দৃশ্যবর্গের মধ্যে।২ **বিভক্তেষু**=পরস্পর ব্যাবৃত্ত নানারস অর্থাৎ যাহারা পরস্পর বিভিন্ন এবং নানাপ্রকার, তাদৃশ ভূতসকলের মধ্যে **অব্যয়ম্**=উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার-

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ নানাভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দেহাদি ভূত-সমূহে পৃথক্ পৃথক্ নানাভাবের যে বোধ জন্মে, তাহাই রাজস জ্ঞান ॥২১

তুশব্দঃ প্রাগুক্তসাত্ত্বিকব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থঃ। পৃথক্ত্বেন ভেদেন স্থিতেষু সর্ব্বভূতেষু দেহাদিষু নানাভাবান্ প্রতিদেহমন্যানাত্মনঃ পৃথগ্বিধান্ সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিরূপেণ পরস্পরবিলক্ষণান্—। যেন জ্ঞানেন বেত্তীতি বক্তব্যে যজ্জ্ঞানং বেত্তীতি করণে কর্ত্তৃত্বোপচারাদেধাংসি পচন্তীতিবৎ, কর্ত্তুরহঙ্কারস্য তদ্বৃত্ত্যভেদাদ্বা—। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসমিতি পুনর্জ্ঞানপদমাত্মভেদজ্ঞানমনাত্মভেদজ্ঞানং চ পরামৃশতি। তেনাত্মনাং পরস্পরং ভেদস্তেষামীশ্বরাদ্ভেদস্তেভ্য ঈশ্বরাদন্যোন্যতশ্চাচেতনবর্গস্য ভেদ ইত্যনৌপাধিক-ভেদপঞ্চকজ্ঞানং কুতার্কিকাণাং রাজসমেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিহীন, অদৃশ্য (যাহা দৃশ্যস্বরূপ নহে), অব্যাবৃত্ত—সর্ব্বত্র অনুস্যূত এবং অধিষ্ঠানস্বরূপ হওয়ায় ও বাধের অবধি অর্থাৎ সীমা বা পর্য্যন্ত হওয়ায় এক অদ্বিতীয় **ভাবম্**=পরমার্থসত্তাস্বরূপ স্বপ্রকাশানন্দ আত্মা, **যেন**=বেদান্তবাক্য পরিনিষ্পন্ন অন্তঃকরণের যে পরিণামবিশেষের দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি **ঈক্ষতে**=সাক্ষাৎকার করেন **তৎ**=মিথ্যাস্বরূপ প্রপঞ্চের বাধক (বাধাজনক, নাশক) সর্ব্বসংসারের উচ্ছেদের কারণ-স্বরূপ সেই **জ্ঞানম্**=অদ্বৈতাত্মদর্শনরূপ যে জ্ঞান তাহাই **সাত্ত্বিকং বিদ্ধি**= সাত্ত্বিক জানিও। পক্ষান্তরে দ্বৈতদর্শন রাজস অথবা তামস বলিয়া তাহা জন্মমরণরূপ সংসারের কারণ, তাহা সাত্ত্বিক নহে, ইহাই অভিপ্রায় ।৩—২০॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোল্লিখিত সাত্ত্বিক হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য এখানে ‘তু’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। **পৃথক্ত্বেন**=ভেদে অবস্থিত **সর্ব্বভুতেষু**=দেহাদি সমস্ত ভূতবর্গ মধ্যে **নানাভাবান্**= প্রতি দেহে অন্যপ্রকার, আত্মা হইতে পৃথক্ স্বরূপ সুখদুঃখিত্ব প্রভৃতিরূপে পরস্পরের বিলক্ষণ (বিপরীত স্বভাব)। **যৎ জ্ঞানং বেত্তি**=যে জ্ঞান অবগত হয়—। এস্থলে “যেন জ্ঞানেন বেত্তি”= “যে জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয়” এইরূপ না বলিয়া “যৎ জ্ঞানং বেত্তি”=“যে জ্ঞান জানে” এই প্রকারে ভঙ্গি-বিশেষে যে বলা হইয়াছে তাহা ‘কাষ্ঠসকল পাক করিতেছে’ এই প্রকার প্রয়োগের ন্যায় করণে কর্ত্তৃত্বের উপচার (গৌণ অর্থ) করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথবা জ্ঞানরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত অহঙ্কাররূপ কর্ত্তার অভেদ বিবক্ষা করিয়াই ঐরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। “তৎ জ্ঞানম্” এস্থলে জ্ঞানশব্দটী পুনর্ব্বার প্রযুক্ত হওয়ায় উহা আত্মার ভেদজ্ঞান এবং অনাত্মার ভেদ জ্ঞানকে নির্দ্দেশ করিতেছে অর্থাৎ তাদৃশ যে আত্মার ভেদজ্ঞান এবং অনাত্মার ভেদজ্ঞান তাহা **রাজসং বিদ্ধি**=রাজস জানিবে। এই কারণে কুতার্কিকগণের স্বীকৃত আত্মা সকলের পরস্পরভেদ, ঈশ্বর হইতে আত্মাসকলের ভেদ, সেই ঈশ্বর হইতে ও আত্মাসকল হইতে অচেতন-বর্গের ভেদ এবং অচেতনবর্গের পরস্পরভেদ, এই যে অনৌপাধিক (উপাধিশূন্য, সত্য) পাঁচ প্রকার ভেদ, ইহা রাজস জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহাই অভিপ্রায় ।২১॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ তু একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্ অহেতুকম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পঞ্চ, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ অর্থাৎ আর যে জ্ঞানে কোন একটি পদার্থ বিশেষে আত্মার সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, সেই হেতুশূন্য পরমার্থাবলম্বনহীন সুতরাং তুচ্ছ যৎসামান্য জ্ঞানকে, তামস জ্ঞান বলা যায় ॥২২

তুশব্দো রাজসাদ্ভিনত্তি। বহুষু ভূতকার্যেষু বিদ্যমানেষু একস্মিন্ কার্য্যে ভূত বিকারে দেহে প্রতিমাদৌ বা অহেতুকং হেতুরুপপত্তিস্তদ্রহিতম্, অন্যেষাং ভূতকার্য্যাণামাত্মত্বাভাবে কথমেকস্য তাদৃশস্যাত্মত্বমিত্যনুসন্ধানশূন্যং, কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তং এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বা নাতঃ পরমস্তীত্যভিনিবেশেন লগ্নং, যথা দিগম্বরাণাং সাবয়বো দেহপরিমাণ আত্মেতি যথা বা চার্ব্বাকাণাং দেহ এবাত্মেতি এবং পাষাণদার্ব্বাদিমাত্র ঈশ্বর ইত্যেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকত্বাদেবাতত্ত্বার্থবৎ ন তত্ত্বার্থালম্বনং, অল্পঞ্চ নিত্যত্ববিভুত্বাগ্রহাৎ। ঈদৃশং নিত্যবিভুদেহাতিরিক্তাত্মতদ্ব্যতিরিক্তেশ্বরগ্রাহিতার্কিকজ্ঞানবিলক্ষণমনিত্যপরিচ্ছিন্নদেহাদ্যাত্মাভিমানরূপং চার্ব্বাকাদীনাং যজ্‌জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতং তামসানাং প্রাকৃতজনানামীদৃশজ্ঞানদর্শিভিঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এখানে যে ‘তু’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান হইতে ভিন্ন করিয়া দিতেছে অর্থাৎ ইহা যে পূর্ব্বকথিত রাজস জ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। ভূতগণের বহুবিধ কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও **একস্মিন্ কার্য্যে**=ভৌতিক দেহাদি বা প্রতিমাদিরূপ তাহাদের কোনও একটী কার্য্যে, **অহেতুকম্**=হেতু অর্থ উৎপত্তি বা যুক্তি, সেই হেতুরহিত, অর্থাৎ ভূতবর্গের অন্যান্য কার্য্যসকলের মধ্যেও যখন আত্মত্ব নাই তখন তাদৃশ (তৎসজাতীয়) একটী বস্তুর মধ্যে কি প্রকারে আত্মত্ব থাকিতে পারে, ইত্যাকার অনুসন্ধানবিহীন। **কৃৎস্নবৎ**=পরিপূর্ণবৎ **সক্তম্**=আত্মা কিংবা ঈশ্বর এই পরিমাণ, ইহার অতিরিক্ত নহে এই প্রকার অভিনিবেশ বশতঃ সেই কোন একটী ভূতকার্য্যে সংলগ্ন—। যেমন দিগম্বর জৈনগণের মতে আত্মা সাবয়ব এবং দেহপরিমাণ, কিংবা যেমন চার্ব্বাকগণের মতে দেহই আত্মা ;—সেইরূপ প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতিই ঈশ্বর অর্থাৎ যে প্রস্তরে বা কাষ্ঠে দেববিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই ঈশ্বর, তদতিরিক্ত ঈশ্বরের ধারণা নাই। এই প্রকারে একটী কার্য্যে যাহা আসক্ত ; আর তাহা অহেতুক অর্থাৎ নির্যুক্তিক হওয়ায় **অতত্ত্বার্থবৎ**=তত্ত্বার্থবিশিষ্ট নহে এবং তত্ত্বার্থ তাহার আলম্বনও নহে এবং তাহা **অল্পম্**=পরিচ্ছিন্ন ; কারণ আত্মার বা ঈশ্বরের নিত্যত্ব এবং বিভুত্ব অবগত হয় নাই। আত্মা নিত্যবিভু ও দেহাতিরিক্ত, এবং ঈশ্বর তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত, তার্কিকগণের এই প্রকার যে ভেদগ্রাহিজ্ঞান তাহা হইতেও বিপরীতভাবাপন্ন চার্ব্বাক প্রভৃতিদের যে ঐরূপ জ্ঞান **তৎ**=তাহা **তামসম্**=তামস প্রাকৃতজনসম্বন্ধীয় বলিয়াই **উদাহৃতম্**=কথিত হয়।২২

ভাবপ্রকাশ—প্রথমেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জ্ঞানের ভেদ বলিতেছেন। সকল ভেদের মূলে যে অভেদ তাহার দর্শন হইলে হয় সাত্ত্বিক জ্ঞান। এক নির্ব্বিকার কূটস্থ

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম, তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে অর্থাৎ নিষ্কাম ব্যক্তি অনাসক্তভাবে অনুরাগ বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম্ম করেন, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম নামে অভিহিত ॥২৩

তদেবমৌপনিষদানামদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকমুপাদেয়ং মুমুক্ষুভির্দ্বৈতদর্শিনাং তু নিত্যবিভুপরস্পরবিভিন্নাত্মদর্শনং রাজসম্ অনিত্যপরিচ্ছিন্নাত্মদর্শনঞ্চ তামসং হেয়মুক্তং, সংপ্রতি ত্রিবিধং কর্ম্মোচ্যতে নিয়তমিতি।১ নিয়তং যাবদঙ্গোপসংহারাসমর্থানামপি ফলাবশ্যংভাবব্যাপ্তং নিত্যমিতি যাবৎ। সঙ্গোঽহমেব মহাযাজ্ঞিক ইত্যাদ্যভিমানরূপোঽহঙ্কারাপরপর্য্যায়ো রাজসো গর্ব্ববিশেষস্তেন শূন্যং সঙ্গরহিতং, যাবদজ্ঞানং তু কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তনোঽহঙ্কারোঽনুবর্ত্তত এব সাত্ত্বিকস্যাপি। তদ্রহিতস্য তত্ত্ববিদো ন কর্ম্মাধিকার ইত্যুক্তমসকৃৎ।২ রাগো রাজসম্মানাদিকমনেন লপ্স্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ, দ্বেষঃ শত্রুমনেন পরাজেষ্য ইত্যভিপ্রায়স্তাভ্যাং ন কৃতম্। অফলপ্রেপ্সুনা ফলাভিলাষরহিতেন কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম যাগদানহোমাদি তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ৩—২৩ ॥

অব্যয় স্বরূপ পরিদৃশ্যমান নিখিল জগতের মূলে রহিয়াছেন—ইহা না দেখিতে পাইলে সাত্ত্বিকজ্ঞানের ভূমি লাভ হয় না। তামসজ্ঞানের ভূমিতেও একের দর্শন হয় বটে—কিন্তু সে এক 'বহু'র বিরোধী। 'বহু'র মধ্যে সে এককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'বহুর' যে ভিন্নত্ব তাহা তামসজ্ঞান দেখিতে পায় না। সবই তামসজ্ঞানের নিকট একের মধ্যে স্থিত—অর্থাৎ বহু বা ভিন্নত্বের স্বরূপ এই জ্ঞানের দর্শনপথে আসে না। রাজসজ্ঞানের ভূমিতে এই বহুত্ব বা ভিন্নত্বের স্বরূপের উপলব্ধি হয়। সাত্ত্বিকজ্ঞানের ভূমিতে এক ও বহুর বিরোধ চলিয়া যায়। বহুকে ক্রোড়ে করিয়া এখানে এক অবস্থিত, ভেদের মূলে অভেদ এখানে দৃশ্য হয়। তামসজ্ঞানের একজ্ঞান বহুর মধ্যে আসিয়া নষ্ট হইয়া যায়—রাজসজ্ঞান তামসজ্ঞানের বিরোধী। তামসজ্ঞান তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে; অজ্ঞানান্ধকার জন্য ভিন্নত্ব দৃষ্ট হয় না মাত্র। ভেদের মূলগত অভেদের দর্শন হয় বলিয়া যে একের জ্ঞান হয় এখানে তাহা হয় না। ভেদ অজ্ঞানান্ধকারে প্রকাশ পায় না বলিয়া এখানে এক বলিয়া বোধ হয় মাত্র।২০-২২॥

অনুবাদ—এইরূপে ইহা বলা হইল যে ঔপনিষদগণের যে অদ্বৈতাত্মদর্শন তাহাই সাত্ত্বিকজ্ঞান; আর তাহাই মুমুক্ষুগণের উপাদেয় (গ্রহণীয়)। পক্ষান্তরে দ্বৈতদর্শিগণের যে আত্মাকে নিত্য, বিভু এবং পরস্পর বিভিন্নরূপে দর্শন অর্থাৎ আত্মবিষয়ক তাদৃশ যে ভেদজ্ঞান তাহা রাজস এবং আত্মাকে অনিত্য ও পরিচ্ছন্নরূপে যে দর্শন তাদৃশ জ্ঞান তামস তাহা হেয় (পরিত্যাজ্য) ইহা বলা হইল। এক্ষণে ত্রিবিধ কর্ম্ম বলিতেছেন নিয়তম্ ইত্যাদি।১১ **নিয়তং**=যাহারা সমগ্র অঙ্গের উপসংহারে অসমর্থ অর্থাৎ যাহারা সমস্ত অঙ্গের আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে না তাহাদের পক্ষেও যাহার ফলের অবশ্যম্ভাবিতা রহিয়াছে তাহা নিয়ত; সুতরাং নিয়ত বলিতে নিত্য কর্ম্ম বুঝায়। **সঙ্গরহিতং**=সঙ্গ অর্থ আমিই মহাযাজ্ঞিক ইত্যাদি প্রকার অভিমানরূপ রাজস গর্ব্ব

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

পুনঃ কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা বহুলায়াসং যৎ তু কর্ম্ম ক্রিয়তে. তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ অর্থাৎ ফলাভিলাষী বা অহঙ্কৃত ব্যক্তি অতিশয় আয়াস সহকারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহা রাজস নামে কথিত হইয়া থাকে ॥২৪

তুঃ সাত্ত্বিকাদ্ভিনত্তি। কামেপ্সুনা ফলকামেন কর্ত্রা সাহঙ্কারেণ প্রাগুক্তসঙ্গাত্মকগর্ব্বযুক্তেন চ। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে। পুনরিত্যনিয়তং যাবৎকামনং কাম্যাবৃত্তেঃ; বহুলায়াসং সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ ক্লেশাবহং যৎ কাম্যং কর্ম্ম ক্রিয়তে তদ্রাজসমুদাহৃতম্। অত্র সর্ব্বৈর্ব্বিশেষণৈঃ সাত্ত্বিকসর্ব্ববিশেষণব্যতিরেকো দর্শিতঃ ॥ ২৪ ॥

বিশেষ, যাহাকে অপর কথায় অহঙ্কার বলা হয়; সেই সঙ্গরহিত। তবে যতকাল অজ্ঞান থাকে তত কাল ধরিয়া সাত্ত্বিক ব্যক্তিরও কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বের প্রবর্ত্তক (প্রয়োজক) অহঙ্কার অবশ্যই অনুবৃত্ত হইয়া থাকে (সে অহঙ্কার ইহা হইতে স্বতন্ত্র)। যে ব্যক্তি সেই অহঙ্কার বর্জ্জিত তিনি তত্ত্ববিৎ, তাঁহার আর কর্ম্মে অধিকার থাকে না, ইহা অসকৃৎ (বহুবার) বলা হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে মূলে যখন অহঙ্কার রহিয়াছে তখন ঈদৃশ কর্ম্মকে কি প্রকারে সাত্ত্বিক বলা যাইতে পারে, এরূপ শঙ্কা ঠিক নহে; কেন না অহঙ্কার না থাকিলে কর্ম্মই থাকে না বলিয়া সাত্ত্বিক কর্ম্মেরও উচ্ছেদ হইয়া পড়ে, কিন্তু অহঙ্কার থাকিলেও যদি সঙ্গরহিতাদিভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তবে সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিকই হইবে।]২ **অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্**=রাগ অর্থ, ইহা দ্বারা রাজসম্মান প্রভৃতি লাভ করিব' এইরূপ অভিপ্রায়, দ্বেষ অর্থ 'ইহা দ্বারা শত্রুপরাজয় করিব' এইরূপ অভিপ্রায়। এই প্রকার অভিপ্রায় লইয়া যাহা করা হয় নাই তাহা অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। **অফল প্রেপ্সুনা**=ফলাভিলাষরহিত অনুষ্ঠাতার দ্বারা **যৎ কর্ম্ম**=যাগ, দান, হোম প্রভৃতি যে কর্ম্ম কৃত হয় **তৎ**=তাহা **সাত্ত্বিকমুদাহৃতম্**=সাত্ত্বিক বলিরা কথিত হইয়া থাকে।৩—২৩॥

অনুবাদ—"তু" শব্দটী সাত্ত্বিক হইতে ভেদ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। **কামেপ্সুনা**=ফলকামী, **সাহঙ্কারেণ**=পূর্ব্বকথিত সঙ্গাত্মক গর্ব্বযুক্ত অনুষ্ঠাতা কর্ত্তৃক। "বা"শব্দটী এখানে সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—। **পুনঃ** যাহা অনিয়ত, যেহেতু যতক্ষণ কামনা থাকিবে ততক্ষণ কাম্য কর্ম্মের আবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) করিতে হয়। অর্থাৎ একবার অনুষ্ঠান করিলে একবার মাত্র ফলপ্রাপ্তি ঘটে বলিয়া যতবার ফল কামনা হইবে ততবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আর তাহা **বহুলায়াসম্**=সকল অঙ্গের উপসংহার (সমাহার বা যোগাড়) করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া ক্লেশকর, এতাদৃশ যে কাম্যকর্ম্ম করা হয় **তদ্ রাজসম্ উদাহৃতম্**=তাহাই রাজস বলিয়া কথিত হয়। এ স্থলে যতগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে সেইগুলির দ্বারা সাত্ত্বিক কর্ম্মে যতগুলি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছিল সেই সমস্তগুলিরই ব্যতিরেক দেখান হইল অর্থাৎ সেইগুলির কোনটীই এই রাজস কর্ম্মে নাই ইহা বলা হইল।২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥

অনুবন্ধং, ক্ষয়ং, হিংসাং পৌরুষং চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে,—তৎ তামসম্ উচ্যতে অর্থাৎ পরিণামে কর্ম্মবন্ধ, ক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া, মোহ বশতঃ যে কর্ম্মের আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া খ্যাত।২৫

মুক্তসঙ্গঃ, অনহংবাদী, ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ হর্ষবিষাদশূন্যঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে অর্থাৎ আসক্তিহীন, গর্ব্বোক্তিহীন, ধৃতি-সম্পন্ন, উৎসাহ-সংযুক্ত এবং কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার এইরূপ কর্ত্তা সাত্ত্বিক নামে অভিহিত।২৬

অনুবন্ধং পশ্চাদ্ভাব্যশুভং, ক্ষয়ং শরীরসামর্থ্যস্য ধনস্য সেনায়াশ্চ নাশং, হিংসাং প্রাণিপীড়াং পৌরুষং আত্মসামর্থ্যং চ অনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য মোহাৎ কেবলাবিবেকাদেবারভ্যতে যৎ কর্ম্ম যথা দুর্য্যোধনেন যুদ্ধং তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫॥

ইদানীং ত্রিবিধঃ কর্ত্তোচ্যতে—। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তফলাভিসন্ধিঃ, অনহংবাদী কর্ত্তাহমিতি বদনশীলো ন ভবতি স্বগুণশ্লাঘাবিহীনো বা ; ধৃতির্ব্বিঘ্নাদ্যুপস্থিতাবপি প্রারব্ধাপরিত্যাগহেতুরন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো ধৈর্য্যম্ উৎসাহ ইদমহং করিষ্যাম্যেবেতি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ধৃতিহেতুভূতা তাভ্যাং সংযুক্তঃ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ কর্ম্মণঃ ক্রিয়মাণস্য ফলস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ হর্ষশোকাভ্যাং যো বিকারো বদনবিকাসম্লানত্বাদিস্তেন রহিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণপ্রযুক্তো ন ফলরাগেণ। অত এবংভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥

অনুবাদ—অনুবন্ধম্=পশ্চাৎভাবী অশুভ ; **ক্ষয়ং**=শরীরের সামর্থ্য, ধন এবং সৈন্যের নাশ ; **হিংসাং**=প্রাণিপীড়া ; এবং **পৌরুষম্**=নিজসামর্থ্য ; এইগুলি **অনপেক্ষ্য**=পর্য্যালোচনা না করিয়া, **মোহাৎ**=কেবলমাত্র অবিবেকবশতঃ **যৎ কর্ম্ম**=যে কর্ম্ম **আরভ্যতে** আরব্ধ হয়—যেমন দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল **তৎ**=সেই কর্ম্ম **তামসম্ উদাহৃতম্**=তামস বলিয়া কথিত হয়।২৫

ভাবপ্রকাশ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মের ভেদ বলিতেছেন। সাত্ত্বিক কর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হইতেছে ফলকামনারহিতত্ব। ফলকামনা না থাকিলেই প্রকৃত আসক্তি ত্যাগ হইতে পারে। এখানে কর্ম্ম রাগদ্বেষ দ্বারা চালিত হয় না। কর্ত্তব্যবোধ অর্থাৎ নিত্যত্ব বা নিত্যরূপে বিহিতত্বই এখানে কর্ম্মের প্রেরক। রাজসিক কর্ম্মের প্রেরক হইতেছে ফলকামনা অথবা অহঙ্কার। মোহ বা অবিবেক তামস কর্ম্মের একমাত্র প্রেরক—কোনও বিবেচনা না করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই তামস কর্ম্ম। সাত্ত্বিক কর্ম্ম অনায়াস,—ইহাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকে, রাজস কর্ম্ম বহুলায়াস—ইহাতে ক্লেশের বোধ থাকে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম পূর্ণ বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় ; তামস কর্ম্ম

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্‌সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ, হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত স্বভাবতঃ হিংসাপরায়ণ, অশুচি, লাভে বা অলাভে হর্ষশোকযুক্ত, কর্ত্তা রাজস বলিয়া কথিত হয় ॥২৭

রাগী কামাদ্যাকুলচিত্তঃ। অতএব কর্ম্মফলপ্রেপ্‌সুঃ কর্ম্মফলার্থী। লুব্ধঃ পরদ্রব্যাভিলাষী ধর্ম্মার্থং স্বদ্রব্যত্যাগাসমর্থশ্চ। স্বাভিপ্রায়প্রকটনেন পরবৃত্তিচ্ছেদনং হিংসা তদাত্মকস্তৎ-স্বভাবঃ। স্বাভিপ্রায়াপ্রকটনে তু নৈষ্কৃতিক ইতি ভেদঃ। অশুচিঃ শাস্ত্রোক্তশৌচহীনঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ কর্ম্মফলস্য হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলের বিচার না করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই সাত্ত্বিক কর্ম্মের সহিত রাজস ও তামস কর্ম্মের পার্থক্য ।২৩-২৫॥

অনুবাদ—এক্ষণে ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয় বলা হইতেছে মুক্তসঙ্গ ইত্যাদী। **মুক্তসঙ্গঃ**=ত্যক্তফলাভিসন্ধি অর্থাৎ যিনি ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়াছেন; **অনহংবাদী**=আমি কর্ত্তা এরূপ বলা যাঁহার শীল অর্থাৎ স্বভাব নহে, অথবা স্বগুণশ্লাঘাবিহীন, যিনি নিজ গুণের শ্লাঘা করেন না। **ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ**=ধৃতি অর্থাৎ বিঘ্নাদি উপস্থিত হইলেও যাহার বলে প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয় না তাদৃশ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ; ইহাকেই ধৈর্য্য বলা হয়। উৎসাহ অর্থ 'ইহা আমি করিবই' এই প্রকারের যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যাহা ধৃতির হেতু-স্বরূপ; এই দুয়ের দ্বারা অর্থাৎ এই ধৃতি ও উৎসাহের দ্বারা সংযুক্ত। **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকার**=যে কর্ম্ম করা হইতেছে তাহার ফলের সিদ্ধি হেতু কিংবা অসিদ্ধি নিবন্ধন যে হর্ষ ও শোক হয় তাহার জন্য যে বিকার অর্থাৎ বদনবিকাশ অথবা মুখের ম্লানতা প্রভৃতি, যিনি সেই বিকার বিরহিত তিনিই "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ"। যিনি কেবলমাত্র শাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারা প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রেরিত হইয়া কার্য্য করেন কিন্তু ফলানুরাগবশতঃ করেন না; **কর্ত্তা**=এই প্রকারের যে কর্ত্তা তিনি **সাত্ত্বিক উচ্যতে**=সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন ।২৬

অনুবাদ—**রাগী**=কামনাদির দ্বারা যাহার চিত্ত আকুলিত; আর এইকারণেই সে **কর্ম্মফল-প্রেপ্সুঃ**=কর্ম্মফলাভিলাষী, **লুব্ধঃ**=পরদ্রব্যাভিলাষী এবং ধর্ম্মের জন্যও নিজদ্রব্য ত্যাগ করিতে অসমর্থ। নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যে পরের বৃত্তিচ্ছেদ করা তাহার নাম **হিংসা**; সেই হিংসাত্মক অর্থাৎ হিংসাস্বভাব। আর নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া যে অপরের বৃত্তিচ্ছেদ করে সে **নৈষ্কৃতিক**; ইহাই হইল হিংসাত্মক ও নৈষ্কৃতিকের মধ্যে পার্থক্য। **অশুচি**=শাস্ত্রোক্ত শৌচহীন; এবং যে **হর্ষশোকান্বিতঃ**=কর্ম্মফলের সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে যথাক্রমে হর্ষ বা শোক সংযুক্ত হয় **কর্ত্তা**=তাদৃশ কর্ত্তা **রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ**=রাজস বলিয়া খ্যাত ।২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে অর্থাৎ অবধানশূন্য অবিবেকী, উদ্ধত-স্বভাব, শঠ, পরাপমানকারী, আলস্যপরায়ণ, অবসন্নচিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস বলিয়া খ্যাত ॥২৮

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ ভেদং গুণতঃ এব ত্রিবিধং পৃথক্ত্বেন অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সত্ত্বাদি গুণভেদে, বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিঃশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২৯

অযুক্তঃ সর্ব্বদা বিষয়াপহৃতচিত্তত্বেন কর্ত্তব্যেষ্বনবহিতঃ। প্রাকৃতঃ শাস্ত্রাসংস্কৃতবুদ্ধির্ব্বালসমঃ। স্তব্ধো গুরুদেবতাদিষ্বপ্যনম্রঃ। শঠঃ পরবঞ্চনার্থমন্যথা জানন্নপ্যন্যথাবাদী। নৈষ্কৃতিকঃ স্বস্মিন্নুপকারিত্বভ্রমমুৎপাদ্য পরবৃত্তিচ্ছেদনেন স্বার্থপরঃ। অলসঃ অবশ্যকর্ত্তব্যেষ্বপ্যপ্রবৃত্তিশীলঃ। বিষাদী সততমসন্তুষ্টস্বভাবত্বেনানুশোচনশীলঃ। দীর্ঘসূত্রী নিরন্তরশঙ্কাসহস্রকবলিতান্তঃকরণত্বেনাতিমন্থরপ্রবৃত্তির্যদদ্য কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি করোতি ন বেত্যেবংশীলশ্চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

তদেবং জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিবিধং গুণভেদত ইতি ব্যাখ্যাতং, সংপ্রতি ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত ইত্যত্র সূচিতয়োর্বুদ্ধিধৃত্যোস্ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধেরিতি। বুদ্ধেরধ্যবসায়াদিবৃত্তিমত্যা ধৃতেশ্চ তদ্বৃত্তেঃ সত্ত্বাদিগুণতস্ত্রিবিধমেব ভেদং ময়া ত্বাং

অনুবাদ—অযুক্তঃ=সদাসর্ব্বদা বিষয়াপহৃতচিত্ত হওয়ায় অর্থাৎ বিষয়াসক্ত চিত্ত হওয়ায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলে অনবহিত। **প্রাকৃতঃ**=যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রসংস্কৃত নহে বলিয়া যে বালকের ন্যায়। **স্তব্ধঃ**=গুরু, দেবতা প্রভৃতির প্রতিও অনম্র, (উদ্ধতস্বভাব); **শঠঃ**=যে প্রতারণার নিমিত্ত অন্য রকম জানিয়া অন্য রকম বলে। **নৈষ্কৃতিকঃ**=যে অপরের প্রতি নিজের উপকারিতা ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া পরবৃত্তিচ্ছেদন করে তাদৃশ স্বার্থপর। **অলসঃ**=অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় সকলেও যে প্রবৃত্ত হয় না। **বিষাদী**=সর্ব্বদা অসন্তুষ্টস্বভাব হওয়ায় অনুশোচনশীল। **দীর্ঘসূত্রী**=যাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর সহস্র সহস্র শঙ্কাগ্রস্ত হওয়ায় যে ব্যক্তি মন্থরপ্রবৃত্তি, যাহা আজ কর্ত্তব্য তাহা একমাসেও করা হয় কি না, এই প্রকার স্বভাবের যে কর্ত্তা সে তামস বলিয়া কথিত হয়।২৮

ভাবপ্রকাশ—সাত্ত্বিক কর্ত্তার অহঙ্কার নাই—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তিনি নির্ব্বিকার থাকেন; ফল কামনা কিম্বা অহঙ্কার না থাকিলেও কিন্তু তাঁহার উৎসাহের অভাব থাকে না। ইহাই সাত্ত্বিক কর্ত্তার বৈশিষ্ট্য। তামস কর্ত্তা অলস, দীর্ঘসূত্রী বিষাদী; রাজস কর্ত্তা ফলকামনার দ্বারা লুব্ধ। সাত্ত্বিক কর্ত্তার লোভ নাই কিন্তু তাহা বলিয়া তামস কর্ত্তার ন্যায় তিনি অলস নহেন—তিনি উৎসাহসম্পন্ন অক্লান্ত কর্ম্মী। রজঃ ও তমঃ রূপ দ্বন্দ্বের অতীত মধ্যপথই সাত্ত্বিক পথ।২৬-২৮॥

প্রতি ত্যক্তালস্যেন পরমাপ্তেন প্রোচ্যমানমশেষেণ নিরবশেষং পৃথক্ত্বেন হেয়োপাদেয়বিবেকেন শৃণু শ্রোতুং সাবধানো ভব হে ধনঞ্জয়েতি দিগ্বিজয়ে প্রসিদ্ধং মহিমানং সূচয়ন্ প্রোৎসাহয়তি।১ অত্রেদং চিন্ত্যতে—কিমত্র বুদ্ধিশব্দেন বৃত্তিমাত্রমভিপ্রেতং কিম্বা বৃত্তিমদন্তঃকরণং ; প্রথমে জ্ঞানং পৃথক্ ন বক্তব্যং, দ্বিতীয়ে কর্ত্তা পৃথক্ ন বক্তব্যঃ, বৃত্তিমদন্তঃকরণস্যৈব কর্ত্তৃত্বাৎ।২ জ্ঞানধৃত্যোঃ পৃথক্‌কথনবৈয়র্থ্যঞ্চ। ন চেচ্ছাদি-পরিসঙ্খ্যার্থং তৎ, বৃত্তিমদন্তঃকরণত্রৈবিধ্যকথনেন সর্ব্বাসামপি তদ্বৃত্তীনাং ত্রৈবিধ্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।৩ উচ্যতে অন্তঃকরণোপহিতশ্চিদাভাসঃ কর্ত্তা। ইহ তূপহিতান্নিষ্কৃষ্য উপাধিমাত্রং করণত্বেন বিবক্ষিতং সর্ব্বত্র করণোপহিতস্য কর্ত্তৃত্বাৎ।৪ যদ্যপি চ "কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবে"তি শ্রুত্যনূদিতানাং সর্ব্বাসামপি বৃত্তীনাং ত্রৈবিধ্যং বিবক্ষিতং, তথাপি ধীধৃত্যোস্ত্রৈবিধ্যং পৃথগুক্তং জ্ঞানশক্তিক্রিয়াশক্ত্যুপলক্ষণার্থং ন তু পরিসঙ্খ্যার্থমিতি রহস্যম্ ॥ ৫—২৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে "জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ"—"গুণের ত্রৈবিধ্যরূপ ভেদ বশতঃ জ্ঞান, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা এই গুলি ত্রিবিধ" এই অংশের ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ" এই অংশে যে বুদ্ধি এবং ধৃতির বিষয় সূচিত হইয়াছে তাহাদেরই ত্রৈবিধ্য বলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। **বুদ্ধেঃ**=অর্থাৎ অধ্যবসায় (বিষয় নিশ্চয়) প্রভৃতি বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণের, এবং **ধৃতেঃ**=সেই বুদ্ধিরই ধৃতিনামক বৃত্তি বিশেষের **ভেদং**=ভেদ **গুণতঃ**=সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ অনুসারে **ত্রিবিধং**=তিনপ্রকার তাহা **প্রোচ্যমানং**=অনালস্য (আলস্য বিহীন) পরম আপ্ত আমা কর্ত্তৃক তোমার নিকটে বলা হইতেছে, তুমি তাহা **অশেষেণ**=নিরবশেষভাবে **পৃথক্ত্বেন**=হেয় ও উপাদেয় বিভাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ কোন্‌টী হেয় এবং কোন্‌টী উপাদেয় (গ্রহণীয়) তাহা বিভাগ করিয়া লইয়া **শৃণু**=তুমি শুনিবার জন্য সাবধান হও। **হে ধনঞ্জয়**—এই প্রকার সম্বোধনে দ্বিগ্বিজয়কালে তাঁহার যে মহিমা প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহা সূচিত করিয়া দিয়া প্রোৎসাহিত করিতেছেন।১ এখানে এই বিষয়টীর চিন্তা করা যাইতেছে অর্থাৎ এই বিষয়টীর আলোচনা করা যাইতেচে—। এস্থলে বুদ্ধিশব্দটীর দ্বারা কি কেবলমাত্র অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই অভিপ্রেত হইতেছে অথবা উহার দ্বারা বৃত্তিমৎ অর্থাৎ বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যদি প্রথম পক্ষটী স্বীকার করা হয় অর্থাৎ বুদ্ধিশব্দের অর্থ যদি এখানে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ হয় তাহা হইলে আর জ্ঞানের বিষয় পৃথক্‌ভাবে বলিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই জ্ঞান। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষটী স্বীকার করা হয় অর্থাৎ বুদ্ধিশব্দের অর্থ যদি বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণ হয় তাহা হইলে আর কর্ত্তার বিষয় পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই ; যেহেতু বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণই কর্ত্তা।২ আর এরূপ হইলে জ্ঞান ও ধৃতির পৃথক্ উল্লেখও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তির পরিসংখ্যা (নিষেধ) করিবার জন্য যে এইরূপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞান এবং ধৃতির পৃথক্ উল্লেখ করা

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

হে পার্থ! যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে, ভয়াভয়ে, বন্ধং মোক্ষং চ বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী অর্থাৎ হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয়, কোনটি কার্য্য ও কোনটি অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধন ও মুক্তি বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥৩০

তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিভিঃ—। প্রবৃত্তিং কর্ম্মমার্গং, নিবৃত্তিং সংন্যাসমার্গং, কার্য্যং প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণাং করণং, অকার্য্যং নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণামকরণং, ভয়ং প্রবৃত্তিমার্গে গর্ভবাসাদিদুঃখং, অভয়ং নিবৃত্তিমার্গে তদভাবং, বন্ধং প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃতং কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানং, মোক্ষং নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃতমজ্ঞানতৎকার্য্যাভাবং চ যা বেত্তি।—করণে কর্ত্তৃত্বোপচারাৎ যয়া বেত্তি কর্ত্তা বুদ্ধিঃ সা প্রমাণজনিতবিনিশ্চয়বতী হে পার্থ! সাত্ত্বিকী। বন্ধমোক্ষয়োরন্তে কীর্ত্তনাত্তদ্বিষয়মেব প্রবৃত্ত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩০ ॥

হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, যেহেতু বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণের ত্রৈবিধ্য বলাতেই অন্তঃকরণের ইচ্ছাদি যতপ্রকার বৃত্তি আছে সেই সব গুলিরই ত্রৈবিধ্য বিবক্ষিত হইয়াছে (কাজেই ইচ্ছাদির নিষেধ করিবার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক নহে)।৩ এই প্রকার শঙ্কা হইলে ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—অন্তঃকরণোপহিত যে চিদাভাস (চিৎপ্রতিবিম্ব) তাহাই কর্ত্তা। আর ঐ উপহিত চিদাভাস হইতে নিষ্কৃষ্ট করিলে অর্থাৎ পৃথক্ করিলে যে উপাধিমাত্র থাকে তাহাই এখানে করণরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে, কারণ সকলস্থলে করণোপহিতই কর্ত্তা হইয়া থাকে।৪ আর যদিও "কাম, সঙ্কল্প, বিচিৎকসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী (লজ্জা) ধী (বুদ্ধি) এবং ভী (ভয়) এই সমস্তই মনঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণাত্মক" এই শ্রুতিতে যে সমস্ত বৃত্তির বিষয় বলা হইয়াছে সেই সব গুলিরই ত্রৈবিধ্য এস্থলে বিবক্ষিত তথাপি জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির উপলক্ষণের জন্য ধী এবং ধৃতির ত্রৈবিধ্য বলা হইয়াছে, অন্যান্য বৃত্তির পরিসংখ্যা অর্থাৎ নিষেধ করিবার জন্য যে এরূপ বলা হইয়াছে তাহা নহে, ইহাই রহস্য অর্থাৎ গূঢ় অভিপ্রায়।৫—২৯

অনুবাদ—তন্মধ্যে তিনটী শ্লোকে বুদ্ধির ত্রৈবিধ্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিতেছেন **প্রবৃত্তিম্**=কর্ম্মমার্গ, **নিবৃত্তিম্**=সন্ন্যাসমার্গ ; **কার্য্যম্**=প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, **অকার্য্যম্**=নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মের অকরণ অর্থাৎ অননুষ্ঠান **ভয়ম্**=প্রবৃত্তিমার্গে গর্ভবাসাদি দুঃখ, **অভয়ং**=নিবৃত্তিমার্গে সেই ভয়ের অভাব, **বন্ধং**=প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞান জন্য কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান, **মোক্ষং**=নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্য সকলের অভাব—এই সমস্ত বিষয়গুলি **যা বেত্তি**=যে জানে—। "যা" এস্থলে করণে কর্ত্তৃত্বের উপচার করিয়া প্রথমায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। উহাকে তৃতীয়ায় পরিবর্ত্তিত করিয়া "যয়া বেত্তি"='কর্ত্তা যে বুদ্ধির দ্বারা ঐগুলি অবগত হয়'—এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে। হে পার্থ! **সা সাত্ত্বিকী**=প্রমাণ জনিত

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যয়া চ ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ কার্য্যম্ অকার্য্যং চ অযথাবৎ প্রজানাতি, সা বুদ্ধিঃ রাজসী অর্থাৎ হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য যথাযথরূপ জানিতে পারা যায় না, সে বুদ্ধি রাজসী ॥৩১

হে পার্থ! যা অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে, সর্ব্বার্থান্ চ বিপরীতান্, তমসা আবৃতা সা বুদ্ধিঃ তামসী অর্থাৎ হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং সকল প্রকার বিষয়কেই বিপরীত বোধ করে, তমোগুণে আবৃত সে বুদ্ধি তামসী মনে করিবে ॥৩২

ধর্ম্মং শাস্ত্রবিহিতং, অধর্ম্মং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং, অদৃষ্টার্থমুভয়ং; কার্য্যঞ্চাকার্য্যং চ, দৃষ্টার্থমুভয়ম্, অযথাবদেব প্রজানাতি যথাবন্ন জানাতি।—কিং স্বিদিদমিত্থং নবেতি চানধ্যবসায়ং সংশয়ং বা ভজতে যয়া বুদ্ধ্যা সা রাজসী বুদ্ধিঃ। অত্র তৃতীয়ানির্দ্দেশাদন্যত্রাপি করণত্বং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

তমসা বিশেষদর্শনবিরোধিনা দোষেণাবৃতা যা বুদ্ধিরধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি মন্যতে অদৃষ্টার্থে সর্ব্বত্র বিপর্য্যস্যতি।—তথা সর্ব্বার্থান্ দৃষ্টপ্রয়োজনানপি জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতানেব মন্যতে, সা বিপর্য্যয়বতী বুদ্ধিস্তামসী ॥ ৩২ ॥

নিশ্চয়বতী সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।৩ এস্থলে শ্লোকের অন্তে অর্থাৎ উত্তরার্দ্ধে বন্ধ এবং মোক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তি গুলিকে সেই বন্ধবিষয়ক বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৩০

অনুবাদ—ধর্ম্মম্=শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম; **অধর্ম্মম্**=শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম, এই দুইটীই অদৃষ্টার্থ; কার্য্য এবং অকার্য্য এই দুইটি দৃষ্টার্থ অর্থাৎ ইহলৌকিক; **অযথাবৎ প্রজানাতি**=অযথাবৎ জানে অর্থাৎ যথাযথভাবে জানে না অর্থাৎ 'ইহা কি এই প্রকার না অন্য প্রকার' এইরূপে অনধ্যবসায় (অনিশ্চয়) কিংবা সংশয় প্রাপ্ত হয়। **যয়া**=যে বুদ্ধির জন্য এইরূপ হইয়া থাকে তাহা রাজসী বুদ্ধি। "যয়া বুদ্ধ্যা" এস্থলে তৃতীয়া থাকায় অন্য স্থলে না থাকিলেও এইরূপে করণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত অর্থাৎ এই কারণে পূর্ব্ব শ্লোকে প্রথমা থাকিলেও করণরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থলেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে।৩১॥

অনুবাদ—তমসা=বিশেষ দর্শনের—বস্তুর বৈশিষ্ট্য দর্শনের বিরোধী অজ্ঞানরূপ দোষের দ্বারা **আবৃতা**=আবৃত হইয়া **যা**=যে বুদ্ধি **অধর্ম্মং**=অধর্ম্মকে **ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে**=ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, সকল অদৃষ্টার্থক বিষয়েই বিপর্য্যাস করিয়া থাকে এবং **সর্ব্বার্থান্**=দৃষ্ট প্রয়োজন জ্ঞেয় পদার্থ সকলকেও বিপরীত বলিয়াই মনে করে সেই বিপর্য্যয়বতী বুদ্ধি তামসী হইতেছে।৩২॥

ভাবপ্রকাশ—যে বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বস্তু যথার্থভাবে জানা যায় তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি; রাজসী বুদ্ধি দ্বারা বস্তু যথাযথভাবে জানা যায় না; তামসী বুদ্ধি বিপরীত জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। রাজসী

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

হে পার্থ! যোগেন অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী অর্থাৎ হে পার্থ! সমাধি দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বশতঃ বিষয়ান্তরের ধারণা না করিয়া যে ধৃতি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিয়মিত করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥৩৩

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী সা ধৃতিঃ রাজসী অর্থাৎ হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ধরিয়া রাখে পরন্তু সম্পাদনকালে ফললাভের ইচ্ছা জন্মে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥৩৪

ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিভিঃ।—যোগেন সমাধিনাঽব্যভিচারিণ্যাঽবিনাভূতয়া সমাধিব্যাপ্তয়া যয়া ধৃত্যা প্রযত্নেন মনসঃ প্রাণস্যেন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়াশ্চেষ্টা ধারয়তে উচ্ছাস্ত্রপ্রবৃত্তের্নিরুণদ্ধি, যস্যাং সত্যামবশ্যং সমাধির্ভবতি, যয়া চ ধার্য্যমাণা মনআদি-ক্রিয়াঃ শাস্ত্রমতিক্রম্য নার্থান্তরমবগাহন্তে, ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

তুঃ সাত্ত্বিক্যা ভিনত্তি। প্রসঙ্গেন কর্ত্তৃত্বাদ্যভিনিবেশেন ফলাকাঙ্ক্ষী সন্ যয়া ধৃত্যা ধর্ম্মং কামমর্থঞ্চ ধারয়তে নিত্যং কর্ত্তব্যতয়াঽবধারয়তি ন তু মোক্ষং কদাচিদপি, ধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩৪ ॥

বুদ্ধিতে সন্দেহ থাকে, তামসী বুদ্ধি সংশয় না করিয়াই যাহা যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া দেয় অর্থাৎ অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাপন করে।২৯-৩২॥

অনুবাদ—এক্ষণে তিনটী শ্লোকে ধৃতির ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন—। **যোগেন**=যোগের দ্বারা **অব্যভিচারিণ্যা**=অবিনাভূত অর্থাৎ নিয়তসম্বদ্ধ অর্থাৎ সমাধিব্যাপ্ত **যয়া ধৃত্যা**=যে ধৃতির প্রভাবে অর্থাৎ প্রযত্নবলে **মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ**=মনের, প্রাণের এবং ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া অর্থাৎ চেষ্টা সকল **ধারয়তে**=ধারণা করা হয় অর্থাৎ উচ্ছাস্ত্র (শাস্ত্রবহির্ভূত) প্রবৃত্তি হইতে নিরুদ্ধ করা হয় এবং যে ধৃতি থাকিলে সমাধি অবশ্যই হইয়া থাকে, আর যে ধৃতির প্রভাবে মনঃপ্রভৃতির ধার্য্যমাণ ক্রিয়াসকল শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া বিষয়ান্তর গ্রহণ করে না, হে পার্থ! সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।৩৩॥

অনুবাদ—"তু"শব্দটী সাত্ত্বিকী ধৃতি হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া দিতেছেন—। **যয়া ধৃত্যা**=যে ধৃতির প্রভাবে **প্রসঙ্গেন**=কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশবশতঃ **ফলাকাঙ্ক্ষী**=ফলাভিলাষী হইয়া **ধর্ম্মকামার্থান্**=ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ **ধারয়তে**=ধারণ করে অর্থাৎ নিত্যকর্ত্তব্যরূপে অবধারণ করে, কিন্তু কখনও মোক্ষধারণা করিতে পারে না, হে পার্থ! সেই ধৃতি রাজসী।৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

হে পার্থ! দুর্ম্মেধাঃ যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি সা ধৃতিঃ তামসী অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তি যে ধৃতির বশে নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ (গর্ব্ব) কদাচ পরিত্যাগ করে না, তাহা তামসী ধৃতি ॥৩৫

হে ভরতর্ষভ! ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৩৫½

যত্র অভ্যাসাৎ রমতে দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি অর্থাৎ যে সুখে অভ্যাসবশতঃ ক্রমশঃ আনন্দ জন্মে, যে সুখ প্রাপ্ত হইলে দুঃখের নাশ হয় ॥৩৬

স্বপ্নং নিদ্রাং ভয়ং ত্রাসং শোকম্ ইষ্টবিয়োগনিমিত্তং সন্তাপং বিষাদমিন্দ্রিয়াবসাদং মদমশাস্ত্রীয়বিষয়সেবোন্মুখত্বং চ যয়া ন বিমুঞ্চত্যেব কিন্তু সদৈব কর্ত্তব্যতয়া মন্যতে দুর্ম্মেধাঃ বিবেকাসমর্থঃ ধৃতিঃ সা পার্থ! তামসী ॥ ৩৫ ॥

এবং ক্রিয়াণাং কারকাণাং চ গুণতস্ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা তৎফলস্য সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে শ্লোকার্দ্ধেন।—মে মম বচনাৎ শৃণু হেয়োপাদেয়বিবেকার্থং ব্যাসঙ্গান্তরনিবারণেন মনঃ স্থিরীকুরু হে ভরতর্ষভেতি যোগ্যতা দর্শিতা। ৩৫½

সাত্ত্বিকং সুখমাহ সার্দ্ধেন—। যত্র সমাধিসুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াৎ রমতে পরিতৃপ্তো ভবতি ন তু বিষয়সুখ ইব সদ্য এব। যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্য সর্ব্বস্যাপ্যন্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি ন তু বিষয়সুখ ইবান্তে মহদ্দুঃখং ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—**স্বপ্নম্**=নিদ্রা, **ভয়ম্**=ত্রাস, **শোকম্**=ইষ্টবিয়োগজনিত সন্তাপ, **বিষাদম্**=ইন্দ্রিয়গণের অবসাদ, এবং **মদম্**=অশাস্ত্রীয় বিষয়ের সেবায় উন্মুখতা; এই সমস্তগুলিকে **যয়া ধৃত্যা**=যে ধৃতির প্রভাবে **ন মুঞ্চতি**=পরিত্যাগ করে না, কিন্তু ঐগুলিকেই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য মনে করে, হে পার্থ! দুর্মেধাঃ অর্থাৎ বিবেচনায় অসমর্থ সেই যে ধৃতি তাহা তামসী।৩৫॥

অনুবাদ—এইরূপে গুণানুসারে ক্রিয়া সকলের এবং কারক সকলের ত্রৈবিধ্য বলিয়া এক্ষণে শ্লোকার্দ্ধে সেই ক্রিয়া ও কারকের যে ফল তাহারই ত্রৈবিধ্য নির্দ্দেশ করিতেছেন।—হে ভরতর্ষভ! সুখ যে তিন প্রকার তাহা এক্ষণে **মে**=আমার কথা অনুসারে **শৃণু**=তাহাদের হেয়োপাদেয় বিবেচনার জন্য, কোন্‌টী হেয় এবং কোন্‌টী উপাদেয় তাহা পৃথক্‌ভাবে বুঝিবার নিমিত্ত অন্যব্যাসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়ান্তরসঙ্গিতা নিবারণ করিয়া তুমি মনকে স্থির কর। 'হে ভরতবর্ষভ' এইপ্রকার সম্বোধন করিয়া দেখাইতেছেন যে তোমার সে যোগ্যতা আছে।৩৫½

ভাবপ্রকাশ—যে ধৃতি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বদা ধারণ করে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী। রাজসী ধৃতি ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে ধারণ করে—এই সকলের মূলে ফলকামনা থাকে। তামসী ধৃতি ভয়, শোক, বিষাদ, বিষয় সেবা প্রভৃতিকেই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, কিছুতেই তাহাদিগকে ত্যাগ করে না।৩৩-৩৫॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

যৎ তৎ অগ্রে বিষমিব, পরিণামে অমৃতোপমম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ অর্থাৎ যে সুখ প্রথমতঃ বিষবৎ, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য এবং যাহা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ সাত্ত্বিক সুখ নামে কথিত হইয়া থাকে ॥৩৭

তদেব বিবৃণোতি যদিতি। যৎ অগ্রে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যানসমাধ্যারম্ভেঽত্যন্তায়াসনির্ব্বাহ্যত্বাদ্বিষমিব দ্বেষবিশেষাবহং ভবতি, পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকে ত্বমৃতোপমং প্রীত্যতিশয়াস্পদং ভবতি।—আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো নিদ্রালস্যাদিরাহিত্যেন স্বচ্ছতয়াঽবস্থানং, ততো জাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং, ন তু রাজসমিব বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ন বা তামসমিব নিদ্রালস্যাদিজম্—।১ ঈদৃশং যদনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্ত্যাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং সমাধিসুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ।২ অপর আহ অভ্যাসাদাবৃত্তের্যত্র রমতে প্রীয়তে যত্র চ দুঃখাবসানং প্রাপ্নোতি তৎসুখং ; তচ্চ ত্রিবিধং গুণভেদেন শৃণ্বিতি তৎপদাধ্যাহারেণ পূর্ণস্য শ্লোকস্যান্বয়ঃ। যত্তদগ্র ইত্যাদিশ্লোকেন তু সাত্ত্বিকসুখলক্ষণমিতি। ভাষ্যকারাভিপ্রায়োঽপ্যেবম্ ॥ ৩—৩৭ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে দেড়টী শ্লোকে সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ বলিতেছেন—। **যত্র**=যে সমাধিসুখে **অভ্যাসাৎ**=অতি পরিচয়বশতঃ **রমতে**=পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু বিষয়সুখের ন্যায় সদ্যই যাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না। অর্থাৎ বিষয়সুখ পাইলে লোকে যেমন সদ্য সদ্যই পরিতৃপ্ত হয়, সাত্ত্বিক সুখে সেরূপ হয় না, তাহাতে পরিতৃপ্তিবোধ করিতে হইলে তাহার সহিত পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধ করিয়া পরিচিত হইতে হয়। এবং যাহাতে রতি অনুভব করিতে থাকিলে **দুঃখান্তম্**=সমস্ত দুঃখের অন্ত অর্থাৎ অবসান **নিগচ্ছতি**=বেশীভাবে প্রাপ্ত হয় কিন্তু বিষয় সুখের অন্তে যেমন মহৎ দুঃখ পাইতে হয়, তাহা যাহাতে নাই ।৩৬॥

অনুবাদ—তাহারই বিবরণ দিতেছেন যত্তৎ ইত্যাদি অর্থাৎ "যত্তৎ" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়টীই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন। **যৎ**=যাহা **অগ্রে** অর্থাৎ জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধি এবং ধ্যানের অভ্যাসকালে **বিষমিব**=অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য হওয়ায় বিষের ন্যায় দ্বেষ-বিশেষজনক হয়। আর **পরিণামে**=জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতির পরিপাকদশায় যাহা **অমৃতোপমম্**=অতিশয় প্রীতির আস্পদ হইয়া থাকে—। **আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্**=আত্মবিষয়া যে বুদ্ধি তাহাই আত্মবুদ্ধি ; সেই আত্মবুদ্ধির যে প্রসাদ অর্থাৎ নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতির অভাবহেতু যে স্বচ্ছভাবে অবস্থান তাহা আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ। তাহা হইতে যাহা জাত অর্থাৎ উৎপন্ন তাহা আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ—। যাহা রাজসের ন্যায় বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজন্য নহে কিংবা তামসের ন্যায় নিদ্রালস্যাদিসম্ভূতও নহে—।১ **তৎ সুখং**=অনাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হওয়ায় ঐ প্রকারের যে আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সমাধি সুখ তাহাই **সাত্ত্বিকং**=সাত্ত্বিক বলিয়া **প্রোক্তং**=যোগিগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়।২ কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে বিষম্ ইব, তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগবশতঃ যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ, কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, সেই বৈষয়িক সুখকে রাজস সুখ জানিবে ॥৩৮

যৎ চ সুখম্ অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনং, নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ অর্থাৎ আর যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধির মোহ উৎপাদন করে, নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন, সেই সুখ তামস সুখ নামে অভিহিত হয় ॥৩৯

বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাজ্জাতং ন ত্বাত্মবুদ্ধিপ্রসাদাৎ যত্তৎ যদতিপ্রসিদ্ধং স্রক্‌চন্দনবনিতাসঙ্গাদিসুখম্ অগ্রে প্রথমারম্ভে মনঃসংযমাদিক্লেশাভাবাদমৃতোপমং পরিণামে ঐহিকপারত্রিকদুঃখাবহত্বাদ্বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অগ্রে প্রথমারম্ভে চ যৎসুখমাত্মনো মোহকরং, নিদ্রালস্যে প্রসিদ্ধে, প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থাবধানমন্তরেণ মনোরাজ্যমাত্রং তেভ্য এবোত্তিষ্ঠতি ন তু সাত্ত্বিকমিব বুদ্ধিপ্রসাদজং ন বা রাজসমিব বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং, তন্নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তামসং সুখমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

করিয়া থাকেন,—"অভ্যাসাৎ" অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানহেতু যাহাতে রতি অর্থাৎ প্রীতি অনুভব করে, আর যাহাতে দুঃখের অবসান হয় তাহাই সুখ। আর তাহা যে গুণভেদে ত্রিবিধ তাহা শুন। এস্থলে "শৃণু"='শুন' এই পদটীর অধ্যাহার করিয়া পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয় করিতে হইবে। আর "যত্তদগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকে সাত্ত্বিক সুখের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও ইহাই অভিপ্রায় ।৩—৩৭॥

অনুবাদ—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ=বিষয়সকলের ও ইন্দ্রিয়সকলের সংযোগ হইতে যাহা উৎপন্ন, কিন্তু তাহা আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন নহে, **যৎ**=যাহা অর্থাৎ স্রক, চন্দন, বনিতাসঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন যে সুখ অতিপ্রসিদ্ধ, এবং যাহা **অগ্রে**=প্রথমাবস্থায় মনঃসংযম প্রভৃতি ক্লেশ না থাকায় **অমৃতোপমং**=অমৃতের ন্যায়, কিন্তু যাহা পরিণামে ঐহিক এবং পারত্রিক দুঃখজনক হয় বলিয়া **বিষমিব**=বিষের ন্যায় সেই সুখ রাজস বলিয়া স্মৃত হয় ।৩৮॥

অনুবাদ—অগ্রে=প্রথমারম্ভে এবং **অনুবন্ধে**=পরিণামে যে সুখ **আত্মনঃ মোহনম্**=আত্মার মোহকর, **নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং**=নিদ্রা ও আলস্য এই দুইটী পদার্থ প্রসিদ্ধ ; প্রমাদ অর্থ কর্ত্তব্য বিষয়ের অবধারণ (নিরূপণ) ব্যতীতই কেবলমাত্র যে মনোরাজ্য অর্থাৎ মনে মনে বিশাল ঐহিকসুখ কল্পনা ; যাহা কেবল এই সমস্ত হইতেই অর্থাৎ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতেই উৎপন্ন হয় কিন্তু যাহা সাত্ত্বিক সুখের ন্যায় বুদ্ধিপ্রসাদজন্য নহে কিংবা রাজসিক সুখের ন্যায় বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজন্যও নহে কিন্তু নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হইতে উত্থিত ; সেই :যে সুখ তাহা তামস বলিয়া উদাহৃত হয় ।৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং ন অস্তি, যৎ প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গে বা দেবতাদিগের মধ্যে এমন দেহধারী কেহই নাই, যিনি প্রকৃতি-জাত এই তিনটি গুণ হইতে মুক্ত ॥৪০

ইদানীমনুক্তমপি সংগৃহ্ণন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ভগবান্ ন তদিতি। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিস্ততো জাতৈর্ব্বৈষম্যাবস্থাং প্রাপ্তৈঃ প্রকৃতিজৈর্ন তু সাক্ষাদ্‌গুণানাং প্রকৃতিজত্বমস্তি তদ্রূপত্বাৎ—। তস্মাদ্‌বৈষম্যাবস্থৈব তদুৎপত্তিরুপচারাৎ। অথবা প্রকৃতির্ম্মায়া তৎপ্রভবৈস্তৎকল্পিতৈঃ প্রকৃতিজৈরেভি গুর্ণৈর্বন্ধহেতুভিঃ সত্ত্বাদিভির্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতমপ্রাণি বা যৎ স্যাৎ তৎ পুনঃ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু বা নাস্তি ক্বাপি গুণত্রয়রহিতমনাত্মবস্তু নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ভাবপ্রকাশ—সুখও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক সুখ বুদ্ধিপ্রসাদজন্য সুখ—প্রথমে ইহা বিষের মত তিক্ত বোধ হয় পরে অমৃততুল্য বলিয়া অনুভূত হয়। অভ্যাস করিতে করিতে তবে এই সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। বুদ্ধিপ্রসাদজন্য বলিয়া এই সুখের অনুভূতি পাইতে বিলম্ব হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখ হয় তথা রাজস সুখ। এই সুখ প্রথম হইতেই অনুভূত হয়—প্রথমে ইহা অমৃততুল্য পরে বিষবৎ হয়। তামস সুখ লোককে মোহ প্রাপ্ত করে—ইহার প্রথমেও মোহ পরিণামেও মোহ। নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হইতে যে সুখ ভোগ হয় তাহাই তামস সুখ।৩৬-৩৯॥ //

অনুবাদ—ভগবান্ অনুক্ত বিষয় সকলও সংগ্রহ (একঠাঁই) করিয়া প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—ন তদস্তি ইত্যাদি। **প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ**=সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; যেগুলি তাহা হইতে জাত অর্থাৎ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সেইগুলি প্রকৃতিজ। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সাক্ষাৎভাবে গুণসকলের প্রকৃতিজত্ব নাই অর্থাৎ গুণসকল প্রকৃতিজ নহে, যেহেতু সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত গুণসকলই প্রকৃতি। গুণত্রয়ের যে বৈষম্যাবস্থা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে প্রকৃতিজ এইরূপ বলা হইয়াছে; সুতরাং গুণত্রয়ের বৈষম্যপ্রাপ্তিই এখানে গুণসকলের উৎপত্তি বলিয়া ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা 'প্রকৃতি' অর্থ মায়া; সেই মায়াপ্রভব অর্থাৎ মায়াকল্পিত প্রকৃতিসঞ্জাত, বন্ধের হেতুস্বরূপ এই সত্ত্ব প্রভৃতি ত্রিবিধ গুণের দ্বারা **মুক্তং**=বিহীন **সত্ত্বং**=প্রাণিবর্গ কিংবা অপ্রাণিবর্গ যাহা কিছু হইতে পারে **পৃথিব্যাং**=মনুষ্যলোকে কিংবা **দিবি**=স্বর্গে **দেবেষু**=দেবগণের মধ্যে **ন অস্তি**=নাই। গুণত্রয়বিরহিত অর্থাৎ গুণত্রয়ের বহির্ভূত কোনও অনাত্মবস্তু কোথাও নাই, ইহাই ফলিতার্থ।৪০॥

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বে জ্ঞান প্রভৃতির যে ত্রিগুণাত্মকত্ব বলা হইল—ইহা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ। পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবলোকে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা এই ত্রিগুণের অধিকার হইতে মুক্ত।৪০।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি অর্থাৎ হে পরন্তপ! পূর্ব্বজন্মীয় সংস্কার জাত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম সকল সম্যক্‌রূপে বিভাগপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥৪১.

তদেবং সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সর্ব্বঃ সংসারো নিথ্যাজ্ঞানকল্পিতোঽনর্থশ্চতুর্দ্দশাধ্যায়োক্ত উপসংহৃতঃ।১ পঞ্চদশে চ বৃক্ষরূপককল্পনয়া তমুক্তং।—"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা, ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥"—ইত্যসঙ্গশস্ত্রেণ বিষয়বৈরাগ্যেণ তস্য ছেদনং কৃত্বা পরমাত্মান্বেষ্টব্য ইত্যুক্তম্।২ তত্র সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বে ত্রিগুণাত্মকস্য সংসারবৃক্ষস্য কথং ছেদোঽসঙ্গশস্ত্রস্যৈবানুপপত্তেরিত্যাশঙ্কায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মৈঃ পরিতোষ্যমাণাৎ পরমেশ্বরাদসঙ্গশস্ত্রলাভ ইতি বদিতুমেতাবানেব সর্ব্ববেদার্থঃ পরমপুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয় ইতি চ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসংহর্ত্তব্য ইত্যেবমর্থমুত্তরপ্রকরণমারভ্যতে। তত্রেদং সূত্রং—.৩ ত্রয়াণাং সমাসকরণং দ্বিজত্বেন বেদাধ্যয়নাদিতুল্যধর্ম্মত্বকথনার্থম্। শূদ্রাণামিতি পৃথক্‌করণমেকজাতিত্বেন বেদানধিকারিত্বজ্ঞাপনার্থম্। তথা চ বশিষ্ঠঃ,—"চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ো

অনুবাদ—এইরূপে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ক্রিয়াকারকভাবাপন্ন সমস্ত সংসারই যে মিথ্যা অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত এবং অনর্থস্বরূপ, ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে; সেই বিষয়টীরই এখানে উপসংহার করা হইল।১ আর পঞ্চদশ অধ্যায়ে সেই সংসারকে রূপককল্পনায় বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিয়া "সুবিরূঢ়মূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া তদনন্তর সেই পরমপদের অন্বেষণ করিতে হইবে যথায় গিয়া অর্থাৎ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আর ফিরিতে হয় না" এইরূপে বিষয়বৈরাগ্যরূপ অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা তাহার ছেদন করিয়া পরমাত্মার অন্বেষণ করিতে হইবে, ইহা বলা হইয়াছে।২ এরূপ হইলে পর সমস্তই যখন ত্রিগুণাত্মক তখন ত্রিগুণাত্মক সংসার বৃক্ষের কিরূপে ছেদন হইতে পারে, যেহেতু অসঙ্গশস্ত্রই অসম্ভব, এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে। ইহার উত্তরে, স্ব স্ব অধিকার অনুসারে বিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দ্বারা পরিতোষিত পরমেশ্বর হইতেই সেই অসঙ্গশস্ত্রলাভ করা যায়, ইহা বলিবার জন্য—; আর ইহাই সমগ্র বেদের অর্থ বা তাৎপর্য্যভূত;—পরমপুরুষার্থকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহাই অনুষ্ঠেয়, এইরূপে (এই বলিয়া ইহাতেই) গীতা শাস্ত্রের অর্থ (প্রতিপাদ্য বিষয়) উপসংহার করিতে হইবে। ইহারই জন্য পরবর্ত্তী প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। আর উহারই সূত্রস্বরূপ বলিতেছেন—।৩ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই দ্বিজ বলিয়া বেদাধ্যয়নাদিরূপ ধর্ম্মগুলি যে ইহাদের সকলেরই পক্ষে তুল্যরূপ তাহা জানাইয়া দিবার জন্য "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং" এস্থলে তিনটীরই সমাস করা হইয়াছে (চতুর্থবর্ণবাচক শূদ্র শব্দটীকে

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তেষাং মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে। অত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে" ইতি (সংহিতা ২।১)।৪ তথা "প্রকৃতিবিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং" (বশিষ্ঠ-সংহিতা ৪।১)স্থানবিশেষাচ্চ। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" ইত্যপি নিগমো ভবতি। "গায়ত্র্যা ছন্দসা ব্রাহ্মণমসৃজৎ ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিচ্ছন্দসা শূদ্রমিত্যসংস্কার্য্যো বিজ্ঞায়ত" ইতি। "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ" "একজাতি"রিতি চ গৌতমঃ।৫ হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! তেষাং চতুর্ণামপি বর্ণানাং কর্ম্মাণি প্রকর্ষেণ বিভক্তানি ইতরেতরবিভাগেন ব্যবস্থিতানি। কৈঃ স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। ব্রাহ্মণ্যাদিস্বভাবস্য প্রভবৈর্হেতুভূতৈর্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ।৬ তথাহি ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণ এব প্রভবঃ প্রশান্তত্বাৎ। ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জ্জনং রজঃ ঈশ্বরস্বভাবত্বাৎ। বৈশ্যস্বভাবস্য তমউপসর্জ্জনং রজ ঈহাস্বভাবত্বাৎ। শূদ্রস্বভাবস্য রজউপসর্জ্জনং

আর উহাদের সহিত সমাসবদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই)। শূদ্র একজাতি বলিয়া অর্থাৎ তাহার মাতৃগর্ভ হইতে উৎপত্তিরূপ একটীমাত্র জন্ম হয় বলিয়া তাহার যে বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই তাহা জানাইয়া দিবার জন্য "শূদ্রাণাম্" এই শব্দটীকে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিপ্রকার বর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ ইহারা দুইবার জন্মলাভ করে; প্রথমে তাহাদের মাতৃজঠর হইতে জন্ম হয়, আর মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। আর এই দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী (ঋক্) ইহার মাতা হইয়া থাকে এবং আচার্য্যই পিতা হন।"৪ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রকৃতি (শমদমাদি) ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া এবং তাঁহাদের বিরাট পুরুষের মুখ প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থান হইতে উৎপত্তি বিষয়ক শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়াও ঐ চাতুর্ব্বর্ণ্য স্বীকার্য্য। এ সম্বন্ধে—"ব্রাহ্মণ এই বিরাট্ পুরুষের মুখ ছিলেন, ক্ষত্রিয় তাহার বাহুদ্বয়, বৈশ্য তাঁহার উরুযুগল ছিল, এবং শূদ্র তাঁহার চরণদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল"। এইপ্রকার নিগম (শ্রুতিবচনও) রহিয়াছে। "তিনি গায়ত্রীচ্ছন্দের দ্বারা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ত্রিষ্টুপ্ছন্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের এবং জগতীচ্ছন্দের দ্বারা বৈশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন ছন্দের দ্বারাও শূদ্রকে সৃষ্টি করেন নাই।" এইজন্য (ছন্দঃ না থাকায়) জানা যায় যে শূদ্র অসংস্কার অর্থাৎ শূদ্র উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন। আর গৌতমও বলিয়াছেন—"শূদ্র চতুর্থ বর্ণ" এবং "একজাতি" অর্থাৎ তাহাদের একবারমাত্রই জন্ম হয়।৫ হে **পরন্তপ**=শত্রুতাপন! সেই চারি বর্ণেরই **কর্ম্মাণি**=কর্ম্মসকল **প্রবিভক্তানি**=প্রকৃষ্টভাবে পরস্পর বিভাগের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ ব্যবস্থিত (ব্যবস্থাযুক্ত) হইয়া রহিয়াছে। কাহাদের দ্বারা ঐভাবে ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে? (উত্তর—) **স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ**=ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি স্বভাবের প্রভব অর্থাৎ হেতুস্বরূপ "গুণৈঃ" অর্থাৎ সত্ত্বপ্রভৃতি গুণসকলের দ্বারা।৬ যেমন, ব্রাহ্মণের যে স্বভাব, সত্ত্বগুণই তাহার প্রভব অর্থাৎ হেতুস্বরূপ, কারণ তাহা শান্তস্বরূপ। ক্ষত্রিয়ের যে স্বভাব সত্ত্বোপসর্জ্জন রজোগুণই তাহার প্রভব; রজোগুণই প্রধানভাবে তাহার হেতু, তবে সত্ত্বগুণ তাহাতে উপসর্জ্জন (অপ্রধান) ভাবে থাকে,

তমঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ।৭ অথবা মায়াখ্যা প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ; ততঃ উপাদানাৎ প্রভবো যেষাং তৈঃ। প্রাগ্ভবীয়ঃ সংস্কারো বর্ত্তমানে ভবে স্বফলাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ; স নিমিত্তত্বেন প্রভবো যেষামিতি বা শাস্ত্রস্যাপি পুরুষস্বভাবসাপেক্ষত্বাচ্ছাস্ত্রেণ প্রবিভক্তান্যপি গুণৈঃ প্রবিভক্তানীত্যুচ্যন্তে "আখ্যাতানামর্থং বোধয়তামধিকারিশক্তিঃ সহকারিণীতি" ন্যায়াৎ।৯ তথা হি গৌতমঃ—"দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানং; ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ। পূর্ব্বেষু নিয়মস্তু। রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাং ন্যায্যদণ্ডত্বং। বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক্‌পাশুপাল্যং কুসীদঞ্চ। শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিস্তস্যাপি সত্যং কামঃ ক্রোধঃ শৌচমাচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালনমেবৈকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম ভৃত্যভরণং স্বদারবৃত্তিঃ পরিচর্য্যোত্তরেষামিতি"।১০ অত্র সাধারণা অসাধারণাশ্চ

যেহেতু ঈশ্বরভাব (আধিপত্য) করাই তাহাদের স্বভাব। বৈশ্যগণের যে স্বভাব, তমোগুণ তাহাতে উপসর্জ্জন অর্থাৎ অপ্রধান আর রজোগুণই তথায় প্রধান, কারণ ঈহা অর্থাৎ কর্ম্মচেষ্টাই তাহাদের ভাব অর্থাৎ ক্রিয়া। আর শূদ্রের স্বভাবে রজোগুণযুক্ত তমোগুণই হেতু, কারণ তাহারা মূঢ়স্বভাব অর্থাৎ অজ্ঞ।৭ অথবা মায়ানামিকা প্রকৃতিই স্বভাব; সেই প্রকৃতিরূপ উপাদান হইতে যাহাদের প্রভব তাহারা স্বভাবপ্রভব; তাহাদের দ্বারা। পূর্ব্বজন্মের যে সংস্কার তাহা বর্ত্তমান জন্মে স্বীয় ফলবিপাকের জন্য অভিব্যক্ত হইলে তাহা স্বভাব এই নামে অভিহিত হয়। সেই স্বভাব যাহাদের নিমিত্তকারণ বলিয়া 'প্রভব' অর্থাৎ উৎপত্তির হেতু তাহারা স্বভাবপ্রভব,—এইপ্রকারও অর্থ হইতে পারে।৮ শাস্ত্রও পুরুষস্বভাবসাপেক্ষ (পুরুষগতগুণত্রয়ের অধীন), এ কারণে সেই কর্ম্মগুলি শাস্ত্রের দ্বারা প্রবিভক্ত হইলেও উহাদিগকে 'গুণের দ্বারা প্রবিভক্ত' এইরূপ বলা হয়। "অর্থপ্রত্যায়ক আখ্যাত সকলের অধিকারিশক্তি সহকারিণী হইয়া থাকে" [অর্থাৎ স্বভাববিশেষরূপ যে ব্রাহ্মণ্যাদি তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তৎতৎক্রিয়া কর্ত্তৃক অধিকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া শাস্ত্রের বিষয়। কাজেই শাস্ত্র ঐ ব্রাহ্মণাদিরূপ স্বভাববিশেষকে অবলম্বন করিয়াই কর্ম্মের বিধান করে বলিয়া ঐ অধিকারিশক্তি বোধকতার সহায়।] এই নিয়ম অনুসারে ঐরূপ বলা হয়।৯ চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্বন্ধে গৌতম এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের বেদাধ্যয়ন, ইজ্যা (যজ্ঞ) এবং দান—ইহা সাধারণ কর্ম্ম। প্রবচন অর্থাৎ অধ্যাপনা, যাজন এবং প্রতিগ্রহ—এইগুলি ব্রাহ্মণের অধিক অর্থাৎ এইগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধারণ। তবে পূর্ব্বগুলিতে নিয়মবিধি রহিয়াছে অর্থাৎ অধ্যয়ন, ইজ্যা (যজন) এবং দান, এগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য। সকল জীবকে রক্ষা করা (পালন করা) এবং ন্যায্য দণ্ড দেওয়া ইহা ক্ষত্রিয়ের অধিক (অসাধারণ) কর্ম্ম। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, এবং কুসীদ, এগুলি বৈশ্যের পক্ষে অধিক বা অসাধারণ; আর শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, সে একজাতি অর্থাৎ তাহার উপনয়ন সংস্কাররূপ দ্বিতীয় জন্ম নাই। সেই শূদ্রেরও সত্য, অক্রোধ, শৌচ এবং আচমনের নিমিত্ত করচরণধাবন, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, ভৃত্যভরণ, স্বদারবৃত্তি এবং অপর সকলের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির পরিচর্য্যা, এইগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।১০ এখানে সাধারণ এবং অসাধারণ উভয়প্রকার ধর্ম্মই কথিত হইয়াছে।

ধর্ম্মা উক্তাঃ। পূর্ব্বেষু অধ্যয়নেজ্যাদানেষু নিয়মঃ অবশ্যকর্ত্তব্যত্বং নতু প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহেষু বৃত্ত্যর্থত্বাদিত্যর্থঃ।১১ বণিক্ বাণিজ্যং, কুসীদং বৃদ্ধ্যৈ ধনপ্রয়োগঃ। উত্তরেষামিতি শ্রেষ্ঠানাং দ্বিজাতীনামিত্যর্থঃ।১২ বশিষ্ঠোঽপি "ষট্কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি। ত্রীণি রাজন্যস্যাধ্যয়নং যজ্ঞো দানঞ্চ শস্ত্রেণ চ প্রজাপালনং স্বধর্ম্মস্তেন জীবেৎ। এতান্যেব ত্রীণি বৈশ্যস্য কৃষির্ব্বণিক্পাশুপাল্যং কুসীদঞ্চ। তেষাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্যেতি"।১৩ আপস্তম্বোঽপি—"চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাস্তেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো জন্মতঃ শ্রেয়ান্। স্বকর্ম্ম ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দায়াদ্যং শিলোঞ্ছাদ্যন্যচ্চাপরিগৃহীতম্ এতান্যেব ক্ষত্রিয়স্যাধ্যাপনযাজনপ্রতিগ্রহণানীতি পরিহায় যুদ্ধদণ্ডাধিকানি। ক্ষত্রিয়বদ্বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জ্জং কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যাধিকম্। পরিচর্য্যা শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানামিতি"।১৪ মনুরপি,—"অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥

"পূর্ব্বেষু নিয়মস্তু" ইহার অর্থ; "পূর্ব্বেষু" অর্থাৎ প্রথমপ্রোক্ত বেদাধ্যয়ন, ইজ্যা এবং দান এইগুলিতে নিয়ম অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ এইগুলি তিন বর্ণেরই অবশ্য করণীয়। আর ব্রাহ্মণের পক্ষে অধিক বা অসাধারণ যে প্রবচন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ, এই তিনটীতে কিন্তু ব্রাহ্মণের নিয়ম (অবশ্যকর্ত্তব্যতা) নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে এইগুলি অবশ্যই করিতে হইবে, যদি না করে তাহা হইলে পাপ হইবে; এরূপ নহে, যেহেতু এগুলি বৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষেই গ্রহণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।১১ 'বণিক্' অর্থ বাণিজ্য; 'কুসীদ' ইহার অর্থ ধন বাড়াইবার জন্য ধনপ্রয়োগ অর্থাৎ ধার দিয়া টাকা খাটান। "উত্তরেষাম্" ইহার অর্থ ঐ শূদ্রের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণের।১২ বশিষ্ঠও এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম। রাজন্যের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অধ্যয়ন, যজ্ঞ দান এই তিনটী অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম; আর শস্ত্রের দ্বারা যে প্রজাপালন তাহা তাহার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহার দ্বারা সে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। বৈশ্যের পক্ষেও ঐ অধ্যয়নাদি তিনটীই অবশ্যকর্ত্তব্য; আর কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুসীদ এইগুলির দ্বারা সে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। উহাদের (ঐ তিন বর্ণের) পরিচর্য্যাই শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"১৩ আপস্তম্বও ঐরূপ বলিয়াছেন, যথা'—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বেরা জন্মানুসারে শ্রেষ্ঠ। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজন, দান, প্রতিগ্রহণ, দায়াদ্য, শিল, উঞ্ছ প্রভৃতি, আর অন্যান্য কতকগুলি অপরিগৃহীত (অনুক্ত) কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। অধ্যাপন, যাজন, এবং প্রতিগ্রহণ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ঐ কর্ম্মগুলিই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; এবং যুদ্ধ, দণ্ড প্রভৃতিগুলি তাহার অধিক কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের যে সমস্ত কর্ম্ম বলা হইল তন্মধ্যে যুদ্ধ এবং দণ্ড বাদ দিয়া বাকীগুলি বৈশ্যের ধর্ম্ম; কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য এইগুলি বৈশ্যের অধিক কর্ম্ম। অপর বর্ণগুলির পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের ধর্ম্ম।"১৪ মনুও বলিয়াছেন যথা,—"অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই কর্ম্মগুলিকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি ঠিক করিয়া দিয়াছেন। প্রজাগণের রক্ষণ, দান, ইজ্যা,

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবং, চ, জ্ঞানং বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যম্ এব স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম অর্থাৎ শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও আস্তিক্য এই নয়টিই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম ॥৪২

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাদিশৎ॥ পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥" ইতি। এবং চতুর্ণামপি বর্ণানাং গুণভেদেন কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি॥ ১৫—৪১॥

তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকগুণকৃতানি কর্ম্মাণ্যাহ শমইতি। শমোঽন্তঃকরণোপরমঃ। দমো বাহ্যকরণোপরমঃ প্রাগুক্তঃ। তপঃ শারীরাদি দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞেত্যাদাবুক্তম্। শৌচমপি বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন প্রাগুক্তম্। ক্ষান্তিঃ ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা মনসি বিকাররাহিত্যং প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। আর্জ্জবমকৌটিল্যং প্রাগুক্তম্। জ্ঞানং সাঙ্গবেদতদর্থ-বিষয়ম্। বিজ্ঞানং কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিকর্ম্মকৌশল্যং ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবঃ। আস্তিক্যং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা প্রাগুক্তা।১ এতচ্ছমাদি নবকং স্বভাবজং সত্ত্বগুণস্বভাবকৃতং ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম। যদ্যপি চতুর্ণামপি বর্ণানাং সাত্ত্বিকাবস্থায়ামেতে ধর্ম্মাঃ

এবং অধ্যয়ন ও বিষয়ের প্রতি অপ্রসঙ্গী অর্থাৎ লিপ্ত না হওয়া, এইগুলিকে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পশুরক্ষা, দান, ইজ্যা, এবং অধ্যয়ন ও বণিক্‌পথ অর্থাৎ বাণিজ্য এবং কুসীদ (তেজারতি) ও কৃষি কর্ম্ম, এইগুলি বৈশ্যের কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আর শূদ্রের জন্য প্রভু ভগবান্, অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া এই বর্ণত্রয়েরই পরিচর্য্যা করা, এই একটী কর্ম্মেরই বিধান করিয়াছেন।" এইপ্রকারে চারি বর্ণেরই কর্ম্মসকল গুণভেদ অনুসারে প্রবিভক্ত হইয়াছে।১৫—৪১॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকগুণ অনুসারে কি কি কর্ম্ম তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন—। **শমঃ**=অন্তঃকরণের উপরম অর্থাৎ সংযম; **দমঃ**=বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। **তপঃ**=শারীর প্রভৃতি তপঃ, ইহা পূর্ব্বে "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। **শৌচম্**=শুচিত্ব; ইহাও বাহ্য এবং আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। **ক্ষান্তিঃ**=ক্ষমা অর্থাৎ আক্রুষ্ট কিংবা তাড়িত হইয়াও মনে বিকারযুক্ত না হওয়া; ইহাও পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। **আর্জ্জবম্**=অকুটিলতা, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। **জ্ঞানম্**=বেদ এবং বেদাঙ্গবিষয়ক জ্ঞান। **বিজ্ঞানম্**—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিজ্ঞান অর্থ যজ্ঞাদিকর্ম্মে কুশলতা এবং ব্রহ্মকাণ্ডে বিজ্ঞান অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব অনুভব। **আস্তিক্যম্**=সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।১ এই শম প্রভৃতি নয়টী বিষয় **স্বভাবজম্**=সত্ত্বগুণরূপ স্বভাবসঞ্জাত **ব্রহ্মকর্ম্ম**=ব্রাহ্মণ জাতির কর্ম্ম। যদিও চারিবর্ণের লোকেরই সাত্ত্বিক অবস্থায় এই ধর্ম্মগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তথাপি ঐগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যেই বেশীর ভাগ প্রকটিত হয়, কারণ ব্রাহ্মণ সত্ত্বস্বভাব; তবে

সংভবন্তি তথাপি বাহুল্যেন ব্রাহ্মণে ভবন্তি সত্বস্বভাবত্বাত্তস্য। সত্বোদ্রেকবশেন ত্বন্যত্রাপি কদাচিদ্ভবন্তীতি শাস্ত্রান্তরে সাধারণধর্ম্মতয়োক্তাঃ '২ তথা চ বিষ্ণুঃ—"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া। আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।" (ইতি।) সামান্যশ্চতুর্ণামপি বর্ণানাং তথা প্রায়েণ চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণামিত্যর্থঃ।৩ তথা বৃহস্পতিঃ "দয়া ক্ষমাঽনসূয়া চ শৌচানায়াসমঙ্গলম্। অকার্পণ্যমস্পৃহত্বং সর্ব্বসাধারণানি চ॥ পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা। আপন্নে রক্ষিতব্যং তু দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥৪ বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে ক্বচিৎ। ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা।৫ ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি। নান্যদোষেষু রমতে সাঽনসূয়া প্রকীর্ত্তিতা।৬ অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনির্গুণৈঃ। স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥৭ শরীরং পীড্যতে যেন সুশুভেনাপি কর্ম্মণা। অত্যন্তং তন্ন কর্ত্তব্যমনায়াসঃ স উচ্যতে॥৮ প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্ত-

সত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ অন্যত্র অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণের লোকের মধ্যেও উহা কখন কখন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণে অন্য শাস্ত্রে ঐগুলিকে (সর্ব্ববর্ণের) সাধারণ ধর্ম্মে উল্লেখ করা হইয়াছে।২ যেমন সংহিতাকার বিষ্ণু এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—"ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থানুসরণ, দয়া, আর্জব, লোভশূন্যতা, দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজা, এবং অনভ্যসূয়া, এইগুলি **সামান্য ধর্ম্ম** বলিয়া কথিত হয়।" সামান্য অর্থ চারিবর্ণেরই এবং প্রায় চারি আশ্রমেরও এইগুলি সাধারণ ধর্ম্ম; অর্থাৎ এই ধর্ম্ম চারিবর্ণের এবং প্রায় চারি আশ্রমের লোকের পক্ষেই সমানভাবে পালনীয়।৩ এইজন্য সংহিতাকার বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, যথা—"দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহত্ব এইগুলি সর্ব্বলোকের সাধারণ আচরণীয় ধর্ম্ম। (ঐগুলিরই ব্যাখ্যা বলিতেছেন—) শত্রুই হোক অথবা বন্ধুবর্গই হউক, আর অনুরাগের পাত্রমিত্রই হউক কিংবা বিদ্বেষ্টাই হউক ইহারা যদি বিপন্ন (বিপদ্গ্রস্ত) হয় তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য; ইহাই দয়া বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।৪ বাহ্য অথবা আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎপাদিত হইলেও যে ব্যক্তি কখনও কুপিত হয়না কিংবা সেই দুঃখের কারণীভূত ব্যক্তিকে হিংসা করে না, তাহার এই যে ভাব ইহা **ক্ষমা** নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।৫ যে ব্যক্তি গুণী লোকের গুণের নাশ (অপলাপ বা অস্বীকার) করে না, অধিক কি অল্পগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিরও প্রশংসা করে এবং অপরের দোষ আলোচনায় যে রত হয় না তাহার এই যে ভাব ইহা **অনসূয়া** নামে অভিহিত হয়।৬ অভক্ষ্যের পরিত্যাগ, অনির্গুণ (গুণবান্) ব্যক্তিগণের সহিত সংসর্গ, এবং স্বধর্ম্মে ব্যবস্থান (বিশেষভাবে অনুরক্ত থাকা) এইগুলি শৌচ বলিয়া কথিত হয়।৭ যে কর্ম্মের দ্বারা শরীর পীড়িত (ধ্বংসপ্রাপ্ত) হয়, তাহা সুশুভ (অতিশয় শুভ) কর্ম্ম হইলেও তাহা আত্যন্তিকভাবে অর্থাৎ শরীরকে ধ্বংস করিয়া করা উচিত নহে, ইহা **অনায়াস** নামে উল্লিখিত হয়।৮ নিত্য (সর্ব্বদা)

বিসর্জ্জনম্। এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥৯ স্তোকাদপি প্রদাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা। অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদকার্পণ্যং হি তৎ স্মৃতম্॥১০ যথোৎপন্নেন সন্তোষঃ কর্ত্তব্যো হ্যর্থবস্তুনা। পরস্যাচিন্তয়িত্বার্থং সাঽস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা।" (ইতি।) ১১ এত এবাষ্টাবাত্মগুণত্বেন গৌতমেন পঠিতাঃ—"অথাষ্টাবাত্মগুণাঃ দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি।"১২ তথা মহাভারতে—"সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জ্জবং। জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং মনসো দমনং দমঃ। তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং শৌচং সঙ্করবর্জ্জনম্। সন্তোষো বিষয়ত্যাগো হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্। ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা। জ্ঞানং তত্ত্বার্থসংবোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা। দয়া ভূতহিতৈষিত্বং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" (ইতি)।১৩ দেবলঃ—"শৌচং দানং তপঃ শ্রদ্ধা গুরুসেবা ক্ষমা দয়া। বিজ্ঞানং বিনয়ঃ সত্যমিতি ধর্ম্মসমুচ্চয়ঃ।" (ইতি)।১৪ তথা "ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনং তপঃ। প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা। নাস্তি হ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্যপ্রয়োজনম্। যৎপুনর্ব্বৈদিকীনাং চ লৌকিকীনাং চ সর্ব্বশঃ। ধারণং সর্ব্ববিদ্যানাং বিজ্ঞানমিতি কীর্ত্ত্যতে। বিনয়ং দ্বিবিধং প্রাহুঃ শশ্বদ্দমশমাবিতি।" (ইতি)। শেষং ব্যাখ্যাতপ্রায়মিতি

প্রশস্ত কর্ম্মাচরণ এবং অপ্রশস্ত কর্ম্ম পরিবর্জ্জন, ইহাই তত্ত্বদর্শী মুনিগণ কর্ত্তৃক মঙ্গল বলিয়া কথিত হয়।৯ অতি অল্প পরিমাণ বস্তু হইতেও প্রতিদিন অক্ষুণ্ণচিত্তে যৎকিঞ্চিৎ দান করা উচিত; ইহাই অকার্পণ্য নামে স্মৃত হইয়া থাকে।১০ অর্থ বস্তু যাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ নিজের যাহা আসে তাহা যত অল্পই হউক না কেন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করা কর্ত্তব্য, অপরের অর্থের আধিক্যের বিষয় চিন্তা করা উচিত নহে; ইহাই অস্পৃহা নামে উক্ত হইয়া থাকে।১১ এই গুলিকেকেই সংহিতাকার গৌতম অষ্টসংখ্যক আত্মগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,— "অনন্তর আত্মার আটটী গুণ কথিত হইতেছে,—সর্ব্বভূতে দয়া এবং ক্ষান্তি (ক্ষমা), অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহা"।১২ মহাভারতেও ঐরূপ উক্ত হইয়াছে যথা,— "সত্য, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, হ্রী (লজ্জা), ক্ষমা, আর্জ্জব (ঋজুতা বা সরলতা), জ্ঞান, শম, দয়া ও ধ্যান ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। (ঐ গুলিরই ব্যাখ্যা বলিতেছেন—) প্রাণিগণের হিতকার্য্য অনুষ্ঠান সত্য বলিয়া কথিত হয়, মনের দমন অর্থাৎ সংযমের নাম দম; স্বধর্ম্মবর্ত্তিতার নাম তপঃ, সঙ্কর অর্থাৎ অপবিত্র বস্তুর যে সংস্পর্শ তাহা বর্জ্জন করার নাম শৌচ। বিষয়ত্যাগের নাম সন্তোষ, অকার্য্য হইতে নিবৃত্তির নাম হ্রী, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম ক্ষমা, এবং সমচিত্ততার নাম আর্জ্জব। তত্ত্বার্থসংবোধের (হৃদয়ঙ্গম করার) নাম জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততার নাম শম, ভূতহিতৈষিত্বের নাম দয়া এবং মনের নির্ব্বিষয়তার নাম ধ্যান।১৩ মহর্ষি দেবলও বলিয়া গিয়াছেন; যথা,— "শৌচ, দান, তপঃ, শ্রদ্ধা, গুরুসেবা, ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান, বিনয় ও সত্য, ইহাই হইল ধর্ম্মসমুচ্চয় অর্থাৎ ধর্ম্মের সংগ্রহ।" ১৪ আরও—"ব্রত, উপবাস এবং নিয়মের দ্বারা যে শরীরকে উত্তাপিত করা তাহাই তপঃ; আর ধর্ম্মকার্য্য সকলে যে প্রত্যয় অর্থাৎ বিশ্বাস তাহাই শ্রদ্ধা

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শৌর্য্যং, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং, যুদ্ধে অপি অপলায়নং, দানম্, চ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম অর্থাৎ পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন. দান এবং সকলকে প্রভুত্ব প্রকাশ করিবার শক্তি—এই গুলি ক্ষত্রিয়গণের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥৪৩

বচনানি ন লিখিতানি ।১৫ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্ । অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্" ইতি ॥ ইয়ং চ সর্ব্বা দৈবী সংপৎ প্রাগ্ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকীতরেষাং নৈমিত্তিকীতি ন বিরোধঃ ॥ ১৬—৪২ ॥

ক্ষত্রিয়স্য গুণস্বভাবকৃতানি কর্ম্মাণ্যাহ শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং বিক্রমো বলবত্তরানপি প্রহর্ত্তুং প্রবৃত্তিঃ। তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং পরৈরধর্ষণীয়ত্বম্। ধৃতির্ম্মহত্যামপি বিপদি দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্যানবসাদঃ। দাক্ষ্যং দক্ষভাবঃ সহসা প্রত্যুপন্নেষু কার্য্যেষ্বব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাঙ্মুখীভাবঃ। দানং অসঙ্কোচেন বিত্তেষু স্বস্বত্বপরিত্যাগেন পরস্বত্বাপাদানম্। ঈশ্বরভাবঃ প্রজাপালনার্থং ঈশিতব্যেষু প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণং চ। ক্ষত্রকর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতের্ব্বিহিতং কর্ম্ম স্বভাবজং সত্ত্বোপসর্জ্জনরজোগুণস্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

বলিয়া কথিত হয়। অশ্রদ্দধান (শ্রদ্ধাহীন) ব্যক্তির ধর্ম্মকার্য্যের প্রয়োজন নাই; আর বৈদিকী ও লৌকিকী বিদ্যার যে সর্ব্বতোভাবে ধারণ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে যে নিপুণতা তাহা **বিজ্ঞান**, নামে কথিত হয়। আর বিনয়কে জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা দম ও শম এই দুই-প্রকার বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ শম এবং দম এই দুইটীই বিনয় নামে অভিহিত হয়।" এই গুলির ব্যাখ্যার দ্বারাই অবশিষ্ট বিষয়গুলিও প্রায় ব্যাখ্যাত হইয়া গিয়াছে, এই জন্য তদ্বিষয়ক বচন সকল আর লিখিলাম না।১৫ যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, যথা—"ইজ্যা (যজ্ঞ), আচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায় কর্ম্ম, এই সকলের মধ্যে পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইতেছে যোগানুসারে আত্ম দর্শন করা। এই সমস্ত গুলিই পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত দৈবী সম্পৎ; ব্রাহ্মণের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আর অন্যান্য বর্ণের ইহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম; সুতরাং "ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্" এই উক্তিতে কোনও বিরোধের সম্ভাবনা নাই।১৬—৪২॥

অনুবাদ—ক্ষত্রিয়ের গুণস্বভাবকৃত কর্ম্ম কি তাহাই বলিতেছেন—। **শৌর্য্যম্**=বিক্রম, বলবত্তর ব্যক্তি দিগকেও প্রহার করিবার (পরাভূত করিবার) প্রবৃত্তি। **তেজঃ**=প্রগল্‌ভতা, পরে যাহাতে ধর্ষণ করিতে না পারে। **ধৃতিঃ**=মহা বিপদেও দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতের অনবসাদ অর্থাৎ অবসন্ন না হওয়া। **দাক্ষ্যম্**=দক্ষের ভাব (দক্ষতা) অর্থাৎ সহসা সমুপস্থিত কার্য্যসকলে ব্যামোহ যুক্ত (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়) না হইয়া যে প্রবৃত্তি। আর যুদ্ধে ও **অপলায়নম্**=পরাঙ্মুখ না হওয়া। **দানম্**=অর্থাৎ বিনা সঙ্কোচে অর্থের উপর নিজের যে স্বত্ব আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে অন্যের স্বত্ব উৎপাদন করা।৭ **ঈশ্বরভাবঃ**=অর্থাৎ প্রজাপালনের নিমিত্ত

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজম্ বৈশ্যকর্ম্ম। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম, গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য, বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥৪৪

কৃষিরন্নোৎপত্ত্যর্থং ভূমের্ব্বিলেখনম্। গোরক্ষস্য ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যং বাণিজ্যং বণিজঃ কর্ম্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণম্। কুসীদমপ্যত্রান্তর্গমনীয়ম্। বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম, স্বভাবজং তমউপসর্জ্জনরজোগুণস্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং দ্বিজাতিশুশ্রূষাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং রজউপসর্জ্জনতমোগুণস্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

তদেবং বর্ণানাং স্বভাবজা গৌণাখ্যা ধর্ম্মা অভিহিতাঃ। অন্যেঽপি ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রেঈশিতব্য বিষয়সকলে অর্থাৎ যাহাদের উপর আধিপত্য করা উচিত সেই সমস্ত বিষয়ে প্রভুত্বশক্তি প্রকাশ করা। ইহা **ক্ষত্রকর্ম্ম**=অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে বিহিত (অনুষ্ঠেয়) কর্ম্ম; **স্বভাবজম্**=সত্ত্বগুণ যাহাতে উপসর্জ্জন বা অপ্রধানভাবে থাকে তাদৃশ রজোগুণের স্বভাব হইতে ইহা সঞ্জাত।৯—৪৩

অনুবাদ—কৃষি অর্থাৎ অন্নোৎপত্তির জন্য (শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত) ভূমিবিলেখন অর্থাৎ ভূমিকর্ষণ। গোরক্ষার ভাবে গৌরক্ষ্যম্, সুতরাং গৌরক্ষ্য অর্থ পাশুপাল্য,—পশুপালন। **বাণিজ্যং**=ক্রয় বিক্রয়াদিরূপ—বণিকের কর্ম্ম। কুসীদ (বৃদ্ধিজীবিকা—টাকার সুদ খাটান—তেজারতি) ইহাকেও ইহারই অন্তর্গত করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ বাণিজ্য শব্দের দ্বারা কুসীদও অভিপ্রেত হইয়াছে। ইহা **বৈশ্যকর্ম্ম**=বৈশ্যজাতির কর্ম্ম, **স্বভাবজম্**=অপ্রধানতমোগুণ সহকৃত রজোগুণের স্বভাবসঞ্জাত। আর **পরিচর্য্যাত্মকং**=দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষাদিরূপ কর্ম্ম শূদ্রের স্বভাবজ অর্থাৎ অপ্রধানীভূত রজোগুণ সহকৃত তমোগুণের স্বভাব সম্ভূত।৪৪॥

ভাবপ্রকাশ—ত্রিগুণ বন্ধনের হেতু। সকল জীবই ত্রিগুণের অধিকারে—একথা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। তাহা হইলে জীবের কি করিয়া মুক্তি সম্ভব হইবে? তাহাই অর্থাৎ মুক্তির উপায় বলিবার জন্যই এই শ্লোক কয়টী বলিতেছেন। স্বভাবজ কর্ম্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ মুক্তির অধিকারী হওয়া যায় একথা পরে বলিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের প্রত্যেকের কর্ম্ম বিশেষভাবে বিভক্ত আছে। এই যে কর্ম্ম বিভাগ ইহা স্বভাবজ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মসংস্কারজন্য এই কর্ম্ম বিভাগ। মূল প্রকৃতির মধ্যেই এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ র মিশ্রণ হইতে জাত এই বিভাগ। সুতরাং এই বিভাগ প্রকৃষ্টরূপেই করা আছে। শম, দম প্রভৃতি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম—স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ শম, দম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পন্ন। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত ধর্ম্ম হইতেছে শৌর্য্য, তেজঃ, দান প্রভৃতি। বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতেছে কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম হইতেছে পরিচর্য্যা বা সেবা। স্ব স্ব অধিকারে সকল কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।৪১-৪৪॥

অনুবাদ—এই প্রকারে বর্ণচতুষ্টয়ের স্বভাবসঞ্জাত গৌণ নামক ধর্ম্ম সকল উল্লিখিত হইল। অর্থাৎ এই যে ধর্ম্মগুলির কথা বলা হইল এগুলি মুখ্য ধর্ম্ম নহে কিন্তু এগুলি গৌণ ধর্ম্ম। ইহা

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে স্বকর্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করেন স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যেরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥৪৫

ম্নাম্নাতাঃ। তদুক্তং ভবিষ্যপুরাণে—“ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্। স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ। বর্ণধর্ম্মঃ স্মৃতস্ত্বেক আশ্রমাণামতঃপরং। বর্ণাশ্রমস্তৃতীয়স্তু গৌণো নৈমিত্তিকস্তথা।১ বর্ণত্বমেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সংপ্রবর্ত্ততে। বর্ণধর্ম্মঃ স উক্তস্তু যথোপনয়নং নৃপ।২ যস্ত্বাশ্রমং সমাশ্রিত্য অধিকারঃ প্রবর্ত্ততে। স খল্বাশ্রমধর্ম্মঃ স্যাদ্ভিক্ষাদণ্ডাদিকো যথা।৩ বর্ণত্বমাশ্রমত্বং চ যোঽধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে। স বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্তু মৌঞ্জ্যাদ্যা মেখলা যথা।৪ যো গুণেন প্রবর্ত্তেত গুণধর্ম্মঃ স উচ্যতে। যথা মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য প্রজানাং পরিপালনম্।৫ নিমিত্তমেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ

ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মও শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এসম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে, যথা,—“ধর্ম্মকে শ্রেয়ঃ বলা হয়; আর যাহা অভ্যুদয়স্বরূপ তাহাই শ্রেয়ঃ। সেই ধর্ম্ম পাঁচ প্রকার। বেদই সেই সনাতন ধর্ম্মের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী বর্ণধর্ম্ম বলিয়া স্মৃতিমধ্যে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহার পর আশ্রম সকলের ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক আশ্রমের পক্ষে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে; এই আশ্রমধর্ম্ম দ্বিতীয়; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তৃতীয়, আর গৌণধর্ম্ম এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্ম (যথাক্রমে) চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার।১ (ঐ গুলিরই ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেছেন—) যে ধর্ম্ম একমাত্র বর্ণত্বকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, হে রাজন্ তাহা **বর্ণধর্ম্ম** নামে অভিহিত হইয়াছে, যেমন (ত্রৈবর্ণিকের) উপনয়ন। (অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিকত্ব উপনয়নের হেতু; ত্রৈবর্ণিক না হইলে উপনয়নের অধিকার নাই। কাজেই এখানে ত্রৈবর্ণিকত্বরূপ বর্ণত্ব অবলম্বন করিয়া ঐ উপনয়নরূপ কর্ম্মটী ধর্ম্ম হয়। সুতরাং যাহাদের মধ্যে ত্রৈবর্ণিকত্ব নাই তাদৃশ চতুর্থ বর্ণের পক্ষে উপনয়ন ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা অধর্ম্ম অতএব এই উপনয়নাদিগুলি হইতেছে বর্ণধর্ম্ম।২ যে অধিকার কেবলমাত্র আশ্রমকে লইয়াই প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যাহা আশ্রমবিশেষের ধর্ম্ম বা অধিকার তাহাই **আশ্রমধর্ম্ম**; যেমন (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের) ভিক্ষা দণ্ড গ্রহণ প্রভৃতি অর্থাৎ ঐ আশ্রমটীই ঐ ভিক্ষাগ্রহণ এবং দণ্ডধারণের হেতু।৩ যে ধর্ম্ম বর্ণত্ব এবং আশ্রমত্ব উভয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হয় তাহাই **বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম**; যেমন উপনীত ব্রাহ্মণাদি বালকের মুঞ্জ (শরপত্র) আদি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য নির্ম্মিত মেখলা ধারণ।৪[অর্থাৎ উপনীত বালকের মেখলা ধারণ কর্ত্তব্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই উপনয়নে অধিকার। কিন্তু শাস্ত্রে ঐ তিন বর্ণের প্রত্যেকের জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট দ্রব্য দিয়া ঐ মেখলা করিবার উপদেশ আছে। যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে মুঞ্জ (শরপত্র) নির্ম্মিত মেখলা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মেখলা কিন্তু ঐ মুঞ্জ নির্ম্মিত হইবে না। একারণে ঐ মুঞ্জ মেখলা ধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অর্থাৎ বিশিষ্ট বর্ণের বিশিষ্ট আশ্রমের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।৪] গুণানুসারে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয় তাহা **গুণধর্ম্ম** নামে অভিহিত

সংপ্রবর্ত্ততে। নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্যথা।" (ইতি) অধিকারোঽত্র ধর্ম্মঃ।৬ চতুর্ব্বিধং ধর্ম্মমাহ হারীতঃ—"অথাশ্রমিণাং পৃথগ্ধর্ম্মো বিশেষধর্ম্মঃ সমানধর্ম্মঃ কৃৎস্নধর্ম্মশ্চেতি।" পৃথগাশ্রমানুষ্ঠানাৎ পৃথগ্ধর্ম্মো যথা চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মঃ।৭ স্বাশ্রমবিশেষানুষ্ঠানাৎ বিশেষধর্ম্মো যথা নৈষ্ঠিকযাযাবরানুজ্ঞায়িকচাতুরাশ্রম্যসিদ্ধানাম্।৮ সর্ব্বেষাং যঃ সমানো ধর্ম্মঃ স সমানধর্ম্মো নৈষ্ঠিকঃ কৃৎস্নধর্ম্ম ইতি।৯ নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারিবিশেষঃ। যাযাবরো গৃহস্থিবিশেষঃ। আনুজ্ঞায়িকো বানপ্রস্থবিশেষঃ। চাতুরাশ্রম্যসিদ্ধো যতিবিশেষঃ। সর্ব্বেষামিতি।১০ বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ তত্রাদ্যো যথা—মহাভারতে,—"আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা। শ্রাদ্ধকর্ম্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ। স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যাঽনসূয়তা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ।" (ইতি)।১১ সর্ব্বাশ্রমসাধারণস্তু প্রাগুদাহৃতঃ। নিষ্ঠা সংসারসমাপ্তিস্তৎপ্রয়োজনো নৈষ্ঠিকঃ মোক্ষহেত্বাত্মজ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকপ্রত্যবায়পরিহারায় নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং কৃৎস্নধর্ম্ম ইত্যর্থঃ।১২ আশ্রমাশ্চ শাস্ত্রেষু চত্বার আম্নাতাঃ। যথাহ গৌতমঃ—"তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে ব্রহ্মচারী

হয়; যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রজ্ঞাপালন।৫ একমাত্র নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম; যেমন প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রভৃতি।" (যেহেতু পাপরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই ঐ ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়)। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ অধিকার।৬ হারীত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যথা,—"অনন্তর আশ্রমিগণের ধর্ম্ম বলা হইতেছে; পৃথকধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম, সমান-ধর্ম্ম ও কৃৎস্ন ধর্ম্ম" (এইগুলি আশ্রমীদের ধর্ম্ম)।" যাহা পৃথক্ পৃথক আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়, ঐ কারণে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া—তাহাকে **পৃথক্ ধর্ম্ম** বলা হয়, যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম। যাহা স্ব স্ব আশ্রম বিশেষে অনুষ্ঠিত হয় ঐ কারণে তাহার নাম **বিশেষধর্ম্ম**; যেমন নৈষ্ঠিক, যাযাবর, আনুজ্ঞাপি(য়ি)ক, এবং চতুরাশ্রম্যসিদ্ধগণের ধর্ম্ম। সকলের পক্ষে যাহা সমান ধর্ম্ম তাহা **সমান ধর্ম্ম**। আর নৈষ্ঠিক ধর্ম্মই **কৃৎস্নধর্ম্ম**।৯ নৈষ্ঠিক অর্থ ব্রহ্মচারিবিশেষ; যাযাবর অর্থ গৃহস্থবিশেষ; আনুজ্ঞাপি(য়ি)ক বানপ্রস্থবিশেষ এবং চতুরাশ্রম্যসিদ্ধ যতিবিশেষ। সমানধর্ম্মের অর্থ নিরূপণপ্রসঙ্গে "সর্ব্বেষাং যঃ সমানো ধর্ম্ম"" অর্থ এইরূপ যে বলা হইল উহার "সর্ব্বেষাং" ইহার অর্থ সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের।১০ তন্মধ্যে প্রথমটীর বিষয় অর্থাৎ সকল বর্ণের যাহা সাধারণ ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে রাজন্! আনৃশংস্য (অনৃশংসতা), অহিংসা, অপ্রমাদ, সংবিভাগিতা, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথেয়, সত্য, অক্রোধ, নিজ স্ত্রীতে সন্তোষ, শৌচ, নিত্য-অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা এইগুলি (সর্ব্ব-বর্ণের) সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে।১১ আর সকল আশ্রমের পক্ষে যাহা সাধারণ ধর্ম্ম তাহা পূর্ব্বে উদাহৃত হইয়াছে (পূর্ব্বে তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে)। **নিষ্ঠা** অর্থ সংসারসমাপ্তি; তাহা যাহার প্রয়োজন তাহায় নাম **নৈষ্ঠিক**; তাহাই কৃৎস্ন ধর্ম্ম; অর্থাৎ মোক্ষের হেতুস্বরূপ যে আত্মজ্ঞান সেই আত্মজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ যে প্রত্যবায় :অর্থাৎ (পাপ) তাহার ক্ষয় করিবার জন্য যে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই **কৃৎস্নধর্ম্ম** ইহাই ফলিতার্থ।১২ আর শাস্ত্রে আশ্রম চারিটী বলিয়া

গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানস” ইতি। আপস্তম্বঃ, “চত্বার আশ্রমা গার্হস্থমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থমিতি, তেষু সর্ব্বেষু যথোপদেশমব্যগ্রো বর্ত্তমানঃ ক্ষেমঙ্গচ্ছতি” ইতি। বশিষ্ঠঃ,—“চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাস্তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বেদান্ বাহবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যোযমিচ্ছেত্তমাবসেৎ”ইতি।১৩ এবং তেষাং পৃথগ্ধর্ম্মা অপ্যাম্নাতাঃ। তথা ফলমপ্যজ্ঞানামাম্নাতম্। যথাহ মন্নুঃ—“শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্।” (ইতি)। অনুত্তমং সুখমিতি যথাপ্রাপ্ততত্তৎফলোপলক্ষণার্থম্।১৪ আপস্তম্বঃ,—“সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরমপরিমিতং সুখং ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বৃত্তং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যাণি ধর্ম্মানুষ্ঠানমিতি প্রতিপদ্যন্তে।” (ইতি)।১৫ গৌতমঃ,—“বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্ত সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে বিষ্বঞ্চো বিপরীতা নশ্যন্তি”।

কথিত হইয়াছে। যথা,—গৌতম বলিয়াছেন “কেহ কেহ তাহার (অধীতবেদ ব্যক্তির) ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বৈখানস ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রমের বিকল্প বলিয়া থাকেন” অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছানুসারে উক্ত চারি আশ্রমের যে কোনটী অবলম্বন করিতে পারেন।” আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—“আশ্রম চারিটী, গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, মৌন অর্থাৎ ভিক্ষু বা সন্ন্যাস এবং বানপ্রস্থ। যে ব্যক্তি ব্যগ্র না হইয়া শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সেই সমস্ত আশ্রমে বর্ত্তমান থাকে সে মঙ্গললাভ করে।” বশিষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম। একটী বেদ, দুইটী বেদ কিংবা তিন বেদ অধ্যয়ন করিয়া অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য হইয়া উহাদের মধ্যে যেটীতে ইচ্ছা অবস্থান করিবে।”১৩ ঐ সমস্ত আশ্রমের পৃথক্ ধর্ম্ম সকলও উপদিষ্ট হইয়াছে, আর অজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য উহাদের ফলও উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন,।মনু এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—“মনুষ্য শ্রুতি ও স্মৃতি উপদিষ্ট কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করে এবং পরলোকেও অনুত্তম (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) সুখ প্রাপ্ত হয়।” এস্থলে “অনুত্তমম্ সুখম্” এটী যথাপ্রাপ্ত ফলের উপলক্ষণ অর্থাৎ “অনুত্তমং সুখং” বলাতে যে কর্ম্মের যে ফল শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে।১৪ আপস্তম্বও এইরূপ বলিয়াছেন যথা,—“বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষে যে সকল ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে সেইগুলির অনুষ্ঠান করিলে অপরিমিত পরম সুখ হইয়া থাকে, তদনন্তর পরিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ ভোগশেষ হইলে কর্ম্মফলের অবশিষ্ট অংশের প্রভাবে জাতি (মনুষ্যত্বাদি) রূপ, বর্ণ (মনুষ্যত্ব ব্রাহ্মণত্বাদি), বল, বৃত্ত (উৎকৃষ্ট কর্ম্ম), মেধা, প্রজ্ঞা, বিত্ত (গো হিরণ্যাদি) এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৫ গৌতম বলিয়াছেন, “বর্ণ ও আশ্রম সকল অর্থাৎ বর্ণাশ্রমীরা স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া মরিলে স্ব স্ব বিহিত কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া তদনন্তর অবশিষ্ট কর্ম্মফলের প্রভাবে বিশিষ্টদেশে (আর্য্যাবর্ত্তাদিতে), বিশিষ্ট জাতিতে (ব্রাহ্মণাদি জাতিতে), বিশিষ্ট কুলে, বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট আয়ুঃ, বিশিষ্ট শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান), বিশিষ্ট বৃত্ত, বিশিষ্ট বিত্ত, সুখ ও মেধা এই সমস্ত যুক্ত যেরূপ জন্ম অর্থাৎ যে জন্মে ঐ সমস্ত ভোগ করা যায় তাদৃশ জন্ম প্রাপ্ত হয়, আর বিপরীতভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানমুসারী

(ইতি)।১৬ অত্র শেষশব্দেন ভুক্তজ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মাতিরিক্তচিত্রাদিকর্ম্মানুশয়শব্দিতমুচ্যতে, ন তু সর্ব্বকর্ম্মণ একদেশ ইতি স্থিতং "কৃতেত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ"ইত্যত্র (বেঃ দঃ ৩।১।১১)। ভট্টৈরপ্যুক্তং।—"গৌতমীয়েঽপি তচ্ছেষন্তস্মাচ্চিত্রাদ্যপেক্ষয়েতি।" বিষ্বঞ্চঃ সর্ব্বতোগামিনো যথেষ্টচেষ্টাঃ বিপরীতা নরকাদৌ জন্ম প্রতিপদ্য বিনশ্যন্তি কৃমিকীটাদিভাবেন সর্ব্বপুরুষার্থেভ্যো ভ্রশ্যন্ত ইত্যর্থঃ।১৭ হারীতঃ,—"কাম্যৈঃ কেচিদ্যজ্ঞদানৈস্তপোভির্ল'ব্ধ্বা লোকান্ পুনরায়ান্তি জন্ম। কামৈর্মু'ক্তাঃ সত্যযজ্ঞাঃ সুদানাস্তপোনিষ্ঠাশ্চাক্ষয়ান্ যান্তি লোকান্।" (ইতি)।১৮ অত্র কামনাসদসদ্ভাবনিবন্ধনঃ ফলভেদো দর্শিতো ভবিষ্যপুরাণে,—"ফলং বিনাপ্যনুষ্ঠানং নিত্যানামিষ্যতে স্ফুটম্। কাম্যানাং স্বফলার্থং তু দোষাঘাতার্থমেব তু॥ নৈমিত্তিকানাং করণে ত্রিবিধং কর্ম্মণাং ফলম্। ক্ষয়ং কেচিদুপাত্তস্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে। অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্বতে। নিত্যাং ক্রিয়াং তথা চান্যে অনুষঙ্গ-

যথেষ্টাচারী ব্যক্তিরা সর্ব্বতোগামী হইয়া বিনষ্ট হয় অর্থাৎ পশু পক্ষী আদি নিকৃষ্ট যোনি লাভ করে।১৬ (এস্থলে যে 'শেষ' শব্দটী কথিত হইয়াছে তাহার অর্থ ইহা নহে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের কতক ফল স্বর্গলোকে ভুক্ত হইয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ থাকিবে, আর তাহার ফলে উৎকৃষ্ট জন্মাদিলাভ হইবে কিন্তু) স্বর্গাদিলোকে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের ফল সাকল্যে ভোগ হইয়া যায় বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদিব্যতিরিক্ত চিত্রা যাগ প্রভৃতি অপরাপর কর্ম্মের যে অবশিষ্ট ভোক্তব্য ফল তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাকেই শাস্ত্রে 'অনুশয়' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই 'শেষ' শব্দের অর্থ যে পূর্ব্ব কর্ম্মের একদেশ (খানিকটা অংশ), তাহা নহে ;—ইহা বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের "কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্" ইত্যাদি অষ্টম সূত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সূত্রটীর অর্থ এইরূপ—"কৃতাত্যয়ে" অর্থাৎ পুণ্য ক্ষয় হইলে জীব "অনুশয়বান্" হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মান্তরাবশেষ সহ "যথেতম্ অনেবং চ" অর্থাৎ যেমন ক্রমে ধূমাদি মার্গে গমন করিয়াছিল তদ্বিপরীতক্রমে ইহলোকে ফিরিয়া আসে, ইহা "দৃষ্ট স্মৃতিভ্যাং" অর্থাৎ লৌকিক যুক্তি এবং শাস্ত্রীয় ব্যক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়।" কুমারিলভট্টপাদও বলিয়া গিয়াছেন যথা "গৌতমীয় শাস্ত্রেও সেই চিত্রাদি কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই কর্ম্মশেষ বলা হইয়াছে"। পূর্ব্বোক্ত গৌতমবচনে যে "বিষ্বঞ্চঃ" পদটী আছে তাহার অর্থ সর্ব্বতোগামী ; আর "বিপরীতাঃ" ইহার অর্থ যথেষ্টচেষ্ট অর্থাৎ যাহারা স্বেচ্ছাচারী ; তাহারা নরকাদিতে জন্মলাভ করে কিংবা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কৃমিকীটাদিজন্ম প্রাপ্ত হইয়া সকলপ্রকার পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১৭ এ সম্বন্ধে হারীত এইরূপ বলিয়াছেন –"কেহ কেহ যজ্ঞ, দান এবং তপোরূপ কাম্য কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি উত্তমলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করে। আর যাঁহারা কামমুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম, সত্যযজ্ঞ, সুদান (নিষ্কামদানকারী) এবং তপোনিষ্ঠ তাঁহারা অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হন।১৮ এস্থলে কামনার সদ্‌সদ্‌ভাব নিবন্ধন (কামনা থাকা বা না থাকার জন্য) যে ফলভেদ হয় অর্থাৎ ফলাভিলাষযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে যে অন্যপ্রকার ফল হয়—এইরূপে কামনা থাকা বা না থাকার জন্য যে ফলভেদ হয় তাহা ভবিষ্যপুরাণে দেখান হইয়াছে। যথা ভবিষ্যপুরাণে—ফল না থাকিলেও

ফলং বিদুঃ।”১৯ অন্যে আপস্তম্বাদয়ঃ “তদ্যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিত” ইত্যাদিবচনৈরানুষঙ্গিকফলতাং নিত্যকর্ম্মণো বিদুঃ।২০ শ্রুতিশ্চ—“ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাদাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্নিতি” গৃহস্থবানপ্রস্থব্রহ্মচারিণ উক্ত্বা “সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি” তেষামন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবে মোক্ষাভাবমুক্ত্বা শুদ্ধান্তঃকরণানামেষামেব পরিব্রাজকভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠয়া মোক্ষমাহ—“ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতী”তি।২১ তদেবং স্থিতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থো বা মুমুক্ষুঃ ফলাভিসন্ধিত্যাগেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা স্বে স্বে তত্তদ্বর্ণাশ্রমবিহিতে ন তু স্বেচ্ছামাত্রকৃতে কর্ম্মণি শ্রুতিস্মৃত্যুদিতে অভিরতঃ সম্যগনুষ্ঠানপরঃ সংসিদ্ধিং দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্যাশুদ্ধিক্ষয়েণ সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতাং লভতে নরঃ বর্ণাশ্রমাভিমানী মনুষ্যঃ মনুষ্যাধিকারত্বাৎ কর্ম্মকাণ্ডস্য।২২ দেবাদীনাং বর্ণাশ্রমাভিমানিত্বাভাবাদ্ব্যক্ত এব তদ্ধর্ম্মেষ্বনধিকারঃ। বর্ণাশ্রমাভিমানানপেক্ষে তূপাসনাদা-

নিত্যকর্ম্ম সকলের অবশ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ইহা স্পষ্টই ঈপ্সিত অর্থাৎ জ্ঞানিগণের অভিমত। আর কাম্য কর্ম্মসকলের স্বফলের নিমিত্ত অর্থাৎ তৎসহিত উল্লিখিত ফললাভের জন্য এবং নিমিত্তিক কর্ম্মসকলের দোষঘাতের নিমিত্ত অর্থাৎ পাপ ক্ষয় করিবার জন্য অনুষ্ঠান করা হয়; এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফল তিনপ্রকার বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে (অকরণজনিত যে প্রত্যবায় হইত সেই) প্রত্যবায়ের আর উৎপত্তি হইতে পারে না অর্থাৎ তদকরণজনিত প্রত্যবায় হয় না; অপর কেহ কেহ নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষঙ্গী অর্থাৎ আনুষঙ্গিক ফল স্বীকার করেন।১৯ অন্যে=অপর কেহ কেহ অর্থাৎ আপস্তম্বাদি ঋষিগণ। “তাহা যেমন, ফলের উদ্দেশ্যে আম্র বৃক্ষ রোপিত হইলেও” ইত্যাদি বচনের দ্বারা তাঁহারা নিত্যকর্ম্ম সকলের আনুষঙ্গিক ফল স্বীকার করিয়া থাকেন।২০ শ্রুতিও বলিতেছেন,—“ধর্ম্মের স্কন্ধ (বিভাগ) তিনটী; প্রথম যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান; এবং তপস্যাই অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠানই দ্বিতীয়; আর তৃতীয়—গুরুগৃহে আজীবন অবস্থানপূর্ব্বক দেহপাতকারী ব্রহ্মচারী”;—এইপ্রকারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচারীর বিষয় বলিয়া, “ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোকগামী হন”,—এইরূপে তাঁহাদের অন্তঃকরণশুদ্ধি না থাকায় মোক্ষ হয় না ইহা বলিয়া তদনন্তর “ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন”, ইহার দ্বারা বলিতেছেন যে, এই সমস্ত ব্যক্তিই যদি শুদ্ধচিত্ত হন তাহা হইলে পরিব্রাজকভাবে (সন্ন্যাসিভাবে) জ্ঞাননিষ্ঠাবশতঃ ইঁহাদের মুক্তি হইয়া থাকে।২১ অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে পর ব্রহ্মচারী, অথবা গৃহস্থ কিংবা বানপ্রস্থ ইহারা যদি মুমুক্ষু হন তবে ফলাভিসন্ধিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে **স্বে স্বে**=তত্তৎ বর্ণাশ্রমবিহিত, **কর্ম্মণি**=শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মে, কিন্তু স্বেচ্ছামাত্রকৃত কর্ম্মে নহে, **অভিরতঃ** সম্যক্ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া **সংসিদ্ধিম্**=দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতের অশুদ্ধির ক্ষয় হওয়ায় সম্যক্ জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা **লভতে**=লাভ করে; আর **নরঃ**=বর্ণাশ্রমাভিমানী মনুষ্যই তাহা লাভ করে,কেননা শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডে মনুষ্যেরই অধিকার।২২ পক্ষান্তরে দেবাদিগণের বর্ণাশ্রমাভিমানিত্ব নাই, কাজেই ঐ সমস্ত যে গুলি মনুষ্যের অধিকারে স্থিত ঐগুলিতে যে তাঁহাদের (দেবতাদের) অনধিকার তাহা যুক্তিযুক্তই

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ যেন ইদং সর্ব্বং ততম্ মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি অর্থাৎ যাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি বা কার্য্য চেষ্টা হয় এবং যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত থাকেন ; মানব নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬

বধিকারস্তেষামপ্যস্তীতি সাধিতং দেবতাধিকরণে ।২৩ নন্বু বন্ধহেতূনাং কর্ম্মণাং কথং মোক্ষহেতুত্বং উপায়বিশেষাদিত্যাহ—স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিমুক্তলক্ষণাং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি, তচ্ছৃণু শ্রুত্বা তং প্রকারমবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ২৪—৪৫ ॥

যতো মায়োপাধিকচৈতন্যানন্দঘনাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাদুপাদানান্নিমিত্তাচ্চ সর্ব্বান্তর্যামিণঃ প্রবৃত্তিরুৎপত্তির্ম্মায়াময়ী স্বাপ্নরথাদীনামিব ভূতানাং ভবনধর্ম্মকানামাকাশাদীনাং যেন চৈকেন সদ্রূপেণ স্ফূরণরূপেণ চ সর্ব্বমিদং দৃশ্যজাতং ত্রিষ্বপি কালেষু ততং ব্যাপ্তং স্বাত্মন্যেবান্তর্ভাবিতং কল্পিতস্যাধিষ্ঠানানতিরেকাৎ ।১ তথা চ শ্রুতিঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম"ইতি। অত্র যত ইতি প্রকৃতৌ পঞ্চমী। যতোযেনেতি চৈকত্বং

বটে। তবে উপাসনাদি যে সমস্ত কর্ম্ম বর্ণাশ্রমাভিমানসাপেক্ষ নহে তাহাতে অবশ্য দেবতাগণের অধিকার আছে, ইহা দেবতাধিকরণে অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম অধিকরণে বিচারপূর্ব্বক স্থাপিত হইয়াছে ।২৩ আচ্ছা কর্ম্মসকল যখন বন্ধের হেতু তখন সেগুলি কিরূপে মোক্ষের হেতু হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ইহাও মোক্ষলাভের উপায়বিশেষ অর্থাৎ কারণ ; যেহেতু **স্বকর্ম্মনিরতঃ**=পূর্ব্বোক্তপ্রকার স্বস্ব কর্ম্মে নিরত ব্যক্তি **সিদ্ধিম্**=পূর্ব্বোক্ত সম্যক্ জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতা **যথা**=যে প্রকারে **বিন্দতি**=প্রাপ্ত হয় তাহা **তৎ শৃণু**=তাহা শুন অর্থাৎ শুনিয়া সেই প্রকারটীকে অবধারণ কর—নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া লও, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ । ২৪—৪৫ ॥

অনুবাদ—যতঃ=যাহা হইতে অর্থাৎ মায়োপাধিক চৈতন্যানন্দস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপ যে অন্তর্য্যামী (জগন্নিয়ন্তা) হইতে **ভূতানাম্**=ভবনধর্ম্মক অর্থাৎ উৎপত্তিশীল আকাশাদির **প্রবৃত্তিঃ**=স্বপ্নকালীন রথাদির ন্যায় মায়াময়ী উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং **যেন**=সৎস্বরূপ এবং স্ফুরণস্বরূপ যে এক পদার্থের দ্বারা **সর্ব্বম্ ইদম্**=এই সমুদয় দৃশ্য পদার্থনিচয় **ততম্**=ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ যাঁহার নিজ স্বরূপের মধ্যেই এইগুলি অন্তর্ভাবিত হইয়াছে—যাঁহা ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছুর পৃথক্ সত্তা নাই, যেহেতু কল্পিত পদার্থ অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত নহে—।১ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, যথা,—"যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্মিতেছে, উৎপন্ন জীবগণ যাঁহার জন্য জীবিত হইয়া অর্থাৎ সদ্বৎ প্রতীয়মান হইয়া রহিয়াছে এবং যাঁহাতে তাহারা গমন করে ও যন্মধ্যে লীন হইয়া যায়, তাঁহারই তত্ত্ব বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" এস্থলে "যতঃ" এই পদটীতে ("জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে)

বিবক্ষিতম্। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি চ তস্য নির্ণয়বাক্যং। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাচ্চ মায়োপাধিলাভঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলাভঃ।২ এবং চেচ্ছ্রৌত এবায়মর্থোভগবতা প্রকাশিতঃ—যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্ব মিদং ততমিতি। তমন্তর্যামিণং ভগবন্তং স্বকর্ম্মণা প্রতিবর্ণাশ্রমং বিহিতেনাভ্যর্চ্চ্য তোষয়িত্বা তৎপ্রসাদাদৈকাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিমন্তঃকরণশুদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ দেবাদিস্তূপাসনামাত্রেণেতি ভাবঃ ॥৩—৪৬ ॥

প্রকৃতিতে (উপাদানকারণস্বরূপ পদার্থে) পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। আর "যতঃ" এবং "যেন" এই উভয়স্থলে একত্ব বিবক্ষিত অর্থাৎ "যতঃ" এবং "যেন" বলায় যেমন জগৎকারণের উপাদানত্ব এবং নিমিত্তত্ব উক্ত হইয়াছে সেইরূপ তাঁহার একত্বও বিবক্ষিত হইতেছে। যেহেতু উক্ত শ্রুতির পরে "আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা বিশেষ রূপে জানিয়াছিল, আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হইতেছে" এইরূপ নির্ণয়বাক্য অর্থাৎ ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব নির্ণায়ক বাক্য রহিয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে পরমর্ষি জৈমিনির "সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ"—সন্দিগ্ধস্থলে বাক্যশেষ হইতেই তাৎপর্য্য নির্ণয় হয়' এই সূত্রানুসারে জানা যায় যে সন্দিগ্ধ স্থলে বাক্যশেষ,—উপসংহারাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি বাক্যের পর "আনন্দাদ্ধ্যেব" ইত্যাদি বাক্য রহিয়াছে। এই সমস্তের পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে জগৎকারণ একজন আর তিনি উপাদান কারণও বটে এবং নিমিত্ত কারণও বটে। অন্যান্য বাদিগণও ব্রহ্মকে (ঈশ্বরকে) জগৎকারণ বলেন কিন্তু তাঁহাদের মতে ঈশ্বর উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ মাত্র। আর নিমিত্ত কারণও কারণই বটে; সুতরাং ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু বেদান্তিগণ বলেন, ঈশ্বর (ব্রহ্ম) যে কেবল নিমিত্ত কারণ তাহা নহে, তিনি উপাদান কারণও বটে। ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে নিরূপিত হয়। "ত্রিভিঃ অস্য উপাদানত্বং"] "মায়াকেই প্রকৃতি জানিবে আর মায়ী কে (মায়াবান্‌কে) মহেশ্বর জানিবে"—ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে তাঁহার মায়ারূপ উপাধির বিষয় জানা যায়। অর্থাৎ মায়ারূপ উপাধি বশতই তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, ইহা জানা যায়। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বস্রষ্টা ধইতে পারে না বলিয়া বিশ্বস্রষ্টা যে সর্ব্বজ্ঞ তাহা উক্ত শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়।২ এইরূপ হইলে পর, "যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ উক্ত শ্রুতির অর্থই প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন বুঝিতে হইবে। **তম্**=সেই অন্তর্য্যামী ভগবান্‌কে **স্বকর্ম্মণা**=প্রত্যেক বর্ণাশ্রমের জন্য যাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে বিহিত সেই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা **অভ্যর্চ্চ্য**=সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে (প্রসন্নতায়) **সিদ্ধিং**=একাত্মতাজ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতারূপ যে সিদ্ধি যাহাকে অন্তঃকরণশুদ্ধি বলা হয় তাহা **বিন্দতি**=লাভ করে, **মানবঃ**=মানব; মনুষ্যই এইরূপে (স্ব স্ব

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ ; স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি অর্থাৎ সম্যগরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও প্রশংসনীয়। পূর্ব্বোক্ত স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিলে মনুষ্যকে পাপভাগী হইতে হয় না॥ ৪৭

যতঃ স্বধর্ম্মঃ এব মনুষ্যাণাং ভগবৎপ্রসাদহেতুরতঃ—। পরধর্ম্মাৎ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্ম্মো বিগুণোঽসম্যগনুষ্ঠিতোঽপি। তস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ সতা ত্বয়া স্বধর্ম্মো যুদ্ধাদিরেবানুষ্ঠেয়ো ন পরধর্ম্মো ভিক্ষাটনাদিরিত্যভিপ্রায়ঃ।১ ননু স্বধর্ম্মোঽপি যুদ্ধাদির্ব্বন্ধুবধাদিপ্রত্যবায়হেতুত্বান্নানুষ্ঠেয় ইতি নেত্যাহ—স্বভাবনিয়তং পূর্ব্বোক্তং শৌর্য্যং তেজইত্যাদি স্বভাবজং যুদ্ধাদি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং পাপং বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ন প্রাপ্নোতি। তথা চ প্রাগ্ব্যাখ্যাতং সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বেত্যত্র। বিহিতজ্যোতিষ্টোমাঙ্গপশুহিংসায়া ইব বিহিতযুদ্ধাঙ্গবন্ধুহিংসায়া অপি প্রত্যবায়হেতুত্বাভাবাৎ। তথা চোক্তমধস্তাৎ ॥২—৪৭॥

অধিকারানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরের পূজামূলক প্রসাদের ফলে চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া) তাহা লাভ করে, কিন্তু দেবতা প্রভৃতিরা কেবলমাত্র উপাসনার দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাই "মানবঃ" এই পদটী প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায়।৩—৪৬॥

অনুবাদ—যেহেতু একমাত্র স্বধর্ম্মই (স্ব স্ব অধিকারানুক্রমে প্রাপ্ত যে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠানই) মনুষ্যের পক্ষে ভগবৎপ্রসন্নতা প্রাপ্তির হেতু এ কারণে **স্বধর্ম্মঃ**=স্বাধিকার বিহিত ধর্ম্ম **বিগুণঃ**=বিগুণ হইলেও তাহা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও অর্থাৎ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলেও **শ্রেয়ান্**=অধিক প্রশস্ত **পরধর্ম্মাৎ**=পরধর্ম্ম হইতে ; যাহার পক্ষে যাহা বিহিত নহে (অধিকারানুক্রমে প্রাপ্ত নহে তাহাই তাহার কাছে পরধর্ম্ম ; সেই পরধর্ম্ম হইতে শ্রেয়ান্) **স্বনুষ্ঠিতাৎ**=তাহা (সেই পরধর্ম্ম) সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও—। [অভিপ্রায় এই যে, যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, সেই ব্যক্তি যদি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে তাহা যত নিখুঁতভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন তাহা হইতে তাহার কোন সুফল, পুণ্য বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ হইবে না। কিন্তু স্বধর্ম্ম যদি স্বীয় অসামর্থ্যাদি বশতঃ যথাকথঞ্চিৎও অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইতে সুফল পাওয়া যাইবে—] এ কারণে, তুমি যখন ক্ষত্রিয় তখন তোমার পক্ষে যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, পরধর্ম্ম (পরের=অন্যের—সন্ন্যাসী প্রভৃতির ধর্ম্ম) ভিক্ষাটন প্রভৃতি তোমার অবলম্বনীয় নহে, ইহাই অভিপ্রায়।১ আচ্ছা, যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম হইলেও তাহা যখন বন্ধুবধাদি প্রত্যবায়ের হেতু তখন তাহার অনুষ্ঠান করা ত উচিত নহে? এইরূপ যদি তুমি শঙ্কা কর তাহা সঙ্গত হইবে না ; কেন তাহাই বলিতেছেন স্বভাব ইত্যাদি। **স্বভাবনিয়তম্**=পূর্ব্বে "শৌর্য্যং তেজঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে স্বভাবসঞ্জাত যুদ্ধাদি কর্ম্ম বর্ণিত

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

হে কৌন্তেয়! সদোষম্ অপি সহজং কর্ম্ম ন ত্যজেৎ; হি সর্ব্বারম্ভাঃ ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না। কারণ, ধূমে আবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই রজোগুণ-জাত দোষে আবৃত ॥ ৪৮

যস্মাদেবং বিহিতহিংসাদের্ন প্রত্যবায়হেতুত্বং পরধর্ম্মশ্চ ভয়াবহঃ সামান্যদোষেণ চ সর্ব্বকর্ম্মাণি দুষ্টানি তস্মাদজ্ঞো বর্ণাশ্রমাভিমানী,—হে কৌন্তেয়! সহজং স্বভাবজং কর্ম্ম সদোষমপি বিহিতহিংসাযুক্তমপি জ্যোতিষ্টোমযুদ্ধাদি ন ত্যজেদন্তঃকরণশুদ্ধেঃ প্রাগ্ ভবানন্তে বা। ন হ্যনাত্মজ্ঞঃ কশ্চিৎ ক্ষণমপি কর্ম্মাণ্যকৃত্বা স্থাতুং শক্নোতি। ন চ পরধর্ম্মাননুতিষ্ঠন্নপি দোষান্মুচ্যতে। সর্ব্বারম্ভাঃ স্বধর্ম্মাঃ পরধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে হি যস্মাৎ দোষেণ ত্রিগুণাত্মকত্বেন সামান্যেনাবৃতা ব্যাপ্তাঃ সদোষা এব। তথা চ প্রাগ্ব্যাখ্যাতং “পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন” ইতি। তস্মাদগত্যানাত্মজ্ঞঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ বিষজকৃমিরিব বিষং সহজং কর্ম্ম যুদ্ধাদি ত্রিগুণাত্মকত্বেন সামান্যেন বন্ধুবধাদিনিমিত্তত্বেন বিশেষেণ চ সদোষমপি ন ত্যজেৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগাসমর্থত্বাৎ। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগসমর্থস্তু শুদ্ধান্তঃকরণস্ত্যজেদেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

হইল তাহা করিতে থাকিলে **কিল্বিষম্**=বন্ধুবধাদি জন্য পাপ **ন আপ্নোতি**=প্রাপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে “সুখদুঃখে সমে কৃত্বা” ইত্যাদি শ্লোকে ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিধিবিহিত জ্যোতিষ্টোমযাগাদিতে পশুহিংসা যেমন প্রত্যবায়জনক নহে সেইরূপ বিহিত যুদ্ধের অঙ্গস্বরূপ যে বন্ধুহিংসা তাহারও প্রত্যবায়হেতুতা নাই অর্থাৎ তাহাও প্রত্যবায়জনক হয় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।২—৪৭॥

ভাবপ্রকাশ—স্বীয় স্বভাবজাত কর্ম্মে অভিরত থাকিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। সকল প্রবৃত্তির মূলে যে ভগবান্ রহিয়াছেন, সকল বস্তুর মধ্যেও ঐ ভগবান্ অবস্থিত। স্বভাব প্রেরিত কর্ম্ম করিবার সময়ে সর্ব্বদাই মনে রাখতে হইবে যে ঐ কর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্মপ্রেরক যে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর তাঁহারই অভ্যর্চ্চা বা পূজা হইতেছে। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলে যে ভগবান্ তাঁহার পূজা করিতে হয়। এই পূজাই সিদ্ধির হেতু। নিজ অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। অধিকারভেদবাদ হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কথা। নিজ অধিকার না মানিয়া অপরের অধিকারের কর্ম্ম করিতে গেলে ‘ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ’ হইতে হয়। অধিকার বিহিত কর্ম্মই স্বাভাবিক কর্ম্ম; অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম শ্রেয়োলাভের হেতু। নিজ অধিকার ত্যাগ করিয়া উচ্চাধিকারীর কর্ম্ম করিলেও তাহা পরিণামে অনর্থের বা পতনের হেতুই হইয়া থাকে—তাহাতে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।৪৫-৪৭॥

অনুবাদ—যেহেতু বিহিত হিংসাদির এইপ্রকারে প্রত্যবায়হেতুত্ব নাই এবং পরধর্ম্মও ভয়াবহ আর সাধারণ দোষ সম্পর্কে সমস্ত কর্ম্মই যখন দুষ্ট অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মেই যখন সামান্যা-

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ, জিতাত্মা; বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং অধিগচ্ছতি অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিরূপ পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৯

কঃ পুনঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগসমর্থঃ, যো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকজেনেহামুত্রার্থভোগবৈরাগ্যেণ শমদমাদিসম্পন্নঃ কর্ম্মজাং সিদ্ধিমশুদ্ধিপরিক্ষয়দ্বারা মুমুক্ষুঃ শুদ্ধব্রহ্মাত্মৈক্যজিজ্ঞাসাং প্রাপ্তঃ স স্বেষ্টমোক্ষহেতুব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানসাধনবেদান্তবাক্যশ্রবণাদি কর্ত্তুং

কারে (কিছু না কিছু) দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া কোন কর্ম্মই যখন একেবারে নির্দ্দোষ নহে, সেই কারণে অজ্ঞ (যাহার তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় নাই তাদৃশ) বর্ণাশ্রমাভিমানী জীব কি করিবে, তাহাই বলিতেছেন সহজম্ ইত্যাদি। হে কৌন্তেয়=কুন্তীনন্দন! **সহজং**=স্বাভাবিক **কর্ম্ম**=কর্ম্ম **সদোষম্ অপি**=দোষ অর্থাৎ বিহিত (বৈধ) হিংসাযুক্ত হইলেও জ্যোতিষ্টোম বা যুদ্ধ প্রভৃতি যে কর্ম্ম তাহা ন **ত্যজেৎ**=অন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি জন্মে তাবৎকাল (ভবান্)=তুমিই হও অথবা অন্য কোন লোকই হউক কাহারও ত্যাগ করা উচিত নহে। যেহেতু কোন অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আর পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও যে দোষ হইতে মুক্তিলাভ করিবে তাহাও হয় না। **হি**=যেহেতু **সর্ব্বারম্ভাঃ**=স্বধর্ম্ম এবং পরধর্ম্ম সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মই ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় সাধারণভাবে **দোষেণ আবৃতাঃ**=দোষের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত থাকায় সেগুলি সদোষই হইতেছে। পূর্ব্বেও এসম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল যে, "পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ, এবং সংস্কারদুঃখ হেতু এবং গুণবৃত্তি সকলের পরস্পর বিরোধ হেতু বিবেচক ব্যক্তির নিকট অনাত্মপদার্থমাত্রই দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব যখন গত্যন্তর নাই তখন অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতে থাকিলেও বিষজক্রমি যেমন বিষকে ত্যাগ করিতে পারে না সেইরূপ যুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল স্বাভাবিক কর্ম্ম আছে সেগুলি ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় গুণের স্বভাব অনুসারে সাধারণভাবে এবং বন্ধুবধাদি নিমিত্ত বশতঃ বিশেষভাবে সদোষ (দোষযুক্ত) হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে, যেহেতু অজ্ঞ জীব সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিতে অসমর্থ। পক্ষান্তরে যে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগে সমর্থ তিনি অবশ্য উহা পরিত্যাগই করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়।৮—৪৮॥

ভাবপ্রকাশ—কর্ম্ম মাত্রই দোষযুক্ত। অধিকার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য এইরূপ ভাবিতে নাই। দোষশূন্য কর্ম্ম পাওয়া যায় না। আমার অধিকারের উপযোগী এই কর্ম্ম কি না—ইহাই বিবেচ্য, এই কর্ম্মে কোনও দোষ আছে কিনা—ইহা বিবেচ্য নহে।৪৮॥

অনুবাদ—তবে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিতে কে সমর্থ? (উত্তর—) যিনি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকসম্ভূত ঐহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগবৈরাগ্য ও শমদমাদি সাধনসম্পৎসমাযুক্ত হইয়াছেন, যিনি অশুদ্ধি পরিক্ষয় পূর্ব্বক কর্ম্মজন্য সিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মের ফল মুমুক্ষু (মোচন করিতে—পরিত্যাগ করিতে

সর্ব্ববিক্ষেপনিবৃত্ত্যা তচ্ছেষভূতং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং শ্রুতিস্মৃতিবিহিতং কুর্য্যাদেব। তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ” ইতি শ্রুতেঃ। “সত্যানৃতে সুখদুঃখে বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ”ইতি স্মৃতেশ্চ। উপরতস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মা ভূত্বাত্মানং পশ্যেদাত্মদর্শনায় বেদান্তবাক্যানি বিচারয়েদিতি শ্রুত্যর্থঃ।২ এতাদৃশ এব “ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতী”তি শ্রুত্যা ধর্ম্মস্কন্ধত্রয়বিলক্ষণত্বেন প্রতিপাদিতঃ পরমহংসপরিব্রাজকঃ পরমহংসপরিব্রাজকং কৃতকৃত্যং গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারসমর্থো যমুদ্দিশ্য “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসে”ত্যাদিচতুর্লক্ষণমীমাংসা ভগবতা বাদরায়ণেন সমারব্ধা।৩ কীদৃশোঽসাবিত্যাহ সর্ব্বত্র—পুত্রদারাদিষু সক্তিনিমিত্তেষ্বপি অসক্তবুদ্ধিঃ অহমেষাং মমৈত ইত্যভিষ্বঙ্গরহিতা বুদ্ধির্যস্য সঃ।

ইচ্ছুক) হইয়াছেন, যাঁহার মধ্যে শুদ্ধ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজিজ্ঞাসা প্রাপ্ত হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তি স্বাভিলষিত মোক্ষের হেতুস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞানের সাধনস্বরূপ বেদান্ত শ্রবণাদি করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার বিক্ষেপ নিবৃত্তি সহকারে সেই শ্রবণাদির শেষ স্বরূপ (অঙ্গ স্বরূপ) যে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস তাহা অবশ্যই করিবে না।১ যে হেতু এ সম্বন্ধে—“অতএব ঈদৃশ তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মমধ্যেই আত্মদর্শন করিবে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং “সত্য, অনৃত, সুখ, দুঃখ, বেদ অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মসকল ইহলোক এবং পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যটীর “উপরতঃ” ইহার অর্থ ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মা হইয়া অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া; “আত্মানং পশ্যেৎ” = ‘আত্মদর্শন করিবে’ অর্থাৎ আত্মদর্শনের নিমিত্ত বেদান্তবাক্য সকল বিচার করিবে, ইহাই অর্থ।২ পূর্ব্বে উদ্ধৃত “ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যে ত্রিবিধ ধর্ম্মস্কন্ধ বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন প্রকার) বলিয়া প্রতিপাদিত অর্থাৎ যাঁহাকে ঐ ত্রিবিধ ধর্ম্মস্কন্ধ হইতে স্বতন্ত্রপ্রকার বলা হইয়াছে তাদৃশ পরমহংস পরিব্রাজক ব্যক্তিই পরমহংসপরিব্রাজক কৃতকৃত্য গুরুর নিকট অগ্রসর হইয়া বেদান্তবাক্য বিচারের যোগ্য; এতাদৃশ ব্যক্তিকেই উদ্দিষ্ট করিয়া (লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ অধিকারী বিবেচনা করিয়া) ভগবান্ বাদরায়ণ কর্ত্তৃক “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” ইত্যাদি চতুর্লক্ষণী (চারিটী লক্ষণবিশিষ্ট, চতুরাধ্যায়টি) উত্তর মীমাংসা আরব্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিই উত্তরমীমাংসাত্মক মননশাস্ত্রের অধিকারী।৩ তিনি কিরূপ তাহাই বলিতেছেন “অসক্তঃ” ইত্যাদি—।৩ **সর্ব্বত্র** = পুত্র কলত্র প্রভৃতিরা আসক্তির করণীভূত হইলেও তাহাদের উপর **অসক্তবুদ্ধিঃ** = আমি ইহাদের ইহারা আমার এইপ্রকার আসঙ্গরহিত হইয়াছে বুদ্ধি যাঁহার তিনিই অসক্তবুদ্ধি সর্ব্বত্র। এইরূপ হইবার কারণ এই যে তিনি **জিতাত্মা** = অন্তঃকরণকে বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া বশীকৃত করিয়াছেন। বিষয়াসক্তি বর্ত্তমান থাকিতে কিরূপে বশীকৃতান্তঃকরণ হইতে পারে? অর্থাৎ তাহা হওয়া ত সম্ভব নহে, এই জন্য বলিতেছেন—**বিগতস্পৃহঃ** = তিনি দেহ, জীবন এবং ভোগ সকলেও

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

হে কৌন্তেয় ! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি, তথা সমাসেন এব মে নিবোধ ; যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা অর্থাৎ হে কৌন্তেয় ! সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মভাব লাভ করেন, এবং যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, তাহার তত্ত্ব আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে অবগত হও ॥ ৫০

যতো জিতাত্মা বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য বশীকৃতান্তকরণঃ। বিষয়রাগে সতি কথং প্রত্যাহরণং তত্রাহ—বিগতস্পৃহঃ, দেহজীবিতভোগেষ্বপি বাঞ্ছারহিতঃ সর্ব্বদৃশ্যেষু দোষদর্শনেন নিত্যবোধপরমানন্দরূপমোক্ষগুণদর্শনেন চ সর্ব্বতো বিরক্ত ইত্যর্থঃ।৪ য এবং শুদ্ধান্তঃকরণঃ “স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব”ইতি বচনপ্রতিপাদিতাং কর্ম্মজামপরমাং সিদ্ধিং জ্ঞানসাধনবেদান্তবাক্যবিচারাধিকারলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাং প্রাপ্তঃ স সন্ন্যাসেন শিখাযজ্ঞোপবীতাদিসহিতসর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন হেতুনা তৎপূর্ব্বকেণ বিচারেণেত্যর্থঃ—। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদ্বিষয়ং বিচারপরিনিষ্পন্নং জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যম্ তদ্রূপাম্ সিদ্ধিং পরমাং কর্ম্মজায়া অপরমসিদ্ধেঃ ফলভূতাম্ অধিগচ্ছতি সাধনপরিপাকেণ প্রাপ্নোতি।৫ অথবা সন্ন্যাসেনেতীত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতাং নৈর্গুণ্যলক্ষণাং সিদ্ধিং পরমাং পূর্ব্বস্যাঃ সিদ্ধেঃ সাত্ত্বিক্যাঃ ফলভূতামধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥৬—৪৯ ॥

প্রাগুক্তসাধনসম্পন্নস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনো ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তৌ সাধনক্রমমাহ—। স্বকর্ম্মণেশ্বরমারাধ্য তৎপ্রসাদজাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগপর্য্যন্তাং জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপাং

বাঞ্ছারহিত অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য পদার্থের মধ্যে দোষ দর্শন করায় এবং নিত্য জ্ঞান ও পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষের গুণাবলোকন করায় সমস্ত বিষয় হইতেই বিরক্ত হইয়াছেন। যিনি এই প্রকারে শুদ্ধচিত্ত হইয়া “স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” এই বচনের দ্বারা প্রতিপাদিত কর্ম্মজন্যা যে অপরা সিদ্ধি, যাহাকে জ্ঞানের সাধনস্বরূপ যে বেদান্তবাক্যবিচার তাহার অধিকার বলা হয়, তাদৃশী জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি **সন্ন্যাসেন**=শিখা এবং যজ্ঞোপবীত প্রভৃতির সহিত সমস্ত কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাসনামক হেতু দ্বারা অর্থাৎ তাদৃশ সন্ন্যাসপূর্ব্বক বেদান্তবাক্য বিচার হেতু—। **নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিম্**=নিষ্কর্ম্ম অর্থ ব্রহ্ম ; বিচারের দ্বারা পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ সুসম্পাদিত যে সেই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য ; তাদৃশী যে সিদ্ধি, **পরমাম্**=যাহা অপরা সিদ্ধির ফলস্বরূপ, তাহা **অধিগচ্ছতি**=সাধনের পরিপক্বতা হেতু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৫ অথবা “সন্ন্যাসেন” এস্থলে ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। (সুতরাং ইহার অর্থ) সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপা যে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি যাহাকে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারযোগ্যতা বলা হয় যাহা নৈর্গুণ্যরূপা (গুণাতীতত্ব রূপা) সেই যে সিদ্ধি যাহা পরমা অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত সাত্ত্বিকী সিদ্ধির ফলভূতা তাহা প্রাপ্ত হন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৬—৪৯॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য, বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ, নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিক ধৈর্য্য দ্বারা চিত্তকে সংযত করিয়া, শব্দাদিবিষয় ত্যাগ করিয়া, রাগ-দ্বেষ অপসারিত করিয়া, শুচিদেশ-নিবাসী, মিতভোজী, বাক্য মন ও শরীর-সংযমী, নিত্যধ্যানযোগপরায়ণ এবং বৈরাগ্যশালী হইয়া, এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ-পরিত্যাগী—ঈদৃশ মমতা ও বিক্ষেপশূন্য ব্যক্তি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥ ৫১-৫৩

সিদ্ধিমন্তঃকরণশুদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি যেন প্রকারেণ শুদ্ধমাত্মানং সাক্ষাৎকরোতি তথা তং প্রকারং নিবোধ মে মদ্বচনাদবধারয়ানুষ্ঠাতুম্ কিমতিবিস্তরেণ নেত্যাহ—সমাসেন সঙ্ক্ষেপেণৈব ন তু বিস্তরেণ হে কৌন্তেয়!২ তদবধারণে কিং স্যাদিতি আহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা জ্ঞানস্য বিচারপরিনিষ্পন্নস্য নিষ্ঠা পরিসমাপ্তিঃ যদনন্তরং সাধনান্তরং নানুষ্ঠেয়মস্তি পরা শ্রেষ্ঠা সর্ব্বান্ত্যা বা সাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বাৎ। তাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপাং জ্ঞাননিষ্ঠাং পরাং সঙ্ক্ষেপেণ নিবোধেত্যর্থঃ ॥৩—৫০॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব কথিত সাধন সম্পত্তি যুক্ত সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ে সাধন সকলের যে ক্রম (পারম্পর্য্য) আছে তাহাই বলিতেছেন "সিদ্ধিম্" ইত্যাদি। স্বকর্ম্ম কলাপের দ্বারা ঈশ্বরারাধনা করিয়া সেই ঈশ্বরের প্রসন্নতাসমুৎপন্না সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ পর্য্যন্তা জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপা **সিদ্ধিম্**=অন্তঃকরণ শুদ্ধি **প্রাপ্তঃ**=লাভ করিয়া **যথা**=যে রূপে **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম **আপ্নোতি** =প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে প্রকারে শুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ করে **তথা**=সেই প্রকারটী তুমি **নিবোধ মে**=আমার কথা শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তাহা অবধারণ কর।১ তুমি কি তাহা অতি বিস্তৃত ভাবে বলিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না; হে কৌন্তেয়! আমি **সমাসেনৈব**=সংক্ষেপেই বলিব, বিস্তৃত ভাবে বলিব না।২ তাহা অবধারণ করিলে কি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**যা**=যাহা। **জ্ঞানস্য**=বেদান্তবাক্যের বিচার হইতে নিষ্পন্ন জ্ঞানের **নিষ্ঠা**=পরিসমাপ্তি অর্থাৎ যাহার পর আর অন্য কোন সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাহা **পরা**=শ্রেষ্ঠা অথবা ইহার অর্থ সর্ব্বান্ত্যা—সকলের অন্তিম, যে হেতু উহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু। সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তির ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ যে পরমা জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা তুমি সংক্ষেপতঃ শুন, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৩—৫০॥

সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠা সপ্রকারোচ্যতে—। বিশুদ্ধয়া সর্ব্বসংশয়বিপর্য্যয়শূন্যয়া বুদ্ধ্যাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজন্যয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যা যুক্তঃ সদা তদন্বিতঃ ধৃত্যা ধৈর্য্যেণাত্মানং শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং নিয়ম্য উন্মার্গপ্রবৃত্তের্নিবার্য্যাত্মপ্রবণং কৃত্বা—চশব্দেন যোগশাস্ত্রোক্তং সাধনান্তরং সমুচ্চীয়তে।১ শব্দাদীন্ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্ বিষয়ান্ ভোগেন বন্ধহেতূন্, সামর্থ্যাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার্থশরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনানুপযুক্তান-নিষিদ্ধানপি ত্যক্ত্বা শরীরস্থিতিমাত্রার্থেষু চ তেষু রাগদ্বেষৌ—ব্যুদস্য পরিত্যজ্য।২ চকারাদন্যদপি জ্ঞানবিক্ষেপকং পরিত্যজ্য। বিবিক্তসেবীত্যত্র স্যাদিত্যধ্যাহৃতেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইত্যন্তেনান্বয়ঃ।৩—৫১॥

বিবিক্তং জনসম্মর্দ্দরহিতং পবিত্রং চ যদরণ্যগিরিগুহাদি তৎ সেবিতুং শীলং যস্য স চিত্তৈকাগ্র্যসম্পত্ত্যর্থং তদ্বিক্ষেপকারিরহিত ইত্যর্থঃ।১ লঘ্বাশী লঘু পরিমিতং হিতং মেধ্যং চাশিতুং শীলং যস্য স নিদ্রালস্যাদিচিত্তলয়কারিরহিত ইত্যর্থঃ।২ যতানি

ভাবপ্রকাশ—স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিলে তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ হইতেছে অসক্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয় এবং স্পৃহাশূন্যতা। ইহারাই জ্ঞানযোগ্যতা আনিয়া দেয়। কর্ম্ম দ্বারা এই জ্ঞানযোগ্যতালাভই কর্ম্মস্তরের সাধনার চরম ফল। ইহা লাভ হইলেই কর্ম্মদ্বারা যে শুদ্ধি কাম্য তাহা লাভ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিরূপ যে পরমজ্ঞান তাহা পরে ইহা হইতে লাভ হয়। এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ও সন্ন্যাস একই কথা। কর্ম্মজন্য সিদ্ধি হইতে জ্ঞানের পরম অবস্থা কি করিয়া লাভ হয় তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টীতে বলিতেছেন।৪৯—৫০॥

অনুবাদ—এইবারে "বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি সন্দর্ভে সপ্রকারা অর্থাৎ প্রকারের সহিত সেই জ্ঞান নিষ্ঠাই কথিত হইতেছে। **বিশুদ্ধয়া**=সংশয় এবং বিপর্য্যয়শূন্য **বুদ্ধ্যা**=বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বেদান্ত।বাক্য হইতে সমুৎপন্ন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা দ্বারা **যুক্তঃ**=সর্ব্বদা তদন্বিত হইয়া **ধৃত্যা**=ধৈর্য্যের দ্বারা **আত্মানম্**=শরীরেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতকে **নিয়ম্য**=উন্মার্গ প্রবৃত্তি হইতে নিবারিত করতঃ আত্মপ্রবণ অর্থাৎ আত্মাভিমুখ করিয়া।—'নিয়ম্য চ' এস্থলে 'চ' শব্দটী প্রযুক্ত থাকায় ইহা দ্বারা যোগশাস্ত্র কথিত অপরাপর সাধনগুলির সমুচ্চয় বুঝাইতেছে—।১ **শব্দাদীন্ বিষয়ান্**=শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক যে সকল বিষয় আছে যেগুলি ভোগের দ্বারা বন্ধের হেতু হয় সেইগুলিকে **ত্যক্ত্বা**=ত্যাগ করিয়া। এবং সামর্থ্যবশতঃ ইহাও বুঝাইতেছে যে জ্ঞাননিষ্ঠার নিমিত্ত কেবলমাত্র শরীরধারণরূপ প্রয়োজনের অনুপযুক্ত অন্যান্য যে সকল বিষয় আছে সেগুলি অনিষিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ সেগুলি নিষিদ্ধ না হইলেও সেই অনিষিদ্ধ বিষয় সকলও পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শরীর ধারণ যাহার প্রয়োজন :সেই বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া—। **রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ**=এবং রাগ ও দ্বেষ দূর করিয়া—।২ 'চ' শব্দটী থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানের বিক্ষেপক (জ্ঞানের যাহা বিক্ষেপ, বিচ্যুতি জন্মায় তাদৃশ) অপরাপর বিষয় সকলও পরিত্যাগ করিয়া—। "বিবিক্তসেবী স্যাৎ"='বিবিক্তসেবী হইবে' এই অধ্যাহৃত অংশের সহিত কিংবা পরপরবর্ত্তী শ্লোকের "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"='ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে' এই অংশের সহিত, উহার অন্বয় করিতে হইতে।৩—৫১॥

সংযতানি বাক্কায়মানসানি যেন সঃ যমনিয়মাসনাদিসাধনসম্পন্ন ইত্যর্থঃ।৩ ধ্যানযোগপরো নিত্যং চিত্তস্যাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্তির্ধ্যানং আত্মাকারপ্রত্যয়েন নির্ব্বৃত্তিকতাপাদনং যোগঃ। নিত্যং সদৈব তৎপরস্তয়োরনুষ্ঠানপরো ন তু মন্ত্রজপতীর্থযাত্রাদিপরঃ কদাচিদিত্যর্থঃ,। বৈরাগ্যং দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েষু স্পৃহাবিরোধিচিত্তপরিণামং সমুপাশ্রিতঃ সম্যঙ্‌ নিশ্চলত্বেন নিত্যমাশ্রিতঃ। ৫—৫২॥

অহঙ্কারং মহাকুলপ্রসূতোঽহং মহতাং শিষ্যোঽতিবিরক্তোঽস্মি নাস্তি দ্বিতীয়ো মৎসম ইত্যভিমানং, বলমসদাগ্রহং ন তু শারীরং তস্য স্বাভাবিকত্বেন ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ, দর্পং হর্ষজন্যং মদং ধর্ম্মাতিক্রমকারণং, “হৃষ্টো দৃপ্যতি দৃপ্তো ধর্ম্মমতিক্রামতি” ইতি স্মৃতেঃ, কামং বিষয়াভিলাষং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিত ইত্যনেনোক্তস্যাপি কামত্যাগস্য পুনর্ব্বচনং যত্নাধিক্যার্থম্। ক্রোধং, দ্বেষং, পরিগ্রহং শরীরধারণার্থমস্পৃহত্বেঽপি পরোপনীতং বাহ্যোপকরণং বিমুচ্য ত্যক্ত্বা শিখা-

অনুবাদ—বিবিক্ত অর্থাৎ জনসমাগমবিহীন এবং পবিত্র এমন যে অরণ্য, গিরিগহ্বর প্রভৃতি তাহা সেবন করা (আশ্রয় করা) যাঁহার শীল (স্বভাব) তিনি **বিবিক্তসেবী**; অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত চিত্তবিক্ষেপক বিরহিত যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয় সেইরূপ বস্তু বা স্থান পরিত্যাগকারী—।১ **লঘ্বাশী**=লঘু অর্থাৎ পরিমিত হিতকর এবং মেধ্য (পবিত্র) অন্ন ভোজন করা যাঁহার স্বভাব তিনি লঘ্বাশী; অর্থাৎ নিদ্রা আলস্য প্রভৃতি চিত্তের লয়কর যে সমস্ত ভাব আছে তাহা বিরহিত।২ **যতবাক্‌কায়মানসঃ**=যত অর্থাৎ সংযত হইয়াছে বাক্, কায় এবং মানস যৎকর্ত্তৃক তিনি যতবাক্‌কায়মানসঃ, অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি সাধন সম্পন্ন— **ধ্যানযোগপরো নিত্যম্**=চিত্তের আত্মাকার প্রত্যয়ের যে আবৃত্তি (পৌনঃপুন্য—বারবার ঐরূপ হওয়া) তাহার নাম ধ্যান, আর, আত্মাকার প্রত্যয়ের দ্বারা চিত্তের যে নির্ব্বৃত্তিকতা (বৃত্তিহীনতা) সম্পাদন করা তাহার নাম যোগ। নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই তৎপর যে ব্যক্তি সেই ধ্যান ও যোগের অনুষ্ঠানপরায়ণ, কিন্তু কদাচিৎ (কালে ভদ্রে—কখন সখন) যে মন্ত্রজপ বা তীর্থ যাত্রা পরায়ণ তাহা নহে—।৪ **বৈরাগ্যম্**=দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ের স্পৃহার বিরোধী চিত্তের পরিণাম বিশেষ; তাহা **সমুপাশ্রিতঃ**=সম্যক অর্থাৎ নিশ্চলতা সহকারে নিত্য অবলম্বন করিয়া—।৫—৫২॥

অনুবাদ—**অহঙ্কারম্**=আমি উচ্চকুলে সমুৎপন্ন এবং মহান্ ব্যক্তির শিষ্য, অতিশয় বিরক্ত (বৈরাগ্য সম্পন্ন) হইতেছি, আমার সমান আর দ্বিতীয় নাই ইত্যাকার অভিমান—। **বলম্**=বল, অর্থাৎ অসৎ আগ্রহ, ইহার অর্থ এখানে দৈহিক বল নহে, কারণ তাহা স্বাভাবিক বলিয়া ত্যাগ করা অসম্ভব। **দর্পম্**=হর্ষজনিত মত্ততা ও ধর্ম্মাতিক্রমণ, যে হেতু “হৃষ্ট ব্যক্তি দৃপ্ত হয় এবং দৃপ্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম অতিক্রম করে” এইরূপ স্মৃতি বাক্য রহিয়াছে। **কামম্**=বিষয়াভিলাষ। যদিও “বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ” ইহার দ্বারা কামনাত্যাগ উক্ত হইয়াছে তথাপি এ বিষয়ে যে অধিক যত্ন কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ইহার পুনরুক্তি করিলেন। **ক্রোধম্**=ক্রোধ অর্থাৎ দ্বেষ; **পরিগ্রহম্**=শরীরধারণের নিমিত্ত অস্পৃহ হইলেও অন্যের দ্বারা উপস্থাপিত বাহ্য উপকরণ **বিমুচ্য**=ত্যাগ করিয়া; এমন কি শিখা,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ পরাং মদভক্তিং লভতে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট বিষয়ে শোক করেন না ; অপ্রাপ্তবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না ; এজন্য তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনারূপ মদ্‌বিষয়ক পরম ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

যজ্ঞোপবীতাদিকমপি, দণ্ডমেকং কমণ্ডলুং কৌপীনাচ্ছাদনং চ শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতং স্বশরীরযাত্রার্থমাদায় পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা নির্ম্মমো দেহজীবনমাত্রেঽপি মমকার-রহিতঃ। অতএবাহঙ্কারাভাবাদপগতহর্ষবিষাদত্বাৎ শান্তশ্চিত্তবিক্ষেপরহিতো যতির্জ্ঞান-সাধনপরিপাকক্রমেণ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ৫২।৫৩ ॥

কেন ক্রমেণ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তদাহ—। ব্রহ্মভূতঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়বান্ শ্রবণমননাভ্যাসাৎ, প্রসন্নাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ শমদমাদ্যভ্যাসাৎ। অতএব ন শোচতি নষ্টং, ন কাঙ্ক্ষত্যপ্রাপ্তং। অতএব নিগ্রহানুগ্রহয়োরনারম্ভাৎ সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সুখং দুঃখঞ্চ পশ্যতীত্যর্থঃ। এবংভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো যতির্ম্মদ্ভক্তিং ময়ি ভগবতি শুদ্ধে পরমাত্মনি ভক্তিমুপাসনাং মদাকার-চিত্তবৃত্ত্যাবৃত্তিরূপাং পরিপক্কনিদিধ্যাসনাখ্যাং শ্রবণমননাভ্যাসফলভূতাং পরাং

যজ্ঞোপবীতাদিও ত্যাগ করিয়া একটী দণ্ড. কমণ্ডলু, এবং শাস্ত্রানুমোদিত কৌপীনরূপ আচ্ছাদন, স্বীয় শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য লইয়া পরমহংসপরিব্রাজক হইয়া **নির্ম্মমঃ**=দেহ এবং জীবনের প্রতিও মমকার (মমত্ব) রহিত—। এই কারণে অহঙ্কার মমকার না থাকায় এবং হর্ষ ও বিষাদ অপগত হওয়ায় যিনি **শান্তঃ**=চিত্তবিক্ষেপশূন্য ; এতাদৃশ যতি জ্ঞানসাধনের পরিপক্কতাক্রমে **ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে**=ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়া থাকেন।৬—৫৩॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞানের সাধনগুলি বলিতেছেন। শুদ্ধ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, রাগদ্বেষত্যাগ, একান্তবাস, লঘু আহার, বিষয়ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং নিয়ত ধ্যানযোগ—ইহারা জ্ঞানমার্গের প্রধান উপায়।৫১—৫৩॥

অনুবাদ—কিরূপ ক্রমে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন তাহাই বলিতেছেন—। **ব্রহ্মভুতঃ**=শ্রবণ এবং মননের অভ্যাসবশতঃ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় সম্পন্ন। **প্রসন্নাত্মা**=শম, দম প্রভৃতির অভ্যাসবশতঃ শুদ্ধচিত্ত ; এই কারণে তিনি **ন শোচতি**=নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং **ন কাঙ্ক্ষতি**=অপ্রাপ্ত বিষয় পাইতে ইচ্ছা করেন না ; এই কারণেই তিনি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ কোন কিছু আরম্ভ করেন না বলিয়া **সমঃসর্ব্বেষু ভুতেষু** সর্ব্বভূতে সমান অর্থাৎ সকল স্থলেই আত্মৌপম্যপূর্ব্বক (নিজেকে দৃষ্টান্ত করিয়া, নিজের ন্যায় সকল প্রাণীতে) সুখ, দুঃখ দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ নিজের সুখদুঃখ তুলনা করিয়াই সকল স্থলে অন্যান্য জীবেরও সুখ দুঃখ যে তাদৃশ তাহা বুঝিয়া—এতাদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ যতি **মদ্‌ভক্তিম্**=আমার উপর অর্থাৎ ভগবান্ শুদ্ধ পরমাত্মার উপর ভক্তি অর্থাৎ পরিপক্কনিদিধ্যাসন নামক ব্রহ্মাকারচিত্তবৃত্তিরূপ যে উপাসনা যাহা শ্রবণ ও মননের অভ্যাসের

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

অহং যাবান্, যঃ চ অস্মি, মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি ; ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা, তদনন্তরং মাং বিশতে অর্থাৎ সেই পরম ভক্তিবশতঃ আমি যেরূপ সর্ব্বব্যাপী এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন এবং আমায় স্বরূপত জানিয়া সেই জ্ঞানের পরিপাকে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া যান ॥ ৫৫

শ্রেষ্ঠামব্যবধানেন সাক্ষাৎকারফলং চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যত্রোক্তস্য ভক্তিচতুষ্টয়স্যান্ত্যাং জ্ঞানলক্ষণামিতি বা ॥ ৫৪ ॥

ততশ্চ—ভক্ত্যা নিদিধ্যাসনাত্মিকয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া মামদ্বিতীয়মাত্মানমভিজানাতি সাক্ষাৎকরোতি। যাবান্ বিভুর্নিত্যশ্চ যশ্চ পরিপূর্ণসত্যজ্ঞানানন্দঘনঃ সদা বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিরখণ্ডৈকরস একস্তাবন্তঞ্চাভিজানাতি।১ ততো মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা অহমস্ম্যখণ্ডানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকৃত্য বিশতে অজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ সর্ব্বোপাধিশূন্যতয়া মদ্রূপ এব ভবতি। তদনন্তরং বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মভোগেণ দেহপাতানন্তরং ন তু জ্ঞানানন্তরমেব, ক্ত্বাপ্রত্যয়েনৈব তল্লাভে তদনন্তরমিত্যস্য বৈয়র্থ্যাপাতাৎ।২

ফল স্বরূপ তাহা **লভতে**=লাভ করেন। আর সেই যে ভক্তি তাহা **পরাম্**=শ্রেষ্ঠা, যেহেতু অব্যবধানে আত্মসাক্ষাৎকারই তাহার ফল ; অথবা "চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্" এই স্থলে যে চারি প্রকার ভক্তির বিষয় বলা হইয়াছে তাহারই অন্তিমা জ্ঞানরূপা যে ভক্তি তাহাই এস্থলে পরা ভক্তি।৫।

ভাবপ্রকাশ—রাগদ্বেষরহিত হইলেই প্রসন্নতা দেখা দেয়। এই প্রসন্নতাই জ্ঞানযোগ্যতা ; এই প্রসন্নতা ব্রহ্মভূতত্ব। এই অবস্থায় শোক থাকেনা, আকাঙ্ক্ষা থাকে না। মূল তত্ত্বের সহিত সংস্পর্শ হয় বলিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন এই অবস্থায় লাভ হয়। এই প্রসন্নতাই আকর্ষণ আনিয়া দেয় ; এই আকর্ষণই পরাভক্তি। শুদ্ধি হইলেই তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা যায়—এই পরম আকর্ষণই পরা ভক্তি।৫৪ ॥

অনুবাদ—আর সেই কারণে **ভক্ত্যা**=নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞান-নিষ্ঠার দ্বারা **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে **অভিজানাতি**=সাক্ষাৎকার করে। আমি **যাবান্**=যে পরিমাণ অর্থাৎ আমার স্বরূপ যে বিভু ও নিত্য, **যশ্চাস্মি**=এবং আমি যাহা অর্থাৎ পরিপূর্ণ সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার উপাধিরহিত, অখণ্ড একরস এবং এক—সেইরূপে আমায় সাক্ষাৎকার করে।১ **ততঃ**=তদনন্তর, এই প্রকারে **মাং**=আমায় **তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা**=তত্ত্বতঃ জানিয়া অর্থাৎ আমি অখণ্ডানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছি, এইরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া **বিশতে**=অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্যের নিবৃত্তি হইলে সকল প্রকার উপাধিশূন্য হইয়া মৎস্বরূপ হইয়া যায়। **তদনন্তরম্**=তাহার পর অর্থাৎ প্রবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হইয়া যাইলে দেহ-ত্যাগের পর, কিন্তু জ্ঞান লাভের পরক্ষণেই যে মৎস্বরূপ হয় তাহা নহে ; কারণ 'জ্ঞাত্বা' এই স্থলে যে ক্ত্বা প্রত্যয়টী রহিয়াছে তাহা দ্বারাই যখন ঐ অর্থটী পাওয়া যায় তখন পুনরায় "তদনন্তরম্" এই পদটী প্রয়োগ করার ব্যর্থতা প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।২

তস্মা"ত্তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য" ইতি শ্রুত্যর্থ এবাত্র দর্শিতো ভগবতা।৩ যদ্যপি জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্তিতমেব দীপেনেব তমস্তস্য তদ্বিরোধিস্বভাবত্বাৎ, তথাপি তদুপাদেয়মহঙ্কারদেহাদি নিরুপাদানমেব যাবৎ প্রারব্ধকর্ম্মভোগমনুবর্ত্ততে দৃষ্টত্বাদেব, ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম।৪ তার্কিকৈরপি হি সমবায়িকারণনাশাদ্ দ্রব্যনাশমঙ্গীকুর্ব্বদ্ভির্নিরুপাদানং দ্রব্যং ক্ষণমাত্রং তিষ্ঠতীত্যঙ্গীকৃতম্। নিত্যপরমাণুসমবেতদ্ব্যণুকনাশে ত্বসমবায়িকারণনাশাদেব দ্রব্যনাশঃ। সমবায়নিরূপিতকারণনাশত্বমুভয়োরনুগতমিতি নাননুগমঃ।৫ যে ত্বসমবায়িকারণনাশমেব সর্ব্বত্র কার্য্যদ্রব্যনাশকমিচ্ছন্তি তেষামাশ্রয়নাশস্থলে ক্ষণদ্বয়মনুপাদানং কার্য্যং তিষ্ঠতি। এবং চ তত্রৈব প্রতিবন্ধকসন্নিপাতে বহুকালাবস্থিতিঃ কেন বার্য্যতে। প্রারব্ধকর্ম্মণশ্চ প্রতিবন্ধকত্বং শ্রুতিসিদ্ধম্, অন্তঃকরণদেহাদ্যবস্থিত্যন্যথানুপপত্তিসিদ্ধং চ। এবং শিষ্যসেবকাদ্যদৃষ্টমপি

[অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পরক্ষণেই ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি হয়, এইরূপ অর্থ যদি বিবক্ষিত হইত তাহা হইলে "জ্ঞাত্বা বিশতে" এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিত, পুনরায় "তদনন্তরম্" এই পদটী প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইত না, কারণ ঐ প্রকার অর্থে ঐ পদটীর কোন সার্থকতা থাকে না। অথচ ঐ পদটী যখন প্রযুক্ত হইয়াছে তখন উহার দ্বারা অধিক কোন অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে। আর জ্ঞানোদয় হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম বলবৎ থাকায় যে মুক্তি হয় না, ইহা যখন শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ তখন বুঝিতে হইবে যে "তদনন্তরম্" ইহার অর্থ ভোগের দ্বারা প্রবল প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানের (ক্ষয়ের) অনন্তর যখন দেহপাত হয় তখনই তাহার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।] ২ অতএব এস্থলে ভগবান্—"সেই ব্যক্তির (ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তির) ততক্ষণ মাত্র বিলম্ব থাকে যতক্ষণ না সে প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারে, আর তদনন্তরই সে সৎসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া যায়" এই শ্রুতির অর্থই দেখাইয়া দিলেন।৩ যদ্যপি দীপ যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞান অবশ্যই নিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী, (সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর অজ্ঞান থাকিতেই পারে না) তথাপি যাবৎকাল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হইতে থাকে তাবৎকাল সেই অজ্ঞানের উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য যে অহঙ্কার, দেহ প্রভৃতি সেগুলি নিরুপাদান (উপাদানবিহীন) হইয়াই থাকিয়া যায়, কারণ এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর যাহা দৃষ্ট তাহা অনুপপন্ন হইতে পারে না ; অর্থাৎ যুক্তি নাই বলিয়া দৃষ্ট, সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বিষয়ের অসমীচীনতা আপাদন করা চলে না।৪ যেহেতু তার্কিকরাও সমবায়িকারণ নাশ হইতে দ্রব্যের নাশ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহারা ইহাও অঙ্গীকার করেন যে সমবায়িকারণ নাশ হইবার পর দ্রব্য একক্ষণ নিরুপাদান (উপাদান বিহীন) হইয়াই অবস্থান করে। তবে নিত্য পরমাণু সমবেত দ্ব্যণুকের নাশের বেলায় অসমবায়ি কারণের নাশবশতই অর্থাৎ পরমাণুদ্বয়ের সংযোগের নাশবশতই দ্রব্য দ্ব্যণুকের নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই উভয়স্থলেই সমবায়-নিরূপিত কারণনাশ অনুগত রহিয়াছে ; কাজেই কোন প্রকার অননুগম হয় না।৫ আর যাঁহারা সকল স্থলেই অসমবায়িকারণনাশকে কার্য্য দ্রব্যের নাশক (বিনাশের হেতু) বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে আশ্রয়নাশস্থলে কার্য্য দ্রব্য দুইক্ষণ সময় উপাদানবিহীন হইয়াই থাকে। আর তাহাই যদি

তৎপ্রতিবন্ধকম্। তদভাবমপেক্ষ্য চ পূর্ব্বসিদ্ধ এবাজ্ঞাননাশস্তৎকার্য্যমন্তঃকরণাদিকং নাশয়তীতি ন পুনর্জ্ঞানাপেক্ষা। তদুক্তং—“তীর্থে শ্বপচগেহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্দেহম্। জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোক” ইতি।৬ ন জানামীত্যাদিপ্রত্যয়স্তু তস্য নিবৃত্তাজ্ঞানস্যাপ্যজ্ঞাননাশজনিতাদনুপাদানাৎ সাক্ষাদাত্মাশ্রয়াদেবাজ্ঞানসংস্কারাত্তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারনিবর্ত্ত্যাদন্তঃকরণস্থিত্যবধেরিতি বিবরণকৃতঃ।৭ অহং ব্রহ্মাস্মীতি চরমসাক্ষাৎকারানন্তরমহং ব্রহ্ম ন ভবামি ন জানামীত্যাদিপ্রত্যয়ো নাস্ত্যেব। যদি পরং ঘটং ন জানামীত্যাদিপ্রত্যয়ঃ স্যাত্তদুপপাদনায় চেয়ং সংস্কারকল্পনেতি নানুপপন্নম্।৮ অজ্ঞানলেশপদেনাপ্যয়মেব সংস্কারো বিবক্ষিতঃ। ন হি সাবয়বমজ্ঞানং, যেন কিয়ন্নশ্যতি কিয়ত্তিষ্ঠতীতি বাচ্যং, অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। একদেশাভ্যুপগমে তু তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুনশ্চরমং

হয় তাহা হইলে এই খানেই যদি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তাহা হইলে কার্য্যদ্রব্যের যে বহুক্ষণ অবস্থান হইতে পারে, তাহা কে নিবারণ করিবে? আর বিদেহ মুক্তির প্রতি প্রারব্ধ কর্ম্মের যে প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহা শ্রুতিসিদ্ধ এবং তাহা অন্তঃকরণ, দেহ প্রভৃতির অবস্থিতির অন্যথা-অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ। এইরূপ শিষ্য এবং সেবক প্রভৃতির অদৃষ্টও তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। আর সেই প্রতিবন্ধকাভাবকে অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞাননাশই সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ যে অন্তঃকরণাদি তাহার বিনাশ সাধন করিয়া থাকে, এই কারণে (অজ্ঞাননাশের বহু পরেও প্রারব্ধভাগের জন্য অন্তঃকরণাদি বিদ্যমান থাকিলেও প্রারব্ধক্ষয়ান্তে যখন সেই প্রতিবন্ধকের নাশ হওয়ায় প্রতিবন্ধকাভাব ঘটে তখন) পুনরায় আর জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। (যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান একবার হইলে তাহার আর বাধ হয় না। প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে তাহা নির্ব্বাধে সকার্য্য অজ্ঞানের নাশ করিবেই।) এই জন্য এইরূপ কথিতও আছে, “তীর্থেই হউক অথবা শ্বপচগৃহেই (চণ্ডালভবনেই) হউক নষ্টস্মৃতি হইয়াও যদি তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ মরণকালে যদি তিনি সংজ্ঞাশূন্য থাকিয়া সুতরাং পূর্ব্বোৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের স্মৃতিবিহীন হইয়াই প্রাণত্যাগ করেন তথাপি তিনি জ্ঞানোদয়ের সমকালেই মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া শোকশূন্য হইয়া বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৬ এতাদৃশ ব্যক্তির অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ‘আমি জানি না’ এই প্রকার যে প্রত্যয় (জ্ঞান) হয়, তাহা অজ্ঞাননাশজনিত অনুপাদান আত্মাশ্রিত অজ্ঞানসংস্কার হইতেই হইয়া থাকে; আর ঐ যে আত্মাশ্রিত অজ্ঞানসংস্কার তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কার হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে, আর অন্তঃকরণের অবস্থিতিই ঐ অজ্ঞান নাশজনিত অজ্ঞান সংস্কারের অবধি বা সীমা,—বিবরণকার (বিবরণাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন।৭ “অহং ব্রহ্ম অস্মি” এই প্রকার চরম সাক্ষাৎকার হইলে আর “অহং ব্রহ্ম ন ভবামি”—আমি ব্রহ্ম নহি, কিংবা “ন জানামি”=‘আমি ব্রহ্ম জানি না’,” এইরূপ প্রত্যয় (অনুভব) হয়ই না। তবে তাদৃশ ব্যক্তির যদি ‘আমি ঘটটীকে জানিতেছি না’ ইত্যাকার প্রত্যয় (জ্ঞান) হয় তবে তাহার উপপাদনের (সমাধানের) জন্য ঐ প্রকার আত্মাশ্রিত অজ্ঞানসংস্কারের কল্পনা করা হইয়া থাকে; কাজেই ইহা (ঘটাদি যৎকিঞ্চিৎ বস্তু বিষয়ক ঐ প্রকার অজ্ঞান) অর্থাৎ ঐ প্রকার ‘না জানা’ অনুপপন্ন হয় না।৮ শাস্ত্রে যে অজ্ঞানলেশ বলিয়া শব্দ আছে তাহার দ্বারা এই আত্মাশ্রিত

জ্ঞানমপেক্ষিতমেব। তচ্চ মৃতিকালে দুর্ঘটমিতি তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারনাশ্যতা তস্যাভ্যুপেয়া। ততশ্চ সংস্কারপক্ষান্ন কোঽপি বিশেষ ইতি পূর্ব্বোক্তৈব কল্পনা শ্রেয়সী।৯ ঈদৃশজীবন্মুক্ত্যপেক্ষয়া চ প্রাগ্ ভগবতোক্ত"মুপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন" ইতি, স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণানি চ ব্যাখ্যাতানি। তস্মাৎ সাধুক্তং বিশতে তদনন্তরমিতি ॥ ১০—৫৫ ॥

অজ্ঞানসংস্কারই বিবক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ, অজ্ঞান ত সাবয়ব নহে যে তাহার কিয়দংশ নষ্ট হইবে আবার কিয়দংশ থাকিবে, এইরূপ বলা যাইবে; যেহেতু তাহা অনির্ব্বচনীয়ই হইতেছে। আর যদিই বা অজ্ঞানের একদেশ (অংশ বা অবয়ব) স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও অপর একদেশের নিবৃত্তির জন্য পুনরায় চরম (অন্তিম) জ্ঞানের অবশ্যই অপেক্ষা থাকিবে। কিন্তু মৃতিকালে অর্থাৎ দেহপাত কালে সেই নূতন চরম জ্ঞান দুর্ঘটই হইয়া থাকে। (যেহেতু সজ্ঞান অবস্থাতেই যে মৃত্যু হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। 'নষ্টস্মৃতি' হইয়াও নরিতে পারে।) এই কারণে তাহার অর্থাৎ সেই অজ্ঞানসংস্কারের তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারনাশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে—তাহা যে পূর্ব্বোৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানেরই সংস্কারের দ্বারা দেহপাতকালে উচ্ছিন্ন হয় তাহা স্বীকার করিতে হয়। আর এরূপ হইলে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সংস্কারপক্ষ হইতে ইহার কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সংস্কার কল্পনাই ভাল অর্থাৎ অজ্ঞাননাশজনিত যে অজ্ঞান সংস্কার তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কার হইতেই নষ্ট হয়, এইরূপ বলাই ভাল।৯ এই প্রকার জীবন্মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ" = তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমায় জ্ঞানের বিষয় উপদেশ দিবেন।" আর ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সকলও পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ভগবান্ যে বলিয়াছেন "বিশতে তদনন্তরম্" ইহা সঙ্গতই হইয়াছে।১০—৫৫॥

তাৎপর্য্য—এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ জীবন্মুক্তির কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, টীকাকার আচার্য্য তাহাই বিচার পূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে—ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্ববিষয়ক অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছে—তাঁহার যদি দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত সক্রিয় থাকে তাহা হইলে তাঁহার সেই যে মুক্তি তাহা জীবন্মুক্তি। তাঁহার মুক্তি অবশ্যই হইয়াছে; কারণ তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর অজ্ঞানরূপ বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে তাঁহার দেহপাত হয় নাই—কাজেই তাঁহার **বিদেহকৈবল্য** অর্থাৎ **বিদেহমুক্তি** হয় নাই, এই মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাদের যে নাশ—আত্যন্তিক উচ্ছেদ, তাহাই **বিদেহকৈবল্য** বা **বিদেহমুক্তি**। আর অবিদ্যার কার্য্য যে দেহেন্দ্রিয়াদি সেগুলি থাকিয়া যাইবে অথচ অবিদ্যারূপ বন্ধের নাশ হইবে, এইপ্রকার যে মুক্তি ইহা জীবন্মুক্তি। বৃহদারণ্যক্ বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ" অর্থাৎ অবিদ্যার যে 'অস্তময়'—উচ্ছেদ তাহাই মোক্ষ, আর সেই অবিদ্যাই বন্ধ। দীপ জ্বালিলে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তাহা অবশ্যই নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে অবিদ্যা ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না, যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। আর অজ্ঞানই অবিদ্যা। কাজেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাত বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যা ক্ষণমাত্রও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না—অবিদ্যার নাশ হইবেই। আর অবিদ্যার

নাশই মোক্ষ ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কাজেই জীবন্মুক্তি যুক্তিসিদ্ধ। এস্থলে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, অবিদ্যার নাশ হইলেও দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাত কিরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে? কারণ অবিদ্যা হইতেছে দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতের উপাদান; আর দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত হইতেছে তাহার উপাদেয় বা কার্য্য। কারণের নাশ হইলে কার্য্য কিভাবে থাকিতে পারে? যেহেতু কারণই কার্য্যের আধার। ইহার উত্তরে বলা হয়;—এই জীবন্মুক্তি যখন দৃষ্ট—— পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪—৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে জীবন্মুক্ত পুরুষ যখন প্রত্যক্ষতঃ অনুভূত হয়, অথচ সেই দর্শনের মূলে কোন দোষও নাই, যাহার জন্য ঐ দর্শনটী মিথ্যা হইতে পারে, বিশেষতঃ শ্রুতি ও যুক্তি যখন ইহা সমর্থন করিতেছে তখন জীবন্মুক্তি অস্বীকার করা যায় কিরূপে? আর জীবন্মুক্তি যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অবিদ্যারূপ উপাদান নষ্ট হইয়াছে অথচ তাহার কার্য্য দেহোন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত থাকিয়া যাইতেছে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর ইহা যে কেবল বেদান্তিগণই স্বীকার করেন তাহা নহে, উপাদানবিহীন হইয়াও যে কার্য্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে পারে তাহা নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ ইহা স্বীকার না করিলে কার্য্যদ্রব্যের নাশ নির্যুক্তিক হইয়া পড়ে। যেহেতু কারণের নাশ না হইলে কার্য্যের নাশ হয় না। কারণ বলিতে সমবায়ি কারণ কিংবা অসমবায়ি কারণ বুঝিতে হইবে। যেমন কপালদ্বয় ঘটের সমবায়ি কারণ; আর কপালদ্বয়ের যে সংযোগ তাহা ঘটের অসমায়ি কারণ। ঘটের নাশ কপালদ্বয়ের নাশ হইতেও হইতে পারে আবার কপালদ্বয়ের সংযোগনাশ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যেক্ষণে কপালদ্বয়ের কিংবা তৎসংযোগের নাশ হইবে ঠিক সেইক্ষণে ঘটের নাশ হইতে পারে না। যেহেতু কপালদ্বয়ের বা তৎসংযোগের নাশ ঘটনাশের প্রতি কারণ; আর কারণ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই থাকে। সুতরাং যেক্ষণে কপালদ্বয়ের কিংবা তৎসংযোগের নাশ হইতেছে ঠিক সেইক্ষণে ঘটের নাশ হইতে পারে না, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী ক্ষণেই ঘটের নাশ হইবে। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে কপালদ্বয়ের কিংবা তৎসংযোগের নাশক্ষণে ঘটরূপ কার্য্যদ্রব্যটী নিরুপাদান অর্থাৎ উপাদান বা কারণবিহীন হইয়াই থাকে। কাজেই নিরুপাদান অবস্থায় কার্য্য থাকিতে পারে না, ইহা তার্কিকগণ বলিতে পারেন না। সুতরাং অবিদ্যারূপ কারণের নাশ হইলেও তৎকার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত যে নিরুপাদান অবস্থায় থাকিতে পারে ইহা তার্কিকগণের মতানুসারেও সিদ্ধ হয়। তার্কিকমতে সমবায়ি কারণ নাশেও কার্য্যের নাশ আবার অসমাবায়ি কারণ নাশেও কার্য্যের নাশ হয়। তবে যেখানে সমবায়ি কারণ অনিত্য তথায় সমবায়ি কারণ নাশেই কার্য্যের নাশ স্বীকার করা হয়। কিন্তু সমবায়ি কারণ যদি নিত্য হয় তাহা হইলে তাহার নাশ হইতে পারে না বলিয়া তথায় অসমবায়ি কারণ নাশে কার্য্যের নাশ স্বীকার করা হয়। যেনন দুইটী পরমাণু একটী দ্ব্যণুকের সববায়ি কারণ। দ্ব্যণুক যখন কার্য্যদ্রব্য তখন তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দ্ব্যণুকের সমবায়ি কারণ যে পরমাণু তাহা নিত্য; সুতরাং তাহার নাশ হইতে পারে না কাজেই এখানে সমবায়ি কারণ নাশে কার্য্যের নাশ হয় না; কিন্তু পরমাণুদ্বয়ের যে সংযোগ তাহাই দ্ব্যণুকের অসমবায়ি কারণ। পরমাণুদ্বয়ের ঐ যে সংযোগ উহার নাশ হইলেই দ্ব্যণুকের নাশ হইয়া থাকে। এইজন্য

এখানে অসমবায়ি কারণনাশে কার্য্যের নাশ স্বীকার করা হয়। এখন কথা হইতেছে কার্য্যনাশের প্রতি কোথাও সমবায়ি কারণনাশ আবার কোথাও অসমবায়ি কারণনাশ যদি হেতু হয় তাহা হইলে অনুগম হয় না অর্থাৎ একটা অনুগত ভাব থাকে না। এই জন্য ইহার পরিহার কল্পে টীকাকার আচার্য্য বলিতেছেন "সমবায় নিরূপিত কারণ নাশত্বম্ উভয়োঃ অনুগতম্।" অর্থাৎ সমবায়িকারণ সমবায়ঘটিত; আবার অসমবায়ি কারণও সমবায় ঘটিত। সুতরাং যে স্থলে সমবায়ি কারণ নাশে কার্য্যের নাশ হয় সেখানে সমবায়ঘটিত—সমবায় নিরূপিত কারণ নাশ কার্য্য নাশের হেতু হইয়া থাকে, আবার যেখানে অসমবায়ি কারণনাশে কার্য্যের নাশ হয় সেখানেও সমবায় ঘটিত—সমবায়নিরূপিত কারণনাশ কার্য্যনাশের হেতু হইয়া থাকে। কাজেই কার্য্যনাশের প্রতি সমবায় নিরূপিত কারণনাশকে হেতু বলিলে আর অননুগম হয় না। অতএব উক্ত যে কারণেই কার্য্যের নাশ হউক না কেন কার্য্যদ্রব্য যে একক্ষণ উপাদানবিহীন হইয়া থাকে, ইহা তার্কিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং তদনুসারে, জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিদ্যার নাশ হইলে তৎকার্য্য যে দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাত তাহা যে নিরুপাদান হইয়া থাকিয়া যাইবে, তাহাতে অসঙ্গতি কি ?

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, কারণ নাশের পর কার্য্যদ্রব্য একক্ষণমাত্র না হয় নিরুপদান ভাবেই রহিল, কিন্তু তাহা যে বহুক্ষণ নিরুপাদান থাকিতে পারিবে, এপক্ষে প্রমাণ কি ? ইহার উত্তরে বেদান্তিগণ বলেন,—এস্থলে একক্ষণ বা অনেকক্ষণ লইয়া কথা নহে। কথা হইতেছে প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ লইয়া—বিনাশের উপপাদক লইয়া। যেহেতু কারণনাশ স্থলে তার্কিকগণ যে কেবল একক্ষণই কার্য্যদ্রব্যের নিরুপাদান স্থিতি স্বীকার করেন তাহা নহে; কারণনাশ স্থলে কুত্রচিৎ তাঁহারা দুইক্ষণও কার্য্যদ্রব্যের নিরুপাদান স্থিতি অঙ্গীকার করেন। যেমন, যখন ঘটের অসমবায়ি কারণ কপালদ্বয়ের সংযোগনাশের পর ঘটের আশ্রয় ঐ কপালদ্বয়ের নাশ হইলে তবে ঘটের নাশ হইবে, ইহা যখন বলা হয় তখন কার্য্যদ্রব্য যে ঘট তাহা দুইক্ষণ উপাদানবিহীন হইয়া থাকে। যেক্ষণে কপালদ্বয়ের সংযোগের নাশ হয়, তাহার পরক্ষণে কপালের নাশ হইবে এবং তাহার পরক্ষণে ঘটের ধ্বংস হইবে। সুতরাং যেক্ষণে কপালদ্বয়ের সংযোগের নাশ হয় সেইক্ষণে এবং যেক্ষণে কপালের নাশ হয় সেইক্ষণে ঘট অবিনষ্টই থাকে বলিয়া ঐ দুইক্ষণ যাবৎ ঘটরূপ কার্য্যদ্রব্যটী নিরুপাদান থাকিয়া যায়। কাজেই কার্য্যদ্রব্য যে কারণনাশ স্থলে কেবলমাত্র একক্ষণই উপাদানবিহীন ভাবে থাকে তাহা নহে। কিন্তু তাহা অনেক (একাধিক) ক্ষণও নিরুপাদান অবস্থায় থাকিতে পারে। তাহা যদি হয় তবে অবিদ্যারূপ কারণের নাশ হইলেও তৎকার্য্য যে দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত তাহা যে বহুক্ষণও নিরুপাদান হইয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা কিরূপে বলা যায়। যদি বলা হয়, কার্য্যনাশের প্রতি কারণনাশের হেতুত্ব অন্যথা-উপপন্ন হয় না বলিয়া কার্য্যদ্রব্যের নাশস্থলে কার্য্যদ্রব্য যে একক্ষণ বা দুইক্ষণ নিরুপাদান থাকে ইহা স্বীকার না করিলে চলে না কিন্তু তাহা যে বহুক্ষণও নিরুপাদান থাকিবে তাহার প্রমাণ কি ? তদুত্তরে বক্তব্য, প্রতিবন্ধক সদ্ভাবই এস্থলে দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতের বহুক্ষণ নিরুপাদান থাকিবার কারণ। প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে কারণ কার্য্যসম্পাদন করিতে পারে না। যেমন দাহ উৎপাদন করাই অগ্নির কার্য্য; কিন্তু মণিবিশেষরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে অগ্নি আর দাহ জন্মাইতে পারে না, কিন্তু সেই মণির অপসারণে প্রতিবন্ধকের অভাব ঘটিলে

তাহা স্বকার্য্য দাহ উৎপাদন করে; কাজেই প্রতিবন্ধকাভাববিশিষ্ট কারণই কার্য্যের জনক। সেইরূপ এস্থলেও বলবৎ প্রারব্ধ-কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে বলিয়া অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশ হইলেও তাহার কার্য্য যে দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত তাহা বহুক্ষণ—বহু সময়—যতক্ষণ না সেই প্রারব্ধ-কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকের নাশ হয় ততকাল থাকিয়া যায়। প্রাচীন আচার্য্যগণ ইহার উদাহরণ দিয়াছেন, "চক্রভ্রমিবৎ", "মুক্তেষুবৎ" ইত্যাদি। দণ্ডের দ্বারা কুম্ভকারের চক্র (চাক) ঘুরান হয়। দণ্ডের দ্বারা বেগ উৎপাদিত হইবার পর ঐ ভ্রমির (ঘুরিবার) কারণ যে দণ্ড তাহা নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন যতক্ষণ বেগ থাকে ততক্ষণ চক্র ঘুরিতে থাকিবে, তদনন্তর বেগ নিবৃত্ত হইলে চক্রের ভ্রমিও নিবৃত্ত হইয়া যায়, কিংবা ধনুকে বেগ দিয়া ধানুষ্ক ইষু (বাণ) ছাড়িয়া দিবার পর সেই ধনুকটী যদি নষ্ট হইয়া যায় অথবা সর্পাঘাতাদি কারণবশতঃ সেই ধানুষ্কও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় তথাপি তৎকার্য্য ইষু (বাণ) নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু সেই বেগ নিবৃত্ত হইলেই ইষু নিবৃত্ত হয় এস্থলেও সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের বলবত্তা নিবন্ধন দেহেন্দ্রিয়াদি নিরুপাদান অবস্থায় থাকিয়া যায়। ঐ উদাহরণ দুইটী অবশ্য নিমিত্ত কারণ বিষয়ক। যদি বলা হয় প্রারব্ধকর্ম্ম যে এস্থলে প্রতিবন্ধক তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য, শ্রুতি এবং অর্থাপত্তিই এস্থলে প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" অর্থাৎ যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার বিদেহ কৈবল্যলাভে ততক্ষণই বিলম্ব যতক্ষণ না এই দেহ বিমুক্ত হয়।" তত্ত্বজ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নাশ হইবে; আর বিদ্যার নাশই মোক্ষ। সুতরাং "তাবদেব চিরং" ততক্ষণই বিলম্ব, ইহা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এইরূপ, "যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" অর্থাৎ "পদ্মপত্রে যেমন জলের সংশ্লেষ হয় না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরও পাপ স্পর্শ হয় না।" তত্ত্বজ্ঞানের পর যদি শরীরই না থাকে তাহা হইলে সেই শরীর নিষ্পাদ্য যে কর্ম্ম তাহাও থাকিতে পারে না। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন তত্ত্বজ্ঞানের পর পাপস্পর্শ হয় না। কাজেই এই শ্রুতিও ইহাই সূচিত করিয়া দিতেছেন যে তত্ত্বজ্ঞানের পরও শরীর এবং সেই শরীর নিষ্পাদ্য কর্ম্ম ও ভোগ থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের পরও যাঁহার তাহা থাকে তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। কাজেই এই শ্রুতিও জীবন্মুক্তির কথাই বলিয়াছেন। তাই বেদান্তদর্শনের "অনারব্ধকার্য্যে এব তু তদবধেঃ" (৪।১।১৫) এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"অপ্রবৃত্তফলে এব পূর্ব্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃতদুষ্কৃতে ক্ষীয়েতে ন ত্বারব্ধকার্য্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যামেতদ্ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্ম্মিতম্" অর্থাৎ জন্মান্তরে সঞ্চিত কিংবা ইহজন্মে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্চিত যে সুকৃতি দুষ্কৃত তাহার ক্ষয় হয়, কিন্তু যে সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে কিংবা যাহার ফল অৰ্দ্ধভুক্ত হইয়াছে তাদৃশ সুকৃতদুষ্কৃত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য পূজ্যপাদ চিৎসুখাচার্য্য তদীয় প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন—"তথাচ শরীরান্তকানি কর্ম্মাণি উপজীব্য জ্ঞানার্থানি কর্ম্মাণি তদবিরোধেন স্বফলং প্রযচ্ছন্তি" অর্থাৎ যে শরীরে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে; যে সমস্ত কর্ম্মের ফলে তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই শরীর তাহাদের উপজীব্য, আর তাদৃশ কর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান উপজীবক। উপজীবক উপজীব্যের বিরোধী হইতে পারে না। কাজেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক শরীরের নাশ হইতে পারে না। সুতরাং সেই তত্ত্ব-

জ্ঞানোৎপাদক শরীর যে প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে তাহা উপজীব্য বলিয়া প্রবল। এই কারণেই প্রারব্ধ কর্ম্মকে 'বলবৎ' বলা হয়।

জীবন্মুক্তি না হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের পরেও দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতের স্থিতি অন্যথা উপপন্ন হয় না। কাজেই এই প্রকার অর্থাপত্তিবলেও জীবন্মুক্তি স্বীকার্য্য। আরও জীবন্মুক্ত পুরুষ না থাকিলে অন্য কেহ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে অন্ধপরম্পরা ন্যায় হইবে। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্ধেনৈব নীয়মানো যথান্ধঃ"। অতএব তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ অন্যথা-উপপন্ন হয় না বলিয়াও, এইপ্রকার অর্থাপত্তিবলে জীবন্মুক্তি স্বীকার্য্য। আর শ্রুতিও "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই বাক্যে জীবন্মুক্ত পুরুষের কথা বলিয়া গিয়াছেন, যেহেতু জীবন্মুক্ত পুরুষই আচার্য্য হইতে পারেন। প্রারব্ধ কর্ম্ম যেমন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বিদেহকৈবল্যের প্রতিবন্ধক শিষ্যসেবক প্রভৃতির অদৃষ্টও সেইরূপ তাহার প্রতিবন্ধক। তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাঁহার দেহপাত হয় তাহা হইলে আর শিষ্যসেবকাদিরা তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ লাভ করিতে পারে না। এই সমস্ত প্রতিবন্ধক যখন দূর হয় তখন সেই পূর্ব্বসিদ্ধ জ্ঞানই অন্তঃকরণদেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতকে নষ্ট করিয়া দেয়। ঐগুলির নাশের জন্য নূতন করিয়া আর তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না।

অতএব জীবন্মুক্ত পুরুষের স্বীয় অনুভব, শ্রুতি এবং অর্থাপত্তি প্রমাণাদিরূপ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা যখন জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় তখন প্রৌঢ়িবলে তাহার আলাপ করা তত্ত্বপক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নহে। এইজন্য পঞ্চদশী নামক গ্রন্থে পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়া গিয়াছেন—"বিনা ক্ষোদক্ষমং মানং তৈর্বৃথা পরিকল্প্যতে। শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যো বদতাং কিংনু দুঃশকম্॥" অর্থাৎ বৈশেষিগণ বলেন—দ্রব্য গুণের আশ্রয় বলিয়া দ্রব্যনাশে গুণের নাশ হয়; কাজেই গুণ একক্ষণ নিরাধার নিরুপাদান অবস্থায় থাকিয়া যায়। অথচ অনুভবে দেখা যায় যে দ্রব্য এবং গুণ যুগপৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং দৃঢ় যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও বৈশেষিগণের ঐ কল্পনা যদি স্বীকার করিতে পারা যায় তাহা হইলে জীবন্মুক্তের দেহেন্দ্রিয়াদি নিরুপাদান অবস্থায় থাকিয়া যায়, ইহা যখন শ্রুতি, যুক্তি এবং জীবন্মুক্তের অনুভবের দ্বারা দৃঢ়তরভাবে প্রমাণসিদ্ধ তখন ঐ প্রকার জীবন্মুক্তির কথা বলা আমাদের (বেদান্তিগণের) পক্ষে কি একটা দুঃসাধ্য, অদ্ভুত ব্যাপার?

এইভাবে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইলে, জীবন্মুক্ত পুরুষের 'ন জানামি' অর্থাৎ 'আমি জানি না' এই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে কি না, ইহাই সংশয়। কারণ তাঁহার যখন অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন আর ঐ প্রকার অজ্ঞান থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে টীকাকার আচার্য্য বিবরণাচার্য্যের (প্রকাশাত্ম যতির) মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও ঐ প্রকার ব্যবহার হইতে পারে। কারণ অজ্ঞানের নাশ হইলেও অবিদ্যালেশ নামক অজ্ঞাননাশজনিত অজ্ঞানসংস্কার থাকিয়া যায়। যেমন সূত্র বা বস্ত্রাদি দগ্ধ হইয়া গেলেও তাহার নাশজনিত সূত্রাকার বা পাতিত (বিছান) বস্ত্রের আকারযুক্ত ভস্মরূপ ঐ সূত্রের বা বস্ত্রের বাসনা থাকিয়া যায় অজ্ঞানের নাশ হইলেও সেই অজ্ঞাননাশজনিত তাদৃশ সংস্কার থাকিয়া যায় আর প্রারব্ধভোগ পর্য্যন্তই তাহা বিদ্যমান থাকে। অজ্ঞাননাশজনিত ঐ প্রকার অজ্ঞানসংস্কারকেই অবিদ্যালেশ বলা হয়। আত্মাই ঐ অবিদ্যালেশের আশ্রয়। কারণ অবিদ্যার নাশ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা আর উহার আশ্রয় হইতে পারে না। আর প্রারব্ধভোগান্তে উহার যে নাশ হয় তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কারবলেই সাধিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

সদা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি, মদব্যপাশ্রয়ঃ মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতং অব্যয়ং পদং প্রাপ্নোতি অর্থাৎ সর্ব্বদা নিত্য ও নৈমিত্তিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও আমার শরণাগত ব্যক্তি আমার প্রসন্নতাবশতঃ শাশ্বত ও অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৬

নন্বু যোঽনাত্মজ্ঞোঽশুদ্ধান্তঃকরণঃ সোঽন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তং সহজং কর্ম্ম ন ত্যজেৎ। যস্তু শুদ্ধান্তঃকরণঃ স নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতীত্যুক্তম্, সন্ন্যাসশ্চ ব্রাহ্মণেনৈব কর্ত্তব্যো ন ক্ষত্রিয়বৈশ্যাভ্যামিতি প্রাগুক্তং ভগবতা "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইত্যত্র।১ তত্র শুদ্ধান্তঃকরণেন ক্ষত্রিয়াদিনা কিং কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি, কিংবা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। নাদ্যঃ, "আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে" ইত্যাদিনা যোগমন্তঃকরণশুদ্ধিমারূঢ়স্য কর্ম্মানুষ্ঠাননিষেধাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ" ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণধর্ম্মস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসস্য ক্ষত্রিয়াদিকং প্রতি নিষেধাৎ।২

সুতরাং তাহার জন্য আর পৃথক্‌ভাবে তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক হয় না। ঘটাদি বস্তু সম্বন্ধেই তাঁহার ঐ প্রকার ('ন জানামি' ইত্যাকার) ব্যবহার হইতে পারে; কিন্তু "ব্রহ্ম ন জানামি" কিংবা "ব্রহ্ম ন ভবামি" অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মকে জানি না, কিংবা আমি ব্রহ্ম নহি' এই প্রকার ব্যবহার তাদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষের হইতে পারে না—হয়ই না। আর অজ্ঞাননাশজনিত ঐ প্রকার সংস্কারকেই অবিদ্যালেশ বলা হইল কেন, না বলিলে দোষ কি এবং অবিদ্যানাশজনিত অজ্ঞানসংস্কার তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারের দ্বারাই নষ্ট হয় কেন, উহা নূতন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইবে না কেন, তাহাতে দোষ কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা টীকার ৯ ও ১০ সংখ্যক সন্দর্ভে করা হইয়াছে।

ভাবপ্রকাশ—এই ভক্তিই জ্ঞানের অব্যবহিত সহচর। এই পরাভক্তি না হইলে কিছুতেই জ্ঞানলাভ হয়না, তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান পাইতে হইলে এই ভক্তিধনের অধিকারী হইতে হয়। জ্ঞানও যাহা স্বরূপে প্রবেশও তাহাই।৫৬॥

অনুবাদ—আচ্ছা, যে ব্যক্তি অনাত্মজ্ঞ অশুদ্ধচিত্ত যতকাল না তাহার অন্তঃকরণশুদ্ধি জন্মে ততকাল তাহার পক্ষে স্বাভাবিক কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। আর যিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন তিনি যে সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিলাভ করেন, তাহাও বলা হইয়াছে। আর ঐ যে সন্ন্যাস উহা ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যের তাহা করণীয় নহে,ইহাও ভগবান্ "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" এই স্থলে বলিয়াছেন।১ সুতরাং তাহা হইলে শুদ্ধান্তঃকরণ ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে কি কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠেয় অথবা তাহাদের সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য, এইরূপ সংশয় হয়। ইহার মধ্যে আদ্য (প্রথম) পক্ষটী সঙ্গত নহে অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে কর্ম্মকলাপ যে অনুষ্ঠেয় তাহা বলা চলে না, কারণ "আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে"="কর্ম্মই অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ যোগাভিলাষী মুনির সেই চিত্তশুদ্ধিরূপ যোগলাভের কারণ, আর তিনি

ন চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মত্যাগয়োরন্যতরমন্তরেণ তৃতীয়ঃ প্রকারোঽস্তি। তস্মাদুভয়োরপি প্রতিষিদ্ধত্বেন গত্যন্তরাভাবেন চাবশ্যকর্ত্তব্যে প্রতিষেধাতিক্রমে কর্ম্মত্যাগ এব শ্রেয়ান্ বন্ধহেতুপরিত্যাগেন মোক্ষসাধনপৌষ্কল্যাৎ, ন তু কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বেন মোক্ষসাধনজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বাদিত্যভিপ্রায়মর্জ্জুনস্যালক্ষ্যাহ ভগবান্—।৩ যঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সোঽবশ্যম্ ভগবদেকশরণো ভগবদেকশরণতাপর্য্যন্তত্বাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধেঃ।৪ এতাদৃশশ্চেৎ ব্রাহ্মণঃ সংন্যাসপ্রতিবন্ধরহিতঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্যতু নাম। সংসারবিমোক্ষস্তু তস্য ভগবদেকশরণস্য ভগবৎপ্রসাদাদেব।৫ এতাদৃশশ্চেৎ ক্ষত্রিয়াদিঃ সংন্যাসানধিকারী করোতু নাম কর্ম্মাণি, কিন্তু মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহং ভগবান্ বাসুদেব

যোগারূঢ় হইলে শম অর্থাৎ সন্ন্যাসই তাঁহার জ্ঞানের কারণ হয়”—ইত্যাদি সন্দর্ভে অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধই হইয়াছে।২ আর দ্বিতীয় পক্ষটীও সঙ্গত নহে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যদি অন্তঃকরণশুদ্ধি লাভ করে তাহা হইলে তাহাদেরও সন্ন্যাসগ্রহণ কর্ত্তব্য, এই পক্ষটীও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপ ব্রাহ্মণধর্ম্ম (পরধর্ম্ম) নিষিদ্ধই হইয়াছে। [অর্থাৎ উক্ত সন্দর্ভে বলা হইয়াছে এই যে, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্ম নহে, কিন্তু উহা ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম। সুতরাং ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে উহা পরধর্ম্ম; অতএব তাহাদের উহা গ্রহণ করা উচিত নহে।]২ আর কর্ম্মানুষ্ঠান এবং কর্ম্মত্যাগ এই দুইটী ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় প্রকারও নাই। অতএব ঐ দুইটীই নিষিদ্ধ বলিয়া এস্থলে গত্যন্তর না থাকায় যখন অবশ্যই নিষেধ অতিক্রম করিতে হইবে, তখন এস্থলে কর্ম্ম ত্যাগই শ্রেয়ান্, [অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে কর্ম্মত্যাগ নিষিদ্ধ হইলেও ঐ নিষেধটী অতিক্রম (লঙ্ঘন) করিয়া কর্ম্মত্যাগ করাই ভাল, কিন্তু ‘চিত্তশুদ্ধির পর আর কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে’, এই যে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধ ইহা লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে উচিত নহে।] কারণ তাহাতে বন্ধের হেতু সকল (অর্থাৎ কর্ম্ম সকল) পরিত্যক্ত হয় বলিয়া মোক্ষের সাধনের পুষ্কলতা (প্রাচুর্য্য) হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ নিষেধ অতিক্রম করিলেও মোক্ষের দিকেই অগ্রসর হওয়া যায়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে কর্ম্মকলাপ আর অনুষ্ঠেয় নহে, যেহেতু কর্ম্ম চিত্ত-বিক্ষেপের হেতু হয় বলিয়া মোক্ষের সাধনস্বরূপ যে জ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে। অর্জ্জুনের এইরূপ অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন “সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি” ইত্যাদি।৩ যিনি পূর্ব্বকথিত কর্ম্ম সকলের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন তিনি অবশ্যই ভগবদেকশরণ হন—একমাত্র ভগবান্‌কেই শরণ লইয়া থাকেন, যেহেতু অন্তঃকরণশুদ্ধি ভগবদেকশরণপর্য্যন্তই হইতেছে অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধির পর্য্যন্ত (শেষ অবস্থা) হইতেছে একমাত্র ভগবান্‌কেই আশ্রয় করা।৪ কোন ব্রাহ্মণ যদি এইরূপ হন এবং তাঁহার সন্ন্যাসের যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ত করুন। কিন্তু তাঁহার সংসার মোচন হইতে হইলে (তিনি যদি ভগবদেকশরণ হন তবে) সেই ভগবানের প্রসাদেই তাহা হইবে।৫ আর কোন ক্ষত্রিয়াদি যদি এইরূপ হন তাহা হইলে তিনিও সন্ন্যাসের অনধিকারী হওয়ায় যদি কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করেন ত তাহা করিতে থাকুন, কিন্তু মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ=আমি অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবই ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ শরণ যাঁহার তিনি মদ্ব্যাপাশ্রয়, সেই রূপ হইয়া অর্থাৎ ভগবদেকশরণ হইয়া আমার উপর সমস্ত আত্মভাব

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব অর্থাৎ তুমি সর্ব্বদা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও মনে মনে আমাতে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা যোগের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর অর্থাৎ মৎপরায়ণ হও ॥ ৫৭

এব ব্যপাশ্রয়ঃ শরণম্ যস্য স মদেকশরণো ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ সংন্যাসানধিকারাৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপাণি লৌকিকানি প্রতিষিদ্ধানি বা সদা কুর্ব্বাণো মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্যানুগ্রহাৎ অবাপ্নোতি হিরণ্যগর্ভবন্মদ্বিজ্ঞানোৎপত্ত্যা শাশ্বতং নিত্যং পদং বৈষ্ণবমব্যয়মপরিণামি ।৬ এতাদৃশো ভগবদেকশরণঃ করোত্যেব ন প্রতিষিদ্ধানি কর্ম্মাণি, যদি কুর্য্যাত্তথাপি মৎপ্রসাদাৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্ত্যা মদ্বিজ্ঞানেন মোক্ষভাগ্ভবতীতি ভগবদেকশরণতাস্তুত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বদা কুর্ব্বাণোঽপীত্যনূদ্যতে ॥ ৭—৫৬ ॥

যস্মান্মদেকশরণতামাত্রং মোক্ষসাধনং ন কর্ম্মানুষ্ঠানং কর্ম্মসংন্যাসো বা তস্মাৎ ক্ষত্রিয়স্ত্বং--চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য যৎকরোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন সমর্প্য মৎপরঃ অহং ভগবান্ বাসুদেব এব পরঃ প্রিয়তমো যস্য

অর্পণ করিয়া, সন্ন্যাসের অধিকার না থাকায় তিনি **সর্ব্বকর্ম্মাণি**=বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম এমন কি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল **সদা কুর্ব্বাণঃ**=সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া **মৎপ্রসাদাৎ**=আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহে **অবাপ্নোতি**=লাভ করেন; হিরণ্যগর্ভের চিত্তে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয় সেইরূপ তাঁহারও চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় তিনি **শাশ্বতম্**=নিত্য যে **পদম্**=বৈষ্ণব (বিষ্ণুসম্বন্ধীয়) পদ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা, এবং যাহা **অব্যয়ম্**=অব্যয় অর্থাৎ অপরিণামী তাহা প্রাপ্ত হন।৬ এতাদৃশ ভগবদেকশরণ ব্যক্তি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেই পারেন না, আর যদিই বা তিনি তাহা করেন তথাপি আমার অনুগ্রহে তাঁহার প্রত্যবায় (পাপ) উৎপন্ন হয় না; কাজেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষভোগী হইয়া থাকেন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবদেকশরণতার প্রশংসা করিবার জন্য "সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বদা কুর্ব্বাণোঽপি"=সর্ব্বদা সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, এই অংশের অনুবাদ (প্রাপ্তের উল্লেখ) করা হইয়াছে।৭—৫৬ ॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞানী কর্ম্ম না করিয়া স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারেন অথবা সকল কর্ম্মই করিতে থাকিতেও পারেন। কর্ম্ম করা বা না করাতে তাঁহার জ্ঞানের কোনও হানি হয় না। তিনি অনাসক্তভাবে সর্ব্বাবস্থাতে জীবন্মুক্তি সুখাস্বাদন করিতে থাকেন।৫৬॥ //

অনুবাদ—যেহেতু ভগবদেকশরণতাই মোক্ষের সাধন কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা সন্ন্যাস মোক্ষের সাধন নহে সেই হেতু তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া, **চেতসা**=বিবেকবুদ্ধি সহকারে, **সর্ব্বকর্ম্মাণি**=দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক সমস্ত কর্ম্ম **ময়ি**=আমার উপর অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর **সন্ন্যস্য**="যৎ-

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

মচ্চিত্তঃ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি ; অথ চেৎ অহঙ্কারাৎ ত্বং ন শ্রোষ্যসি, বিনঙ্‌ক্ষ্যসি অর্থাৎ মদ্গতচিত্ত হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে দুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে ; আর যদি আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮

স মৎপরঃ সন্ বুদ্ধিযোগং পূর্ব্বোক্তসমত্ববুদ্ধিলক্ষণং যোগং বন্ধহেতোরপি কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বসম্পাদকমুপাশ্রিত্য অনন্যশরণতয়া স্বীকৃত্য মচ্চিত্তঃ ময়ি ভগবতি বাসুদেব এব চিত্তং যস্য ন রাজনি কামিন্যাদৌ বা স মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

ততঃ কিং স্যাদিতি তদাহ—মচ্চিত্তস্ত্বং সর্ব্বদুর্গাণি দুস্তরাণি কামক্রোধাদীনি সংসারদুঃখসাধনানি মৎপ্রসাদাৎ স্বব্যাপারমন্তরেণৈব তরিষ্যসি অনায়াসেনৈবাতিক্রমিষ্যসি। অথ চেৎ যদি তু ত্বং মদুক্তে বিশ্বাসমকৃত্বাঽহঙ্কারাৎ পণ্ডিতোঽহমিতি গর্ব্বান্ন শ্রোষ্যসি মদ্বচনার্থং ন করিষ্যসি, ততো বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্‌ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি কামকারেণ সংন্যাসাদ্যাচরন্ ॥ ৫৮ ॥

করোষি যদশ্নাসি” ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে সমর্পণ করিয়া, **মৎপরঃ**=আমি অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবই পর অর্থাৎ প্রিয়তম যাহার সে মৎপর, তাদৃশ হইয়া **বুদ্ধিযোগম্**=পূর্ব্বোক্ত সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ, যাহা কর্ম্ম বন্ধহেতু হইলেও তাহার মোক্ষহেতুতা সম্পাদন করিয়া দেয় সেই বুদ্ধিযোগ **উপাশ্রিত্য**=অনন্যশরণতা পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া **মচ্চিত্তঃ**=আমাতে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত যাহার, কিন্তু রাজা বা কামিনী প্রভৃতিতে যাঁহার চিত্ত আসক্ত নহে সে মচ্চিত্ত, **সততং ভব**=তুমি সর্ব্বদা সেইরূপ হও।৫৭

ভাবপ্রকাশ—সকল কর্ম্মে শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। শ্রীভগবানে সমগ্র মন প্রাণ অর্পণ না করিলে কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তদ্গত না হইলে, তচ্চিত্ত না হইলে, তাঁহাকে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে ৫৭॥

অনুবাদ—তাহাতে কি হইবে? তাহাই বলিতেছেন “মচ্চিত্তঃ” ইত্যাদি। **মচ্চিত্তঃ**=তুমি মচ্চিত্ত হইয়া **সর্ব্বদুর্গাণি**=সংসার দুঃখসাধন দুস্তর কামক্রোধাদি সমস্ত **মৎপ্রসাদাৎ**=আমার অনুগ্রহে নিজ ব্যাপার বিনাই, **তরিষ্যসি**=অনায়াসে অতিক্রম করিবে।২ **অথ চেৎ ত্বম্**=আর যদি তুমি আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া, **অহঙ্কারাৎ**=‘আমি পণ্ডিত হইতেছি’ এইপ্রকার গর্ব্ব বশতঃ, **ন শ্রোষ্যসি**=আমার কথামত কাজ না কর তাহা হইলে, **বিনঙ্‌ক্ষ্যসি**=স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ব্বক সন্ন্যাসাদির অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।৫৮

ভাবপ্রকাশ—একটু অহঙ্কার থাকিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়না। নিজের বলিয়া এতটুকুও রাখিলে, ষোল আনা তাঁহাকে না দিলে ঐ পরম শ্রেয়োলাভ কিছুতেই হয়না। তাঁহার প্রসাদে, তাঁহার কৃপায় সকল বিপদ কাটিয়া যায়, সকল দুরিত ধ্বংস হইয়া যায়, পরম শান্তিলাভ হয়।৫৮॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা এব, প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি অর্থাৎ যদি আমার বাক্য না শুনিয়া তুমি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এরূপ নিশ্চয় করিয়া থাক, তোমার এরূপ অধ্যবসায় মিথ্যা ; কারণ প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে অবশ্যই প্রবর্ত্তিত করিবে ॥ ৫৯

হে কৌন্তেয়! মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ অবশঃ অপি তৎ করিষ্যসি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তাহাও স্বভাবজাত কর্ম্মবশে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বশে তোমাকে অবশ হইয়াও করিতেই হইবে ॥ ৬০

ত্বঞ্চ,—অহঙ্কারং ধার্ম্মিকোঽহং ক্রূরং কর্ম্ম ন করিষ্যামীতি মিথ্যাভিমানমাশ্রিত্য ন যোৎস্যে যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি মন্যসে যৎ মিথ্যা নিষ্ফল এষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়স্তে তব, যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষত্রজাত্যারম্ভকো রজোগুণস্বভাবস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে ॥ ৫৯ ॥

প্রকৃতিং বিবৃণোতি স্বভাবজেনেতি। স্বভাবজেন পূর্ব্বোক্তক্ষত্রিয়স্বভাবজেন শৌর্য্যাদিনা স্বেনানাগন্তুকেন কর্ম্মণা নিবদ্ধো বশীকৃতস্ত্বং হে কৌন্তেয়! যদ্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং যুদ্ধং মোহাৎ স্বতন্ত্রোঽহং যথেচ্ছামি তথা সম্পাদয়িষ্যামীতি ভ্রমাৎ কর্ত্তুং নেচ্ছসি তদবশোঽপি অনিচ্ছন্নপি স্বাভাবিককর্ম্মপরতন্ত্রঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রশ্চ করিষ্যস্যেব ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—আর তুমি **অহঙ্কারম্**='আমি ধার্ম্মিক হইয়া ক্রূর কর্ম্ম করিব না' এই প্রকার মিথ্যা অভিমান **আশ্রিত্য**=আশ্রয় করিয়া, **ন যোৎস্যে**=যুদ্ধ করিব না **ইতি**=এইরূপ **যৎ মন্যসে**=যে মনে করিবে তোমার সেই **ব্যবসায়ঃ**=নিশ্চয় **মিথ্যা এব**=নিষ্ফলই হইবে। যেহেতু **প্রকৃতিঃ**=ক্ষত্রিয় জাতির আরম্ভক (উৎপাদক) রজোগুণস্বভাব **ত্বাং নিযোক্ষ্যতি**=তোমায় যুদ্ধে প্রেরিত করিবে।৫৯

অনুবাদ—সেই প্রকৃতিরই বিবরণ বলিতেছেন "স্বভাবজেন" ইত্যাদি। **স্বভাবজেন**=পূর্ব্বকথিত ক্ষত্রিয়স্বভাবসঞ্জাত শৌর্য্যাদি দ্বারা, **স্বেন কর্ম্মণা**=অনাগন্তুক অর্থাৎ স্বভাবিক স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা **নিবদ্ধঃ**=তুমি বশীকৃত হইয়া, **কৌন্তেয়**=হে কুন্তীনন্দন! **যৎ**=বন্ধুবধাদির নিমিত্তস্বরূপ যে যুদ্ধ কর্ম্ম, **মোহাৎ**=আমি স্বতন্ত্র (স্বাধীন) হইতেছি, যেরূপ ইচ্ছা করিব সেইরূপই করিব, এইপ্রকার ভ্রমবশতঃ, **কর্ত্তুং নেচ্ছসি**=করিতে ইচ্ছা করিতেছ না **তৎ**= তাহা তুমি, **অবশঃ অপি**= ইচ্ছা না করিলেও স্বাভাবিক কর্ম্মের এবং পরমেশ্বরের অধীন হইয়া **করিষ্যসি**=অবশ্যই করিবে।৬০

ভাবপ্রকাশ—নিজের বলিয়া রাখিতে গেলেও তাহা থাকেনা। অহঙ্কারবশে আমি করিব বলিয়া যাহা মনে করা যায়—তাহা হয় না ; প্রকৃতি যেমন করায় তেমনি করিতে হয়। অহঙ্কারের স্বাতন্ত্র্য নাই—প্রকৃতির মধ্যে থাকিলে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইতেই হইবে। অহঙ্কাররূপ জীবচেষ্টার স্বাতন্ত্র্য মিথ্যা—বস্তুতঃ ইহা প্রকৃতিরই অন্তর্গত।৫৯।৬০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ মায়য়া যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থান পুর্ব্বক পুত্তলীবৎ তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঘূর্ণিত করাইতেছেন॥ ৬১

হে ভারত! সর্ব্বভাবেন তমেব শরণং গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং চ প্রাপ্স্যসি অর্থাৎ হে ভারত! তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণ লও; তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, তুমি পরমশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে॥ ৬২

স্বভাবাধীনতামুক্তেশ্বরাধীনতাং বিবৃণোতি ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বর ঈশনশীলো নারায়ণঃ-সর্ব্বান্তর্যামী "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি," "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধঃ, সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং হৃদ্দেশেঽন্তঃকরণে তিষ্ঠতি সর্ব্বব্যাপকোঽপি তত্রাভিব্যজ্যতে সপ্তদ্বীপাধিপতিরিব রাম উত্তরকোসলেষু (লায়াং), হে অর্জ্জুন! হে শুক্ল! শুদ্ধান্তঃকরণ! এতাদৃশমীশ্বরং ত্বং জ্ঞাতুং যোগ্যোঽসীতি দ্যোত্যতে। কিং কুর্ব্বংস্তিষ্ঠতি? ভ্রাময়ন্ ইতস্ততশ্চালয়ন্ সর্ব্বভূতানি পরতন্ত্রাণি মায়য়া ছদ্মনা যন্ত্রারূঢ়ানীব সূত্রসঞ্চারাদি-যন্ত্রমারূঢ়ানি দারুনির্ম্মিতপুরুষাদীন্যত্যন্তপরতন্ত্রাণি যথা মায়াবী ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থশেষঃ॥ ৬১॥

অনুবাদ—স্বভাবপরতন্ত্রতা বলিয়া এইবারে ঈশ্বর পরতন্ত্রতা বিবৃত করিতেছেন "ঈশ্বরঃ ইত্যাদি। **ঈশ্বরঃ**=ঈশনস্বভাব নারায়ণ সর্ব্বান্তর্য্যামী—"যিনি পৃথিবীমধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর (স্বরূপ বা সত্তাহেতু), পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর যিনি পৃথিবীর অন্তরকে নিয়মিত করিতেছেন", "জগতের যাহা কিছু দেখা যায় অথবা শুনা যায় নারায়ণ সেই সমুদায় পদার্থেই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ নারায়ণ **সর্ব্বভুতানাং**=সমস্ত প্রাণিগণের, **হৃদ্দেশে**=অন্তঃকরণে, **তিষ্ঠতি**=রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও সেই স্থলেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, যেমন সপ্ত দ্বীপের অধিপতি হইলেও শ্রীরামচন্দ্র উত্তরকোশলেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকিতেন। হে **অর্জ্জুন**! অর্থাৎ হে শুক্ল; শুদ্ধচিত্ত! এইরূপে ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে তুমি ইহা জানিবার যোগ্য (কারণ তুমি শুক্ল—শুদ্ধচিত্ত)। তিনি কি ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন? (উত্তর—) **ভ্রাময়ন্**=ইতস্ততঃ চালিত করিতে থাকিয়া, **সর্ব্বভুতানি**=পরতন্ত্র সমস্ত জীবগণকে, **মায়য়া**=ছদ্মের দ্বারা **যন্ত্রারূঢ়ানি ইব**=সূত্রসঞ্চারাদি যন্ত্রে স্থাপিত অত্যন্ত পরতন্ত্র দারুনির্ম্মিত পুরুষসকলকে মায়াবী যেমন চালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে।৬১

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া তে আখ্যাতম্ অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি, তথা কুরু অর্থাৎ আমি এইরূপে তোমাকে গুহ্য অপেক্ষাও অতিগুহ্য আত্মজ্ঞান উপদেশ দিলাম। আমার উপদিষ্ট ইহা সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর ॥ ৬৩

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানি পরতন্ত্রাণি প্রেরয়তি চেৎ প্রাপ্তং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রস্য সর্ব্বস্য পুরুষকারস্য চানর্থক্যমিত্যত্রাহ তমেবেতি। তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসার-সমুদ্রোত্তরণার্থং গচ্ছ আশ্রয় সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ। হে ভারত! তৎপ্রসাদাত্তস্যৈবেশ্বরস্যানুগ্রহাত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিপর্যন্তাৎ পরাং শান্তিং সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিং স্থানম্ অদ্বিতীয়স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপেণাবস্থানং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্‌স্যাসি ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ তে তুভ্যমত্যন্তপ্রিয়ায় জ্ঞানমাত্মমাত্রবিষয়ং মোক্ষসাধনং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরমরহস্যাদপি সংন্যাসান্তাৎ কর্ম্মযোগাদ্রহস্যতরং তৎফলভূতত্বাৎ আখ্যাতং সমন্তাৎ কথিতং ময়া সর্ব্বজ্ঞেন পরমাপ্তেন। অতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষেণ সামস্ত্যেন সর্ব্বৈকবাক্যতয়া

অনুবাদ—ঈশ্বরই যদি পরাধীন জীবগণকে চালিত করিতেছেন তাহা হইলে ত সমুদয় বিধি ও নিষেধশাস্ত্র এবং পুরুষকার, এ সমস্তেরই আনর্থক্য হইয়া পড়ে! এইজন্য বলিতেছেন "তমেব" ইত্যাদি। **হে ভারত!** তুমি **তমেব**=সেই ঈশ্বরকেই, **শরণং গচ্ছ**=সংসারসমুদ্র পার হইবার জন্য অবলম্বন কর, **সর্ব্বভাবেন**=সর্ব্বতোভাবে,—মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং কর্ম্মের দ্বারা। **তৎপ্রসাদাৎ**=সেই ঈশ্বরেরই তত্ত্বজ্ঞানপর্য্যন্ত অনুগ্রহে অর্থাৎ যে অনুগ্রহের ফলে পর্য্যন্ত (শেষ) তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইবে সেই অনুগ্রহে, **পরাং শান্তিম্**=অবিদ্যার কার্য্যের সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং **স্থানম্**=অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপে যে অবস্থান যাহা **শাশ্বতম্**=নিত্য তাহা **প্রাপ্স্যসি**=প্রাপ্ত হইবে।৬২

অনুবাদ—এক্ষণে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন "ইতি" ইত্যাদি। **ইতি**=এই প্রকারে, **তে**=অত্যন্ত প্রিয় তোমাকে **জ্ঞানম্**=আত্মমাত্রবিষয়ক (একমাত্র আত্মাই যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় তাদৃশ) মোক্ষসাধন জ্ঞান, যাহা **গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্**=পরম রহস্য (গোপনীয়) সন্ন্যাসাবসান (সন্ন্যাসে যাহার পর্য্যবসান তাদৃশ) কর্ম্মযোগ হইতেও

ভাবপ্রকাশ—ঈশ্বরই সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনিই অন্তর্যামিরূপে প্রেরক। তিনি আমাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় চালিত করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বুদ্ধির সার্থকতা এবং চরম উৎকর্ষ হইল এই উপলব্ধিতে। ঈশ্বরই যে সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ামক, ইহা বুঝিতে পারিলেই বুদ্ধির যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা শেষ হয়।৬১—৬২।

জ্ঞাত্বা স্বাধিকারানুরূপেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু, ন ত্বেতদবিমৃশ্যৈব কামকারেণ যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ।১ অত্র চৈতাবদুক্তম্ অশুদ্ধান্তঃকরণস্য মুমুক্ষোর্ম্মোক্ষসাধনজ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতাপ্রতিবন্ধকপাপক্ষয়ার্থং ফলাভিসন্ধিপরিত্যাগেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানং, ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য বিবিদিষোৎপত্তৌ গুরুমুপসৃত্য জ্ঞানসাধনবেদান্তবাক্যবিচারায় ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ, ততো ভগবদেকশরণতয়া বিবিক্তসেবাদি জ্ঞানসাধনাভ্যাসাচ্ছ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈরাত্মসাক্ষাৎকারোৎপত্ত্যা মোক্ষ ইতি।২ ক্ষত্রিয়াদেস্তু সংন্যাসানধিকারিণো মুমুক্ষোরন্তঃকরণশুদ্ধ্যনন্তরমপি ভগবদাজ্ঞাপালনায় লোকসংগ্রহায় চ যথাকথঞ্চিৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বতোঽপি ভগবদেকশরণতয়া পূর্ব্বজন্মকৃতসংন্যাসাদিপরিপাকাদ্বা হিরণ্যগর্ভন্যায়েন তদনপেক্ষণাদ্বা ভগবদনুগ্রহমাত্রেণৈব

গুহ্যতর যেহেতু ইহা (এই জ্ঞান) উহারই (ঐ সন্ন্যাসাবসান কর্ম্মযোগেরই ফলস্বরূপ, **আখ্যাতম্**= তোমায় পরম আপ্ত সর্ব্বজ্ঞ আমা কর্ত্তৃক কথিত হইল। এই কারণে, **বিমৃশ্য**=পর্য্যালোচনা করিয়া **এতৎ**=মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র, **অশেষেণ**=সমগ্রভাবে অর্থাৎ সকলস্থলে একবাক্যতা পূর্ব্বক অবগত হইয়া [সমগ্র শাস্ত্রের একবাক্যতা করিয়া, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ অর্থ বুঝিয়া, যাহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে পরবর্ত্তী উক্তির সহিত তাহার বিরোধ হয়, এমনভাবে যথাকথঞ্চিৎ সম্প্রদায় বিরহিত স্বকপোলকল্পিত অর্থ বুঝিয়া বিপথে না গিয়া] নিজ অধিকারের অনুরূপ **যথা ইচ্ছসি**=যেমন ইচ্ছা কর, **তথা কুরু**=সেইরূপ অনুষ্ঠান কর, কিন্তু ইহা বিবেচনা (সম্যক্ আলোচনা) না করিয়াই স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ব্বক যাহা তাহা কিছু করিও না, (ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যে যুদ্ধ করা তাহা ত্যাগ করিও না), ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।১ এস্থলে এ পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল তাহা এইরূপ,—অশুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে মোক্ষের সাধনীভূত জ্ঞানের উৎপত্তির যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে তাহার প্রতিবন্ধক যে পাপ আছে তাহা ক্ষয় করিবার জন্য ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান কয়া কর্ত্তব্য। তাহার ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া বিবিদিষা উৎপন্ন হইলে তখন গুরুর নিকট গিয়া জ্ঞানের সাধনস্বরূপ বেদান্তবাক্য বিচার করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস বিহিত। তদনন্তর ভগবদেকশরণ হইয়া বিবিক্তদেশাশ্রয় প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের অভ্যাসে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার (ব্রাহ্মণের) মোক্ষ হইয়া থাকে।২ আর সন্ন্যাসের অনধিকারী মুমুক্ষু ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে চিত্তশুদ্ধি জন্মিবার পরেও কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তাঁহারা ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এবং লোকসংগ্রহের জন্য যথাকথঞ্চিৎ ভাবে কর্ম্ম কলাপের অনুষ্ঠান করিবেন বটে কিন্তু ভগবদেকশরণতা বশতই হউক কিংবা পূর্ব্বজন্মকৃত সন্ন্যাসাদির পরিপক্বতা নিবন্ধনই হউক অথবা হিরণ্যগর্ভের ন্যায় সন্ন্যাসাপেক্ষা বিনাই কেবল মাত্র ঈশ্বরানুগ্রহেই হউক (সন্ন্যাস বিনাই তাঁহাদের) তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। [অর্থাৎ শাস্ত্রে কথিত আছে, সত্যলোকাধিকারী হিরণ্যগর্ভ তদীয় কল্পাবসানে ঈশ্বরের অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করিবেন। কারণ তিনি সেখানে সর্ব্বদাই ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরোপসনাপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন। সেইহেতু ঈশ্বরের

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫

সর্ব্বগুহ্যতমং মে পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু ; মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি, ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি অর্থাৎ তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এই জন্য তোমার হিতার্থে আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি শুন ॥ ৬৪

ত্বং মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব ; মাং নমস্কুরু, মাম্ এব এষ্যসি, অহং তে সত্যং প্রতিজানে, মে প্রিয়ঃ অসি অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমারই ভজনশীল হও, যজ্ঞাদিও আমারই প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠান কর ; এবং আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কেন না, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫

তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যাঽগ্রিমজন্মনি ব্রাহ্মণজন্মলাভেন সংন্যাসাদিপূর্ব্বকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বা মোক্ষ ইতি। এবং বিচারিতে চ নাস্তি মোহাবকাশ ইতি ভাবঃ ॥ ৩—৬৩ ॥

অতিগম্ভীরস্য গীতাশাস্ত্রস্যাশেষতঃ পর্য্যালোচনক্লেশনিবৃত্তয়ে কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সঙ্ক্ষিপ্য কথয়তি—। পূর্ব্বং হি গুহ্যাৎ কর্ম্মযোগাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানমাখ্যাতমধুনা তু কর্ম্মযোগাত্তৎফলভূতজ্ঞানাচ্চ সর্ব্বস্মাদতিশয়েন গুহ্যং রহস্যং গুহ্যতমং পরমং সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং মে মম বচো বাক্যং ভূয়ঃ তত্র তত্রোক্তমপি ত্বদনুগ্রহার্থং পুনর্ব্বক্ষ্যমাণং শৃণু। ন লাভপূজাখ্যাত্যাদ্যর্থং ত্বাং ব্রবীমি কি তু ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে মম দৃঢ়মতিশয়েন ইতি যতস্ততস্তেনৈবেষ্টত্বেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যাম্যপৃষ্টোঽপি সন্নহং তে তব হিতং পরমং শ্রেয়ঃ ॥৬৪॥

প্রসাদেই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি এবং মুক্তি হইবে। তাঁহার আর সন্ন্যাসের অপেক্ষা নাই।] অথবা সেই শুক্ল কর্ম্মের ফলে তাঁহারা পরবর্ত্তী জন্মে ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করিবেন। তখন তাঁহাদের সন্ন্যাসাদিপূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে। প্রতিপাদ্য পূর্ব্বকথিত বিষয়টীকে এই ভাবে বিচার করা হইলে আর (ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে) কোন মোহের অবকাশ থাকে না অর্থাৎ বিভ্রান্ত হইতে হয় না।৩—৬৩॥

অনুবাদ—অতি গম্ভীর এই গীতা শাস্ত্রের অশেষভাবে (সমগ্রভাবে) পর্য্যালোচনা করিবার ক্লেশ নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে ভগবান্ স্বয়ংই কৃপা সহকারে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া বলিতেছেন "সর্ব্বগুহ্যতমম্" ইত্যাদি। পূর্ব্বে উক্ত গুহ্য কর্ম্মযোগ অপেক্ষা গুহ্যতর জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, আর এক্ষণে কর্ম্মযোগ এবং তাহার ফলভূত জ্ঞান এই সমস্ত হইতে যাহা অতিশয় **গুহ্যম্**=রহস্য (গোপনীয়), **পরমং**=সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট **মে বচঃ**=মদীয় বাক্য **ভূয়ঃ**=সেই সেই স্থলে (বহু স্থলে) পূর্ব্বে উক্ত হইলেও তোমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় বলিতেছি, **শৃণু**=শুন। আমি লাভ, পূজা, বা খ্যাতির নিমিত্ত যে তোমায় এরূপ বলিতেছি তাহা নহে, কিন্তু তুমি আমার **দৃঢ়ম্**=অতিশয় **ইষ্টঃ**=প্রিয় **অসি**=হইতেছ, এই কারণে সেই ইষ্টতা হেতু আমি অপৃষ্ট হইলেও (জিজ্ঞাসিত না হইলেও) যাহা তোমার **হিতং**=হিতকর পরম শ্রেয়ঃ তাহা তোমায় বলিব।৬৪॥

তদেবাহ মন্মনা ইতি। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে মনো যস্য স মন্মনাঃ ভব মাং সদা চিন্তয়। দ্বেষেণ কংসশিশুপালাদিরপি তথাঽত আহ—মদ্ভক্তঃ প্রেম্না ময্যনুরক্তঃ, মদ্বিষয়েণানুরাগেণ সদা মদ্বিষয়ং মনঃ কুর্ব্বিতি বিধীয়তে। ত্বদ্বিষয়োঽনুরাগ এব কেন স্যাদিত্যত আহ—মদ্‌যাজী মাং যষ্টুং পূজয়িতুং শীলং যস্য স সদা মৎপূজাপরো ভব। পূজোপকরণাভাবে তু মাং নমস্কুরু কায়েন বাচা মনসা চ প্রহ্বীভবনেনারাধয়।১ ইদঞ্চার্চ্চনবন্দনাদ্যন্যেষামপি ভাগবতধর্ম্মাণামুপলক্ষণম্। তথা চোক্তং শ্রীভাগবতে—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমমিতি॥"। এতচ্চ ভক্তিরসায়নে ব্যাখ্যাতং বিস্তরেণ।২ এবং সদা ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানেন ময্যনুরাগোৎপত্ত্যা মন্মনাঃ সন্ মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি বেদান্তবাক্যজনিতেন মদ্বোধেন। ত্বঞ্চাত্র সংশয়ং মাকার্ষীঃ, সত্যং যথার্থং তে তুভ্যং প্রতিজানে সত্যামেব প্রতিজ্ঞাং করোম্যস্মিন্নর্থে। যতঃ প্রিয়োঽসি মে, প্রিয়স্য

অনুবাদ—তাহাই বলিতেছেন "মন্মনা ভব" ইত্যাদি। "ময়ি" = আমার উপর অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের উপর মন যাহার সে **মন্মনাঃ**; তুমি সেইরূপ হও অর্থাৎ সর্ব্বদা আমায় চিন্তা কর। কংস, শিশুপাল প্রভৃতিরাও ত বিদ্বেষ বশতঃ তোমায় (নিয়তচিন্তা করায়) ঐ রূপ (মন্মনাঃ হইয়াছিল (তবে তাহাদের মুক্তি হয় নাই কেন)? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মদ্‌ভক্তঃ; প্রেম সহকারে আমাতে অনুরক্ত হও—মদ্বিষয়ক অনুরাগ সহকারে মনকে সর্ব্বদা মদ্বিষয়ক কর—এইরূপে মনঃ সমাধানের বিধান করিতেছেন। কি প্রকারেই বা তোমার উপর অনুরাগ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**মদ্‌যাজী**; আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে যজন করা (পূজা করা) যাহার স্বভাব সে মদ্‌যাজী, তুমি সেইরূপ হও অর্থাৎ সর্ব্বদা মদ্‌যাজী হও—আমার পূজাপরায়ণ হও। আর যদি পূজার উপকরণের অভাব হয় তাহা হইলে **মাং নমস্কুরু** = আমায় নমস্কার কর,—কায়মনোবাক্যে প্রহ্বীভূত (বিনম্র বা প্রণত) হইয়া আমার আরাধনা করা।১ ইহা অর্চ্চনবন্দন প্রভৃতি অপরাপর ভাগবত ধর্ম্মের উপলক্ষণ অর্থাৎ 'নমস্কুরু' এই কথা বলায় ভগবানের অর্চ্চনা, বন্দনা প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মগুলিও জ্ঞাপিত হইয়াছে। সেগুলি যথা, শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে—'বিষ্ণুর চরিত শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই প্রকারে নবলক্ষণা (নয় প্রকার লক্ষণ বিশিষ্টা) ভক্তি যদি পুরুষ কর্ত্তৃক ভগবানে সমর্পিত করা হয় তাহা হইলে মনে হয় সত্যই তাহা উত্তম অধীত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন—বেদান্ত শ্রবণ।" ভক্তিরসায়ন নামক গ্রন্থে আমি বিস্তৃত ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছি।২ এইরূপে সর্ব্বদা ভাগবত (ঈশ্বরসম্বন্ধীয়) ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে আমার (ঈশ্বরের) উপর অনুরাগ জন্মিলে মন্মনা হইয়া **মাম্ এব** = আমাকেই অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকেই **এষ্যসি** = প্রাপ্ত হইবে,—বেদান্তবাক্য জনিত ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান সহকারে ব্রহ্মরূপতা লাভ করিবে। তুমি কিন্তু এ বিষয়ে সংশয় করিও না। আমি **তে** = তোমার নিকট **সত্যং** = যথার্থ **প্রতিজানে** = প্রতিজ্ঞা করিতেছি এ বিষয়ে সত্য প্রতিজ্ঞাই করিতেছি। যে হেতু

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচিঃ॥ ৬৬

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ, মা শুচঃ; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি অর্থাৎ তুমি সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, শোক করিও না; আমিই তোমায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব॥ ৬৬

প্রতারণা নোচিতৈবেতি ভাবঃ।৩ সত্যন্তে প্রারব্ধকর্ম্মণামন্তে সতি মামেষ্যসীতি বা। অনুবাদাপেক্ষয়া বিশ্বাসদার্ঢ্যপ্রয়োজনং প্রথমং ব্যাখ্যানমেব শ্রেয়ঃ। অনেন যৎপূর্ব্বমুক্তং, —"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" ইতি তদ্ব্যাখ্যাতং, মচ্ছব্দেনেশ্বরত্বপ্রকটনাৎ॥ ৪—৬৫॥

অধুনা তু ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি তমেব সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছেতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি। কেচিদ্বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রমধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্যধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিদ্যমানানবিদ্যমানান্বা শরণত্বেনানাদৃত্য মামীশ্বরমেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বধর্ম্মাণামধিষ্ঠাতারং ফলদাতারং চ শরণং ব্রজ। ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা কিং তৈরন্যসাপেক্ষৈঃ ভগবদনুগ্রহাদেব ত্বন্যনিরপেক্ষাদহং কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি নিশ্চয়েন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিমনন্তং শ্রীবাসুদেবমেব ভগবন্তমনুক্ষণভাবনয়া ভজস্ব, ইদমেব

প্রিয়োঽসি মে=তুমি আমার প্রিয় হইতেছে আর প্রিয়ের সহিত প্রতারণা উচিতই হয় না, ইহাই ভাবার্থ।৩ অথবা 'সত্যং তে' এইটীতে সত্যন্তে (সতি অন্তে) এইরূপ পাঠ ধরিলে, "অন্তে সতি"= প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান হইলে "মাম্ এষ্যসি"=আমায় প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অর্থ হয়। তবে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার এই প্রকার অনুবাদ (পুনরুক্তি) অপেক্ষা প্রথম প্রকার ব্যাখ্যাই ভাল, কেননা বিশ্বাসের দৃঢ়তাই তাঁহার প্রয়োজন অর্থাৎ বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মাইবার জন্য বলিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি' ইত্যাদি। ইহার দ্বারা—"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন এখানে শ্রীভগবান্ তাহার ব্যাখ্যা করিলেন কারণ এখানে 'মৎ' এই শব্দটীর দ্বারা নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।৪—৬৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি", "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেণ" ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা বলিয়াছিলেন এক্ষণে তাহারই বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছেন—। **সর্ব্বধর্ম্মান্**= কতকগুলি আছে বর্ণ ধর্ম্ম, কতকগুলি আশ্রম ধর্ম্ম, আর কতকগুলি আছে সামান্য ধর্ম্ম;—সেই সমস্তগুলি **পরিত্যজ্য**=পরিত্যাগ করিয়া,—বিদ্যমানই (ক্রিয়মানই) হউক অথবা অবিদ্যমানই (করিষ্যমাণই) হউক সমস্ত ধর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়া,—সেইগুলি শরণ (আশ্রয়ণীয়) বলিয়া তাহাদের উপর সমাদর না করিয়া, **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে, **একম্**=যিনি অদ্বিতীয়, সর্ব্বধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা তাঁহাকে **শরণং ব্রজ**=আশ্রয় কর। ধর্ম্ম থাকুক বা নাই থাকুক, অন্যসাপেক্ষ (যাহা স্বীয় ফলদানে ঈশ্বর সাপেক্ষ) সেই ধর্ম্মে কি হইবে? ভগবানের যে অনুগ্রহ, যাহা অন্যনিরপেক্ষ অর্থাৎ যাহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না তাহারই প্রভাবে আমি কৃতার্থ হইব—এই প্রকার নিশ্চয় (দৃঢ় ধারণা) সহকারে পরমা-

পরমং তত্ত্বং নাতোঽধিকমস্তীতি বিচারপূর্ব্বকেণ প্রেমপ্রকর্ষেণ সর্ব্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়েত্যর্থঃ।১ অত্র মামেকং শরণং ব্রজেত্যনেনৈব সর্ব্বধর্ম্মশরণতাপরিত্যাগে লব্ধে সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি নিষেধানুবাদঃ তৎকার্য্যকারিতালাভায় “যজ্ঞায-যজ্ঞীয়ে সাম্নি ঐরং কৃত্বোদেগয়ম্” ইত্যত্র ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াদিতিবৎ। তথা চ মমৈব সর্ব্বধর্ম্মকার্য্যকারিত্বান্মদেকশরণস্য নাস্তি ধর্ম্মা'পেক্ষেত্যর্থঃ।২ এতেনেদমপাস্তং—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যুক্তে নাধর্ম্মাণাং পরিত্যাগো লভ্যতে অতোধর্ম্মপদং কর্ম্মমাত্রপরমিতি। নহ্যত্র কর্ম্মত্যাগো বিধীয়তে অপি তু, বিদ্যমানেঽপি কর্ম্মণি তত্রানাদরেণ ভগবদেকশরণতামাত্রং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থভিক্ষূণাং সাধারণ্যেন

নন্দস্বরূপমূর্ত্তি, অনন্ত শ্রীবাসুদেব ভগবানেরই অনুক্ষণ ভাবনা পূর্ব্বক ভজনা কর। ইহাই পরম তত্ত্ব; ইহার অধিক আর কিছু নাই; এই প্রকার বিচার পূর্ব্বক প্রেমপ্রকর্ষ সহকারে সকলপ্রকার অনাত্মচিন্তা শূন্য, তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন, মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বদা চিন্তা কর, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১ এস্থলে “মামেকং শরণং ব্রজ” ইহার দ্বারাই (এইটুকুমাত্র বলিলেই) যদিও সর্ব্বধর্ম্মশরণতা পরিত্যাগ প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি তৎকার্য্যকারিতালাভের নিমিত্ত “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” এই অংশটীর অনুবাদ করা হইয়াছে; ইহার উদাহরণ যেমন “যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামস্থলে ‘ঐর’ করিয়া অর্থাৎ ইরা শব্দ উচ্চারণ করিয়া গান করিবে (কিন্তু ‘গিরা গিরা’ শব্দ বলিবে না”) এই স্থলে ‘গিরা গিরা’ এই শব্দ দ্বয়ের নিষেধানুবাদ’ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ‘ইরা’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া গান করিলে ‘গিরা’ শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজনও যেমন সিদ্ধ হইয়া যাইবে।* সেইরূপ একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে সর্ব্বধর্ম্মের যাহা প্রয়োজন তাহাও সিদ্ধ হইবে, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং আমিই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যকারী বলিয়া অর্থাৎ অশেষপ্রকার ধর্ম্মের যাহা কার্য্য বা ফল তাহা আমিই সম্পাদন করিয়া দিই বলিয়া, যে ব্যক্তি মদেকশরণ (একমাত্র ভগবান্‌কেই আশ্রয় করিয়াছেন) তাঁহার আর ধর্ম্মের অপেক্ষা নাই, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।২ ইহার দ্বারা—“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” এই মাত্র বলিলে অধর্ম্মের পরিত্যাগ পাওয়া যায় না বলিয়া ধর্ম্ম পদের অর্থ এখানে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক সাধারণ কর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে,—এইরূপ অর্থ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের সেই মতটীও নিরস্ত হইল। যে হেতু এস্থলে কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইতেছে না, কিন্তু কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইতে থাকিলেও তাহাতে অনাদর করিয়া একমাত্র ঈশ্বরশরণতাই ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইহাদের সকলের জন্যই সাধারণ

---

* মীমাংসাদর্শনের নবম অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৮।১৯ অধিকরণদ্বয়ে বিচার করিয়া (প্রথম পাদে) সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ‘যজ্ঞাযজ্ঞীয়’ নামক সামে ‘গিরা’ পদ প্রয়োগ না করিয়া তাহার বদলে ‘ইরা’ পদ প্রয়োগ করিয়া গান করিতে হইবে। তথায় শ্রুতি বলিতেছেন “ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াৎ ঐরং কৃত্বা উদ্‌গেয়ম্” অর্থাৎ “গিরা গিরা, এই পদ প্রয়োগ করিবে না, কিন্তু ‘ইরা’ পদ প্রয়োগ করিয়া গান করিবে”। এ স্থলে “ঐরং কৃত্বা উদ্‌গেয়ং” এই বলিলেই যখন “ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াৎ” এই নিষেধের অর্থ পাওয়া তথাপি ঐ প্রাপ্ত বিষয়ের উল্লেখরূপ অনুবাদ করিয়া শ্রুতি জানাইয়া দিতেছেন যে ‘ইরা’ পদপ্রয়োগে গান করিলে ‘গিরা’ পদ প্রয়োগযুক্ত গানের কার্য্যও সিদ্ধ হইয়া যায়। এস্থলেও সেইরূপ ভগবদেক-শরণতার দ্বারাই যে সর্ব্বধর্ম্মের প্রয়োজনও সাধিত হয় তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” এই প্রাপ্তার্থেরও পুনরুল্লেখরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে।

বিধীয়তে।৩ তত্র সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি তেষাং স্বধর্ম্মাদরসম্ভবেন তন্নিবারণার্থম্ অধর্ম্মে চানর্থফলে কস্যাপ্যাদরাভাবাত্তৎপরিত্যাগবচনমনর্থকমেব, শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তত্বাচ্চ। তস্মাদ্বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণামভ্যুদয়হেতুত্বপ্রসিদ্ধের্ম্মোক্ষহেতুত্বমপি স্যাদিতি শঙ্কানিরাকরণার্থমেবৈতদ্বচ ইতি ন্যায্যম্।৪ ন চ সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগোঽত্র বিধীয়তে সন্ন্যাসশাস্ত্রেণ প্রতিষেধশাস্ত্রেণ চ লব্ধত্বাদেব। ন চেদমপি সন্ন্যাসশাস্ত্রং ভগবদেকশরণতায়া বিধিৎসিতত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যনুবাদ এব।৫ সর্ব্বেষাং তু শাস্ত্রাণাং পরমং রহস্যমীশ্বরশরণতৈবেতি তত্রৈব শাস্ত্রপরিসমাপ্তির্ভগবতা কৃতা। তামন্তরেণ সংন্যাসস্যাপি স্বফলাপর্য্যবসায়িত্বাৎ।

ভাবে বিহিত হইতেছে।৩ তন্মধ্যে, তাহাদের (ঐ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমীর) স্ব স্ব ধর্ম্মে অতিশয় আদর হইতে পারে বলিয়া অর্থাৎ তাহার ফলে ঈশ্বরশরণ হইবে না বলিয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইহা তাহারই (সেই স্বধর্ম্মাদরেরই) নিষেধের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহারা একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মচারী হউন, গৃহী হউন, বানপ্রস্থই হউন কিংবা ভিক্ষুই হউন তাঁহাদের আর স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মে অতিরিক্ত আদর বা আগ্রহ অনাবশ্যক। আর অধর্ম্ম অনর্থ ফলক, কাজেই তাহাতে কাহারও আদর হইতে পারে না; এই জন্য সেই অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলা অনর্থকই হইয়া পড়ে। আর অধর্ম্ম পরিত্যাগের বিষয় যখন শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ শাস্ত্রন্তরেও উপদিষ্ট হইয়াছে সে কারণেও তাহা এখানে বলা অনর্থক। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকলই অভ্যুদয়ের হেতু, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া তাহা মোক্ষেরও হেতু হইতে পারে, এইরূপ শঙ্কা হওয়া যখন সম্ভব তখন তাহারই নিষেধ করিবার জন্য এই ভগবদ্‌বাক্য উক্ত হইয়াছে, এইরূপ বলাই ন্যায্য।৪ আর এস্থলে সকলপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগই যে বিহিত হইতেছে তাহা বলা চলে না; কারণ তাহা সন্ন্যাসশাস্ত্রের দ্বারা এবং নিষেধ শাস্ত্রের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া আছে। অর্থাৎ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য" এটী কোন বিধিবাক্য নহে। কিন্তু ইহা অনুবাদ। প্রমাণান্তর কিংবা বচনান্তর দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়ের যে উল্লেখ তাহাই অনুবাদ। সন্ন্যাসবিধায়ক যে সকল শাস্ত্রবাক্য আছে তাহা দ্বারাই যখন (বিহিত কর্ম্মের) পরিত্যাগ প্রাপ্ত হয় তখন এখানে তাহার যে উল্লেখ তাহা অনুবাদ। আর নিষিদ্ধ কর্ম্মসকলের যে পরিত্যাগবিধানরূপ নিষেধ তাহাও অন্যান্য শাস্ত্রবচন হইতে প্রাপ্ত; সুতরাং এখানে অধর্ম্মের পরিত্যাগের যে নির্দ্দেশ তাহাও অনুবাদ মাত্র। আর ইহাও যে সন্ন্যাস শাস্ত্র অর্থাৎ ইহাও যে সন্ন্যাসবিধায়ক বচন তাহা বলা চলে না, কারণ ভগবদেকশরণতাই এখানে বিধিৎসিত—'একমাত্র ভগবানকেই শরণ লও'—ইহারই বিধান করা এখানে অভিপ্রেত; (কাজেই ইহার দ্বারা সন্ন্যাসের বিধান করা হয় নাই যেহেতু তাহা হইলে এই একটীমাত্র বচনের দ্বারা ভগবদেকশরণত্বের বিধান এবং সন্ন্যাসেরও বিধান, এই প্রকারে দুইটী অর্থের বিধান স্বীকার করা হয় বলিয়া ইহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে।) অতএব "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—শ্লোকের এই অংশটীকে অনুবাদই বলিতে হইবে। [অর্থাৎ উহা দ্বারা বচনান্তরপ্রাপ্ত বৈধ ও নিষিদ্ধ সকল প্রকার কর্ম্মের যে ত্যাগ তাহার অনুবাদ করিয়া "মামেকং শরণং ব্রজ" এই অংশটী দ্বারা ভগবদেকশরণত্বই বিহিত হইয়াছে। আর ঐ প্রকারের অনুবাদের প্রয়োজন হইতেছে সন্ন্যাসের বিধান করা হয় নাই তাহা বলা।]৫ আর ঈশ্বরশরণতাই সকল শাস্ত্রের পরম রহস্য; এই

অর্জ্জুনং চ ক্ষত্রিয়ং সন্ন্যাসানধিকারিণং প্রতি সন্ন্যাসোপদেশাযোগাৎ। অর্জ্জুনব্যাজেনান্যস্যোপদেশে তু বক্ষ্যামি তে হিতং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বপাপেভ্যস্ত্বং মা শুচ ইতি চোপক্রমোপসংহারৌ ন স্যাতাম্। তস্মাৎ সন্নাসধর্ম্মেষ্বপ্যনাদরেণ ভগবদেকশরণতামাত্রে তাৎপর্য্যং ভগবতঃ।৬ যস্মাত্ত্বং মদেকশরণঃ সর্ব্বধর্ম্মানাদরেণ অতোঽহং সর্ব্বধর্ম্মকার্য্যকারিত্বাত্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো বন্ধুবধাদিনিমিত্তেভ্যঃ সংসারহেতুভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং বিনৈব—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতের্ধর্ম্মস্থানীয়ত্বাচ্চ মম। অতো মা শুচঃ যুদ্ধে প্রবৃত্তস্য মম বন্ধুবধাদিনিমিত্তপ্রত্যবায়াৎ কথং নিস্তারঃ স্যাদিতি শোকং মা কার্ষীঃ।৭ ভাষ্যকারৈর্নিরস্তানি দুর্ম্মতানীহ বিস্তরাৎ। গ্রন্থব্যাখ্যানমাত্রার্থী ন তদর্থমহং যতে। তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা। ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ। বিশেষো বর্ণিতোঽস্মাভিঃ সর্ব্বো ভক্তিরসায়নে। গ্রন্থবিস্তরভীরুত্বাদ্দিঙ্মাত্রমিহ

কারণে ভগবান্ তাহাতেই শাস্ত্রসমাপ্তি করিয়াছেন। [অর্থাৎ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকটীই গীতাশাস্ত্রের উপসংহারবাক্য। আর ঈশ্বরশরণতাতেই এই গীতাশাস্ত্রের সেই উপসংহার করা হইল। কারণ ঈশ্বরশরণতাবিধান করাই সকল শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য। কারণ] সেই ঈশ্বরশরণতা ব্যতীত সন্ন্যাসও স্বফলপর্য্যবসায়ী হয় না অর্থাৎ সন্ন্যাসের ফল যে মোক্ষ তাহা ভগবৎশরণাগতি বিনা লাভ করা যায় না। আরও, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় ; একারণে তিনি সন্ন্যাসের অনধিকারী ; কাজেই তাঁহার প্রতি ভগবানের সন্ন্যাসোপদেশ দেওয়াও যুক্তিযুক্ত হয় না। আর, অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশচ্ছলে যে অন্য সকলকে এই কথা বলা হইতেছে, ইহাও বলা চলে না ; কারণ "বক্ষ্যামি তে হিতম্" তোমার হিতকথা বলিব, "ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বপাপেভ্যঃ"=তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, "ত্বং মা শুচ"=তুমি শোক করিও না—এইপ্রকার উপক্রম এবং উপসংসারও সঙ্গত হইতে পারিত না, (যদি ইহাকে সন্ন্যাসবিধায়ক বলা হয়)। অতএব এস্থলে সন্ন্যাস ধর্ম্মেও অনাদর পূর্ব্বক একমাত্র ঈশ্বরশরণতা বিধানই ভগবানের তাৎপর্য্য।৬ যেহেতু তুমি মদেকশরণ (একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছ) সেই হেতু অহং=আমি সকল ধর্ম্মের কার্য্যকারী (ফলনিষ্পাদক) বলিয়া তোমায় **সর্ব্বপাপেভ্যঃ**=বন্ধুবধাদিজন্য সকলপ্রকার পাপ হইতে, যে পাপ সকল সংসারের হেতু, যাহার ফলে জন্মমরণরূপ সংসারধারা চলিতে থাকে তাহা হইতে ত্বাং=তোমাকে মোক্ষয়িষ্যামি=বিনা প্রায়শ্চিত্তেই (পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও) মুক্ত করিব। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন "ধর্ম্মের দ্বারা পাপের অপনোদন করিবে" ; আর ভগবান্ই হইতেছেন সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ, আর ধর্ম্মের দ্বারাই যখন পাপপঙ্কের প্রক্ষালন, পাপের নাশ সম্ভব তখন ভগবান্‌কে শরণ লইলেই সকল পাপ দূর হইবে। অতএব তুমি মা শুচঃ=‘যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় বন্ধুবধাদিজন্য প্রত্যবায় হইতে কিরূপে আমার নিস্তার হইবে’—এইপ্রকার শোক করিও না।৭ অন্যান্য বাদিগণের দুর্ম্মত (দুষ্ট অসঙ্গত মতবাদ) সকল ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃকই নিরাকৃত হইয়াছে। আমি কেবলমাত্র গ্রন্থব্যাখ্যাভিলাষী ; সুতরাং তাহার জন্য (সেই অসঙ্গতমতবাদ সকলের নিরাসের জন্য) আর যত্ন করিতেছি না।৮ ‘আমি তাঁহারই, তিনি আমারই এবং তিনি ও আমি অভিন্ন’—সাধনাভ্যাসের পরিপাক বশতঃ এই তিন প্রকার

কথ্যতে।৯ তত্রাদ্যং মৃদু যথা—“সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামিকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ”।১০ দ্বিতীয়ং মধ্যং যথা—“হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্। হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে”।১১ তৃতীয়মধিমাত্রং যথা—“সকলমিদমহং চ বাসুদেব! পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ। ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ” ইতি দূতং প্রতি যমবচনম্। অম্বরীষপ্রহ্লাদগোপীপ্রভৃতয়শ্চাস্যাং ভূমিকায়ামুদাহর্ত্তব্যাঃ।১২ অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে নিষ্ঠাত্রয়ং সাধ্যসাধনভাবাপন্নং বিবক্ষিতমুক্তং চ বহুধা। তত্র কর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপর্য্যন্তোপসংহৃতা “স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব” ইত্যত্র। সন্ন্যাসপূর্ব্বকশ্রবণাদিপরিপাকসহিতা জ্ঞাননিষ্ঠোপসংহৃতা, “ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তর” মিত্যত্র। ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা তূভয়সাধনভূতোভয়ফলভূতা চ ভবতীত্যন্ত উপসংহৃতা “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজে” ত্যত্র।১৩ ভাষ্যকৃতস্তু সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসানুবাদেন মামেকং শরণং ব্রজেতি জ্ঞাননিষ্ঠোপসংহৃতে-

ভগবচ্ছরণতা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণসমূহ আমি ভক্তিরসায়ন নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছি; গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে এস্থলে তাহা দিক্‌মাত্র কথিত হইল।৯ তন্মধ্যে প্রথম প্রকার মৃদু **ঈশ্বরশরণত্ব** যথা—“হে প্রভো! ভেদ বুদ্ধি চলিয়া যাইলেও আমিই তোমার হইতেছি, তুমি আমার নও, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রেরই হইয়া থাকে, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের হয় না।”১০ দ্বিতীয় প্রকার **মধ্য ঈশ্বরশরণত্ব** যথা—“হে কৃষ্ণ! তুমি বলপূর্ব্বক হাত ছিনাইয়া যাইতেছ, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু তুমি যদি আমার হৃদয় হইতে সরিয়া যাইতে পার তবেই তোমার পৌরুষ বুঝিব।”১১ তৃতীয় প্রকার **অধিমাত্র ঈশ্বরশরণত্ব** যথা—“এই সমস্ত নিখিল দৃশ্যবর্গ এবং আমিও বাসুদেব হইতেছি অর্থাৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহি—সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর এক (সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগতভেদ রহিত)। হৃদয়গত (দহরাশ্রিত) অনন্ত পরমেশ্বরের উপর যাঁহাদের এইপ্রকার অচলা মতি অর্থাৎ দৃঢ়বোধ জন্মিয়াছে—তাঁহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।”—ইহা দূতের প্রতি যমের বাক্য। অম্বরীষ, প্রহ্লাদ, গোপী প্রভৃতি ভক্তেরা এই ভূমিকার যোগ্য উদাহরণ বুঝিতে হইবে।১২ এই গীতাশাস্ত্রে সাধ্যসাধনভাবাপন্ন ত্রিবিধ নিষ্ঠা যে বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা বহুপ্রকারে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে “স্বকর্ম্মণা তমভর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” এই স্থলে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপর্য্যন্ত যে কর্ম্মনিষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের পূর্ব্বকাল যাবৎই যে কর্ম্মনিষ্ঠার কর্ত্তব্যতা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। “ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্” এইস্থলে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণাদি পরিপাক সহকৃত যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। আর যে ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা তাহা উভয়ের (কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার) সাধনস্বরূপ এবং উভয়েরই ফলস্বরূপ; এইজন্য তাহা সর্ব্বশেষে “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” এইস্থলে উপসংহৃত হইয়াছে।১৩ ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, এস্থলে “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” এই অংশে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের অনুবাদ করিয়া “মামেকং শরণং ব্রজ”—ইহার দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

ইদং তে অতপস্কায় ন বাচ্যং ন চ অভক্তায় কদাচন, ন চ অশুশ্রূষবে ; ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি অর্থাৎ এই যে শাস্ত্র তোমায় বলিলাম ইহা তপস্যাহীন, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন, গুরু-শুশ্রূষা-রহিত এবং আমার প্রতি অসূয়াপর ব্যক্তিকে কদাচ বলিবে না ॥ ৬৭

ত্যাহুঃ। ভগবদভিপ্রায়বর্ণনে কে বয়ং বরাকাঃ।১৪ "বচো যদ্গীতাখ্যং পরমপুরুষস্যাগমগিরাং রহস্যং তদ্ব্যাখ্যামনতিনিপুণঃ কো বিতনুতাম্। অহং ত্বেতদ্বাল্যং যদিহ কৃতবানস্মি কথমপ্যহেতুস্নেহানাং তদপি কুতুকায়ৈব মহতাম্" ॥ ১৫—৬৬ ॥

সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। শাস্ত্রসংপ্রদায়বিধিমধুনা কথয়তি ইদমিতি। ইদং গীতাখ্যং সর্ব্বশাস্ত্রার্থরহস্যং তে তব সংসারবিচ্ছিত্তয়ে ময়োক্তং নাতপস্কায় অসংযতেন্দ্রিয়ায় ন বাচ্যং কদাচন কস্যামপ্যবস্থায়ামিতি পর্য্যায়ত্রয়েঽপি সংবধ্যতে। তপস্বিনেঽপ্যভক্তায়

অভিপ্রায় কি তাহা নির্ণয় করিতে আমাদের মত ব্যক্তি কোন্ ছার! অর্থাৎ টীকাকার এখানে ভগচ্ছরণতাই বিহিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর ভাষ্যকার সন্ন্যাসবিধান অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে টীকাকার নিজ উক্তির অকিঞ্চিৎকরতা প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে 'বরাক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।১৪ আগমবাক্য সকলের রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় সারাংশ স্বরূপ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই যে গীতারূপ বাণী, অনতিনিপুণ (যে অতিনিপুণ নহে তাদৃশ) কোন্ ব্যক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে? তবে আমি যে ইহাতে এই বাল্য (বালকত্ব, ছেলেমানুষী) করিলাম তাহা অহেতুক স্নেহের বশবর্ত্তী মহান্ ব্যক্তিগণের হয়ত কোন রকমে কৌতুকাবহ হইতে পারে।১৫—৬৬॥

ভাবপ্রকাশ—গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। কর্ম্মযোগের রহস্য বলিয়াছেন—বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ", ইহাই গুহ্য জ্ঞান। পরে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন—ঈশ্বর সব করিতেছেন—জীব তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়াই সব কর্ম্ম করে—"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"। এক্ষণে গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরের ভূমি—ইহা ভগবদেকশরণতা, ইহাই শুদ্ধজ্ঞান, ইহা পরাভক্তিগম্য সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান। ইহাই পরমহংস পরিব্রাজকের ধর্ম্ম—ইহা জ্ঞানসিদ্ধি। ইহাই শ্রেষ্ঠ স্তর। এখানে বিচার নাই—"বিমৃশ্য" কুরু" নহে। এখানে কেবল শরণাগতি। এখানে তত্ত্বে প্রবেশ—এখানে কার্য্যাকার্য্য নাই। এখানে কেবল প্রপন্নতা। প্রথম স্তরে জীবের স্বাধীনতা, দ্বিতীয় স্তরে যন্ত্রচালিতের মত কার্য্যকরণ, তৃতীয় স্তরে ভগবদিচ্ছা ও জীবের ইচ্ছার ঐক্য।৬৩-৬৬॥

অনুবাদ—শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়) সমাপ্ত হইল। এক্ষণে শাস্ত্রের সম্প্রদায়বিধি, গুরুশিষ্যক্রম বা প্রদান করিবার নিয়ম বলিতেছেন "ইদম্" ইত্যাদি। **ইদম্**=এই গীতানামক সকল শাস্ত্রার্থের রহস্যভূত বিষয় যাহা, **তে**=তোমার সংসারোচ্ছিত্তির নিমিত্ত মৎকর্ত্তৃক কথিত হইল তাহা **নাতপস্কায়**=অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নিকট বক্তব্য নহে; **কদাচন**=কোন অবস্থায়ও। এই 'কদাচন' শব্দটী পর্য্যায়ত্রয়েই অর্থাৎ তিনস্থলের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। তপস্বী হইলেও, **অভক্তায়**=যে

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

ইদং পরং গুহ্যং মদ্ভক্তেষু যঃ অভিধাস্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ মাম্ এব এষ্যতি অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য গীতা শাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমাতে পরম ভক্তিমান্ হওয়ায় সন্দেহহীন হইবেন এবং আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন॥ ৬৮

গুরৌ দেবে চ ভক্তিরহিতায় ন বাচ্যং কদাচন। তপস্বিনে ভক্তায়াপি অশুশ্রূষবে শুশ্রূষাং পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে চ ন বাচ্যং কদাচন। চশব্দঃ বাচ্যং কদাচনেতি পদদ্বয়াকর্ষণার্থঃ।১ ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি মাং ভগবন্তং বাসুদেবং মনুষ্যমসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং মত্বা অভ্যসূয়তি আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেনেশ্বরত্বমসহমানো দ্বেষ্টি যঃ তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষাসহিষ্ণবেঽতপস্বিনেঽভক্তায়াশুশ্রূষবেঽপি ন বাচ্যং কদাচনেত্যনুকর্ষণার্থশ্চকারঃ। তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে শ্রীকৃষ্ণানুরক্তায় চ বাচ্যমিত্যর্থঃ। একৈকবিশেষণাভাবেঽপ্যযোগ্যতাপ্রতিপাদনার্থাশ্চত্বারো নকারাঃ।২ মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যন্যত্র বিকল্পদর্শনাৎ শুশ্রূষাগুরুভক্তিভগবদনুরক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্‌যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম্। মেধাতপসোঃ পাক্ষিকত্বেঽপি ভগবদনুরক্তি গুরুভক্তিশুশ্রূষাণাং নিয়ম এবেতি ভাষ্যকৃতঃ॥ ৩—৬৭॥

ব্যক্তি গুরু এবং দেবতায় ভক্তিরহিত তাহার নিকটেও ইহা কদাচন বক্তব্য নহে। আর তপস্বী এবং ভক্ত হইলেও **অশুশ্রূষবে**=যে ব্যক্তি শুশ্রূষা অর্থাৎ গুরুসেবা করে না তাহাকেও ইহা কদাচন বক্তব্য নহে। এখানে 'চ'শব্দটী 'বাচ্যম্' এবং 'কদাচন' এই দুইটী পদের অনুষঙ্গ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে।১ "ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি";—**মাং**=আমাকে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকে অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মযুক্ত সাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া যে ব্যক্তি **অভ্যসূয়তি**=আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি দোষারোপ করতঃ মদীয় ঈশ্বরত্ব সহিতে না পারিয়া আমার উপর বিদ্বেষ করিয়া থাকে তাহাকে; অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি তপস্বী, ভক্ত এবং শুশ্রূষু হইলেও সে যদি শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ সহিতে না পারে তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তিকে ইহা কদাচন বলিবে না। 'কদাচন' শব্দটীর অনুকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এখানে 'চ'শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে তপস্বী ভক্ত শুশ্রূষু শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত ব্যক্তিকে ইহা বলিবে। এস্থলে যে কয়টী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে যে ব্যক্তিতে ঐগুলির এক একটীরও অভাব হইবে সে (এই উপদেশলাভের) অযোগ্য হইবে, এইরূপে তাহার অযোগ্যতা সূচিত করিবার জন্য চারিবারে চারিটী 'ন'কার প্রযুক্ত হইয়াছে।২ "মেধাবী ব্যক্তিকে অথবা তপস্বীকে বলিবে"—শাস্ত্রান্তরে এইপ্রকার বিকল্প নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এখানেও শুশ্রূষা, গুরুভক্তি ও ভগবদনুরাগযুক্ত তপস্বীকে বলিতে পারা যায় কিংবা ঐ সমস্ত গুণযুক্ত মেধাবী ব্যক্তিকেও বলা যায়—এইরূপ অর্থ হইবে। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এখানে বলিয়াছেন, মেধা ও তপস্যা ইহাদের মধ্যে বৈকল্পিকতা থাকিলেও ভগবদনুরাগ, গুরুভক্তি এবং শুশ্রূষা—এইগুলির নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—অর্থাৎ যাহাকে এই তত্ত্ব উপদেশ দেওয়া হইবে তাহার যে ঐগুলি অবশ্যই থাকা চাই তাহাই বলা হইয়াছে।৩—৬৭॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন, তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভবিতা অর্থাৎ মনুষ্যলোক মধ্যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতার অপেক্ষা অধিক পরিতোষকর্ত্তা আমার আর কেহই নাই, আর কখনও পৃথিবীতে তদপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয় আর কেহ হইবেও না ॥ ৬৯

এবং সম্প্রদায়স্য বিধিমুক্ত্বা তস্য কর্ত্তুঃ ফলমাহ য ইমমিতি। যঃ সংপ্রদায়স্য প্রবর্ত্তকঃ ইমং আবয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং পরমং নিরতিশয়পুরুষার্থসাধনং গুহ্যং রহস্যার্থত্বাৎ সর্ব্বত্র প্রকাশয়িতুমনর্হং মদ্ভক্তেষু মাং ভগবন্তং বাসুদেবং প্রত্যনুরক্তেষু অভিধাস্যতি অভিতো গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ধাস্যতি স্থাপয়িষ্যতি—।১ ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাৎ পূর্ব্বোক্তবিশেষণত্রয়রহিতস্যাপি ভগবদ্ভক্তিমাত্রেণ পাত্রতা সূচিতা ভবতি।২ কথমভিধাস্যতি তত্রাহ—। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা ভগবতঃ পরমগুরোঃ শুশ্রূষৈবেয়ং ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বা নিশ্চিত্য যোঽভিধাস্যতি স মামেবৈষ্যতি মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেষ্যত্যেব অচিরান্মোক্ষ্যত এব সংসারাদত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ।৩ অথবা ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বাঽসংশয়ো নিঃসংশয় সন্মামেষ্যত্যেবেতি বা মামেবৈষ্যতি, নান্যমিতি যথা শ্রুতমেব বা যোজ্যম্ ॥ ৪—৬৮ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সম্প্রদায়বিধি বলিয়া তৎকর্ত্তার অর্থাৎ উক্তপ্রকার পাত্রে যে ব্যক্তি ঐ গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তাঁহার কি ফল হয় তাহা বলিতেছেন "য ইমম্"। যঃ=যিনি অর্থাৎ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক যে ব্যক্তি, **ইমম্**=আমাদের দুইজনের সংবাদরূপ এই গ্রন্থ, যাহা **পরমম্**= নিরতিশয় পুরুষার্থসাধন এবং যাহা **গুহ্যম্**=রহস্যার্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবার অযোগ্য—যেখানে সেখানে যাহা প্রকাশ করা যায় না, তাহা **মদ্ভক্তেষু**=আমার প্রতি অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিগণের নিকট **অভিধাস্যতি**="অভি" অর্থাৎ অভিতঃ অর্থাৎ মূল গ্রন্থরূপে কিংবা তাহার অর্থরূপে "ধাস্যতি"=স্থাপন করিবেন অর্থাৎ গ্রন্থের আবৃত্তি করেন কিংবা অর্থও প্রকাশ করেন—।১ (পূর্ব্বশ্লোকে একবার ভক্তের উল্লেখ করা হইলেও) এস্থলে পুনরায় ভক্তশব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই সূচিত করিয়া দিতেছেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিশেষণ রহিত তাহার যদি ভগবদ্ভক্তি থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই ভগবদ্ভক্তির জন্য সেও এই গীতাতত্ত্ব শ্রবণের পাত্র হইয়া থাকে।২ তিনি কিরূপে বলিবেন, তাহাই বলিতেছেন "ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা";—'আমি এই যাহা যাহা কিছু করিতেছি তাহা পরম গুরু ভগবানের শুশ্রূষাই করা হইতেছে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি এই গীতাতত্ত্ব প্রকাশ করিবেন **সঃ মামেব এষ্যতি**=তিনি আমাকেই অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকেই প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ সংসার হইতে অচিরেই মুক্তিলাভ করিবেন, **অসংশয়ঃ**=এ বিষয়ে সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে।৩ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—আমার উপর পরা ভক্তি করিয়া অসংশয়=নিঃসংশয়, ছিন্নসংশয় হইয়া অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অথবা, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্য কাহাকেও নহে, এইরূপে যথাশ্রুত ভাবেও পদযোজনাপূর্ব্বক অর্থ করা যায়।৪—৬৮॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

ইদং পরং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষু যঃ অভিধাস্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ মাম্ এব এষ্যতি অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য গীতা শাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমাতে পরম ভক্তিমান্ হওয়ায় সন্দেহহীন হইবেন এবং আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন॥ ৬৮

গুরৌ দেবে চ ভক্তিরহিতায় ন বাচ্যং কদাচন। তপস্বিনে ভক্তায়াপি অশুশ্রূষবে শুশ্রূষাং পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে চ ন বাচ্যং কদাচন। চশব্দঃ বাচ্যং কদাচনেতি পদদ্বয়াকর্ষণার্থঃ।১ ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি মাং ভগবন্তং বাসুদেবং মনুষ্যমসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং মত্বা অভ্যসূয়তি আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেনেশ্বরত্বমসহমানো দ্বেষ্টি যঃ তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষাসহিষ্ণবেঽতপস্বিনেঽভক্তায়াশুশ্রূষবেঽপি ন বাচ্যং কদাচনেত্যনুকর্ষণার্থশ্চকারঃ। তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে শ্রীকৃষ্ণানুরক্তায় চ বাচ্যমিত্যর্থঃ। একৈকবিশেষণাভাবেঽপ্যযোগ্যতাপ্রতিপাদনার্থাশ্চত্বারো নকারাঃ।২ মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যন্যত্র বিকল্পদর্শনাৎ শুশ্রূষাগুরুভক্তিভগবদনুরক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্‌যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম্। মেধাতপসোঃ পাক্ষিকত্বেঽপি ভগবদনুরক্তিগুরুভক্তিশুশ্রূষাণাং নিয়ম এবেতি ভাষ্যকৃতঃ॥ ৩—৬৭॥

ব্যক্তি গুরু এবং দেবতায় ভক্তিরহিত তাহার নিকটেও ইহা কদাচন বক্তব্য নহে। আর তপস্বী এবং ভক্ত হইলেও **অশুশ্রূষবে**=যে ব্যক্তি শুশ্রূষা অর্থাৎ গুরুসেবা করে না তাহাকেও ইহা কদাচন বক্তব্য নহে। এখানে ‘চ’শব্দটী ‘বাচ্যম্’ এবং ‘কদাচন’ এই দুইটী পদের অনুষঙ্গ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে।১ “ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি”;—**মাং**=আমাকে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকে অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মযুক্ত সাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া যে ব্যক্তি **অভ্যসূয়তি**=আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি দোষারোপ করতঃ মদীয় ঈশ্বরত্ব সহিতে না পারিয়া আমার উপর বিদ্বেষ করিয়া থাকে তাহাকে; অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি তপস্বী, ভক্ত এবং শুশ্রূষু হইলেও সে যদি শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ সহিতে না পারে তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তিকে ইহা কদাচন বলিবে না। ‘কদাচন’ শব্দটীর অনুকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এখানে ‘চ’শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে তপস্বী ভক্ত শুশ্রূষু শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত ব্যক্তিকে ইহা বলিবে। এস্থলে যে কয়টী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে যে ব্যক্তিতে ঐগুলির এক একটীরও অভাব হইবে সে (এই উপদেশলাভের) অযোগ্য হইবে, এইরূপে তাহার অযোগ্যতা সূচিত করিবার জন্য চারিবারে চারিটী ‘ন’কার প্রযুক্ত হইয়াছে।২ “মেধাবী ব্যক্তিকে অথবা তপস্বীকে বলিবে”—শাস্ত্রান্তরে এইপ্রকার বিকল্প নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এখানেও শুশ্রূষা, গুরুভক্তি ও ভগবদনুরাগযুক্ত তপস্বীকে বলিতে পারা যায় কিংবা ঐ সমস্ত গুণযুক্ত মেধাবী ব্যক্তিকেও বলা যায়—এইরূপ অর্থ হইবে। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এখানে বলিয়াছেন, মেধা ও তপস্যা ইহাদের মধ্যে বৈকল্পিকতা থাকিলেও ভগবদনুরাগ, গুরুভক্তি এবং শুশ্রূষা—এইগুলির নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—অর্থাৎ যাহাকে এই তত্ত্ব উপদেশ দেওয়া হইবে তাহার যে ঐগুলি অবশ্যই থাকা চাই তাহাই বলা হইয়াছে।৩—৬৭॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন, তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভবিতা অর্থাৎ মনুষ্যলোক মধ্যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতার অপেক্ষা অধিক পরিতোষকর্ত্তা আমার আর কেহই নাই, আর কখনও পৃথিবীতে তদপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয় আর কেহ হইবেও না ॥ ৬৯

এবং সম্প্রদায়স্য বিধিমুক্ত্বা তস্য কর্ত্তুঃ ফলমাহ য ইমমিতি। যঃ সংপ্রদায়স্য প্রবর্ত্তকঃ ইমং আবয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং পরমং নিরতিশয়পুরুষার্থসাধনং গুহ্যং রহস্যার্থত্বাৎ সর্ব্বত্র প্রকাশয়িতুমনর্হং মদ্ভক্তেষু মাং ভগবন্তং বাসুদেবং প্রত্যনুরক্তেষু অভিধাস্যতি অভিতো গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ধাস্যতি স্থাপয়িষ্যতি—।১ ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাৎ পূর্ব্বোক্তবিশেষণত্রয়রহিতস্যাপি ভগবদ্ভক্তিমাত্রেণ পাত্রতা সূচিতা ভবতি।২ কথমভিধাস্যতি তত্রাহ—। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা ভগবতঃ পরমগুরোঃ শুশ্রূষৈবেয়ং ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বা নিশ্চিত্য যোঽভিধাস্যতি স মামেবৈষ্যতি মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেষ্যত্যেব অচিরান্মোক্ষ্যত এব সংসারাদত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ।৩ অথবা ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বাঽসংশয়ো নিঃসংশয় সন্মামেষ্যত্যেবেতি বা মামেবৈষ্যতি, নান্যমিতি যথা শ্রুতমেব বা যোজ্যম্ ॥ ৪—৬৮ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সম্প্রদায়বিধি বলিয়া তৎকর্ত্তার অর্থাৎ উক্তপ্রকার পাত্রে যে ব্যক্তি ঐ গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তাঁহার কি ফল হয় তাহা বলিতেছেন "য ইমম্"। যঃ=যিনি অর্থাৎ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক যে ব্যক্তি, **ইমম্**=আমাদের দুইজনের সংবাদরূপ এই গ্রন্থ, যাহা **পরমম্**= নিরতিশয় পুরুষার্থসাধন এবং যাহা **গুহ্যম্**=রহস্যার্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবার অযোগ্য—যেখানে সেখানে যাহা প্রকাশ করা যায় না, তাহা **মদ্ভক্তেষু**=আমার প্রতি অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিগণের নিকট **অভিধাস্যতি**="অভি" অর্থাৎ অভিতঃ অর্থাৎ মূল গ্রন্থরূপে কিংবা তাহার অর্থরূপে "ধাস্যতি"=স্থাপন করিবেন অর্থাৎ গ্রন্থের আবৃত্তি করেন কিংবা অর্থও প্রকাশ করেন—।১ (পূর্ব্বশ্লোকে একবার ভক্তের উল্লেখ করা হইলেও) এস্থলে পুনরায় ভক্তশব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই সূচিত করিয়া দিতেছেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিশেষণ রহিত তাহার যদি ভগবদ্ভক্তি থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই ভগবদ্ভক্তির জন্য সেও এই গীতাতত্ত্ব শ্রবণের পাত্র হইয়া থাকে।২ তিনি কিরূপে বলিবেন, তাহাই বলিতেছেন "ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা";—'আমি এই যাহা যাহা কিছু করিতেছি তাহা পরম গুরু ভগবানের শুশ্রূষাই করা হইতেছে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি এই গীতাতত্ত্ব প্রকাশ করিবেন **সঃ মামেব এষ্যতি**=তিনি আমাকেই অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকেই প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ সংসার হইতে অচিরেই মুক্তিলাভ করিবেন, **অসংশয়ঃ**=এ বিষয়ে সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে।৩ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—আমার উপর পরা ভক্তি করিয়া অসংশয়=নিঃসংশয়, ছিন্নসংশয় হইয়া অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অথবা, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্য কাহাকেও নহে, এইরূপে যথাশ্রুত ভাবেও পদযোজনাপূর্ব্বক অর্থ করা যায়।৪—৬৮॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

যঃ চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে, তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্, ইতি মে মতিঃ অর্থাৎ যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসম্মত গীতাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে পূজা করিবেন—ইহাই আমার অভিমত ॥ ৭০

কিঞ্চ ;—তস্মাদ্ভক্তেষু শাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মে মম প্রিয়কৃত্তমঃ অতিশয়েন প্রিয়কৃৎ মদ্বিষয়প্রীত্যতিশয়বান্নাস্তি বর্ত্তমানে কালে। নাপি প্রাগাসীত্তাদৃক্ কশ্চিৎ। ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরঃ প্রীত্যতিশয়বিষয়ঃ কশ্চিদপ্যাসীন্ন। অধুনা চ ভুবি লোকেঽস্মিন্নাস্তি,। ন চ কালান্তরে ভবিতেত্যাবৃত্ত্যা যোজ্যম্ ॥ ৬৯ ॥

অধ্যাপকস্য ফলমুক্ত্বাঽধ্যেতুঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যতে ইতি। আবয়োঃ সংবাদমিমং গ্রন্থং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানাত্মকেন যজ্ঞেন চতুর্থাধ্যায়োক্তেন দ্রব্যযজ্ঞাদিশ্রেষ্ঠেনাহং সর্ব্বেশ্বরঃ তেনাধ্যেত্রা ইষ্টঃ পূজিতঃ স্যামিতি মে মতির্ম্মম নিশ্চয়ঃ।১ যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব জপতি তথাপি তচ্ছৃণ্বতো মম মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি। অতো জপমাত্রাদপি জ্ঞানযজ্ঞফলং মোক্ষং লভতে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা।২ অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং পঠতস্তু সাক্ষাদেব মোক্ষ

অনুবাদ—আরও, **তস্মাৎ**=তাহা অপেক্ষা অর্থাৎ আমার ভক্তগণের মধ্যে সেই যে শাস্ত্রসম্প্রদায়কারী ব্যক্তি তিনি ছাড়া **মনুষ্যেষু**=মনুষ্যগণের মধ্যে **কশ্চিৎ**=অন্য কেহও **মে**=আমার **প্রিয়কৃত্তমঃ**=অতিশয় প্রিয়কারী অর্থাৎ মদ্বিষয়ক অত্যধিক প্রেমযুক্ত বলিয়া **ন**=নাই, বর্ত্তমান কালে নাই, **চ**=এবং পূর্ব্বেও কেহ ছিল না, **ন চ ভবিতা**=এবং কালান্তরেও অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালেও কেহ সেইরূপ হইবে না। **ন চ প্রিয়তরঃ**=আর সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহই আমার প্রিয়তর অর্থাৎ অতিশয় প্রীতির বিষয় ছিল না, এবং বর্ত্তমান কালেও **ভুবি**=এই ভুবনে নাই এবং কালান্তরেও হইবে না, এইরূপে পদগুলির আবৃত্তি (পুনরুল্লেখ) করিয়া অর্থ করিতে হইবে।৬৯॥

অনুবাদ—এইরূপে, যিনি ইহার অধ্যাপনা (প্রচার) করেন সেই অধ্যাপকের কি ফল লাভ হয় তাহা বলিয়া এক্ষণে অধ্যেতার (যিনি ইহা অধ্যয়ন করেন তাহার) ফল বলিতেছেন **আবয়োঃ**=আমাদের দুইজনের **ইমং সংবাদং**=সংবাদরূপ এই গ্রন্থ, যাহা **ধর্ম্ম্যং**=ধর্ম্মানপেত (ধর্ম্মমার্গে স্থিত) তাহা যঃ তাহা যিনি জপরূপে পাঠ করিবেন আমি সেই অধ্যেতা কর্ত্তৃক **জ্ঞানযজ্ঞেন**=জ্ঞানাত্মক যজ্ঞের দ্বারা **অধেষ্যতে চ**=যে জ্ঞানযজ্ঞকে চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা **ইষ্টঃ স্যাম্**=পূজিত হইব **ইতি** ইহাই **মে মতিঃ**=আমার নিশ্চয় বা অভিমত হইতেছে।১ যদি সেই ব্যক্তি গীতার অর্থ না বুঝিয়াও ইহা পাঠ করেন তথাপি তাহা কেবলমাত্র শুনিয়াই আমার এই প্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে যে ঐ ব্যক্তি আমারই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই কারণে সেই ব্যক্তি কেবলমাত্র পাঠ হইতেই সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তিকে দ্বার করিয়া জ্ঞানযজ্ঞের ফল যে মোক্ষ তাহা লাভ করিয়া

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ, সঃ অপি মুক্তঃ, পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবল শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাদিগের ভোগ্য শুভ-লোক লাভ করেন ॥ ৭১

ইতি কিং বক্তব্যমিতি ফলবিধিরেবায়ং নার্থবাদঃ। "শ্রেয়ান্দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরংতপে"তি প্রাগুক্তম্ ॥ ৭০ ॥

প্রবক্তুরধ্যেতুশ্চ ফলমুক্ত্বা শ্রোতুরিদানীং ফলং কথয়তি শ্রদ্ধেতি। যো নরঃ কশ্চিদপি অন্যস্যোচ্চৈর্জ্জপতঃ কারুণিকস্য সকাশাৎ শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ—। তথা কিমর্থময়মুচ্চৈর্জ্জপত্যশুদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্ট্যাঽসূয়য়া রহিতোঽনসূয়শ্চ কেবলং শৃণুয়াদিমং গ্রন্থং, অপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্, সোঽপি কেবলাক্ষরমাত্রশ্রোতাঽপি মুক্তঃ পাপৈঃ শুভান্ প্রশস্তান্ লোকান্ পুণ্যকর্ম্মণামশ্বমেধাদিকৃতাং প্রাপ্নুয়াৎ। জ্ঞানবতস্তু কিং বাচ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

থাকেন।২ আর যে ব্যক্তি অর্থানুসন্ধান করিয়া ইহা পাঠ করেন তাঁহার যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মুক্তি হয় তাহা কি আর বলিতে হইবে? এইরূপে এটী ফলবিধিই বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহা অর্থবাদ নহে। আর "হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ উৎকৃষ্ট" ইহা পূর্ব্বে বলাই হইয়াছে। অর্থাৎ এই অর্থাববোধপূর্ব্বক যে জপ ইহা জ্ঞানযজ্ঞ; এই জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। কাজেই ইহার ফলে যে মুক্তি হইবে তাহা বিচিত্র নহে।৩—৭০॥

ভাবপ্রকাশ—গীতাশাস্ত্রের অধিকারী কে তাহা বলিতেছেন। শুশ্রূষু ও অসূয়া রহিত হওয়া চাই-ই—যাহার প্রবল শ্রবণাভিলাষ নাই এবং যাহার অসূয়া আছে, তাহাকে গীতাশাস্ত্র বলিতে নাই। তপস্যা দ্বারা নির্ম্মলান্তঃকরণ ভক্ত সাধকই গীতাশাস্ত্রের প্রকৃত অধিকারী। গীতার অধ্যয়ণ অধ্যাপনই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ। যাঁহারা গীতালোচনা করেন তাঁহারা ভগবানের অতীব প্রিয়।৬৭-৭০

অনুবাদ—প্রবক্তা এবং অধ্যেতা ইঁহাদের ফল নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে ইহা শ্রবণকারীর কি ফল হয় তাহা বলিতেছেন "শ্রদ্ধাবান্" ইত্যাদি। কোন কারুণিক ব্যক্তি যখন উচ্চৈঃস্বরে ইহা পাঠ করিতেছেন সেই সময় **যো নরঃ**=যে কোন ব্যক্তি **শ্রদ্ধাবান্**=শ্রদ্ধাযুক্ত **অনসূয়শ্চ**=এবং কেন এ লোকটা উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেছে বা অসম্বদ্ধ পড়িতেছে এই প্রকার দোষদৃষ্টিরূপ অসূয়াবিহীন, অনসূয় হইয়া **শৃণুয়াৎ অপি**=কেবলমাত্র এই গ্রন্থপাঠই শ্রবণ করে—। 'অপি' শব্দটী থাকায়, সে যদি অর্থজ্ঞানবান্ হয় তাহা হইলে ত আর কথাই নাই; অর্থাৎ পঠ্যমান গ্রন্থের অর্থ না বুঝিয়াই যদি শ্রবণ করে—আর উহার শ্রবণ কালে যদি উহার অর্থবোধও করে তাহা হইলে ত কথাই নাই—এইরূপ অর্থ সূচিত হইতেছে। **সঃ অপি**=সেই ব্যক্তিও অর্থাৎ কেবলমাত্র উচ্চার্য্যমাণ অক্ষর শ্রোতা ব্যক্তিও **মুক্তঃ**=পাপমুক্ত হইয়া, **পুণ্যকর্ম্মণাম্**=অশ্বমেধযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মকারী ব্যক্তিগণের লভ্য

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

হে পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ? হে ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ? অর্থাৎ হে পার্থ! তুমি মৎকথিত এই গীতাশাস্ত্র একাগ্রচিত্তে শুনিলে ত? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজাত মোহ দূর হইল ত? ॥ ৭২

অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে অচ্যুত! ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ, ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা; স্থিতঃ অস্মি, গতসন্দেহঃ তব বচনং করিষ্যে অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইল, আমি স্মৃতি লাভ করিলাম; এখন আমি যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলাম; আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে; এক্ষণে তোমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব ॥ ৭৩

শিষ্যস্য জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং গুরুণা কারুণিকেন প্রয়াসঃ কার্য্য ইতি গুরোর্ধর্ম্মং শিক্ষয়িতুং সর্ব্বজ্ঞোঽপি পুনরুপদেশাপেক্ষা নাস্তীতি জ্ঞাপনায় পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নে। এতন্ময়োক্তং গীতাশাস্ত্রং একাগ্রেণ ব্যাসঙ্গরহিতেন চেতসা হে পার্থ! ত্বয়া কিং শ্রুতং অর্থতোঽবধারিতম্। কচ্চিৎ কিং অজ্ঞানসংম্মোহঃ অজ্ঞাননিমিত্তঃ সম্মোহো বিপর্য্যয়ঃ অজ্ঞাননাশাৎ প্রনষ্টঃ প্রকর্ষেণ পুনরুৎপত্তিবিরোধিত্বেন নষ্টস্তে তব? হে ধনঞ্জয়! যদি ন স্যাৎ পুনরুপদেশং করিষ্যামীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭২ ॥

শুভান্ লোকান্=প্রশস্ত লোকসকল **প্রাপ্নুয়াৎ**=প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর যিনি ঐ বিষয়ের জ্ঞানবান্ শ্রোতা, অর্থবোধপূর্ব্বক শ্রবণকারী তাঁহার কথা আর কি বলিতে হইবে? অর্থাৎ তিনি যে উত্তম লোক প্রাপ্ত হইবেন তাহা আর বলিতে হইবে না।৭১॥

ভাবপ্রকাশ—অসূয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, অসূয়া রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গীতা শাস্ত্র কেবল শ্রবণ করিলেও শুভলোক প্রাপ্তি হয়। অসূয়া রহিত না হইলে কিছুতেই গীতা শ্রবণের অধিকারী হওয়া যায় না।৭১॥

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত না শিষ্যের জ্ঞানোদয় হয় তাবৎ পর্য্যন্ত কারুণিক গুরুর প্রয়াস করা উচিত, ইহাই গুরুর ধর্ম্ম; ইহা শিক্ষা দিবার জন্য, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, এ স্থলে যে পুনর্ব্বার উপদেশ দিবার অপেক্ষা নাই তাহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কচ্চিৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই অর্জ্জুন এই সমস্ত বিষয় বুঝিয়াছেন কিনা তাহা জানেন। তথাপি উপদেষ্টা গুরুর কর্ত্তব্য কি—কিভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত,যতক্ষণ না শিষ্যের বোধোদয় হয় ততক্ষণ যে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা জানাইয়া দিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাতিছেন অর্জ্জুন বুঝিয়াছেন কিনা। **কচ্চিৎ**=ইহা প্রশ্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। **এতৎ** হে=**পার্থ!** আমা কতৃক উক্ত এই গীতাশাস্ত্র **একাগ্রেণ**=বিষয়ান্তরাসঙ্গ রহিত **চেতসা**=চিত্তে **ত্বয়া** তোমা কতৃক **শ্রুতং**=অবধারিত (তত্ত্বতঃ জ্ঞাত) হইল কি? হে **ধনঞ্জয়!** **তে**=তোমার **অজ্ঞানসম্মোহঃ**=অজ্ঞান জনিত যে সম্মোহ অর্থাৎ বিপর্য্যয় তাহাও অজ্ঞাননাশবশতঃ **প্রনষ্টঃ**=প্রকর্ষসহকারে অর্থাৎ পুনরুৎপত্তির বিরোধিরূপে

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

সঞ্জয়ঃ উবাচ—ইতি অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং লোমহর্ষণং, অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্ অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ আমি শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪

এবং পৃষ্টঃ কৃতার্থত্বেন পুনরুপদেশানপেক্ষতামাত্মনঃ অর্জ্জুন উবাচ—নষ্ট উচ্ছিন্নঃ মোহঃ অজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। তন্নাশকমাহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়া। যস্মাত্ত্বদুপদেশাদাত্মজ্ঞানং লব্ধং সর্ব্বসংশয়ানাক্রান্ততয়া প্রাপ্তং অতঃ সর্ব্বপ্রতিবন্ধশূন্যেনাত্মজ্ঞানেন মোহো নষ্ট ইত্যর্থঃ। হে অচ্যুত! আত্মত্বেন নিশ্চিতত্বাৎ।১ "বিয়োগাযোগ্যস্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২) ইতি শ্রুত্যর্থমনুভবন্নাহ স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো নিবৃত্তসর্ব্বসন্দেহঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধকর্ত্তব্যতারূপে ত্বচ্ছাসনে। যাবজ্জীবং চ করিষ্যে বচনং তব ভগবতঃ পরমগুরোরাজ্ঞাং পালয়িষ্যামীতি প্রয়াসসাফল্যকথনেন ভগবন্তং অর্জ্জুনঃ পরিতোষয়ামাস।২ অনেন গীতাশাস্ত্রাধ্যায়িনো ভগবৎপ্রসাদাদবশ্যং মোক্ষফল-পর্য্যন্তং জ্ঞানং ভবতীতি শাস্ত্রফলমুপসংহৃতং "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ উঃ ৬।১৬।৩) ইতিবৎ ॥ ৭৩॥

অর্থাৎ যাহাতে তাহার পুনর্ব্বার প্রকাশ না হয় সেইভাবে নষ্ট হইয়াছে ত? যদি নষ্ট না হয় নাহা হইলে বল, পুনর্ব্বার উপদেশ দিব, ইহাই অভিপ্রায়।৭২॥

অনুবাদ—এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইলে অর্জ্জুন কৃতার্থতাহেতু নিজের পুনর্ব্বার উপদেশের আর আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া বলিলেন "**নষ্টঃ**=উচ্ছিন্ন হইয়াছে, **মোহঃ**=অজ্ঞানজনিত বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। সেই মিথ্যাজ্ঞানের নাশক কে? তাহাই বলিতেছেন **স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া**=তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতিলাভ হইয়াছে। **হে অচ্যুত!** যেহেতু তোমার উপদেশ হইতে আত্মজ্ঞানলাভ হইয়াছে অর্থাৎ এমনভাবে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে যাহাতে আর কোন প্রকার সংশয়ের অবসর নাই এই কারণে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকশূন্য সেই আত্মজ্ঞানের দ্বারা মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।১ "বিয়োগের অযোগ্য অর্থাৎ যাহার বিয়োগ হয় না তাদৃশ স্মৃতিলাভ হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থির মোচন হইয়া থাকে" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ অনুভব করিয়া বলিতেছেন **স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ**=আমি নিবৃত্তসর্ব্বসন্দেহ হইয়া; আমার সকল প্রকার সন্দেহ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে আমি সেই রূপ হইয়া স্থিত অর্থাৎ যুদ্ধকর্ত্তব্যতারূপ তোমার শাসনে (আজ্ঞায়) অবস্থিত রহিলাম। **করিষ্যে বচনং তব**=আর আমি যাবজ্জীবন তোমার, ভগবান্ পরমগুরুর আজ্ঞা পালন করিব; এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশপ্রয়াসের সাফল্য উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন।২ ইহা দ্বারা,—গীতাশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্যক্তির ভগবৎপ্রসাদে অবশ্যই তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যাহার পর্য্যন্তে (অন্তে) মোক্ষরূপ ফল হইয়া থাকে, এইরূপে শ্রুতি উপদিষ্ট—"তখন ইনি বিজ্ঞানলাভ করিলেন" এই বিষয়ের ন্যায়, এখানেও শাস্ত্রের যাহা ফল (তত্ত্বজ্ঞান) তাহার উপসংহার করা হইল। ৩—৭৩॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

ব্যাসপ্রসাদাৎ অহম্ ইদং পরং গুহ্যং যোগং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ অর্থাৎ ব্যাসের প্রসাদে আমি স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্যযোগ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৫

সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থং কথাসম্বন্ধমিদানীমনুসন্দধানঃ (সঞ্জয় উবাচ)—। অদ্ভুতং চেতসো বিস্ময়াখ্যবিকারকরং লোকেষ্বসংভাব্যমানত্বাৎ লোমহর্ষণং শরীরস্য রোমাঞ্চাখ্যবিকারকরং তেনাতিপরিপুষ্টত্বং বিস্ময়স্য দর্শিতম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪ ॥

ব্যবহিতস্যাপি ভগবদর্জ্জুনসংবাদস্য শ্রবণযোগ্যতামাত্মন আহ—। ব্যাসদত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাৎ ব্যাসপ্রসাদাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং যোগাব্যভিচারিহেতুং সংবাদং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ স্বয়ং স্বেন পারমেশ্বরেণ রূপেণ কথয়তঃ সাক্ষাদেবাহং

ভাবপ্রকাশ—অর্জ্জুনের মোহ কাটিল, সংশয় দূরে গেল, পরম অধিকারী শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব সংশয়মুক্ত হইলেন ।৭২-৭৩॥

অনুবাদ—শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়) সমাপ্ত হইল। এক্ষণে কথার (আখ্যায়িকার) সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ যে সূত্রে এই আখ্যায়িকা বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য **সঞ্জয় বলিলেন**—("ইতি" = এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা। আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অর্জ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"—এই পর্য্যন্ত সন্দর্ভে যাহা বলা হইল তাহা, "মহাত্মনঃ" = মহাত্মা "বাসুদেবস্য" = বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের "পার্থস্য চ" = এবং পার্থের "ইমং সংবাদং"—এই সংবাদ অর্থাৎ পরস্পরের কথাবার্ত্তা **অদ্ভুতং** = যাহা অদ্ভুত অর্থাৎ যাহা চিত্তের বিস্ময় নামক বিকার উৎপাদন করে, কারণ লোকে অর্থাৎ সাধারণ জাগতিক ব্যবহারে ইহা সম্ভাব্যমান নহে, ইহা ঘটা সম্ভব নহে **রোমহর্ষণং** = ইহা রোমহর্ষণ অর্থাৎ শরীরের রোমাঞ্চনামক বিকার উৎপাদন করে—। ইহা দ্বারা দেখান হইল (বলা হইল) যে বিস্ময়রস এখানে অতিশয় পরিপুষ্ট হইয়াছে। অন্য অংশগুলির অর্থ স্পষ্টই আছে। ("অহম্ অশ্রৌষম্" = আমি শুনিয়াছি) ।৭৪ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন এবং ভগবানের এই যে সংবাদ (পরস্পর আলোচনা) ইহা ব্যবহিত হইলেও অর্থাৎ দূরদেশ এবং সৈন্যসমাবেশ প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত হইলেও (সঞ্জয়ের) নিজের যে তাহা শ্রবণ করিবার যোগ্যতা হইয়াছিল তাহাই বলিতেছেন "ব্যাসপ্রসাদাৎ" ইত্যাদি। **ব্যাসপ্রসাদাৎ** = ব্যাসপ্রদত্ত দিব্যচক্ষুঃ এবং দিব্য কর্ণপ্রাপ্তিরূপ যে ব্যাসের প্রসাদ (অনুগ্রহ) তাহার ফলে **ইমং পরং গুহ্যং যোগম্** = এই পরম গোপনীয় যোগ অর্থাৎ যোগের অব্যভিচারী হেতু স্বরূপ এই সংবাদ **যোগেশ্বরাৎ** = যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ **স্বয়ম্ কথয়তঃ** = স্বীয় পরমেশ্বর স্বরূপে বলিতেছেন তাহা আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই **শ্রুতবান্** = শুনিয়াছি, কিন্তু পরম্পরায় অন্য কাহারও নিকট হইতে যে শুনিয়াছি

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ ! রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

হে রাজন্ ! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্ম্মুহুঃ হৃষ্যামি অর্থাৎ হে রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের এই পরম পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারংবার স্মরণ পথে উদিত হওয়ায় আমি মুহুর্মুহুঃ পরমানন্দ লাভ করিতেছি ॥ ৭৬

হে রাজন্ ! হরেঃ তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ অহং পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি অর্থাৎ হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে বারংবার আমার লোমহর্ষণ হইতেছে ॥ ৭৭

শ্রুতবানস্মি ন পরম্পরয়েতি স্বভাগ্যমভিনন্দতি। অত্রেমমিতি পুংলিঙ্গপাঠো ভাষ্যকারৈর্ব্ব্যাখ্যাতঃ এতদিতি নপুংসকলিঙ্গপাঠস্ত্বেব যোগসামানাধিকরণ্যেন ব্যাখ্যানমিদমিতি তদ্ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ৭৫ ॥

পুণ্যং শ্রবণেনাপি সর্ব্বপাপহরং কেশবার্জ্জুনয়োরিমং সংবাদমদ্ভুতং ন কেবলং শ্রুতবানস্মি কিন্তু সংস্মৃত্য সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ মুহুর্মুহুর্ব্বারম্বারং হৃষ্যামি চ হর্ষং প্রাপ্নোমি চ প্রতিক্ষণং রোমাঞ্চিতো ভবামীতি বা ॥ ৭৬ ॥

যদ্বিশ্বরূপাখ্যং সগুণং রূপমর্জ্জুনায় ধ্যানার্থং ভগবান্ দর্শয়ামাস তদিদানীমনুসন্দধান আহ তচ্চেত। তদিতি বিশ্বরূপং হে রাজন্ ! মম মহান্ বিস্ময়োঽতএব হৃষ্যামি চাহম্ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

তাহা নহে ; এইরূপে সঞ্জয় নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। (আমার কি সৌভাগ্য ! যে, আমিও তাঁহাদের এই সংবাদ স্বকর্ণে তাঁহাদিগকে বলিতে শুনিলাম !) এস্থলে 'ইমম্' এই প্রকারের পুংলিঙ্গ পাঠ ধরিয়াই ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ঐ ভাষ্যের ব্যাখ্যাতারা বলেন যে 'এতদ্' এই নপুংসকলিঙ্গ পাঠই আছে, তবে ভাষ্যকার উহাকে 'যোগম্' এই পদের সহিত সমানাধিকরণ করিয়া (বিশেষণ ধরিয়া) ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি 'ইমম্' এই পদটীকে ঐ 'এতদ্' শব্দেরই প্রতিশব্দ দিয়াছেন মাত্র ।৭৫॥

অনুবাদ—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র ! **পুণ্যম্**=শ্রবণ করিলেও যাহা সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করে ; **কেশবার্জ্জুনয়োঃ**=কেশব ও অর্জ্জুনের **সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতং**=এই যে অদ্ভুত সংবাদ তাহা যে কেবল শুনিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু তাহা **সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য**=সম্যক্ স্মরণ করিতে করিতে (এখনও স্মরণ করিতেছি এবং সেই স্মরণ করিতে থাকিয়া)—। সম্ভ্রম (ক্ষিপ্রতা) বুঝাইবার জন্য এখানে "সংস্মৃত্য" এই পদটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে,—**মুহুর্মুহুঃ**=বারংবার, **হৃষ্যামি চ**=হর্ষ প্রাপ্তও হইতেছি ; অথবা "হৃষ্যামি" ইহার অর্থ প্রতিক্ষণে রোমাঞ্চ প্রাপ্ত হইতেছি ।৭৬॥

অনুবাদ- ধ্যান করিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে সগুণরূপ দেখাইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান (স্মরণ) করিয়া সঞ্জয় বলিলেন "তচ্চ" ইত্যাদি। "তৎ" ইহা (এই পদটী) সেই বিশ্বরূপকে

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ, বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মম মতিঃ অর্থাৎ যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন অবস্থিত আছেন, সে পক্ষে রাজলক্ষ্মী, বিজয়, বিভূতি এবং অচঞ্চলা নীতি, থাকিবে ইহাই আমার বিশ্বাস ॥ ৭৮

এবং চ সতি স্বপুত্রে বিজয়াদিসম্ভাবনাং পরিত্যজেত্যাহ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ যুধিষ্ঠিরপক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্ব্বযোগসিদ্ধীনামীশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্ভগবান্ কৃষ্ণো ভক্তদুঃখকর্ষণস্তিষ্ঠতি নারায়ণঃ, যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ যত্র গাণ্ডীবধন্বা তিষ্ঠত্যর্জ্জুনো নরঃ, তত্র নরনারায়ণাধিষ্ঠিতে তস্মিন্ যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীঃ বিজয়ঃ শত্রুপরাজয়নিমিত্ত উৎকর্ষঃ ভূতিরুত্তরোত্তরং রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিবৃদ্ধির্ধ্রুবাঽবশ্যম্ভাবিনীতি সর্ব্বত্রাম্বয়ঃ। নীতির্নয়ঃ। এবং মম মতির্নিশ্চয়ঃ। তস্মাদ্বৃথা পুত্রবিজয়াশাং ত্যক্ত্বা ভগবদনুগৃহীতৈর্লক্ষ্মীবিজয়াদিভাগ্‌ভিঃ পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিরেব বিধীয়তামিত্যভিপ্রায়ঃ।৭৮॥

লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; হে রাজন্ **হরেঃ**=নারায়ণের **অত্যদ্ভুতং**=অতি বিস্ময়কর **তৎরূপং**= সেই বিশ্বরূপ **সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য**=স্মরণ করিতে করিতে **মে**=আমার **মহান্ বিস্ময়ঃ** হইতেছে। আর এই কারণে আমি "হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ"=পুনঃ পুনঃ (মুহুর্মুহুঃ) হৃষ্ট হইতেছি। অন্যান্য অংশগুলির অর্থ স্পষ্ট রহিয়াছে।৭৭॥

অনুবাদ—এইরূপ অবস্থায় আপনি স্বীয় পুত্রগণের জয়াশা ত্যাগ করুণ—ইহাই বলিতেছেন। **যত্র**=যে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে **যোগেশ্বরঃ**=সর্ব্ববিধ যোগসিদ্ধির ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ভগবান্ **শ্রীকৃষ্ণঃ**=ভক্তজনের দুঃখাপহারী **নারায়ণ** অবস্থান করিতেছেন **যত্র**=যে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে **ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ**=গাণ্ডীবধন্বা (গাণ্ডীব ধনুঃ ধারণ করিয়া) অর্জ্জুন—**নর** বর্ত্তমান রহিয়াছেন **তত্র**= সেইখানে অর্থাৎ **নরনারায়ণ** দ্বারা অধিষ্ঠিত সেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে **শ্রীঃ**=রাজ্যলক্ষ্মী **বিজয়ঃ**=শত্রুপরাজয়জনিত উৎকর্ষ **ভূতিঃ**=উত্তরোত্তর রাজ্যলক্ষ্মীর বিবৃদ্ধি (বিশেষভাবে বৃদ্ধি) **ধ্রুবা**= অবশ্যম্ভাবিনী, নিশ্চিতই হইবে। "ধ্রুবা=অবশ্যম্ভাবিনী" এই অংশটী সর্ব্বত্র অর্থাৎ শ্রী, বিজয়, ভূতি এবং নীতি এই সবগুলিতেই অন্বিত হইবে। **নীতিঃ**=অর্থ নয় অর্থাৎ ন্যায় অর্থাৎ সেই পক্ষেই ন্যায়পরতাও থাকিবে। এইরূপই **মম মতিঃ**=আমার দৃঢ় নিশ্চয় (হইয়াছে)। অতএব (হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র!) আপনি স্বীয় পুত্রগণের বৃথা জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদনুগৃহীত (ভগবানের অনুগ্রহের পাত্র) লক্ষ্মী-বিজয়াদির ভাজন যে ঐ পাণ্ডবগণ তাহাদের সহিত সন্ধিই করিয়া ফেলুন, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৭৮॥

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥
কাণ্ডত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং গীতাখ্যং যেন নির্ম্মিতং।
আদিমধ্যান্তষট্‌কেষু তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥
শ্রীগোবিন্দমুখারবিন্দমধুনা মিষ্টং মহাভারতে গীতাখ্যং
পরমং রহস্যমৃষিণা ব্যাসেন বিখ্যাপিতম্।
ব্যাখ্যাতং ভগবৎপদৈঃ প্রতিপদং শ্রীশঙ্করাখ্যৈঃ
পুনর্ব্বিস্পষ্টং মধুসূদনেন মুনিনা স্বজ্ঞানশুদ্ধ্যৈ কৃতম্॥
ইহ যোঽস্তি বিমোহয়ন্ মনঃ পরমানন্দঘনঃ সনাতনঃ।
গুণদোষভৃদেষ এব নস্তৃণতুল্যো যদয়ং স্বয়ং জনঃ॥
শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতদ্বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমধুসূদনসরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ
দীপিকায়াং সন্ন্যাসযোগোনামঅষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যাঁহার করপল্লব বংশী দ্বারা বিশেষরূপে ভূষিত, যাঁহার শরীরকান্তি নবনীরদসদৃশ, যিনি পীতাম্বর, যাঁহার অধর এবং ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ, যাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রবৎ সুন্দর এবং যাঁহার নয়নদ্বয় অরবিন্দসম সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা পরম তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম—পূর্ণ ব্রহ্মের অবতার পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কাণ্ড- ত্রয়াত্মক এই গীতানামক শাস্ত্র যিনি রচনা করিয়াছেন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি আদি, মধ্য ও অন্ত ষট্‌কে (সর্ব্বত্র) প্রণাম করি।

শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দের মধুর সংসর্গে যাহা মিষ্ট হইয়াছে সেই গীতানামক পরম রহস্য (গোপনীয় বিষয়) মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারত মধ্যে বিশেষরূপে খ্যাপিত (বর্ণিত) হইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদ তাহার প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাপি মুনি (আত্মতত্ত্বমননপরায়ণ) মধুসূদন কেবল স্বীয় জ্ঞানের শুদ্ধিসম্পাদনের জন্যই ইহাকে পুনর্ব্বার বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া দিল।

যে সনাতন পরমানন্দঘন পুরুষ সকলের মনোমোহন হইয়া এই সংসারের সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন তিনিই (ইহার—এই গীতা ব্যাখ্যার) গুণ কিংবা দোষের ভাগী, (কিন্তু ইহার ব্যাখ্যাতা আমি তাহার ভাগী নহি); কারণ এই লোকটী (ব্যাখ্যাকার) স্বয়ং তৃণেরই সমান।

আমি শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর ও মাধব এই গুরুগণের প্রসাদ (প্রসন্নতা—অনুগ্রহ) লাভ করিয়া এই অনায়াসবোধ্য ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়াছি; ইহা তাঁহাদেরই পাদপদ্মে সমর্পিত হইল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী পূজ্যপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকানাম টীকায় **সন্ন্যাসযোগ** নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্থিরচর নিকরাণাং সর্ব্বচেষ্টানিয়ন্ত্রী
জগতি চ বহিরন্তর্যোণু'তে শক্তিরেকা।
শ্রুতিসমুদিতরূপা শ্রেয়সো যা চ হেতু
র্মম হৃদয়গুহায়াং সা শিবালং চকাস্তু ॥
বচঃপীযূষধারাভির্যস্য কারুণ্যবারিধেঃ।
জড়োঽপ্যহং চেতিতোঽস্মি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীমৎক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নাত্মজ শ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যোগ ও পার্থের ধনুঃ যেখানে একত্র মিলিত সেখানেই বিজয় নিশ্চিত। স্থির-বুদ্ধি ও কর্ম্মের মিলনই সিদ্ধির এক মাত্র উপায়। গীতাশাস্ত্রের পরম উপদেশ হইতেছে এই যোগ ও ধনুর, বুদ্ধি ও কর্ম্মের, মিলন। ইহাই সর্ব্বসিদ্ধির মূল।৭৪-৭৮॥

ইতি শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম কৃত গীতাভাবপ্রকাশ সমাপ্ত।

দ্রষ্টব্য

(ক) ৬৫০ পৃষ্ঠায় অনুবাদের ১৯ পংক্তিতে—"এই করুণ ব্যক্তি অর্থাৎ দয়ালু সাধক"—ইহার পরিবর্ত্তে "এই করুণাময় ঈশ্বর" এইরূপ পাঠ হইবে ; এবং উহারই পরবর্ত্তী পংক্তির—"(কারণ লোকে তাঁহাকে যে সম্মান দিবে তাহাতে লোকের কিছুই হইবে না এবং তাঁহারও কিছুই হইবে না)"—এই বন্ধনীমধ্যগত অংশটী উঠিয়া যাইবে ;

(খ) ৮১৮ পৃষ্ঠায় অনুবাদের ১৭ পংক্তির "শোক যেখানে স্থায়ী ভাব সেখানে"—এই অংশের পর—"করুণ রস, ক্রোধ যেখানে স্থায়ী ভাব সেখানে রৌদ্র রস, উৎসাহ যেখানে স্থায়ী ভাব সেখানে"—এই অংশটী অধিক বসাইতে হইবে।

ইহা ভিন্ন মুদ্রাকর প্রমাদও কিছু কিছু হইয়াছে ; পুনর্মুদ্রণের সময় উহা সংশোধন করা হইবে।

গীতার মর্ম ও উপদেশ

I

গীতার **প্রধান প্রতিপাদ্য** যেমন পরম তত্ত্ব, তেমনি এই পরম তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে এই মায়ার পারে, এই পরিচ্ছিন্নতার পারে, এই সংসারের পারে যাওয়া যায় তাহাও দেখান। এই পরিচ্ছিন্নতার প্রথম পরিচয়ই কর্মে ও তৎফলাসক্তিতে। জীব অপূর্ণ—সেইজন্য অভাবগ্রস্ত বলিয়াই তাহাকে কর্ম করিতে হয় এবং সেই অভাব মোচনের জন্যই সে কর্ম করে বলিয়া ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।

এখন প্রথমেই সেইজন্য গীতা দেখাইতে চেষ্টা করিলেন এই কর্ম করিয়া কি করিয়া কর্মের বন্ধন হইতে মোচন সম্ভব হয়, কি কৌশল অবলম্বন করিলে, যে কর্ম বন্ধনের হেতু তাহাই আর বন্ধন সৃজন করিবে না,—মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবে।—অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতার এই প্রথম গ্রন্থিটি কি করিয়া পার হওয়া যায় এই transcendence কি করিয়া লাভ করা যায়। মানুষ! কি করিয়া তুমি 'কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি' ইহাই তোমার প্রথম দেখা, প্রথম জানা আবশ্যক।

এই কর্মবন্ধন মোচনের প্রথম ও প্রধান উপায়ই হইল—যজ্ঞ। এই যজ্ঞকর্মই গ্রন্থির পর গ্রন্থি উন্মোচন করিতে করিতে মানুষকে **যোগ**, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরম ও চরম মুক্তির ভূমিতে লইয়া গিয়া পৌঁছিয়া দেয়। এ সবই কিন্তু বুদ্ধিরই ক্রমবিকাশের ধারা; বুদ্ধির বিকাশই বা চিত্তবিকাশই মানুষকে কর্মবন্ধনের পারে লইয়া যায়, পরিচ্ছিন্নতার পারে লইয়া যাওয়ার সহায় হয়। সেইজন্য গীতা **বন্ধনের স্বরূপ** দেখাইতে গিয়া প্রথমেই বলিলেন—'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'। এই **অজ্ঞানই** মূলবন্ধনের হেতু এবং 'জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌'। তাহা হইলেই দেখা গেল অজ্ঞানই যখন বন্ধনের কারণ, পরিচ্ছিন্নতার কারণ, তখন **জ্ঞানই** একমাত্র এই বন্ধন, এই পরিচ্ছিন্নতা মোচন করিতে সমর্থ; অন্য কোন উপায়েই ইহাকে সরান সম্ভব নহে। এই জন্যই গীতার প্রথম ও প্রধান উপদেশ হইল—**'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'**।

তাহার পর গীতা দেখাইলেন এই বন্ধন কিরূপে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয় এবং শেষে কি ভাবেই বা তাহার হাত হইতে ধীরে ধীরে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। প্রথমেই তাই অর্জুনের ঐ 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ। অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌'। এই **কামই** ধীরে ধীরে জ্ঞানকে পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে—তাহাই দেখাইবার জন্য বলিলেন—'ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ যথাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌॥ আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ'। এই কাম আবার

ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়াই গজাইয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে নিজের মোহজাল বিস্তার করিয়া জীবকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে—'ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।' কেননা ইন্দ্রিয়ের বিষয়স্পর্শ হইতেই সুখদুঃখের অনুভব ফোটে—'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ'—এই 'nervous reaction' **স্নায়বিক প্রতিক্রিয়াই** সুখ দুঃখ অনুভবের জনক; আর এই **সুখ দুঃখের অনুভব** হইতেই **বিষয়ের ধ্যান** আরম্ভ হয়। আর 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'। ইহাই হইল মোহজালবিস্তারের ক্রম এবং তৎকর্তৃক বন্ধন সৃজনের কৌশল। যতক্ষণ মানুষ এই অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আছে, ততক্ষণ এই nervous reaction, এই রাগ দ্বেষ, এই কাম ক্রোধের হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই—কেননা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই 'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ'। এই physical reaction, এই দৈহিক প্রতিক্রিয়ার ধারা না বদ্‌লান পর্য্যন্ত ইহা অনিবার্য্য; আবার যতদিন কাম থাকিবে ততদিন সুখে রাগ এবং সেই সুখ প্রাপ্তির জন্য বহুল কর্মপ্রবৃত্তি ও ভোগৈশ্বর্য্যের দিকে চিত্তের স্বাভাবিক গতি থাকিবে; আর একবার 'ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত' ও 'তয়াপহৃতচেতস' হইলে আর সমাধৌ ন বিধীয়তে', আর নির্মল জ্ঞানের পথে চিত্তের একতান গতি উদয় হইবে না—ঐ 'কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি'—কেবল ভোগের দিকেই চিত্ত দৌড়াইবে আর একবার ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত হইয়া পড়িলে আর সে বেড়াজাল কাটিয়া বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িবে।

এইরূপে অপহৃতচিত্ত হইলে তখন **উদ্ধারের উপায়** কি? না—'কামাত্মানঃ স্বর্গপরা'র স্থানে 'বুদ্ধ্যাত্মানঃ ত্যাগপরাঃ' হইতে হইবে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য, এই মোড় ফিরাইবার জন্য একটা **স্বাভাবিক গতিরই আশ্রয়** লইতে হইবে, নতুবা অস্বাভাবিক কোন উপায়ে, artificial কোন means adopt করিলে তাহার গতি কিছুতেই অবিচ্ছিন্নভাবে রাখা যাইবেনা, অবসর পাইলেই আবার স্বভাব তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে, নিজের শক্তি assert করিবে, প্রয়োগ করিবে। কণ্টক দিয়াই যেমন কণ্টক উদ্ধার করিতে হয় তেমনি এখানেও কর্ম দিয়াই কর্মবন্ধন প্রথমে শিথিল করিতে হইবে, এই প্রবৃত্তি দিয়াই প্রবৃত্তির মুখ ফিরাইতে হইবে। এই কর্মই হইল **যজ্ঞার্থ কর্ম**, এই কর্মই **'তমভ্যর্চ্য'রূপ কর্ম**, এই কর্মই হইল **বুদ্ধিযুক্ত কর্ম**, এই কর্মই হইল **'ময্যর্পিত' কর্ম**, এই কর্মই হইল **'মদর্থ' কর্ম**, এই বুদ্ধিযুক্ত কর্মের দ্বারা, এই পরমতত্ত্বঅন্বেষণতৎপর বুদ্ধিযুক্ত কর্ম দ্বারা **প্রথম 'ক্ষয়িতকল্মষ'** হইতে হইবে, এই কল্মষ ক্ষয় হইলে মানুষ **দৃঢ়ব্রত** হইতে পারিবে—'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ'। দৃঢ়ব্রত হইলেই ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারিবে, **'আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা'** হইতে পারিবে এবং তাহার ফলে যেমন পূর্বে বিষয়ের ধ্যানের ফলে ধাপে ধাপে প্রণাশের রাজ্যে নামিয়া আসিয়াছিল, তেমনি আবার ধাপে ধাপে ক্রমোৎকর্ষের ভূমি লাভ করিতে করিতে একেবারে বুদ্ধির পারে গিয়া স্থির হইতে পারিবে, 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু'র ধাপ ধরিয়া উঠিতে পারিবে এবং তখন **'পাপ্মানং'** যেমন **'প্রজহি'** হইবে, তেমনি **'কামং'** ও

'জহি' হইবে। এইরূপে কাম জয় হইলে তৎসহ রাগ দ্বেষ চলিয়া যাইবে আর রাগ দ্বেষ চলিয়া গেলে 'ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্' হইলেও **অবসাদের স্থানে প্রসাদ** আসিয়া যাইবে আর 'প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে', বুদ্ধি স্থির হইয়া যাইবে, অশান্ত মন শান্ত হইয়া যাইবে। এইরূপে একবার স্থিরা বুদ্ধির কোলে আসিয়া পৌছিতে পারিলেই জীব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

'প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে'—এই **চিত্তপ্রসাদই চিত্তের স্থিতিনিবন্ধন,** স্থিতিহেতু। এইরূপে একবার বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে স্বারাজ্য-বিস্তারের সুযোগ ও সুবিধা মিলিবে এবং দৈবযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ জ্ঞানযজ্ঞের ভূমিতে উঠিয়া 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি' রূপ কর্মের বা যজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মদর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মকর্মসমাধিতে মগ্ন হইয়া যাইবে। **ইহাই হইল কর্ম দিয়া কর্মনির্হার বা কর্মনিবৃত্তি।** যাহা হইতে যে রোগের উৎপত্তি তাহাই তাহার ভেষজ, ঔষধ—তবে তাহার সহিত কিছু মিশান প্রয়োজন—এখানে তাই **কর্মের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ** প্রয়োজন।

এই বুদ্ধি কোন্ বুদ্ধি? **অসক্তবুদ্ধি।** অসক্তবুদ্ধি কোন্ বুদ্ধি? **একা বুদ্ধি, ধৃতিগৃহীত বুদ্ধি, যোগজ বুদ্ধি, ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি।** এইরূপে তামস রাজস বুদ্ধি ক্রমশঃ সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ হইয়া প্রথম **অসক্ততা,** পরে **প্রসন্নতা** ও শেষ **সমতাপ্রাপ্ত** হয়। এই সময় সাধক 'বাহ্যস্পর্শে অসক্তাত্মা' হইয়া 'বিন্দতি আত্মনি যৎসুখম্' এবং **যজ্ঞ হইতে যোগের** ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন ক্রমশ 'তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ' হইতে থাকে, তখন বাহ্যস্পর্শ বাহিরেই পড়িয়া থাকিতে আরম্ভ হয় এবং সাধক **সমাধিরূপ** মহাধ্যানে মগ্ন হয়। প্রথমে এইরূপে যুক্ত হইতে হইতে—'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ'—এক অপূর্ব **শান্তির** সন্ধান পায়, 'শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি', তখন অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতিতে চিত্ত ভরিয়া যায় এবং সাধক ক্রমশ **যুক্ত, যুক্ততর ও যুক্ততম** অবস্থা লাভ করিয়া প্রথম 'সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্' ও পরে 'মদ্গত অন্তরাত্মা' হইয়া **যুক্ততম** হয়। তখন বিষয়াসক্তির স্থানে **অব্যক্তাসক্তি ও 'ময্যাসক্তি'** দেখা দেয় এবং সাধক অন্য সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া **চিদাশ্রয়, 'মদাশ্রয়'** গ্রহণ করে। এইরূপে 'মচ্চিত্ত মদ্গত প্রাণ' হইলে সর্বদুর্গের, সর্বদুঃখের, সর্ববাধার পারে 'মৎপ্রসাদাৎ' চলিয়া যায় এবং প্রজ্ঞাপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া কি ভূত, কি কর্ম, কি দেব, কি আত্মা, কি যজ্ঞ—এই সমস্ত পৃথক ভাবের মধ্যে ঐ এক ভগবান্ যে কি ভাবে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বসংশয়ের পারে চলিয়া যায়; **'সংচ্ছিন্নসংশয়'** হয়। তখন, তিনিই যে 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্' ও 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'—ইহা জানিয়া সাধকের **ভোক্তাভাব ও 'অহং কর্ত্তা' ভাব** চলিয়া যাইতে থাকে। একাগ্রবুদ্ধি এই ভূমি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিলে গাঢ়ধ্যানের ফলে তাহার **নির্বীজ সমাধি** ফুটিতে থাকে এবং এই গাঢ় ধ্যানরূপ সমাধি হইতে **ভক্তি,** ভক্তি হইতে **তত্ত্বস্ফূর্ত্তি,** তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইতে **পরমে স্থিতি,** পরমে নিবাস লাভ ঘটে। এইরূপে কর্মস্তর হইতে বুদ্ধির বিকাশের ক্রম সংক্ষেপে গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ 'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ' হইতে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' পর্য্যন্ত এই বুদ্ধির ক্রমবিকাশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে আর ইহার বিস্তৃত বিবরণ সমস্ত গীতাময় ছড়ান রহিয়াছে।

সংসারে প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে একটা **রহস্যময় প্রকোষ্ঠ** রহিয়াছে, একটা **গুপ্ত ভাণ্ডার** রহিয়াছে—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই হইল বুদ্ধির কাজ, ইহাই মানব জীবনের **সাধনা**। আর এই রহস্যলোকে যিনি বসিয়া আছেন তিনিই **পরম দেবতা**। এই innermost meaning, এই hidden reality, এই গুপ্ত পরমতত্ত্বই হইল শ্রীভগবানের **স্বরূপমূর্ত্তি**, আর এই প্রাণের মধ্যে প্রাণারামকে খুঁজিয়া বাহির করা, এই অবিরাম গতিবেগের মূলে যিনি থাকিয়া ইহাকে পরিচালিত, সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই হইল **সাধনা**। কত সন্তর্পণে, কত সযতনে এই রহস্য যে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় তাহা শ্রুতি তৃণ হইতে ইষিকা বাহির করার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন।

এখন দেখা আবশ্যক প্রথম এই **অনুসন্ধান কোথায় করিতে হইবে**। গীতা বলিলেন **প্রথম, কর্ম্মের মধ্যে** এই রহস্য-আবিষ্কারের চেষ্টা করাই সাধনার প্রশস্ত পথ। 'কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্' ইত্যাদি বলিয়া গীতা প্রথমেই কর্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন—কেননা এই কর্মের মধ্য দিয়াই ভগবান্ নিজের আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই **জগৎ চক্রটাই কর্ম্মচক্র**—ইহা হইতেই জীবের উৎপত্তি এবং ইহা হইতেই শ্রীবৃদ্ধি; 'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি…' এবং 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা…' এই প্রকরণে এই তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে এবং এই জন্যই **কর্ম্মের সংজ্ঞাও** গীতা দিয়াছেন—'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ'। এই যে underlying principle, এই যে underlying reason, **অন্তঃস্যূত মহাবুদ্ধি**—যাহা কর্মের মধ্যে নিহিত থাকিয়া কর্ম দ্বারা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে—ইহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইহাই 'সর্বগতং ব্রহ্ম', ইহাই 'নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'—ইহারই সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাই কর্মের প্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে বলিয়া—'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—কর্ম পরম উৎকর্ষ লাভ করিলে জ্ঞানে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়—যাহা হইতে কর্মের উৎপত্তি সেইখানে গিয়াই পরিসমাপ্ত হয়। কর্ম ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন—কর্ম ব্রহ্মেতেই সমাপ্ত—সুতরাং কর্মে ও জ্ঞানে আপেক্ষিক বা সাময়িক ভেদ মাত্র—মূলতঃ কোনো ভেদ নাই। সুতরাং কর্ম **স্বভাবতঃ** শুদ্ধ ও স্বচ্ছ। এই মূলের দিকে দৃষ্টি হারাইলেই, এই মূলসূত্র ছিন্ন হইলেই জীবের দুঃখতাপ আসিয়া উদয় হয়, কর্ম অশুদ্ধ হইয়া বন্ধন সৃজন করে।

সেইজন্য গীতা প্রথম হইতেই জীবকে সতর্ক করিয়া ঐ মূলের দিকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম করিতে বলিলেন। ঐ 'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরত' হইয়াও কেমন করিয়া 'সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ' তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া এই **মূল সূত্রই** ধরাইয়া দিয়া বলিলেন—'যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'। এই দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম করিলেই ক্রমশ **অসক্তবুদ্ধি** আসিয়া যাইবে, কর্ম **জ্ঞানযুক্ত, বিচারযুক্ত** হইয়া যাইবে, কর্ম যজ্ঞে পরিণত হইবে। ইহাই **বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম**—এই স্থূলের দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া **মূলের দিকে দৃষ্টি** দিলেই ক্রমশঃ 'বিপর্য্যয়' বা বিপরীতবুদ্ধি ও 'অস্মৃতি' বা তত্ত্ববিস্মৃতি কাটিয়া যাইবে এবং তাহার ফলে বুদ্ধি নির্মল হইয়া ভোগপরায়ণতা ত্যাগ করিয়া **যোগপরায়ণ** হইবে—সুতরাং অসক্তবুদ্ধি সহজে আসিয়া দেখা দিবে তখন সে 'জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ' হইয়া পড়িবে এবং পরমা সিদ্ধি যে **নৈষ্কর্ম্ম্য** বা **জ্ঞান** তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। ইহাই হইল, 'ইন্দ্রিয়াণি

মনসা নিয়ম্যে'র তাৎপর্য্য, ইহাই thought দিয়া sense-কে control করা, বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়নিয়মণ এবং এইরূপে কর্ম করিলে প্রথম **বুদ্ধির শরণ লাভ** ঘটিবে ও পরে 'সর্বকর্মাণি' 'মদাশ্রয়ঃ' হইয়া করার পথ খুলিয়া যাইবে।

এইভাবে **কোন্ কর্ম করিতে হইবে**, তাহাও গীতা বলিয়া দিলেন—**'স্বভাবনিয়তং কর্ম'** করিতে হইবে। এখন এই **'স্বভাবনিয়ত'** কর্মটা যে কি তাহা দেখা আবশ্যক। গীতা বলিলেন 'স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে'—তাহা হইলেই দেখা গেল **স্বভাব ও অধ্যাত্মভাব** এক জিনিষ—স্ব-ই যেখানে ভাবাকারে পরিণত হইয়াছে সেইটা স্বভাব। সেই শুদ্ধভাব, spiritual ভাব, স্বামিভাবের নীচেই এই ভাব—ইহা সেইজন্য **সাত্ত্বিকভাব**। ইহা বিকৃতভাব নহে,—অবিকৃতভাব, essential ভাব। যে ভূমিতে যতটুকু সত্ত্ব উদয় হইয়াছে তৎকর্তৃক চালিত হইয়া কর্ম করাই **স্বভাবচালিত কর্ম** অর্থাৎ উৎকর্ষাভিমুখী স্বভাবপ্রভবগুণের দ্বারা চালিত কর্ম। এই গুণবিভাগরূপ সত্ত্বের তারতম্য অনুসারেই কর্মবিভাগ, কর্মবিভাগ হইতেই বর্ণবিভাগ ও ধর্মবিভাগ। সেইজন্য এই স্বাভাবিক **বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম** এইভাবে করিলেই তাহা ধর্মে পরিণত হইবে এবং তাহাই জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর, কল্যাণকর হইবে। সাধনার জন্য, নিজেকে পূর্ণরূপে ফুটানর জন্য, এই **সাত্ত্বিকভাবই** প্রধানভাবে আশ্রয়নীয়। সেইজন্য এই কর্মের তত্ত্ব ভাল করিয়া জানা আবশ্যক, কেননা কর্মের গতি বড় গহন, বড় রহস্যময়। তাই কর্মতত্ত্বও বড় সহজে বুঝা যায়না, ধরা যায়না।

গীতা এই কর্মকে কি ভাবে বুঝাইয়াছেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কর্মতত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া গীতা প্রথমেই **কর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত** করিয়াছেন—**কর্ম, বিকর্ম** ও **অকর্ম**; এবং শুক্ল কৃষ্ণ গতি বর্ণনা উপলক্ষ্যে কোন্ কর্ম **অনিষ্ট, ইষ্ট** ও **মিশ্রফল** উৎপাদন করিয়া কোন্ পথে লইয়া যায় তাহাও দেখাইয়াছেন। কর্ম ও বিকর্ম উভয়ই ভোগফলপ্রদ, যেহেতু তাহাদের প্রেরণা আসে নিম্ন প্রকৃতি হইতে। প্রকৃতিই কর্মের প্রেরকও বটে, নিষ্পাদকও বটে, কেননা প্রকৃতিরই দুই বিভাগ—এক **জ্ঞান**, অপর **ক্রিয়া**। ইহার মধ্যে জ্ঞান **প্রেরক** ও করণ, কর্ম, কর্ত্তা হইল **কারক**। এই প্রেরক ও কারক গুণানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এই কারক আবার কর্মনিষ্পাদক হেতু-বিভাগ অনুসারে **পঞ্চভাগে বিভক্ত** হইয়া কর্মের কারণ হইয়া থাকে। তাই গীতা বলিলেন—'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা, করণং কর্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহ'; এবং সর্বকর্মসিদ্ধির জন্য দেখাইলেন—'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।' তাহা হইলেই দেখা গেল এই কর্ম প্রকৃতির গুণ দ্বারাই সম্পাদিত—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ' (৩।২৭), 'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ' (১৩।২৯)—ইহা কার্য্যকারণের অধীন, গুণের অধীন। গীতা অন্যত্র তাই দেখাইলেন, 'কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে'; প্রকৃতি যেমন সমস্ত গতির, সমস্ত পরিণামের মূলে, তেমনি তাহা হইতে প্রসূত কর্মও একটা বড় transforming agent, পরিণামের কারক—ইহাদের এই পরিণাম গুণপরিণাম। প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু জাত তাহাই এই গুণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, বিশেষ করিয়া কর্ম তো এই **গুণময়ই**—তাহারা সেইজন্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে **সাত্ত্বিক কর্মই বুদ্ধি প্রেরিত কর্ম**, এই জন্য **শুদ্ধ** এবং এইজন্য ইহাই অর্থাৎ **শাস্ত্রীয় কর্মই** উৎকৃষ্ট আর অপর দুই কর্ম **কামপ্রেরিত**।

সেইজন্য মলিন ও অপকৃষ্ট এবং ইহারা সাধারণত **ইন্দ্রিয়চালিত কর্ম**। এইজন্য প্রথমটি কল্যাণপ্রদ, অপর দুইটি অকল্যাণপ্রদ। অতএব ইহাদের বিভাগ—ইহারা কি ভাবে বন্ধন সৃজন করে তাহা গীতা ভাল করিয়া দেখাইয়া ইহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতির পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

এই ত্রিগুণের মধ্যে **সত্ত্বই** নির্মল ও অনাময়। কিন্তু যখন 'ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ'—তখন শুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করা তো এক প্রকার অসম্ভব? প্রথমে তাহাই মনে হয় বটে এবং সেইজন্য প্রকৃতির বেড়াজাল কাটিয়া বাহির হওয়া একপ্রকার বামনের চাঁদ ধরার প্রয়াসের মত বৃথা চেষ্টা, বৃথা আশা মাত্র মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহার আর একটা দিক্ আছে এবং সেই দিকে লক্ষ্য দিলে এই পাশমুক্ত হওয়ার এক **অপূর্ব কৌশল** আবিষ্কার করা যায়। তাহাই ভগবান গীতায় নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে **প্রথম** ভগবানের **'জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ শ্রবণং কীর্ত্তনম্'** প্রভৃতি ও **দ্বিতীয় 'ওঁ তৎসৎ'** এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নির্দেশ বা নাম গ্রহণ করিলে কর্মের রাজস তামস দোষ প্রক্ষালিত হইয়া সাত্ত্বিকতা সম্পাদিত হয়। কেননা তিনিই একমাত্র 'গুণেভ্যশ্চ পরম্'—তাই তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারিলেই গুণের দোষ দূরীভূত হয়। তাই ভগবানও বলিলেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে', 'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।' আর 'গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্। জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।' এই **অব্যয় ব্রহ্মসংযোগ** হইলেই সমস্ত অশুদ্ধি অমনি ঝরিয়া পড়ে, খসিয়া পড়ে এবং সমস্ত ভূতনিচয় পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইয়া যায়।

এই ভগবানের সঙ্গে সজ্ঞানে যুক্ত হওয়ার, consciously united হওয়ার **উপায়ই** হইল **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'**। এই যতগুলি প্রকৃতির দেওয়া করণ আছে, যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, সকলগুলির 'মোড়', সকলগুলির গতিবেগ ঐ ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে। প্রথমে, কর্মকে সাত্ত্বিক বা সত্ত্বপ্রধান করিয়া তুলিতে হইবে, পরে সাত্ত্বিকবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; তাহা হইলেই ক্রমশঃ ভগবদাশ্রিত হওয়ার পথ সুগম হইয়া যাইবে। ঐ 'সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ' হইতে হইবে এবং তাহা হইতে পারিলেই 'মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্'—ইহাই সংসার তরণের, কর্মবন্ধন ও গুণবন্ধন **মোচনের রাজপথ**।

মনুষ্যভূমিতে যেমন আসুরিক প্রকৃতির প্রেরণা সহজ ও স্বাভাবিক, তেমনি দৈবী প্রকৃতির প্রেরণাও ততোধিক সহজ ও স্বাভাবিক। এই প্রকৃতির প্রেরণার সঙ্গে জীবের চেষ্টা মিলিত হইলেই মণিকাঞ্চন যোগ হয় এবং ইহাই **জীবনিস্তারের হেতু** হয়। প্রথম এই ঊর্দ্ধস্রোত হীনবল থাকে, তাই ইহাকে বলশালী করিবার জন্য চাই **বিপুল চেষ্টা**, চাই **দৃঢ় অভ্যাস**। এই সত্ত্বশক্তির বেগ যাহাতে দেহ ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তাহার জন্য চাই ঐ **'মামনুস্মর যুধ্য চ'**—ঐ **অবিরাম স্মরণ ও সংগ্রাম**। এইরূপে প্রথমে চেষ্টা করিয়া কর্মের প্রবল বেগের সঙ্গে ঐ স্মরণের দৃঢ় সম্বন্ধ, close association, স্থাপন করিতে পারিলে ইহাই ধীরে ধীরে 'মামেকং শরণম্'এর ভূমিতে লইয়া গিয়া পৌছাইয়া দিবে, 'সদা তদ্ভাবভাবিত' করিয়া দিবে, এমন কি অন্তকালে পর্য্যন্ত স্মরণ আনিয়া দিবে আর অন্তকালে যে ভাব স্মরণ হয় সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাবে

সদা স্মরণোদ্যমের ফলে **ধ্রুবা স্মৃতি** লাভ হইলে **নষ্টমোহ** হইয়া যায়, 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর নষ্টমোহ হইলেই **নির্বেদ** আপনি আসিয়া যায়, আর নির্বেদ আসিলেই **বুদ্ধি নিশ্চলা ও অচলা** হয়, সমাধিলাভের যোগ্য হয়। এই **সমাহিত বুদ্ধিই** অবিদ্যা ও তজ্জনিত অজ্ঞান নাশের **প্রধান শস্ত্র**—ইহাই **'জ্ঞানাসি'** বলিয়া উক্ত হইয়াছে (তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাহত্মনঃ' প্রভৃতি)। ইহাই **অসঙ্গ শস্ত্র**—'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'—**ভাগবতও** এই শস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—'এবং গুরূপাসনৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীর। বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য আত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্।' এই **বিদ্যাকুঠার**, এই বিবেকজ্ঞানঅর্জন, সাধনের একটা বড় অবস্থা—এই discriminating বুদ্ধিই, বিভেদকারিণী বুদ্ধিই, মানুষকে unityর ভূমিতে, অভেদের ভূমিতে লইয়া যাওয়ার সহায় হয়। পাতঞ্জলদর্শনে ইহাকেই 'বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ' বলা হইয়াছে। ইহাই chaff from the corn, dross from the metal, তণ্ডুল হইতে তুষ, ধাতু হইতে খাদ অপসারিত করার প্রধান উপায়। আর এই ভ্রমাংশ, এই অসত্যাংশ অপনীত হইলে সেই পরম তত্ত্ব আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে—'জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মন স্তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্'। এই 'তৎপরং'এর রাজ্যে, এই final unityর রাজ্যে, এই অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত হওয়াই বুদ্ধির বা জ্ঞানের **চরম চরিতার্থতা**, ইহাই morality বা ধর্মের **পরম পরিপূর্ণতা**, complete perfection, **পরম সার্থকতা**। এমন কি spirituality রও, আধ্যাত্মিকতারও এইখানেই **পরিসমাপ্তি**।

সমস্ত সাধনার **মূল লক্ষ্য** হইল এই **ভেদে অভেদ দর্শন**। বুদ্ধিবিচারের প্রধান কার্য্যই হইল এই এক তত্ত্বে পৌঁছান, এই বহুর মধ্য হইতে একক খুঁজিয়া বাহির করা—ঐ 'সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে' সেই ঈক্ষণ করা। তাই কি বেদে, কি গীতায়, এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত, এই subject and objectরূপ দ্বৈতদর্শনকে এক তত্ত্বে লইয়া যাওয়ার পথ নির্দেশ করা হইয়াছে। গীতা তাই প্রথমেই যজ্ঞতত্ত্ব বলিতে গিয়া, ঐ ক্রিয়াবিশেষবহুলের মধ্যে একটা working principle, একটা uniform lawকে, একটা **বিধিকে** ধরাইতে গিয়া, ঐ moral and natural laws, নৈতিক ও প্রাকৃতিক বিধি, উভয়ই যে ব্রহ্মসম্ভূত, উভয়ই ব্রহ্মেরই দ্বিধাভাবমাত্র এবং উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম **নিত্য প্রতিষ্ঠিত** এই সূত্র ধরাইয়া সাধনের প্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিলেন। এই unity in difference, ভেদের মধ্যে অভেদটা ধরাইবার জন্য ইহাকে চক্র বলা হইল। একটি বৃত্তের যেমন দুইটি মেরু, একই বৃত্তের কেন্দ্র ও পরিধি ভিন্ন হইয়াও যেমন অভিন্ন, ইহাও তদ্রূপ। এই দুই লইয়াই সাধনা আর এক লইয়া স্থিতি। এই দ্বৈতকে ধরিয়াই অদ্বৈতরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

সেইজন্য গীতা প্রথম দেখাইলেন যে moral law and natural law—**নৈতিক ও প্রাকৃতিক বিধি** একই মহৎ বুদ্ধির দ্বিধা অভিব্যক্তি ; তাহার পর দেখাইলেন **অপরা ও পরা** এই দুই প্রকৃতি পৃথক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইলেও ইহারা কিন্তু উভয়েই ঐ শ্রীভগবানের, ঐ একেরই প্রকৃতি ; আর শেষে, **ক্ষরাক্ষররূপ** দুই পুরুষ নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন যে ইহারা ভিন্ন পুরুষরূপে প্রতিভাত হইলেও উভয়ই কিন্তু ঐ **একই অদ্বয় পুরুষোত্তমের** সদ্বয়রূপ মাত্র। প্রত্যেক সাধককেই এই ভেদের মধ্যে অভেদের সূত্রটিকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া উঠিতে হইবে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন ক্ষেত্রেই ঐ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতকে ধরিতে হইবে। প্রথমে এই law রূপে, এই **ধর্মরূপে**,

পরে ঐ **প্রকৃতি** বা **কারণরূপে** এবং চরমে ঐ **পুরুষরূপে** চিনিতে হইবে। এই তিন ক্ষেত্রেই বুদ্ধি কিন্তু খুঁজিয়া চলিয়াছে ঐ **চরম ও পরম কারণকে**। **কর্ম্মের** মধ্যে বা কর্ম্মের ভূমিতে ঐ অদ্বয় ব্রহ্ম, law রূপে, **বিধিরূপে**, general principle, সাধারণ ধর্ম্মরূপে ধরা দেন; **শক্তির** ভূমিতে ইনি **ভাবময়ী প্রকৃতিরূপে** প্রকাশলাভ করেন এবং **জ্ঞানের** ভূমিতে ইনি **পুরুষরূপে, চেতনস্বরূপে** ফুটিয়া উঠেন। Dr. Martineau এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া বড় উল্লাসের সঙ্গে বলিয়াছেন:

"Nature constitutes throughout one intellectual organism, humanity one moral organism; and as God is the informing thought of the one, so is He the spiritual authority of the other. In recognition of the former we raise the University; as symbol of the other we dedicate the Church—neither of which fulfils its essential idea till it places us at an altitude whence the whole domain of knowledge on the one hand, of duty on the other can be surveyed in its relations and seen suffused with the Divine and blending light."

Nature-এর মধ্যে, বাহ্যজগতের মধ্যে, স্থূল রাজ্যে এই lawকে এই বিধি বা ধর্ম্মকে আমাদের বুদ্ধি ধরাইয়া দিতেছে, intellectই, বুদ্ধিই ইহার সন্ধান দিতেছে এবং এইটি ধরিতে পারিলেই প্রকৃতির ক্রিয়া যে বুদ্ধিচালিত তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর moral sphereএ, নৈতিক ক্ষেত্রে বা ধর্ম্ম ক্ষেত্রে এই dutyর বোধটা এই **কর্ত্তব্য বোধটা** যে hidden spring of love, গুপ্ত প্রেমনির্ঝরিণী হইতে উদ্ভূত তাহা ক্রমশ moral consciousness-এর ধর্ম্মবিবেকের developmentএর ফলে, বিকাশের ফলে ধরা পড়িতেছে এবং তখন dutyটা, কর্ত্তব্যটা loveএ transformed হইতেছে, **প্রেমে পরিণত** হইতেছে। শেষে এই প্রেমই **প্রজ্ঞার** দ্বার খুলিয়া দিয়া এই উভয়ের মূল, এই বিচার ও প্রজ্ঞা, এই intellect and intuition এই উভয়ের মূল যে **অদ্বয় পুরুষ**—তাহা ধরাইয়া দিতেছে।

এই ধারা ধরিয়া এই অদ্বয় পুরুষে আসিতে হইলে স্থূল প্রত্যক্ষ যে কর্ম্ম তাহা যে **ব্রহ্মোদ্ভব** এবং সেই সর্ব্বগত ব্রহ্ম যে নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত—এই তত্ত্বটি প্রথম বুঝিতে হইবে এবং পরে কর্ম্ম যে **'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ'** তাহাও বুঝিতে হইবে। এই স্থূলের মধ্যে, এই প্রত্যক্ষগোচর কর্ম্মের মধ্যেও যে ঐ পঞ্চাবয়ব পূর্ণ পুরুষ **নিত্য বিদ্যমান**—এই **আকার প্রকার**, এই **ভাবাকার**, এই **শক্তি আকার**, এই **চেতনাকার**, এই **স্বরূপাকার** যুক্ত হইয়া যে নিত্য প্রকট রহিয়াছে—ইহাকে প্রথমে ধরিতে হইবে, বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানের প্রথম বিকাশে মাত্র **গতিটা** যখন দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল তখন মনে হইয়াছিল এই গতিরূপা শক্তি বুঝি **বাহির** হইতে আসিয়া বস্তুকে পরিচালিত করিতেছে; পরে, রাসায়ণিক ক্রিয়া বা দৈহিক ক্রিয়া যখন বুদ্ধিগোচর হইল তখন মনে হইল এই শক্তিটা তো বাহিরের নয়, বস্তুর **অন্তরেই** নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনই ঐ Immanent Dynamics-এর conception, **অন্তর্নিহিত শক্তির** ধারণা মানুষের মনে উদয় হইল। পরে animal lifeএ, জীব জীবনে আসিয়া যখন spontaneous movement-টা, **স্বাভাবিক গতি** বা ক্রিয়াটা ধরা পড়িল তখন এই চেতনশক্তিই যে **সর্ব্বানুস্যূত** তাহার সন্ধান মিলিল, পরে বুদ্ধির আরও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে

যখন intelligent direction upon an end দেখা দিল, লক্ষ্যবস্তু লাভের জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া দেখা দিল—তখন **বিশ্বটাই** যে জ্ঞানচালিত, ইহারও যেন সন্ধান পাওয়া গেল। শেষ, এ জ্ঞানও যেদিন চেষ্টাশূন্য, স্বতঃ উদ্ভাসিত, সহজ প্রকাশরূপে ধরা দিল সেইদিনই **স্বরূপের আভাস** মিলিল।

এখন দেখিতে হইবে সাধনার সময় কর্মভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া এই জ্ঞান কিরূপে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে। প্রথম, স্বভাবনিয়ত কর্ম হইলেও ইহা যে 'স্ব' এরই ভাব, আমারি ভাব দ্বারা আমি চালিত—ইহা যেন মনে আসে না। মনে হয় যেন জীব ঐ **'অবশং প্রকৃতের্বশাৎ'**ই কর্ম করিয়া চলিয়াছে, কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তি যেন তাহাকে **সবলে** কর্মাকারে পরিণত করিয়া লইয়া চলিয়াছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যেন 'বলাদিব নিয়োজিত' হইয়া কর্ম করিতেছে। এই সময় নিজের কর্ত্তৃত্ববোধ অতি ক্ষীণ থাকে ; পরে ধীরে ধীরে এই তমঃ কাটিয়া গেলে মনে হয় বহির্জগতে আমি কর্ত্তা না হইলেও **অন্তর্জ্জগতে** আমিই ষোল আনার মালিক। তাহার পর আর এক পর্দা উঠিয়া গেলে যখন দেখে অন্তর বাহির সবই এক মহৎ বুদ্ধির দ্বারা সমভাবে চালিত এবং সে নিজেও তাহারই একটি ধারা মাত্র, তাহারই অংশ, fragment মাত্র, তাহা হইতে পৃথক্ নহে, তখন সে বিশ্বাত্মার সহিত **আংশিক** ভাবে মিলিত হইলেও তাহার খণ্ডত্ব থাকিয়া যায় ; পরে আর এক ধাপ উপরে উঠিলে এই খণ্ডভাবটি কাটিয়া যায় এবং একটা **পরিপূর্ণভাব**, একটা **ভেদশূন্যভাব** উদয় হইয়া তাহাকে সর্বময় কর্ত্তা করিয়া তোলে, সে **সর্বাধিষ্ঠাতা** হইয়া উঠে। এই Consciousness এর, **চেতনার** দিক্ দিয়াও ক্রমবিকাশ দেখা যায়। Sense plane এ, **জাগ্রত দশায়** মনে হয় আদিত্যের **বাহ্যপ্রকাশ** দ্বারা জগৎ প্রকাশিত ; তাহার পর **স্বপ্নাবস্থায় আন্তর প্রকাশেই** যে সব প্রকাশ —এই জ্ঞান উদয় হয়। এইরূপে **ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, মনের প্রকাশ, বুদ্ধির প্রকাশ** ও শেষ **আত্মার স্বয়ম্প্রকাশরাজ্যে** গিয়া পৌছিলে এক **নিরপেক্ষ প্রকাশের** ভূমি যেন প্রাপ্ত হয় এবং অন্তর বাহির উভয়ই একই মহাপ্রকাশে, এক অখণ্ড প্রকাশে যেন ভরিয়া উঠে এবং সাধক সর্বভ্রমসংশয়ের পারে চলিয়া যায়।

এইরূপে সর্বক্ষেত্রে জীব প্রথম মনে করে সে depend করিতেছে, নির্ভর করিতেছে outer object, **বহির্বিষয়ের** উপর ; পরে inner self **অন্তরাত্মার** উপর ও শেষে inner, outer অন্তর্বহির ভেদ চলিয়া যাওয়ায় সে স্থিতিলাভ করে **পূর্ণ আত্মস্বরূপের** উপর। Materialism and Idealism, জড়বাদ ও চেতনবাদেও এই দৃষ্টির ভেদ—একটা **খণ্ডিত** দর্শন, অপর **পূর্ণ** দর্শন। বিজ্ঞান ও দর্শনেও এই ভেদ—একটা part হইতে whole এর দিকে যাওয়া, খণ্ডতা হইতে পূর্ণতার দিকে যাওয়া, অপর whole হইতে part-এ, পূর্ণ হইতে খণ্ডে নামিয়া আসা। Practical lifeটা, **কর্ম জীবনটা** হইল এই খণ্ডের রাজ্য, ভেদের রাজ্য ; আর spiritual lifeটা, **অধ্যাত্ম জীবনটা** হইল অভেদের রাজ্য, অখণ্ডের রাজ্য। কর্ম হইতে ভাবে যাওয়া হইল বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়িয়া মন বুদ্ধির রাজ্যে যাওয়া, আবার ভাব হইতে জ্ঞানের রাজ্যে যাওয়াই হইল অন্তরবহির রাজ্য ছাড়াইয়া পরিপূর্ণের রাজ্যে যাওয়া। ইহাই **'ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং'** এর ভূমি হইতে যোগস্থ হইয়া **বুদ্ধিতে 'চরতাং'** এর ভূমিতে যাওয়া, **বিচারের ভুমিতে** যাওয়া, পরে বিচারের ভূমি হইতে **ধ্যানের ভুমিতে** যাওয়া;

পরে এই ধ্যানের বা সমাধির ভূমি হইতে **আত্মার ভূমিতে** যাইতে হইবে। তাই, প্রথম জীবনকে **কর্ম্মময়**, পরে **বিচারময়**, পরে **ধ্যানময়**, পরে **জ্ঞানময়** বা **আত্মময়** করিতে হইবে। অবশ্য অল্পবিস্তর এই সব ভাব **একসঙ্গে** grow করিতে, ফুটিতে থাকিলেও এক এক ভূমিতে এক এক ভাবের **প্রাধান্য** থাকে। এইরূপে শ্রেণীবিভাগ করিয়া নিজেকেও গড়াইতে হইবে এবং অন্যকেও এই আদর্শে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। যাঁহারা ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করিতে চাহেন, বিশেষ করিয়া যাঁহারা পবিত্র সাধুজীবন বরণ করিয়া লইয়াছেন, নিজের বিশেষ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের এই আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য। ইহার **ব্যতিক্রম** করিলে ঐ plucking the fruit before it is ripe-এর, পাকিবার পূর্ব্বেই ফল পাড়ার যে **অবশ্যম্ভাবী ফল** ঐ মজিয়া যাওয়া, ঐ পচিয়া যাওয়া—তাহাই হইবে।

এই যে সাধনের **তিন স্তর—কর্ম্মস্তর, ভক্তিস্তর ও জ্ঞানস্তর**—এই তিনস্তরের প্রত্যেক স্তরেই আবার ক্রমবিভাগ আছে। কর্ম প্রথমে থাকে **সকাম**; এই সকাম আবার **শুদ্ধ** ও **অশুদ্ধ** ভেদে দুইপ্রকার। তাহার পরে আসে, **কর্তব্যবোধে কর্ম্ম** ইহাই moral stage—**ধর্ম্মস্তর**; এখানে মানুষ ought, কর্তব্য এই বোধ দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম করে। এখানে দ্বন্দ্ব বিশেষ করিয়া বর্তমান থাকে—ইহাই **যজ্ঞ** বা sacrifice, পরে এই কর্মই প্রীতি বা **প্রেম চালিত** হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, একটা loving sacrifice, প্রেমপূর্ণ ত্যাগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন compulsionএর ভাব, obligationএর ভাব, বাধ্যবাধকতার ভাব চলিয়া গিয়া যেন aspiration, adoration and devotionএর ভাব, প্রীতির ভাব আনিয়া দেয়—ইহাই শেষে **ভক্তিতে** পরিণত হয়। ভক্তিতেও প্রথম নিজের তুষ্টিই থাকে প্রধান লক্ষ্য, পরে হয় ইষ্টের তুষ্টি ও শেষে সেব্য সেবক এক হইয়া যায়। সেইরূপ **জ্ঞানেরও** প্রথম **বিচার**, পরে **ধ্যান**, শেষে **স্বরূপে স্থিতি**।

সকল ভূমিতেই একটা করিয়া বিশেষ **রসাস্বাদনের অবস্থা** আসে। এই রস মিলিতে আরম্ভ করিলেই সে ভূমির উৎকর্ষ ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং এই রসই আনন্দ আকারে পরিণত হইয়া যেন সীমার পারে জীবকে লইয়া যাইতে চাহে; তখনই সর্বভাব দিয়া তাহাকে ধরা হয় এবং particularityর region ছাড়াইয়া, সঙ্কীর্ণতার ভূমি ছাড়াইয়া, universalityর রাজ্যে, **ভূমার রাজ্যে** আসিয়া পৌঁছান যায়। কি কর্ম, কি ভক্তি, কি জ্ঞান—যেই **সত্ত্বে** আসিয়া উপস্থিত হয় অমনি এই **রসটা** ফুটিয়া উঠিতে থাকে, অমনি আয়াসপ্রয়াস চলিয়া গিয়া একটা **অনায়াস ভাব** দেখা দেয়; বিঘ্ন, বাধা, দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়া একটা **সমতা** ও **স্বচ্ছন্দতা** দেখা দেয়, এই সমতাই **সুখ** আনিয়া দেয়, ইহাই ক্রমশ রসে পরিণত হয় এবং দ্রুত উন্নতির হেতু হইয়া উঠে। এই রসাস্বাদ হয় বলিয়াই যোগে যেমন সমাধি হয়, কর্ম্মেও তেমনি সমাধি হয়, বিচারেও সমাধি হয়, ভক্তিতেও সমাধি হয়, জ্ঞানেও সমাধি হয়।

সমাধিটা একটা mere trance state নহে, শুধু মূর্চ্ছাভাব নহে, ইহা absorption into highest concentrated thought, ইহা একটা **গভীর অনুভূতি**; ইহা **পরম বিচার, পরম প্রেম ও পরম জ্ঞানের সমষ্টিভূত ফল**। তাই ইহার সাধনকে **সংযম** আখ্যা দেওয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে **ধারণা**—thorough understanding and firm fixity of attention, **ধ্যান** deep meditation এবং **সমাধি** absorbed attention সবই **মিলিত** থাকে। ইহা প্রথম **ধৃতিগৃহীত বুদ্ধির** ভূমিতে দেখা দেয় ও পরে **প্রীতিগৃহীত বুদ্ধি** হইলে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেইজন্য এই সমাধির ফলে **প্রজ্ঞার**, intuitionএর উদয় হয়; ইহা সেইজন্য **ভাবনা বিশেষ**, developed reason বিশেষ। এক হিসাবে মনের সমস্ত সৎশক্তি ইহাতে নিয়োজিত হয়। এইজন্য ইহা মানুষকে pure thoughtএর রাজ্যে, সত্য জ্ঞানের রাজ্যে, pure ideationএর ভূমিতে, শুদ্ধ ভাবনার ভূমিতে পৌছাইয়া দেয়। এই সমাধি দেখা দিলেই কর্ম যথার্থ যোগে পরিণত হয়, ভক্তিও যোগে পরিণত হয় এবং জ্ঞানও যোগসংজ্ঞা লাভ করে। পাতঞ্জলে ইহাকে 'স্বরূপশূন্য অর্থমাত্রনির্ভাস' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সেইজন্য এই ভূমির জ্ঞানে জীবের স্মৃতি বা সংস্কার আর কিছু contribute করিয়া, আরোপ করিয়া, জ্ঞানকে বিকৃত বা অন্যপ্রকারে অনুরঞ্জিত করে না। ইহা **স্মৃতিপরিশুদ্ধ** জ্ঞান, **অসংকীর্ণ জ্ঞান**।

এই বিভিন্নক্ষেত্রে **সমাধির কি পরিচয়** আমরা গীতা হইতে পাই একবার দেখা আবশ্যক। যখন 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ… ' রূপ 'ব্রহ্মকর্মসমাধি' দেখা দেয় তখনই যথার্থ **কর্মে সমাধি** হয় অর্থাৎ কর্মের মূল পর্য্যন্ত দর্শন হয়। কর্ম যে ব্রহ্মসমুদ্ভব এবং ব্রহ্ম যে নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত— ইহা দেখা হয়। তখনই 'নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মসু অনুষজ্জতে' অবস্থা দেখা দেয় এবং সর্বসঙ্কল্পেরও সংন্যাস আসিয়া যায়—ইহাই কর্ম সমাধির ফল। **যোগে সমাধি** তখনই দেখা দেয় যখন 'যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে' এবং 'নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ' হয়। তখনই সাধক যোগযুক্ত হওয়া রূপ সমাধি লাভ করে। **বিচারে সমাধি** তখনই হয় যখন সে 'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ' ও 'বিজিতেন্দ্রিয়ঃ' হইয়া 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' অবস্থা লাভ করে। **ভক্তিতে সমাধি** তখনই হয় যখন 'অধ্যাত্মচেতা' ও 'মৎপর' হইয়া 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য' করিতে পারে ও 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি' হইতে সক্ষম হয়; এইরূপে 'মচ্চিত্ত মদ্গতপ্রাণ', এইরূপে 'অনন্যচেতা' হইতে পারিলে ভক্তির সমাধি ও তৎফল—'অসংশয়ং সমগ্রং মাং' জানাতি, 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'—এই পূর্ণ ভগবদনুভবরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। তাহার পর **জ্ঞানের সমাধি** এক অকথ্য অবর্ণনীয় অবস্থা—ইহা যুক্ত, যুক্ততর, যুক্ততম অবস্থাকেও ছাড়াইয়া, 'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুম্' অবস্থাকে ছাড়াইয়া একেবারে '**প্রবেষ্টুম্**' অবস্থায় লইয়া গিয়া পৌছাইয়া দেয়। এইজন্য ইহাকে অন্যত্র '**অস্পর্শযোগ**' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—কেননা ইহা **বুদ্ধির পরের** অবস্থা—ইহা ভ্রূ মধ্যে স্থিতি, এমন কি 'মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতে'রও উপরে অবস্থিতির অবস্থা—ইহা ঐ '**বিশতে তদনন্তরম্**' অবস্থা॥ এইখানেই সর্বধর্ম **আপনি পরিত্যাগ** হইয়া যায়, 'একং শরণম্' অবস্থা লাভ হয় এবং সর্ব পরিচ্ছেদের পারে গিয়া স্থিতি লাভ হয়। ইহাই অদ্বয় ব্রহ্মভাবে স্থিতি—এইখানেই **সর্বসাধনার পরিসমাপ্তি**।

তাহা হইলেই দেখা গেল চিত্ত বিকাশের সময় প্রথম **সকাম কর্ম** হইতে **নিষ্কাম** কর্মের দিকে ফিরে; ইহাই **ভোগপ্রবণ** চিত্তের **যজ্ঞপ্রবণ** হওয়া, life of sense হইতে moral lifeএর দিকে ফেরা, **ইন্দ্রিয় জীবন** হইতে **ধর্ম জীবনের** দিকে ফেরা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে **বিচার বুদ্ধি** বিকাশ হইতে থাকে। এই বিচার বুদ্ধিই কর্মকে তাহার রংয়ে অনুরঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে of the earth, earthy ভূমি হইতে, পার্থিব লোক হইতে celestial ভূমিতে, দিব্যলোকে

উঠাইয়া তোলে। এই বিচারের পর আসে **ধ্যান**। এই ধ্যানের ভূমি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে একটা **দ্রুত পরিবর্তন** দেখা দেয়। তাহার পর এই ধ্যান গাঢ় হইয়া একটা পরম আসক্তি ও **প্রীতিতে** পর্য্যবসিত হয়। তখন মনও যেন গুহাপ্রবিষ্ট হইতে থাকে, গভীর গভীরতর মর্ম্মদেশে ডুবিতে থাকে, depth attain করিতে থাকে এবং মূলতত্ত্বের দ্বারে আসিয়া উপনীত হয়। তখন প্রীতিরও যেমন উৎকর্ষ বাড়িতে থাকে, তেমনি তত্ত্বও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এইরূপে পরম জ্ঞান ও জীবনের **পরিপূর্ণতা** লাভ হয়।

বিচার যেমন ধ্যানে পরিণত হয়, তেমনি ধ্যানও **জ্ঞানে** পরিণত হয়। এই ধ্যানের **আলম্বন** প্রথম থাকে বাহ্য বিষয়, তাহার পর psychic states, আন্তর বৃত্তিই হয় তাহার বিষয়। এই ধ্যানই ক্রমশ মনকে **নির্ব্বিষয়** করিয়া দেয়। Idealismএর, ভাববাদের ইহাই হইল চিন্তার ধারা—subjectএর দিক হইতে, এই ভাবের দিক হইতে জগৎকে দেখা। তখন কর্ম ও তাহার value বা অর্থও এই নূতন ভূমি হইতে, নূতন দিক্ হইতে মাপা হইতে থাকে।

বাস্তবিকই, কি জ্ঞানের বিকাশ, কি প্রাণের বিকাশ উভয়ই এক বিচিত্র ব্যাপার, উভয়ই **মহারহস্যময়**। আমরা সাধারণত একটা process and the stages in itটাই, একটা প্রক্রিয়া ও তাহার ধারাগুলিই দেখিতেছি এবং তাহা লইয়াই আলোচনা করিতেছি কিন্তু **মূলের** খোঁজ কিছুই পাইতেছিনা। উভয় ক্ষেত্রেই যে ইহা ঐ চৈতন্যেরই একটা প্রকাশক্রম, একটা mode of expression—ইহা যেন ঠিক ঠিক আমাদের নজরে আসিতেছে না। উভয়ই যে 'সঙ্কল্পপ্রভব' এবং এই সঙ্কল্প যে **চিদাশ্রিত**—এইটা যথার্থরূপে বুঝিলে গীতার ঐ 'এতদযোণীনিভূতানি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ…'এর তত্ত্ব বুঝা যাইবে। **জন্মটা** হইল matterএর through দিয়া, জড়ের মধ্য দিয়া আত্মার বিকাশ; আর **জ্ঞানটা** হইল mind or soulএর through দিয়া, মন বা বুদ্ধির মধ্য দিয়া আত্মার বিকাশ। একটা অপরা প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ, অপর পরাপ্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ; একটা জ্ঞানক্রিয়ামিশ্রিতা প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ, অপর শুদ্ধ সত্ত্ব বা জ্ঞানময়ী প্রকৃতির ভিতর দিয়া, প্রকাশ; একটা ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ, অপর ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকাশ; একটা objectএর ভিতর দিয়া দৃশ্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ, অপর subjectএর ভিতর দিয়া, দ্রষ্টার ভিতর দিয়া প্রকাশ—উভয়ই কিন্তু একেরই প্রকাশ এবং উভয়ের মধ্যে প্রকাশের ধারা ও ধাপ প্রায় একই প্রকার; উভয়ই পঞ্চপর্বে বা সপ্তপর্বে বিভক্ত, উভয়ই যেন পঞ্চাগ্নির ধারা ধরিয়া প্রকটিত।

ভাব যেমন ভাষাতে expressed হয়, অভিব্যক্ত হয়, তেমনি colourএ expressed হয়, বর্ণের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয়, তেমনি clay & stoneএও expressed হয়, কর্দম ও প্রস্তরেও রূপলাভ করে। সেইরূপ **শুদ্ধ চৈতন্য** প্রথম চিন্ময় শক্তিরূপে বা **শক্তিতে** আত্মপ্রকাশ করে, পরে শক্তি **ভাবাকার** ধারণ করে, পরে ভাব **বিচারাকার** ধারণ করে, পরে বিচার **বস্তু আকার** ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। আমাদের জ্ঞানকেও এই ধারা ধরিয়াই ফুটাইতে হইবে। প্রথম **বস্তু আকার** জ্ঞানকে **বিচারাকারে** পরিণত করিতে হইবে, পরে **বিচারকে ভাবে** লইয়া যাইতে হইবে, পরে **ভাবকে আত্মাকারে** ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তবে সমস্ত আকার-প্রকারের মধ্য দিয়া ঐ আত্মারই দর্শন হইবে। ইহাই জ্ঞানীর **বিশ্লেষ দর্শন**। ইহাতে কোনো জিনিষকে

ত্যাগ করিতে হয় না, অর্থ বদ্‌লাইয়া দেখা হয় মাত্র, অর্থেরই রূপান্তর হয় মাত্র। তাই এখানে opposition নাই, বিরোধ নাই, আছে মাত্র elucidation, clear interpretation—**বিশদ্দীকরণ**, স্বচ্ছতর অর্থযোজন। ভাষা যেমন বর্ণকে না ছাড়িয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, জ্ঞানও তেমনি sensation বা perceptionকে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা প্রত্যক্ষকে **না ছাড়িয়া** সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। দেখা চক্ষু দিয়াই হয় বটে কিন্তু অর্থ হইয়া যায় অন্য। ইহা চক্ষুকে **আবরণ করা নহে** বরং **আবরণ উন্মোচন**।

এই উন্মুক্ত প্রকাশ যে কিরূপ, এই স্বতঃ প্রকাশের রাজ্য যে কিরূপ তাহা আমাদের এ অবস্থায় ধারণায় আসে না। আত্মা নিজের আলোকে নিজে প্রকাশ, **স্বয়ংপ্রকাশ**, স্বতঃপ্রকাশ; আর সকলই অন্য প্রকাশের সাহায্য অপেক্ষা করে তাই তাহারা **পরপ্রকাশ্য**, অন্য প্রকাশের সহায়তা ভিন্ন প্রকাশ হইতে পারে না। পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ মাত্রই এই দোষদুষ্ট; একমাত্র **পূর্ণ** যিনি, **ভুমা** যিনি তিনিই পরমুখাপেক্ষী নহেন। এই পূর্ণ—অহং-ইদং, দ্রষ্টা-দৃশ্য আকারে বিভক্তের মত হওয়াতেই এক অপরের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। বিষয় না থাকিলে জ্ঞান প্রকাশ হয় না; আবার জ্ঞান না থাকিলে বিষয় প্রকাশ হয় না। যতদিন এই subject-object division থাকে, **দ্রষ্টা-দৃশ্য বিভাগ** থাকে ততদিনই এই একের অপরের মুখাপেক্ষা থাকিবেই থাকিবে, ততদিন আলো-অন্ধকার এবং তজ্জন্য 'অসম্ভাবনা' ও 'বিপরীত ভাবনা'রও অবসর থাকিয়া যাইবে। অবিদ্যার এই শেষ দুইটি গ্রন্থি কাটিয়া গেলেই স্বয়ম্প্রকাশ আপনার আলোকে আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে, 'অসত্তাপাদক' ও 'অভাণাপাদক' উভয় ভ্রমই তখন চলিয়া গিয়া এক পূর্ণ immediacy of knowledge, **ব্যবধানশূন্য জ্ঞানের** একটা direct touch and absorptionএর ভূমিতে, **সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের** ভূমিতে জ্ঞান আসিয়া পৌছায়।—সেখান হইতে সে যেমন সকল সম্বন্ধের মূল সূত্র দেখিতে পায়, তেমনি **সম্বন্ধাতীত** অবস্থাটাও যে কিরূপ তাহাও ধরিতে ও বুঝিতে পারে। ইহাই যথার্থ transcendence, যথার্থ **ভুমাত্বলাভ**; সমস্ত relativityর, সমস্ত সম্বন্ধের রাজ্য ছাড়াইয়া absoluteএর রাজ্যে প্রবেশ, সর্বসম্বন্ধাতীত পরমের রাজ্যে প্রবেশ।

এই absolute জ্ঞান হইতে, এই সর্বপরিচ্ছেদের পার হইতেই এই জ্ঞান প্রথম **শব্দ** বা জ্ঞানময় স্পন্দনরূপে, জ্ঞানময় **শক্তিরূপে** প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই **'পরাবাক্'**রূপে, **পর প্রাণ**রূপে ঐ পরমেরই প্রথম অভিব্যক্তি। ঐ 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নম্'এর প্রথম অভিব্যক্তির পর্বই হইল **বাক্** বা **প্রাণ**। ইহাই, এই পরাশক্তিই, সেইজন্য তাহার **সাক্ষাৎ অপরোক্ষের হেতু**। এই বাক্ আর জ্ঞান মূলতঃ **এক বস্তু**। এই বাক্ যেমন কর্ণ দিয়া মরমে প্রবেশ করে, তেমনি হৃদয়েও আপনি ফুটিয়া উঠে। ইহাকেই ভাগবৎ 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ' বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। **বাক্যস্থ** হওয়াও যাহা, **আত্মভাবস্থ** হওয়াও তাহাই। বাক্ ও জ্ঞানের এই অবিনাসম্বন্ধ। তাই শব্দ বা বাক্ আদিভূত বা আদিপ্রাণে প্রকাশিত পরমা শক্তি এবং মহাভাবরূপা বলিয়া পূর্ণরূপে পরমপুরুষকে হৃদয়ে ধরিতে সমর্থা, পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থা। তাই এই মহাভাবরূপা মহাবুদ্ধিতেই পরমব্রহ্ম সর্বপ্রকাশক **জগৎবীজ** আধান করেন। ইহাই তাঁহার womb, যোনি—ইহাই সেই বীজধারণ করিতে সমর্থা। এইজন্য এই **প্রাণ** বা **বাক্** বা **নাদই** হইল পরমের সঙ্গে **যোগসূত্র**; পরমের সঙ্গে ইহারই direct contact, **সাক্ষাৎ সংযোগ**, তাই এই

মুখ্যপ্রাণ বা নাদই এই মিলনের পথে সাক্ষাৎ উপকারক আর মনন নিদিধ্যাসন—ইহারা আরাৎ উপকারক, পরোক্ষ উপকারক। ইহারা individul selfএর, জীবাত্মার **শুদ্ধিসাধক**, ঔজ্জ্বল্য-সাধক, আর শব্দ যেন supreme selfএর, পরমের **ধারক**। তাহা ছাড়া শব্দটা sound মাত্র, ধ্বনিমাত্র নহে; ইহা **চেতনাকারা**—ইহা চৈতন্যেরই রূপ বা **মূর্ত্তপ্রকাশ**; ইহা consciousness রূপ, **জ্ঞানরূপ**। এইজন্য তন্ত্রে **'শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম উভে মে শাশ্বতী তনু'** বলা হইয়াছে। ইহাকে সেইজন্য Logosও বলে, এইজন্য বাইবেলেও উক্ত হইয়াছে "First there was the Word and the Word was God." Consciousnees, চেতনা যেমন প্রথম হয় thought আকার, **জ্ঞানাকার**, তাহার পর **বিচারাকার**, reflection আকার, তাহার পর **বাক্যাকার**, তেমনি ফিরিবার পথে **বাক্য** হইতে বিচারে উঠে, **বিচার** হইতে কেন্দ্রীভূত জ্ঞানে, **জ্ঞান** হইতে deep consciousnessএ, **গভীর চেতনতায়** ধাপে ধাপে পা দিয়া আসে। এই বাক্‌রূপ শব্দ জ্ঞানক্রিয়ার মিলিত রূপ, তাই ইহা সূক্ষ্ম হইতে হইতে thought আকারে, **ভাবাকারে** পরিণত হয়, **'বৈখরী'** বাক্ এইরূপে **'পশ্যন্তি'** অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, thought অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরে **'পরা'** অবস্থা, শুদ্ধ consciousness অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইখানে জ্ঞান ও ক্রিয়া **অভিন্ন** হইয়া যায়। এই পরম শুদ্ধ অবস্থাতেই **পরম জ্ঞান** প্রকাশ পায়। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র এবং বিশেষ করিয়া গীতা এই পরম জ্ঞানের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

II

এখন একবার সংক্ষেপে গীতার এই ভগবৎপ্রাপ্তির **সাধনার ক্রমটা** পুনরায় আলোচনা করিয়া দেখা যাক্ কি পাওয়া যায় ঃ—

গীতার উদ্দেশ্য হইল **জীবকে** কি করিয়া **শিব** করা যায়, কি করিয়া তাহার পশুভাবকে দিব্যভাবে পরিণত করা যায়, কি করিয়া অপূর্ণ জীবকে সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করা যায়। তাই গীতা জীবকে পরম জ্ঞানের, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাই **গীতার** আরম্ভ হইয়াছে **সাংখ্যজ্ঞান** ও তৎসাধনরূপ **যোগজ্ঞান** লইয়া। **সাংখ্যজ্ঞান** হইল **তত্ত্বজ্ঞান** metaphysical জ্ঞান, **স্বরূপজ্ঞান** Transcendental Reasonএর জ্ঞান ; আর **যোগ** হইল তৎপ্রাপ্তির **উপায়**—Practical Reason. গীতা দেখাইলেন সেই পরম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে **'স্থিতপ্রজ্ঞ'**, **'ভক্ত'** ও **'গুণাতীত'** হইতে হইবে। ইহারাই হইল বুদ্ধির **ক্রম-শুদ্ধির** পরিচায়ক এবং এই শুদ্ধবুদ্ধিই ভগবৎ অনুভূতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। গীতা অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে এই **বুদ্ধিশুদ্ধি** ও **ভগবৎ অনুভূতির** বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন।

এখানে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। গীতায় প্রায় প্রতি অধ্যায়ে একটি করিয়া তত্ত্বের কথা অবতারণা করিয়া, একটি করিয়া metaphysical or psychological truthএর কথা উল্লেখ করিয়া পরে তাহার সাধন সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। গীতা অধ্যাত্মশাস্ত্র হইলেও বিশেষ করিয়া **সাধন শাস্ত্র**। সেইজন্যই সাধন লইয়াই এখানে অধিক আলোচনা করা হইয়াছে। কি প্রকারে পরমতত্ত্ব জীবনে ফুটাইয়া তোলা যায়, কি করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে আনা যায়, কি করিয়া realise করা যায় তাহাই গীতা **বিশেষ** করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও অর্জ্জুনের প্রশ্ন ধর্ম লইয়াই উঠিয়াছে, তথাপি ভগবান্ তাহার সুমীমাংসা করিতে গিয়া একেবারে মূল পরমার্থসত্যের নির্ঝরিণী যেখান হইতে নির্গত হইয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়া কি করিয়া সর্বসংশয় ছিন্ন করা যায়—তাহা দেখাইয়াছেন।

সেইজন্য, প্রথমেই **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** সাংখ্যতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের কথা বলিয়া পরে যোগতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই যোগেরই ফল হইল **স্থিতপ্রজ্ঞতা** এবং স্থিতপ্রজ্ঞতার ফল হইল **ব্রাহ্মীস্থিতি**। এই দুইয়ের কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিয়া **তৃতীয় অধ্যায়ে** স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন যে **ইন্দ্রিয়জয়** ও **কামজয়** তাহার কথা বলিয়াছেন। যজ্ঞরূপ কর্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত বুদ্ধির বিকাশই ইন্দ্রিয়জয়ের **হেতু**। ইন্দ্রিয়জয় হইলে কামজয়ের যোগ্যতা আসে—তাই বলা হইয়াছে—'তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য'…। তাহার পর ইন্দ্রিয়জয় হইলে কামজয়ের জন্য বুদ্ধিকে sense plane হইতে, ভোগের রাজ্য হইতে spiritual planeএ—অধ্যাত্মলোকে তুলিতে হইবে। ইহারই ক্রম—'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ…” হইতে আরম্ভ করিয়া 'জহি শত্রুং…' পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে।

চতুর্থে, এই ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য **সংযমরূপ** যজ্ঞের কথা সাধন হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ক্রমশ এই যজ্ঞ ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে হইতে কিরূপে জ্ঞানযজ্ঞে পরিসমাপ্ত হয় তাহা

দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞান, জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় ও অধিকারের কথাও বলা হইয়াছে। এইরূপে বুদ্ধিযুক্ত কর্মের ফলে 'যোগসংন্যস্তকর্মা' ও 'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়' হওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে, এই কামজয়ের জন্য যে **যোগসাধনা** আবশ্যক—যাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়াইয়া বুদ্ধির চরম অগ্র্যা ভূমিতে আসিয়া পৌছান যায়, যুক্ততম হওয়া যায়—তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। এখানে দেখান হইয়াছে যে যোগরূপ বুদ্ধিশুদ্ধির ফলে যোগযুক্ত হইলে 'কামকার' ত্যাগ হয়, 'কামকার' ত্যাগ হইলে কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ হয়, ফলে আসক্তি ত্যাগ হইলে বাহ্যস্পর্শে পর্য্যন্ত আসক্তি ত্যাগ হয়, তৎফলে কাম ক্রোধের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠা যায় এবং অন্তরে জ্ঞান ও আনন্দ ফুটিয়া উঠে। এই যোগযুক্ত হইবার সূত্র হইল—'স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্…'। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে যোগযুক্ত হওয়ার মুখ্য লক্ষ্য, **প্রধান উদ্দেশ্য** হইল ঐ 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ সুহৃদং সর্বভূতানাম্' কে জানা। তাঁহাকে না জানিলে যথার্থ শান্তি মিলেনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কামসংকল্পত্যাগের সাধন যে যোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারই **স্বরূপ**, **সাধন** ও **ফলাদি** বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে দেখান হইল এই যোগ দুইপ্রকার—এক **সম্প্রজ্ঞাত**, অপর **অসম্প্রজ্ঞাত**। একের ফলে সাধক হয় '**নিয়তমানস**' এবং অপরের ফলে হয় '**বিগতকল্মষ**'। একের ফলে লাভ করা যায় **শান্তি**, অপরের ফলে লাভ হয় **ব্রহ্মসুখ**। এই যোগযুক্ততাই খুলিয়া দেয় **সমদৃষ্টি**; ইহাই ক্রমশ লইয়া যায় **আত্মযোগে** এবং **ঈশ্বরযোগে**। এইরূপে সাধক ধাপে ধাপে **যুক্ত**, **যুক্ততর** ও **যুক্ততম** অবস্থা লাভ করিয়া **ভগবৎভক্ত** হইয়া উঠে। এইরূপ যোগযুক্তই যথার্থ '**কল্যাণকৃৎ**' এবং তাঁহার কখনও দুর্গতি হয় না; তাঁহাদের আগতি হয় শুচি শ্রীমতের কুলে অথবা 'ধীমতাং' যোগীর কুলে।

তাহার পর **সপ্তম অধ্যায়ে** যাঁহারা এইরূপে যুক্ততম হইয়া ভগবৎভক্ত হন, অন্য সমস্ত আসক্তি ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভগবানে আসক্তচিত্ত ও ভগবদ্ আশ্রিত হন তাঁহারা কিরূপে ভগবান্‌কে **অসংশয়** ও **সমগ্ররূপে** জানিতে পারেন—তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান্‌কে সমগ্ররূপে জানিতে হইলে তাঁহার **প্রকৃতিদ্বয়** জানা আবশ্যক এবং ঐ প্রকৃতির সংসর্গে **পুরুষের প্রকাশটা** কিরূপ হয় তাহা জানা প্রয়োজন এবং শেষ তাঁহার **স্বরূপ** কি তাহাও জানা প্রয়োজন। তাই, এই অধ্যায়ের প্রথমে তাঁহার প্রকৃতিদ্বয়ের পরিচয় দিয়া এই দুই যে জগৎযোণি—তাহা বলিয়া ভগবান্ যে প্রকৃতিদ্বয় সহ সমস্ত বিশ্বের প্রভব ও প্রলয় তাহা বলা হইল। তিনি যে সর্বভূতের সনাতন বীজ, তাঁহাতেই যে সমস্ত বিশ্ব 'প্রোত,' গ্রথিত, তিনিই যে সত্ত্বাদি সকল ভাবেরও মূলে এবং তাঁহা হইতে 'পরতর' আর কিছুই নাই, তাহাও বলা হইল। এই 'তৎপরং ব্রহ্ম'কে, 'কৃৎস্ন অধ্যাত্ম'কে ও অখিল কর্ম এবং তৎসহ অধিভূত, অধিদেব ও অধিযজ্ঞভাবে তাঁহাকে জানিতে হইলে যে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া **ভজন** ও **যজন** আবশ্যক তাহার কথা বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে—ইহাই তাঁহাকে সর্বভাবে প্রাপ্তির **উপায়**। এই ভজননিষ্ঠ হইতে হইলে আবার 'অন্তগতপাপ' হইয়া 'দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্ত' হইতে হইবে—কেননা 'ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ

মোহিতম্' বলিয়া তিনি বিশ্ব জুড়িয়া থাকিলেও তাঁহাকে এই জগতে জীব গুণাতীতরূপে দেখিতে পারেনা; আর 'ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন' সম্মোহিত বলিয়া নিজের মধ্যেও তাঁহাকে পায়না, নরাকারেও তাঁহাকে চিনিতে পারেনা; এই 'যোগমায়াসমাবৃত' মূঢ় লোকসকল সেইজন্য তাঁহার সন্ধান পায় না। যতক্ষণ দুষ্কৃতি থাকে, যতক্ষণ মানুষ 'আসুরং ভাবমাশ্রিতঃ' থাকে ততক্ষণ 'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ' হইয়া নরাধমই থাকিয়া য়ায়, নরপশুই থাকিয়া যায় এবং তাই তাহার মূঢ়ত্ব ঘোচে না এবং সে ভগবানে প্রপন্ন হয় না। সে সদা কামচালিত হইয়া 'কামৈস্তৈস্তৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ' হইয়া অন্য ভোগদাতা দেবতা বা শক্তির কেন্দ্রগুলিরই আরাধনা করে এবং 'অল্পমেধসঃ' ও 'অবুদ্ধ' বলিয়াই এই অন্তবৎ, এই নশ্বর ফলেই মজিয়া থাকে। যাঁহাদের সুকৃতির উদয় হয়, যাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত, তাঁহারাই যথার্থ ভগবানে প্রপন্ন হন। ইঁহাদেরও আবার চারিভাগ আছে—তাহার মধ্যে **আর্ত, অর্থার্থী** ও **জিজ্ঞাসু**—ইঁহারা সকামী হইলেও **সুকৃতির ফলে** ভগবদুন্মুখ; আর **নিষ্কামী জ্ঞানী** যিনি তিনিই যথার্থ '**নিত্যযুক্ত**' ও '**একভক্তি**' হইয়া ভগবানে প্রপন্ন হ'ন এবং তাঁহার কৃপায় মায়ার হাত হইতে ও জরামরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, **মোক্ষের অধিকারী** হন। এইরূপে **ভক্তিযুক্ত যোগবল** ফুটিলে সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ হয় যাহার ফলে সমস্ত অধিভূতাদি আবরণ ভেদ করিয়া ঐ পরমের দর্শন মিলে এবং অন্তকালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করা যায়।

ইহারই বিশেষ বিবরণ '**অষ্টম অধ্যায়ে**' দেওয়া হইয়াছে। সেইখানে প্রথমে এই ব্রহ্ম কি, অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিদেব, অধিযজ্ঞ ও অধিকর্ম কি—তাহা বর্ণনা করিয়া অন্তকালে কিরূপে তাঁহাকে স্মরণে রাখা যায়, কি করিয়া তাঁহার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তাঁহার **তত্ত্ববিজ্ঞান** লাভ করা যায়—তাহার **সাধন** বা **উপায়** বলা হইয়াছে। ইহার উপায় বা সাধন হইল প্রথম, এই **অধ্যাত্ম** ও **অধিভূতভাবে**, এই subject ও object ভাবে তাহাকে চেনা, পরে **অধিদেবভাবে** তাহার পরিচয় লাভ করা, পরে **অধিযজ্ঞরূপে** তাহাকে চিনিয়া **সর্বকালে ঐ মামনুস্মর যুধ্য চ**। ইহাই শ্রুত্যুক্ত মৃত্যুতরণের উপায়—কেননা এইরূপে 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি' হইলেই অন্য আসক্তি, অন্য স্পৃহা চলিয়া যায় এবং ভগবানে একতানবৃত্তি উদয় হওয়ার ফলে তাঁহাকে লাভ করা যায়। এইরূপে 'অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা' করিতে পারিলে দিব্য যে পরমপুরুষ তাঁহার **অনুচিন্তনের** ফলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই দিব্য পরম পুরুষই হইলেন বিজ্ঞানময় **হিরণ্যগর্ভ**। ইঁহারই বর্ণনা ঐ "কবিং পুরাণম্…"বলিয়া করা হইয়াছে। ইনিই 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। এই পুরুষকেই ভক্তিবলে ও যোগবলে 'ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্' করিয়া 'অচলমনস' হইতে পারিলে লাভ করা যায়। আর সর্বদ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে এবং প্রাণকে ভ্রুর উর্দ্ধ মূর্দ্ধায় লইয়া গিয়া যোগধারণ করিতে পারিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রণবরূপী ব্রহ্মের ব্যাহরণ ও অনুস্মরণ করিতে পারিলে **অক্ষর পুরুষের** দর্শন মিলে। এইরূপে ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠিতে হইলে এই **কর্ম, যোগ, ভক্তি,** ও **জ্ঞান** এই ধারা চতুষ্টয়কে ধীরে ধীরে মিলিত করিতে হইবে, তবে সাধনা **পূর্ণাঙ্গ** হইয়া উঠিবে এবং পরমদেবের সমীপস্থ করিয়া দিবে।

এইরূপে 'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।" এইরূপে মরণেও স্মরণের কথা বলিয়া মরণের পর জীবের যে **দেবযান** ও **পিতৃযানে** গতি হয় তাহার বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে এবং যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিতে হয়না সেই 'অব্যক্তাৎ অব্যক্ত' সনাতনের কথা, সেই অব্যক্ত অক্ষরের কথা, সেই পরমা গতির কথা উল্লেখ করিয়া সেই পরপুরুষ যে **একমাত্র অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ** ইহা বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ে এই পরম পুরুষের স্বরূপকে আরও পরিস্ফুট করার এবং যে ভক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষ লভ্য তাহাকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা হইয়াছে। কেননা ইহাই **গুহ্যতম জ্ঞান**, ইহাই সর্বোত্তম রহস্য, ইহাই বিদ্যার রাজা, রহস্য বা গুহ্যের রাজা, ইহাই পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ, ধর্মের শ্রেষ্ঠ, কর্মের শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ হইতেও প্রত্যক্ষ বলিয়া জ্ঞানেরও শ্রেষ্ঠ এবং 'সুসুখম্' বলিয়া সুখেরও শ্রেষ্ঠ। ইনি সর্বং সমাপ্নোষি ও যেমন, অব্যক্তমূর্তিতে **'সর্বং ততম্'** ও যেমন, তেমনি **'সর্বঃ অসি'** ও বটেন। 'সর্বভূতানি মৎস্থানি' হইলেও 'ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ'—এই তাঁহার বিশ্বরূপের **বিচিত্রতা**, Immanental রূপের বিচিত্রতা। ইহা ভিন্ন তাঁহার আবার একটা **বিশ্বাতীত** রূপ আছে, Transcendental রূপ আছে, সেটা আবার **আরও বিচিত্র**, সর্বাশ্চর্য্যময়। তিনি সর্বানুস্যূত হইয়াও যে সর্বাতীত, সর্বসম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়াও যে সর্বসম্বন্ধাতীত—ইহাই তাঁহার **সর্ববিলক্ষণতা**, ইহাই তাঁহার পরম যোগৈশ্বর্য্য। এই জন্য তিনি 'ভূতভৃৎ' হইয়াও 'ন চ ভূতস্থো', ভূতভাবন হইয়াও, ভূতপালক হইয়াও ভূতসম্বন্ধবর্জিত, এমন কি 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি'। তিনি সকলকে স্পর্শ করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে কাহারও স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি সকলের অণুতে অণুতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও তাঁহার ভিতর কাহারও প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। তাই তাঁহার তত্ত্বনিরূপণ, দেব, ঋষি, মানবের সাধ্যাতীত। তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার প্রকৃতি এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত করিতেছে। তিনি এত বড় বিশ্বকর্মা হইয়াও কিন্তু অকর্তা, উদাসীন ও অসক্ত। ইহা এমনই **সহজ**, এমনই **স্বাভাবিক**; ইহা তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের মত Spontaneous, স্বাভাবিক বলিয়াই ইহাতে তাঁহার কোনও খেয়াল বা মনোযোগ দিতে হয় না। যতদিন মানুষ **মূঢ়** থাকে, যতদিন সে মোহিনী, রাক্ষসী, আসুরী প্রকৃতি-আশ্রিত থাকে, যতদিন **'বিচেতস'** থাকে, ততদিন এই লোকোত্তর ভাব, এই ভূতমহেশ্বর ভাব জানিতে পারে না। যখন দৈবীপ্রকৃতি-আশ্রিত মহাত্মা হইয়া অনন্যমনে তাঁহার চরণে শরণাগত হয়, তখনই 'ভূতাদি অব্যয়ম্'কে জানিয়া তাঁহার যথার্থ ভজনাধিকার লাভ করে। এই মহাত্মাদের ভজন আবার দুই প্রকারের দেখা যায়—এক, **ভক্তির ভজন** অপর **জ্ঞানের ভজন**। **ভক্তের ভজন** হইল সতত কীর্তন, দৃঢ়ব্রত হইয়া যতন, সভক্তি নমস্কার ও নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা; আর **জ্ঞানীর যজন** হইল জ্ঞানযজ্ঞে উপাসনা—কখনও অভেদভাবনায়, কখনও পৃথক সেব্য সেবকরূপে, কখনও 'বহুধা' ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে ঐ 'বিশ্বতোমুখমে'র উপাসনা। তাহার পর তাঁহার 'বিশ্বতোমুখম্' রূপের বর্ণনা করিয়া সকাম কর্মীর ও নিষ্কাম ভক্তের গতির পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন এবং ভক্তির ভজন যে কত সুলভ এবং কত শোধক তাহা দেখাইয়া এই ভজনই যে এই অনিত্য অসুখ লোকে জীবের একমাত্র কর্তব্য—তাহা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। শেষ উপসংহারে, এই ভগবানকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইতে হইলে কি ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে তাহা **'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো…'** এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে।

'দশমে', ভগবান্ নিজের **বিভূতি ও যোগের** পরিচয় দিয়া তাঁহাকে ধরিবার আরও সুগম পথ দেখাইয়া দিলেন। এই ভগবানের **যোগৈশ্বর্য্য ও বিস্তারতত্ত্ব** বুঝিতে পারিলে সাধক অবিকম্প যোগে যুক্ত হইতে পারে, সর্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হয় এবং ভাব সমন্বিত হইয়া ঠিক ঠিক ভাবে ভগবান্‌কে ভজন করিতে পারে এবং এইরূপে 'মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ' হইয়া সতত যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্বক ভজন করিলে শুধু যে ভগবান্ এই নিত্যাভিযুক্তের **যোগক্ষেম** বহন করেন তাহা নহে, তাহাকে **বুদ্ধি যোগ** পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন এবং আত্মভাবস্থ হইয়া 'ভাস্বতা' জ্ঞান দীপের দ্বারা অজ্ঞানজতমঃ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবদ্ভক্ত পথে সাধক ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইতে যখন ভগবানের যোগ ও বিভূতি তত্ত্বতঃ জানিবার অধিকার লাভ করে, তখনই তাহার সেই **দিব্যদৃষ্টি** খোলে যাহার ফলে সে **বিশ্বরূপ** ভগবান্‌কে দেখিতে সমর্থ হয়।

একাদশে এই কথাই বিবৃত হইয়াছে এবং সেখানে ভগবান্‌কে এইরূপে **জানা দেখা** ও তাঁহার **হইয়া যাওয়ার একমাত্র উপায়** যে **অনন্যা ভক্তি** তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তি লাভ করিতে হইলে যে 'মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো, মদ্ভক্তঃ সঙ্গ বর্জিত,' ও 'নির্বৈর' হইতে হইবে তাহাও বলিয়া দিয়াছেন।

এই বিশ্বরূপ দর্শনের ফলে যখন সাধক **নির্বৈরতার** ভূমি পর্য্যন্ত লাভ করিয়া **পরম ভক্ত** হইয়া উঠে, তখনই তাহার ভিতর ভক্তের বিশেষ লক্ষণ, **অদ্বেষ্টাদিগুণ ও সমতার** ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে—ইহাই **'দ্বাদশ অধ্যায়ে'** বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমন যুক্ততম **পরম যোগীর** কথা বলা হইয়াছে, এখানে তেমনি **পরম ভক্তের** কথা উক্ত হইয়াছে। এখানে বিশ্বরূপের উপাসনা ও অক্ষর পুরুষের উপাসনার মধ্যে **কোন্‌টি সুগম** তাহাও বলা হইয়াছে এবং বিভিন্ন সাধনক্রমও নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিকই, অব্যক্তে আসক্তচিত্ত হওয়া বড়ই কঠিন, কেননা, এখানে 'সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং' তো হওয়া চাই-ই, তদ্ভিন্ন 'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ' ও 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' হওয়াও প্রয়োজন—অর্থাৎ 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা' না হইলে আর অব্যক্তে আসক্ত হওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষা বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন বিশ্বরূপে কর্মাদি সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়া অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এরূপ করিতে পারিলেও ভগবান তাহাকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সেই জন্য এখানে **সাধনের ক্রমনির্দেশ** করিতে গিয়াও বলা হইল যে এই সগুণ ঈশ্বরের **ধ্যানই** শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাতে অসমর্থ হইলে **'অভ্যাস যোগ'**, তাহাতে অসমর্থ হইলে **'মৎকর্মপরমো'** হওয়া, তাহাতেও অসমর্থ হইলে **'সর্বকর্মফলত্যাগই'** সাধন। এইরূপ ভক্তই ভগবান্‌কে জানিতে সক্ষম হ'ন। তাই—

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির লক্ষণ বলিয়া **'ত্রয়োদশ অধ্যায়ে' ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব** ও **জ্ঞেয় তত্ত্ব**—সমস্ত তত্ত্বকথা বলা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে 'মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'। এ তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হয় ভগবানে **ভক্তির ফলে।** তাহার পর পুরুষপ্রকৃতিসম্বন্ধ, তাহাদের কার্য্য ও তাহাদের বিবেকজ্ঞান যে ধ্যানের দ্বারা, সাংখ্য যোগ ও কর্ম যোগ দ্বারা অথবা শুনিয়া উপাসনা দ্বারা লাভ করা যায়—তাহা বলা হইল। এইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে 'সমং পরমেশ্বরম্' যে কি ভাবে দর্শন হয় তাহা বলা হইল এবং এই বিবেকজ্ঞান দ্বারাই এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের 'অন্তরং জ্ঞানম্' এবং 'ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ' জানিতে পারিলেই যে পরমকে পাওয়া যায় তাহা

বলা হইল। এইরূপে ভূত প্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ করিতে হইলে **গুণাতীত** হইতে হইবে তাই—

‘চতুর্দশে’—এই **গুণ** সকল কি কি, কেমন করিয়া তাহারা বন্ধন করে এবং কেমন করিয়া গুণাতীত হওয়া যায় ও হইলে কি লক্ষণ দেখা দেয় তাহা বর্ণনা করা হইল। এখানেও দেখান হইল যে ‘মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে’। সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল, যে ভগবান্ এই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অব্যয় অমৃতের প্রতিষ্ঠা, শাশ্বত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং আত্যন্তিক সুখেরও **প্রতিষ্ঠা**।

‘পঞ্চদশে’—এই **আমুল** জ্ঞান বৃক্ষের বা সংসার বৃক্ষের **পূর্ণ পরিচয়** দেওয়া হইল এবং এই পরিপূর্ণ দর্শনই পূর্ণ জ্ঞান। ইহাই বেদবিদের লক্ষণ। এখানে জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব, জীব ঈশ্বরের সম্বন্ধ-তত্ত্ব, জীবের শরীরধারণতত্ত্ব ও শরীর হইতে উৎক্রামণ তত্ত্ব এবং তৎসহ পরমপদ আবিষ্কারের পথও নির্দেশ করা হইল। ইহার জন্য চাই প্রথম **অসঙ্গ শস্ত্র** অর্জ্জন, পরে ‘তৎপদর’ এর **‘পরিমার্গণ’**, পরে **আন্ত পুরুষে প্রপন্ন হওন** এবং ইহাদের সহিত আরও চাই **‘নির্মাণমোহ’** হওয়া, **সঙ্গ দোষ জিত হওয়া**, **‘অধ্যাত্মনিত্য’** ও **‘বিনিবৃত্তাকামা’** হওয়া। এইরূপে ‘সুখ দুঃখ সংজ্ঞ’ দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া **‘অমূঢ়’** হইতে পারিলে ‘তৎ অব্যয়ং পদম্’ এর কাছে পৌছান যায় এবং পুরুষোত্তমকে অসংমূঢ় হইয়া জানিলে **সর্বভাবে** ভগবানের ভজনা হয়। এই দিব্যভাব লাভ করিতে হইলে **দিব্যজন্ম** লাভ করা চাই। দিব্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া জন্মিতে পারিলে **বিমোক্ষের** রাস্তা খুলিয়া যায়।

ইহাই **‘ষোড়শ অধ্যায়ে’** বলা হইল এবং ইহাকে by contrast বিপরীতভাব সন্নিবেশের দ্বারা আরও পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার জন্য **হেয় ও ত্যাজ্য** যে **আসুরী** সম্পদ্ ও ত্রিবিধ নরকের দ্বার—তাহারও বর্ণনা করা হইল এবং **শাস্ত্রই** যে কল্যাণকামীর একমাত্র আশ্রয়নীয়—তাহাও বলা হইল।

‘সপ্তদশে’—**শ্রদ্ধার** কথা আলোচনা করিয়া এই দৈবী সম্পদ হইতেই যে **দৈবী শ্রদ্ধার** উদয় হয় তাহা বলা হইল। এই শ্রদ্ধা, এই শাস্ত্রীয় সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই জীবনের গতিপথ নির্দেশ করে, মানুষকে গড়িয়া তোলে—কেননা **‘শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ’**। এই সত্ত্বউৎকর্ষই যে জীবনের উৎকর্ষ, **সর্ব্বভাবে সত্ত্বকে আহরণ** করিতে পারিলে যে জীবন মধুময় হয়, ইহাই যে spiritual lifeএর, অধ্যাত্মজীবনের **দ্বারপাল** তাহা বুঝাইবার জন্য কিরূপে আহার সাত্ত্বিক করিতে হয়, যজ্ঞ, দান, তপ সাত্ত্বিক করিতে হয়, তাহা বলিয়া ইহার বিপরীত **অশ্রদ্ধাই** যে সকল অসৎভাবের **মূল** তাহাও বলা হইল এবং এই সদ্ভাবকে অর্জন করিবার জন্য ও সর্ববিঘ্ন নাশ করিবার জন্য **‘ওঁ তৎসৎ’** রূপী ব্রহ্মনির্দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনে রত হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হইল। এখানেও প্রথমে **‘সৎ’** কে ধরিয়া **তৎ** এ আসিতে হয় এবং ‘তৎ’ কে ধরিয়া ওঁকারে আসিতে হয়॥

উপসংহার

শেষ, **অষ্টাদশ** অধ্যায়ে আসিয়া **সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব** বুঝাইবার ছলে গীতা সমস্ত জ্ঞান ও সাধনতত্ত্বটি অতি অপূর্ব ভঙ্গীতে ধাপে ধাপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হিন্দু সাধনার **চরম সাধনা** হইল সন্ন্যাস সুতরাং এই সন্ন্যাসতত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে সম্পূর্ণ হিন্দু সাধনা বুঝা যায়। সেই জন্য এই শেষ অধ্যায়ে এই সন্ন্যাস ও ত্যাগকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার **সমস্ত সাধনা** এখানে **সংক্ষেপে** উক্ত হইয়াছে। **কর্মে** জীবনের **আরম্ভ** আর **সন্ন্যাসে শেষ**; **অহংকারে** জীবনের **প্রারম্ভ** ও **নিরহংকারে সমাপ্তি**। এই সন্ন্যাসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাই জীবের প্রস্ফুটনের **সমস্ত ইতিহাসটা** জানা প্রয়োজন হয়। কর্ম হইতে কর্মনিহার, কর্মনিবৃত্তি কেমন করিয়া লাভ হয় তাহা জানা আবশ্যক হয়, কর্ম কি করিয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, তাহাও জানা দরকার হয়। সুতরাং কর্মের প্রেরক, কারক ও ফল এবং তাহার সর্বাঙ্গশুদ্ধি একে একে কেমন করিয়া হয় তাহা বিশেষ করিয়া অবগত হওয়া প্রয়োজন। গুণের রাজ্য ছাড়াইয়া না উঠিলে **যথার্থ সন্ন্যাসী** হওয়া যায় না। গুণের মধ্যে থাকিয়া যে সন্ন্যাস সেটা **গৌণ সন্ন্যাস**—সে সন্ন্যাস মুক্তির দ্বারে লইয়া গিয়া পৌছাইয়া দিলেও মুক্তি দিতে পারে না। সর্ব জীবাঙ্গ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়ার ফলে যেদিন জীব সর্ববাধাবিনির্মুক্ত হয়, সর্ব পরিছিন্নতার পারে, সব সীমার পারে আসিয়া উপনীত হয়, সেদিন নদী যেমন সমুদ্রে নিজেকে ঢালিয়া দিয়া নাম, রূপ ও নিজের স্বতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলিয়া দুকূল ছাড়িয়া অকুলে গিয়া মিশে, তেমনি জীবও সর্বধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে সমর্পিত সর্বাত্মভাব হইতে পারে। সেইদিনই তাহার **যথার্থ সন্ন্যাস** অবস্থা লাভ হয়।

মানুষ সন্ন্যাসকে সাধারণ ত্যাগ অর্থে গ্রহণ করিয়াই ভ্রমে পতিত হয়। এ ত্যাগ দ্রব্যবিত্তাদি বাহ্য পদার্থ ত্যাগের মত তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরা নহে। ইহা **তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের অতিক্রমণ**। ইহা অসক্ততা, নির্লিপ্ততা, সর্বসঙ্গবর্জিত অবস্থা। **এখানে কিছু ধরা বা ছাড়া নাই**। এখানে কর্মে অকর্ম দর্শন, অকর্মে কর্মদর্শনরূপ পরম জ্ঞানে স্থিতি। এটা একটা বড় **বিচিত্র অবস্থা**। ইহা পরিপূর্ণ নিরহংকৃতির ভূমি। এখানে ঠিক আসিয়া না পৌছিলে ইহার আভাস পাওয়াও কঠিন হইয়া উঠে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অহংকারের লেশমাত্র থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার স্বরূপের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। যতক্ষণ জীব অহংতার ভূমিতে আছে, যতক্ষণ সে গুণাধিকারে আছে, ততক্ষণ তাহার যে ত্যাগ তাহা **চেষ্টা জনিত** ত্যাগ, কাজেই সেটা withdrawal এর মত, উপরতির মত। এটা সেইজন্য হয় কায়ক্লেশভয়ে ত্যাগ, না হয় মোহজনিত ত্যাগ এবং এই ত্যাগের দ্বারা যথার্থ **ত্যাগফল** যে জ্ঞান তাহা পাওয়া যায় না। যাহাতে সাধক তাড়াতাড়ি কর্মত্যাগ করিতে গিয়া 'ইতঃ নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' না হয়, তাহার জন্যই ভগবানের এই **অপূর্ব্ব উপদেশ**।

এই **ত্যাগতত্ত্বটী** বড় দুর্বিজ্ঞেয়। কেননা ত্যাগ বলিলেই সাধারণত 'গ্রহণের' বিপরীত যে ত্যাগ সেই ত্যাগের ছবিই মানুষের মনে ভাসিয়া উঠে। সেই জন্য জ্ঞানীর ত্যাগ যে

‘গ্রহণ ও ত্যাগ’—এই pairs of opposites, এই দ্বন্দ্বের বাহিরে তাহা সহসা মানুষ ধরিতে পারে না। বিদুষের ত্যাগটা ত্যাগ নহে—এটা transcendence মাত্র, সর্বাতিক্রমণমাত্র—এটা ‘স্বত এব ভবতি’, সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম করা বা না করা উভয়ই সমান।

শ্রীভগবান্‌ও সেইজন্য প্রথমে যে ত্যাগ আমরা ধরিতে পারি, বুঝিতে পারি—সেই কর্মাধিকারের, সেই **ব্যবহার ক্ষেত্রের ত্যাগের** কথা আলোচনা করিয়া, সেই **গৌণ ত্যাগের** কথা বলিয়া পরে মুখ্য ত্যাগ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এখানে ভগবান প্রথমেই এই **তিন প্রকার ত্যাগের** প্রসঙ্গ তুলিয়া দেখাইলেন যে মানুষ যতক্ষণ গুণের অধীন আছে—আর অধিকাংশ লোকই যে গুণের মধ্যেই আছে তাহা বলাই বাহুল্য—ততক্ষণ সাধারণ লোকের পক্ষে **কর্মত্যাগ সর্বদাই নিন্দনীয়,** তাহাদের সর্বদা কর্ম করাই উচিৎ। কেননা কর্মত্যাগ করিলে তাহাদের দেহযাত্রাই নির্বাহ হইতে পারে না। উন্নতির পথও যে সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হয় এ কথাও বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই জন্য তাহাদের কর্ম ত্যাগ না করিয়া কর্ম করাই উচিৎ।—তবে যিনি কল্যাণকামী তাঁহার দৃষ্টি রাখা উচিৎ—**ঐ ফল ও সঙ্গত্যাগে,** কারণ **কামই** কর্মকে দোষযুক্ত করে; কর্ম **স্বরূপত,** by itself **দোষ দুষ্ট** নহে, সঙ্গ ও ফলযুক্ত হইয়াই কর্ম দোষদুষ্ট হয়। তাই অবিদুষের পক্ষে কর্মফলত্যাগ মাত্রই কর্ত্তব্য—**‘ন তু কর্মত্যাগঃ’**।

এই যে কর্মাধিকারে ত্রিবিধ ত্যাগ ইহা পরমার্থদর্শীর পক্ষে **একেবারেই প্রযোজ্য নহে।** কারণ spritual plane এ, নিরহংকৃতির ভূমিতে, পরমার্থ ভূমিতে, transcendenceএর ভূমিতে **কর্ম কর্মই থাকে না**—অকর্মে পর্য্যবসিত হইয়া যায়—সুতরাং সে ক্ষেত্রে দোষাদোষের কথাই চলিতে পারে না, **এ প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না।** জ্ঞানী যিনি ‘আত্মনি’ স্থিতিলাভ করিয়াছেন, আত্মস্বরূপবোধ লাভ করিয়াছেন তাঁহার কর্মের সঙ্গে **কোন সংশ্লেষই থাকে না।** তিনি ‘নৈবকিঞ্চিৎ করোমি’—এই জ্ঞানে **সহজ প্রতিষ্ঠিত**; তাঁহার আত্মার নির্লেপত্ব, অসঙ্গত্ব **প্রত্যক্ষসিদ্ধ**; সুতরাং দেহ ইন্দ্রিয়াদি ক্ষেত্রের কোনও কর্মের সহিতই তাঁহার কোনও সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। কর্মের দ্বারা তাঁহার হানিলাভ কিছুই হয় না, বায়ু যেমন ঝড় তুফান প্রভঞ্জন বহাইয়াও আকাশকে একচুলও প্রকম্পিত করিতে পারে না, তেমনি দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন, বুদ্ধি—ইহাদের কোনও স্পন্দনই আত্মার রাজ্যে পৌঁছেনা, বিক্ষোভ সৃজন করিতে পারেনা। তবে কি সে relationless absolute? **সর্বসম্বন্ধবিবর্জিত?**—না, তাহাও বলা চলে না। সে যে সর্ব relationএর, সর্বসম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়াও, সর্বসম্বন্ধের মূল হইয়াও সমস্ত relationকে, সর্বসম্বন্ধকে কি ভাবে transcend করিয়া, অতিক্রম করিয়া, রহিয়াছে—ইহা মনুষ্যবুদ্ধি যতক্ষণ আত্মলোকে স্থিতিলাভ না করে, ততক্ষণ কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

দেহধারী মাত্রেই **কর্মাধিকারী।** কেননা, তাহারা **প্রকৃতিস্থ,** সেইজন্য অজ্ঞ, সেইজন্য দেহাত্মভাব ছাড়াইয়া উঠা তাহাদের পক্ষে দুস্কর। এইরূপ **‘দেহভৃৎ’** যাহারা, তাহাদের **কর্ত্তব্য** হইল **সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থ কর্ম** করা, অনলস অতন্দ্রিতভাবে কর্ম করা। এই কর্মরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহাদের Higher Selfএর দিকে, উচ্চতর আদর্শের প্রতি একটা attraction, আকর্ষণ হয় এবং তাহার ফলে তাহারা কর্মফলত্যাগ করিয়া **গৌণ সন্ন্যাসী** বা **ত্যাগী** আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কর্মাধিকারীর পক্ষে সেই জন্য গীতার নিশ্চিত উপদেশ হইল যে **যজ্ঞ দান ও তপ**—এই তিনটি

কর্ম 'ত্যাজ্য' নহে, 'কার্য্য'—কেননা তাহা মনীষিদিগের **পাবন** অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে পাপ তাহা প্রক্ষালন করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি যোগ্যতা রূপ পুণ্য গুণাধানের দ্বারা শুদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থীর, কর্মাধিকারীর যজ্ঞ, দান, তপ রূপ disciplinary actions, বিধিবোধিত কর্ম **বিশেষ প্রয়োজন**।

হিন্দু সাধনার **মুল কথাই** হইল **ত্যাগ**। এই ত্যাগ যেমন যজ্ঞদানতপরূপ ক্রিয়াযোগেও প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি চরম জ্ঞানেও সর্ব উপাধিত্যাগরূপ মহাত্যাগ বা সন্ন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তির রাজ্যে, সাধনের রাজ্যে, ক্রমোৎকর্ষের রাজ্যে মানুষ নীচের ভূমি ত্যাগ করিয়া, অপকর্ষের ভূমি ত্যাগ করিয়া, উৎকর্ষের ভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া চলে এবং এই ত্যাগই ক্রমশ সঙ্গত্যাগ ও ফল ত্যাগে পর্য্যবসিত হইয়া সাধককে বুদ্ধির চরম উৎকর্ষের ভূমিতে আনিয়া পৌছাইয়া দেয়।

ইহা ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমে **কর্মতত্ত্বটা** বুঝিতে হইবে। কর্মের সহিত আত্মার কি **সম্বন্ধ** তাহা বুঝিতে হইবে। কর্মের **প্রেরক কারক ও ফল**—এই তিন অঙ্গ। ইহারা সকলেই যে গুণাধিকারে, এ সবই ঐ 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ' ঐ 'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ' এর অন্তর্ভুক্ত তাহা বুঝিতে হইবে। এই অঙ্গ গুলিতে ক্রমশ **সত্ত্বগুণের আধান** করিয়া ও রজতমঃ গুণের অপসারণ করিয়া ক্রমোৎকর্ষ সাধন করিতেই গীতা উপদেশ দিতেছেন। এই উৎকর্ষসাধনের ফলে যখন **সর্বাঙ্গ** শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া উঠিয়া বুদ্ধিকে বিশেষ করিয়া শুদ্ধ করে তখনই মানব ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করে। **এই গুণার্জ্জনের ফলেই জ্ঞানার্জনের পথ উন্মুক্ত হয়।** তাই এখানে সাধনের সর্বাঙ্গ যাহাতে শুদ্ধ হয়,—কর্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ উভয়ই সত্ত্বময় হয়—তাহারই উপায় নির্দেশ করা হইতেছে।

সাধনায় সিদ্ধি হয় এইরূপে **সত্ত্বসম্পন্ন ও ভগবানে প্রপন্ন** হইলে। বাস্তবিকপক্ষে এই সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জীবনই ধর্মময় জীবন। এই **ধর্মকেই** মূল ভিত্তি করিয়া মানুষকে প্রথম অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে। এই ধর্ম হইল আচরণের, অনুষ্ঠানের, কর্মের বিষয়। এই ধর্ম আচরণের ফলে মানুষের জীবন সুনিয়মিত ও সুসংযত হয় এবং এইরূপে যত will disciplined হয়, ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয়, তত তাহার ভিতর **সৎশক্তি** দ্রুত বিকশিত হইতে থাকে এবং এই শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার করণবর্গও সম্মার্জ্জিত হইয়া সদাচরণ ও সত্যাবধারণের অধিক অধিকতর যোগ্য হইয়া উঠে। ইহাই মানুষের evolutionকে hasten করে, **দ্রুত পরিবর্তন** সংসাধিত করে এবং তাহার পাশবিকতা সরাইয়া প্রথম তাহাকে **মানবিকতার** ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে, পরে মানবতার ভূমি হইতে **দেবতার ভুমিতে** লইয়া যায় এবং শেষ দেবতার ভূমি হইতে **ভগবৎধামে** পৌছিবার যোগ্য করিয়া দেয়। এইটি কি ভাবে সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে সংসাধিত হয় তাহাই গীতা এই শেষ কয় শ্লোকে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। সমস্ত গীতা শাস্ত্র মন্থন করিয়া এইখানেই **সার** সংগৃহীত হইয়াছে। এই 'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং জ্ঞানম্' পর্য্যন্ত এবং পরে 'মন্মনা'···আদি শ্লোক হইতে 'সর্বগুহ্যতমং জ্ঞানম্' পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে।

তাহা হইলেই দেখা গেল **সত্ত্বশুদ্ধির প্রথম ও প্রধান উপায়** হইল **সাত্ত্বিককর্ম**, প্রশস্ত কর্ম,—ইহা হইতে আসে **সাধুভাব**, সাধুভাব হইতে আসে **সৎভাব**, সৎভাব হইতে আসে **তৎভাব** এবং এই তৎভাবই শেষে লইয়া যায় **পরমভাবে**।

তাই এখানে প্রথমেই ভগবান্ দেখাইলেন যে কণ্টক দ্বারা কিরূপে কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়। কর্ম সাধারণতঃ বন্ধনের হেতু হইলেও সেই কর্মই আবার মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। তাই ভগবান্ দেখাইলেন যে কর্মকে শুধু নিজের ভোগসাধকরূপে দেখিলেই কর্ম বন্ধন সৃজন করে, কর্ম আসক্তির বেড়াজালে সাধককে ঘিরিয়া ধরে। আবার সেই কর্মই ভগবৎ অর্চনা বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে সাধকের ভিতর **অসক্ত বুদ্ধি** ফুটাইয়া তোলে। যতদিন জীব তমোগ্রস্ত, তমোপ্রধান থাকে, ততদিন দেহেন্দ্রিয়াদির সুখের সন্ধানেই ফিরে এবং এই সুখসাধন চেষ্টাই তাহার ভিতর হইতে আলস্য অবসাদকে সরাইয়া কর্মতৎপরতা আনিয়া দেয়। সুতরাং **এ অবস্থায়** এই আসক্তি, এই সুখানুসন্ধান পরম **ঔষধির** মতই কার্য্য করিয়া থাকে। বিকারগ্রস্ত মুমূর্ষু রোগীর বিষবড়ীর মত ইহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হয়। পরে এই কর্মতৎপরতাই **যোগতৎপরতার** দিকে লইয়া যায়। তাই এখানে ভগবান্ 'অভিরতঃ' শব্দটি ব্যবহার করিলেন—'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ' অর্থাৎ তৎপর, সম্যগনুষ্ঠানতৎপর হইতে হইবে, তবে সংসিদ্ধি আসিবে।

এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত, বিচারযুক্ত কর্মকে আশ্রয় করিয়াই সাধককে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে। ইহাই জীবের দ্রুত পরিণতির হেতু হয়, development-এর হেতু হয়। এই পরিণতি অনুসারে সাধনও পরিবর্ত্তিত হয়—ইহাই হিন্দুধর্মের **সার সিদ্ধান্ত**। ইহারই উপর হিন্দুর বর্ণ ও আশ্রমধর্ম স্তরে স্তরে সজ্জিত। পাছে অপরিণত সাধক তাড়াতাড়ি কর্ম ছাড়িয়া জ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহা নিবারণ করিবার জন্যই ভগবান্ পুনঃ **পুনঃ সাধককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন** ও বলিয়াছেন—'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'। ভগবান ইহাও দেখাইয়াছেন যে মানুষ **কর্মেরই উপযোগী** হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে—এই জন্যই এই কর্মই হইল তাহার পক্ষে সহজ। দেহ ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষের পক্ষে এই ইন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মক কর্মযোগরূপ ধর্মই সুকর। অতি বিরল পুরুষই, অতি নিপুণ পুরুষই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়া এই ক্ষুরধার জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। ইহার জন্য বুদ্ধির এমনই একটা মার্জন, এমন একটা উচ্চস্তরে আরোহন প্রয়োজন যে সেখানে স্বভাবতই রাগদ্বেষাদির ঝঞ্ঝাবাত পৌঁছিবার সম্ভাবনা থাকে না, যড়োর্মির তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সেখানে প্রবেশ করিবার পর্য্যন্ত সম্ভাবনা একেবারে চলিয়া যায়। এইরূপ নিরুপদ্রব ক্ষেত্রে বুদ্ধি পৌঁছিলে তবে সেখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশের অনুকূলতা দেখা দেয় এবং এইরূপ দিব্যলোকে যাঁহারা বসতি করেন তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানযোগের অধিকারী। কিন্তু এরূপ অধিকারী পুরুষ 'ঐ' 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ' ই মিলিয়া থাকে। সুতরাং **সাধারণের** পক্ষে সহজ কর্মের ত্রুটি দেখিয়া এবং জ্ঞানের উৎকৃষ্টতার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি কর্ম ছাড়িয়া জ্ঞানের জন্য হাত বাড়াইলে **সমূহক্ষতি** ছাড়া লাভ কিছু মাত্রই হইবে না। সেই জন্য ভগবান্ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে, ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।'

এই কথা আরও দৃঢ় করিবার জন্য 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'—এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া দেখাইলেন যে অজ্ঞানী কর্মসঙ্গী অনাত্মজ্ঞ পুরুষ ক্ষণকালও কর্ম ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেনা—কেননা তাহার ত্যাগের অর্থ হয় **কর্ম হইতে বিরাম**, কর্ম হইতে উপরাম। এ অর্থে যে ত্যাগ সে কখনই ত্যাগপদবাচ্য হইতে পারেনা, কেননা তাহাতে **অভিমান** ষোল আনাই থাকিয়া যায়, আর অভিমানভরে যাহা কিছু করা যায়

তাহা ত্যাগই হউক, বা গ্রহণই হউক্—উভয়ই **কর্মাত্মক**, উভয়ই সঙ্গজনক, সুতরাং উভয়েই বন্ধনের হেতু, উভয়ই **দোষযুক্ত**॥

তবে জ্ঞানীর অশেষতঃ কর্মত্যাগ কি করিয়া সম্ভব হয়? ইহার মীমাংসা আত্মার অবিক্রিয়ত্বে। আত্মা কর্মের দ্বারা হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই প্রাপ্ত হ'ন না—কেননা তিনি যে **পরিপূর্ণ**, তিনি যে absolute। তাঁহার এই স্বক্ষেত্রে স্থিতি হইলেই **গতির মধ্যে অগতি** দেখা দেয়, **কর্মের মধ্যে অকর্ম্ম** সিদ্ধ হয়—সে যে **গতি-অগতি, কর্ম-অকর্ম উভয়ের অতীত**। এই আত্মস্বরূপলাভই হইল **যথার্থ নৈষ্কর্ম্য**। ইহা হইল পরম জ্ঞানের অবস্থা—তাই এ **নৈষ্কর্ম্য-কর্ম্য ছাড়া ধরা দ্বারা মাপ করা যায় না**। ইহা **সহজ নির্লেপতা**। ইহার দৃষ্টান্ত ঐ "যথা সর্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে' এবং 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'—এক আকাশের নির্লেপতা, অপর বুদ্ধির নির্লেপতা। ইহাদেরও উপর আত্মার নির্লেপতা—কেননা আত্মাই সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা। //

এই নির্লেপতা, এই অসঙ্গতা, এই অপরিণামিতাই **গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য**। কেননা গীতা মুখ্যত **মোক্ষশাস্ত্র**। এই **মোক্ষটা** সাধারণত মনে হয় বুঝি কাম ক্রোধ হইতে মোক্ষ, রাগদ্বেষ হইতে মোক্ষ, রজঃতমঃ হইতে মোক্ষ, জরামরণ হইতে মোক্ষ, ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষ। এসব কিন্তু আপেক্ষিক মোক্ষ—এ সব বুদ্ধির বিকাশজন্য মোক্ষ—এগুলি চেষ্টা ও যত্নসাধ্য। এগুলি তো আছেই বা চাই-ই, ইহা ছাড়া **যথার্থ মোক্ষে** ইহাদেরও বহু উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এখানে suppression বা অভিভব তো নাই-ই—ইহা প্রতিযোগিশক্তিকে পরাভূত করাও নহে, এমন কি এটা দ্বন্দ্বসমাহারেরও উপরের অবস্থা। ইহা সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ। ইহা কতকটা sublimation উন্নয়ন বা identification সমীকরণের মত, এটা intensification বা প্রাচুর্য্যের উপরে simplification and unification এর মত, **অখণ্ড অদ্বয়ের মত**। এই **মোক্ষও** যাহা, **স্বরূপে স্থিতিও** তাহাই, **সন্ন্যাসও** তাহাই। তাই এই শেষ অধ্যায়ে সন্ন্যাসতত্ত্বের আলোচনা করিয়া গীতা এই **পরম রহস্য** উদ্ঘাটন করিয়াছেন—কেননা এ তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ ছাড়া আর কাহারও জানাইয়া দিবার ক্ষমতা নাই।

এই গীতা আলোচনার ফলে দেখা গেল যে **যোগযুক্ত** অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক **ভক্তির** সন্ধান মিলেনা, সেই জন্য **সন্ন্যাসও** সম্ভব হয় না। এই **যোগ ও ভক্তি** মিলিত হইয়াই সাধককে দ্রুত উন্নতির পথে লইয়া চলে, **তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনের** পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইহাদের প্রভাবে যে **সূক্ষ্মদর্শন** ফুটে তাহা ক্রমশঃ **অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিযজ্ঞ** রূপ ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দেয় এবং ইহাই ধীরে ধীরে **বিভূতিযোগে** লইয়া যায়। বিভূতিযোগ হইতে **বিশ্বরূপদর্শনরূপ** মহাপ্রকাশ জাগিয়া উঠে। এই বিশ্বরূপ দর্শনের ফলে সাধক **'মৎকর্মকৃত'**, **'মৎপরম'**, **'মদ্ভক্ত'**, **'সঙ্গবর্জিত'** ও **'নির্ব্বৈর'** হইয়া উঠে এবং তাহার ভিতর **অদ্বেষ্টাদিগুণ** সকল বিকাশ করাইয়া **পর্যুপাসনার** পথ খুলিয়া দেয়। এই পর্যুপাসনাই **জ্ঞানের দ্বারে** আনিয়া পৌছাইয়া দেয় এবং তখন স্বাভাবিক **অমানিত্বাদি** গুণ চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়া **ভক্তিকে 'অব্যভিচারিণী'** করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে **'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব'** ও

'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন' আরম্ভ হয়। ইহাই ধীরে ধীরে **সমত্বদর্শন, ঈশ্বরদর্শন,** ও **পরমদর্শনের** দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। এইরূপে **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক** লাভ হইলে সাধক **গুণাতীত** অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং **পরম বৈরাগ্যে** চিত্ত ভরিত হওয়ায় **পুরুষোত্তমদর্শনের** যোগ্যতা লাভ করে। ইহাই সাধককে **'নির্মাণমোহাঃ জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ'** করিয়া দেয়, তখন প্রকৃতিও একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া **দৈবপ্রকৃতিরূপ** ধারণ করে এবং চিত্ত **'অভয়' 'সত্ত্বশুদ্ধি'** ও **'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি'** রূপ ভাবে তন্ময় হইয়া যায়। **এই তন্ময়তাই মন্ময়তা আনিয়া দেয়।** তখন **সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা** চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে এবং পুরুষকে **সত্ত্বময়** করিয়া দেয়। এইরূপে যিনি **সত্ত্বময়** হ'ন, তিনিই **মন্ময়** হইয়া যান, তিনিই **'মদ্ভক্ত', 'মদ্‌যাজী'** হ'ন এবং তিনিই শেষে **'সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'** অবস্থা লাভ করিয়া **সর্বসমর্পণরূপ সন্ন্যাস** অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন। ইহাই জীবের **চরম কৃতার্থতা,** ইহাই তাহার **চরম পরণতি।** এইরূপে সসীম জীব অসীমে নিজেকে ঢালিয়া দিবার জন্যই অথবা পরিপূর্ণ আত্মভাবে ফুটিয়া উঠিবার জন্যই জন্মের পর জন্মে অগ্রসর হইয়া চলে এবং শেষ জন্মে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** ভাব লাভ করিয়া মুক্ত হয়।

তাহা হইলেই দেখা গেল—জননীর মত হিতকারিনী গীতা কল্যাণকামী জীবের **কি পাইতে হইবে, কি হইতে হইবে ও কি করিতে হইবে**—ইহাই বিশদভাবে দেখাইয়া তাহাকে সীমার পারে লইয়া গিয়া অসীমের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার মুক্তি সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাকে **পাইতে হইবে**—'ব্রহ্ম পরমম্' বা **পুরুষোত্তমকে; হইতে হইবে স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত ও গুণাতীত;** আর **করিতে হইবে যজ্ঞদানরূপ কর্ম দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদন।** ইহাদের আবার পক্ষ পক্ষ ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই পরমকে পাইতে হইলে, সমগ্রভাবে জানিতে হইলে—(কেননা এখানে জানা ও হওয়া বা পাওয়া একই)—**দুই প্রকৃতিতত্ত্ব ও তিন পুরুষতত্ত্ব**—এই পঞ্চতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। **স্থিত প্রজ্ঞাদি** লাভ করিতে হইলে সুনিয়মিত, সুসংযত, সুসংযুক্ত, সুসংসক্ত ও সুসংন্যস্ত হইতে হইবে। আর **শুদ্ধিসাধন** করিতে হইলে **অনুকীর্ত্তন, অনুশ্রবণ, অনুচিন্তন, অনুস্মরণ** ও **অনুদর্শন** করিতে হইবে। ইহাই গীতোক্ত **পঞ্চায়তনী দীক্ষা,** ইহাই জ্ঞানের **পঞ্চপ্রদীপ** জ্বালিবার ক্রম। এই দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যিনি জীবন গঠন করিতে পারেন তিনিই **'মামেকং শরণম্'** অবস্থা লাভ করেন, তিনিই **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন, তিনিই ধর্মাধর্মের উপরে উঠিয়া কৃতকৃত্য হ'ন, তিনিই ধন্য হইয়া যান। **সমস্ত গীতার ইহাই সংক্ষিপ্ত সার ও অমূল্য উপদেশ।**

গীতামাহাত্ম্যম্

ঋষি রুবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত !   মে বদ।
পুরা নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু॥ ১১

সাধো গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩
তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্ ॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥ ১৮
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলন্ তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০
শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যাং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ ! গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
অর্দ্ধমাত্রাপরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী ।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
ত্রিদ্ব্যেকমর্দ্ধমথ বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
গীতার্দ্ধমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১
গীতেত্যুচ্চার-সংযুক্তো ম্রিয়মাণোগতিং লভেৎ ॥ ৬২
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি ।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৪
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৫
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্ ।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৬
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৭
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৮
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৯
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৭০
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭১

জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭২
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭৩
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৪
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ৭৫
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৭৬
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি॥ ৭৭
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং য সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ॥ ৭৮
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ॥ ৭৯
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ॥ ৮০
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ॥ ৮১

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৮২
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলন্তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ॥ ৮৩
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৪
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৮৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং
সম্পূর্ণম্